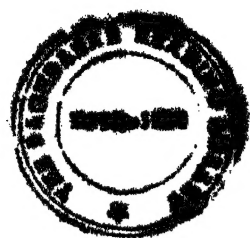


[illegible]





বেদব্যাস-ভাণ্ডার গ্রন্থাবলী ।

ধর্ম্মানুষ্ঠান ।

দশসংস্কার, নিত্যকৃত্য, মাসিককৃত্য বামিককৃত্য,

শোচাশৌচ, প্রাশস্তিক্ত, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি

অনুষ্ঠান সম্বলিত ।

শ্রীভূধর চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ।

৭০ নং স্ককিয়া ষ্ট্রীট বেদব্যাস কার্য্যালয়

হইতে প্রকাশিত ।

কলিকাতা

২০ নং স্ককিয়া ষ্ট্রীট, কালিকা ধনু

শ্রীশরচ্ছন্দ চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত ।

১৩০২ সাল ।

মূল্য ১০/০ আনা মাত্র ।

বাগবাজার ক্রীড়াঙ্গণ
 সংসদ
 সংসদ
 সংসদ
 ১৯৫৫
 সি. এ. জাহাঙ্গীর

স্বধৰ্মনিরত

শ্রীযুক্ত রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় ।

বাঁহার অনুরোধের

ফল এই ধৰ্মানুষ্ঠান ;

বাঁহার সহোদরোপম

“ মেহে আমি মুক্ত ;

বাঁহার চরিত্র, বংশ-

মৰ্যাদা ও হুনাং

হিন্দুসমাজের বিশেষতঃ

রাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ-সমাজের

একমাত্র আদর্শ স্থল ;

সেই স্বসমাজরক্ষণেচ্ছু মহোদয়ের করকমলে

ভক্তির সহিত সাদরে

উৎসর্গ করিলাম ।

নিবেদন ।

ধর্ম্মই ব্রহ্মাণ্ড প্রতিষ্ঠিত । ধর্ম্ম ব্যতীত একটা ক্ষুদ্র পরমাণুও ক্ষণমাত্র তিষ্ঠিতে পারে না । তাই শাস্ত্র বলেন,—ধর্ম্মো বিশ্বস্ত জগতঃ প্রতিষ্ঠা, লোকে ধর্ম্মিষ্ঠম্ প্রজ্ঞা উপসর্পন্তি ধর্ম্মেন পাপং অপনুদন্তি, ধর্ম্মে সর্বং প্রতিষ্ঠিতং তস্মাৎ ধর্ম্মং পরমং বদন্তি । সুতরাং একমাত্র ধর্ম্ম থাকিলে সমস্ত থাকিবে এবং একমাত্র ধর্ম্মের অভাব হইলে সমস্তই নষ্ট হইবে । এরূপ সর্বমূল্যধার ধর্ম্মের অনুষ্ঠানই পরম শ্রেয়স্কর । একমাত্র বেদই সে ধর্ম্মের প্রবর্তক এবং বেদবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানই ধর্ম্মানুষ্ঠান । যথা—

বেদপ্রণিহিতো ধর্ম্মো হৃদধর্ম্মস্তদ্বিপরিচয়ঃ ।

বেদবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানই যদি ধর্ম্মানুষ্ঠান হয়, তবে সে ধর্ম্মের দ্বারা কিরূপে ব্রহ্মাণ্ড পরিরক্ষিত হইয়া থাকে, এই প্রশ্ন স্ততঃই মনোমধ্যে উদিত হওয়া সম্ভব । মনু ধৃতি-ক্ষমাদি যে ধর্ম্মের লক্ষণ করিলেন, ইহারই বা কিরূপ মীমাংসা সম্ভব ? এতদ্বী-মাংসায় শাস্ত্র সিদ্ধান্ত করেন যে, মনুজ ধর্ম্মই প্রকৃত ধর্ম্ম, কিন্তু বেদবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা মনুজ “ধৃতিঃ ক্ষমা দমোন্তেয়ঃ শৌচ-মিজ্জিয়নিগ্রহঃ। ধীর্বিদ্যা সত্যমক্ৰোধোদশকং ধর্ম্মলক্ষণম্ ॥ ইত্যাদি । ধর্ম্মের উন্মেষ হওয়ার আত্মার উক্ত শক্তিসমূহও স্বরূপস্থ হয় বলিয়াই এ সমস্তও ধর্ম্ম । বেদবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতীত কখনই আত্মার নিরোধশক্তির বিকাশ হইতে পারে না । আর যখন আত্মার শক্তির অভিব্যক্তির দ্বারা সৃষ্টি স্থিতি ও লয়-শক্তিবৃত্ত এই ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত, তখন আত্মার শক্তির স্বাধা

ক্রিয়ার দ্বারাই যে এই ব্রহ্মাণ্ড রক্ষিত হইয়া থাকে তাহাতে সন্দেহ নাই। সংক্ষেপে কেবলমাত্র ইঙ্গিত ভিন্ন এস্থলে বিস্তার আলোচনা অসম্ভব। অতএব যাহাতে বেদবিহিত কৰ্ম্মানুষ্ঠানে অধিকার জন্মে, তৎপক্ষে সচেষ্ট হওয়াই সৰ্ব্বতোভাবে কর্তব্য।

“জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদিজ উচ্যতে।” যথাপদ্ধতি দশসংস্কারে সংস্কৃত হইলে তবে ব্রহ্মণ্যশক্তির বিকাশ হইয়া বিজ্ঞ হওয়া যায়। বর্তমানে দশবিধ সংস্কারে সংস্কৃত ব্রাহ্মণ প্রায়ই দেখা যায় না। যে দুই একটী সংস্কার এখনও অনুষ্ঠিত হয় তাহা যদি কোন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ স্বচক্ষে দেখেন, তবে বঙ্গদেশে যে কখনও ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব ছিল বা আছে ইহা কদাচই বিশ্বাস করিবেন না। সুতরাং প্রকৃত ব্রাহ্মণের অভাবেই সে ব্রহ্মণ্য-মহিমাও দৃষ্টিগোচর হয় না। সংস্কার দ্বারা বিজ্ঞত্ব প্রাপ্ত হইলে তবে বেদাদিতে অধিকার জন্মে। তখন বৈদিকক্রিয়ার প্রত্যক্ষ ফল পাওয়া যায়। যাহাতে ব্রাহ্মণসন্তান সংস্কার দ্বারা বিজ্ঞত্ব লাভ করিয়া বেদাদি শাস্ত্রে ও ক্রিয়ায় অধিকারী হন, তদ্ব্যবস্থায় এই ধৰ্ম্মানুষ্ঠান পুস্তক প্রকাশ করিলাম। ইহাতে গার্হস্থ্যধৰ্ম্মে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য ও কর্তব্য, তাবদ্বিষয় যথাসম্ভব ও যথাসাধ্য সংগ্রহ করিয়াছি। এখন সকল বর্ণেরই হিন্দু সন্তানগণ যাহাতে ধৰ্ম্মানুষ্ঠানসাহায্যে কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিয়া ধৰ্ম্মের উন্মেষে আত্মার শক্তিস্ফুরণ করিতে পারেন, তাহার চেষ্টা করিলে আমার শ্রম সার্থক হইবে। অলমিতি বিস্তারেন।

শ্রীভূধর শৰ্ম্মা।

সূচীপত্র ।

বিষয়	পৃষ্ঠা ।	বিষয়	পৃষ্ঠা ।
প্রথম অধ্যায় ।		„ নামকরণ ...	৪২
সামবেদীয় দশসংস্কার—		[নামকরণের তাৎপর্য	
„ গভীধান ...	১	(নোট)] ...	৫০
[দশসংস্কারের আবশ্যিকতা		পৌষ্টিক কৰ্ম্ম ...	৫২
(নোট)] ...	১	„ অন্নপ্রাশন ...	৫৪
[পঞ্চগব্যদ্রব্য ও তৎশোধন		[অন্নপ্রাশনের তাৎপর্য	
(নোট)] ...	৭	(নোট)] ...	৫৪
„ পুংসবন ...	৯	„ পুত্রমূর্দ্ধাভিষ্মাণ কৰ্ম্ম	৫৯
[পুংসবনের তাৎপর্য ও		„ চূড়াকরণ ...	৬৩
আবশ্যিকতা (নোট)]	..	[কর্ণবেধ (নোট)]	৭১
„ সীমস্তোমস ...	১৭	„ উপনয়ন ...	৭৪
সীমস্তোমসের তাৎপর্য ও		[উপনয়নের অধিকারী ও	
আবশ্যিকতা (নোট)]	..	বিধি (নোট)]
সোম্যস্তী কৰ্ম্ম ...	২৮	„ সাবিজীচক্রহোম	৯৭
জাতকৰ্ম্ম ...	৩২	„ সমাধর্ভন ...	১০১
জাতকৰ্ম্মের আবশ্যিকতা ও		[সমাধর্ভনের সার মৰ্ম্ম এবং	
তাৎপর্য (নোট)]	৩৫	গার্হস্থ্যধৰ্ম্মের মাহাত্ম্য	
নিষ্কৰ্ম্মণ ...	৩৭	(নোট)] ...	১১৩
		„ বিবাহ ...	১১৭

বিষয়	পৃষ্ঠা।
[কামস্ততির তাৎপর্য (নোট)]	... ১৩২

দ্বিতীয় অধ্যায়।

যজুর্বেদীয় দশসংস্কার—

” গর্ভাধান	... ১৭৯
” পুংসবন	... ১৮২
” সীমন্তোন্নয়ন	... ১৮৪
” সোম্যস্তীকর্ম	... ১৮৭
” নামকরণ	... ১৯২
” জাতকর্ম	... ১৮৮
” অন্নপ্রাশন	... ১৯৪
” চূড়াকরণ	... ১৯৮
” উপনয়ন	... ২০৪
” বেদারম্ভ	... ২১৪
” সমাবর্তন	... ২১৭
” বিবাহ	... ২২৪

তৃতীয় অধ্যায়।

ঋগ্বেদীয় দশসংস্কার—

” গর্ভাধান	... ২৪৮
” পুংসবন	... ২৫১
” নবলোভন	... ২৫৫
” সীমন্তোন্নয়ন	... ২৫৭

বিষয়	পৃষ্ঠা।
” জাতকর্ম	... ২৬০
” শুপ্তনামকরণ	... ২৬৩
” প্রকাশনামকরণ	... ২৬৪
” নিশ্ক্রমণ	... ২৬৭
” অন্নপ্রাশন	... ২৭২
” চূড়াকরণ	... ২৭৫
” উপনয়ন	... ২৮৪
” সমাবর্তন	... ২৯৭
” বিবাহ	... ৩০৪
” ঋতুসংস্কার	... ৩১৮

চতুর্থ অধ্যায়।

নিত্যকৃত্য—	৩২২
” প্রাতঃকৃত্য	... ৩২৪
(প্রাতঃস্মরণীয় বিষয়)—	
(দৈনিক ধর্ম ও তদবিরোধী অর্থাদিচিন্তন)	... ৩২৬
(পৃথিবীপ্রগতি)	... ৩২৭
(বিগ্নব্রত্যাগবিধি)	...
(শৌচবিধি)	... ৩২৮
(আচমন)	... ৩৩৭
[জীজাতি ও শূদ্রের আচমন- বিধি (নোট)]	... ৩৩৪

বিষয়	পৃষ্ঠা।	বিষয়	পৃষ্ঠা।
(দন্তধাবন) ...	৩৩০	(সামবেদীয় সন্ধ্যাবিধিঃ)	৩৫৬
[দন্তধাবনমন্ত্র (নোট)] "	"	(যজুর্বেদীয় সন্ধ্যাবিধিঃ)	৩৬১
(প্রাতঃস্নান) ...	৩৩১	(ঋগ্বেদীয় সন্ধ্যাবিধি)	৩৭২
[অঙ্কুশমুদ্রা (নোট)]	৩৩২	(গায়ত্রী কবচ, অর্থ ও	
[গঙ্গাস্নান, মাঘস্নান, কার্ত্তিকস্নান, গ্রহস্নান, ব্রহ্মপুত্রস্নান, বাকুণী-স্নান, গঙ্গাসাগর স্নান প্রভৃতির মন্ত্র ও সংকল্লাদি (নোট)]	৩৩৩	মাহাত্ম্য) ...	৩৭৯
[স্নানের প্রকারভেদ ও মাহাত্ম্য (নোট)] ...	৩৩৬	(গায়ত্রীশাপোদ্ধার) ...	৩৮৬
(তিলক ধারণ) ...	৩৩৬	(তান্ত্রিকী সন্ধ্যা) ...	৩৮৭
[তিলকবিধি (নোট)]	৩৩৭	[ধেনুমুদ্রা ও তদ্বিমুদ্রা (নোট)] ...	৩৮৮
(সামবেদীয় তর্পণ) ...	৩৩৭	[বিবিধ দেবতার গায়ত্রী (নোট)] ...	৩৮৯
[তর্পণের বিশেষ বিধি ও দিনাদি নিরূপণ (নোট)] ...	৩৩৭	[জপের বিধান, স্থানাদি নির্ণয়, গোষোনিমুদ্রা (নোট)]	৩৯৩
[দৈবতাদি (নোট)]	৩৩৯	পূর্বাহ্নকৃত্য ...	৩৯৫
[সংক্ষেপে নিত্যতর্পণ (নোট)] ...	৩৪৩	(দেবগৃহ মার্জ্জন) ...	"
(যজুর্বেদীয়গণের ও শুদ্রের তর্পণ) ...	৩৪৪	(দেবগৃহসংস্কার) ...	৩৯৬
(ঋগ্বেদীয় তর্পণ) ...	৩৪৫	(দেবগৃহ-উপলেপন) ...	"
[কুর্শ্মমুদ্রা (নোট)]	৩৫৬	(„ অভ্যুক্ষণ) ...	৩৯৯
		(দেবগৃহে ধবজারোপণ) ...	"
		(„ পতাকারোপণ) ...	৪০১
		(„ কদলীস্তম্ভারোপণ)	৪০১
		(গুরুদর্শন ও মঙ্গলদ্রব্যদর্শন)	"
		(কেণ প্রসাধন) ...	৪০২

বিষয়	পৃষ্ঠা ।	বিষয়	পৃষ্ঠা ।
(দর্পণে মুখদর্শন, পুষ্পচয়ন) ৪২		[পঞ্চদেবতার লক্ষণ	
(দ্বিতীয়যামার্ককৃত্য—		(নোট)] ...	৪২৩
বেদাভ্যাস)	৪০৩	(লক্ষ্মীর ধ্যান) ...	৪২৬
[বেদাভ্যাসের প্রকারভেদ		(লক্ষ্মীর পুষ্পাঞ্জলিমন্ত্র)	"
(নোট)] ...	৪০৩	(„ প্রণাম মন্ত্র) ...	"
[বেতন গ্রহণ পূর্বক		(সরস্বতী ধ্যান) ...	"
বিদ্যাশিক্ষাদানের নিষিদ্ধতা		(„ পুষ্পাঞ্জলিমন্ত্র) ...	৪২৭
(নোট)] ...	৪০৪	(„ প্রণাম) ...	"
(তৃতীয়যামার্ককৃত্য—		(মনসার ধ্যান) ...	"
অর্থসাধন)	৪০৫	(„ প্রণাম) ...	"
[পোষ্যবর্গের লক্ষণ এবং		(পার্শ্ব শিবলিঙ্গপূজা) ...	"
চতুর্বর্ণের বৃত্তি (নোট)] ৪০৬		[শিবলিঙ্গ স্থাপনের নিয়ম	
(চতুর্থযামার্ককৃত্য—		এবং রুদ্রাক্ষমালাধারণের	
মধ্যাহ্ন স্নান)	৪১০	প্রণালী (নোট)] ...	৪২৮
[তৈলব্যবহারের দিননির্ণয় ও		[ষোড়শোপচার প্রদানের	
উপকারিতা (নোট)] ৪১০		প্রণালী (নোট)]	৪২৯
(দেবপূজা)	৪১৩	[প্রণামের প্রকারভেদ ও	
(পূজার প্রকৃত অধিকারী) ৪১৪		প্রণালী (নোট)]	৪৩২
(বিষ্ণু গণেশ সূর্য্য পূজাবিধি		(বিবিধ দেবদেবীর ধ্যান) ৪৩৩	
এবং অর্ঘ্যাহ্বান, আসন শুদ্ধি,		[গোপূজার মন্ত্র ও প্রণালী	
পুষ্পশুদ্ধি প্রভৃতি) ...	৪১৫	(নোট)]	৪৩৫
[প্রার্থনামুদ্রা (নোট)] ৪২১		(তান্ত্রিকী পূজা—	
[পূজাকালীন বিশেষ বিশেষ		শুরুধ্যানাদি) ...	৪৩৯
নিয়ম (নোট)]	৪২২	[তান্ত্রিক স্নান (নোট)]	৪৩৯

বিষয়	পৃষ্ঠা।	বিষয়	পৃষ্ঠা।
[অবগুণ্ঠন ও গলিনীমুদ্রা (নোট)] ...	৪৪১	(শাকাতির গুণ) ...	৪৬৭
[মংস্ত্রমুদ্রা, তৃতনীমুদ্রা, যোনি- মুদ্রা (নোট)] ...	৪৪২	(ধান্যাদির গুণ) ...	৪৬৮
মধ্যাহ্নকৃত্য ...	৪৪৪	(তরকারি প্রভৃতির গুণ) ...	৪৭১
(নিত্য হোম) ...	৪৪৫	(মংস্ত্রাদির গুণ) ...	৪৭২
(বৈশ্বদেব) ...	৪৪৯	(অপরাহ্ন-সায়াহ্ন-রাত্রিকৃত্য) "	
[বৈশ্বদেব ও বলিকর্মের প্রশস্ততা (নোট)] "		[দ্যুতক্রীড়াতির নিষিদ্ধতা (নোট)] ...	৪৭৩
(বলিকর্ম) ...	"	[সঙ্কোপাসনার কর্তব্যতা (নোট)] ...	৪৭৪
[গৃহীর প্রশস্ততা (নোট)]	৪৫০	[মানসস্থান, মানসপূজা ও জপযজ্ঞের শ্রেষ্ঠতা (নোট)] "	
(অতিথিসংকার) ...	৪৫১	(রাত্রিভোজন) ...	৪৭৬
(নিত্যশ্রাদ্ধ) ...	"	(শয়ন) ...	৪৭৮
[শ্রাদ্ধের প্রকারভেদ ও লক্ষণ (নোট)] ...	"	(দারোপগমন) ...	৪৭৯
(গোত্রাসদান) ...	৪৫৩		
(ভোজন) ...	৪৫৪	পঞ্চম অধ্যায়।	
[পঞ্চযজ্ঞলক্ষণ (নোট)]	৪৫৪	মাসিক ও বার্ষিক কৃত্য ...	৪৮৩
[নিষিদ্ধভোজন (নোট)]	৪৫৮	প্রচলিতপূজা (বৈশাখকৃত্য) "	
(বিরুদ্ধ ভোজ্য) ...	৪৬৪	(জ্যৈষ্ঠাদি-কৃত্য। ...)	৪৮৪-৪৮৯
(হুস্তাদির গুণ) ...	৪৬৪	(সাধারণ দেবদেবী- পূজাপদ্ধতি) ...	৪৯০
(দধাদির গুণ) ...	"	প্রচলিত ব্রত	
(ফলাদির গুণ) ...	৪৬৫	(বৈশাখাদি-কৃত্য) ...	৫০৬

বিষয়	পৃষ্ঠা।	বিষয়	পৃষ্ঠা।
[নষ্টচক্র (নোট)]	৫১০	(মৃত্যুবিশেষাশৌচ) ...	৫৪৪
অনন্তব্রত ...	৫১৪	[কুষ্ঠের প্রকারভেদ	
ষষ্ঠ অধ্যায়।		(নোট] ...	৫৪৬
অশৌচ ...	৫২৯	(শবানুগমনাদ্যশৌচ)	৫৪৭
(দাহাধিকার) ...	"	(অশৌচসঙ্কর ব্যবস্থা)	৫৪৯
(সুমর্ষকৃত্য)	৫৩১	(অশৌচমধ্যে কর্তব্যতা)	৫৫১
(অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া)	"	(পূরক পিণ্ডদান)	৫৫২
(কুশপুতলিদাহ)	৫৩৪	(নীরক্ষীর দান)	৫৫৪
(অগ্নিযোগব্যবস্থা)	৫৩৫	(গঙ্গাজলে অস্থিক্ষেপ)	৫৫৫
(সপিণ্ডাদি বিচার)	"	শ্রাদ্ধ (সাম্বৎসরিকৈকোদ্বিষ্ট-	
(সপিণ্ডাদ্যশৌচ)	৫৩৬	শ্রাদ্ধ প্রয়োগ)	৫৫৫
(চাতুর্কর্গাশৌচ)	"	প্রায়শ্চিত্ত—	
(নারীবিষয়কাদ্যশৌচ)	৫৩৭	(প্রাজ্ঞাপত্য ব্রত)	৫৬২
(বালকাদিমরণাশৌচ)	৫৩৮	(চাত্তারণ)	৫৬৩
(সদ্যঃশৌচ)	৫৪০	(অতিক্রমব্রত)	"
(গর্ভস্রাবাশৌচ)	"	(প্রায়শ্চিত্তপূর্বদিনকৃত্য)	"
(অঙ্গাস্পৃশ্যাদ্যশৌচ)	৫৪১	(সুগুনব্যবস্থা)	৫৬৪
(খণ্ডাশৌচ)	৫৪২	[গোমতীবিদ্যা (নোট)]	৫৬৪
[আত্মবান্ধব ও পিতৃবন্ধুনির্ণয়		(প্রায়শ্চিত্তদিন)	৫৬৫
(নোট)]	৫৪২	(বয়োভেদে বিধি)	"
[পক্ষিণী ও মাতৃবন্ধুনির্ণয়		(প্রায়শ্চিত্তাকরণে পাপ)	৫৬৬
(নোট)]	৫৪৩	(প্রায়শ্চিত্তকালাতিক্রমে	
(সহমরণাশৌচ)	৫৪৪	বিধি)	"

বিষয়	পৃষ্ঠা।	বিষয়	পৃষ্ঠা।
(যজ্ঞোপবীতচ্ছেদন প্রায়শ্চিত্ত) ৫৬৬		(ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত) ...	৫৭৩
(সুরাপান প্রায়শ্চিত্ত) ৫৬৭		(অনাশ্রমিত্ব প্রায়শ্চিত্ত) "	
(রজস্বলা-নারীস্পর্শ প্রায়শ্চিত্ত) "		(শ্লেচ্ছদাত্ত-শ্লেচ্ছভোজনাদি- প্রায়শ্চিত্ত) ...	৫৭৪
(অভক্ষ্যভক্ষণে প্রায়শ্চিত্ত) "		(ব্রহ্মবধ প্রায়শ্চিত্ত) ...	৫৭৫
(চণ্ডালাদি-অন্নভোজনে) ৫৬৮		(ক্ষত্রিয়াদিবধ প্রায়শ্চিত্ত) ৫৭৫	
(দিবামৈথুনে) ...	৫৬৯	(চণ্ডালাদিনারীগমন- প্রায়শ্চিত্ত) ...	৫৭৬
(পর্বমৈথুনে) ...	"	(অস্ত্যজানারীগমন- প্রায়শ্চিত্ত) ...	"
(আশ্মোচ্ছিষ্টভোজনে) "	"	(গর্ভপাত প্রায়শ্চিত্ত) "	
(চণ্ডালাদিস্পৃষ্ট জলপান- প্রায়শ্চিত্ত) ...	৫৭০	নারীবধ প্রায়শ্চিত্ত	৫৭৭
(চণ্ডালাদি-উচ্ছিষ্টভোজনে) "		ব্যভিচারিণীবধ প্রায়শ্চিত্ত	"
(সংসর্গে) ...	"	অসবর্ণগতাব্যভিচারিণী বধ- প্রায়শ্চিত্ত ...	"
(বৃক্ষচ্ছেদনে) ...	"	জ্ঞানাজ্ঞানকৃত গোবধ নির্ণয় "	
(চৌর্য্যে) ...	"	গোবধে প্রায়শ্চিত্ত ...	৫৭৮
(গুরুদারাগমন প্রায়শ্চিত্ত) ৫৭১		[গন্ধগব্যের পরিমাণ (নোট)] ...	৫৮১
(অসবর্ণাশুরপত্নীগমন- প্রায়শ্চিত্ত) ...	"	[গোতাড়নদণ্ডের পরিমাণ (নোট)] ...	৫৮৩
(স্বভার্য্যার প্রতি মাতৃহাদি বাক্যপ্রয়োগ প্রায়শ্চিত্ত) "		হলশকটে যোজনাদি প্রায়শ্চিত্ত ...	৫৮৪
(উচ্ছিষ্টমুখে চণ্ডালাদিস্পর্শ- জনিত প্রায়শ্চিত্ত) ...	৫৭২		
(হৃতিকাদ্যন্নভোজন ও তদু- ত্তরবাস প্রায়শ্চিত্ত) ...	"		

বিষয়	পৃষ্ঠা ।	বিষয়	পৃষ্ঠা ।
অস্থ্যাদিভঙ্গ্য প্রায়শ্চিত্ত	৫৮৪	অজ্জিহাবধারণ	...
গোবধাপরাদ	...	বৈশ্বগ্যসাধন	...
গবেতর পণ্ডপক্ষিবধ	...	শাস্তিদানমন্ত্র	...
প্রায়শ্চিত্ত	৫৮৫	বিষ্ণুপাদোদকধারণমন্ত্র	...
সাস্তি-অস্থিহীনবধ প্রায়শ্চিত্ত	...	বিপ্রপাদোদকধারণমন্ত্র	...
কুষ্ঠরোগ প্রায়শ্চিত্ত	...	অশ্বখন্ধান মন্ত্র	...
বক্ষ্মা প্রায়শ্চিত্ত	৫৮৬	দ্বাদশদানের ও ষোড়শদানের	...
অশৌরোগ প্রায়শ্চিত্ত	...	দ্রব্য	৫৯৫
উপপাতক প্রায়শ্চিত্ত	...	ক্ষৌরকর্ম	...
অনুপাতক প্রায়শ্চিত্ত	...	গৃহগুক্তি ও দ্রব্যগুক্তি	...
প্রকীর্ত্তন পাপ প্রায়শ্চিত্ত	...	বিবাহের সম্বন্ধ বিবেচনা	৫৯৭
[মহাপাতকাদি নিরূপণ	...	[গোত্র ও প্রবরনিরূপণ—	...
(নোট)]	...	(নোট)]	৫৯৮
প্রায়শ্চিত্তে পাপনাশজ্ঞান	৫৮৭	উপাকর্ম	৬০০
পাপজরোগের প্রায়শ্চিত্ত	...	গর্ভাধানের দ্রব্য	৬০১
। (অর্থাৎ কোন্ পাপে কোন্	...	আভ্যাদয়িকের দ্রব্য	...
রোগ জন্মে ও তৎপাপ-	...	অধিবাস দ্রব্য	...
প্রশমনার্থ কীরূপ প্রায়শ্চিত্ত	...	পুংসবন ও সীমন্তোন্নয়নের	...
করিতে হয়)	...	দ্রব্য	৬০২
প্রকীর্ত্তন অংশ ।	...	অন্নপ্রাশনের দ্রব্য	...
পঞ্চবর্ণ গুঁড়ি	৫৯২	চূড়াকরণের দ্রব্য	৬০৩
হবিষ্যাদ্রব্য	৫৯৩	কর্ণবেধের দ্রব্য	...
আরজিকবিধি	...	উপনয়নের দ্রব্য	...
	...	বিবাহের দ্রব্য	৬০৪
	...	কুশণ্ডিকার দ্রব্য	...
	...	অনন্তরতের দ্রব্য	...

অচিপত্র সম্পূর্ণ ।

৪
২২০



ধর্মাস্তানাম ।

প্রথমোহংশঃ ।

প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

সামবেদীয়-

দশসংস্কারাঃ ।

গর্ভাধানম্ । *

তত্র ঋতুস্মানাদূর্কঃ নিষেকদিবসে সামংস্ক্রায়া-
মতীতায়াম্ শুভলগ্নে পতিঃ শুচিঃ স্বস্তিবাচনপূর্বকং

ঋতুস্মানাস্তে নিষেকদিনে সামংস্ক্রায়া সমতীত হইলে শুভ-
লগ্নে পতি পবিত্র হইয়া (আচমন এবং) স্বস্তিবাচন পূর্বক

* আর্ধ্য-মনীষিগণ বিশেষরূপ পর্যালোচনা করিয়াই আমা-
দিগের দেশে গর্ভাধানাদি সংস্কারের বিধি প্রচলিত করিয়া গিয়া-
ছেন। আধুনিক অনভিজ্ঞ মূর্খেরা স্বীয় অজ্ঞানতাবশতঃ তাহার
প্রকৃত মর্শ্ব বুঝিতে না পারিয়া সেই সকল পরমহিতকর সংস্কার

সঙ্কল্পঃ কুর্যাৎ। অদ্যেত্যাদি অমুকরাশিস্থে ভাস্ক-
 রেহমুকপক্ষেহমুকতিথৌ অমুকগোত্রায়াঃ শ্রীমৎপত্ন্যা
 অমুকীদেব্য গর্ভাধানকর্ম্মণি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেব-
 শর্ম্মা বিশিষ্টপুল্লোৎপত্তিকামো গণপত্যাদিষষ্ঠীমার্ক-
 ঙ্গেয়পূজাপূর্ব্বকং সূর্য্যার্ঘ্যদানমহং করিষ্যে। স্নগন্ধিঃ
 স্রবেশঃ পতিঃ শ্রীসূর্য্যায় নবার্ঘ্যং দদ্যাৎ। তদ্বথা—ওঁ

মূলের লিখিত “অদ্যেত্যাদি অমুকরাশিস্থে” ইত্যাদি বাক্যে
 সঙ্কল্প করিবে। তৎপরে পতি স্নগন্ধলিপ্ত ও স্রবেশ হইয়া

গুলির বিলোপ করিতে উদ্ভোগী হইতেছে। মনে কর, যেমন
 চিত্রকর প্রথমতঃ স্থূলভাবে একটা ছবি অঙ্কন করিয়া পুনঃ পুনঃ
 তুলিকার চালনা করিলে সেই ছবি ক্রমে ক্রমে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি-
 সমন্বিত ও পরিষ্কৃত হয়, সেইরূপ বিধানে সংস্কারক্রিয়ার ভূয়ঃ
 প্রয়োগ হইলে মানবদেহে সত্ত্বগুণের পূর্ণ উন্মেষ হইয়া উঠে।
 এই ভ্রূত শাস্ত্রেও কথিত আছে যে, জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারা-
 দ্বিজ উচ্যতে অর্থাৎ জন্ম দ্বারা শূদ্র হয়, সংস্কারদ্বারা ই দ্বিজ হইয়া
 থাকে। সুতরাং বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীতি
 হইবে যে, সংস্কার-কার্য্যগুলির লোপ হওয়া নিতান্ত অন্বচিত।
 দেহে আর্য্যগুণের উন্মেষ করিতে দেওয়া সর্ব্বথাই বিধেয়।
 সংস্কারকার্য্য সাধারণতঃ দশবিধঃ—(১) গর্ভাধান, (২) পুংস-
 বন, (৩) সীমন্তোন্নয়ন, (৪) জাতকর্ম্ম, (৫) নামকরণ, (৬)
 অন্নপ্রাশন, (৭) চূড়াকরণ, (৮) উপনয়ন (৯) সমাবর্তন,
 (১০) বিবাহ। এই সংস্কারদশটী চারি শ্রেণীতে বিভক্তঃ—

বিশ্বস্ম। বিশ্বতঃ কৰ্ত্তা বিশ্বযোনিরযোনিজঃ । নবপুষ্পোৎ-
সবে চার্য্যং গৃহাণ ত্বং দিবাকর ॥ (১) ॥ সম্পদাকৃতিরা-
কাশে ক্ষোভরূপী জগৎপ্রভো । দাক্ষী ত্বং সর্ববভূতানাং
গৃহাণার্য্যং দিবাকর ॥ (২) ॥ ময়া চ যৎ কৃতং কশ্ম
সাম্প্রতং ফলহেতবে । তিমিরঘ্ন মহাতেজো গৃহাণার্য্যং

সূর্য্যদেবকে নবসংখ্য • অৰ্য্য প্রদান করিবে। “ও বিশ্বস্মা
বিশ্বতঃ কৰ্ত্তা” ইত্যাদি যে নয়টি মন্ত্র লিখিত আছে, সেই

(১) গর্ভসংস্কার, (২) শৈশব সংস্কার, (৩) কৈশোর
সংস্কার, (৪) যৌবন সংস্কার। প্রথম তিনটিকে গর্ভ-
সংস্কার, দ্বিতীয় তিনটিকে শৈশব সংস্কার, তৃতীয় তিনটিকে
কৈশোর সংস্কার এবং চতুর্থটিকে যৌবনসংস্কার কহে। গর্ভা-
ধানাদি সংস্কারের উদ্দেশ্য সন্তানের উৎকর্ষসাধন। সেই
মহোচ্চ উদ্দেশ্যসাধনাভিপ্রায়েই আৰ্য্যশাস্ত্রে যেদমুল হইতে
স্থির করিলেন যে, জনক জননী-দেহে যে সকল দোষ থাকে,
তাহাই সন্তানে সংক্রামিত হয়। ইহা স্থির করিয়া গর্ভাধান,
গর্ভপ্লহণযোগ্যতা ও তদুপযুক্ত সময় নিরূপণ করত সন্তানোৎ-
পত্তিকালেও যাহাতে জনকজননীর মন পশুভাবে ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র
না হইয়া বিত্ত্বক সাম্বিকভাবে প্রণোদিত হয়, সেই हेতুই
আৰ্য্যশাস্ত্রে গর্ভাধানাদির ব্যবস্থা প্রদর্শিত হইয়াছে। বস্তুতঃ
মূলের মধ্যে যে “ও বিশ্বযোনিং কল্পয়তু” ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় লিখিত
আছে, তাহার প্রকৃত মন্ত্র স্বরূপ করিলেই গর্ভাধানসংস্কারের
মহোচ্চ অভিপ্রায় ও পবিত্রভাব উপলব্ধি হইবে। উহার

দিবাকর ॥ (৩) ॥ নবপুষ্পোৎসবে চার্ঘ্যং দদামি ভক্তি-
তৎপরঃ । সম্পদাং হেতুঃ কৰ্ত্তা চ গৃহাণার্ঘ্যং দিবা-
কর ॥ (৪) ॥ নমস্তে ভগবন্ সূর্য্য লোকসাক্ষিন্ বিভা-
বসো । পুত্রার্থী চ প্রপন্নোহহং গৃহাণার্ঘ্যং দিবা-
কর ॥ (৫) ॥ কমলাকান্ত দেবেশ সাক্ষী ত্বঞ্চ জগৎ-
পতে । ভক্তস্তব প্রপন্নোহহং গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকর ॥ (৬) ॥
স্বর্গদীপ নমস্তেহস্ত নমস্তে বিশ্বতাপন । নবপুষ্পোৎ-

নয়টী মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক যথাক্রমে নয়টী অর্থ্য প্রদান করিতে
হয় । তদনন্তর পূর্ব্বাভিমুখে উপবিষ্টা বধূর পশ্চাত্তাঙ্গে থাকিয়া

ভাবার্থ এই যে, গর্ভাধানসময়ে পতি পত্নীকে বলিতেছেন,—
“সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণু তোমার গর্ভস্থানকে প্রসবসমর্থ করুন; দেব-
শিল্পী ষষ্ঠী তোমার রূপ প্রকাশ করুন; যাবন্মাত্র বীজে গর্ভ
হয়, প্রজাপতি তোমার জননেন্দ্রিয়ে তাবন্মাত্র বীজ প্রক্ষেপ
করুন; আদিত্যদেব পুত্রার্থ তোমার গর্ভরক্ষা করুন । হে
ভগবতি সিনীবালি ! তুমি এই বধূতে গর্ভাধান কর; হে সর-
স্বতি ! তুমি ইহাতে গর্ভাধান কর অর্থাৎ ইহার বক্ষাত্তা অপনো-
দন কর । যাঁহাদের অধিষ্ঠানে সমুৎপন্ন সন্তান সর্ব্বদা দেবগণ
দ্বারা অভ্যাদিত, স্বতঃ বিনয়নম্র, সস্বগুণবান্, নারীবিকৃষণ-
স্বরূপ, সম্পদযুক্ত ও আত্মানন্দময় হয়, সেই পদ্মমালাধারী অশ্বিনী-
কুমারযুগল তোমার গর্ভাধান করুন ।” এই প্রকার আনন্দময়,
পবিত্র, উচ্চ, শুভলক্ষণোদ্দীপক ভাবসমূহ সহকারে সজ্ঞাত
সন্ততি যে দিব্যভাবযুক্ত ও সর্ব্বমূলক্ষেণে মূলক্ষিত হইয়া জন্ম



গর্ভাধানম্ ।

সবে চার্যাং গৃহাণ ত্বং দিবাকর ॥ (৭) ॥ নমস্তে পাদ্মিনী-
কান্ত সুখমোক্ষপ্রদায়ক । ছায়াপতে জগৎস্বামিন্ স্বর্গ-
দ্বীপ নমোহস্ত তে ॥ (৮) ॥ বিশ্বাত্মা বিশ্ববন্ধুশ্চ
বিশ্বেশো বিশ্বলোচনঃ । নবপুষ্পোৎসবে চার্যাং গৃহাণ
ত্বং দিবাকর ॥ (৯) ॥ ততঃ পূর্বাভিমুখোপবিষ্টায়াঃ
বধ্বাঃ পশ্চাৎ স্থিত্বা স্কন্ধোপরিভাবেন দাক্ষিণহস্তেন
উপস্থং স্পৃশন্ জঁপতি । প্রজাপতিঞ্চ বিরুদ্ভূপ্ ছন্দো
বিষুদ্ভূচ্ছ প্রজাপতিধাতারো দেবতা গর্ভাধানে বিনি-
য়োগঃ । ওঁ বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু ত্বষ্টা রূপাণি পিংশতু ।

টীকা—ওঁ বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু ত্বষ্টা রূপাণি পিংশতু । আসি-

তদীয় স্কন্ধোপরিদেশ হইতে দক্ষিণ হস্ত অবতরণ করত শিশু
স্পর্শ পূর্বক “প্রজাপতিঞ্চ বিরুদ্ভূপ্ ছন্দো বিষ্ণু ত্বষ্ট-প্রজা-
পতিধাতারো দেবতা গর্ভাধানে বিনিয়োগঃ । ওঁ বিষ্ণুর্যোনিং

গ্রহণ করিবে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই । যে সকল ব্যক্তি এই
ছইটি মন্ত্রের মধ্যে বৈজ্ঞানিক তথ্যের, মহোচ্চ কবিত্বের, শাস্ত্রের
নিগূঢ় তথ্য, সর্বের সর্বাঙ্গকতাপ্রতীতি এই সকলের সমবেত
সমাবেশ দর্শনে বিম্মিত না হইবেন, তাঁহাদিগকে কিছু বলিতে
চাহি না । তবে যে সকল ব্যক্তি মন্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণপূর্বক
তত্ত্বপ্রণোদিত হইবেন, তাঁহাদিগকে জানাই যে, তাঁহারা যেন
কদাচ ভ্রমেও নিজ নিজ কুলে গর্ভাধানাদি সংস্কারের লোপ না
করেন ।

আসিঞ্চতু প্রজাপতির্ধাতা গৰ্ভং দধাতু তে ॥ ১ ॥ ততঃ
 পুনরপি উপস্থং স্পৃশন জগতি । প্রজাপতির্ঋষিরনুযুপ-
 ছন্দঃ সিনীবালীসরস্বত্যশ্বিনৌ দেবতা গর্ভাধানে বিনি-
 যোগঃ । ওঁ গৰ্ভং ধেহি সিনীবালি গৰ্ভং ধেহি সরস্বতি ।
 গৰ্ভং তে অশ্বিনৌ দেবাবাধতাং পুঙ্করস্রজৌ ॥ ২ ॥
 ততো মন্ত্রং পঠেদধ্বা নাভিদেশে স্তবর্ণং স্পৃশন

ঞ্চতু প্রজাপতির্ধাতা গৰ্ভং দধাতু তে । অনুষ্ঠু বিয়ং গর্ভাধানে
 বিনিযুক্তা । বিশ্বাদর্যো দেবতাঃ তে ইতি প্রত্যেকমভিসম্বধ্যতে ।
 হে বধু তে তব যোনিং গর্ভস্থানং বিষ্ণুর্বাসুদেবঃ কল্পয়তু প্রসব-
 সমর্থ্যং কৰোতু । ত্রষ্টা চ দেববিশেষঃ তে তব রূপাণি পিংষতু
 প্রকাশয়তু । পিষু সংচূর্ণনার্থোপ্যত্র প্রকাশনে বৰ্ভতে । কিঞ্চ
 প্রজাপতিস্তামেব যোনিং যাবন্মাত্রেন বীজেন গর্ভো ভবতি
 তাবন্মাত্রমেব প্রক্ষেপয়ত্বিত্যর্থঃ । কিঞ্চ ধাতা আদিত্যঃ তে
 তব গৰ্ভং পুত্রার্থং দধাতু ধারয়তু ॥ ১ ॥ ওঁ গৰ্ভং ধেহি সিনীবালি
 গৰ্ভং ধেহি সরস্বতি । গৰ্ভং তে অশ্বিনৌ দেবাবাধতাং পুঙ্কর-
 স্রজৌ । সিনীবাল্যাদর্যো দেবতাঃ পূর্বোক্তা অত্র অমারস্তা
 সিনীবালী সা প্রার্থতে । হে ভগবতি সিনীবালি অস্তাং বধবাং

কল্পয়তু ত্রষ্টা রূপাণি পিংষতু । আসিঞ্চতু প্রজাপতির্ধাতা গৰ্ভং
 দধাতু তে ।” এই মন্ত্র পাঠ করিবে । ১ । পরে পুনরায় উপস্থ
 স্পর্শ পূর্বক মূলের লিখিত “প্রজাপতির্ঋষি” ইত্যাদি দ্বিতীয়
 মন্ত্র পাঠ করিতে হয় । ২ । তৎপরে বধুর নাভিদেশে স্তবর্ণ

জপতি । ওঁ জীববৎসা ভব ত্বং সুপুত্রোৎপত্তি-
হেতবে । তস্মাস্থং সর্বকল্যানি অবিন্য়গর্ভধারিণী । নাতি-
পদ্মং সমাধায় পতিরেতদ্দূদীরয়েৎ । ওঁ দীর্ঘায়ুষং বংশ-
ধরং পুত্রং জনয় সূত্রতে ॥ ততঃ পঞ্চগব্যং তন্তুম্নজ্জৈঃ

গর্ভং ধেহি ধারয় । বক্ষ্যতামপনয় । হে সরস্বতি গর্ভং ধেহি ।

স্পর্শ করাইয়া “ওঁ জীববৎসা ভব ত্বং সুপুত্রোৎপত্তিহেতবে ।
তস্মাস্থং সর্বকল্যানি অবিন্য়গর্ভধারিণী ।” এই মন্ত্র পাঠ করিবে ।
পরে পতি বধুর নাতিপদ্ম স্পর্শ পূর্বক “ওঁ দীর্ঘায়ুষং বংশ-
ধরং পুত্রং জনয় সূত্রতে” অর্থাৎ হে সূত্রতে ! তুমি দীর্ঘায়ু
ও বংশধর পুত্র প্রসব কর, এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয় । তদনন্তর
যথাযথ মন্ত্র দ্বারা পঞ্চগব্য সংশোধিত করিয়া * পতিপুত্র-

* পঞ্চগব্য—গোময়, গোমূত্র, ঘৃত, দধি, দুগ্ধ । শোধনমন্ত্র যথা—

(১) ওঁ গন্ধদ্বারাং ছরাধর্বাং নিতাপুঞ্জীং করীষিণীং । ঈশরীং সর্বভূতানাং
তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ং ॥

(ইতি গোময়শোধনং)

(২) গায়ত্র্যা গোমূত্রশোধনং ।

(৩) ঘৃতবতী ভুবনানামভিশ্রিয়োকী পৃথী মধুহৃষে সুপেবসা দ্যাবা
পৃথিবী বরুণস্ত ধর্মণা বিকৃতিভেহজরে ভুরিরেতসা ।

(ইতি ঘৃতশোধনং)

(৪) দধিক্রাবোহিকার্বং জিকোরবস্ত বাজিনঃ সরজিনো মুখাকরং
প্রণতায়ুং বি ভার্যং ।

(ইতি দধিশোধনং)

(৫) আপ্যায়শ্ব সমেতু তে বিশ্বতঃ সোমবৃষ্টঃ ভবা বাজস্ত সংগবে

(ইতি দুগ্ধশোধনং)

সংশোধিতং পতিপুত্রবতী নারী ব্রাহ্মণকুমারো বা বধূং
প্রাস্তুখীং ভক্ষয়েৎ । ততো ভার্য্যামুপেয়াৎ ॥

ইতি সামবেদীয়গর্ভাধানং ॥

কিঞ্চ হে বধু তে তবাস্থিনৌ গর্ভমাধতাং কুরুতাং কিস্তুতো
পুষ্করস্রজৌ পদ্মমালিনৌ ॥ ২ ॥

ইতি সামবেদীয়-গর্ভাধানং ।

বতী নারী দ্বারা বা ত্রিপ্রবালক দ্বারা বধূকে তাহা পান করা-
ইবে । যৎকালে উহা পান করিবে, তখন বধু পূর্বাভিমুখী হইয়া
সেবন করিবে । তৎপরে পতি ভার্য্যাতে উপগত হইবে ।

ইতি সামবেদীয় গর্ভাধান ।

দ্বিতীয়োধ্যায়ঃ ।

পুংসবনম্ । *

প্রথমগর্ভস্য তৃতীয়গর্ভমাস্যোপক্রমে শুভে দিনে
প্রাতঃ কৃতস্নানঃ•কৃতবৃদ্ধিশ্রাদ্ধঃ পতিশ্চন্দ্রনামানময়িং

প্রথমগর্ভের তৃতীয় মাসের প্রারম্ভে শুভদিনে প্রাতঃকালে
পতি স্নান ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান পূর্বক চন্দ্রনামা অগ্নিকে স্থাপন

* গর্ভাবস্থার দ্বিতীয় সংস্কারকে পুংসবন কহে। এই
সংস্কার গর্ভরক্ষার পক্ষে বিশেষ উপযোগী সন্দেহ নাই। গর্ভ
গ্রহণের তিন হইতে চারিমাসের মধ্যে গর্ভ নষ্ট হইবার অনেক
সম্ভাবনা, এই জন্য তৃতীয়মাসের দশদিনের মধ্যেই পুংসবন-
সংস্কার নির্বাহের ব্যবস্থা নির্দিষ্ট হইয়াছে। পুংসবন শব্দে
পুত্র সম্ভাবনের উৎপত্তি। গর্ভস্থ ভ্রূণ পুত্র হইবে কি পুত্রী হইবে,
চতুর্থমাসের মধ্যে তাহা অবধারণ করা যায় না; বিশেষতঃ
সকলদেশীয়া স্ত্রীলোকেই কত্কা অপেক্ষা অধিকপরিমাণে পুত্র
কামনা করেন। এই জন্যই পুংসবন-সংস্কার নির্বাহ করিতে
হয়। কারণ এই সংস্কারে যে মন্ত্র পাঠ করিতে হয়, তাহা
শুনিবামাত্র গর্ভাঙ্গীর হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে; সেই
আনন্দাতিরেক বশতঃ গর্ভাবস্থার আলস্য, ভয়, বমনাদিজনিত
অবসাদ প্রভৃতি বিদূরিত হয় এবং গর্ভপোষণের শক্তি যেরূপ

সংস্থাপ্য বিরূপাক্ষজপান্তাং কুশণ্ডিকাং সমাপ্য কৃত-
 স্তান্নাং বধূমগ্নেঃ পশ্চিমায়াং দিশি স্বদক্ষিণত উদগগ্ৰেণ
 কুশেযু প্রাঙ্ঘুখীমুপবেশ্য প্রকৃতকৰ্ম্মারন্তে প্রাদেশ-
 প্রমাণাং স্মৃতান্তাং সমিধং তৃষণীমগ্নৌ ছত্ৰা মহাব্যাহতি-

করিয়া বিরূপাক্ষজপান্তা কুশণ্ডিকা সমাপন করিবে। পরে
 কৃতস্তান্না বধূকে অগ্নির পাশ্চিমভাগে স্বীয় দক্ষিণদিকে উদগগ্ৰ
 কুশোপরি প্রাঙ্ঘুখীভানে উপবেশন করাইয়া প্রকৃতকৰ্ম্মারন্তে

পুনরায় সমুদ্ভূত হইতে থাকে। সেই মন্ত্র-উপরে মূলে লিখিত
 আছে, অর্থাৎ “মিত্রাবরুণ দেবদয় পুরুষ, অশ্বিনীকুমারযুগল
 পুরুষ, অগ্নি ও বায়ু ইহারাও পুরুষ, তোমার গর্ভে পুরুষেরই
 আবির্ভাব হইয়াছে।” পতি যখন ইত্যাদি প্রকার মন্ত্র পাঠ
 করিতে থাকেন, তখন তাহা শুনিয়া যে গর্ভিণীর হৃদয় আনন্দে
 উদ্ভূসিত হইবে, ইহা বিচিত্র নহে এবং সেই আনন্দাতিরেক
 বশতঃ যে মহাফল উৎপন্ন হইবে, তাহাতেই বা সন্দেহ কি ?
 এতদ্ভিন্ন পুংসবন সংস্কারে ফলদ্রয়যুক্ত বটশুঙ্গা মাষকলায় ও যবের
 সহিত গর্ভিণীর নাসিকা স্পর্শ করাইয়া শুকাইকার বা নাসাতে
 তদ্রসনিক্ষেপের ব্যবস্থা আছে। যদিও আমরা বিশেষ না জানি,
 কিন্তু ঐ সকল দ্রব্যে যে গর্ভরক্ষার বিশেষ শক্তি আছে, তাহাতে
 সন্দেহ নাই; অধিকন্তু আয়ুর্বেদেও লিখিত আছে যে, বটকল
 দ্বারা ঘোনিদোষ বিনষ্ট হয়। যাহা হউক, এই সকল কারণে
 স্পষ্টই বোধগম্য হয় যে, পুংসবন সংস্কার নির্বাহ করা অবশ্য
 কর্তব্য।

হোমং কুর্যাৎ । যথা—ওঁ প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো-
হগ্নিদেবতা মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ ভূঃ
স্বাহা । প্রজাপতিঋষিরুক্ষিচ্ছন্দো বায়ুর্দেবতা মহাব্যা-
হতিহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ ভুবঃ স্বাহা । প্রজাপতি-
ঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা মহাব্যাহতিহোমে বিনি-
য়োগঃ । ওঁ স্বঃ স্বাহা । ততঃ পতিরুথায় বধূপৃষ্ঠদেশে
স্থিতো বধূদক্ষিণস্কন্ধং স্পৃষ্ট্বা অবতীর্ণেন দক্ষিণহস্তেনাব্য-
বহিতং নাভিদেশং স্পৃশন্ জপতি । প্রজাপতিঋষিরনু-
ষ্টুপ্ছন্দো মিত্রাবরুণাশ্ব্যগ্নিবারবো দেবতাঃ পুংসবনে
বিনিয়োগঃ । ওঁ পুমাংসৌ মিত্রাবরুণৌ পুমাংসাবশ্বিনা-
বুভৌ । পুমানগ্নিচ্চ বায়ুচ্চ পুমান্ গর্ভস্তবোদরে ॥ ১ ॥

টীকা—ওঁ পুমাংসৌ মিত্রাবরুণৌ পুমাংসাবশ্বিনাবুভৌ ।
পুমানগ্নিচ্চ বায়ুচ্চ পুমান্ গর্ভস্তবোদরে । মিত্রাবরুণাদি-দেবতাঃ

প্রাদেশপ্রমাণ স্বতন্ত্র সমিধু অগ্নিতে তুক্ষীভাবে হোম করত
মহাব্যাহতিহোম করিবে । মূলের লিখিত “প্রজাপতিঋষি-
র্গায়ত্রীচ্ছন্দোহগ্নিদেবতা মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ ওঁ ভূঃ
স্বাহা” ইত্যাদি মন্ত্রে হোম করিতে হয় । তদনন্তর পতি পাত্রো-
খান পূর্ব্বক বধূর পৃষ্ঠভাগে থাকিয়া তদীয় দক্ষিণ স্কন্ধ স্পর্শ
করত দক্ষিণ হস্ত দ্বারা অব্যবহিত নাভিদেশ স্পর্শ করিবে এবং
“প্রজাপতিঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দো মিত্রাবরুণাশ্ব্যগ্নিবারবো দেবতাঃ
পুংসবনে বিনিয়োগঃ । ওঁ পুমাংসৌ মিত্রাবরুণৌ পুমাংসাব-
শ্বিনাবুভৌ । পুমানগ্নিচ্চ বায়ুচ্চ পুমান্ গর্ভস্তবোদরে ॥” অর্থাৎ

ইত্যেকং পুংসবনং কৰ্ম্ম । অপৰপুংসবনার্থঞ্চ বটশ্চ
 পূৰ্বেবোত্তরশাখায়াং ফলযুগলশালিনীং কুমিভিরনুপহতাং
 বটশৃঙ্গাং যবানাং মাষাণাং বা ত্রিভিগুড়কৈঃ সপ্তবারান্
 সপ্তভিন্নৈঃ ক্রীণীয়াৎ । সপ্তানাং মন্ত্রাণাং ঋষ্যাদয়ঃ
 সাধারণাঃ । প্রজাপতিঋষিঃ সোমবরুণবশ্বকুত্রাদিত্যমরু-
 দ্বিশ্বেদেবা দেবতা ত্রাগ্রোধশৃঙ্গাপরিক্রমণে বিনিয়োগঃ ।
 ওঁ যদ্যসি সৌমী সোমায় ত্বা রাজ্ঞে পরিক্রীণামি ইতি

পুংসবনে বিনিয়োগঃ । সাপেক্ষত্বাৎক্যস্ত যথা তথা ইত্যেতদ-
 স্থিতি চ ক্রিয়াপদমন্ত্রাধ্যাহার্যং তেনায়মর্থঃ । যথা পুমাংসৌ
 মিত্রাবরুণৌ আদিত্যপ্রচেতসৌ যথা পুমাংসাবশ্বিনৌ দেববৈদ্যৌ
 যথা পুমান্ অগ্নিঃ পুমান্ বায়ুঃ তথা তবোদরেহয়ং গৰ্ভঃ পুমান-
 স্থিতি ॥ ১ ॥ ওঁ যদ্যসি সৌমী সোমায় ত্বা রাজ্ঞে পরিক্রীণামি

“মিত্রাবরুণ দেবতাদ্বয় পুরুষ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় পুরুষ, অগ্নি ও
 বায়ু ইহারাও পুরুষ, স্ততরাং তোমার গর্ভেও পুরুষের আবির্ভাব
 হইয়াছে ।” এই মন্ত্র পাঠ করিবে । ১ । অপৰ পুংসবনাং
 বটবৃক্ষের পূৰ্বেবোত্তরশাখাস্থিত ফলদ্বয়যুক্তা, কুমি কর্তৃক অনুপহত
 বটশৃঙ্গা সপ্তমন্ত্র দ্বারা সপ্তবার অভিমন্ত্রিত করিয়া আনয়ন
 করিবে । যব ও মাষকলায়ের গুড়কত্রয় দ্বারা অভিমন্ত্রিত
 করিতে হয় । সপ্ত মন্ত্রের ঋষ্যাদি সাধারণ অর্থাৎ প্রজাপতিঋষিঃ
 সোমবরুণবশ্বকুত্রাদিত্যমরুদ্বিশ্বেদেবা দেবতা ত্রাগ্রোধশৃঙ্গাপরি-
 ক্রমণে বিনিয়োগঃ” ইহাই ঋষ্যাদি জানিবে । “হে বটশৃঙ্গে
 তুমি যদি সোমদেবতাকা হও, তবে তোমাকে ওষধিপতি

গুড়ত্রয়েণ একং ক্রমণং । সর্বত্র গুড়ত্রয়েণ ক্রমণং । ওঁ
যদ্যসি বারুণী বরুণায় ত্বা রাজ্ঞে পরিক্রীণামি ইতি
দ্বিতীয়ং ক্রমণং । ওঁ যদ্যসি বসুভ্যো বসুভ্যস্ত্বা রাজ্ঞে
পরিক্রীণামি ইতি তৃতীয়ং ক্রমণং । ওঁ যদ্যসি রুদ্রেভ্যো
রুদ্রেভ্যস্ত্বা রাজ্ঞে পরিক্রীণামি ইতি চতুর্থং ক্রমণং । ওঁ
যদ্যসি আদিত্যেভ্য আদিত্যেভ্যস্ত্বা রাজ্ঞে পরিক্রীণামি
ইতি পঞ্চমং ক্রমণং । ওঁ যদ্যসি মরুদ্যো মরুদ্যস্ত্বা রাজ্ঞে
পরিক্রীণামি ইতি ষষ্ঠং ক্রমণং । ওঁ যদ্যসি বিশ্বেভ্যো

ওঁ যদ্যসি বারুণী বরুণায় ত্বা রাজ্ঞে পরিক্রীণামি । ওঁ যদ্যসি
বসুভ্যো বসুভ্যস্ত্বা রাজ্ঞে পরিক্রীণামি । ওঁ যদ্যসি রুদ্রেভ্যো
রুদ্রেভ্যস্ত্বা রাজ্ঞে পরিক্রীণামি ওঁ যদ্যসি আদিত্যেভ্যো
আদিত্যেভ্যস্ত্বা রাজ্ঞে পরিক্রীণামি । ওঁ যদ্যসি মরুদ্যো
মরুদ্যস্ত্বা রাজ্ঞে পরিক্রীণামি । ওঁ যদ্যসি বিশ্বেভ্যো
দেবেভ্যো বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যস্ত্বা

চন্দ্রমার নিকট হইতে গ্রহণ করিতেছি । (১) । যদি তুমি
বরুণদেবতাকা হও, তবে বরুণরাজার নিকট হইতে তোমাকে
গ্রহণ করিতেছি । (২) । যদি তুমি বসুগণদেবতাকা হও, তবে
তোমাকে বসুগণসকাশ হইতে গ্রহণ করিতেছি । (৩) । যদি
তুমি রুদ্রদেবতাকা হও, তাহা হইলে রুদ্রগণ-সকাশ হইতে
তোমাকে গ্রহণ করিতেছি । (৪) । যদি তুমি আদিত্যদেবতাকা
হও, তবে আদিত্যগণসকাশ হইতে তোমাকে গ্রহণ করি-
তেছি । (৫) । যদি তুমি মরুদেবতাকা হও, তবে মরুদগণ-
সকাশ হইতে তোমাকে গ্রহণ করিতেছি । (৬) । যদি তুমি
বিশ্বেদেবদেবতাকা হও, তবে বিশ্বেদেবগণ-সকাশ হইতে

দেবেভ্যো বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যস্ত্বাঃ রাজ্ঞে পরিক্রীণামি ইতি
সপ্তমং ক্রমণং ॥ ২ ॥ ততঃ ক্রীতাং বটশুদ্ধামনেন মন্ত্ৰেণ
বৃক্ষাদাহরেৎ । প্রজাপতিঋষিরোধধয়ো দেবতা ত্র্যগ্ৰোধ-
শুদ্ধাচ্ছেদনে বিনিয়োগঃ । ওঁ ওষধয়ঃ স্তননসোহস্তাং
বীৰ্য্যং সমাধতু ইদং কৰ্ম্ম করিষ্যতি ॥ ৩ ॥ ততস্তাং
বটশুদ্ধাং তৃণবেষ্টিতাং অন্তরীক্ষে স্থাপয়েৎ । ততঃ

রাজ্ঞে পরিক্রীণামি । সপ্তযজুংষি ত্র্যগ্ৰোধশুদ্ধাক্রমণে বিনিয়োগঃ ।
সোমাদয়ো দেবতাঃ । নিগদিতান্যেতানি । হে ত্র্যগ্ৰোধশুদ্ধে ত্বং
যদি সৌমী সোমদেবতাকা তদা সোমায় রাজ্ঞে ওষধীনাং রাজ্ঞে
চন্দ্রমসে সোমস্ত সোমস্ত রাজ্ঞঃ সকাশাং পরিক্রীণামি বিনি-
ময়েন গৃহ্ণামি । সৌমীতি সোমস্ত দেবতেত্যনেন সোমায়
রাজ্ঞে ষষ্ঠ্যর্থং বহুলং ছন্দসীতি চতুর্থী । ত্বা ত্বাং পরিক্রীণামি
তথা যদ্যসি বারুণীত্যাদিষু ॥ ২ ॥ ওঁ ওষধয়ঃ স্তননসো ভূত্বা
অস্তাং বীৰ্য্যং সমাধতু ইদং কৰ্ম্ম করিষ্যতি । যজুরিদং ওষধি-
দৈবতং ছেদনে বিনিযুক্তং । হে ওষধয়ঃ যুগং স্তননসঃ প্রসন্ন-

তোমাকে গ্রহণ করিতেছি । (৭) । (৯) এই সপ্ত মন্ত্ৰ দ্বারা
বটশুদ্ধা আনয়ন করিবে । ২ । অনন্তর “প্রজাপতিঋষিরোধ-
ধয়ো দেবতা ত্র্যগ্ৰোধশুদ্ধাচ্ছেদনে বিনিয়োগঃ । ওঁ ওষধয়ঃ স্তনন-
সোহস্তাং বীৰ্য্যং সমাধতু ইদং কৰ্ম্ম করিষ্যতি” এই মন্ত্ৰে অর্থাৎ
“হে ওষধিগণ ! তোমরা প্রসন্নচিত্ত হইয়া এই ক্রীত বটশুদ্ধাতে
সামর্থ্য অর্পণ কর ; যেহেতু ইহা পুংসবন কৰ্ম্ম সমাহিত করিবে ।”
এই মন্ত্ৰ পাঠ করিয়া বৃক্ষ হইতে বটশুদ্ধা আহরণ করিবে । ৩ ।
পরে ঐ বটশুদ্ধা তৃণবেষ্টিতা করিয়া শূত্রে রাখিতে হয় ।

কৃতশোভননাম্নোহগ্নৈরুত্তরতঃ প্রক্ষালিতশিলায়াং ব্রহ্ম-
চারী কুমারী গর্ভবতী বা শ্রুতস্বাধ্যায়শীলো ব্রাহ্মণো
বা আচারতো নীহারজলেনাবস্ত্রলোষ্ট্রেণ পুনঃ পুন-
র্বটশুঙ্কাং পেষয়েৎ । ততোহগ্নেঃ পশ্চিমতঃ উদগ-
গ্নেষু কুশেষু পশ্চিমাভিমুখীং বধূং পূর্বদিগানতমস্তকাং
কৃৎবা তৎপৃষ্ঠদেশে স্থিতঃ পতির্দক্ষিণপাণেরঙ্গুষ্ঠানামি-
কাভ্যাং বস্ত্রবদ্ধাং • পেষিতবটশুঙ্কাং গৃহীত্বা গর্ভবত্যা
বধ্বা দক্ষিণনাসাবিবরে বটশুঙ্কারসং নিঃক্ষিপত্যনেন
মল্লেন । প্রজাপতিঞ্চ বিরমুষ্টিপু ছন্দোহগ্রীন্দ্রবৃহস্পত্যয়ো
দেবতা অগ্নৌধশুঙ্কারসদানে বিনিয়োগঃ । ওঁ পুমানগ্নিঃ

চেতসো ভূত্বা অশ্রাং ক্রীতয়াং বটশুঙ্কায়াং বীর্ঘাং সামর্থ্যং সমাধু
অর্পয়তু যত ইদং কৰ্ম পুংসবনলক্ষণং করিষ্যতি ॥ ৩ ॥ ওঁ পুমা-

অনন্তর ব্রহ্মচারী, কুমারী, গর্ভবতী নারী অথবা শ্রুতস্বাধ্যায়-
শীল ব্রাহ্মণ যথাচারে কৃতশোভন নামক অগ্নির উত্তর দিকে
প্রক্ষালিত শিলাতলে নীহারজল দ্বারা লোষ্ট্রবোলে ঐ বটশুঙ্কা
পুনঃ পুনঃ পেষণ করিবে । পরে অগ্নির পশ্চিম ভাগে উদগ-
গ্ন্যে 'কুশোপরি' পশ্চিমাভিমুখে উপবিষ্টা বধূকে পূর্বদিগানতমস্তকা
করিয়া পতি তৎপৃষ্ঠভাগে থাকিয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও অনা-
মিকা দ্বারা বস্ত্রবদ্ধ পেষিত বটশুঙ্কা গ্রহণ পূর্বক সেই গর্ভবতী
বধুর দক্ষিণনাসারন্ধ্রে সেই বটশুঙ্কারসং নিক্ষেপ করিবে ।
“প্রজাপতিঞ্চ বিরমুষ্টিপু ছন্দোহগ্রীন্দ্রবৃহস্পত্যয়ো দেবতা অগ্নৌ-
ধশুঙ্কারসদানে বিনিয়োগঃ । ওঁ পুমানগ্নিঃ পুমানিন্দ্রঃ পুমান্

পুমানিন্দ্রঃ পুমান্ দেবো বৃহস্পতিঃ । পুমাংসং পুত্রং
বিন্দস্ব তং পুমাননুজায়তাং ॥ ৪ ॥ ততো মহাব্যাহতি-
হোমং কৃৎবা প্রাদেশপ্রমাণাং স্মৃতাক্তাং সমিধং তুষ্ণীমগ্নৌ
হুত্বা সর্বকর্মসাধারণং শাট্যায়নহোমাদি বামদেব্য-
গানান্তং উদীচ্য কর্ম সমাপ্য কর্মকারয়িতৃব্রাহ্মণায়
দক্ষিণাং দদ্যাৎ ॥

নগ্নিঃ পুমানিন্দ্রঃ পুমান্ দেবো বৃহস্পতিঃ । পুমাংসং পুত্রং বিন্দ-
তং পুমাননুজায়তাং । অনুষ্টুবিয়ং ত্র্যগোষ্ঠসদারসদানে বিনি-
যুক্তা । অগ্নাদায়ো দেবতাঃ । অত্রাপি যথা তথৈতোতদধ্য-
হার্য্যং । হে বধু যথা পুমানগ্নিঃ যথা পুমানিন্দ্রো যথা পুমা-
দেবো বৃহস্পতিঃ তথা তজ্জীবুদ্ধিবিভবসদৃশং পুত্রং বিন্দস্ব লভস্ব
বিদ লাভে । কিঞ্চ তমহু তন্ত জাতন্ত পশ্চাদন্যোপি পুমা-
পুত্রঃ তব জায়তাং ॥ ৪ ॥

দেবো বৃহস্পতিঃ । পুমাংসং পুত্রং বিন্দস্ব তং পুমাননুজায়তাং ।
এই মন্ত্রে অর্থাৎ “অগ্নি পুরুষ, ইন্দ্র পুরুষ, বৃহস্পতিদেবও
পুরুষ ; তুমিও তদ্রূপ বুদ্ধিবিভবসদৃশ পুত্র লাভ কর এবং সেই
জাত পুত্রের পরে অত্র পুত্রও জন্ম গ্রহণ করুক” এই মন্ত্র পাঠ
পূর্বক বটগুঙ্গারস নিক্ষেপ করিতে হয় । ৪ । তৎপরে মহাব্যা-
হতিহোম করিয়া প্রাদেশপ্রমাণ স্মৃতাক্ত সমিধু অগ্নিতে তুষ্ণী-
ভ্রাবে হোম করত সর্বকর্মসাধারণ শাট্যায়নহোমাদি বাম-
দেব্যগানান্ত উদীচ্য কর্ম সমাপন করিয়া কর্মকারয়িতৃব্রাহ্মণকে
দক্ষিণা প্রদান করিবে ।

ইতি সামবেদীয় পুংস্বন ।

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

সীমন্তোন্নয়নং । *

প্রথমগর্ভস্ত চতুর্থে ষষ্ঠেহফ্টমে বা মাসি সীমন্তো-
ন্নয়নং কর্তব্যং । তত্র গর্ভাধানপুংসবনসীমন্তোন্নয়ন-

প্রথমগর্ভের চতুর্থ, ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে সীমন্তোন্নয়ন সংস্কার
সম্পাদন করিবে। গর্ভাধান, পুংসবন ও সীমন্তোন্নয়ন এই

* গর্ভাবস্থার তৃতীয় সংস্কার সীমন্তোন্নয়ন। এই সংস্কার-
টাও গর্ভাবস্থার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। গর্ভ গ্রহণের ছয়
হইতে আট মাসের মধ্যে গর্ভ বিনষ্ট হইবার বিলক্ষণ সম্ভব,
এই জন্য গর্ভগ্রহণের পর ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে এই সংস্কার
সম্পাদন করিতে হয়। ইহার মূল ক্রিয়াটা গর্ভিণীর সীমন্ত
বা স্ফিঁতি তুলিয়া দেওয়া। সীমন্ত তুলিয়া দেওয়া হইলে
গর্ভিণী স্ত্রী আর তৎপরে প্রসবযাবৎ অমূল্যপনাদিতে অমূল্য-
লিপ্তা, মালাদিধারিণী, শৃঙ্গারবেশে অলঙ্কৃতা বা পতিগামিনী
হয়েন না। পুংসবনের পর শুভলক্ষণে এই সংস্কারটা সম্পাদন
করিতে হয়। এই সংস্কারে বুদ্ধিশ্রদ্ধা ও চরুপাকাদি সম্ভা-
দন পূর্বক স্বামী একবৃত্তস্থ পরিপক্ক বজ্রডুম্বরদ্বয় ও অস্ত্রাস্ত্র
কতিপয় মাজল্য জ্বা গর্ভিণীর গলে পট্টবস্ত্রযোগে লব্ধিত
করত যে মন্ত্র শুনাইয়া থাকেন, তাহা পর্যালোচনা করিলেই

কর্ম্মণাং পৌর্ব্বাপর্য্যনয়মাৎ । যদি দৈবাদ্যথাকালে গর্ভাধানপুংসবনকর্ম্মণী ন ক্রিয়েতে তদা সীমন্তোন্নয়ন-
দিবসে শাট্যায়নহোমাদিরূপং প্রায়শ্চিত্তং কৃৎস্না গর্ভা-
ধানপুংসবনকর্ম্মণী সমাপ্য সীমন্তোন্নয়নং কার্য্যং । তত্র
প্রথমং কৃতস্নানঃ কৃতবৃদ্ধিশ্রাদ্ধঃ পতিগ্নম্নলনামানমগ্নিঃ
সংস্থাপ্য বিরূপাক্ষজপান্তাং কুশণ্ডিকাং সমাপ্য সংকল্লৎ
কুর্য্যাৎ । যথা ওঁ অদ্যেত্যাদি এতন্মদীয়পত্ন্যা যথা-
কালে গর্ভাধানপুংসবনকর্ম্মণোরকরণজনিতদোষপ্রশম-
নায় শাট্যায়নহোমমহং কুবর্ষীয় । ইতি সঙ্কল্ল্য পূর্ব্ববৎ

সকল সংস্কারক্রিয়াগুলির পৌর্ব্বাপর্য্যনয়নম্ হেতু তত্তদনুসারেই
কর্তব্য । যদি দৈবাৎ যথাকালে গর্ভাধান ও পুংসবন কর্ম্ম
নির্ব্বাহিত না হয়, তাহা হইলে সীমন্তোন্নয়নদিবসে শাট্যায়ন-
হোমাদিরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া গর্ভাধান ও পুংসবন কর্ম্ম
সমাপন পূর্ব্বক সীমন্তোন্নয়ন নির্ব্বাহ করিবে । প্রথমতঃ
পতি স্নান ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ সমাপন পূর্ব্বক মঙ্গলনামা অগ্নি
স্থাপন করিয়া বিরূপাক্ষজপান্তা কুশণ্ডিকা সমাধা করত
সঙ্কল্ল করিবে । “ওঁ অদ্যেত্যাদি এতন্মদীয়পত্ন্যা যথাকালে
গর্ভাধানপুংসবনকর্ম্মণোরকরণজনিত-দোষ-প্রশমন শাট্যায়নহোম-
মহং কুবর্ষীয়’ এই বাক্যে সঙ্কল্ল করিয়া যথাবৎ শাট্যায়ন

স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, এমন প্রীতি ও আনন্দবর্ধক, সুদূরদৃষ্টি-
প্রদায়ক পবিত্র কার্য্য বোধ হয় আর নাই ; সুতরাং এ সংস্কার
আমাদের দেশ হইতে বিলুপ্ত হওয়া একান্ত দুঃখের বিষয় ।

শাট্যায়নহোমং কুর্যাৎ । ততো যথোক্তগর্ভাধানপুংস-
বনকর্মাণী সমাপ্য প্রাতঃ কৃতস্নানাং বধূমগ্নেঃ পশ্চি-
মায়াং দিশি স্বদক্ষিণত উদগগ্নেষু কুশেষু প্রাঙ্গুখী-
মুপবেশ্য প্রকৃতকর্ম্মারম্ভে প্রাদেশপ্রমাণাং যতাক্তাং
সমিধং তুষ্টীমগ্নৌ হুত্বা মহাব্যাহতিহোমং কুর্যাৎ । যথা
প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোহগ্নিদেবতা মহাব্যাহতি-
হোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ ভূঃ স্বাহা । প্রজাপতিঋষি-
রুষ্ণিচ্ছন্দো বায়ুর্দেবতা মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ ।
ওঁ ভুবঃ স্বাহা । . প্রজাপতিঋষিরনুষ্টিপ্ছন্দঃ সূর্যো
দেবতা মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ স্বঃ স্বাহা ।
ততো বধূপৃষ্ঠদেশে স্থিতঃ পূর্বাভিমুখঃ পতিরেকবস্ত-
স্থিতং পকৌডুম্বরফলযুগং পট্টসূত্রাদিগ্ৰথিতং আচার-

হোম করিবে । অনন্তর যথোক্ত গর্ভাধান ও পুংসবন কর্ম্ম
সমাপন পূর্বক প্রাতঃ কৃতস্নানা বধূকে অগ্নির পশ্চিম দিকে
স্বীয় দক্ষিণভাগে উদগগ্ন কুশোপরি প্রাঙ্গুখীভাবে উপবেশন
করাইয়া প্রকৃতকর্ম্মারম্ভে প্রাদেশপ্রমাণ যতাক্ত সমিধ তুষ্টী-
ভাবে অগ্নিতে হোম করতঃ মহাব্যাহতিহোম সম্পাদন
করিবে । “প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোহগ্নিদেবতা মহাব্যাহতি-
হোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ ভূঃ স্বাহা ।” ইত্যাদি মূলের লিখিত
মন্ত্রে মহাব্যাহতি হোম করিতে হয় । তৎপরে পতি বধূ
পৃষ্ঠভাগে পূর্বাভিমুখে থাকিয়া একবস্তস্থিত পক উডুম্বর-ফল-
যুগ পট্টসূত্রাদি দ্বারা গাঁথিয়া আচারানুসারে তৎসহ প্রবর্ণাঙ্ক-

প্রাপ্তস্ববর্ণাদিষটিতবাসুদেবপাদযুগলং যবপ্রতিকৃতি-
সহিতং রক্ষার্থোপকুপ্তনিষ্মসর্ষপভল্লাতকবচাভ্যুপেতং
গৃহীত্ব প্রজাপতির্থাষিরনুষ্ঠুপ্ছন্দঃ স্ত্রী দেবতা উডুম্বর-
ফলযুগলবন্ধনে বিনিয়োগঃ । ওঁ অয়মূর্জ্জীবতো বৃক্ষ
উর্জ্জীব ফলিনীভব । পর্ণং বনম্পতে নুত্না নুত্না চ
স্বয়তাং রয়িং ॥ ইতি মন্ত্রেণ বধুকণ্ঠে দদাতি ॥ ১ ॥ ততো

টীকা,—ওঁ অয়মূর্জ্জীবতো বৃক্ষ উর্জ্জীব ফলিনীভব । পর্ণং
বনম্পতে নুত্না নুত্না চ স্বয়তাং রয়িং । স্ত্রীদেবতাঃ উডুম্বর-
ফলযুগলবন্ধনে বিনিয়োগঃ । ছন্দোহনুষ্ঠুপ্ছন্দঃ । হে কল্যাণি অয়ং
বৃক্ষ উডুম্বরাদ্যা উর্জ্জীবান্ প্রভূতফলঃ । তথা প্রশস্ততরো-
র্জ্জীবতঃ তৎসকাশাদপি ত্বং উর্জ্জীব উডুম্বরীব ফলিনীভব ।
কিঞ্চ হে বনম্পতে উডুম্বর অস্ত্যাঃ প্রস্তুতায়াম্ ত্বয়া রয়িং পুত্রধনং
স্বয়তাং কিমিব নুত্না নুত্না প্রেয্য প্রেয্য পর্ণমিব নুদধাতুরত্র প্রের-

গঠিত বাসুদেবপাদদ্বয়, যবপ্রতিকৃতি এবং নিষ, সর্ষপ, ভল্লা-
তক, বচ প্রভৃতি লইয়া “প্রজাপতির্থাষিরনুষ্ঠুপ্ছন্দঃ স্ত্রী দেবতা
উডুম্বরফলযুগলবন্ধনে বিনিয়োগঃ । ওঁ অয়মূর্জ্জীবতো বৃক্ষ
উর্জ্জীব ফলিনী ভব । পর্ণং বনম্পতে নুত্না নুত্না চ স্বয়তাং
রয়িং” এই মন্ত্রে অর্থাৎ “হে কল্যাণি ! তুমি উর্জ্জ্বল উডু-
ম্বর তরু হইতেও উর্জ্জ্বলফলসমন্নিতা হও । হে বনম্পতে !
যে রূপ পর্ণের পর পর্ণের উৎপত্তি হইয়া সমৃদ্ধি জন্মে,
সেইরূপ এই বধূতে পুত্ররূপ মহাধন সঞ্জাত হউক ।” এই
মন্ত্র পড়িয়া বধূর কণ্ঠদেশে উহা লিখিত করিয়া দিবে । ১ ।



৪-২৩৪
Ar. 228 66

সীমন্তোন্নয়নং ।

২৭/১০/২০২৬
২১

দৰ্ভপিঞ্জলীত্ৰয়ং গৃহীত্বা প্রজাপতিঋষির্গায়ত্ৰীচ্ছন্দোহগ্নি-
দেবতা দৰ্ভপিঞ্জলীভিঃ সীমন্তোন্নয়নে বিনিয়োগঃ। ওঁ
ভূরিতি দৰ্ভপিঞ্জলীভির্বধুকেশপাশাদারভ্য সীমন্তমুন্নীয়
দৰ্ভপিঞ্জলীঃ কেশপাশে স্থাপয়েৎ। ততঃ পুনরপি দৰ্ভ-
পিঞ্জলীত্ৰয়ং গৃহীত্বা প্রজাপতিঋষিরুক্ষিক্ছন্দো বায়ু-
দেবতা দৰ্ভপিঞ্জলীভিঃ সীমন্তোন্নয়নে বিনিয়োগঃ। ওঁ
ভুব ইতি তথৈব সীমন্তমুন্নীয় তাস্তথৈব স্থাপয়েৎ। ততঃ
পুনরপি দৰ্ভপিঞ্জলীত্ৰয়ং গৃহীত্বা প্রজাপতিঋষিরনুক্ষুপ-
চ্ছন্দঃ সূর্যো দেবতা দৰ্ভপিঞ্জলীভিঃ সীমন্তোন্নয়নে বিনি-

পার্থঃ ॥ ১ ॥ ওঁ যেনাদিতেঃ সীমানং নয়তি প্রজাপতিঋহতে
দৌভগায় তেনাহমন্তে সীমানং নয়ামি প্রজামন্তে জয়দষ্টং
কৃণোমি। ত্রিষ্টুবিয়ং জীদেবতাকা সীমন্তোন্নয়নে বিনিবৃন্ত।

অনন্তর কুশগুচ্ছত্ৰয় লইয়া “প্রজাপতিঋষির্গায়ত্ৰীচ্ছন্দোহগ্নি-
দেবতা দৰ্ভপিঞ্জলীভিঃ সীমন্তোন্নয়নে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূঃ।”
এই মন্ত্র দ্বারা গভীগীর সীমন্তভাগের কেশ উন্নীত করিয়া
সেই কুশগুচ্ছ কেশপাশে স্থাপন করিবে। পরে পুনরায়
কুশগুচ্ছত্ৰয় লইয়া “প্রজাপতিঋষিরুক্ষিক্ছন্দো বায়ুদেবতা
দৰ্ভপিঞ্জলীভিঃ সীমন্তোন্নয়নে বিনিয়োগঃ ওঁ ভুবঃ।” এই
মন্ত্রে পূর্ববৎ সীমন্ত উন্নীত করিয়া সেই কুশগুচ্ছও কেশপাশে
স্থাপন করিবে। তৎপরে পুনরায় কুশগুচ্ছত্ৰয় লইয়া “প্রজা-
পতিঋষিরনুক্ষুপচ্ছন্দঃ সূর্যো দেবতা দৰ্ভপিঞ্জলীভিঃ সীমন্তো-
ন্নয়নে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বঃ।” এই মন্ত্রে পূর্ববৎ সীমন্ত উন্নীত

যোগঃ । ওঁ স্বঃ । ইতি তথৈব স্থাপয়েৎ । ততঃ শরং
 গৃহীত্ব প্রজাপতিঞ্চ বিস্ত্রিষ্টপুচ্ছন্দঃ স্ত্রী দেবতা শরেণ
 সীমস্তোন্নয়নে বিনিয়োগঃ । ওঁ যেনাদিতেঃ সীমানং
 নয়তি প্রজাপতির্মহতে সৌভগায় তেনাহমশ্চে সীমানং
 নয়ামি প্রজামশ্চে জরদষ্টিং কৃণোমি ॥ ২ ॥ ইতি তথৈব
 কেশাস্তাদারভ্য শরেণ সীমস্তুমুদীয় শরং তথৈব স্থাপ-

প্রজাপতির্জগতঃ স্রষ্টা যেন শরেণ অদিতের্দেবমাতুঃ সীমানং
 সীমস্তং নয়তি নীতবান্ । কিমর্থং মহতে বৃহতে সৌভগায়
 সৌভাগ্যায় তেন শরেণাহং ভর্তা অশ্চে অশ্রাঃ স্ত্রিয়াঃ সীমানং
 সীমস্তং নয়ামি । প্রজাং পুত্রপৌত্রাদিকং জরদষ্টিং জরাপর্যন্তং
 দীর্ঘকালজীবিনীং কৃণোমি করোমি । সৌভগায়ৈতি সুভগমস্ত
 ইতি যুবাদিষু পঠ্যতে তে নাম অশ ইতি ষষ্ঠ্যর্থং চতুর্থী ॥ ২ ॥

করিয়া পূর্বের ভায় কুশঞ্জু কেশপাশে স্থাপন করিবে । অন-
 স্তর শরকাষ্ঠিকা লইয়া “প্রজাপতিঞ্চ বিস্ত্রিষ্টপুচ্ছন্দঃ স্ত্রী দেবতা
 শরেণ সীমস্তোন্নয়নে বিনিয়োগঃ । ওঁ যেনাদিতেঃ সীমানং
 নয়তি প্রজাপতির্মহতে সৌভগায় তেনাহমশ্চে সীমানং নয়ামি
 প্রজামশ্চে জরদষ্টিং কৃণোমি” এই মন্ত্রে অর্থাৎ “প্রজাপতি
 কল্পপ য়ে শর দ্বারা দেবজননী অদিতির সৌভাগ্য সম্পাদনার্থ
 সীমস্তোন্নয়ন করিয়াছিলেন, সেই শর দ্বারা আমি গর্ভিণীর সীম-
 স্তোন্নয়ন করত ইহার পুত্র পৌত্র প্রভৃতিকে স্বীয় স্বীয় জরা-
 বস্থা যাবৎ দীর্ঘজীবী করিতেছি ।” এই মন্ত্র পড়িয়া শর দ্বারা
 সীমস্ত উন্নীত করত শর যথাবৎ স্থাপন করিবে । ২ । তদ-

য়েৎ ॥ ২ ॥ ততঃ সূত্রপূর্ণতকুং গৃহীত্বা প্রজাপতিঋষির্জ-
গতীচ্ছন্দো রাক। দেবতা সূত্রপূর্ণতকুং সীমন্তোন্নয়নে
বিনিয়োগঃ । ওঁ রাকামহং স্নহবাং স্নষ্টুতী হবে শৃণোতু
নঃ স্নভগা বোধতু ঞ্জনা সীব্যত্বয়ঃ সূচ্যা অচ্ছিদ্যমানয়া
দদাতু বীরং শতদায়ুমুখ্যং ॥ ইতি সূত্রপূর্ণতকুং
কেশান্তাদারভ্য সীমন্তুমুন্নীয় তৎ তত্রৈব স্থাপয়েৎ ॥ ৩ ॥

ওঁ রাকামহং স্নহবাং স্নষ্টুতী হবে শৃণোতু নঃ স্নভগা বোধতু
ঞনা সীব্যত্বয়ঃ সূচ্যা অচ্ছিদ্যমানয়া দদাতু বীরং শতদায়ুমুখ্যং ।
জগতীয়ং রাক। দেবতা সূত্রপূর্ণতকুং সীমন্তোন্নয়নে বিনিয়ুক্তা ।

নস্তর পতি সূত্রপূর্ণ নলিকা লইয়া তদ্বারা* পূর্ববৎ সীমন্ত
উন্নীত করত সেই নলিকা পূর্বের ত্রায় স্থাপন করিবে।
“প্রজাপতিঋষির্জগতীচ্ছন্দো রাক। দেবতা সূত্রপূর্ণতকুং সীম-
ন্তোন্নয়নে বিনিয়োগঃ । ওঁ রাকামহং স্নহবাং স্নষ্টুতী হবে
শৃণোতু নঃ স্নভগা বোধতু ঞ্জনা সীব্যত্বয়ঃ সূচ্যা অচ্ছিদ্যমানয়া
দদাতু বীরং শতদায়ুমুখ্যং” এই মন্ত্রে অর্থাৎ “আমি শোভন-
স্ততি দ্বারা শোভনান্না পৌর্ণমাসীকে আহ্বান করিতেছি। *
তিনি আমাদিগের শোভনবাণী শ্রবণ পূর্বক অবধারণ করুন,
অচ্ছিদ্যমান স্ফটিকিয়া দ্বারা পুত্র-পৌত্রাদি উৎপাদনকর্ম অমু-
স্থাত করুন এবং ভূরিদাতা একটি পুত্র সমর্পণ করুন।” এই মন্ত্র

* পূর্বে গর্ভাধানসংস্কারকালে অমাবস্তার অন্তর্গত শশিকলার আবা-
হন হইয়াছিল, অধুনা গর্ভ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, সুতরাং এক্ষণে রাক।
পৌর্ণমাসীর আহ্বান হইতেছে।

ততপ্ত্রিংশেতাং শললীং গৃহীত্বা প্রজাপতিঞ্চির্বিজ্জগতীচ্ছন্দো
রাকা দেবতা ত্রিংশেতয়া শলল্যা সীমন্তোন্নয়নে বিনি-
য়োগঃ । ওঁ যাস্তে রাকে স্তমতয়ঃ স্তপেশাসো যাভি-
র্দদাসি দাশুষে বসুনি তাভিনোহদ্য স্তমনা উপাগহি

রাকা পৌর্ণমাসীত্যাচ্যতে তামহং ভর্তা হবে আহবয়ামি কিন্তুতাং
সুহবাং শোভনাক্ষাং কয়া হবে স্তুতী শোভনস্তত্যা আহবান-
প্রয়োজনমাহ শৃণোতু নোহস্মাকং বচঃ কিন্তুতা স্তভগা শোভন-
পুণ্যা । ন কেবলং শৃণোতু অপি চ ত্বনা ত্বানা বোধতু অব-
ধারয়তু সৈব ভূঃ প্রার্থ্যতে । অয়ঃ ৭তং পুত্রজননকর্ম পুত্র-
পৌত্রাদিলক্ষণং সীবাতু সীব্যং । কয়া স্তচ্যা সংঘন্তন সীবয়া
কিন্তুতয়া অচ্ছিদ্যমানয়া কিঞ্চ বীরং পুত্রং দদাতু কিন্তুতং শত-
দায়মুখ্যং শতদায়বঃ প্রভূতদাতারঃ তেষু মুখ্যং প্রধানং দায়ু-
রৌণাদিকঃ । স্তুতীতি স্তপাংস্তলুগিতি পূর্বসবর্ণঃ হবে ইতি
বহলং ছন্দসীতি সংপ্রসারণং ত্বনা ইতি জাদেরাত্বন ইত্যাকার-
লোপঃ । অয ইতি অদসো দকারস্ত ব্যত্যয়েন ষকারঃ । কচিৎ
পুস্তকে অয়ঃ স্তচ্যা ইত্যেকপদব্যাখ্যানং । দৃষ্টং এব শতদায়ু-
মুখ্যমিত্যত্র শতদায়মুখ্যমিতি পাঠো দৃষ্টঃ । তস্ত শতদায়াঃ
প্রভূতদাতারঃ তেষু মুখ্যং ইতি ব্যাখ্যাঞ্চ ॥ ৩ ॥ ওঁ যাস্তে রাকে

পাঠ করিয়া উক্ত ক্রিয়া অর্থাৎ সীমন্ত উন্নীত করিবে । ৩। তৎপরে
ত্রিংশেতা শললী লইয়া উক্তপ্রকারে সীমন্তোন্নয়ন করত শললী
স্থাপন করিতে হয় । “প্রজাপতিঞ্চির্বিজ্জগতীচ্ছন্দো রাকা দেবতা
ত্রিংশেতয়া শলল্যা সীমন্তোন্নয়নে বিনিয়োগঃ । ওঁ যাস্তে রাকে

সহস্রপোষং সূতগে ররাণা ইতি শলল্যা কেশান্তাদারভ্য
সীমন্তমূরীয় শললীন্তুত্রৈব স্থাপয়েৎ ॥ ৪ ॥ ততস্তিল-
তগুলমাবসাধিতকৃমররূপং স্থালীপাকমুপরিদত্ত্বতং

সুমতয়ঃ সুপেশসো যাতিন্দদাসি দাণ্ডেষে বহুনি তাভিনোদ্য
সুমনা উপাগহি সহস্রপোষং সূতগে ররাণা । জগতীয়াং রাকা
দেবতা শলল্যা সীমন্তোন্নয়নে বিনিযুক্তা । হে রাকে যাশ্চে তব
সুমতয়ঃ শোভনা বৃদ্ধয়ঃ কিস্তুতাঃ সুপেশসঃ সুরূপাঃ । কিঞ্চ
যাতিস্ত্বং দাণ্ডেষে যজমানায় বহুনি ধনানি দদাসি তাভিঃ সুমতি-
ভিরূপলক্ষিতা অদ্যাহনি নোহস্মাকং উপ সমীপং আগহি
আগচ্ছ । কিস্তুতা সুমনা প্রসন্নহৃদয়া । কিং কুর্মাণা হে সূতগে
সৰ্বলোকবল্লভে সহস্রপোষং সূতং ররাণা দদান । দাণ্ডেষ ইতি
দাণ্ড দানে দাণ্ডান্ সাহ্ৰান্ মৌঢ়ং শ্চেতি লিটকর্মে নিপাত্যাতে
চতুর্থ্যেকবচনং বসোঃ সম্প্রসারণং । উপাগহীতি বহুলং ছন্দসীতি
শপো লুক্ । অল্পদাত্তোপদেশ ইত্যাদিনা অল্পনানিকলোপঃ ।
তস্মাসিদ্ধবদভাবাদিত্যসিদ্ধিত্বাৎ অতো হেলুঙ্ ন ভবতি
সহস্রপোষমিতি কস্মণি গ্যন্ । ররাণেতি রা লা দানে ইত্যস্মাৎ

সুমতয়ঃ সুপেশসো যাতিন্দদাসি দাণ্ডেষে বহুনি তাভিনোদ্য
সুমনা উপাগহি সহস্রপোষং সূতগে ররাণা ।” এই মন্ত্রে শললী
দ্বারা সীমন্ত উন্নীত করিবে । উক্ত মন্ত্রের অর্থ এই যে—হে পৌর্ণ-
মাসি ! তুমি তোমার যে শোভনমতি দ্বারা যজমানকে ঐশ্বর্য-
সম্বিত করিয়া থাক, সেই বুদ্ধিযুক্ত হইয়া অদ্য প্রকৃত-
চিত্তে আমাদিগের সন্নিহিত হও । হে সূতগে ! আমাদিগকে
সহস্রপোষী পুত্র সমর্পণ কর । ৪ । অবশেষে পতি উপরিদত্ত-

পতিরবধূং দর্শয়ন পৃচ্ছতি । প্রজাপতিঋষিঃ স্ত্রী দেবতা
বধূপ্রশ্নে বিনিয়োগঃ । ওঁ কিং পশুসি । ততঃ স্থালী-
পাকং পশুস্ত্রীং বধূং পাঠয়তি । প্রজাপতিঋষিঃ স্ত্রী
দেবতা স্থালীপাকাবেক্ষণে বিনিয়োগঃ । ওঁ প্রজাং
পশূন্ সৌভাগ্যং মহ্যং দীর্ঘায়ুষ্টং পত্ন্যঃ ॥ ৫ ॥ ততো
মহাব্যাহতিহোমং কৃত্বা প্রাদেশপ্রমাণাং ঘৃতাক্তাং
সমিধং তুষ্টীমগ্নৌ ছত্বা প্রকৃতং কৰ্ম্ম সমাপ্য সর্বকৰ্ম্ম-
সমাধারণং শাট্যায়নহোমাদি-বামদেব্যগানান্তমুদীচ্যং কৰ্ম্ম

পরস্য শপো বহুলং ছন্দসীতি শব্দাবিতি 'দ্বির্দ্বচনং ব্যাত্যয়েনা-
জ্ঞানপদং শানচ্ ॥ ৪ ॥ ওঁ কিং পশুসি প্রজাং পশূন্ সৌভাগ্যং
মহ্যং দীর্ঘায়ুষ্টং পত্ন্যঃ । যজুরিদং স্ত্রীদেবতং স্থালীপাকাবেক্ষণে
বিনিযুক্তং । হে কল্যাণি অগ্নিন্ স্থালিপাকে আত্মসম্বন্ধিভেন

দ্রবিশিষ্ট, তিলতণ্ডুলমাষযুক্ত কুম্বররূপ স্থালীপাক অর্থাৎ সম্বৃত
চক্রে দেখাইয়া গর্ভিণীকে জিজ্ঞাসা করিবেন, "কি দেখি-
তেছ ?" তখন পত্নী সেই চক্রে দর্শন করিলে তাহাকে "প্রজা-
পতিঋষিঃ স্ত্রী দেবতা স্থালীপাকাবেক্ষণে বিনিয়োগঃ । ওঁ
প্রজাং পশূন্ সৌভাগ্যং মহ্যং দীর্ঘায়ুষ্টং পত্ন্যঃ ।" এই মন্ত্র পাঠ
করাইবেন অর্থাৎ পত্নী বলিবেন যে, আমি প্রজা (পুত্রপৌত্রাদি)
দেখিতেছি, পশু (গো-মহিষাদি) সৌভাগ্য দেখিতেছি এবং
মদীয় পতির দীর্ঘজীবন দর্শন করিতেছি । ৫ । তদনন্তর মহা-
ব্যাহতি হোম করিয়া প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ তুষ্টীভাবে
অগ্নিতে আহুতি দিয়া প্রকৃত কৰ্ম্ম সমাপন পূর্বক সর্বকৰ্ম্ম-

সমাপ্য কৰ্ম্মকারয়িতৃব্রাহ্মণায় দক্ষিণান্দদ্যাং । ততোহ-
বিধবাঃ পুত্রবত্যো নার্যো বেদ্যামুখাপ্য কলসোদকেন
স্নানাদিকং মঙ্গলং কুর্যাঃ । তঞ্চ বীরসূত্বং ভব জীব-
সূত্বং ভব জীবপত্নী ত্বং ভব ইত্যপি ক্রয়ুঃ । তঞ্চ কৃষরং
গর্ভবতী ভুঞ্জীত ॥

ইতি সামবেদীয়-সীমন্তোন্নয়নং ।

প্রজাঃ পুত্রপৌত্রাদিকং পশুন্ গোমহিষাদীন্ মহং মম পত্ন্যঃ
দীর্ঘায়ুষ্ট্বং বহুকালজীবিতং কিং পশ্যসি এবং প্রস্নং পূৰ্ব্বমুক্তা সতী
উত্তরমাহ সৰ্বং ভবহুক্তং পশ্যামীতি । মহমিতি বৰ্ঠ্যর্থো চতুর্থী ॥৫॥

ইতি সামবেদীয়-সীমন্তোন্নয়নং ।

সাধারণ শাট্যায়ন হোমাদি বামদেব্যগানান্ত উদীচ্য কৰ্ম্ম সমা-
পন করত কৰ্ম্মকারয়িতৃ-ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা প্রদান করিবে।
পরে পতিপুত্রবতী নারীগণ বধুকে বেদীর উপরে উত্থাপিত
করিয়া কলসবারি দ্বারা স্নানাদি মঙ্গলকৰ্ম্ম সম্পাদন করিবেন
এবং বধুকে কহিবেন, “তুমি বীরপ্রসবিনী হও, জীববৎসা হও,
জীবপতিকী হও।” অবশেষে গর্ভিণী সেই কৃষর ভোজন
করিবেন ।

ইতি সামবেদীয় সীমন্তোন্নয়নং ।

চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

শোষ্যস্তীকৰ্ম্ম ।

আসন্নপ্রসবায়। বধ্বাঃ সুখপ্রসবার্থং শোষ্যস্তীহোমঃ
কৰ্ত্তব্যঃ । তত্র কৃতস্নানঃ পতিঃ ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুক-
গোত্রায়া মৎপত্ন্যা অমুকাভিধানায়াঃ সুখপ্রসবকামঃ
শোষ্যস্তীহোমমহং কুৰ্ব্বীয় । ইতি সংকল্য পূৰ্ববদগ্নিঃ
সংস্থাপ্য বিরূপাক্ষজপাস্তাং কুশণ্ডিকাং সমাপ্য প্রকৃত-
কৰ্ম্মারম্ভে প্রাদেশপ্রমাণং ঘৃতাক্তাং সমিধং তৃক্ষীমগ্নৌ
হুত্বা মহাব্যাহতিহোমং কুৰ্ব্ব্যাৎ । যথা প্রজাপতিঋষি-
র্গায়ত্রীচ্ছন্দোহগ্নিদেবতা মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ ।

আসন্নপ্রসবা বধূর সুখপ্রসবার্থং শোষ্যস্তী হোম করা
কৰ্ত্তব্য । পতি কৃতস্নান হইয়া “ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগো-
ত্রায়া মৎপত্ন্যা অমুকাভিধানায়াঃ সুখপ্রসবকামঃ শোষ্যস্তী-
হোমমহং কুৰ্ব্বীয়” এই বাক্যে সংকল্য করিয়া পূৰ্ববৎ অগ্নিস্থাপন
করত বিরূপাক্ষজপাস্তা কুশণ্ডিকা সমাপন পূৰ্বক প্রকৃতকৰ্ম্মা-
রম্ভে প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ তৃক্ষীভাবে অগ্নিতে আহতি
দিয়া মহাব্যাহতি হোম করিবে । “প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো-
হগ্নিদেবতা মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ ওঁ ভূঃ স্বাহা । প্রজা-
পতিঋষিরুষ্ণিক্ছন্দো বায়ুদেবতা মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ

ওঁ ভূঃ স্বাহা । প্রজাপতিঋষিরুষ্কৃচ্ছন্দো বায়ুর্দেবতা
মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ ভুবঃ স্বাহা । প্রজা-
পতিঋষিরনুষ্কৃচ্ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা মহাব্যাহতিহোমে
বিনিয়োগঃ । ওঁ স্বঃ স্বাহা । ততঃ প্রজাপতিঋষিঃ পংক্তি-
চ্ছন্দঃ সংরাধনী দেবতা শোষ্যস্তীহোমে বিনিয়োগঃ ।
ওঁ বা তে তিরশ্চী নিপদ্যতেহহং বিধরণী ইতি । তাং স্বাং
যুতশ্চ ধারয়া যজে সংরাধনীমহং সংরাধন্যে দেবৈব্য দেষ্ট্র্যে

টীকা,—শোষ্যস্তীকৰ্মমন্ত্রব্যাখ্যা । ওঁ-বাতে তিরশ্চী নিপ-
দ্যতে অহং বিধরণী ইতি তাং স্বাং যুতশ্চ ধারয়া যজে সংরাধনীমহং
সংরাধন্যে দেবৈব্য দেষ্ট্র্যে স্বাহেতি । অশ্ব শোষ্যস্তীহোমে বিনি-
য়োগঃ । অভিধায়মানা সংরাধনী দেবতা । বা দেবতা শুভকৰ্ম্মণি
ক্রিয়মাণে বিধরণী শুভফলবিঘাতকারিণী ইত্যেবং মন্ত্র্যমানা তিরশ্চী
বাহ্নিতফলবিঘাতকৰ্ম্মী নিপদ্যতে প্রভবতি তাং স্বাং দেবতামহং
ভক্তা যজে পূজয়ামি । কীদৃশাং সংরাধনীং তবেষ্টফলশ্চ দাগ্রীং ।
কয়া যজে যুতশ্চ ধারয়া আজ্যাহত্যা তন্ত্বে দেবৈব্য সংরাধন্যে
দেষ্ট্র্যে ইষ্টফলদাত্ত্বে ইত্যর্থঃ । সংরাধন্যে ইত্যাদিষু পূজার্থে

ওঁ ভুবঃ স্বাহা । প্রজাপতিঋষিরনুষ্কৃচ্ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা
মহাব্যাহতি-হোমে বিনিয়োগঃ ওঁ স্বঃ স্বাহা ।” এই মন্ত্রে মহা-
ব্যাহতি হোম করিতে হয় । তদনন্তর উপরি মূলের লিখিত
ছইটি মন্ত্রে শোষ্যস্তী হোম করিবে অর্থাৎ যে দেবতা শুভকৰ্ম্ম-
করণসময়ে শুভফলবিঘাতকারিণী ও বাহ্নিতফলবিঘাতকৰ্ম্মী
বলিয়া মন্ত্র্যমানা হন, আমি আজ্যাহতি দ্বারা সেই দেবতার

স্বাহা ॥ ১ ॥ প্রজাপতির্ধাষিরনুযুপ্ছন্দে। বিপশ্চিদেবতা
শোষাস্তীহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ বিপশ্চিৎ পুচ্ছমভর-
তদ্ধাতা পুনরাহরৎ । পরে হি ত্বং বিপশ্চিৎ পুমানয়ং
জনিস্যতেহসৌ নাম স্বাহা ॥ ২ ॥ অত্রাসাবিতি সর্ববনাম-
স্থানে ভবিষ্যৎপুত্রস্ত হৃদয়নিহিতনামকীৰ্ত্তনং কর্তব্যং ।
তেনামুকশৰ্ম্মণাম্ স্বাহেতি হোমং কুর্যাৎ । ততো মহা-

চতুর্থী । তিরশ্চীতি তিরোহঞ্চতীতি কিপ্ অঞ্চশোপসংখ্যান-
মিতি ডীপ । অচ ইত্যকারলোপঃ ॥ ১ ॥ ওঁ বিপশ্চিৎ পুচ্ছমভরত-
দ্ধাতা পুনরাহরৎ পরে হি ত্বং বিপশ্চিৎ পুমানয়ং জনিস্যতেহসৌ
নাম । অনুষ্ঠুবিয়ং বিপশ্চিদেবতাকা । বিপশ্চিদেববিশেষঃ স
পুচ্ছং শিশ্নং শিশূনামাহরৎ হতবান্ । তৎ পুচ্ছং ধাতা প্রজাপতি-
র্বিপশ্চিতা হতং পুনরাহরৎ আনীতবান্ । যতোহতঃ হে বিপ-
শ্চিৎ ত্বং পরঃ শ্রেষ্ঠ এহি অগ্নিন্ কশ্মণি সন্নিহিতো ভব যেনায়ং

পূজা করি, তিনি তোমার পক্ষে ইষ্টফলদাত্রী হউন । ১ ।
এই মন্ত্রে হোম করিয়া পুনরায় দ্বিতীয় মন্ত্রে অর্থাৎ বিপশ্চিৎ
(দেববিশেষ) শিশ্নর পুচ্ছ (শিশ্ন) হরণ করিয়াছেন, প্রজা-
পতি সেই হত পুচ্ছ পুনরায় আনয়ন করিয়াছেন ; অতএব
হে বিপশ্চিৎ ! তুমিই শ্রেষ্ঠ । তুমি এই শোষাস্তীহোমকৰ্ম্মে
সন্নিহিত হও ; যেহেতু অমুকনামা পুত্র উৎপন্ন হইবে, এই
মন্ত্রে দ্বিতীয় হোম করিবে । ২ । মন্ত্রমধ্যে “অসৌ” “এই শব্দ
স্থানে ভবিষ্যৎ পুত্রের হৃদয়নিহিত নাম কীৰ্ত্তন কর্তব্য । “অমুক-
শৰ্ম্মণাম্ স্বাহা” এই বাক্যে হোম করিবে । তদনন্তর মহা-

ব্যাহতিহোমং কৃৎ প্রাদেশপ্রমাণং স্নাতাক্তাং সমিধং
তুষ্ণীমগ্নৌ হুত্বা প্রকৃতং কৰ্ম সমাপ্য সৰ্বকৰ্মসাধারণং
শাট্যায়নহোমাদি-বামদেব্যগানাস্তমুদীচ্যং কৰ্ম সমাপ্য
কৰ্মকারয়িত্বব্রাহ্মণায় দক্ষিণান্দদ্যাৎ ॥

ইতি সামবেদীয়-শোষ্যস্তীকৰ্ম ।

পুমান্ জনিষ্যতে উৎপৎসতে অসৌ নামা দেবদত্তাভিধান
ইত্যর্থঃ । অভরদতি হগ্রহোর্ভচ্ছন্দসীতি ভকারঃ । পরে হীতি
পরা-শব্দশ্রাকারলোপশ্চন্দসঃ ॥ ২ ॥

ইতি শোষ্যস্তীকৰ্ম ।

ব্যাহতি হোম করিয়া প্রাদেশপ্রমাণ স্নাতাক্ত সমিধ তুষ্ণীভাবে
অগ্নিতে আহতি প্রদান পূৰ্বক প্রকৃতকৰ্ম সমাপন করত সৰ্ব-
কৰ্মসাধারণ শাট্যায়নহোমাদি বামদেব্যগানাস্ত উদীচ্য কৰ্ম সমা-
পন করিবে । পরে কৰ্মকারয়িত্ব-ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিতে হয় ।

ইতি শোষ্যস্তীকৰ্ম সমাপ্ত ।

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

জাতকৰ্ম । *

পুত্রে জাতে সতি পিতা মা নাভিঃ কৃত্তত স্তন্যঞ্চ
মা দত্ত ইত্যভিধায় কৃতস্মানঃ কৃতবৃদ্ধিশ্রদ্ধঃ প্রক্ষালিত-
শিলায়াং ব্রহ্মচারিণা কুমার্যা গৰ্ভবত্যা বা শ্রুত-
স্বাধ্যায়শীলেন ব্রাহ্মণেন বা অনাবৃত্তলোষ্ট্রেণ পিষ্টে
ত্রীহিববৌ দক্ষিণহস্তানামিকাস্থুষ্ঠাত্যাং গৃহীত্বা প্রজা-

পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র পিতা “নাভিচ্ছেদন করিও না, স্তন্য
দিও না” এই বলিয়া স্নান ও বৃদ্ধিশ্রদ্ধ সম্পাদন পূর্বক ব্রহ্ম-
চারী, কুমারী, গৰ্ভবতী অথবা শ্রুতস্বাধ্যায়শীল ব্রাহ্মণ দ্বারা
প্রক্ষালিত শিলাতলে অনাবৃত্ত লোষ্ট্রযোগে পিষ্ট ত্রীহিবচূর্ণ
দক্ষিণ হস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা গ্রহণ করিয়া “ওঁ প্রজা-

* শৈশব সংস্কারের প্রথম সংস্কারকে জাতকৰ্ম্ম কহে। সন্তান ভূমিষ্ঠ
হইবামাত্র এই সংস্কার সম্পন্ন করিতে হয়। এই সংস্কারের কার্য্য এই যে,
পিতা প্রথমতঃ যব ও ত্রীহিচূর্ণ দ্বারা, পরে স্বর্ণ দ্বারা ঘৃষ্ট মধু এবং ঘৃত
গ্রহণ পূর্বক সদ্যোজাত সন্তানের জিহ্বা স্পর্শ করিয়া থাকেন। তৎকালে
যে মন্ত্র উচ্চার্য্য হয়, তাহার প্রকৃত মর্থ্য হৃদয়ঙ্গম করিলেই এই সংস্কারের
আবশ্যকতা ও পবিত্র ভাব স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে।

পতিঋষিরন্নং দেবতা ত্রীহিবচূর্ণেন কুমারস্ত জিহ্বা-
মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ । ওঁ ইয়মাজ্জৈদমন্নমিদমায়ুরিদ-
মমৃতং ॥ ১ ॥ ইতি মন্ত্রেণ কুমারস্ত জিহ্বাং পরি-
মাষ্ঠি ॥ ১ ॥ ততস্তথৈব সুবর্ণেন যুতং গৃহীত্বা প্রজাপতি-
ঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দো মিত্রাবরুণাশ্বিনৌ দেবতাঃ কুমারস্ত
সর্পিঃপ্রাশনে বিনিয়োগঃ । ওঁ মেধাস্তে মিত্রাবরুণৌ

টীকা,—জাতকৰ্মমন্ত্ৰব্যাখ্যা । ওঁ ইয়মাজ্জৈদমন্নমিদমায়ুরিদম-
মৃতং । যজুরিদমন্নদৈবতং ত্রীহিবচূর্ণেন কুমারস্ত জিহ্বামার্জ্জনে
বিনিযুক্তং । হে বালক ইদং প্রত্যক্ষমন্নং ইয়মাজ্জা প্রজ্ঞা আ
সমস্তাং কারণে জ্ঞানহেতুত্বাৎ ইদমায়ুঃ প্রাণধারণং ইদমমৃতং অনেন
বিধিনা উপযুক্ত্যমানং অমরণধৰ্ম্মিতা ভবাস্থিতি বাক্যশেষঃ । ১ ।
ওঁ মেধাং তে মিত্রাবরুণৌ মেধামগ্নিদধাতু তে । মেধাং তে অশ্বিনৌ

পতিঋষিরন্নং দেবতা ত্রীহিবচূর্ণেন কুমারস্ত জিহ্বামার্জ্জনে
বিনিয়োগঃ । ওঁ ইয়মাজ্জৈদমন্নমিদমায়ুরিদমমৃতং" এই মন্ত্রে
অর্থাৎ "এই অন্নই প্রজ্ঞা, ইনিই আয়ুঃ, ইনিই অমৃত ; তোমার
ঐ সকল লাভ হউক্ ।" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া কুমারের জিহ্বা
মার্জ্জন করিবে । ১ । অনন্তর তদ্রূপ স্বর্ণ দ্বারা ঘৃষ্ট যুত লইয়া
"ওঁ প্রজাপতিঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দো মিত্রাবরুণাশ্বিনৌ দেবতাঃ
কুমারস্ত সর্পিঃপ্রাশনে বিনিয়োগঃ । ওঁ মেধাস্তে মিত্রাবরুণৌ
মেধামগ্নিদধাতু তে । মেধাস্তে অশ্বিনৌ দেবাবাধস্তাং পুরু-
ষজৌ স্বাহা ।" এই মন্ত্রে অর্থাৎ "মিত্রাবরুণ দেবতাদ্বয়
তোমাকে মেধা প্রদান করুন, অশ্বি তোমাকে মেধা প্রদান

মেধামগ্নির্দধাতু তে । মেধাস্তে অশ্বিনৌ দেবাবাধতাং
 পুঙ্করজ্রজৌ স্বাহা । ২ । ইতি মন্ত্রেণ তথৈব কুমারস্ত
 জিহ্বাং পরিমার্শ্চি ॥ ২ ॥ পুনরপি তথৈব সূবর্ণেন দ্ব্যতং
 গৃহীত্বা প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দ ইন্দ্রো দেবতা
 কুমারস্ত সর্পিঃপ্রাশনে বিনিয়োগঃ । ওঁ সদসম্পতিমদ্রুতং

দেবাবাধতাং পুঙ্করজ্রজৌ । অনুষ্টুবিয়ং সর্পিঃপ্রাশনে বিনিযুক্তা ।
 মিত্রাবরুণাঘ্যশ্বিনৌ দেবতাঃ । হে বালক মেধা পাঠশ্রবণবিষয়-
 শক্তিং তব মিত্রাবরুণৌ দেবৌ আধতাং তথা অশ্বিনৌ তথাগ্নির্দ-
 ধাতু । ২ । ওঁ সদসঃ পতিমদ্রুতং প্রিয়মিল্লস্ত কাম্যং সনিং মেধা
 ময়াশিষং । গায়ত্রীয়ং ইন্দ্রদেবতা সর্পিঃপ্রাশনে বিনিযুক্তা । সদসঃ
 সভয়াঃ পতিং মুখ্যং অদ্রুতং আশ্চর্য্যরূপং প্রিয়মিল্লস্ত ইন্দ্রস্ত লভ্যং
 কাম্যমভীষ্টার্থসাধকং মেধাং সনিং ধীর্ধারণাবতী মেধা তস্ত দাতারং

করুন এবং পদ্মমালাধারী অশ্বিনীকুমারদ্বয় তোমাকে মেধা
 দান করুন ।” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পূর্ববৎ কুমারের জিহ্বা
 মার্জ্জন করিবে । ২ । তৎপরে পুনর্বার পূর্ববৎ স্বর্ণদ্ব্যতং দ্ব্যত
 লইয়া “প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দ ইন্দ্রো দেবতা কুমারস্ত সর্পিঃ-
 প্রাশনে বিনিয়োগঃ । ওঁ সদসম্পতিমদ্রুতং প্রিয়মিল্লস্ত কাম্যং
 সনিং মেধা ময়াশিষং স্বাহা ।” এই মন্ত্রে অর্থাৎ “বৃহস্পতি
 ইন্দ্রের বিচিত্ররূপ প্রিয়পাত্র এবং তাঁহার বাঞ্ছিতার্থসাধক ও
 মেধাদাতা, তাঁহার নিকটেও প্রার্থনা করি, তিনি তোমাকে
 মেধা সমর্পণ করুন ।” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পূর্ববৎ কুমা-

প্রিয়মিত্রস্ত কাম্যং সনিং মেধা ময়াশিষং স্বাহা । ৩ ।
ইতি কুমারস্ত জিহ্বাং পরিমার্জি । ৩ । ততো নাভিং

স্বরাচার্য্যমহময়াশিষং শরণং সোহস্মৈ কুমারায় মেধাং দদা-

রের জিহ্বা মার্জন বা স্পর্শ করিবে । ৩ । + তৎপরে “নাভি-

+ এই যে মন্ত্র কথিত হইল, স্মারুপে বিবেচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, মন্ত্রের প্রথম ভাগে একটি বৈদিক বা সুগভীর বৈজ্ঞানিক তথ্যের পরম ব্লিকাশ হইতেছে। শেষভাগ হইতে জনক, জননী ও গোষ্ঠী-সম্প্রদায় সকলেই জানিতে পারিলেন যে, বিপ্রসন্তানের পক্ষে ধন প্রভৃতির জন্ত প্রার্থনা নাই ; অধিকন্তু আগ্নের নিমিত্ত প্রার্থনাও একবারমাত্র ; কিন্তু মেধা বা ধারণাবতী বুদ্ধির নিমিত্ত প্রার্থনা পুনঃ পুনঃ হইতেছে। সুতরাং বিপ্রসন্তানের পালন যে উদ্দেশ্যে হওয়া উচিত, তাহার সূচনা এই প্রথম সংস্কার হইতেই উপলব্ধি হইতেছে। আরও দেখ, এই সংস্কারে ভূমিষ্ঠ সন্তানের জিহ্বাতে স্বর্ণস্পৃষ্ট স্নাত এবং ঘব ও ত্রীহিচূর্ণ স্পর্শের নিয়ম নির্দিষ্ট আছে। স্বর্ণস্পৃষ্ট স্নাতের যে বহুবিধ গুণ, তাহা আমাদিগের আগ্নেয়কোষেই দৃষ্ট হইতেছে। স্বর্ণ দ্বারা বায়ুদোষের দমন হয়, প্রস্রাব পরিষ্কার হয় এবং উহা রক্তের উর্দ্ধগতিত্ব-দোষ বিনাশ করে। স্নাত দ্বারা শৌচ পরিষ্কার হয়, বলাধান হয় এবং শরীরের তাপ-বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই সংস্কারে প্রায় সর্বত্রই স্বর্ণস্পৃষ্ট স্নাত ও মধু সন্তানের জিহ্বাতে স্পৃষ্ট হইয়া থাকে। মধুতেও বহুবিধ গুণ বিদ্যমান আছে। মধু দ্বারা পিত্তকোষের জিহ্বা বর্দ্ধিত হয়,

কৃত্ত্বত স্তম্ভঞ্চ দত্ত্ব ইতি পিতা ক্রয়াৎ । পিতা পুনঃ স্নানং
কুর্যাৎ ॥

ইতি সামবেদীয়-জাতকর্ম্ম ।

ত্বিত্যাংশংসাবাক্যার্থঃ । সনিমিতি ছন্দসি রণসনরক্ষিমথামিতীন ।
অয়াশিষমিতি ষাতেলুঙ্‌সিপ্ ॥ ৩ ॥

ইতি জাতকর্ম্ম ।

চ্ছেদন কর, স্তম্ভ দেও” এই কথা বলিয়া পিতা পুনর্বার
স্নান সম্পাদন করিবেন ।

ইতি সামবেদীয় জাতকর্ম্ম সমাপ্ত ।

মুখে লালার সঞ্চার হয় এবং কফ-দোষের দমন হইয়া থাকে ।
সদ্যোজাত সন্তানের পক্ষে এই সকল দ্রব্য যে কতদূর উপ-
কারী, তাহা সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে । প্রসবযন্ত্রণা-
বশতঃ সদ্যোজাত সন্তানের শোণিত উদ্ধগামী হয়, দেহে কফা-
ধিক্য জন্মে এবং অজ্ঞাতান্তরে একরূপ কৃষ্ণমলের সঞ্চার হয় ।
যদি সেই মল নির্গত না হয়, তাহা হইলে অশেষবিধ রোগ
জন্মিবার সম্ভব । স্বর্ণঘৃষ্ট মধু ও ঘৃত জিহ্বায় প্রদান করিলে
উপরোক্ত দোষসমূহের বিদূরণ হয় এবং সন্তানের রোগ জন্মি-
বার আশঙ্কা থাকে না ।

ষষ্ঠোঃধ্যায়ঃ ।

নিজ্জন্মণম্ । *

জাতে কুমারে তৃতীয়শুরূপক্ষ্য তৃতীয়ায়াস্তিথৌ
প্রাতঃ কুমারং স্নাপয়িত্বা সায়ংসন্ধ্যায়ামতীতয়াং চন্দ্রা-
ভিমুখঃ কৃতাজ্জলিঃ পিতা তিষ্ঠেৎ । অথ মাতা শুচিনা
বস্ত্রেন কুমারমাচ্ছাদ্য দক্ষিণশ্চান্দিশি তৰ্ত্ত্বর্কবামপার্শ্বে
পশ্চিমাভিমুখী উত্তরশিরসং কুমারং পিত্রে সমর্পয়তি ।
ততো মাতা তৰ্ত্ত্বুঃ পৃষ্ঠদেশে উত্তরশ্চাং দিশি গত্বা

অনুবাদ,—সন্তানের জন্মদিন হইতে তৃতীয় শুরূপক্ষের তৃতীয়া
তিথিতে পিতা প্রাতঃকালে কুমারকে স্নান করাইয়া সায়ং-
সন্ধ্যা অতীত হইলে চন্দ্রাভিমুখে করপুটে অবস্থিতি করিবেন ।
মাতা কুমারকে বিশুদ্ধ বস্ত্রে আচ্ছাদন পূর্বক দক্ষিণ দিকে
পতির বামপার্শ্বে পশ্চিমাভিমুখী হইয়া উত্তরশিরা কুমারকে
তৎপিতার হস্তে প্রদান করিবেন । তৎপরে মাতা পতির

* দশবিধ সংস্কার ভিন্ন নিজ্জন্মণ নামে আরও একটি শৈশব সংস্কার
আছে । জন্মদিন হইতে তৃতীয় শুরূপক্ষের তৃতীয়া তিথিতেই ইহা
কর্তব্য । প্রথমবারে নাকীমুখ শ্রাদ্ধাদি দ্বয়কারে ইহা সম্পন্ন করিতে হয় ।
তৎপরে সন্তানের একবর্ষ বয়ঃক্রম পূর্ণ হওয়া বাবৎ প্রত্যেক বর্ষ তৃতী-
য়াতে করণীয় ।

চন্দ্রাভিমুখী ভৰ্ত্তৃদক্ষিণপার্শ্বে তিষ্ঠেৎ । ততঃ পিতা
 অমুং মন্ত্ৰং জপতি । প্রজাপতিঋষিরনুষ্টিপুচ্ছন্দশ্চন্দ্রো
 দেবতা কুমারশ্চ চন্দ্রদৰ্শনে বিনিয়োগঃ । ৩
 যন্তে সূৰ্য্যমে হৃদয়ং হিতমন্তঃ প্রজাপতো । বেদাহং
 মন্ত্ৰে তদ্বক্ষ্য মাং পৌত্রমঘং নিগাং । ১ । প্রজাপতি-
 ঋষিরনুষ্টিপুচ্ছন্দশ্চন্দ্রো দেবতা কুমারশ্চ চন্দ্রদৰ্শনে বিনি-

টাকা,—নিষ্কমণমন্ত্রব্যাখ্যা । ওঁ যন্তে সূৰ্য্যমে হৃদয়ং হিতমন্তঃ
 প্রজাপতো বেদাহং যন্তে তদ্বক্ষ্য মাং পৌত্রমঘং নিগাং । অল্প-
 ষ্টুবিয়ং চান্দ্রী চন্দ্রদৰ্শনে বিনযুক্তা । হে চন্দ্র যন্তে তবাস্তম্মধ্যে
 সূৰ্য্যমে অতিশীতলে প্রজাপতো প্রজানামানন্দজনকত্বেন পতো
 পত্যাবিব স্বামিনীং নিহিতং হৃদয়ং অর্পিতং তদ্বক্ষ্য আত্মা তৎ-
 স্থানত্বাং অহং বেদ জানামি । তন্মধ্যে এবমেবেতি মন্ত্ৰে যস্মা-
 তস্মাৎ পুত্রসম্বন্ধি অঘং ব্যসনং অনিষ্টযোগব্যাধিনাশাদিরূপমহং
 নাগাং ন গচ্ছেয়ং ন প্রাপ্নুয়ামিতি যাবৎ । অয়মর্থঃ যস্মাদহং
 ব্রহ্মচিহ্নস্থানমানিষ্টসম্বন্ধো ন ঘটতে । নিগামিতি ইন গতো

পৃষ্ঠভাগে উত্তরদিকে গমন পূর্বক চন্দ্রাভিমুখী হইয়া ভৰ্ত্তা-
 দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থান করিবেন । অনন্তর পিতা মূলের লিখি-
 ঋষ্যাদি সহ মন্ত্রত্রয় পাঠ করিবেন । অর্থাৎ “হে চন্দ্র ! ত্বদী
 অতিশীতল আলোকে আলোকিত এবং সন্তানের আনন্দক
 অন্তস্তম্মধ্যে আত্মার স্থান নিহিত রহিয়াছে । আমি মো
 ব্রহ্মকে অবগত আছি এবং সম্মাননা করি । আমি যেন পুত্র
 সম্বন্ধীয় কোনরূপ অঘ প্রাপ্ত না হই । ১ । যাহা পৃথিবী

যোগঃ । যৎ পৃথিব্যা অনামৃতং দিবি চন্দ্রমসি শ্রিতং ।
বেদামৃতস্তাহং নাম মাহং পৌত্রমঘং ঋষং । ২ । প্রজা-
পতিঋষিরনুর্ফুপ্ছন্দ ইন্দ্রাণী দেবতে কুমারস্ত চন্দ্রদর্শনে
বিনিয়োগঃ । ৩ । ইন্দ্রাণী শর্ম্ম যচ্ছতং প্রজারৈ মে প্রজা-
পতী । যথায়ান প্রমীয়েত পুত্রো জনিত্র্যা অধি । ৩ ।
ইতি জপ্ত্বা কুমারং চন্দ্রং দর্শয়তি । ততঃ পিতা চন্দ্রায়

মাঙিলুঙ ইনো গাণ্ডীতি গাদেশঃ । ১ । ওঁ যৎ পৃথিব্যা অনামৃতং
দিবি চন্দ্রমসি শ্রিতং বেদামৃতস্তাহং নাম মাহং পৌত্রমঘং ঋষং ।
যৎ পৃথিব্যা অনামৃতং অমৃতং দিবি ছালোকে চন্দ্রমসি শ্রিতং
তদহং অমৃতস্ত নাম বেদ জানামি । যতোহতোহং পৌত্রমঘং
পুত্রসম্বন্ধিব্যসনং মা ঋষি মা গচ্ছামি । ঋষি গতো মাঙ লুঙ
ছান্দসভাং সেরঙ । অঘং ঋষমিতি ছান্দসভাং অব্যপি ঋকারে
অনুস্বারঃ । ২ । ওঁ ইন্দ্রাণী শর্ম্ম যচ্ছতং প্রজারৈ মে প্রজাপতী
যথায়ান প্রমীয়েত পুত্রো জনিত্র্যা অধি । অত্রৈন্দ্রাণী দেবতে ।
হে ইন্দ্রাণী যুবাং মে মম প্রজারৈ শর্ম্ম কল্যাণং যচ্ছতং ।

অমৃত এবং ছালোকে চন্দ্রমধ্যে আশ্রিত, আমি তাহা অবগত
আছি । আমি যেন পুত্রসম্বন্ধীয় কোনরূপ বাসন প্রাপ্ত না
হই । ২ । হে ইন্দ্র ! হে অগ্নে ! আপনারা উভয়ে আমার
সন্তানের কল্যাণ বিধান করুন । আপনারা লোকপাল । যেন
আমার কুমার জননী সহ অবস্থিত থাকিয়া কোন প্রকার রিপদা-
পন্ন না হয় । ৩ । এই ত্রিমণী মন্ত্র পাঠ করিবে । এই মন্ত্রের জপ
করিয়া কুমারকে চন্দ্র দেখাইতে হয় । তদনন্তর পিতা চন্দ্রদেবকে

অর্ঘ্যং দদ্যাৎ । যথা ওঁ কীরোদার্নবসম্ভূত অত্রিনেত্র-
সমুদ্ভব । গৃহাণাৰ্ঘ্যং শশাঙ্কেদং রোহিণ্যসহিতো মম । ততঃ
পিতা তথাভূতমেব কুমারমুত্তরশিরসং মাত্রে দক্ষা বাম-
দেব্যগানং কৃদ্ধা কল্যাণমবধাৰ্ঘ্য গৃহং প্রবেশয়েদিতি । তত
উৰ্দ্ধপরশুরূপক্ষত্রেয়ঃপি তৃতীয়ায়াস্তিথৌ সায়াং-সন্ধ্যা-
মুপক্রম্য চন্দ্রাভিমুখঃ পিতা জলাঞ্জলিং গৃহীত্ব প্রজা-
পতিঞ্চ বিরনুষ্টিপুচ্ছন্দশ্চন্দ্রো দেবতা কুমারস্ত চন্দ্রদর্শনে
বিনিয়োগঃ । ওঁ যদশ্চন্দ্রমসি কৃষ্ণং পৃথিব্যা হৃদয়ং
শ্রিতং । তদহং বিদ্বাংস্তং পশ্চন্নহং পৌত্রমঘং রুদং ৪ ॥
ইতি পঠিত্বা জলাঞ্জলিং ত্যজেৎ । তুষষ্ঠীং বারদঘং । ততো

কিস্তুতো যুবাং প্রজাপতী লোকপালৌ তথা শশ্বৎ বচ্ছতং যথায়ং
কুমারো জনিত্বা অধি তংসঙ্গে স্থিতো ন প্রমীয়েত ন হিংস্তেত ।
মীঙ্ হিংসায়াম্ ॥ ৩ ॥ ওঁ যদশ্চন্দ্রমসি কৃষ্ণং পৃথিব্যা হৃদয়ং
শ্রিতং । তদহং বিদ্বাংস্তং পশ্চন্নহং পৌত্রমঘং রুদং । চন্দ্রমা

অর্ঘ্য প্রদান করিবেন । “হে কীরোদার্নবসম্ভূত ! হে অত্রি-
নেত্রোদ্ভব ! হে শশাঙ্ক ! আপনি রোহিণী সহ আমার এই অর্ঘ্য
গ্রহণ করুন ।” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া অর্ঘ্য প্রদান করিতে হয় ।
অনন্তর পিতা উৰ্দ্ধ পর শুরূপক্ষত্রেয়ে তৃতীয়া তিথিতে সায়াং-
সন্ধ্যাকালে চন্দ্রাভিমুখ হইয়া জলাঞ্জলি গ্রহণ পূর্বক “প্রজাপতি-
ঞ্চ বিরনুষ্টিপুচ্ছন্দশ্চন্দ্রো দেবতা কুমারস্ত চন্দ্রদর্শনে বিনিয়োগঃ ।
ওঁ যদশ্চন্দ্রমসি কৃষ্ণং পৃথিব্যা হৃদয়ং শ্রিতং । তদহং বিদ্বাংস্তং
পশ্চন্নহং পৌত্রমঘং রুদং ।” এই মন্ত্র পাঠ করিবে অর্থাৎ

বামদেব্যং গীত্বা কল্যাণমবধার্য গৃহং প্রবিশেৎ । এতচ্চ
নিষ্ক্রমণকৰ্ম্মাঙ্গভূতমুদীচ্য কৰ্ম্ম পত্নীপুত্রোপাদানবিরহাৎ
পিত্রা কার্য্যং ॥ ইতি নিষ্ক্রমণং ॥

এব দেবতা যং অদঃ এতচ্চন্দ্রমসি কৃষ্ণং লাক্ষ্মণং পৃথিব্যা হৃদয়ং
শ্রিতং তদহং বিদ্বান্ তৎস্বরূপঃ জানন্ তচ্চপশ্বন্ দৃষ্টবানস্মি ।
যতঃ অতোহহং পৌত্রমঘং পুত্রসম্বন্ধিপাপং শোকং মা রুদং মা
রুদিমীত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

“চন্দ্রের অভ্যন্তরে যে কৃষ্ণবর্ণ লাক্ষ্মণ আছে, তাহা পৃথিবীর
হৃদয়েও নিহিত রহিয়াছে; উহা আমি অবগত আছি এবং
দর্শন করিতেছি। পুত্রসম্বন্ধীয় শোক নিবন্ধন যেন আমাকে
ক্রন্দন করিতে না হয়।” এই মন্ত্র পাঠ করিবে। ৪। এই মন্ত্র
পাঠ করিয়া গৃহীত জলাঞ্জলি নিক্ষেপ করিবে। * তৃষ্ণাভাবেও
ছইবার জলাঞ্জলি দিতে হয়। তৎপরে বামদেব্যগান পূর্বক
কল্যাণাবধারণ করিয়া গৃহপ্রবেশ করিবে। এই নিষ্ক্রমণকৰ্ম্ম-
াঙ্গভূত উদীচ্য কৰ্ম্ম পত্নীপুত্রোপাদানবিরহ হইলেও প্রবাসী পিতা
করিতে পারেন।

ইতি সামবেদীয় নিষ্ক্রমণ।

* এই সংস্কারে যে কয়টি মন্ত্রের উল্লেখ হইল, ইহাতে স্পষ্টই
প্রতীত হইতেছে যে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পিতা আপনাদ জন্মই প্রার্থনা করিতে-
ছেন, অধিকন্তু ইহাতে আত্মার বিভূত, পুত্রার্থ পিতার আত্মরিক ব্যাকুলতা
প্রভৃতিই প্রকাশিত হইতেছে। এই কারণে এই সংস্কারটিকে মুখ্য সংস্কারের
মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে না। ইহা অস্ত্রান্ত্র সংস্কারের স্থায় ধোরমধ-
রিত্ব নহে। ইহা এক প্রকার পুষ্টিসাধক সংস্কার বলিয়া অভিহিত হইতে
পারে।

সপ্তমোঃধ্যায়ঃ ।

নামকরণম্ । *

তত্র যদ্যপি জননাদ্ধশরাত্রে ব্যুৎপে শতরাত্রে সম্বৎসরে বা নামকরণং কার্যং ইতি গৃহ্যবচনেন হি একাদশাহে নামকরণং প্রাপ্তং তথাপ্যাচারবশাৎ দ্বাদশাহে একাধিকশতরাত্রে জন্মদিনে বা নামকরণং কৰ্তব্যং । তত্র প্রথমং কৃতস্মানঃ কৃতবুদ্ধিশ্রদ্ধঃ পিতা

অনুবাদ,—ভূমিষ্ঠ হইবার পর দশরাত্রি গত হইলে, অথবা শত রাত্রি অতীত হইলে কিম্বা বৎসর পূর্ণ হইলে নামকরণের ব্যবস্থা আছে । তথাপি লৌকিকাচার বশতঃ দ্বাদশাহে, একাধিকশত রাত্রে বা জন্মদিনেও নামকরণ করিতে পারে + এই সংস্কারে

* শৈশবসংস্কার কয়টির মধ্যে দ্বিতীয় সংস্কারকেই নামকরণ কহে । পিতা কর্তৃক জাত সন্তানের যে নাম রাখা হয়, তাহারই নাম নামকরণ । এই সংস্কার দ্বারা পিতা মাতার মনে সন্তানপালন সম্বন্ধে অবগুই গুণ্ডফল ফলে সংশয় নাই ।

+ সচরাচর এইরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে যে, আঁতুড়ে যে সকল শিশুর মৃত্যু হয়, তাহার অধিকাংশই দশরাত্রির মধ্যে মারা গিয়া থাকে । এই কারণেই দশরাত্রির পর নামকরণের ব্যবস্থা হইয়াছে । নামকরণ হইলে সেই সম্বন্ধে চিন্তার একরূপ দার্দ্র্য জন্মে । নবজাত শিশু অকালে মৃত্যুমুখে পড়িলে তৎসম্বন্ধে চিন্তা ও শোক করিবার পক্ষে ঐ নামটাই একরূপ অব-

পার্শ্ববিনামানমগ্নিং সংস্থাপ্য বিরূপাক্ষজপাস্তাং কুশণ্ডিকাং
সমাপ্য প্রকৃতকন্মারস্তে প্রাদেশপ্রমাণাং স্মৃতান্তাং সমিধং
তুষ্ণীমগ্নৌ হুত্বা মহাব্যাহতিহোমং কুর্য্যাৎ । যথা প্রজা-
পতিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোহগ্নিদেবতা মহাব্যাহতিহোমে
বিনিয়োগঃ । ওঁ ভূঃ স্বাহা । প্রজাপতিঋষিরুষ্ণিক-
ছন্দো বায়ুর্দেবতা মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ
ভুবঃ স্বাহা । প্রজাপতিঋষিরনুষ্ণুপ্ছন্দঃ সূর্যো দেবতা
মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ স্বঃ স্বাহা । ততো
মাতা শুচিনা বস্ত্রেণ কুমারমাচ্ছাদ্য তঁর্তুর্দক্ষিণে স্থিতা
কুমারমুত্তরশিরসং পিত্রে সমর্পয়তি । ততো মাতা তঁর্তুঃ

প্রথমতঃ পিতা স্নান ও বুদ্ধিশ্রদ্ধ সমাপনান্তে পার্শ্ববিনামা
মগ্নি স্থাপন পূর্বক বিরূপাক্ষজপাস্তা কুশণ্ডিকা সমাপন
করিয়া প্রকৃতকন্মারস্তে প্রাদেশপ্রমাণ স্মৃতান্ত সমিধ
হুত্বাভাবে অগ্নিতে আহতি দিয়া মূলের লিখিত মন্ত্রে মহাব্যা-
হতিহোম করিবে । তৎপরে মাতা কুমারকে বিশুদ্ধবস্ত্রে
মাচ্ছাদন পূর্বক পতির দক্ষিণপার্শ্বে থাকিয়া উত্তরশিরা
কুমারকে তৎপিতৃহস্তে অর্পণ করিবে । তদনন্তর মাতা পতির

অনবরূপ হয় । হুতরাং প্রথম দশদিবসের মধ্যে নাম রাখা কর্তব্য নহে ।
যখন প্রায়ই অন্নপ্রাশনের সময় নামকরণ করিতে দেখা যায় । ইহাও
বিশাস্ত্রীয় বা যুক্তিবিরুদ্ধ নহে । কারণ, শৈশবযুগে আত্মাদিগের দেশে আজি
ফালি অতীব প্রবল । এ অবস্থায় দশ রাত্রি গতে বা দশ রাত্রি গতে
নামকরণ না করিয়া অন্নপ্রাশনের সময় করাই যুক্তিযুক্ত ।

পৃষ্ঠদেশেন উত্তরশান্দিশি গহ্বা ভর্তৃক্বামপার্শ্বে উত্তরা-
 গ্রেষু কুশেষু প্রাঙ্গুখী উপবিশতি । ততঃ পিতা ওঁ প্রজা-
 পতয়ে স্বাহা । ইতি সকৃদাহতিং দত্ত্বা কুমারস্ত জন্ম-
 তিথিদেবতাহোমং জন্মনক্ষত্রদেবতাহোমঞ্চ কুর্যাৎ ।
 যদি প্রতিপদি জাতস্তদা ওঁ প্রতিপদে স্বাহা ওঁ ব্রহ্মণে
 স্বাহা । যদি দ্বিতীয়ায়াং তদা ওঁ দ্বিতীয়ায়ৈ স্বাহা ওঁ
 ত্বষ্ট্রে স্বাহা । যদি তৃতীয়ায়াং তদা ওঁ তৃতীয়ায়ৈ স্বাহা ওঁ
 জনার্দিনায় স্বাহা । যদি চতুর্থ্যাং তদা ওঁ চতুর্থ্যে স্বাহা
 ওঁ ষমায় স্বাহা । যদি পঞ্চম্যাং তদা ওঁ পঞ্চম্যৈ স্বাহা
 ওঁ সোমায় স্বাহা । যদি ষষ্ঠ্যাং তদা ওঁ ষষ্ঠ্যৈ স্বাহা
 ওঁ কুমারায় স্বাহা । যদি সপ্তম্যাং তদা ওঁ সপ্তম্যৈ

পশ্চাত্তাগে উত্তরদিকে গমন করিয়া স্বামীর বামপার্শ্বে উত্তরাগ্র
 কুশোপরি প্রাঙ্গুখী হইয়া উপবেশন করিবে । পরে পিতা “ওঁ
 প্রজাপতয়ে স্বাহা” এই মন্ত্রে একবার আহতি দিয়া কুমারের
 জন্মতিথি দেবতা-হোম ও জন্মনক্ষত্র-দেবতার উদ্দেশে হোম
 করিবেন । যদি প্রতিপদে জন্ম হইয়া থাকে, তাহা হইলে ওঁ
 প্রতিপদে স্বাহা ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা” এই মন্ত্রে হোম করিতে হয় ।
 দ্বিতীয়াতে জন্ম হইলে “ওঁ দ্বিতীয়ায়ৈ স্বাহা ওঁ ত্বষ্ট্রে স্বাহা” এই
 মন্ত্রে ; তৃতীয়া তিথিতে হইলে “ওঁ তৃতীয়ায়ৈ স্বাহা ওঁ জনার্দ-
 নায় স্বাহা” ; চতুর্থীতে হইলে “ওঁ চতুর্থ্যে স্বাহা ওঁ ষমায়
 স্বাহা” ; পঞ্চমীতে হইলে “ওঁ পঞ্চম্যৈ স্বাহা ওঁ সোমায় স্বাহা” ;
 ষষ্ঠীতে হইলে “ওঁ ষষ্ঠ্যৈ স্বাহা ওঁ কুমারায় স্বাহা” ; সপ্তমীতে

স্বাহা ওঁ মুনিভ্যঃ স্বাহা । যদি অষ্টম্যাং তদা ওঁ
অষ্টম্যৈ স্বাহা ওঁ বসুভ্যঃ স্বাহা । যদি নবম্যাং তদা ওঁ
নবম্যৈ স্বাহা ওঁ পিশাচেভ্যঃ স্বাহা । যদি দশম্যাং
তদা ওঁ দশম্যৈ স্বাহা ওঁ ধর্ম্যায় স্বাহা । যদি একাদশ্যাং
তদা ওঁ একাদশ্যৈ স্বাহা ওঁ রুদ্রেভ্যঃ স্বাহা । যদি দ্বাদশ্যাং
তদা ওঁ দ্বাদশ্যৈ স্বাহা ওঁ রবিভ্যঃ স্বাহা । যদি ত্রয়ো-
দশ্যাং তদা ওঁ ত্রয়োদশ্যৈ স্বাহা ওঁ কামায় স্বাহা । যদি
চতুর্দশ্যাং তদা ওঁ চতুর্দশ্যৈ স্বাহা ওঁ বক্ষেভ্যঃ স্বাহা ।
যদি পঞ্চদশ্যাং তদা ওঁ পঞ্চদশ্যৈ স্বাহা ওঁ পিতৃভ্যঃ
স্বাহা । যদি পৌর্ণমাস্ত্যাং তদা ওঁ পৌর্ণমাস্যৈ স্বাহা ওঁ
বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা ॥ ততো নক্ষত্রহোমঃ ।

৭৫

হইলে “ওঁ সপ্তম্যৈ স্বাহা ওঁ মুনিভ্যঃ স্বাহা” ; অষ্টমীতে হইলে
ওঁ অষ্টম্যৈ স্বাহা ওঁ বসুভ্যঃ স্বাহা” নবমীতে হইলে “ওঁ নবম্যৈ
স্বাহা ওঁ পিশাচেভ্যঃ স্বাহা” ; দশমীতে হইলে “ওঁ দশম্যৈ
স্বাহা ওঁ ধর্ম্যায় স্বাহা” ; একাদশীতে হইলে “ওঁ একাদশ্যৈ
স্বাহা ওঁ রুদ্রেভ্যঃ স্বাহা” ; দ্বাদশীতে হইলে “ওঁ দ্বাদশ্যৈ স্বাহা
ওঁ রবিভ্যঃ স্বাহা ; ত্রয়োদশীতে হইলে “ওঁ ত্রয়োদশ্যৈ স্বাহা ওঁ
কামায় স্বাহা” ; চতুর্দশীতে হইলে “ওঁ চতুর্দশ্যৈ স্বাহা ওঁ বক্ষেভ্যঃ
স্বাহা” ; পঞ্চদশীতে হইলে “ওঁ পঞ্চদশ্যৈ স্বাহা ওঁ পিতৃভ্যঃ
স্বাহা” এবং পৌর্ণমাসীতে জন্ম হইলে “ওঁ পৌর্ণমাস্যৈ স্বাহা ওঁ
বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা” এইমতে হোম করিবে। অনন্তর
নক্ষত্রহোম করিতে হয়। সূক্তিকা নক্ষত্রে জন্ম হইলে “ওঁ

যদি কৃত্তিকায়াং জাতস্তদা ওঁ কৃত্তিকাভ্যঃ স্বাহা ওঁ অগ্নয়ে
 স্বাহা । যদি রোহিণ্যাং তদা ওঁ রোহিণীভ্যঃ স্বাহা ওঁ
 প্রজাপতয়ে স্বাহা । যদি মৃগশিরসি জাতস্তদা ওঁ মৃগশি-
 রসে স্বাহা ওঁ সোমায় স্বাহা । যদি আর্দ্রায়াং তদা ওঁ
 আর্দ্রায়ৈ স্বাহা ওঁ রুদ্রায় স্বাহা । যদি পুনর্ব্বসৌ
 তদা ওঁ পুনর্ব্বসবে স্বাহা ওঁ অদিতয়ে স্বাহা । যদি
 পুষ্যায়াং তদা ওঁ পুষ্যায়ৈ স্বাহা ওঁ বৃহস্পতয়ে স্বাহা ।
 যদ্যশ্লেষায়াং তদা ওঁ অশ্লেষাভ্যঃ স্বাহা ওঁ সর্পেভ্যঃ
 স্বাহা । যদি মঘায়াং তদা ওঁ মঘায়ৈ স্বাহা ওঁ পিতৃভ্যঃ
 স্বাহা । যদি পূর্ব্বফল্গুনীভ্যাং তদা ওঁ পূর্ব্বফল্গুনীভ্যাং
 স্বাহা ওঁ ভগায় স্বাহা । যদ্যন্তরফল্গুনাং তদা ওঁ
 উত্তরফল্গুনীভ্যাং স্বাহা ওঁ অর্ঘ্যম্ণে স্বাহা । যদি হস্তায়াং

কৃত্তিকাভ্যঃ স্বাহা ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা “এই মন্ত্রে হোম করিবে ।
 রোহিণীতে জন্ম হইলে “ওঁ রোহিণীভ্যঃ স্বাহা ওঁ প্রজাপতয়ে
 স্বাহা” এই মন্ত্রে; মৃগশিরাতে হইলে “ওঁ মৃগশিরসে স্বাহা ওঁ
 সোমায় স্বাহা; আর্দ্রাতে হইলে “ওঁ আর্দ্রায়ৈ স্বাহা ওঁ রুদ্রায়
 স্বাহা”; পুনর্ব্বসুতে হইলে “ওঁ পুনর্ব্বসবে স্বাহা ওঁ অদিতয়ে
 স্বাহা”; পুষ্যাতে হইলে “ওঁ পুষ্যায়ৈ স্বাহা ওঁ বৃহস্পতয়ে
 স্বাহা”; অশ্লেষাতে হইলে “ওঁ অশ্লেষাভ্যঃ স্বাহা ওঁ সর্পেভ্যঃ
 স্বাহা”; মঘাতে হইলে “ওঁ মঘায়ৈ স্বাহা ওঁ পিতৃভ্যঃ স্বাহা”;
 পূর্ব্বফল্গুনীতে হইলে “ওঁ পূর্ব্বফল্গুনীভ্যাং স্বাহা ওঁ ভগায়
 স্বাহা”; উত্তরফল্গুনীতে হইলে “ওঁ উত্তরফল্গুনীভ্যাং স্বাহা

তদা ওঁ হস্তায়ৈ স্বাহা ওঁ সবিত্রে স্বাহা । যদি চিত্রায়াং
তদা ওঁ চিত্রায়ৈ স্বাহা ওঁ অষ্ট্রে স্বাহা । যদি স্বাত্যাং
তদা ওঁ স্বাত্যৈ স্বাহা ওঁ বায়বে স্বাহা । যদি বিশাখায়াং
তদা ওঁ বিশাখাভ্যঃ স্বাহা ওঁ ইন্দ্রাগ্নীভ্যাং স্বাহা ।
যদ্যনুরাধায়াং তদা ওঁ অনুরাধাভ্যঃ স্বাহা ওঁ মিত্রায়
স্বাহা । যদি জ্যেষ্ঠায়াং তদা ওঁ জ্যেষ্ঠায়ৈ স্বাহা ওঁ
ইন্দ্রায় স্বাহা । যদি মূলায়াং তদা ওঁ মূল্যৈ স্বাহা
ওঁ নৈঋতায় স্বাহা । যদি পূর্বাষাঢ়ায়াং তদা ওঁ
পূর্বাষাঢ়াভ্যঃ স্বাহা ওঁ অস্ত্যঃ স্বাহা । যদ্যুত্ত-
রাষাঢ়ায়াং তদা ওঁ উত্তরাষাঢ়াভ্যঃ স্বাহা ওঁ বিশ্বেভ্যো
দেবেভ্যঃ স্বাহা । যদি শ্রবণায়াং তদা ওঁ শ্রবণায়ৈ
স্বাহা ওঁ বিষ্ণবে স্বাহা । যদি ধনিষ্ঠায়াং তদা ওঁ ধনি-

ওঁ অর্ধ্যায়ে স্বাহা” ; হস্তাতে হইলে “ওঁ হস্তায়ৈ স্বাহা ওঁ
সবিত্রে স্বাহা” চিত্রাতে হইলে “ওঁ চিত্রায়ৈ স্বাহা ওঁ অষ্ট্রে
স্বাহা” স্বাতীতে হইলে “ওঁ স্বাত্যৈ স্বাহা ওঁ বায়বে স্বাহা”
বিশাখাতে হইলে “ওঁ বিশাখাভ্যঃ স্বাহা ওঁ ইন্দ্রাগ্নীভ্যাং স্বাহা” ;
অনুরাধাতে হইলে “ওঁ অনুরাধাভ্যঃ স্বাহা ওঁ মিত্রায় স্বাহা” ;
জ্যেষ্ঠাতে হইলে ওঁ জ্যেষ্ঠায়ৈ স্বাহা ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা” ; মূলাতে
হইলে “ওঁ মূল্যৈ স্বাহা ওঁ নৈঋতায় স্বাহা ;” পূর্বাষাঢ়াতে
হইলে “ওঁ পূর্বাষাঢ়াভ্যঃ স্বাহা ওঁ অস্ত্যঃ স্বাহা” ; উত্তরা-
ষাঢ়াতে হইলে “ওঁ উত্তরাষাঢ়াভ্যঃ স্বাহা ওঁ বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ
স্বাহা” শ্রবণাতে হইলে “ওঁ শ্রবণায়ৈ স্বাহা ওঁ বিষ্ণবে স্বাহা” ;

ষ্ঠাভ্যঃ স্বাহা ওঁ বসুভ্যঃ স্বাহা । যদি শতভিষায়াং তদা
 ওঁ শতভিষাভ্যঃ স্বাহা ওঁ বরুণায় স্বাহা । যদি পূর্বভাদ্র-
 পদায়াং তদা ওঁ পূর্বভাদ্রপদাভ্যঃ স্বাহা ওঁ অজৈকপাদায়
 স্বাহা । যদি উত্তরভাদ্রপদায়াং তদা ওঁ উত্তরভাদ্র-
 পদাভ্যঃ স্বাহা ওঁ অহিব্রহ্মায় স্বাহা । যদি রেবত্যাং তদা
 ওঁ রেবতৈঃ স্বাহা ওঁ পুষেঃ স্বাহা । যদি অশ্বিন্যাং তদা ওঁ
 অশ্বিনৌ স্বাহা ওঁ অশ্বিনীকুমারাভ্যঃ স্বাহা । যদি ভরগ্যাং
 তদা ওঁ ভরগৈঃ স্বাহা ওঁ যমায় স্বাহা । ইতি হোমং কুর্যাৎ ।
 ততো ঘৃতপ্রদীপদ্বয়ং প্রজ্জাল্য প্রদীপদ্বয়ে কুমারস্ত
 নামদ্বয়ং পরিকল্প্য যত্র প্রদীপঃ প্রজ্জলিতস্তত্র নাম ভবেৎ ।
 ততঃ পিতা 'কুমারস্ত মুখনাসিকানেত্রশ্রোত্রাণি স্পৃশন্

ধনিষ্ঠাতে হইলে “ওঁ ধনিষ্ঠাভ্যঃ স্বাহা ওঁ বসুভ্যঃ স্বাহা”;
 শতভিষায় হইলে “ওঁ শতভিষাভ্যঃ স্বাহা ওঁ বরুণায় স্বাহা”;
 পূর্বভাদ্রপদে হইলে “ওঁ পূর্বভাদ্রপদাভ্যঃ স্বাহা ওঁ অজৈকপা-
 দায় স্বাহা”; উত্তরভাদ্রপদে হইলে “ওঁ উত্তরভাদ্রপদাভ্যঃ
 স্বাহা ওঁ অহিব্রহ্মায় স্বাহা”; রেবতীতে হইলে “ওঁ রেবতৈঃ
 স্বাহা ওঁ পুষেঃ স্বাহা”; অশ্বিনীতে হইলে “ওঁ অশ্বিনৌ স্বাহা
 ওঁ অশ্বিনীকুমারাভ্যঃ স্বাহা”; এবং ভরগীনক্ষত্রে জন্ম হইলে
 ওঁ ভরগৈঃ স্বাহা ওঁ যমায় স্বাহা” এই মন্ত্রে হোম করিবে ।
 অনন্তর দুইটি ঘৃত প্রদীপ প্রজ্জালিত করত সেই প্রদীপদ্বয়ে
 কুমারের দুইটি নাম কল্পনা করিয়া যে প্রদীপটি প্রজ্জালিত হইবে,
 সেই নাম নির্দেশ করিবে । পরে পিতা কুমারের মুখ, নাসিকা,

জপতি । প্রজাপতিঋষিরহর্পতিদেবতা নামকরণে বিনি-
য়োগঃ । ওঁ কোহসি কতমোহস্ত্রেষোহস্ত্রমৃতোস্ত্রাহম্পত্যং
মাসং প্রবিশাসৌ ॥ ১ ॥ প্রজাপতিঋষিরাদিত্যো দেবতা
নামকরণে বিনিয়োগঃ । ওঁ স ত্বাহে পরিদদাত্ত্বহস্ত্রা রাত্র্যে
পরিদদাতু । রাত্রিস্ত্বাহোরাত্রাভ্যাং পরিদদাত্ত্বহোরাত্রৌ
ত্বা অর্দ্ধমাসেভ্যস্ত্বা পরিদত্তামর্দ্ধমাসাত্বা মাসেভ্যঃ পরিদ-
দাতু । মাসাত্ত্বর্ভূভ্যঃ পরিদদাতু ঋতবস্ত্বা সম্বৎসরায়

টীকা,—নামকরণমন্ত্রব্যাখ্যা । ওঁ কোহসি কতমোহস্ত্রেষোহস্ত্র-
মৃতোস্ত্রাহম্পত্যং মাসং প্রবিশাসৌ । বজ্রুরিদমাদিত্যদৈবতং নাম-
করণে বিনিযুক্তং । অসৌ আমন্ত্রণে দেবদত্ত কোসি কস্তমসি ।
স্বরূপপ্রশ্নঃ । কতমোহসি কিংজাতীয়োহসি । জাতি প্রশ্নে । উত্তর
এষোহসি ভবসি প্রত্যক্ষনির্দেশঃ । অমৃতোহস্ত্রবিনাশ্রুসি যতঃ অতস্ত্বং
আহম্পত্যং মাসং সূর্য্যমাসং সংক্রান্তিচিহ্নিতং প্রবিশ ॥ ১ ॥ ওঁ স
ত্বাহে পরিদদাত্ত্বহস্ত্রারাত্র্যে পরিদদাতু রাত্রিস্ত্বাহোরাত্রাভ্যাং পরি-
দদাত্ত্বহোরাত্রৌ ত্বা অর্দ্ধমাসেভ্যস্ত্বা পরিদত্তামর্দ্ধমাসাত্বা মাসেভ্যঃ
পরিদদাতু মাসাত্ত্বর্ভূভ্যঃ পরিদদাতু । ঋতবস্ত্বা সম্বৎসরায় পরিদদাতু

নেত্র ও শ্রোত্র স্পর্শ পূর্ব্বক “প্রজাপতিঋষিরহর্পতিদেবতা
নামকরণে বিনিয়োগঃ । ওঁ কোহসি কতমোহস্ত্রেষোহস্ত্র-
মৃতোস্ত্রাহম্পত্যং মাসং প্রবিশাসৌ । প্রজাপতিঋষিরাদিত্যো
দেবতা নামকরণে বিনিয়োগঃ । ওঁ স ত্বাহে পরিদদাত্ত্বহস্ত্রা
রাত্র্যে পরিদদাতু । রাত্রিস্ত্বাহোরাত্রাভ্যাং পরিদদাত্ত্বহোরাত্রৌ
ত্বা অর্দ্ধমাসেভ্যস্ত্বা পরিদত্তামর্দ্ধমাসাত্বা মাসেভ্যঃ পরিদদাতু ।

পরিদদাতু । সম্বৎসরস্থায়ুযে জরায়ৈ পরিদদাত্বসৌ ॥ ২ ॥
অত্রাসাবিতি সর্ব্বনামপদং স্থানদ্বয়েহস্তি । তত্র কুমারস্ত

সম্বৎসরস্থায়ুযে জরায়ৈ পরিদদাত্বসৌ । আহম্পত্যমাসপ্রবেশস্ত
ফলমেতৎ । অসৌ হে দেবদত্ত সৌহম্পতিস্ত্বা ত্বাং অহে দিবসায়

মাসান্তর্ভূতাঃ পরিদদাতু ঋতবজ্জা সম্বৎসরায় পরিদদাতু । সম্বৎ-
সরস্থায়ুযে জরায়ৈ পরিদদাত্বসৌ । এই মন্ত্রদ্বয় জপ করিবে অর্থাৎ
“তুমি কে ? তুমি কোন্ জাতীয় ? এই যে তুমি, তুমি অবিনাশ ।
তুমি সূর্য্যসম্বন্ধীয় মাসে প্রবেশ কর, হে অমুক ! সূর্য্য
তোমাকে দিন হইতে দিনে অর্পণ করান ! দিন রাত্রিতে অর্পণ
করান ! অহর্নিশি অর্দ্ধমাসে অর্পণ করান ! অর্দ্ধমাস পূর্ণমাসে,
মাস ঋতুতে, ঋতু সম্বৎসরে এবং সম্বৎসর জরাগ্রস্ত ব্যক্তির পূর্ণা-
য়ুতে প্রবেশ করান । ১—২ । এই মন্ত্র পাঠ করিবে । * কুমারের

* এই মন্ত্রদ্বয়ের নিগূঢ় ভাব হৃদয়ঙ্গম করিলে স্পষ্টই বুদ্ধিতে পারা
যাইবে যে, ইহা দ্বারা জীবাত্মার অবিনশ্বরত্ব প্রত্যাখ্যাপিত হইয়া সন্তানের রক্ষণ-
সম্বন্ধে যে কিরূপ সাবধানতা সহকারে দিন দিন গণনা করিয়া যাপন
করিতে হয়, তাহা বিশদরূপে প্রকাশিত হইল । ইহাতে জনক-জননী
হৃদয়ে সন্তানরক্ষণসম্বন্ধে নিশ্চয়ই শুভফল ঘটিবে সংশয় নাই । পরন্তু ইহা
জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, ইহা দ্বারা সন্তানের নিজের পক্ষে কি হইল ?
তাহার উত্তর এই যে, উহার জাতিভ্রংশকর দোষের অপনয়ন হইল অর্থাৎ
যে দোষ বশতঃ জাতি বোধগম্য না হয়, সেই দোষ বিদূরিত হইল । কেননা,
শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্নরূপ নামকরণের ব্যবস্থা রহিয়াছে ।
ব্রাহ্মণেরা নামের পরে দেবশর্মা, ক্ষত্রিয়েরা ত্রাতুবর্মা, বৈশ্যেরা ভূতি গুপ্ত বা
দাস এবং শূদ্রেরা দাস শব্দ প্রয়োগ করিবে ।

সম্বোধনান্তমমুকদেবশৰ্ম্মন্থিতি নামপদং প্রয়োক্তব্যং ।
ততঃ পিতা কুমারস্ত মাতুৰ্ব্বামকৰ্ণে শ্রীঅমুকদেবশৰ্ম্মা-
য়ন্তে পুত্র ইতি নাম কথয়িত্বা কুমারস্ত দক্ষিণকৰ্ণে
শ্রীঅমুকদেবশৰ্ম্মাসীতি নাম কথয়তি । ততো মায়ে
কুমারং দত্ত্বা পূৰ্ব্ববন্মহাব্যাহুতিহোমং কৃত্বা প্রাদেশ-
প্রমাণাং স্বতাক্তাং সমিধং তুষ্ণীময়ৌ হুত্বা সৰ্ব্বকৰ্ম্মসাধা-
রণং শাট্যায়নহোমাদি-বামদেব্যগানান্তমুদীচ্যং কৰ্ম্ম
সমাপ্য কৰ্ম্মকারয়িতৃব্রাহ্মণায় দক্ষিণান্দদ্যাৎ ॥

ইতি সামবেদীয়-নামকরণং ॥

পরিদদাতু সৰ্ব্বদিনায় যাবৎ শতায়ুষঃ মাসস্ত বিশেষণভূতো-
প্যহম্পতিরত্র প্রাধাত্যাং স ইত্যেনে প্রত্যবস্বাতে ॥ ২ ॥

ইতি সামবেদীয়-নামকরণমন্তব্যাত্মা ॥

নাম সম্বোধনান্ত করিয়া অর্থাৎ অমুকদেবশৰ্ম্মন্থ বলিয়া প্রয়োগ
করিতে হয় । তদনন্তর পিতা কুমারের মাতার বামকর্ণে “এই
শ্রীঅমুকদেবশৰ্ম্মা তোমার পুত্র” এই কথা বলিয়া কুমারের
দক্ষিণ কর্ণে “তুমি অমুকদেবশৰ্ম্মা” এই কথা কহিবেন । পরে
কুমারকে জননীতোড়ে দিয়া পূৰ্ব্ববৎ মহাব্যাহুতিহোম সাধন
পূৰ্ব্বক প্রাদেশপ্রমাণ স্বতাক্ত সমিধ্ তুষ্ণীভাবে অগ্নিতে আহুতি
প্রদান করত সৰ্ব্বকৰ্ম্মসাধারণ শাট্যায়নহোমাদি বাসদেব্যগানান্ত
উদীচ্য কৰ্ম্ম সমাপন করিবে । পরিশেষে কৰ্ম্মকারয়িতৃ ব্রাহ্ম-
ণকে দক্ষিণা দিতে হয় ।

ইতি সামবেদীয় নামকরণ সমাপ্ত ।

অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

কুমারস্ত পৌষ্টিকং কৰ্ম ।

জনানাং সংবৎসরপর্যন্তং मासि मासि जन्मतिथौ
पौर्णमास्यां वा प्रातः कृतस्नानः पित्रा ॐ अद्येत्यादि
अमुकगोत्रस्तु मत्पुत्रस्तु श्री अमुकदेवशर्मणः शुभकामः
पौष्टिकं कर्माहं कुर्वीम्य इति संकल्प्य वरदनामानमग्निं
संस्थाप्य विरूपाक्षजपान्तां कुशण्डिकां समाप्य प्रकृत-
कर्मारम्भे प्रादेशप्रमाणं घृतान्नं समिधं तृणमग्नौ
हृत्वा महावाहतिहोमं कुर्यात् । ततः इंद्राग्नीध्यां
स्वाहा । ॐ द्यावापृथिवीभ्यां स्वाहा । ॐ विश्वेभ्यो देवेभ्यः
स्वाहा । इत्याहतित्रयं दद्यात् । ततो नामकरणोक्त-
क्रमविपर्यायेण जन्मतिथिदेवतान्मन्त्रदेवतयोरहोमं

अनुवाद ।—सन्तान जन्मग्रहणेर पर सवत्सर पर्यन्त मासे
मासे जन्मतिथिते अथवा पूर्णिमाते प्रातःकाले पिता कृतस्नान
हईया “ॐ अद्येत्यादि अमुकगोत्रस्तु” इत्यादि मूलैर लिखित मन्त्रे
सङ्कल्प करिया वरद नामा अग्नि स्थापन पूर्वक विरूपाक्षजपान्ता
कुशण्डिका समापन करत प्रकृत-कर्मारम्भे प्रादेशप्रमाण घृतान्न
समिध्. तृणभावे अग्निते आहति दिया महावाहति-होम
करिवे । तत्परे “ॐ इंद्राग्नीध्यां स्वाहा” “ॐ द्यावापृथिवीभ्यां
स्वाहा” “ॐ विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा” এই तिन मन्त्रे तिनटी
आहति दिते হয় । अनন্তর নামकरणোक्तक्रमविपर्यायानुসারে

কুর্যাৎ । প্রথমং তিথিদেবতায়ৈ ততস্তিথয়ে । প্রথমং নক্ষত্রদেবতায়ৈ ততো নক্ষত্রায় । তেন যদি প্রতিপদি জাতস্তদা ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা ওঁ প্রতিপদে স্বাহা । যদি কৃত্তিকায়াং জাতস্তদা ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা ওঁ কৃত্তিকাভ্যঃ স্বাহা । ইত্যাহতীজুহুয়াৎ । এবমগ্ন্যদপ্যহনীয়ং । ততো মহাব্যাহতিহোমং কৃত্বা প্রাদেশপ্রমাণাং স্নাতক্কাং সমিধং তুষীমগ্নৌ হুত্বা প্রকৃতং কৰ্ম সমাপ্য সৰ্বকৰ্ম-সাধারণং শাট্যায়নহোমাদি-বামদেব্যগানান্তমুদীচ্যং কৰ্ম সমাপ্য কৰ্মকারয়িতৃব্রাহ্মণায় দক্ষিণান্দদ্যাৎ ॥

ইতি কুমারস্ত পৌষ্টিকং কৰ্ম ॥

জন্মতিথি-দেবতার উদ্দেশে এবং নক্ষত্র-দেবতার উদ্দেশে হোম করিবে । প্রথমে তিথিদেবতায়ৈ বলিয়া পরে তিথয়ে উচ্চারণ পূৰ্ব্বক হোম করিতে হয় এবং প্রথমে নক্ষত্র-দেবতার হোম করিয়া পরে নক্ষত্রের হোম করিবে । অর্থাৎ যদি প্রতিপদে জন্ম হইয়া থাকে, তাহা হইলে “ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা ওঁ প্রতিপদে স্বাহা” এই বলিয়া এবং কৃত্তিকানক্ষত্রে জন্ম হইলে “ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা ওঁ কৃত্তিকাভ্যঃ স্বাহা” এই মন্ত্রে হোম করিবে । এইরূপেই আহুতি দিবে । তদনন্তর মহাব্যাহতি হোম করিয়া প্রাদেশপ্রমাণ স্নাতক সমিধ তুষীভাবে অগ্নিতে হোম করত প্রকৃত-কৰ্ম সমাপন পূৰ্ব্বক সৰ্বকৰ্মসাধারণ শাট্যায়ন-হোমাদি-বামদেব্যগানান্ত উদীচ্য কৰ্ম সমাধা করিবে । পরিশেষে কৰ্মকারয়িতৃ-ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিতে হয় ।

ইতি নামবেদীয় পৌষ্টিক কৰ্ম ।

নবমোহধ্যায়ঃ ।

অন্নপ্রাশনম্ । *

তত্র বর্ষে অষ্টমে বা মাসি পুংসঃ স্ত্রিয়াস্ত পঞ্চমে
সপ্তমে বা মাসি শুভে দিনে কৃতস্নানঃ কৃতবৃদ্ধিশ্রাদ্ধঃ
পিতা শুচিনামানমগ্নিং সংস্থাপ্য বিরূপাক্ষজপান্তাং কুশ-
ণ্ডিকাং সমাপ্য প্রকৃতকৰ্ম্মারম্ভে প্রাদেশপ্রমাণাং
স্বতান্তাং সমিধং তুষীমগ্নৌ ছত্বা মহাব্যাহতিহোমং

অন্নবাদ।—পুত্র-সন্তানের পক্ষে ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে এবং
কন্যা-সন্তানের পক্ষে পঞ্চম বা সপ্তম মাসে শুভ দিনে পিতা স্নান
ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ সমাধা পূর্বক শুচি নামক অগ্নিকে স্থাপন করিয়া বিরূ-
পাক্ষ-জপান্তা কুশণ্ডিকা সমাপন করত প্রকৃতকৰ্ম্মারম্ভে প্রাদেশ-

* শৈশবাস্থার তৃতীয় সংস্কারকেই অন্নপ্রাশন কহে। পুত্র সন্তান
হইলে ছয় মাসে বা আট মাসে এবং কন্যা সন্তান হইলে পঞ্চম বা সপ্তম
মাসে এই সংস্কার করণীয়। এই সংস্কার দ্বারা শিশুর সঙ্করীকরণ-দোষের
অপনোদন হয়। খাদ্যাখাদ্য-বিচার-রাহিত্যই সঙ্করীকরণ-দোষের লক্ষণ।
এই সংস্কার দ্বারা শিশুর খাদ্যজব্য নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। আমাদের দেশে
এখন এই রীতি প্রচলিত হইয়া গিয়াছে যে, মাতুলকেই অন্ন খাওয়াইয়
দিতে হয়, তাহার অভাবে অশ্ব ব্যক্তি খাওয়াইবে; কিন্তু পিতা মাতা
নহেন। ইহার তাৎপৰ্য্য এই যে, আমাদের দেশে গোষ্ঠীপতি দ্বিজা-
তিরাদৌহিত্র সন্তানের প্রতি বিশেষ আদর প্রদর্শন পূর্বকই এই রীতি প্রচ-
লিত করিয়া গিয়াছেন। পরন্তু উহা তাদৃশ দোষাবহ নহে।

কুর্য্যাৎ । যথা প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোহগ্নিদেবতা
মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ ভূঃ স্বাহা । প্রজা-
পতিঋষিরুষ্ণিক্ছন্দো বায়ুর্দেবতা মহাব্যাহতিহোমে
বিনিয়োগঃ । ওঁ ভুবঃ স্বাহা । প্রজাপতিঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দঃ
সূর্যো দেবতা মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ স্বঃ
স্বাহা । ততঃ প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দ আদিত্যো দেবতা
পুরুষাধিপত্যকামস্ত চতুষ্পথেহগ্নাবদিত্যাভিমুখশ্রাজ্য-
হোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ অন্নং বৈকচ্ছন্দস্তমন্নং হেকং
ভূতেভ্যচ্ছন্দয়তি স্বাহা । প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দ

টীকা,—অন্নপ্রাশনমন্ত্রব্যাখ্যা । অন্নং বা একচ্ছন্দস্তমন্নং হেকং
ভূতেভ্যচ্ছন্দয়তি স্বাহা । গায়ত্রীমাদিত্যো দেবতা পুরুষাধিপত্য-
কামস্ত চতুষ্পথেহগ্নাবদিত্যাভিমুখশ্রাজ্যহোমে বিনিয়ুক্তা । অন্নং
বৈ কিল একচ্ছন্দস্তং একং প্রধানং ত্রয়াত্মকত্বেনোহনোহাদি-
ত্যর্থঃ । একচ্ছন্দস্তত্রভবং একচ্ছন্দস্তং । কিন্তুদন্নং হি বস্মাৎ একং
ভূতেভ্যঃ ভূতানাং তৃপ্ত্যর্থং ছন্দয়তি প্রবর্তয়তি অন্নমর্থঃ । যথা

প্রমাণ দ্বতাজ্ঞ সমিধ্ তুষ্ণীভাবে অগ্নিতে আহুতি দিয়া মহাব্যাহতি
হোম করিবে । মহাব্যাহতি হোমের মন্ত্র মূলে লিখিত আছে ।
পরে “প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দ আদিত্যো দেবতা পুরুষাধিপত্য-
কামস্ত চতুষ্পথেহগ্নাবদিত্যাভিমুখশ্রাজ্যহোমে বিনিয়োগঃ ওঁ অন্নং
বৈকচ্ছন্দস্যমন্নং” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা হোম করিতে হয় । উক্ত
মন্ত্রের ভাবার্থ এই যে, “অন্নই এক আচ্ছাদক অর্থাৎ রক্ষক ।
অন্নই অখিল ভূতকে রক্ষা করে । অন্নযুক্ত অর্থাৎ ঐশ্বর্যসম্বিত

আদিত্যো দেবতা পুরুষাধিপত্যকামশ্চ চতুষ্পথেহগ্না-
বাদিত্যাতিমুখস্তাজ্যাহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ শ্রীর্ষা এষা
যৎ সত্বানো বিরোচনো ময়ি সত্বমবদধাতু স্বাহা । প্রজা-
পতিঋষির্বৃহতীচ্ছন্দ আদিত্যো দেবতা পুরুষাধিপত্য-
কামশ্চ চতুষ্পথেহগ্নাবাদিত্যাতিমুখস্তাজ্যাহোমে বিনি-
য়োগঃ । ওঁ অন্নশ্চ যতমেব রসস্তেজঃ সম্পৎকামো
জুহোমি স্বাহা । প্রজাপতিঋষিঃ ক্ষুদ্রেবতা বৃত্ত্যবিচ্ছি-
ত্তিকামশ্চ সাযংপ্রাতঃ ক্ষুদ্ধোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ ক্ষুধে
স্বাহা । প্রজাপতিঋষিঃ ক্ষুৎপিপাসে দেবতে বৃত্ত্যবিচ্ছি-

আদিত্যস্য রাশ্মজালং বৃষ্টাভ্রসা লোকান্ ছন্দয়তি আবুণোতি
তথান্নমপি আদিত্যপ্রসাদাৎ বহুতরং ভবতু যেনাহং পুরুষেষধি-
পতির্ভবামি । একছন্দস্যামিতি ভবেচ্ছন্দসীতি যৎ । ওঁ শ্রীর্ষ
এষা যৎ সত্বানো বিরোচনো ময়ি সত্বমবদধাতু । যজুরিদং
শ্রীর্ষে কিল এষা প্রত্যক্ষা কিম্বৎ সত্বানঃ ঈশ্বরাস্তেবু মধে
বিরোচন আদিত্যো ময়ি সত্বং আধিপত্যং অবদধাতু অর্পরতু ।
সত্বান ইতি সচ্ছান্নম্বত্ত্বার্থে ছন্দসি বনীবনি পে বক্তব্যাবিবি
বনিপ্ । ওঁ অন্নস্য যতমেব রসস্তেজঃ সম্পৎকামো জুহোমি ।
বৃহতীয়ং । অন্নস্য যতমেব রসঃ সারঃ তথা চ যদ্ব্যতং তদ্
ভোজনমিতি জনাপবাদঃ । তেজঃ সম্পৎ আধিপত্যং তৎ

ব্যক্তিগণই শ্রী ; তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিরোচন অর্থাৎ সূর্য্যদে-
ব অন্ন দ্বারা আধিপত্য অর্পণ করুন । যাবতীয় অন্নরসের শ্রেষ্ঠ
যত এবং তিনিই তেজঃ ও সম্পৎ, আমি তদিক্ষায় হো

ত্ৰিকামশ্চ সায়ং প্রাতঃ ক্ষুত্ৰুত্ৰটোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ
ক্ষুংপিপাসাত্যাং স্বাহা । ওঁ প্রাণায় স্বাহা । ওঁ অপানায়
স্বাহা । ওঁ সমানায় স্বাহা । ওঁ উদানায় স্বাহা । ওঁ ব্যানায়
স্বাহা ইত্যাহতীজুহুয়াৎ । ততো মহাব্যাহতিহোমং
কৃৎ প্রাদেশপ্রমাণং স্নাতকং সমিধং তৃক্ষীমগ্নৌ হুত্বা
প্রকৃতং কৰ্ম্ম সমাপ্য সৰ্বকৰ্ম্মসাধারণং শাট্যায়নহোমাদি-
বামদেব্যগানান্তমুদীচ্যং কৰ্ম্ম সমাপ্য অনেন মন্ত্ৰেণ কুমা-
রশ্চ মুখে অন্নং দদ্যাৎ । প্রজাপতিঞ্চাষিৰ্বহতীচ্ছন্দোহন্ন-

কামায়মানো জুহোমি স্নতং । ওঁ ক্ষুংপিপাসাত্যাং । যজুৰী
ইমে বৃত্ত্যবিচ্ছিত্তিকামস্য সায়ং প্রাতঃ ক্ষুত্ৰুত্ৰটোমে বিনিয়ুক্তে ।
ক্ষুংপিপাসে দৈবতে । ওঁ অন্নপতেহন্নস্য নো ধেহনমীরস্য
শুগ্নিগঃ প্রদাতারং তর্ষ উর্জং নো ধেহি দ্বিপদে শং চতুপদে ।
বৃহতীয়ং । অন্নপতিদেবতা অন্নপ্রাশনে বিনিয়ুক্তা । হে অন্ন-
পতে হে স্বৰ্ঘ্য আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিবৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজা ইতি
স্মৃতেঃ । অন্নস্য অদনীরস্য । অনমীরস্য আরোগ্যকরস্য
শুগ্নিগঃ অগ্নিবুদ্ধিকরস্য উর্জং বলং ধেহি । কিঞ্চ অন্নস্য
প্রদাতারং তর্ষ তারয়ত । তথা নোহস্মাকং দ্বিপদে শং চতুপদে

করিতেছি ।” ইত্যাদি মন্ত্ৰে হোম করিবে । পরে মহাব্যাহতি
হোম করিয়া প্রাদেশপ্রমাণ স্নাতক সমিধ তৃক্ষীভাবে আহতি
দিয়া প্রকৃতকৰ্ম্ম সমাপন পূৰ্বক সৰ্বকৰ্ম্মসাধারণ শাট্যায়ন-
হোমাদি বামদেব্যগানান্ত উদীচ্য কৰ্ম্ম সমাপন করত “প্রজা-
পতিঞ্চাষিৰ্বহতীচ্ছন্দোহন্নপতিদেবতা কুমারস্তান্নপ্রাশনে বিনি-

পতির্দেবতা কুমারস্তান্নপ্রাশনে বিনিয়োগঃ । ওঁ অন্ন-
পতেহন্নস্য নো ধেহনমীরস্য শুশ্রিণঃ প্রদাতারং তর্ষ
উর্জ্জং নো ধেহি দ্বিপদে শং চতুষ্পদে স্বাহা ইতি । ততঃ
কর্ম্মকারয়িতৃব্রাহ্মণায় দক্ষিণান্দদ্যাৎ ॥

ইতি সামবেদীয়-অন্নপ্রাশনং ॥

চ শং সূখং ধেহি অনমীর রোগ উচ্যতে । তর্ষ ইতি তৃপ্তবন-
তরণয়োঃ গ্যস্তাং প্রার্থনায়াং লিঙ্ লোটসিপ্ লোটাহতাটাবিতি
আটসির্ষহলং নেচীতি সিপ্ । আগন্নানিত্যান্কেটসি লোপঃ
ঈতশ্চ লোপঃ । পরশ্চৈপদীষিতি ইকারলোপঃ সকারস্য কৃত্বং
সদয়লোপঃ ॥

ইতি সামবেদীয়-অন্নপ্রাশনমন্ত্রব্যাখ্যা ॥

রোগঃ । ওঁ অন্নপতেহন্নস্য নো ধেহনমীরস্য শুশ্রিণঃ প্রদাতারং
তর্ষ উর্জ্জং নো ধেহি দ্বিপদে শং চতুষ্পদে স্বাহা” এই মন্ত্রে অর্থ্যাৎ
“অন্নপতি সূর্য্য আরোগ্যপ্রদ ও অগ্নিবর্জ্জক অন্নবল সমর্পণ করুন
এবং অন্নদাতাকে পরিভ্রাণ করুন । আমাদিগকে চতুষ্পদাবস্থায়
অর্থ্যাৎ যুগ্মকভাবে এবং দ্বিপদাবস্থায় অর্থ্যাৎ অযুগ্মভাবে কল্যাণ
বিধান করুন ।” এই মন্ত্রে কুমারের মুখে অন্ন প্রদান করিবে ।
তদনন্তর কর্ম্মকারয়িতৃ-ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিতে হয় ।

ইতি সামবেদীয় অন্নপ্রাশন সমাপ্ত ।

দশমোহধ্যায়ঃ ।

পুত্রমূর্দ্ধাভিষ্রাণং কৰ্ম্ম । *

তত্র চিরপ্রবাসাদাগতঃ পিতা শুচিঃ পূর্ববাভিমুখো
জ্যেষ্ঠপুত্রক্রমেণ হস্তাভ্যাং পুত্রস্য মূর্দ্ধানমুপসংগৃহ্য মন্ত্র-
নয়ং জপতি । প্রজাপতিঋষিরনুষ্ঠুপ্ছন্দঃ প্রজাপতি-
র্দেবতা পুত্রস্য মূর্দ্ধানমুপসংগৃহ্য জপে বিনিয়োগঃ । ও
অঙ্গাদঙ্গাং সংশ্রবসি হৃদয়াদধিজায়সে । প্রাণস্তে

টীকা,—মূর্দ্ধাভিষ্রাণমন্ত্রব্যাখ্যা । ও অঙ্গাদঙ্গাং সংশ্রবসি
হৃদয়াদধিজায়সে । প্রাণস্তে প্রাণেন সন্দধামি জীবসে যাবদায়ুষং ।
অনুষ্ঠুবিয়ং প্রজাপত্য মূর্দ্ধোপগ্রহণে বিনিযুক্তা । হে পুত্র
যতন্তুং মমাঙ্গাদঙ্গাং শিরোগ্রীবাদিভ্যঃ সংশ্রবসি সংশ্রতোসি
তথা হৃদয়াদধিজায়সে । হৃদয়াং সর্বগাত্রেভ্যঃ প্রধানভূতাদধি-
জায়সে উপনোসি । তস্যোথন্তুতস্য তে তব প্রাণং প্রাণবায়ুং

অনুবাদ,—চিরপ্রবাস হইতে আগত পিতা পবিত্রভাবে পূর্বাভি-
ধমু হইয়া হস্তদ্বয় দ্বারা জ্যেষ্ঠপুত্রাদিক্রমে মন্ত্রক ধারণ পূর্বক
“প্রজাপতিঋষিরনুষ্ঠুপ্ছন্দঃ প্রজাপতির্দেবতা পুত্রস্য মূর্দ্ধানমুপ-
সংগৃহ্য জপে বিনিয়োগঃ । ও অঙ্গাদঙ্গাং সংশ্রবসি হৃদয়াদধি-

* পুত্রমূর্দ্ধাভিষ্রাণকৰ্ম্ম আর কিছুই নহে, পুত্রের প্রতি আন্তরিক
স্নেহাধিকা প্রকাশ মাত্র । পিতা প্রবাস হইতে আসিয়া কিরণ স্নেহ ও
আশীর্বাদ প্রয়োগ করেন, তাহাই ইহা দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে ।

প্রাণেন সন্দধামি জীবসে যাবদায়ুষং ॥ ১ ॥ ওঁ অঙ্গা-
দঙ্গাং সম্ভবসি হৃদয়াদধিজায়সে । বেদো বৈ পুত্রনামাসি
সংজীব শরদঃ শতং ॥ ২ ॥ ওঁ অশ্মা ভব পরশুর্ভব

প্রাণেনৈব সন্দধামি সততমবিচ্ছিন্নং করোমি তৎসম্বন্ধাৎ স্বং
যাবদায়ুষং শতবর্ষপর্য্যন্তং জীব শতায়ুর্কৈ পুরুষ ইতি শ্রুতেঃ ।
যাবদায়ুষমিতি অব্যয়ীভাবে শরংপ্রভৃতিভ্য ইত্যচ্ ॥ ১ ॥
ওঁ অঙ্গাদঙ্গাং সম্ভবসি হৃদয়াদধিজায়সে । বেদো বৈ পুত্রনামাসি
সংজীব শরদঃ শতং । বেদো বৈ কিল অসি পুত্রনামাসি ।
বেদাধ্যোতরি । বেদশব্দপ্রয়োগঃ কচশাখাধ্যোতরি কচশব্দ-
প্রয়োগবৎ ॥ ২ ॥ ওঁ অশ্মা ভব পরশুর্ভব হিরণ্যমমৃতং ভব
আত্মাসি মা মৃধাঃ সংজীব শরদঃ শতং । হে পুত্র অশ্মা পাবাগ
ইব দৃঢ়ো নির্ঝ্যাধির্ভব । পরশুঃ কুঠার ইব ছেদকো ভব ।

জায়সে । প্রাণং তে প্রাণেন সন্দধামি জীবসে যাবদায়ুষং ।”
ইত্যাদি তিনটি মন্ত্র জপ করিবে অর্থাৎ “হে পুত্র ! তুমি
আমার মস্তক গ্রীবা প্রভৃতি অঙ্গ হইতে সংশ্রুত হইয়াছ ;
তুমি আমার হৃদয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছ । আমি প্রাণ
দ্বারা তোমার প্রাণবায়ুকে সতত অবিচ্ছিন্ন করিতেছি, তুমি
শত বর্ষ পর্য্যন্ত জীবিত থাক । ১ ।” “হে পুত্র ! তুমি
আমার গ্রীবাদি সমস্ত অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছ, তুমি
আমার হৃদয় হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, তুমি বেদস্বরূপ, তুমিই
পুত্রনামা, তুমি শতবর্ষজীবী হও । ২ ।” “হে পুত্র ! তুমি পাবাগ-
স্বরূপ দৃঢ় অর্থাৎ নির্ঝ্যাধি হও, তুমি কুঠারবৎ ছেদক হও

হিরণ্যমমৃতং ভব আত্মাসি পুত্র মা মৃথাঃ সংজীব শরদঃ
গতং ॥ ৩ ॥ ততো অনেন মন্ত্রেণ পুত্রস্ত শিরঃ পিতা
জিহ্বতি । প্রজাপতিঋষিঃ প্রজাপতিদেবতা পুত্রস্ত
মূর্দ্ধাভিষাণে বিনিয়োগঃ । ওঁ পশূনাং হ্রা হৃঙ্কারেণাভি-
জিহ্বাম্যসৌ ॥ ৪ ॥ অত্রাসাবিতি সৰ্ব্বনামস্থানে সম্বো-
ধনান্তং পুত্রস্ত নাম প্রয়োক্তব্যং । ততো বামদেব্যং
গীত্বাচ্ছিদ্রমবধারণয়েৎ । অথ পিতা যদি প্রবাসং ন গতঃ

ন ছেদ্যঃ । তথা হিরণ্যং স্ববর্ণং অমৃতং ঋগৈস্তাষ্মাদিভিরপ-
দবৈরাচ্ছাদিতং বস্তু ভবতি তৎস্বং শুদ্ধস্ববর্ণমিব ভব । আত্মাসি
অহমিব ত্বং অতো মা মৃথাঃ মা ত্রিয়স্ব ॥ ৩ ॥ ওঁ পশূনাং হ্রা
হৃঙ্কারেণাভিজিহ্বাম্যসৌ । যজুরিদং । অসৌ হে পুত্র হ্রা হ্রাং
অহং পিতা পশূনাং হৃঙ্কারেণ হৃঙ্কতেনাভিজিহ্বামি মূর্দ্ধি চুষামি ।

অর্থাৎ কাহারও ছেদ্য হইও না, তুমি বিশুদ্ধ স্বর্ণস্বরূপ হও,
তুমি আমার আত্মাস্বরূপ, যেন তোমার মৃত্যু হয় না, তুমি শত-
বর্ষ ধাবৎ জীবন ধারণ কর । ৩ ।” এই তিনটি মন্ত্র জপ করিবে ।
অনন্তর পিতা “হে পুত্র ! আমি পশুবৎ হৃঙ্কার দ্বারা অর্থাৎ
ধেনু প্রভৃতি পশুরা বন হইতে আগত হইয়া ঘেরূপ স্বীয়
বৎসগণের অভিমুখে গমন পূর্বক তাহাদিগকে আঘাণ করে,
সেইরূপ তোমাকেও আঘাণ করিতেছি ।” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া
পুত্রের মস্তক আঘাণ করিবে । ৪ । মূলে মন্ত্রমধ্যে যে “অসৌ”
পদ আছে, তথায় সম্বোধনান্ত পুত্রনাম প্রয়োগ করিতে হয় ।
অনন্তর বামদেব্যগানান্তে অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে । যদি পিতা

গৃহ এব তিষ্ঠতি তদা পুত্রো সদা মমায়ং পিতা ইতি
জানাতি তদৈতং কৰ্ম্ম কৰ্ত্তব্যং । অথ যদি তৎকালে
ন কৃতং তদোপনয়নানস্তরং কৰ্ত্তব্যং ॥

ইতি পুত্রস্ত মূৰ্দ্ধাভিষাগং কৰ্ম্ম ॥

যথা গাবো বনাদাগতাঃ স্বপুত্রকানাভিমুখ্যেন জিহ্বস্তি তথাহমপি
ত্বাং ॥ ৪ ॥

ইতি মূৰ্দ্ধাভিষাগমস্তব্যাখ্যা ॥

প্রবাসে না থাকেন, গৃহেই অবস্থান করেন এবং পুত্রও
“আমার পিতা ইনি” এইরূপ অবগত থাকে, তথাপি এই
কৰ্ম্ম করিবে। যথাকালে না হইলে উপনয়নানস্তর এই কৰ্ম্ম
সম্পাদন করিতে হয় ।

ইতি পুত্রমূৰ্দ্ধাভিষাগকৰ্ম্ম সমাপ্ত।

একাদশোহ্ম্যায়ঃ ।

চূড়াকরণম্ । *

তত্র কুলাচারবশাৎ প্রথমে তৃতীয়ে বা বর্ষে চূড়াকরণং কর্তব্যং । তত্র প্রথমং প্রাতঃ কৃত-
মানঃ কৃতবুদ্ধিশ্রাদ্ধঃ পিতা সত্যনামানময়িঃ সংস্থাপ্য
বিরূপাক্ষজপাস্ত্রাং কুশাণ্ডিকাং সমাপ্যাম্বেদক্ষিণত এক-
বিংশতিদর্ভপিঞ্জলীঃ সপ্তসপ্তভিরেকীকৃত্য কুশান্তরেণ
বেষ্টয়িত্বা উষ্ণোদকসহিতং কাংস্যপাত্রং তাম্রনির্ম্মিতং

অনুবাদ।—কুলাচারানুসারে প্রথম বৎসরে, অথবা তৃতীয় বর্ষে
চূড়াকরণ করণীয়। প্রথমতঃ পিতা প্রাতঃকালে মান ও বুদ্ধিশ্রাদ্ধ
সম্পাদন পূর্ব্বক সত্যনামা অগ্নিকে স্থাপন করিয়া বিরূপাক্ষজপাস্ত্রা
কুশাণ্ডিকা সমাপন করত অগ্নির দক্ষিণে একবিংশতি কুশাণ্ড
সপ্ত সপ্ত সংখ্যায় একত্র করিয়া কুশান্তর দ্বারা বেষ্টন করিবে এবং

* চূড়াকরণ একটী কৈশোর সংস্কার বলিয়া পরিগণিত। যদিও ইহা
বাল্যে নির্বাহ করার রীতি ছিল, কিন্তু এক্ষণে তাহা না হইয়া একেবারে
কৈশোরকালেই নির্বাহিত হয়। ইহার মুখ্য কাল একবর্ষ বা তৃতীয় বৎ-
সর। কিন্তু পাঁচবৎসর-প্রভৃতি অন্ত্যন্ত অল্প বর্ষেও নিষ্পাদিত হইয়া থাকে।
এই সংস্কার দ্বারা অপাত্নীকরণ-দোষের বিদূরণ হয়। কেশমুওনই ইহার
প্রধান কার্য। গভাবস্থায় সন্তানের মস্তকে যে কেশ উৎপন্ন হয়, তাহা
নিঃশেষে উন্মূলিত করিয়া এই সংস্কার দ্বারা শিশুক শিষ্কা এবং সংস্কারের
পাত্রীভূত করা হইয়া থাকে।

ক্ষুরং তদভাবে দর্পণং বা লৌহক্ষুরপাণিনাপিতঞ্চ অগ্নে-
 রুত্তরতো বৃষগোময়ং তিলতণ্ডুলমাষসিদ্ধঞ্চ কৃষরং অগ্নেঃ
 পুরস্তাং মিশ্রিতব্রীহিষবপূরিতপাত্রত্রয়ং মিশ্রিততিল-
 তণ্ডুলমাষপূরিতপাত্রত্রয়ঞ্চ স্থাপয়েৎ । মাতা শুচিনা
 বস্ত্রেণ কুমারমাচ্ছাদ্য ক্রোড়ে নিধায়াগ্নেঃ পশ্চিমতো
 ভর্তৃর্বামপার্শ্বে উত্তরাগ্রেষু কুশেষু প্রাঙ্মুখী উপবিশতি ।
 ততঃ পিতা প্রকৃতকর্ম্মারম্ভে প্রাদেশপ্রমাণং ঘটাক্তাং
 সমিধং তুষীমগ্নৌ ছহা ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহুতিহোমং
 কুর্যাৎ । প্রজাপতিঞ্চাষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোহগ্নিদেবতা মহা-
 ব্যাহুতিহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ ভূঃ স্বাহা । প্রজাপতি-
 ঞ্চাষিরুষ্কচ্ছন্দো বায়ুর্দেবতা মহাব্যাহুতিহোমে বিনি-
 যোগঃ । ওঁ ভুবঃ স্বাহা । প্রজাপতিঞ্চাষিরনুষ্টুপ্ছন্দঃ
 সূর্যো দেবতা মহাব্যাহুতিহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ স্বঃ

উষ্ণোদকসহিত কাংস্যপাত্র, তাত্রনির্মিত ক্ষুর, তদভাবে দর্পণ
 বা লৌহক্ষুরহস্ত নাপিতকে ; অগ্নির উত্তরদিকে বৃষগোময় ও
 তিল-তণ্ডুল মাষসিদ্ধ কৃষর আর অগ্নির সমুখভাগে মিশ্রিত ব্রীহি-
 ষবপূরিত পাত্রত্রয় ও মিশ্রিত-তিল তণ্ডুলমাষ-পূরিত পাত্রত্রয়
 স্থাপন করিবে । মাতা কুমারকে পবিত্র বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন
 পূর্বক অগ্নির পশ্চিমে পতির বামপার্শ্বে উত্তরাগ্র কুশোপরি
 প্রাঙ্মুখী হইয়া উপবেশন করিবেন । অনন্তর পিতা প্রকৃত-
 কর্ম্মারম্ভে প্রাদেশ-প্রমাণ ঘটাক্ত সমিধ তুষীভাবে অগ্নিতে
 আহুতি দিয়া ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহুতি হোম করিবেন । উক্ত

স্বাহা । প্রজাপতিঋষির্বহতীচ্ছন্দঃ প্রজাপতিদেবতা
ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহুতিহোমে বিনিয়োগঃ । ৩ ঔ ভূভূবঃ
স্বঃ স্বাহা । ততঃ পিতোথায় প্রাঙ্গুথঃ কুমারস্ত
মাতুঃ পশ্চিমতোহবস্থিতঃ ক্ষুরপাণিং নাপিতং
পশ্যন্ তমেব সবিতরূপং ধ্যায়ন্ জপেৎ । প্রজা-
পতিঋষিঃ সবিতা দেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ । ৩
আয়মগাং সবিতা ক্ষুরেণ ॥ ১ ॥ ততঃ উষ্ণোদকসহিতং
কাংস্যপাত্রস্থিতোদকং পশ্যন্ বায়ুং মনসা ধ্যায়ন্ জপেৎ ।
প্রজাপতিঋষির্বায়ুর্দেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ । ৩
উষ্ণেন বায় উদকেনৈধি । ২ ॥ ততঃ কাংস্যপাত্রস্থিতো-

টীকা,—ঔ আয়মগাং সবিতা ক্ষুরেণ । সপ্তেমানি যজুষি ।
চূড়াকরণে বিনিয়ুক্তানি । প্রতিমন্ত্রোপান্তসবিতাদেবতাকানি ।
হে কুমার অয়ং নাপিতঃ সবিতা দেবঃ ক্ষুরেণ আ আগাৎ
আগতবান্ এতচ্চূড়াকরণায় আগো ব্যবহিতোপসর্গসম্বন্ধঃ ॥ ১ ॥
ঔ উষ্ণেন বায় উদকেনৈধি । হে বায়ো ত্বমপি উষ্ণেনো-

হোমের মন্ত্র মূলের মধ্যে লিখিত আছে । তদনন্তর পিতা
গাত্রোথান পূর্বক কুমারের জননীর পশ্চিমে অবস্থান করত
ক্ষুরহস্ত নাপিতকে দর্শন করিয়া তাহাকে সবিতরূপ ধ্যানে “হে
কুমার ! এই নাপিতরূপী সবিতৃদেব ক্ষুরহস্তে আগমন করিয়া
ছেন।” এই মন্ত্র জপ করিবেন । ১ । পরে কাংস্যপাত্রস্থিত
উষ্ণোদকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মনে মনে বায়ুকে ধ্যান
করত “হে বায়ো ! তুমিও গৃহীত উষ্ণোদক দ্বারা কুমারের মস্তক

যোদকেন দক্ষিণহস্তগৃহীতেন দক্ষিণকপুষ্টিকামনেন
মন্ত্ৰেণ ক্লেদয়তি । কপুষ্টিকাশব্দেন দক্ষিণোত্তরতঃ শিখা-
স্থানাদধঃ শিরসঃ কর্ণাভিমুখদেশ-উচ্যতে । প্রজাপতি-
ঋষিরাপো দেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ । ওঁ আপ
উন্দন্তু জীবসে ॥ ৩ ॥ ততঃ তাত্ৰক্ষুরং তদভাবে দৰ্পণং
বা পশ্যন্ জপতি । প্রজাপতিঋষির্বিষ্ণুর্দেবতা চূড়া-
করণে বিনিয়োগঃ । ওঁ বিষ্ণোর্দংষ্ট্রোসি ॥ ৪ ॥ ততঃ
কুশবন্ধসপ্তদৰ্ভপিঞ্জলীগৃহীত্বা ক্লিন্নদক্ষিণকপুষ্টিকাদেশেহ-
নেন মন্ত্ৰেণ উৰ্দ্ধমুণা নিদধ্যাৎ । প্রজাপতিঋষিরোষধি-

দকেন গৃহীতেন কুমারশিরঃ প্রাবয়িতুং ঐধি আগচ্ছ । অজিত-
শ্চেতি ধিভাবঃ ॥ ২ ॥ ওঁ আপ উন্দন্তু জীবসে । বায়ুনা যা আনীতা
আপঃ হে কুমার তাত্ৰাং উন্দন্তু ক্লেদয়ন্তু উন্দী ক্লেদনে ।
কিমর্থং জীবসে জীবনায় । জীবসে ইতি তুমর্থেষস ইত্যা-
দিনা অসপ্রত্যয়ঃ ॥ ৩ ॥ ওঁ বিষ্ণোর্দংষ্ট্রোহসি । হে ক্ষুর ত্বং

অভিষেকার্থ আগমন কর” এই মন্ত্র জপ করিবে । ২ । অনন্তর
দক্ষিণহস্তগৃহীত কাংস্যপাত্রস্থ উষোদক দ্বারা “হে কুমার! বায়ু
দ্বারা আনীত জলসমূহ জীবনার্থ তোমাকে ক্লিন্ন করুন।” এই
মন্ত্র দ্বারা কপুষ্টিকা* ক্লিন্ন করিবে । ৩ । তৎপরে তাত্ৰক্ষুর
অথবা তদভাবে দৰ্পণ দেখাইয়া এই মন্ত্র জপ করিবে যে,
“হে ক্ষুর! তুমি বিষ্ণুর দন্তস্বরূপ।” ৪ । তদনন্তর কুশবন্ধ
সপ্ত দৰ্ভগুচ্ছ লইয়া পূর্বোক্ত ক্লিন্ন-দক্ষিণ-কপুষ্টিকাদেশে “হে দৰ্ভ!

* কপুষ্টিকা—শিখাহীন হইতে উত্তর-পার্শ্বদিকে অধঃশিরের যে অংশ
কর্ণধরাভিমুখে গিয়াছে ।

দেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ । ওঁ ওষধে ত্রায়-
স্বৈনং ॥ ৫ ॥ ইতি মন্ত্রেণ দৰ্ভপিঞ্জলীং কেশে বয়ীয়াৎ ॥৫॥
ততো বামহস্তগৃহীতদৰ্ভপিঞ্জলীসহিতকপুষ্টিকাদেশে
দক্ষিণহস্তগৃহীততাম্রক্ষুরং তদভাবে দৰ্পণং বা অনেন
মন্ত্রেণ নিদধ্যাৎ । প্রজাপতিঋষিঃ সৃধিতির্দেবতা চূড়া-
করণে বিনিয়োগঃ । ওঁ সৃধিতে মৈনং হিংসীঃ ॥ ৬ ॥
ততঃ কেশচ্ছেদো যশা ন ভবতি তথা তাম্রক্ষুরং দৰ্পণং
বা তত্রৈব কপুষ্টিকাদেশেহনেন মন্ত্রেণ প্রেরয়েৎ । প্রজা-
পতিঋষিঃ পুষা দেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ । ওঁ যেন
পুষা বৃহস্পতেৰ্বায়ুরিন্দ্রস্য চাবপৎ তেন তে বপামি

বিস্তোদংষ্ট্রোহসি দস্তোহসি ॥ ৪ ॥ ওঁ ওষধে ত্রায়স্বৈনং ।
হ ওষধে হে দৰ্ভ এনং কুমারং ত্রায়স্ব রক্ষ ॥ ৫ ॥ ওঁ সৃধিতে
মৈনং হিংসীঃ । সৃধিতিরৌড়স্বরঃ ক্ষুরঃ । হে সৃধিতে এনং কুমারং
বা হিংসীঃ ন হিংসিষ্যসি ॥ ৬ ॥ ওঁ যেন পুষা বৃহস্পতেৰ্বায়ুরিন্দ্রস্য

হুমি এই কুমারকে রক্ষা কর” এই মন্ত্রে উর্দ্ধমূলভাবে সেই
দৰ্ভগুচ্ছ কেশে বন্ধন করিবে । ৫ । পরে বামহস্ত-গৃহীতদৰ্ভগুচ্ছ-
সহিতকপুষ্টিকাদেশে দক্ষিণ হস্ত-গৃহীত তাম্রক্ষুর অথবা তদভাবে
দৰ্পণ স্থাপন করিবে । “হে ক্ষুর! এই কুমারকে হিংসা করিও
না” এই মন্ত্রে ক্ষুর স্থাপন করিবে । ৬ । তৎপরে কেশচ্ছেদ
হয়, এক্রপ ভাবে তাম্রক্ষুর বা দৰ্পণ সেই কপুষ্টিকাদেশে
প্রেরণ করিতে হয় । “যে সৃধিতি অথবা ক্ষুরের দ্বারা পুষা
(সূর্য্যদেব) বৃহস্পতির কেশমুণ্ডন (কিরণজাল সংবত) করিয়া

ব্রহ্মণা জীবাং তে জীবনায় দীর্ঘায়ুষ্ণায় বলায়
বর্চসে ॥ ৭ ॥ ততো বারদয়ং তুষণীং প্রেরয়েৎ । ততো
লৌহক্ষুরেণ কপুষ্ঠিকাদেশে স্থিতং কেশং ছিদ্ভা দর্ভপিঞ্জ-
লীভিঃ সহাচারতো বালমিত্রবিধৃতপাত্রস্থবৃষগোময়োপরি
নিষ্কিপেৎ । ততঃ কপুচ্ছলদেশস্ত কাংস্তপাত্রস্থিতো-
ষোদকেন দক্ষিণহস্তগৃহীতেন পূর্ববদেব প্রজাপতি-
ঋষিরাপো দেবতা চুড়াকরণে বিনিয়োগঃ । ওঁ আপ
উন্দন্তু জীবসে ইত্যনেন ক্লেদনং । ততঃ তাত্রক্ষুরং তদ-
ভাবে দর্পণং বা পশ্চন্ জপতি । প্রজাপতিঋষির্বিস্মু-

চাবপভেন তে বপামি ব্রহ্মণা জীবাং তে জীবনায় দীর্ঘায়ুষ্ণায়

ছিলেন, যে স্থিতি দ্বারা বায়ু ইন্দ্রের (মেঘবাহনের) কেশ-
মুগুন (মেঘাপনয়ন) করিয়াছিলেন, ব্রহ্মরূপী সেই স্থিতি
দ্বারা ঋদীয় কেশ মুগুন করিতেছি, ঋদীয় আয়ু, বল ও তেজ
পরিবর্দ্ধিত হউক” এই মন্ত্র দ্বারা প্রেরণ করিবে । ৭ । অনন্তর
দুইবার তুষণীভারে ক্ষুর প্রেরণ করিতে হয় । তৎপরে লৌহ-
ক্ষুর দ্বারা কপুষ্ঠিকাদেশস্থিত কেশ ছেদন করিয়া আচারামু-
সারে দর্ভগুচ্ছ সহ বালমিত্রবিধৃত-পাত্রস্থ বৃষগোময়োপরি
নিষ্কিপ করিবে । অনন্তর দক্ষিণ-হস্ত-গৃহীত কাংস্তপাত্রস্থ উষোদক
দ্বারা মূলের লিখিত মন্ত্রে পূর্ববৎ কপুচ্ছলদেশ * ক্লিন্ন করিবে ।
পরে তাত্রক্ষুর বা তদভাবে দর্পণ দেখিয়া মূলের লিখিত মন্ত্র জপ ;

* কপুচ্ছল—শিখাস্থানের পশ্চাদ্ভাগ অর্থাৎ যে অংশ স্বন্ধের দিকে
গিয়াছে ।

দেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ । ওঁ বিষোদংষ্ট্রোসি ।
 ততঃ কুশবন্ধসপ্তদৰ্ভপিঞ্জলীগৃহীত্বা ক্লিন্নকপুচ্ছলদেশেহ-
 নেন মন্ত্ৰেণ উৰ্দ্ধমূলা নিদধ্যাৎ । প্রজাপতিঋষিঃ ঋষৌষধি-
 দেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ । ওঁ ওষধে ত্রায়স্মৈনং ।
 ইতি মন্ত্ৰেণ দৰ্ভপিঞ্জলীং কেশে বধীয়াৎ । ততো বাম-
 হস্তগৃহীতদৰ্ভপিঞ্জলী-সহিতকপুচ্ছলদেশে দক্ষিণহস্তগৃহী-
 ততাম্রক্ষুরং তদভায়ে দৰ্পণং বা অনেন মন্ত্ৰেণ নিদধ্যাৎ ।
 প্রজাপতিঋষিঃ সূধিতিদেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ ।
 ওঁ সূধিতে মৈনং হিংসীঃ । ততঃ কেশচ্ছেদো যথা ন
 ভবতি তথা তাম্রক্ষুরং দৰ্পণং বা তত্রৈব কপুচ্ছলদেশেহ-
 নেন মন্ত্ৰেণ প্রেরয়েৎ । প্রজাপতিঋষিঃ পূষা দেবতা
 চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ । ওঁ যেন পূষা বৃহস্পতেৰ্বায়ো-
 রিন্দ্রস্ত চাবপৎ তেন তে বপামি ব্রহ্মণা জীবাতবে জীব-

বলায় বর্চসে । সূধিতিস্ততিপূৰ্ণকং বিনিয়োগমাহ । যেন সূধিতিনা
 পূষা দেবো বৃহস্পতেৰ্বায়ুরিন্দ্রস্ত চ অবপৎ ভদ্রং কৃতবান্ তেন
 সূধিতিনা ব্রহ্মণা ব্রহ্মভূতেন তে তব বপামি ভদ্রাকরোমি । কিমর্থং

তৎপরে কুশবন্ধ সপ্তদৰ্ভপিঞ্জলী লইয়া যথাযথ মন্ত্ৰে ক্লিন্ন-
 কপুচ্ছলদেশে উহা উৰ্দ্ধমূলভাবে স্থাপন ; পরে যথাযথ মন্ত্ৰে বাম-
 হস্ত-গৃহীত দৰ্ভপুচ্ছ-সহিত-কপুচ্ছলদেশে দক্ষিণ-হস্ত-গৃহীত তাম্র-
 ক্ষুর বা তদভাবে দৰ্পণ স্থাপন ; অবশেষে কেশচ্ছেদ না হয় একপ-
 ভাবে তাম্রক্ষুর বা দৰ্পণ সেই কপুচ্ছলদেশে মূলের লিখিত মন্ত্ৰে
 চালনা করিবে । পরে দুইবার তুষ্ণীভাবে চালনা করিতে হয় ।

নায় দীর্ঘায়ুষ্কায় বলায় বর্চসে । ততো বারদয়ং তুষীং
 প্রেরয়েৎ । ততো লৌহক্ষুরেণ কপুচ্ছলদেশস্থিতং
 কেশং ছিদ্ধা দর্ভপিঞ্জলীভিঃ সহাচারতো বালমিত্রবিধ্বত-
 পাত্রস্থবৃষগোময়োপরি নিক্ষিপেৎ । কপুচ্ছলশব্দেন
 পশ্চিমতঃ শিখাস্থানাদধঃ শিরসো নাপিতক্রোড়াভি-
 মুখোচ্চদেশোহভিধীয়তে । ততস্তথৈব বামকপুষ্টিকা-
 প্লাবনাদিচ্ছেদনপূর্বকং বৃষগোময়োপরি কেশনিধানাস্তং
 সর্বং পূর্ববৎ কুর্যাৎ । ততঃ কুমারস্ত শিরঃ করাভ্যা-
 মুপসংগৃহ্য জপেৎ । প্রজাপতিঞ্চ বিরুঞ্চিকহন্দে যমদগ্নি-
 কণ্ডপাগস্ত্যাদয়ো দেবতাশ্চড়া করণে বিনিয়োগঃ । ওঁ
 যমদগ্নেষ্ট্র্যায়ুষং ওঁ কণ্ডপস্য ত্র্যায়ুষং ওঁ অগস্ত্যস্ত

জীবাতবে জীবনায় । অস্ত্রাপার্থঃ দীর্ঘায়ুষ্কায় বর্চসে তেজো-
 বৃদ্ধার্থং ॥ ৭ ॥ ওঁ যমদগ্নেষ্ট্র্যায়ুষং ওঁ কণ্ডপস্য ত্র্যায়ুষং ওঁ

অনন্তর লৌহক্ষুর দ্বারা কপুচ্ছলস্থ কেশ ছেদন পূর্বক আচা-
 রানুসারে দর্ভগুচ্ছ সহ বালমিত্রাদিধ্বত-পাত্রস্থ বৃষগোময়ো-
 পরি নিক্ষেপ করিবে । তদনন্তর বামকপুষ্টিকা-প্লাবনাদি-চ্ছেদন
 পূর্বক বৃষগোময়োপরি কেশনিক্ষেপ যাবৎ সর্বকর্ম পূর্ববৎ
 করণীয় । পরে করদ্বয় দ্বারা কুমারের মস্তক ধারণ পূর্বক এই
 মন্ত্র জপ করিবে যে, যমদগ্নির আয়ুত্রিতয় অর্থাৎ বালা, যৌবন,
 জরা (অথবা মধ্যখগোলস্থ নক্ষত্রবিশেষের আয়ুত্রিতয় অর্থাৎ
 উদয়, ভোগ, অন্ত) তুমি প্রাপ্ত হও ; কণ্ডপঋষির আয়ুত্রিতয়
 অর্থাৎ বালা, যৌবন, জরা, (অথবা উত্তরখগোলস্থ নক্ষত্র

ত্রায়ুষং ওঁ যদেবানাং ত্রায়ুষং ওঁ তত্তেহস্ত ত্রায়ুষং ॥৮॥
ততোহগ্নেরুত্তরদেশং নীত্বা পুষ্পাদ্যলঙ্কৃতো নাপিতঃ
কুমারং মুণ্ডয়তি সর্বমেব কেশং গোময়োপরি নিধায়া-
রণ্যে বংশবিটপে বা স্থাপয়েৎ । অগ্নিন্নেব সময়ে কর্ণ-
বেধঃ কর্তব্যঃ । ততঃ পূর্ববদ্যন্তসমস্তমহাব্যাহতিহোমং

অগস্ত্যস্ত ত্রায়ুষং ওঁ যদেবানাং ত্রায়ুষং তত্তেহস্ত ত্রায়ুষং ।
যমদগ্নেশ্বর্ষেঃ কশ্যপস্য অগস্ত্যস্য দেবানাং ইন্দ্রাদীনাং যৎ

বিশেষের আয়ুত্রিতয় অর্থাৎ উদয়, ভোগ, অস্ত) তুমি প্রাপ্ত হও ;
অগস্ত্য ঋষির আয়ুত্রিতয় অর্থাৎ বাল্য, যৌবন, জরা (অথবা
দক্ষিণথগোলস্থ নক্ষত্রবিশেষের উদয়, ভোগ, অস্ত) তুমি প্রাপ্ত
হও ; ইন্দ্রাদি দেবতাদিগের আয়ুত্রিতয় অর্থাৎ বাল্য, যৌবন,
জরা (অথবা দ্যুতিশীল নক্ষত্র-সমূহের আয়ুত্রিতয় অর্থাৎ উদয়,
ভোগ, অস্ত) তুমি প্রাপ্ত হও । ” ৮ । * অনন্তর পুষ্পাদি অল-
ঙ্কারে অলঙ্কৃত নাপিত কুমারকে অগ্নির উত্তরদিকে লইয়া মুণ্ডন
পূর্বক সমস্ত কেশ গোময়োপরি স্থাপন করত অরণ্যে বা বংশ-
বিটপে প্রক্ষেপ করিবে । এই সময়েই কর্ণবেধ করণীয় । † তদ-

* এই মন্ত্র গুলির তাৎপর্য চিন্তা করিলে সহজেই উপলব্ধি হইবে যে,
প্রকৃত পক্ষে এই সংস্কারটি শৈশবকালের বলিয়া ইহাতে জব্যাসংস্কারের লক্ষণ
যেরূপ স্পষ্টীকৃত রহিয়াছে, সেরূপ পুরুষসংস্কারের লক্ষণ স্থাপ্ত নাই ; তথাপি
শিশুরূপী ব্রহ্মব্রহ্মাওঁ যে বৃহদ্রক্ষাওঁের অনুরূপ, মন্ত্রাভ্যন্তরে তাহার স্পষ্ট
অভিব্যক্তিই লক্ষিত হইতেছে ।

† কর্ণবেধটি কোন সংস্কারের মধ্যেই গণ্য নহে ; ইহাতে
কোন মন্ত্রপাঠও নাই । তবে শাস্ত্রীয় একটা বচন পাওয়া যায়

কৃত্বা প্রাদেশপ্রমাণাং যতাক্তাং সমিধং তুষ্ণীমগ্নৌ হুত্বা
প্রকৃতং কৰ্ম্ম সমাপ্য সৰ্বকৰ্ম্মসাধারণং শাট্যায়নহোমাদি
বামদেব্যগানান্তমুদীচ্যং কৰ্ম্ম সমাপ্য কৰ্ম্মকারয়িত্বাক্ৰা-
ন্ত-

ত্ৰায়ুৰ্যং ত্রীণি আয়ুঃষি বালয়ুবহুবিরহানি তং ত্ৰায়ুৰ্যং হে

নস্তর পূৰ্ব্ববৎ ব্যস্তসমস্ত-মহাব্যাহতি হোম করিয়া প্রাদেশপ্রমাণ
যতাক্ত সমিধ তুষ্ণীভাবে অগ্নিতে আহুতি দিয়া প্রকৃত কৰ্ম্ম সমা-
পন করতঃ সৰ্বকৰ্ম্মসাধারণ শাট্যায়ন-হোমাদি বামদেব্যগানান্ত

যে, “কৰ্ণরন্ধ্রে রবেচ্ছায়া ন বিশেদপ্রজন্মননঃ । তং দৃষ্ট্বা বিলয়ং
যান্তি পুণ্যোঘাশ্চ পুরাতনানঃ ॥” অর্থাৎ কৰ্ণরন্ধ্রে, সূর্য্যারশ্মি
প্রবিষ্ট না হইলে সেই ব্রাহ্মণকে দেখিলে পূৰ্ব্বকৃত পুণ্যরাশি
বিনাশ প্রাপ্ত হয় । বাহা হউক, যদি উচিতরূপে এই কার্য্যটী
নিৰ্ব্বাহ হয়, তাহা হইলেও একপ্রকার পৌষ্টিককৰ্ম্মের মধ্যে
ধরা বাইতে পারে । আমাদিগের বিবেচনায় ও যুক্তিতে বর্ষ-
পরিমিত বয়ঃক্রমের মধ্যে এইটী নিৰ্ব্বাহ করিয়া আর চূড়া-
করণটীকে তাহার তৃতীয় বর্ষে সম্পাদন পূৰ্ব্বক সন্মোচন
সংস্কার উপনয়নকে নিব্বিয় করা কর্তব্য । আমাদিগের এই
মধ্যবাস্থালায় উপনয়নের সময় নাপিতের দ্বারা উপনেতব্যের
কর্ণবেধ করাইয়া পরে উপনয়ন সংস্কার নিৰ্ব্বাহিত হইয়া থাকে ;
কিন্তু কর্ণবেধ করা নিবন্ধন যে ক্ষতশোচ হয়, সেটা কেহ
গ্রাহ্যই করেন না । “সঙ্কল্প পূৰ্ব্বক কার্য্যারম্ভ হইলে কোন
অশৌচবশতঃ আরম্ভ কৰ্ম্মের হানি হয় না” এই প্রমাণ দেখাইয়া
তাঁহারা উক্ত কার্য্য নিৰ্ব্বাহ করেন ; কিন্তু এটী কদাচ যুক্তি-
সঙ্গত নহে । ময়মনসিংহ প্রভৃতি পূৰ্ব্ববঙ্গে এবং ভার
তের দক্ষিণাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলে কর্ণবেধ উপনয়নের অঙ্গভূত
নহে ।

ণায় দক্ষিণাং দদ্যাৎ । কৃষরযবধাণ্ডতিলসর্ষপান্ নাপি-
তায় দদ্যাদিতি ॥

ইতি সামবেদীয়-চূড়াকরণং ॥

ভদ্রক তেহস্ত তব ভবতু । ত্র্যামৃষমিতি অক্ষতুরাদিশ্বত্রেণাচ্
সমাসান্তঃ ॥ ৮ ॥

ইতি চূড়াকরণমন্তব্যথা ॥

উদীচ্য কৰ্ম্ম সমাধা করিবে । পরে কৰ্ম্মকারয়িতৃ-ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা
দিতে হয় । নাপিতকে কৃষর, যব, ধাণ্ড, তিল, সর্ষপ প্রভৃতি
প্রদান করিবে ।

ইতি সামবেদীয়-চূড়াকরণ সমাপ্ত ।

দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ।

উপনয়নম্ । *

তত্র গৰ্ভাষ্টমেষ্টমে বান্দে ব্রাহ্মণশ্রোতপনয়নং কৰ্ত্তব্যং । তদ-
সম্ভবে ষোড়শবর্ষপর্য্যন্তমুপনয়নাধিকারঃ । অতঃপরং সাবিত্রী-
পতিতো ব্রাহ্মণো নোপনেতব্য ইতি । *তত্র প্রথমং প্রাতঃ কৃত-
ন্নানঃ কৃতবৃদ্ধিশ্রাদ্ধঃ পিতা কৃতবৃদ্ধিশ্রাদ্ধেন পিত্রা বৃতোহস্ত্র এবা-

অনুবাদ ।—গর্ভাবস্থা হইতে গণনা করিয়া অষ্টম বর্ষে অথবা
ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতে গণনা করিয়া অষ্টম বর্ষে ব্রাহ্মণের উপ-
নয়নসংস্কার করণীয় । † কোন কারণে ঐ সময়ে না হইলে ষোড়শ-
বর্ষ পর্য্যন্ত উপনয়নে অধিকার আছে । তৎপরে সাবিত্রীপতিত
হয়, সূতরাং আর উপনয়ন হইতে পারে না । এই সংস্কারে পিতা

* প্রকৃত পক্ষে উপনয়নই কৈশোর সংস্কার বলিয়া অভিহিত । এই
সংস্কার দ্বারা বিপ্রবালক জ্ঞানশিক্ষার অভিপ্রায়ে শিক্ষাচার্যের নিকটে
নীত হইয়া থাকেন । শূদ্র ভিন্ন অপর বর্ণত্রয়ই এই সংস্কারে অধিকারী ।
সত্য জ্ঞান ও সদাচার প্রাপ্তি অর্থাৎ মানবজীবনের সারাংশের পদার্থ লাভই
এই সংস্কারের উদ্দেশ্য । আৰ্য্যশাস্ত্র সেই বিষয়ের যেরূপ পরিকার পথ দেখা-
ইয়া দিয়াছেন, এই সংস্কারের মন্ত্রগুলির তাৎপর্য্য মনোযোগিতার সহিত
দেখিলেই সহজে তাহা উপলব্ধি হইবে সন্দেহ নাই ।

† মতান্তরে পঞ্চম বর্ষও উপনয়নের বিধি আছে । অর্থাৎ বিপ্রশিশু
পঞ্চম বর্ষ হইতে ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত, ক্ষত্রিয় বর্ষ হইতে দ্বাদশ বর্ষ
পর্য্যন্ত এবং বৈশ্য অষ্টম বর্ষ হইতে চতুর্বিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত এই সংস্কারে
অধিকারী ।

চাৰ্য্যস্তুদভাবে মাণবকবৃত্তো বা সমুদ্ভবনামানমগ্নিঃ সংস্থাপ্য মাণ-
বকং প্রাতৰ্ভোজয়িত্বাহ্নেয়কন্তরতো নীত্বা শিখয়া সহ যুগিতঃ
স্বাপিতং কুণ্ডলাদ্যালঙ্কৃতং ক্ষৌমবসনাসম্ভবে শুক্লাহিতকার্পাদৈক-
বস্ত্রাবৃত্তং মাণবকং দক্ষিণে নিধায় প্রকৃতকৰ্ম্মারম্ভে প্রাদেশ-
প্রমাণং স্মৃতাক্তাং সমিধং তুক্ষীমগ্নৌ লভ্তা বাস্তসমস্তমহাব্যাহতি-
হোমং কুৰ্ব্ব্যাং । যথা প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোহয়ির্দেবতা
মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ ভূঃ স্বাহা । প্রজাপতিঋষি-
কৃষ্ণিক্ছন্দো বায়ুর্দেবতা মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ
ভুবঃ স্বাহা । প্রজাপতিঋষিঃ বিরুষ্ণপ্ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা মহাব্যাহতি-
হোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ স্বঃ স্বাহা । প্রজাপতিঋষিঃ বিবৃহতীচ্ছন্দঃ
প্রজাপতির্দেবতা বাস্তসমস্তমহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ
ভূভুবঃ স্বঃ স্বাহা । ততঃ আচাৰ্য্যঃ পঞ্চতিস্মিন্ধৈঃ পঞ্চাহতী-

প্রথমতঃ প্রাতঃকালে কৃতম্নান ও কৃতবুদ্ধিশ্রদ্ধ হইয়া স্বয়ং অথবা
কোন ব্যক্তিকে আচাৰ্য্যপদে বরণ করিবেন । পিতার অবর্তমানে
মাণবকই বরণ করিবেন । সেই আচাৰ্য্য সমুদ্ভবনামা অগ্নিকে
স্থাপন করিয়া বিরূপাক্ষজপাত্তা কুশণ্ডিকা সমাপন পূৰ্ব্বক মাণ-
বককে অগ্নির উত্তরদিকে লইয়া শিখাসহ যুগিত, স্বাপিত,
কুণ্ডলাদি দ্বারা অলঙ্কৃত, ক্ষৌমবস্ত্রধারী অথবা তদভাবে
শুক্ল অচ্ছিন্ন কার্পাসবস্ত্রাবৃত্ত করত দক্ষিণভাগে বাধিয়া
প্রকৃতকৰ্ম্মারম্ভে প্রাদেশপ্রমাণ স্মৃতাক্ত সমিধ তুক্ষীভাবে অগ্নিতে
আহুতি দিবে । পরে মূলের লিখিত মন্ত্রে বাস্তসমস্তমহা-
ব্যাহতি হোম করিতে হয় । তৎপরে আচাৰ্য্য মূলের লিখিত
পঞ্চ মন্ত্রে পাঁচটি আহুতি প্রদান করিবেন অর্থাৎ "হে অগ্নে ।

জু হুয়াং । প্রজ্ঞাপতিঋষিরগ্নির্দেবতা উপনয়নহোমে বিনিয়োগঃ ।
ওঁ অগ্নে ব্রতপতে ব্রতঞ্চরিষ্যামি তন্তে প্রব্রবীমি তচ্ছকেয়ং তেনর্ক্যা
সমিদমহমনৃতাং সত্যমুপৈমি স্বাহা ॥ ১ ॥ প্রজ্ঞাপতিঋষির্কাষু-
র্দেবতা উপনয়নহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ বায়ো ব্রতপতে ব্রতঞ্চ-

টাকা,—অথোপনয়নমন্ত্রব্যাখ্যা । ওঁ অগ্নে ব্রতপতে ব্রতং চরি-
ষ্যামি তন্তে প্রব্রবীমি তচ্ছকেয়ং তেনর্ক্যা সমিদমহমনৃতাং সত্য-
মুপৈমি । পঞ্চ যজুংষি উপনয়নহোমে কিনিযুক্তানি । প্রতিমন্ত্ৰো-
পত্যগ্নাদিদেবতাকানি উপনীয়মানো মাণবকোহগ্নিং প্রার্থয়তি ।
হে অগ্নে ব্রতপতে শাস্ত্রীয়স্য নিয়মস্য পালক যদিদং ব্রতমুপনয়-
নাখ্যং চরিষ্যামি অনুষ্ঠাস্যামি তদ্ব্রতং তেঁতুভ্যাং প্রব্রবীমি কথ্যামি
নিবেদয়ামীতি যাবৎ । যেন তদ্ব্রতমহং স্বং প্রসাদাচ্চরিতুং স্মৃথেন
শকেয়ং শকৌমি । ব্রতচরণস্য ফলমাহ তেনোপনয়নব্রতেন করণ-
ভূতেন অহং ঋক্যা সমৃদ্ধিং অধ্যয়নলক্ষণাং প্রাপ্নুয়ামীতি শেষঃ ।
তথাহমনৃতাৎ অলীকবচনাং পৃথক্ ভূত্বা ইদং ব্রতং সত্যং সত্যবচন-
স্বরূপং সমুপৈমি । অয়মর্থঃ বোহহং প্রাপ্তোপনয়নাদ্ব্যখেষ্ঠাচার
আসং সোহমধুনা পরিত্যক্তানুব্রতবাদঃ সত্যভূতমিদং ব্রতং চরি-
ষ্যামি । শকেয়মিতি লিঙাশিষ্যঙ্ ঋক্যোতি দ্বিতীয়ার্থে তৃতীয়া ।
সমুপৈমীতি ব্যবহিতোপসর্গসম্বন্ধঃ ॥ ১ ॥ ওঁ বায়ো ব্রতপতে ব্রতং

হে ব্রতপতে ! (শাস্ত্রীয় নিয়মপালক !) আমি উপনয়ন-ব্রতের
অনুষ্ঠান করিব, উহা তোমাকে নিবেদন করিতেছি । আমি
তোমার প্রসাদে স্মৃথে ঐ ব্রত আচরণ করিতে সমর্থ হইব । এই
উপনয়নব্রত দ্বারা আমি অধ্যয়নরূপ সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হইব, আমি
অলীকবচন হইতে পৃথক্ হইয়া সত্যস্বরূপতা লাভ করিব ।

রিষ্যামি তত্তে প্রব্রবীমি তচ্ছকেয়ং তেনর্ক্যা সমিদমহমনূতাং সত্য-
মুপৈমি স্বাহা ॥ ২ ॥ প্রজাপতিঋষিঃ সূর্য্যো দেবতা উপনয়নহোমে
বিনিয়োগঃ । ওঁ সূর্য্য ব্রতপতে ব্রতঞ্চরিষ্যামি তত্তে প্রব্রবীমি
তচ্ছকেয়ং তেনর্ক্যা সমিদমহমনূতাং সত্যমুপৈমি স্বাহা ॥ ৩ ॥
প্রজাপতিঋষিঃ চন্দ্রো দেবতা উপনয়নহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ
চন্দ্র ব্রতপতে ব্রতঞ্চরিষ্যামি তত্তে প্রব্রবীমি তচ্ছকেয়ং তেনর্ক্যা
সমিদমহমনূতাং সত্যমুপৈমি স্বাহা ॥ ৪ ॥ প্রজাপতিঋষিঃ বিরিক্তো

চরিষ্যামি তত্তে প্রব্রবীমি তচ্ছকেয়ং তেনর্ক্যা সমিদমহমনূতাং
সত্যমুপৈমি ॥ ২ ॥ ওঁ সূর্য্য ব্রতপতে ব্রতং চরিষ্যামি তত্তে প্রব্র-
বীমি তচ্ছকেয়ং তেনর্ক্যা সমিদমহমনূতাং সত্যমুপৈমি ॥ ৩ ॥

হে বায়ো ! হে ব্রতপতে ! আমি উপনয়ন-ব্রতের আচরণ করিব,
উহা তোমাকে নিবেদন করিতেছি । আমি তোমার প্রসাদে
সুখে ঐ ব্রত আচরণ করিতে সমর্থ হইব । এই উপনয়ন-ব্রত
দ্বারা আমি অধ্যয়নরূপ সমৃদ্ধি লাভ করিব, আমি অন্তবাক্য
হইতে পৃথক্ হইয়া সত্যস্বরূপতা প্রাপ্ত হইব । হে সূর্য্য !
হে ব্রতপতে ! আমি উপনয়নাধ্য ব্রতের অনুষ্ঠান করিব, তাহা
তোমার নিকট জানাইতেছি । আমি ত্বংপ্রসাদে অনায়াসে ঐ
ব্রতানুষ্ঠান করিতে পারিব । এই ব্রত দ্বারা আমি অধ্যয়নরূপ
সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হইব, আমি মিথ্যাবচন হইতে পৃথক্ হইব এবং
সত্যস্বরূপতা লাভ করিব । হে চন্দ্র ! হে ব্রতপতে ! আমি
উপনয়ন-ব্রতের আচরণ করিব, উহা তোমাকে নিবেদন করি-
তেছি । আমি তোমার প্রসাদে উহা নিৰ্ব্বিলম্বে সম্পাদন করিতে
সমর্থ হইব । এই ব্রত দ্বারা আমি অধ্যয়নরূপ সমৃদ্ধি লাভ

দেবতা উপনয়নহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ ইন্দ্র ব্রতানাং ব্রতপতে
ব্রতঞ্চরিষ্যামি তত্তে প্রব্রবীমি তচ্ছকেয়ং তেনর্ক্যা সমিদমহম-
নূতাং সতামুপৈমি স্বাহা ॥ ৫ ॥ এবমাজ্জাহতীহৃদ্বা অপ্নেঃ পশ্চিমে
আচার্য্যাদিদগগ্রেষু কৃতাজ্জলিঃ প্রাপ্ত্ব উর্দ্ধান্তিষ্ঠেৎ । অগ্ন্যাচার্য্যয়ো-
র্ন্যধো মাণবকোহপি কৃতাজ্জলিরাচার্য্য্যভিমুখ উদগগ্রেষু কুশেষু
উর্দ্ধান্তিষ্ঠেৎ । মাণবকস্ত দক্ষিণতঃ স্থিতো মন্ত্রবান্ ব্রাহ্মণো
মাণবকস্যচার্য্যস্য চাজ্জলিমুদকেন পূরয়েৎ । ততো গৃহীতো-
দকাজ্জলিং মাণবকং পশ্চন্ জপতি । প্রজাপতিঋষিরনুষ্ঠুপ্ছন্দো-
হগ্নিবায়ু সূর্য্যচন্দ্রেজাদয়ো দেবতা উপনয়নে আচার্য্যস্য মাণবকং

ওঁ চন্দ্র ব্রতপতে ব্রতং চরিষ্যামি তত্তে প্রব্রবীমি তচ্ছকেয়ং
তেনর্ক্যা সমিদমহমনূতাং সতামুপৈমি । যজ্ঞানাং ব্রতস্য নিয়মস্য

করিব, আমি অলীকবচন হইতে পৃথক্ হইয়া সত্যস্বরূপতা প্রাপ্ত
হইব । হে ইন্দ্র ! তুমি যজ্ঞ ও ব্রতসমূহের পতি । আমি
উপনয়ন-ব্রতের অনুষ্ঠান করিব, তাহা তোমার নিকট জানাই-
তেছি । আমি ত্বৎপ্রসাদে উহা সূখে সমাধা করিতে পারিব ।
এই ব্রত দ্বারা আমি অধায়নরূপ সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হইব, আমি মিথ্যা
বাক্য হইতে পৃথক্ হইয়া সত্যস্বরূপতা লাভ করিব ।” এই
পাঁচটি মন্ত্রে পাঁচটি আহুতি দিতে হয় । ১—৫ । আচার্য্য এই
প্রকারে আজ্যাহুতি দিয়া অগ্নির পশ্চিম দিকে উদগগ্র কুশো-
পরি কৃতাজ্জলি হইয়া পূর্ব্বমুখে অবস্থান করিবেন । মাণবকও
অগ্নি ও আচার্য্য উভয়ের মধ্যভাগে করপটে আচার্য্য্যভিমুখ
হইয়া উদগগ্র কুশোপরি অবস্থিত হইবে । কোন মন্ত্রবান্ ব্রাহ্মণ
মাণবকের দক্ষিণ দিকে থাকিয়া মাণবকের ও আচার্য্য্যের

প্রক্ষমাণস্য জপে বিনিয়োগঃ । ওঁ আগন্ত্বা সমগন্মহি প্র স্মৰ্ত্তাং
যুযোতন অরিষ্টাঃ সঞ্চরেমহি স্বস্তি সঞ্চরতাদয়ং ॥ ৬ ॥ তত
উদকাজ্জলিরাচার্য্যো গৃহীতৌদকাজ্জলিং মাণবকং পাঠয়তি । প্রজ্ঞা-

পতিরিক্তঃ ॥ ৫ ॥ ওঁ আগন্ত্বা সমগন্মহি প্র স্মৰ্ত্তাং যুযোতন ।
অরিষ্টাঃ সঞ্চরেমহি স্বস্তি সঞ্চরতাদয়ং । অনুষ্টুবিয়ং মাণবকপ্রে-
ক্ষমাণস্যচার্য্যস্য জপে বিনিযুক্তা । অগ্ন্যাদয় এব দেবতাঃ ।
হে অগ্ন্যাদয়ো যুরমেন্নমুপনীয়মানং স্মৰ্ত্তাং শোভনমহুযাং
যুযোতন প্রাকর্ষণ মিশ্রয়তঃ । অস্মাভিঃ সহেতোতং
প্রার্থ্যতে । তথা প্রযুযোতন যথাহনেন ব্রহ্মচারিণা আগন্ত্বা
আগমনশীলেন বয়ং সমগন্মহি সংগচ্ছেমহি । কিঞ্চ অরিষ্টা
অবিয়াঃ সঞ্চরেমহি । অনেন ব্রহ্মচারিণা সহ তথা অস্মাভিঃ
সহ স্বস্তি কলাণেনারং ব্রহ্মচারী সঞ্চরতাং । সমগন্মহীতি মন্ত্রে
ঘসকরেত্যাদিনা লুক্কোশ্চেতি মকারস্ত নহং । প্রযুযোতনেতি
ব্যবহিতোপসর্গসম্বন্ধঃ । যু মিশ্রণ লোটনপ শ্লুঃ । তপ্ততপ্ত-

অঞ্জলি জল দ্বারা পূরিত করিবেন এবং মাণবক উদকাজ্জলি গ্রহণ
করিলে আচার্য্য তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া “হে অগ্নে ! হে বায়ো !
হে সূর্য্য ! হে চন্দ্র ! হে ইন্দ্রাদি দেবগণ ! তোমরা এই সূন্দর
মাণবককে আমার সহিত মিলাইয়া দেও । আমরা যেন উভয়ে
পরস্পরের সহিত বিনাবিঘ্নে মিলিত হইতে সমর্থ হই । আমা-
দিগের সহিত এই ব্রহ্মচারী স্তখে বিচরণ করুক ।” এই মন্ত্র
জপ করিবেন । ৬ । * পরে গৃহীতৌদকাজ্জলি আচার্য্য জলাঞ্জলি-

* এই মন্ত্রটির তাৎপর্য্যো স্পষ্টই বোধগম্য হইতেছে যে, গুরু ও শিষ্য
উভয়ের পরস্পর সম্যক্ মিলনই শিক্ষাকার্য্যের প্রধান ও প্রথম অনুষ্ঠান ।

ପତିଷ୍ଠା ସିରାଚାର୍ଯ୍ୟୋ ଦେବତା ଉପନୟନେ ମାଗବକପାଠନେ ବିନିଯୋଗଃ ।
 ଓ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟାମାଗାମୁପମାନୟନ୍ ॥୧॥ ତତଃ ଆଚାର୍ଯ୍ୟୋ ମାଗବକଂ ନାମଧ୍ୟେୟଂ
 ପୂଞ୍ଚତି । ପ୍ରଜାପତିଷ୍ଠା ସିର୍ମାଗବକୋ ଦେବତା ଉପନୟନେ ମାଗବକନାମ-
 ପ୍ରଶ୍ନେ ବିନିଯୋଗଃ । ଓଁ କୋ ନାମାସି । ତତୋ ମାଗବକୋ ଦେବତାଶ୍ରୟଂ
 ଗୋତ୍ରାଶ୍ରୟଂ ନକ୍ଷତ୍ରାଶ୍ରୟଂ ବା ପ୍ରାଗାଚାର୍ଯ୍ୟକଲ୍ପିତଂ ନାମ କଥୟତି ।
 ପ୍ରଜାପତିଷ୍ଠା ସିର୍ମାଗବକୋ ଦେବତା ଉପନୟନେ ମାଗବକକଥନେ ବିନି-
 ଯୋଗଃ । ଓଁ ଅମୁକଦେବଶର୍ମ୍ମନାମାସ୍ମୀତି ॥ ୮ ॥ ତତଃ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାଗବକୋ
 ଗୃହୀତଜ୍ଜ୍ଵାଞ୍ଜଳୀ ତ୍ୟଜେତାଂ । ତତଃ ଆଚାର୍ଯ୍ୟୋ ଦକ୍ଷିଣେନ ପାଣିନା ମାଗବ-
 କସ୍ତ ମାନ୍ସୁର୍ଥଂ ଦକ୍ଷିଣଂ ପାଣିମନେନ ମସ୍ତ୍ରେଣ ଗୃହ୍ଣାତି । ପ୍ରଜାପତିଷ୍ଠା ସିଃ

ନଥାଂଶେତି ମଧ୍ୟମପୁରୁଷବହବଚନସ୍ତୁ ତନାଦେଶଃ ॥ ୬ ॥ ଓଁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟା-
 ମାଗାମୁପମାନୟନ୍ । ଯଜୁରିଦମାଚାର୍ଯ୍ୟୋ ଦେବତା ମାଗବକପାଠନେ ବିନି-
 ଯୁକ୍ତଂ । ହେ ଖୁରୋ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟାଂ ମୈଥୁନନିରୁଦ୍ଧିଂ ଅହମାଗାଂ ଆଗତ-
 ବାନସ୍ମି ଯତଃ ଅତୋ ମା ମାଂ ଉପମାନୟନ୍ ଅଗ୍ନିସମୀପଂ ପ୍ରାପୟନ୍ ॥୧॥
 କୋ ନାମାସି । ଅସୌ ନାମାସ୍ମି । ଆଚାର୍ଯ୍ୟାଃ ପୂଞ୍ଚତି କିଲ୍ଲାମା

ହସ୍ତ ମାଗବକକେ “ଆମି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ (ମୈଥୁନେଛାରହିତ) ହୈରା
 ଅବହାନ କରିତେଛି, ହୃତରାଂ ଆମାକେ ଉପନୀତ କରନ୍, ଆପନାର
 ନିକଟେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍” ଏହି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରାହିବେନ । ୧ । * ତତ୍ପରେ
 ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାଗବକେର ନାମ ଅର୍ଥାତ୍ “ତୋମାର ନାମ କି” ଏହି କଥା
 ଜିଜ୍ଞାସା କରିବେନ । ତଥନ ମାଗବକ ଦେବତାଶ୍ରୟ, ଗୋତ୍ରାଶ୍ରୟ,
 ନକ୍ଷତ୍ରାଶ୍ରୟ ଅଥବା ପୂର୍ବେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃକ କଲ୍ପିତ ନାମ ବଳିବେ ।

* ଶିକ୍ଷାକାଳେ ଯେ ମୈଥୁନରାହିତ୍ୟ ଅତୀବ ଆବଶ୍ୟକ, ତାହାହିଁ ଅପି ଅଭି-
 ବାକ୍ତ ହୈଲ ; ହୃତରାଂ ଉପନୟନ ସଂସ୍କାରେ କୈଶେରାବହାତେହି ଯେ ଛନ୍ଦସେ ମହତ୍
 ପବିତ୍ରତାବେର ଅଛୁରୋଦୟ ହୟ, ତାହା ବଳା ବାହ୍ୟମାତ୍ର ।

সবিত্রাশ্বিপূষণো দেবতা উপনয়নে আচার্য্যস্য মাণবকহস্তগ্রহণে
বিনিয়োগঃ । ওঁ দেবস্য তে সবিতুঃ প্রসবেহশ্বিনোর্কাহভ্যাং পৃক্ষো
হস্তাভ্যাং হস্তং গৃভ্রাম্যসৌ ॥ ৯ ॥ অত্রাসাবিতি সৰ্ব্বনামস্থানে
মাণবকস্যামৃদকদেবশশ্রুতি সন্মোদনাস্তং নাম প্রয়োক্তব্যং । ততো
গৃহীত-মাণবকহস্ত আচার্য্যো জপতি । প্রজাপতিঋষিরগ্নাদয়ৌ
দেবতা উপনয়নে মাণবকহস্তাচার্য্যজপে বিনিয়োগঃ । ওঁ অগ্নিস্তে

ত্বমসি । যঃ পৃষ্টঃ স . আহ অসৌ নামাশ্বি বেদদত্তনামাহ-
মিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥ ওঁ দেবস্ত তে সবিতুঃ প্রসবেহশ্বিনোর্কাহভ্যাং
পৃক্ষো হস্তাভ্যাং হস্তং গৃভ্রাম্যসৌ । যজুরিদং । উপতা এব সবিত্র-
শ্বিপূষণো দেবতাঃ মাণবকহস্তগ্রহণে বিনিযুক্তং । হে অসৌ
হে দেবদত্ত তে তব হস্তং সবিতুর্দেবস্ত প্রসবেহভানুজ্ঞানে সতি
অশ্বিনোর্দেববৈদ্যায়োর্কাহভ্যাং পৃক্ষশ্চ দেবস্ত হস্তাভ্যাং অহমা-
চার্য্যঃ পাণিনা গৃভ্রামি ॥ ৯ ॥ ওঁ অগ্নিস্তে হস্তমগ্রহীৎ সবিতা

অর্থাৎ “আমার নাম অমুক” এই কথা বলিবে । ৮ । পরে
মাণবক ও আচার্য্য গৃহীত জলাঞ্জলি পরিত্যাগ করিবেন ।
অনন্তর আচার্য্য স্বীয় দক্ষিণ হস্ত দ্বারা মাণবকের সাজুর্ধ
দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিবেন । “আমি জগৎপ্রসবিতা সূর্য্য,
স্বাস্থ্যসাধক অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং পোষণকারী পুষণ দেবতা,
ইহাদিগের হস্ত দ্বারা তোমাকে ধারণ করিতেছি” এই
মন্ত্রে হস্ত গ্রহণ করিতে হয় । ৯ । * মন্ত্রমধ্যে যে স্থানে

* এই মন্ত্র দ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, এইরূপ করিলে শিবের
রূপে ঐদৃশ জ্ঞানের সঞ্চার হয় যে, আচার্য্যই তাঁহার পক্ষে জনয়িতা, স্বাস্থ্য-
সাধক ও পোষণকারীস্বরূপ ।

হস্তমগ্রহীং সবিতা হস্তমগ্রহীং অৰ্য্যমা হস্তমগ্রহীং মিত্ৰস্বমসি
কৰ্ম্মণা অগ্নিরাচার্য্যাস্তব ॥ ১০ ॥ ততো মাণবকং আচার্য্যোহনেন
মন্ত্ৰেণ প্রদক্ষিণেন ভ্রাময়িত্বা প্রাঙ্গুধং কৰোতি । প্রজাপতিঋষিঃ
সূৰ্য্যো দেবতা উপনয়নে মাণবকস্যাবৰ্ত্তনে বিনিয়োগঃ ।
ওঁ সূৰ্য্যাস্তাবৃতমম্বাবৰ্ত্তস্বাসৌ ॥ ১১ ॥ অত্ৰাসাবিতি সৰ্কনামস্থানে
অমুকদেবশশ্রম্নিতি সম্বোধনান্তঃ মাণবকনাম প্রয়োক্তব্যং ।

হস্তমগ্রহীদৰ্য্যমা হস্তমগ্রহীং । মিত্ৰস্বমসি কৰ্ম্মণা অগ্নিরাচার্য্যাস্তব ।
যজুৰিদং গৃহীতমাণবকহস্তম্যাচার্য্যাস্য জপে বিনিযুক্তং । অগ্ন্যাদয়
এব দেবতাঃ । হে ব্রহ্মচারিন্ যোহয়ং তব হস্তো ময়া গৃহীতস্তং
পূৰ্বে অগ্নিঃ সবিতা অৰ্য্যমা চাগ্রহীং ।' অনেন কৰ্ম্মণা গুরু-
শুশ্রবণাদিনা মিত্ৰঃ প্রিয়ো হিতকারী মম স্বমসি অগ্নিচ ভগ-
বাংস্তব গুরুঃ মিত্ৰ ইতি লিঙ্গব্যাভায়েন পুংস্বং ॥ ১০ ॥ ওঁ সূৰ্য্য-
স্তাবৃতমম্বাবৰ্ত্তস্বাসৌ । সূৰ্য্যদৈবতং যজুৰাবৰ্ত্তনে বিনিযুক্তং ।
হে অসৌ দেবদত্ত সূৰ্য্যস্তাবৃতমামৰ্ত্তনমম্বাবৰ্ত্তস্ব । অয়মর্থঃ যাবৎ

“অসৌ” পদ আছে, তথায় সম্বোধনান্ত মাণবকনাম প্রয়োগ
করিবে । অনন্তর আচার্য্য মাণবকের হস্ত ধারণ পূৰ্ব্বক
“হে ব্রহ্মচারিন্ ! আমি তোমার এই যে হস্ত ধারণ করিয়াছি,
পূৰ্বে এই হস্ত অগ্নি, সবিতা ও অৰ্য্যমা (পিতৃদেব) ধারণ করিয়া-
ছিলেন ; অগ্নিই তোমার আচার্য্য, তুমি গুরু-শুশ্রবণাদি কৰ্ম্ম
দ্বারা আমার প্রিয় ও হিতকারী মিত্ৰ হও” এই মন্ত্ৰ জপ
করিবেন । ১০ । পরে আচার্য্য মাণবককে প্রদক্ষিণক্রমে ভ্রামিত
করিয়া প্রাঙ্গুধভাবে অবস্থিত করাইবেন ; তৎকালে “যাবৎ সূৰ্য্য-
দেবের আবৰ্ত্তন থাকে, তুমি তাবৎ আমাকে পরিবর্ত্তন পূৰ্ব্বক

ততো মাণবকস্য দক্ষিণস্কন্ধঃ স্পৃষ্ট্বাবতীর্ণেন দক্ষিণপাণিনা
অব্যবহিতং নাভিদেশমনেন মন্ত্ৰেণাচার্য্যঃ স্পৃশতি । প্রজা-
পতিঋষিনাভ্যন্তকৌ দেবতে উপনয়নে ব্রহ্মচারিনাভিদেশ-
স্পর্শনে বিনিয়োগঃ । ৩^৩ প্রাণানাং গ্রহিরসি মা বিশ্রসোহন্তক
ইদন্তে পরিদদাম্যমুং ॥ ১২ ॥ অত্রামুমিতি সর্বনামস্থানেহমুকদেব-
শর্মাগমিতি দ্বিতীয়ান্তং মাণবকনাম প্রয়োক্তব্যং । ততো নাভেষ্ক-
পরিদেশমনেন মন্ত্ৰেণাচার্য্যঃ স্পৃশতি । প্রজাপতিঋষীণামু-
র্দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারিনাভ্যুপরিদেশস্পর্শনে বিনিয়োগঃ । ৩^৩

ভানোরাবর্তনং তাবৎ ত্বমাতিষ্ঠ ॥ ১১ ॥ ৩^৩ প্রাণানাং গ্রহিরসি
মা বিশ্রসোহন্তক ইদন্তে পরিদদাম্যমুং । নাভ্যন্তকে দেবতে
নাভিস্পর্শনে বিনিযুক্তং । যজুরিদং হে নাভেহস্ত ব্রহ্মচারিণস্তং
মা বিশ্রসঃ ন বিশ্রংসিব্যসি স্থানান্ন বিচলিষ্যসি । অতঃ
প্রাণানাং দেহধারণকারণানাং গ্রহিঃ প্রতিপ্রবক্ষ্যসি ভবসি ।
তথা হে অন্তক মম ইদমন্ত ব্রহ্মচারিণং তে তব পরিদদামি অর্প-
য়ামি ত্বয়ি সমর্পিত এব জরামরণাদিকং নাহুপ্রাপ্নুয়াদিতি ।

অবস্থিত হও” এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয় । ১১ । এই মন্ত্রের মধ্যে
“অদৌ” স্থলে সম্বোধনান্ত মাণবকনাম প্রয়োগ করিবে । তদন-
ন্তর আচার্য্য মাণবকের দক্ষিণ স্কন্ধ স্পর্শ পূর্বক অবতারিত
দক্ষিণ হস্ত দ্বারা মাণবকের অব্যবহিত নাভিদেশ * স্পর্শ করিয়া
“হে নাভে ! তুমি স্থান হইতে বিচলিত হইও না, স্থিরভাবে
অবস্থান কর । তুমি দেহধারণ-কারণ-সমূহের গ্রহি । হে
অন্তক ! আমি তোমার হস্তে এই ব্রহ্মচারীকে প্রদান করিলাম”

* নাভিদেশ—জীবমর্গস্থল ।

অভূর ইদন্তে পরিদদাম্যমুং ॥ ১৩ ॥ অত্রামুমিতি সর্বনামস্থানে
 অমুকদেবশর্মাগমিতি দ্বিতীয়ান্তং মাণবকনাম প্রয়োক্তব্যং ।
 ততো মাণবকস্য হৃদয়দেশমনেন মন্ত্রোণাচার্য্যঃ স্পৃশতি । প্রজা-
 পতিঋষিঃ কৃশানুর্দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারিহৃদয়স্পর্শনে বিনি-
 যোগঃ । ওঁ কৃশন ইদন্তে পরিদদাম্যমুং ॥ ১৪ ॥ অত্রামুমিতি
 সর্বনামস্থানে অমুকদেবশর্মাগমিতি দ্বিতীয়ান্তং মাণবকনাম
 প্রয়োক্তব্যং । ততো দক্ষিণেন পাণিনা আচার্য্যো মাণবকস্য
 দক্ষিণহৃদয়ং স্পৃশন্ জপতি । প্রজাপতিঋষিঃ প্রজাপতির্দেবতা
 উপনয়নে ব্রহ্মচারিদক্ষিণহৃদয়স্পর্শনে বিনিয়োগঃ । ওঁ প্রজাপতয়ে

বিশ্রম ইতি বিশ্রংসেলুঙ্ পূষাদিত্বাদঙ ॥ ১২ ॥ ওঁ অভূর ইদন্তে
 পরিদদাম্যমুং । নাভ্যপরিদেশস্পর্শনে বিনিযুক্তং । বায়ব্যং
 যজুঃ । অভূর বিভর্তীতি অভূরির্নাম বায়ুঃ তস্তামন্ত্রণং । হে
 অভূরে । শেবং পূর্ববৎ । অভূরি ইতি ছান্দসং ব্রহ্ম ॥ ১৩ ॥
 ওঁ কৃশন ইদন্তে পরিদদাম্যমুং । হৃদয়স্পর্শনে বিনিযুক্তং । যজুঃ ।
 হে কৃশানো অগ্নে ব্রহ্মত্বং পূর্ববৎ ॥ ১৪ ॥ ওঁ প্রজাপতয়ে হ্রা

এই মন্ত্র পাঠ করিবে । ১২ । এই মন্ত্রের মধ্যগত “অমুং” স্থলে
 দ্বিতীয়ান্ত মাণবকনাম প্রয়োগ করিবে । পরে আচার্য্য মাণ-
 বকের নাভির উর্দ্ধভাগ স্পর্শ পূর্বক মূলের লিখিত মন্ত্র অর্থাৎ
 “হে অভূরে ! (হে বায়ো !) এইটী আমার, ইহা তোমাকে
 অর্পণ করিলাম” এই কথা বলিবেন । ১৩ । এই মন্ত্রমধ্যগত
 “অমুং” স্থলে দ্বিতীয়ান্ত মাণবকনাম প্রয়োগ করিতে হয় ।
 তদনন্তর আচার্য্য মাণবকের হৃদয়দেশ স্পর্শ পূর্বক বলিবেন,
 “হে কৃশানো ! (হে অগ্নে !) এইটী আমার, ইহা তোমাকে

৥ পরিদদাম্যসৌ ॥ ১৫ ॥ অত্রাসাবিতি সৰ্ব্বনামস্থানে অমুকদেব-
শ্রম্মিতি সঙ্ঘোধনান্তং মাণবকনাম প্রয়োক্যবাং । ততো বামেন
পাণিনা মাণবকস্য বামস্কন্ধং স্পৃশন্ আচার্য্যো জপতি । প্রজাপতি-
ঋষিঃ সবিভা দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারিবামস্কন্ধস্পর্শনে বিনি-
য়োগঃ । ওঁ দেবায় ত্বা সবিত্রে পরিদদাম্যসৌ ॥ ১৬ ॥ অত্রাপ্য-
সাবিতি সৰ্ব্বনামস্থানে অমুকদেবশ্রম্মিতি সঙ্ঘোধনান্তং মাণবকনাম
প্রয়োক্যবাং । তত আচার্য্যো মাণবকমনেন মন্ত্রেণ সঙ্ঘোধয়তি ।
প্রজাপতিঋষির্জগতীচ্ছন্দো ব্রহ্মচারী দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারি-
সঙ্ঘোধনে বিনিয়োগঃ । ওঁ ব্রহ্মচার্য্যসৌ ॥ ১৭ ॥ অত্রাপ্যসাবিতি

পরিদদাম্যসৌ । দক্ষিণস্কন্ধস্পর্শনে বিনিযুক্তং । প্রাজাপত্যং যজুঃ ।
হ অসৌ ব্রহ্মচারিন্ প্রজাপত্যে অষ্ট্রে ত্বা ত্বাং পরিদদামি ॥ ১৫ ॥
৩ দেবায় ত্বা সবিত্রে পরিদদাম্যসৌ । সব্যেন পাণিনা সব্য-
স্কন্ধস্পর্শনে বিনিযুক্তং । সাবিত্রং যজুঃ ॥ ১৬ ॥ ওঁ ব্রহ্মচার্য্যসৌ ।

প্রদান করিলাম । ১৪ ।” এই মন্ত্রমধ্যগত “অমুং” স্থলেও
দ্বিতীয়ান্ত মাণবকনাম উচ্চারণ করিতে হয় । অনন্তর আচার্য্য
ক্ষিণ হস্ত দ্বারা মাণবকের দক্ষিণ স্কন্ধ স্পর্শ করত কহিবেন,
হে ব্রহ্মচারিন্! তোমাকে অষ্টা প্রজাপতির হস্তে প্রদান
করিতেছি ।” ১৫ । এই মন্ত্রমধ্যগত “অসৌ” স্থলে সঙ্ঘোধনান্ত
মাণবকনাম প্রয়োগ করিবে । পরে আচার্য্য বাম হস্ত দ্বারা
মাণবকের বামস্কন্ধ স্পর্শ করিয়া কহিবেন, “আমি তোমাকে
বিতৃ-দেবকে প্রদান করিতেছি । ১৬ ।” এই মন্ত্রমধ্যগত
অসৌ” স্থলেও সঙ্ঘোধনান্ত মাণবকনাম প্রয়োগ করিতে হয় ।
অনন্তর আচার্য্য “প্রজাপতিঋষির্জগতীচ্ছন্দো ব্রহ্মচারী দেবতা

সর্বনামস্থানে অমুকদেবশর্ম্মন্থিতি সম্বোধনান্তং মাণবকনাম
 প্রয়োক্তব্যং । ততঃ সম্বোধিতং মাণবকমাচার্য্যঃ প্রেরয়তি ।
 প্রজ্ঞাপতিত্বাৎ বিব্রজ্জচারী দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারিপৈষ্যে বিনি-
 যোগঃ । ওঁ সমিধমাধেহি । ওঁ আপোশানং কর্ম্ম কুরু । ওঁ
 মা দিবা স্বাপ্নীঃ । ব্রহ্মচারী তু সর্বত্র ওঁ বাচমিতি জয়াৎ ॥ ১৮ ॥
 তত আচার্য্যং কৌপীনং পরিধাপয়েৎ । ততোহগ্নেক্তরতো
 গত্বাচার্য্য উদগগ্নেষু কুশেষু প্রাজ্জ্বুথ উপবিশতি । মাণবকোহপি
 পাতিতদক্ষিণজাহ্নুঃ উদগগ্নেষু কুশেষাচার্য্য্যভিমুখ উপবিশতি ।

ব্রহ্মচারিসম্বোধনে . বিনিযুক্তং । ব্রহ্মচারিদেবতং যজুঃ ॥ ১৭ ॥ ওঁ
 সমিধমাধেহি আপোশানং কর্ম্ম কুরু মা দিবা স্বাপ্নীঃ । প্রৈষ্যে
 বিনিযুক্তং । হে ব্রহ্মচারিন্ অগ্নৌ সমিধমাধেহি অধিকার্য্যং কুরু ।
 আপোশানং প্রাগ্ভোজনান্নবর্জ্জনং ভক্ষয় কর্ম্ম কুরু গুরু-

উপনয়নে ব্রহ্মচারি-সম্বোধনে বিনিয়োগঃ । ওঁ ব্রহ্মচার্য্যসৌ” অর্থাৎ
 “তুমি ব্রহ্মচারী হইলে” এই মন্ত্রে সম্বোধন করিবেন । ১৭ । এই
 মন্ত্রমধ্যগত “অসৌ” স্থলে সম্বোধনান্ত মাণবকনাম প্রয়োগ করিবে ।
 তৎপরে আচার্য্য “তুমি সমিধ আহরণ কর” এই মন্ত্রে সম্বোধিত
 মাণবককে প্রেরণ করিয়া পুনরায় কহিবেন, “আপোশান কর্ম্ম
 করিও, দিবাভাগে নিদ্রিত হইও না ।” ব্রহ্মচারীও সকল বাক্যে
 “বাচুঃ” শব্দে ঐ সমস্ত প্রতিজ্ঞা পালনে স্বীকার করিবেন । ১৮ ।
 অনন্তর আচার্য্যাত্মসারে ব্রহ্মচারী কৌপীন অর্থাৎ ব্রহ্মচারীবেশ
 পরিগ্রহ করিবেন । তৎপরে আচার্য্য অগ্নির উত্তর দিকে গিয়া
 উদগগ্ন কুশোপরি প্রাজ্জ্বুথভাবে উপবেশন করিবেন । মাণব-
 কও দক্ষিণ জাহ্নু পাতিয়া উদগগ্ন কুশোপরি আচার্য্য্যভিমুখে

ধৈনং মাণবকং আচার্য্যাজিঃ প্রদক্ষিণবৃত্তাং মুঞ্জমেখলাং পরি-
পয়ন্ মন্ত্রবয়ং বাচয়তি । প্রজাপতির্ষাষিত্রিষ্টুপ্ছন্দো মেখলা
দেবতা উপনয়নে মেখলাপরিধাপনে বিনিয়োগঃ । ওঁ ইয়ং
কৃতাং পরিবোধমানা বর্ণং পবিত্রং পুনতী ন আগাৎ । প্রাণা-
নাত্যাং বলমাবহন্তী স্বসা দেবী স্তুভগা মেখলেয়ং ॥ ১৯ ॥ ওঁ

শ্রদ্ধাদিলক্ষণং কৰ্ম নিষ্পাদয় । তথা মা দিবা স্বাপ্নীঃ ন স্বপিহি
এবমুক্তঃ প্রতিবক্তি ব্রহ্মচারী ওমিতি বাচয়তি ॥ ১৮ ॥ ওঁ ইয়ং
কৃতাং পরিবোধমানা বর্ণং পবিত্রং পুনতী ন আগাৎ । প্রাণা-
নাত্যাং বলমাবহন্তী স্বসা দেবী স্তুভগা মেখলেয়ং । ত্রিষ্টুবিয়ং
মেখলাদেবতাকা পরিধাপনে বিনিয়ুক্তা । ব্রহ্মচারী ক্রতে । ইয়ং
প্রত্যক্ষা মেখলা মৌজবসনা নোহস্মান্ আগাৎ । কিং কুর্ক্কাণা
কৃতাং অসম্বন্ধপ্রলাপাদিতো বাধমানা নিবারয়ন্তী । বর্ণং
ব্রাহ্মণাদিকং পবিত্রমপি পুনতী পাবয়ন্তী । তথা চ স্তুতিঃ । মাতুৰ্য-
বগ্রে জায়ন্তে দ্বিতীয়ং মৌজিবন্ধনাদিতি । পুনঃ কিং কুর্ক্কাণী
প্রাণস্তাপানস্ত চ বায়োর্কিলং বীৰ্য্যং আবহন্তী আনয়ন্তী । প্রাণা-
পানয়োরুপাদানং প্রাধাত্ত্যাপনার্থং । তথা স্বসা ভগিনীব ।

উপবেশন করিবে । পরে আচার্য্য মাণবককে ত্রিপ্রদক্ষিণবৃত্তা
মুঞ্জমেখলা ধারণ করাইয়া তাহাকে মূলের লিখিত ছইটি মন্ত্র
পাঠ করাইবেন অর্থাৎ মাণবক কহিবে, “এই প্রত্যক্ষ মেখলা
আমাদিগের নিকট আগমন করুন । এই মেখলা অসম্বন্ধ প্রলা-
পাদি হইতে নিবারিত করেন, ইনি ব্রাহ্মণাদি বর্ণ পবিত্র হইলেও
অধিকতর পবিত্র করিয়া থাকেন, ইনি প্রাণ ও অপানবায়ুর
বলবিধান করিয়া দেন ; ইনি পৃথ্ব্যা, সৰ্ব্বলোকবাহিতা ও

ঋতস্য গোপ্ত্রী তপসঃ পবন্যী য়তী রক্ষঃ সহমানা অরাতীঃ । সা
 মা সমন্তমভিপৰ্য্যোহি ভদ্রে ধৰ্ত্তারন্তে মেথলে মা রিষাম ॥ ২০ ॥
 ততো যজ্ঞোপবীতং কৃষ্ণসারাজিনসহিতং আচার্য্যো মাণবকঃ
 পরিধাপয়েদনেন মন্ত্ৰেণ । প্রজাপতিঋষির্গায়ত্ৰীচ্ছন্দো বিশ্বদেবা
 দেবতা উপনয়নে যজ্ঞোপবীতদানে বিনিয়োগঃ । ওঁ যজ্ঞোপবীত-
 মসি যজ্ঞস্য ছোপবীতেনোপনোহামি । প্রজাপতিঋষিঃ শৰ্করী-
 চ্ছন্দোহজিনঃ দেবতা উপনয়নে অজিনপরিধাপনে বিনিয়োগঃ ।
 ওঁ মিত্রস্য চকুর্করুণং বলীয়ন্তেজো যশসি স্থবিরং সমৃদ্ধং । অনা-

পরার্থপ্রযুজ্যমানাঃ ঋক্কাঃ সাদৃশ্যং গময়ন্তি । দেবী পূজ্যা স্তুতগ
 সৰ্ব্বলোককামা : প্রাণাপানাত্যামিতি যষ্ঠার্থে চতুর্থী ॥ ১৯ ॥
 ওঁ ঋতস্ত গোপ্ত্রী তপসঃ পবন্যী য়তী রক্ষঃ সহমানা অরাতীঃ
 সা মা সমন্তমভিপৰ্য্যোহি ভদ্রে ধৰ্ত্তারন্তে মেথলে মা রিষাম । যে
 ভদ্রে শোভনে মেথলে যা ত্বং ব্রহ্মচারিসম্বন্ধিন ঋতস্ত গোপ্ত্রী
 পালয়িত্রী । তপসো ব্রহ্মচর্য্যস্ত পবন্যী পবন্যভূতা য়তী রক্ষা
 রক্ষাংসি বিনাশয়ন্তী । অরাতীঃ শত্ৰুন্ সহমানা অভিভবন্তী
 সৈবন্তু তা ত্বং সা মাং সমস্তাং অভিপৰ্য্যোহি অভিযুখোন সৰ্ব্বত

ভগিনীর ত্রায় । হে শোভনে মেথলে ! তুমি ব্রহ্মচারী
 সমন্বীয মন্ত্ৰের রক্ষয়িত্রী, তপস্তার বিধাত্রী, রক্ষসাদি-বিশ্ববি
 নাশিনী ও শত্রুকুলের পরাভবকত্রী ; তুমি সমস্তাং আগমন কর
 অর্থাৎ বেষ্ঠন কর । তোমাকে ধারণ করিলে কেহই যেন আমার
 দিগকে হিংসা করিতে না পারে । ১৯—২০ ।” অনন্তর
 আচার্য্য মূলের লিখিত মন্ত্র পাঠ পূর্বক মাণবককে কৃষ্ণসারাজিন
 সহিত যজ্ঞোপবীত ধারণ করাইবেন । পরে মাণবক আচার্য্যের

হতস্যং বসনং জরিষ্কু পরীদং বাহুজিনং দধেয়ং । ইত্যনেনাজিনং
পরিধাপয়েৎ । তত আচার্য্যস্য মাণবক উপসন্নো ভবতি ।
প্রজ্ঞাপতিঋষিরাচার্য্যো দেবতা আচার্য্যামন্ত্রণে বিনিয়োগঃ । ওঁ
অধীহি ভোঃ সাবিত্রীং মে ভবানমুব্রবীতু ॥ ২১ ॥ ইতি ক্রবাণঃ ।
ততস্তমুপসন্নং মাণবকমাচার্য্যঃ প্রথমং পাদং পাদং ততোহর্কমর্কং
ততঃ কুংস্রাং সাবিত্রীমধ্যাপয়েৎ । যথা বিশ্বামিত্রঋষির্গায়ত্রী-
চ্ছন্দঃ সবিতা দেবতা জপোপনয়নে বিনিয়োগঃ । ওঁ তং
সবিতুর্করেণ্যং । ইতি প্রথমং । ঋষ্যাদয়ঃ সাধারণাঃ । ওঁ
ভর্গো দেবস্য ধীমহি ইতি দ্বিতীয়ং । ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়া-

আগচ্ছ বেষ্ঠয়েত্যর্থঃ । যথা তে তব ধর্তারো বয়ং কেনচিৎ মা
রিষাম মা হিংসীমহি । অরাতীরিতি ব্যত্যয়েন শশঃ স্থানে জস
বা ছন্দসীতি পূর্বসবর্ণঃ । অসোপদিশতি ॥ ২০ ॥ ওঁ অধীহি
ভোঃ সাবিত্রীং মে ভবানমুব্রবীতু আচার্য্যঃ প্রথমমুপদিশতি ।
ভো মাণবক অধীহি । তদমুজ্ঞাং প্রাপ্য মাণবক আহ ভবান্
সাবিত্রীং মে মহ্যমুব্রবীতু উপদিশতু । অনন্তরং স তামাহ ॥ ২১ ॥
ওঁ তং সবিতুর্করেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচো-
দয়াৎ । গায়ত্রী সবিতৃদেবতা ঋষির্বিষ্ণ্বামিত্রঃ জপে বিনিয়োগঃ ।
তং অধ্যয়নং ভগবতঃ সবিতুর্দেবস্ত দেবনাদিগুণস্ত বরেণ্যং বরগীয়ং
ভর্গঃ ভজনীয়ং সবিত্রাপি সেবাং ধীমহি চিন্তয়ামঃ । কিন্তুতঃ

সঙ্গিহিত হইলে আচার্য্য কহিবেন, “ভো মাণবক । তুমি অধ্যয়ন
কর ।” তখন মাণবক কহিবে, আপনি আমাকে সাবিত্রী উপ-
দেশ দিউন ।” ২১ । তদনন্তর আচার্য্য উপনয় মাণবককে প্রথমে
এক পাদ এক পাদ, পরে অর্ক অর্ক পাদ, তৎপরে সমস্ত সাবিত্রী

দিতি তৃতীয়ং । ওঁ তৎসবিতুর্ভরগো ভর্গো দেবস্য ধীমহি ইতি
 পূর্ব্বাৰ্দ্ধং । ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াদিতি উত্তরাৰ্দ্ধং । ওঁ তৎসবিতু-
 র্ভরগো ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ২২ ॥
 ওঁ ইতি সৰ্ব্বমেব গায়ত্রীং বারত্ৰয়ং পাঠয়েৎ । ততো মাণবক-
 মাচার্য্যো মহাব্যাহতিঃ পৃথক্ পৃথক্ কৃত্বা ওঁকারপূর্ব্বিকাং
 ওঁকারান্তাং ওঁকারপুটিতাং বা অধ্যাপয়েৎ । যথা প্রজাপতি-
 ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোহগ্নিদেবতা মহাব্যাহতিপাঠে বিনিয়োগঃ । ওঁ
 ভূঃ । প্রজাপতিঋষিরুষ্কচ্ছন্দো বায়ুদেবতা মহাব্যাহতিপাঠে
 বিনিয়োগঃ । ওঁ ভুবঃ । প্রজাপতিঋষিরহুষ্কচ্ছন্দঃ সূর্য্যো
 দেবতা মহাব্যাহতিপাঠে বিনিয়োগঃ । ওঁ স্বঃ । ততঃ সপ্রণ-

সবিত্রা নোহস্মাকং ধিয়ো বৃদ্ধী স্নানাদ্যায়নদানহোমেষু কৰ্ম্মসু
 প্রচোদয়াৎ প্রবর্ত্তয়েৎ । উদ্বিতে হি ভগবতি সৰ্ব্বকলাভ্যুদয়কার্য্যাপি
 প্রবর্ত্তন্তে অন্তমিতে চ নিবর্ত্তন্তে । ভর্গ ইতি ভূজি ধাতোঃ কৰ্ম্মাণি
 ঋঞ ব্যত্যায়েন পুংস্ত্বং প্রথমৈকবচনে । ধীমহীতি দধাতের্ধারণার্থঃ
 লিঙ্ বহুলং ছন্দসীতি শপো লুক্ । সাংযুট যলোপঃ সলোপো ব
 লোপশ্চান্দসঃ । প্রচোদয়াদিতি চুদ সঞ্ছোদনে চুরাদিঃ লট্ তি
 আটশপ । ইতশ্চ লোপঃ পরৈশ্বপদেষিতীকারলোপঃ । ভূ
 পৃথিবী ভুবোহস্তরীক্ষং স্বর্দ্যোঃ । ওঁ আত্মা ত্রৈলোক্যায়নঃ প্রতি

অধ্যাপন করিবেন । ঐ সমস্ত পাদেয় ঋষ্যাদি একরূপ । ২২
 তৎপরে তিনবার সমস্ত গায়ত্রী পাঠ করাইবেন । অনন্তর
 আচার্য্য মহাব্যাহতি পৃথক্ পৃথক্ করিয়া মাণবককে ওঁকার
 পূর্ব্বিকা, ওঁকারান্তা অথবা ওঁকারপুটিতা করিয়া অধ্যয়ন করাই-
 যিবেন এবং পরে প্রণব ও ব্যাহতিসহিত প্রণবান্ত গায়ত্রী অধ্য-

ববাহুতিকাং প্রণবাস্তাং গায়ত্রীমধ্যাপয়েৎ । বিশ্বামিত্রঋষি-
র্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সবিতা দেবতা উপোপনয়নে বিনিয়োগঃ । ওঁ
ভূবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্ভারণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি যিম্যো যো নঃ
প্রচোদয়াৎ ওঁ । ততো বৈষ্ণং পালাশং বা মাণবকপরিমাণং
দণ্ডং মাণবকায় প্রযচ্ছন্নাতার্য্যো মাণবকং বাচয়তি । প্রজাপতি-
ঋষিঃ পংক্তিচ্ছন্দো দণ্ডায়ী দেবতে উপনয়নে মাণবকদণ্ডার্পণে
বিনিয়োগঃ । ওঁ সূশ্রব সূশ্রবসং মা কুরু । যথা ত্বমগ্নে সূশ্রব-
সূশ্রবা দেবেষেবমহং সূশ্রব সূশ্রবা ব্রাহ্মণেষু ভূয়াসং ॥ ২৩ ॥ অথ
গৃহীতদণ্ডো ব্রহ্মচারী ভিক্ষাং প্রার্থয়তি । তত্র প্রথমং মাতরং ।

পদ্যশ্বেতি গায়ত্র্যক্ষিগনুষ্ঠপচ্ছন্দোহসি অগ্নিবাযুর্হর্য্যা দেবতাঃ
জপে বিনিয়োগঃ ॥ ২২ ॥ ওঁ সূশ্রব সূশ্রবসং মা কুরু । যথা
ত্বমগ্নে সূশ্রব সূশ্রবা দেবেষেবমহং সূশ্রব সূশ্রবা ব্রাহ্মণেষু
ভূয়াসং । পঙক্তিরিয়ং দণ্ডার্পণে বিনিযুক্তা । দণ্ডায়ী দেবতে
দণ্ডং গৃহ্নন্ ব্রহ্মচারী তমগ্নিঞ্চ প্রার্থয়তে । শোভনং শ্রবো যস্য

মন করাইবেন । যেক্ষেপে অধ্যয়ন করাইতে হয়, তাহা মূলে
স্পষ্টীকৃত আছে । তদনন্তর আচার্য্য মাণবককে তৎপরিমিত
বিষদণ্ড বা পালাশদণ্ড প্রদান পূর্বক তাহাকে এই মন্ত্র পাঠ করা-
ইবেন যে, “হে শোভনকীর্ত্তে দণ্ড ! তুমি যেমন বেদধারণার্থ
জ্ঞানাদি দ্বারা লোকে প্রখ্যাতযশাঃ হইয়াছ, আমাকেও সেইরূপ
শোভনকীর্ত্তি কর । হে অগ্নে ! তুমি যেমন দেবগণमध्ये বিদিত-
যশাঃ, সেইরূপ আমিও যেন মনুষ্যमध्ये শোভনকীর্ত্তি হই । ২৩”
তৎপরে গৃহীতদণ্ড ব্রহ্মচারী প্রথমতঃ “ভবতি ভিক্ষাং
দেহি” এই বাক্যে মাতার নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিবে এবং

ভবতি ভিক্ষাং দেহীতি প্রার্থয়েৎ । ততো লব্ধভিক্ষা মাণবকঃ
 ওঁ স্বস্তীতি ক্রমাৎ । ততো মাতৃবন্ধুস্বিন্নঃ । ততঃ পিতরং ভবন্
 ভিক্ষাং দেহীতি প্রার্থয়েৎ । ততো লব্ধভিক্ষা ব্রহ্মচারী ওঁ
 স্বস্তীতি ক্রমাৎ । ততোহন্যাত্ প্রার্থয়েৎ । সর্বং লব্ধং তৈক্ষ্য-
 মাচার্য্যায় নিবেদয়েৎ । ততঃ পূর্ববদাচার্য্যো ব্যাস্তমস্তমহাব্যা-
 হুতিহোমং কৃৎ প্রাদেশপ্রমাণং যতাক্তাং সমিধং তুক্ষীময়ৌ হুত্বা
 প্রকৃতং কর্ম সমাপ্য সর্বকর্মসাধারণ শাট্যায়নহোমাদি-বাম-
 দেব্যগানান্ত উদীচ্য কর্ম সমাপয়েৎ । ততো যদি পিতৈ-

স স্মশ্রবাঃ । শৃণোতে: কর্ম্মণি সর্বধাতুভ্যোহস্মন ছান্দসঃ সকার-
 লোপঃ । হে স্মশ্রব হে শোভনকীর্ত্তে দণ্ড যথা ত্বং বেদধারণার্থং
 জ্ঞানাদিনা লোকে প্রখ্যাতযশাঃ এবং মামপি স্মশ্রবসং কুরু
 যদাচেতনে দণ্ডে বেদধারণাদিকং ন সম্ভবতি তথাপ্যধিষ্ঠাতৃ
 দেবতাভিপ্রায়োন্যাত্যতে । এবমগ্নিঃ প্রার্থয়তে । হে অগ্নে স্মশ্রব
 পুনরামন্ত্রণে দণ্ডাগ্নে স্মশ্রবশ্রুতিযশঃ খ্যাপ্যতে । যথা ত্বং দেবে-

লব্ধভিক্ষ হইয়া “ওঁ স্বস্তি” বলিবে । তদনন্তর মাতৃবন্ধু স্নীগণের
 নিকট ভিক্ষা লইয়া “ভবন্ ভিক্ষাং দেহি” বাক্যে পিতার নিকট
 প্রার্থনা করিবে । অনন্তর ব্রহ্মচারী লব্ধভিক্ষ হইয়া “ওঁ স্বস্তি”
 এই বাক্য বলিবে । পরে অন্যান্য ব্যক্তির নিকট প্রার্থনা করিবে
 সমস্ত ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য আচার্য্যকে নিবেদন করিবে । অনন্তর
 আচার্য্য পূর্ববৎ ব্যাস্তমস্তমহাব্যাহুতিহোম করিয়া প্রাদেশ
 প্রমাণ যতাক্ত সমিধ তুক্ষীভাবে অগ্নিতে আহুতি দিয়া প্রকৃত
 কর্ম সমাপন করত সর্বকর্মসাধারণ শাট্যায়ন-হোমাদি বাম
 দেব্যগানান্ত উদীচ্য কর্ম সমাপন করিবে । তদনন্তর যদি পিতার

বাচার্য্যাস্তদা কৰ্ম্মকায়িতৃত্বাক্ষণায় দক্ষিণাং দদ্যাৎ । যদ্যন্তো বৃত্ত-
স্তদা তন্মৈ দক্ষিণাং দদ্যাৎ । ব্রহ্মচারী তু তত্রৈব স্থানে দিনান্তঃ
ষাবাগ্‌বতস্তিষ্ঠেৎ । ততঃ প্রাপ্তায়াং সক্ষায়াং সক্ষামুপাস্ত্র কুশ-
ণ্ডিকোক্কবিধিনা শিখিনামানময়িং সংস্থাপ্য ওঁ ইহৈবায়মিতরো
জাতবেদা দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্ ইতি জপ্ত্বা । দক্ষিণং
জাহ্নু ভূমৌ পাতয়িত্বা দক্ষিণপশ্চিমোত্তরক্রমেণোদকাঞ্জলিসেকং
অগ্নিপৰ্য্যক্ষণঞ্চ কৃত্বা সমিদ্ধোমং কুৰ্য্যাৎ । তত্র প্রথমং প্রাদেশ-
প্রমাণঘাতান্ত্রসমিজ্জয়মাদায়াদ্যন্ত্রয়োশ্চৈব তুষ্ণীং প্রজাপতিশ্চ বি-
য়গ্নির্দেবতা অগ্নৌ সমিদ্ধানে বিনিয়োগঃ । ওঁ অগ্নয়ে সমিধমহার্ঘ্যং
বৃহতে জাতবেদসে যথা ত্বমগ্নে সমিধা সমিধ্যাত্তেবমহমায়ুবা
মেধয়া বর্চসা প্রজয়া পশুভিব্রহ্মবর্চসেন ধনেনানাদ্যেন সমেধি-

মধ্যে সূশ্রবাঃ এবং মনুষ্যেষহং সূশ্রবাঃ তুর্য্যাসং ॥ ২৩ ॥ ওঁ
অগ্নয়ে সমিধমহার্ঘ্যং বৃহতে জাতবেদসে যথা ত্বমগ্নে সমিধা সমি-

আচার্য্য হইয়া থাকেন, তাহা হইলে কৰ্ম্মকায়িত্ব-ব্রাহ্মণকে
দক্ষিণা প্রদান করিবেন । যদি অগ্র ব্যক্তি বৃত্ত হইয়া থাকে,
তাহা হইলে তাঁহাকে দক্ষিণা দিতে হইবে । ব্রহ্মচারী সেই
স্থানেই দিনান্ত ষাবৎ বাগ্‌বত হইয়া অবস্থান করিবে । অনন্তর
সক্ষা আগত হইলে সক্ষোপাসনা করিয়া কুশণ্ডিকোক্ক বিধানে
শিখিনামা অগ্নি স্থাপন পূৰ্ব্বক “ওঁ ইহৈবায়মিতরো জাতবেদা
দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্” এই মন্ত্র জপ করিয়া দক্ষিণ
জাহ্নু ভূমিতে পাতিয়া দক্ষিণ-পশ্চিমোত্তরক্রমে উদকাঞ্জলিসেক,
অগ্নিপৰ্য্যক্ষণ ও সমিদ্ধোম করিবে । “মহান্ জাতপ্রজান
অগ্নির নিমিত্ত সমিধ আদ্রত হইয়াছে । হে অগ্নে ! তুমি যেমন

যীয় স্বাহা ॥ ইতি জুহুয়াং ॥ ২৪ ॥ ততঃ কৰ্ম্মশেষোক্ত-
বিধিনা পুনরগ্নিপৰ্য্যক্ষণোপক্রমং দক্ষিণপশ্চিমোত্তরক্রমেণোদকা-
ঞ্জলিসেকং কুৰ্যাৎ । ততঃ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশ্রীহং
ভোহতিবাদয়ে ইতাগ্নিমতিবাদ্য ওঁ ক্ষমস্বৈত্যগ্নিঃ বিশ্বজ্যাভী-
তায়্যাং সন্ধ্যায়্যাং তিষ্কালক্ৰমমং ক্ষারলবণবর্জিতং সযুতং চকু-

ধ্যাস্যেবমহমাযুধা মেধয়া বর্চসা প্রজয়া পশুভিব্রক্ষবর্চসেন ধনে-
নান্নাদ্যেন সমেধিযীয় । যজুরিদমাগ্নেয়ং সমিধাদানে বিনিযুক্তং ।
ব্রহ্মচারী ক্রতে । অগ্নয়ে সমিধমহার্ঘ্যং অদ্রতবান্ । কিন্তু্ভ্যায়
বৃহতে জাতবেদসে মহতে জাতপ্রজানায় । হে অগ্নে যথা স্বমনয়া
সমিধ্যসি দীপ্যসে । এবমনেন প্রকারেণাহং আযুধা মেধয়া
বুদ্ধ্যা বর্চসা তেজসা প্রজয়া পুত্রপৌত্রাদিরূপয়া পশুভির্গবাদিভি-
ব্রক্ষবর্চসেন ব্রাহ্মণতেজসা ধনেন বিত্তেন অন্নাদ্যেন ব্রীহিষবাদিনা
সমেধিযীয় বুদ্ধিমাণুয়াং । সমিধ্যসীতি কৰ্ম্মণি লটয়ক ব্যাত্যয়েন

সমিধ দ্বারা দীপিত হইতেছে, এইরূপ আমি যেন আযুঃ, মেধা,
তেজঃ, পুত্র-পৌত্রাদিরূপ প্রজা, গবাদি পশু, ব্রাহ্মণতেজঃ,
ধন ও অন্নাদি দ্বারা বুদ্ধি প্রাপ্ত হই” এই মন্ত্রে সমিক্রম
করিবে। ২৪। তদনন্তর কৰ্ম্মশেষোক্তবিধানে পুনরায় অগ্নি-
পৰ্য্যক্ষণ ও দক্ষিণপশ্চিমোত্তরক্রমে উদকাজলিসেক করিবে।
পরে যথাযথ মন্ত্রে অগ্নি অভিবাদন ও অগ্নি বিসর্জন করিয়া
সন্ধ্যা অতীত হইলে ক্ষারলবণবর্জিত সযুত চকুশেষ জল দ্বারা
অভ্যক্ষণ করত “হে গণ্ডুষরূপ জল! তুমি পঞ্চযজ্ঞাবশিষ্ট অগ্নের

শেষঞ্চ উদকেনাত্মক্য ঔ অমৃতোপস্তরগমসি স্বাহা ॥ ২৫ ॥
ইত্যাশোশানং কৃত্বা মধ্যমানামিকাক্ষুষ্ঠত্রিপৰ্বগৃহীতেনান্নেন ঔ
প্রাণায় স্বাহা । ঔ অপানায় স্বাহা । ঔ সমানায় স্বাহা । ঔ
উদানায় স্বাহা । ঔ ব্যানায় স্বাহা ॥ ২৬ ॥ ইত্যনেন পঞ্চা-
হতীরভাবহৃত্য সৰ্বত্র প্রাণাহতিশেষং ভূমৌ নিক্ষিপ্য বাম-
হস্তবিধৃতভোজনপাত্রে বাগ্‌যতো ভুঞ্জীত । ভোজনাবসানে চ
ঔ অমৃতাপিধানমসি স্বাহা ॥ ২৭ ॥ ইতি পুনরাশোশানং কৰ্ম্ম

পরশ্চৈপদং । অনিদিতামিতি আদিনা অনুনাসিকলোপঃ ॥ ২৪ ॥
ঔ অমৃতোপস্তরগমসি স্বাহা । হে গণ্ডূষরূপজল অমৃতস্য পঞ্চ-
বজ্রাবশিষ্টান্নস্য উপস্তরগং শয্যেব ত্বমসি ॥ ২৫ ॥ প্রাণায় স্বাহা ।
অপানায় স্বাহা । সমানায় স্বাহা । উদানায় স্বাহা । ব্যানায়

শয্যাস্বরূপ” এই মন্ত্রে অপোশান করিবে । ২৫ । এইরূপে
অপোশান করিয়া মধ্যমা, অনামা ও অঙ্গুষ্ঠ এই অঙ্গুলীত্রয়ের
ত্রিপৰ্ব দ্বারা গৃহীত অন্ন দ্বারা “ঔ প্রাণায় স্বাহা” ইত্যাদি
মন্ত্রে পঞ্চ প্রাণাহতি দিবে । ২৭ । পরে প্রাণাহতিশেষ ভূমিতে
নিক্ষেপ পূৰ্ব্বক বামহস্তে ভোজনপাত্র ধারণ করত বাগ্‌যত হইয়া
ভোজন করিবে । ভোজনাবসানে “হে গণ্ডূষরূপ জল! তুমি
পঞ্চবজ্রাবশিষ্ট অন্নের আচ্ছাদনস্বরূপ” এই মন্ত্রে পুনরায়
আপোশান কৰ্ম্ম করিবে । ২৬ । এই প্রকারে আপোশান
করিয়া আচমন করিতে হয় । এই অগ্নিক্রিয়া সমাধিক্তনবাবৎ

কৃত্বাচামেৎ । এতচ্চাগ্নিকার্য্যং সমাবৰ্ত্তনপর্য্যন্তং সাগ্নং প্রাতঃ
প্রত্যহং কার্য্যং । ভোজনকালেন ক্রমেণ যাবজ্জীবনং কৰ্ত্তব্যং ॥*

ইতি উপনয়নকৰ্ম্ম ॥ * ॥

স্বাহা । নিগদা এতে বায়বঃ শরীরাঃ ॥ ২৬ ॥ ওঁ অমৃতাপিধানমসি
স্বাহা । অপিধানমাবরণমাচ্ছাদনমিতি যাবৎ ॥ ২৭ ॥

ইতি উপনয়নমন্ত্রব্যাখ্যা ॥

প্রত্যহ সাগ্নকালে ও প্রাতঃকালে কৰ্ত্তব্য । উক্ত নিয়মেই যাব-
জ্জীবন ভোজন করিবে ।

ইতি উপনয়ন কৰ্ম্ম সমাপ্ত ।

অথ চতুর্থেহহনি সাবিদ্রীচরুহোমঃ । *

তত্র প্রথমং কৃতস্নানঃ পিতা পিতৃবৃত্তো ব্রহ্মচারিবৃত্তো বাহুত্ব
এবাচার্য্যঃ সমুদ্ভবনামানমগ্নিং সংস্থাপ্য ব্রহ্মস্থাপনানন্তরং প্রাঙ্গুধ
টপবিষ্টস্তম্নিনেবাগ্নৌ চরুং অর্পয়েৎ । তস্তানুষ্ঠানং যথা ।—অগ্নেঃ
পশ্চিমায়াং দিশি প্রাগগ্রান্ কুশানাত্তীর্ষ্য তদুপরি প্রক্ষালিতা-
নীতং বারুণমুদ্বলং মুষলং বৈণবঞ্চ সূৰ্পং বারুণচমসস্থজল-
প্রাক্ষিতং সংস্থাপ্য ব্রীহীন্ বা সূৰ্পে নিধায় ওঁ সবিদ্রে ত্বা যুষ্টং
নর্ব্বপামি ইতি কাংস্যপাত্রে চরুস্থাল্যাং বা গৃহীত্বা উদ্বলে স্থাপ-
য়েৎ । দ্বিস্তবীং । ততো দক্ষিণহস্তমুপরি কৃত্বা মুষলেনাবহত্য
সূৰ্পেণ প্রক্ষেপেৎ । ইথমেব বারুণয়ং কৃত্বা ত্রিঃ প্রক্ষাল্য চরু-
স্থাল্যামমন্ত্রকং কৃতোত্তরাগ্রং পবিত্রং নিঃক্ষিপ্য তদুপরি প্রক্ষালিত-
পুলাশিধায় ছক্ষং নিঃক্ষিপ্য স্তোকং স্তোকমুদকং দত্ত্বা তন্মধ্যে
দিব্রপলাশোড়ম্বরানামন্ত্রতমস্ত প্রাদেশপ্রমাণমগ্রে উভয়তঃ সার্ব্বা-
ষ্টপৰ্ব্বপ্রমাণং চতুষ্কোণপুঙ্করং মেক্ষণং দক্ষিণাবর্ত্তেন ভ্রাময়িত্বা
চেৎ যথাতত্ত্বমগ্না সম্যক্ পাকো ভবতি । মণ্ডগালনং দাহশ্চ ন
বতি । সম্যক্ পাকে ভূতে চরুমধ্যে স্নাতক্ষববয়ং দত্ত্বা প্রাগাদি-

অনুবাদ ।—প্রথমতঃ কৃতস্নান পিতা বা পিতা কর্তৃক অথবা
কচারী কর্তৃক বৃত্ত অত্র আচার্য্য সমুদ্ভবনামা অগ্নি স্থাপন পূর্ব্বক

* জন্ম বশতঃ পুংসবন হইতে উপনয়ন পর্য্যন্ত প্রতি সংস্কারের শীর্ষস্থানে
দ্বিতীয় অধ্যায় । তৃতীয় অধ্যায়” এইরূপে অধ্যায় সন্নিবেশিত হইয়াছে;
স্ত তাহা নহে । বিবাহ পর্য্যন্ত সামবেদীয় সমস্ত সংস্কারই প্রথম অধ্যায়ের
স্তম্ভ ।

চিহ্নিতং চক্রমবতীৰ্য্যাগ্নেুরুত্তরতঃ কুশোপরি স্থাপয়িত্বা পুনৰ্ম্মধ্যে
 স্নতশ্রবং দদ্যাৎ । ততো ভূমিজপাদিস্রবসংস্কারপর্য্যন্তং কৰ্ম্ম
 কৃত্বা অগ্নেঃ পশ্চিমত আন্তরং কুশোপরি পূৰ্ব্বমাজ্যং পশ্চাচ্চক্রং
 নিধায় উদকাঞ্জলিসেকং কৃত্বা বিরূপাক্ষজপান্তাং কুশাণ্ডিকাং
 সমাপ্য প্রকৃতকৰ্ম্মারম্ভে প্রাদেশপ্রমাণাং স্নতাক্রাং সমিধং
 তুক্ষীং প্রক্ষিপেৎ । আজ্যহোমবিহিতস্ত মহাব্যাহতিহোমশ্চক্র-
 হোমত্বাদস্ত প্রথমং ন কৰ্ত্তব্য এব । , অস্তে তু কৰ্ত্তব্য এব
 বিহিতত্বাৎ । যদি সংক্ষেপোহপেক্ষিতঃ জুহুৰ্বা ন প্রাপ্যতে
 তদা চক্রমধ্যে স্নতশ্রবং দত্ত্বা তত্রৈব মেক্ষণেন সৰুদনং গৃহীত্বা
 অগ্নিমধ্যে ওঁ সবিত্রে স্বাহা ॥ ১ ॥ ইতি জুহুয়াৎ । ততো মেক্ষণ-
 মগ্নৌ তুক্ষীং হুত্বা মহাব্যাহতিহোমং কৃত্বা প্রাদেশপ্রমাণাং
 স্নতাক্রাং সমিধং তুক্ষীমগ্নৌ হুত্বা প্রকৃতং কৰ্ম্ম সমাপ্য সৰ্ব্বকৰ্ম্ম-
 সাধারণং শাটায়নহোমাদি বামদেব্যাগানান্তমুদীচ্যং কৰ্ম্ম সমা-
 প্যাচার্য্যায় দক্ষিণাং দদ্যাৎ । অথ যদি পিতৈবচার্য্যস্তদা কৰ্ম্ম-
 কারয়িতৃত্বাক্রণায় দক্ষিণাং দদ্যাৎ । অথ প্রবরসংখ্যায়া পঞ্চ বা
 ত্রয়ো বা মেথলাগ্রহয়ঃ কৰ্ত্তব্যঃ । অথ চেৎ ফলভূয়স্বমপেক্ষিতং
 জুহুশ্চ প্রাপ্যতে তদা ভার্গবাদিপ্রবরাণাং জুহুবাং পঞ্চস্নতশ্রবং
 দত্ত্বা ইতরপ্রবরাণাং স্নতশ্রবচতুষ্ঠয়ং দত্ত্বাগ্নেুরুত্তরে প্রাগ্গামিনী-
 মাজ্যধারাং ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা ॥ ২ ॥ ইত্যনেন হুত্বা তথৈবাগ্নেদ-

টীকা ।—অথ সাবিত্রীচক্রহোমমন্ত্রব্যাখ্যা । সবিত্রে স্বাহা ॥ ১ ॥

প্রাস্তুথে বসিয়া উক্ত অগ্নিতে চক্র পাক করিবে । চক্র পাকের
 অনুষ্ঠান-প্রণালী মূলেই স্পষ্ট লিখিত আছে । চক্রর মণ্ডগালন

ক্ষিপ্তাগ্নে ওঁ সোমায় স্বাহেতি জুহুয়াৎ ॥ ৩ ॥ অথ যদি
ভৃগুগোত্রো ভার্গবপ্রবরো ব্রহ্মচারী তদা জুহুয়াৎ স্নতশ্রবং চক্-
মধ্যে স্নতশ্রবং দত্ত্বা মেক্ষণেনাবদায় পুনরপি জুহুয়াৎ স্থাপয়েৎ ।
অবদানস্থানে চরৌ স্নতশ্রবং দদ্যাৎ । ততশ্চরোঃ পূর্বভাগে
স্নতশ্রবং দত্ত্বা তত্রৈব মেক্ষণেনাবদায় পুনরপি জুহুয়াৎ স্থাপয়েৎ ।
অবদানস্থানে চরৌ স্নতশ্রবং দদ্যাৎ । ততশ্চরোঃ পশ্চিমভাগে
স্নতশ্রবং দত্ত্বা তত্রৈব মেক্ষণেনাবদায় পুনরপি জুহুয়াৎ স্থাপয়েৎ ।
অবদানস্থানে চরৌ স্নতশ্রবং দদ্যাৎ । ততো জুহুয়াৎ সর্বোপরি
স্নতশ্রবং দত্ত্বা অগ্নিমধ্যে ওঁ সবিত্রে স্বাহা ইতি জুহুয়াৎ । যদ্যন্ত-
গোত্রোহন্ত্রপ্রবরো বা তদা চরোঃ পশ্চিমভাগে স্নতশ্রবং দত্ত্বা-
বদানং ন কর্তব্যং কিন্তু জুহুয়াৎ স্নতশ্রবং দত্ত্বা চক্ৰমধ্যে প্রাগা-
বর্তনমেব চরোরুপরি স্নতশ্রবং দত্ত্বা হোতব্যং । ততো ভার্গবাদি-
প্রবরো যদি ব্রহ্মচারী তদা জুহুয়াৎ স্নতশ্রবদ্বয়ং দত্ত্বা চরোঃ
পূর্বভাগে স্নতশ্রবং দত্ত্বা মেক্ষণেন চরোর্কহতরম্নং গৃহীত্বা জুহুয়াৎ
স্থাপয়েৎ । অবদানস্থানে চরৌ স্নতশ্রবং দদ্যাৎ । ততো জুহু-
হুচরোরুপরি স্নতশ্রবদ্বয়ং দত্ত্বাহ্নেঃ পূর্বোত্তরভাগে ওঁ অগ্নয়ে
স্বিষ্টিকৃতে স্বাহেতি জুহুয়াৎ ॥ ৪ ॥ যদ্যন্ত্রপ্রবরস্তদা প্রথমমেক
এব স্নতশ্রবো জুহুয়াৎ দাতব্যঃ । ততস্ত্বকীমগ্নৌ মেক্ষণং হত্বা
মহাব্যাহতিহোমং কৃত্বা তুক্ষীং সমিৎপ্রক্ষেপান্তং প্রকৃতং কশ্ম
সমাপ্যানন্তরং সর্বকশ্মসাদারণং শাট্যায়নহোমাদি বামদেব্য-

অগ্নয়ে স্বাহা ॥ ২ ॥ সোমায় স্বাহা ॥ অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে

নিষিদ্ধ এবং তাহা দত্ত্ব না হয় একপ ভাবে পাক করিবে।

গানাস্তমুদীচ্যং কৰ্ম্ম সমাপ্যচাৰ্য্যায় দক্ষিণান্দদ্যাং । অথ যদি
পিতৈবাচাৰ্য্যস্তদা কৰ্ম্মকারয়িতৃব্রাহ্মণায় দক্ষিণাং দদ্যাং ॥

ইতি সাবিত্রীচরুহোমঃ ॥

স্বাহা । শোভনং সম্যক্ ফলাবাণ্ড্য ইষ্টং যাগং করোতীতি
স্মৃষ্টিকৃৎ ।

ইতি সাবিত্রীচরুহোমমন্তব্যাত্ম্য ॥

তৎপরে মূলের লিখিত নিয়মে হোমাদি কৰ্ম্ম সমাপন করিতে
হয় । *

ইতি সাবিত্রীচরুহোম ।

* সাবিত্রীচরুহোমের মন্ত্র কয়টি অতি ক্ষুদ্র এবং এই হোমের নিয়মা-
বলীও অতি সহজ, এ হেতু বৃথা বাহ্যভায়ে ইহার বিস্তারিত অনুবাদ প্রদত্ত
হইল না ।

সমাবর্তনম্ । *

তত্র কৃতবেদাধ্যয়নমাচার্য্যান্নমতং মাণবকং সমাবর্তয়েৎ ।
তত্র প্রাতঃ কৃতস্নানঃ কৃতবৃদ্ধিশ্রাদ্ধঃ পিতা কৃতবৃদ্ধিশ্রাদ্ধেন পিত্রা
বৃত্তো ব্রহ্মচারিবৃত্তো বাহুগ্ৰ এবাচার্য্যস্তেজোনামানমগ্নিং সংস্থাপ্য
বিরূপাক্ষজপান্তাং কুশণ্ডিকাং সমাপ্য মাণবকং দক্ষিণে নিধায়
প্রকৃতকৰ্ম্মারম্ভে প্রাদেশপ্রমাণাং স্মৃত্যন্তাং সমিধং তৃণমগ্নৌ
হুত্বা মহাব্যাহতিহোমং* কুৰ্ব্যাৎ । যথা প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রী-
চ্ছন্দোহগ্নিদেবতা মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ ভূঃ
স্বাহা । প্রজাপতিঋষিরুক্ষিক্ছন্দো বায়ুদেবতা মহাব্যাহতিহোমে
বিনিয়োগঃ । ওঁ ভূবঃ স্বাহা ! প্রজাপতিঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দঃ সূর্য্যো
দেবতা মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ স্বঃ স্বাহা । তত
আচার্য্যঃ পঞ্চভিষ্মন্তৈঃ পঞ্চাহতীর্জুহুয়াৎ । যথা প্রজাপতি-

অনুবাদ ।—কৃতবেদাধ্যয়ন, আচার্য্য কর্তৃক অনুমত মাণব-
ককে গৃহে আনয়ন করিতে হয় । প্রথমতঃ পিতা পূর্ব্ববৎ প্রাতঃ-
স্নান ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদি সমাপন পূর্ব্বক মহাব্যাহতিহোম করি-
বেন । পরে আচার্য্য পাঁচটী মন্ত্রে পাঁচটী আহুতি দিবেন । পাঁচটী-

* সমাবর্তন, সংস্কার এখন আমাদের দেশে একপ্রকার নাই বলিলেই
হয় ; কারণ উপনয়নান্তে গুরুগৃহে গিয়া বাস করাই পূর্ব্ব রীতি ছিল ।
তথায় অধ্যয়ন সমাপনান্তে গুরুকর্তৃক আদিষ্ট হইয়া যৎকালে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত
হইত হইতে, তখনই আসিবার অগ্রে গার্হস্থ্য-ধর্ম্মরক্ষণোপযোগী গুণরাশির
অরণ্যরূপ এই সমাবর্তন সংস্কার নির্বাহ করিতে হইত । এখন গুরুগৃহে
বাসও নাই, হুতরাং প্রকৃত সমাবর্তনও নাই বলিলেই হয় । তবে এখন
উপনয়নের দিনেই ঐ সংস্কার নির্বাহের রীতি অস্বদেশে প্রচলিত আছে ।

ঋষিরগ্নির্দেবদতা সমাবৰ্ত্তনহোমে বিনিয়োগঃ । ও অগ্নে ব্রত-
পতে ব্রতমচার্ষং তত্তে প্রব্রবীমি তদশকং তেনারাং সমিদমহম-
নূতাং সত্যমুপাগাং স্বাহা ॥ ১ ॥ প্রজাপতিঋষির্কায়ুর্দেবতা
সমাবৰ্ত্তনহোমে বিনিয়োগঃ । ও বায়ৌ ব্রতপতে ব্রতমচার্ষং
তত্তে প্রব্রবীমি তদশকং তেনারাং সমিদমহমনূতাং সত্যমুপাগাং
স্বাহা ॥ ২ ॥ প্রজাপতিঋষিঃ সূর্য্যো দেবতা সমাবৰ্ত্তনহোমে
বিনিয়োগঃ । ও সূর্য্য ব্রতপতে ব্রতমচার্ষং তত্তে প্রব্রবীমি তদশকং
তেনারাং সমিদমহমনূতাং সত্যমুপাগাং স্বাহা ॥ ৩ ॥ প্রজাপতি-
ঋষিঃ চন্দ্রো দেবতা সমাবৰ্ত্তনহোমে বিনিয়োগঃ । ও চন্দ্র
ব্রতপতে ব্রতমচার্ষং তত্তে প্রব্রবীমি তদশকং তেনারাং সমিদ-
মহমনূতাং সত্যমুপাগাং স্বাহা ॥ ৪ ॥ প্রজাপতিঋষিরিজ্যো দেবতা

টীকা।—অথ সমাবৰ্ত্তনমন্ত্রব্যাখ্যা। ও অগ্নে ব্রতপতে ব্রতমচার্ষং
তত্তে প্রব্রবীমি তদশকং তেনারাং সমিদমহমনূতাং সত্যমুপাগাং ।
আরাদ্ধূরত এবানূতাং সত্যরূপং ব্রতমিদং সমুপাগাং সমুপাগত-
বানস্মি ॥ ১ ॥ ও বায়ৌ ব্রতপতে ব্রতমচার্ষং তত্তে প্রব্রবীমি তদ-
শকং তেনারাং সমিদমহমনূতাং সত্যমুপাগাং ॥ ২ ॥ ও সূর্য্য
ব্রতপতে ব্রতমচার্ষং তত্তে প্রব্রবীমি তদশকং তেনারাং সমিদমহ-
মনূতাং সত্যমুপাগাং ॥ ৩ ॥ ও চন্দ্র ব্রতপতে ব্রতমচার্ষং তত্তে
প্রব্রবীমি তদশকং তেনারাং সমিদমহমনূতাং সত্যমুপাগাং ॥ ৪ ॥

মন্ত্রের অর্থ যথা,—“হে অগ্নে ! হে ব্রতপতে ! উপনয়নকালে
আমি তোমার আনুকূল্যে যে ব্রতানুষ্ঠান করিব বলিয়াছিলাম,
তাহা অনুষ্ঠিত হইয়াছে ; এই হেতু বলিতেছি যে, আমি এখন
অনৃত হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সত্যস্বরূপতা প্রাপ্ত হইয়াছি।” এই

সমাবর্তনহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ ইন্দ্র ব্রতপতে ব্রতমচার্ঘ্যং
তত্তে প্রব্রীমি তদশকং তেনারাং সমিদমহমনৃতং সত্যমুপাগাং
স্বাহা ॥ ৫ ॥ তত আচার্য্য উদগগ্ৰেষু কুশেষু উত্তরাভিমুখে উপ-
বিশতি । ব্রহ্মচারী তু আচার্য্যস্ত পশ্চিমোত্তরকোণে উদগগ্ৰেষু
কুশেষু প্রাঙ্ঘু উপবিশতি । ততঃ শীতোষ্ণমিশ্রিতাভিরন্তিবীহি-
যবমাষমুদগাদ্যোষধজব্যুক্তাভিশ্চন্দনাদিগন্ধবাসিতাভিঃ পাত্ৰা-
ন্তরস্থিতাভিঃ স্বাজ্জলিং পূরয়িত্বা ব্রহ্মচারী আচার্য্যপ্রেরিতোহনেন
মন্ত্ৰেণ ভূমৌ ত্যজেৎ, প্রজাপতিঞ্চ বির্গায়ত্রীচ্ছন্দোহগ্ন্যাদগ্নৌ
দেবতাঃ সমাবর্তনে ব্রহ্মচার্য্যদকাজ্জলিত্যাগে বিনিয়োগঃ । ওঁ
যেপ্শ্বস্তরগ্নয়ঃ প্রবিষ্টা গোহ উপগোহঃ মনোকঃ মনোহাঃ খলো
বিরুজন্তনুদুধিরিন্দ্রিয়হা অতি তান্ সৃজামি ॥ ৬ ॥ ততঃ পুনস্তাভি-

ওঁ ইন্দ্র ব্রতপতে ব্রতমচার্ঘ্যং তত্তে প্রব্রীমি তদশকং তেনারাং
সমিদমহমনৃতং সত্যমুপাগাং । এতৈঃ পঞ্চাহতীজু হ্রয়াৎ ॥ ৫ ॥
ওঁ যেপ্শ্বস্তরগ্নয়ঃ প্রবিষ্টা গোহ উপগোহো মনোকো মনোহা
খলো বিরুজন্তনুদুধিরিন্দ্রিয়হা অতি তান্ সৃজামি । যজুরিদমাগ্নেয়-

প্রকারে বায়ু, সূর্য্য, চন্দ্র ও ইন্দ্র দেবতাকেও সন্মোদন পূর্ব্বক
ঐরূপ মন্ত্র বলিবে । ১—৫ । তদনন্তর আচার্য্য উদগগ্ৰ কুশোপরি
উত্তরাভিমুখে উপবেশন করিবেন । ব্রহ্মচারীও আচার্য্যের
পশ্চিমোত্তর কোণে উদগগ্ৰ কুশোপরি প্রাঙ্ঘু হইয়া উপবিষ্ট
হইবেন । পরে আচার্য্য কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া ব্রীহি, যব, মাষ-
মুগ প্রভৃতি ওষধিযুক্ত, চন্দনাদিগন্ধবাসিত, পাত্ৰান্তরস্থিত শীতোষ্ণ
জলের অঞ্জলি লইয়া মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক ভূতলে নিক্ষেপ করিবেন
মন্ত্র যথা,—“জলমধ্যে গোহ, উপগোহ, মনোক, মনোহা

রঞ্জলিং প্রয়িত্বা অনেন মন্ত্রেণ ভূমৌ ত্যজেৎ । প্রজাপতিঋষি-
বৃহতীচ্ছন্দোহপাং ঘোরক্রূরাশান্তরূপা দেবতা সমাবর্তনে ব্রহ্ম-
চাযুদকাজ্জলিত্যাগে বিনিয়োগঃ । ওঁ যদপাং ঘোরঃ যদপাং
ক্রূরঃ যদপামশান্তমভি তৎ সৃজামি ॥ ৭ ॥ ততং আচার্য্যপ্রেৱিতো
ব্রহ্মচারী তাভিরভিঃ স্বাজ্জলিং প্রয়িত্বা অনেন মন্ত্রেণ আত্মানমভি-
ষিঞ্জেৎ । প্রজাপতিঋষী রোচনোহগ্নির্দেবতা সমাবর্তনে ব্রহ্মচাযু-
দকাজ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ । ওঁ যো রোচনস্তমিহ গৃহ্ণামি তেনাহং

মুদকাজ্জলিত্যাগে বিনিযুক্তং । যেহগ্নয়ো বক্ষ্যমাণাঃ অপ্সু অন্ত-
র্নধ্যে প্রবিষ্টাঃ । কে পুনস্তে গোহ উপগোহঃ মনোকঃ মনোহা
খলো বিরুজঃ তনুদ্বিঃ ইন্দ্রিয়হা তানেতানষ্টৌ অগ্নীব কুলদূষণান্
অভিসৃজামি ত্যজামি বেনেদং জলং মম স্নানযোগ্যং ভবতী-
ত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥ ওঁ যদপাং ঘোরং যদপাং ক্রূরমিত্যাদি । ঘোৱাদগ্নয়ো
দেবতাঃ । অপাং সম্বন্ধি যদঘোরং ভীমং বাতং ক্রূরং নিষ্ঠুরং
যচ্চাশান্তং রুজাকরং তদভিসৃজামি ॥ ৭ ॥ ওঁ যো রোচনস্তমিহ

খল, বিরুজ, তনুদ্বি ও ইন্দ্রিয়হা এই আট নামে অগ্নিবৎ যে
দোষসমূহ আছে, আমি সেই কুলদূষণ দোষরাশিকে ত্যাগ
করিলাম, জল আমার স্নানযোগ্য হইল” ৬ । পুনরায় ঐরূপে
অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া “জলের বে ঘোর, ক্রূর ও অশান্ত রোগপ্রদ
দোষ আছে, তাহাও ত্যাগ করিলাম” এই মন্ত্রে ঐ জল ভূতলে
ত্যাগ করিবে । ৭ । পরে আচার্য্যানুসৃত ব্রহ্মচারী পূর্বোক্তরূপ
জলের অঞ্জলি লইয়া মন্ত্র পাঠ পূর্বক তদ্বারা আত্মাকে অভি-
ষিক্ত করিবে । মন্ত্র যথা,—“এই জলে যে রুচিকর ও দীপ্তিকর
অগ্নি আছে, আমি তাহাই গ্রহণ করিতেছি ও তদ্বারা আত্মাকে

মামভিষিকামি ॥ ৮ ॥ ততঃ পুনরপি পূৰ্ব্ববদেব অঞ্জলিঃ পূৰ্ব্বমিচ্ছা-
হনেন মন্ত্ৰেণাত্মানমভিষিক্বেৎ । প্রজাপতিঋষী রোচনোহগ্নির্দে-
বতা সমাবর্তনে ব্রহ্মচাৰ্য্যদকাজলিসেকে বিনিয়োগঃ । ওঁ যশসে
তেজসে ব্রহ্মবৰ্চসে বলায়েজ্জিহ্বায় বীৰ্য্যায়ান্নাদ্যায় রায়স্পোষায়
ত্বিষ্টায়াপচিতি ॥ ৯ ॥ ততঃ পুনরপি অঞ্জলিঃ গৃহীত্বা অনেন মন্ত্ৰে-
ণাভিষিক্বেৎ । প্রজাপতিঋষিঃ বড়ঠকা মহাপংক্তিচ্ছন্দোহগ্নিনৌ
দেবতে সমাবর্তনে ব্রহ্মচাৰ্য্যদকাজলিসেকে বিনিয়োগঃ । ওঁ যেন

গৃহ্ণামি তেনাহং মামভিষিকামি । যজুৰিদং রোচননান্নাদির্দেবতং
অভিষেকে বিনিযুক্তং । গোহাদিষু ত্যক্তেষু যোহত্মো রোচ-
নাখ্যোহগ্নির্দীপ্তিকরন্তুমিহ গৃহ্ণামি জলান্তর্কাসিনা তেন রোচনে-
নাহং আত্মানমভিষিকামি ॥ ৮ ॥ কিমর্থং যশসে তেজসে ব্রহ্মবৰ্চসে
বলায়েজ্জিহ্বায় বীৰ্য্যায়ান্নাদ্যায় রায়স্পোষায় ত্বিষ্টায় অপচিতিঃ ।
রায়স্পোষো ধনসমৃদ্ধিঃ । ত্বিষ্টদীপ্তিঃ । অপচিতিঃ প্রজাপ্রাণিঃ ॥ ৯ ॥

অভিষিক্ত করিতেছি ।” ৮ । তৎপরে পুনরায় ঐরূপ জলাঞ্জলি
লইয়া আত্মাকে অভিষিক্ত করিবে । মন্ত্ৰ যথা,—“আমি যে
জলান্তর্গত অগ্নি-গ্রহণ করিলাম ও তদ্বারা আত্মাকে অভিষিক্ত
করিলাম, ইহাতে আমার যশঃ, তেজঃ, ব্রহ্মবৰ্চস্, বল, ইজ্জিয়-
ক্ষমতা, বীৰ্য্য, ঐশ্বর্য্য, ধনসমৃদ্ধি, দীপ্তি ও প্রজা (পুত্রপৌত্রাদি)
লাভ হইবে । ৯ ।” তদনন্তর পুনর্বার ঐরূপ জলাঞ্জলি লইয়া
তদ্বারা আত্মাকে অভিষিক্ত করিবে । মন্ত্ৰ যথা,—“হে অগ্নিনী
কুমারদেব ! তোমরা যে কর্ণ দ্বারা অপুণ্যাত্মা দ্বীর হিংসা
করিয়াছ, বাহা দ্বারা মদিরাকে খণ্ডিত করিয়াছ, বাহা দ্বারা
পাশক্রীড়াকে বিদূরিত করিয়াছ, বাহা দ্বারা এই মহতী পৃথীকে

দ্বিয়মকৃণুতং যেনাপামৃষতং সুরাং যেনাকানভ্যবিষ্কতং । যেনেমাং
পৃথিবীং মহীং যদ্বাং তদশ্বিনৌ যশস্তেন মামভিবিষ্কতং ॥ ১০ ॥
ততঃ পুনরপি তাদৃশেনাজ্জলিনা তুক্ষীমাশ্বানমভিবিষ্কেৎ । ততো-
হভিষেকানন্তরমাদিত্যাভিমুখ উথায় ব্রহ্মচারী চতুর্ভির্দ্বৈ-
রাদিত্যমুপতিষ্ঠেৎ । যথা প্রজাপতির্দ্বিঃস্বিরমুষ্টু পুছন্দ আদিত্যো

ও যেন দ্বিয়মকৃণুতং যেনাপামৃষতং সুরাং যেনাকানভ্যবিষ্কতং
যেনেমাং পৃথিবীং মহীং । যদ্বাং তদশ্বিনা যশস্তেন মামভি-
বিষ্কতং । যড়ষ্টকা মহাপঙক্তিঃস্মিৎ । অশ্বিনৌ দেববৈদ্যৌ কর্ম-
ণামধিষ্ঠাতারৌ । ব্রহ্মচারিণা সঙ্কল্প প্রার্থ্যতে । হে অশ্বিনা যেন
কর্মণা যুবাং অপুণ্যাখ্যাং দ্বিয়মকৃণুতং হিংসিতবন্তৌ । যেন চ
সুরাং মদিরাং অপ্যামৃষতং খণ্ডিতবন্তৌ । যেনাকান্ পাশান্
অপামৃষতং যেন চ ইমাং পৃথিবীং মহীং মহতীং অভ্যবিষ্কতং
অভিবিষ্কতবন্তৌ । শস্ত্রপ্ররোহণদ্বারেন সঘর্দ্বিতবন্তৌ । এবমুতং
যৎ ত্বাং যুবয়োর্ধশঃ শোভনং কর্ম তেন মামভিবিষ্কতং । যথা
যুবাভ্যামহমভিষিক্তঃ কৃতকৃত্যো ভবামি । অশ্বিনা ইতি সূপাং-
স্বলুগিত্যাদিনা প্রথমাবিবচনস্ত নাদেশঃ । যে চেমামিত্যত্র যে
ইতি ইয়াঙিয়িজীকারণামুপসংখ্যানমিতীকারে কৃতে আদ-

অভিষিক্ত করিয়াছ, অর্থাৎ শস্ত্রপ্ররোহণ দ্বারা সঘর্দ্বিত করি-
য়াছ, তোমাদিগের সেই শোভনকার্য্য দ্বারা আমাকে অভিষিক্ত
কর অর্থাৎ আমি যেন তোমাদিগের দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া
কৃতকৃত্য হই । ১০ ।" পরে পুনরায় ঐরূপ জলাঞ্জলি লইয়া
বিনা মন্ত্রে তদ্বারা আমাকে অভিষিক্ত করিবে । অনন্তর ব্রহ্ম-
চারী গাত্রোথান পূর্বক আদিত্যাভিমুখ হইয়া চারিটা মন্ত্র দ্বারা

দেবতা আদিত্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ উদ্যান্ ভ্রাজভৃষ্টি-
ভিরিক্সো মরুত্তিরস্থাৎ প্রাতর্থাবভিরস্থাৎ দশসনিরসি দশ-
সনিং মা কুর্ক্সাত্মা বিশাম্যাবিশ ॥ ১১ ॥ প্রজাপতিঋষিরমুষ্টিপুচ্ছন
আদিত্যো দেবতা আদিত্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ উদ্যান্
ভ্রাজভৃষ্টিভিরিক্সো মরুত্তিরস্থাৎ সান্তপনেভিরস্থাৎ শতসনিরসি শত-
সনিং মা কুর্ক্সাত্মা বিশাম্যাবিশ ॥ ১২ ॥ প্রজাপতিঋষিরমুষ্টিপুচ্ছন
আদিত্যো দেবতা আদিত্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ উদ্যান্ ভ্রাজ-
ভৃষ্টিভিরিক্সো মরুত্তিরস্থাৎ সায়ংষাবভিরস্থাৎ সহস্রসনিরসি সহস্র-

শুণঃ ॥ ১০ ॥ ওঁ উদ্যান্ ভ্রাজভৃষ্টিভিরিক্সো মরুত্তিরস্থাৎ প্রাতর্থাব-
ভিরস্থাৎ দশসনিরসি দশসনিং মা কুর্ক্সাত্মা বিশাম্যাবিশ । ওঁ
উদ্যান্ ভ্রাজভৃষ্টিভিরিক্সো মরুত্তিরস্থাৎ সান্তপনেভিরস্থাৎ শতসনি-
রসি শতসনিং মা কুর্ক্সাত্মা বিশাম্যামিশ । ওঁ উদ্যান্ ভ্রাজভৃষ্টি-

আদিত্যোপস্থান করিবেন। মন্ত্র যথা,—“উদীয়মান আদিত্য
অতিশয়-দীপ্যমান দেবগণের সহিত এবং প্রাতঃরাগত দেব-
বিশেষের সহিত অবস্থান করুন। হে আদিত্য! আপনি যেমন দশ-
জনের ভরণকর্তা, সেইরূপ আমাকেও দশজনের ভরণকর্তা করুন।
আমি আপনার নিকট প্রার্থী হইতেছি, আপনি আমার প্রতি
অভিমত-ফলদানোন্মুখ হউন। ১১। উদীয়মান সূর্য্য অতিশয়
দীপ্যমান দেবগণের সহিত এবং সান্তপননামা দেববিশেষের
সহিত অবস্থান করুন। হে সূর্য্য! আপনি যেমন শতজনের
ভরণকর্তা, সেইরূপ আমাকেও শতজনের ভরণকর্তা করুন,
আমি আপনার নিকট প্রার্থী হইয়া উপগত হইতেছি, আপনি
আমার প্রতি অভিমত-ফলদানোন্মুখ হউন। ১২। উদীয়মান

সনিং মা কুর্ক্বাহ্বা বিশাম্যাবিশ ॥ ১৩ ॥ প্রজাপতিঋষিরমুষ্টু প্ছন্দ
আদিত্যো দেবতা আদিত্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ । ওঁ চক্ষুরসি চক্ষু-
ষ্টুমশ্রু বাম পাপ্পানং জহি সোমস্তা রাজা অবতু নমস্তেহস্ত মা মাং

ভিরিদ্ধো মরুত্তিরহ্বাং সাংঘাবাভিরহ্বাং সহস্রসনিরসি সহস্র-
সনিং মা কুর্ক্বাহ্বা বিশাম্যাবিশ । ওঁ চক্ষুরসি চক্ষুষ্টুমশ্রু বাম
পাপ্পানং জহি সোমস্তা রাজাহবতু নমস্তেহস্ত মা মাং হিংসীঃ ।
এতন্মন্ত্রচতুষ্টয়মাদিত্যদৈবতমাদিত্যোপস্থানে বিনিয়ুক্তং । জীপি
যজুংষি শেষোহমুষ্টুপ্ । পরমেশ্বর্যাবোগাং ইন্দ্রঃ আদিত্য উদ্যান
উদীরমানঃ মরুত্তিদ্দৈবৈঃ সহাস্তাং স্থিতবান্ । কিস্তুতৈঃ ব্রাহ্ম-
ভৃষ্টিভিঃ ব্রাহ্মতঃ ইতি ব্রহ্মোর্বজনং ভৃষ্টির্বেষাং তে তথোক্তাঃ ।
তৈঃ অতিশয়দীপ্যমানৈরিত্যর্থঃ । ন কেবলং মরুত্তিরহ্বাং প্রাত-
র্যাবানো দেববিশষাষ্টৈঃ সহাস্তাং । কিঞ্চ দশসনিরসি । দশানাং
সংবিভর্তাসি অতো মামপি দশসনিং কুরু, অহং ত্বা ত্বাং আবি-
শামি অর্থিত্বেনোপগচ্ছামি অতস্তুমপি মা মাং আবিশ অভিমত-
ফলদানেনাভিমুখো ভব । প্রাতর্ষাবভিরিতি যা প্রাপণে । অতো-
ষগি ন কনিপ্ বনিপশ্চেতিবনিপ্ । দশসনিরিতি বনষণ সংভক্তৌ
ছন্দসি ষণ বক্ষিস্থামিতীন । আবিশেতি ব্যবহিতোপসর্গসম্বন্ধঃ ।

আদিত্য অতিশয় দীপ্যমান দেবগণের সহিত এবং সাংঘকালাগত
দেববিশেষের সহিত অবস্থান করুন । হে স্বর্ঘ্য ! আপনি মেঘন
সহস্রজনের ভরণকর্তা, আমাকেও সেইরূপ সহস্রজনের ভরণ-
কর্তা করুন । আমি প্রার্থীরূপে আপনার নিকট উপগত হই-
তেছি, আপনি মৎপ্রতি অভিমত-ফলদান দ্বারা অমুকুল ইউন । ১৩
হে স্বর্ঘ্য ! আপনি ত্রিভুবনের চক্ষু এবং লোকের দর্শনশক্তি,

হিংসীঃ ॥ ১৪ ॥ ততো ব্রহ্মচারী মেথলামনেন মন্ত্রণাধস্তামোচয়েৎ ।
শুনঃশেক্ষাং বিজিষ্টপুহন্দো বরুণো দেবতা মেথলামোচনে বিনি-
য়োগঃ । ও উহুত্তমং বরুণ পাশমশ্বদবোধমং বিমধ্যমং শ্রথায় ।
অথাদিত্য ব্রতে বয়ং তবানাগসোহদিতয়ে স্তাম ॥ ১৫ ॥ ততঃ
আচার্য্যো বিশ্বদগুনগৌ ক্ষিপ্ত্বা মহাব্যাহতিহোমং কৃৎ প্রাদেশ-

সাস্তপনা দেববিশেষাঃ বহুলং ছন্দসীতি ঐসুন ভবতি । সাগং-
যাবানো দেববিশেষাঃ । • হে সূর্য্য মে মম পাপ্যানং অনিষ্টং অব-
জহি । যত্বঃ ত্রৈলোক্য চক্ষুরসি তথা লোকস্থাপি চক্ষুঃ দর্শন-
শক্তিভূমসি । কিঞ্চ সোমো ব্রাহ্মণানামোষধীঞ্চ রাজা স্বা স্বাং
অবতু আপ্যারতু । দেবানামগং চন্দ্র ইতি কৃৎ প্রাদেশ্য
নমস্তেহস্ত মা মাং হিংসীঃ । চক্ষুঃমিতি যুগ্মভুক্তক্ষুয়ন্তঃ পাদমিতি-
যত্বং টুহঞ্চ । অবজহীতি ব্যবহিতোপসর্গদ্বন্দ্বঃ ॥ ১১ ১৪ ॥ ও
উহুত্তমং বরুণ পাশমশ্বদবোধমং বিমধ্যমং শ্রথায় । অথাদিত্য ব্রতে
বয়ং তবানাগসোহদিতয়ে স্তাম । ত্রিষ্টুবিয়ং শুনঃশেক্ষাং
বরুণো দেবতা মেথলামোচনে বিনিযুক্তা । অনয়া ত্রিষ্টুপা শুনঃ-

আপনি আমার পাপরূপ অনিষ্ট বিদূরিত করুন । চন্দ্রমা ব্রাহ্মণ-
দিগের ও ঔষধিসমূহের আধিপতি, তিনি আপনাকে বঞ্চিত
করুন; আমি আপনাকে নমস্কার করি, আমাকে হিংসা করি-
বেন না অর্থাৎ মৎপ্রতি প্রতিকূল হইবেন না । ১৪ ।” ইহার
পর ব্রহ্মচারী মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক মেথলা মোচন করিবেন । মন্ত্র
যথা,—“হে বরুণ ! আমাদের কণ্ঠস্থিত বন্ধন উদ্ধার করিয়া
উন্মোচন কর । পাদাবস্থিত বন্ধন অশ্রুত্যাং মোচন করিয়া
দেও এবং কটিস্থ বন্ধন শিথিল কর । হে অবিভিন্ন বরুণ !

প্রমাণাং ঘৃতাক্তাং সমিধং তুষ্ণীমগ্নৌ হুত্বা প্রকৃতং কৰ্ম্ম সমাপ্য
সৰ্ব্বকৰ্ম্মসাধারণং শাট্যায়নহোমাদি-বামদেব্যগানান্তমুদীচ্যং কৰ্ম্ম
সমাপয়েৎ । ততো ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা স্বয়ঞ্চ ভুক্ত্বা
শিখাবৰ্জ্জং কেশ-শ্মশ্রুণথানাং ক্ষোটনং কারয়িত্বা স্নাত্বা শুভে লগ্নে
আহতে বাসসী পরিধায় কৃতালঙ্কারোহনেন মন্ত্ৰেণ যজ্ঞোপবীত-
দ্বয়ং পরিদধ্যাৎ । প্রজাপতিঞ্চা বিধযজ্ঞোপবীতং দেবতা সমাবর্তনে

সেফস্তিভিঃ পাশৈরব্রহ্মঃ তদ্বিমোক্ষায় বরুণং প্রার্থয়ামাস । হে
বরুণ অস্মৎ-সকাশাৎ উত্তমং কণ্ঠাবস্থিতং পাশং বন্ধনং উচ্চুথায়
উজ্জ্বলমুশ্রাবয় অধমং পাদাবস্থিতং অবশ্রথায় অধস্তাদবতারয়
মধ্যমং কটিদেশাবস্থিতং অবশ্রথায় তত্রস্থমেব শিথিলীকুরু । অথ
পাশবিমোক্ষানন্তরং শুনঃশেফেন বরুণঃ প্রার্থ্যতে । হে
আদিত্য অদিতিপুত্র বরুণ অথ পাশবিমোক্ষানন্তরং তব ব্রতে
পরিচর্য্যালক্ষণে বয়ং অনাগসোহন্নবাধাঃ সন্তঃ শ্রাম ভবেম । ন

আমরা তোমার পরিচর্য্যারূপ ব্রতে নির্বিঘ্নে নিযুক্ত থাকিলাম ।
পরন্তু কেবলমাত্র আপনার নহে, আপনার জননী অদিতিদেবীর
সেবাতেও নিযুক্ত রহিলাম । ১৫৷” অনন্তর আচার্য্য বিষ্ণুও
অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া মহাব্যাহুতি হোম, তুষ্ণীভাবে অগ্নিতে
সমিধ্ ক্ষেপণ, প্রকৃতকৰ্ম্মশেষ, শাট্যায়ন-হোমাদি, বামদেব্যগান
প্রভৃতি নির্বাহ করিবেন । পরে ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ ভোজন করা-
ইয়া স্বয়ং ভোজন করিবেন এবং শিখারক্ষণ পূর্বক কেশ-শ্মশ্রু-
নখাদির কৰ্ত্তন, ও স্নানান্তে শুভলগ্নে ধৌতবস্ত্র পরিধান করিয়া
অলঙ্কার ধারণ করিবেন । তৎপরে মন্ত্রপাঠপূর্বক যজ্ঞোপবীতদ্বয়
ধারণ করিবে । মন্ত্র যথা,—“তুমি যজ্ঞোপবীত নাম ধারণ

যজ্ঞোপবীতবয়পরিধাপনে বিনিয়োগঃ । ওঁ যজ্ঞোপবীতমসি
যজ্ঞস্ত্রোপবীতেনোপনেহ্যমি । ততঃ কৃষ্ণসারাজিনং ত্যক্ত্বা
কালান্তরেহপি ছিন্নং জলে ক্ষিপ্ত্বা অপরমেতন্নম্নাভিমন্ত্রিতং
গৃহীয়াৎ । ততঃ স্নাতকোহনেন মস্ত্রেণ মূৰ্দ্ধি স্রজং বদীয়াৎ ।
প্রজাপতিঋষিঃ শ্রীদৈবতা শ্রবন্ধনে বিনিয়োগঃ । ওঁ শ্রীরসি ময়ি
রমস্ব ॥ ১৬ ॥ ততো ব্রহ্মচারী প্রজাপতিঋষিরূপানহৌ দেবতে
উপানংপরিধাপনে বিনিয়োগঃ । ওঁ নেত্রৌ স্তো নয়তং মাং ॥ ১৭ ॥
অনেন মস্ত্রেণ চন্দ্রপাট্কাযুগলে পাদৌ নিদধ্যাৎ । ততো ব্রহ্মচারী

কেবলং তব অদিতয়ে অদিতেশ্চ তব মাতৃঃ । শ্রথায়ৈতি শ্রথা-
তেলোটি সিপ্ । ছন্দসি শায়চ তৎ অবধি ইত্যেতে ব্যবহিতাঃ ।
আদিত্যোতি দিত্যদিত্যাদিনা গ্যঃ ॥ ১৫ ॥ ওঁ শ্রীরসি ময়ি রমস্ব ।
শ্রীদৈবতং শ্রবন্ধনে বিনিযুক্তং । হে মালে যা ত্বং শ্রীলক্ষ্মীরসি
সা ময়ি রমস্ব অবস্থানং কুরু ॥ ১৬ ॥ ওঁ নেত্রৌ স্তো নয়তং
মাং । উপানদৈবতং । যজুঃ । উপানংপরিধাপনে বিনিযুক্তং । হে
উপানহৌ যতো যুবাং নেত্রৌ নয়নশক্তিপ্রদে স্থঃ ভবথঃ অতো

করিতেছ, আমি যজ্ঞার্থ তোমাকে গ্রহণ করিতেছি ।” তদনন্তর
কৃষ্ণসারাজিন পরিত্যাগ করিয়া ছিন্ন যজ্ঞোপবীত জলে ক্ষেপণ
পূর্বক মন্ত্রাভিমন্ত্রিত করিয়া অপর উপবীত ধারণ করিবে । পরে
মস্তকে মাল্য ধারণ করিতে হয় । মন্ত্র যথা,—“হে মালে
তুমি লক্ষ্মীস্বরূপিণী, তুমি আমাতে অবস্থান কর । ১৬ ।” তৎপরে
ব্রহ্মচারী মন্ত্র পাঠ পূর্বক পদদ্বয়ে চন্দ্রপাট্কাযুগল ধারণ করিবে ।
মন্ত্র যথা,—“হে উপানহবয় ! তোমরা দৃষ্টিশক্তিপ্রদ হও ; অতএব
আমাকে অভিলষিত প্রাপ্ত্যর্থ দেশান্তরে লইয়া চল । ১৭ ।” অনন্তর

স্বপ্রমাণং বৈণবং দণ্ডমেনে মন্ত্ৰেণ গৃহ্ণাতি । প্রজাপতিঋবির্দণ্ডো
দেবতা দণ্ডগ্রহণে বিনিয়োগঃ । ওঁ গন্ধর্ব্বোহ্যাপ মা অব ॥ ১৮ ॥
ততঃ কৃষ্ণসারাজিনং যজ্ঞোপবীতং ত্যক্ত্বা দণ্ডোপবীতং ত্যক্ত্বা
দণ্ডোপরি নিদধ্যাৎ । ততো ব্রহ্মচারী আচার্য্যসমীপং গম্বা
সপরিষদমাচার্য্যমেনে মন্ত্ৰেণ পশ্চেৎ । প্রজাপতিঋষিরাচার্য্য-
পরিষদৌ দেবতে আচার্য্যপরিষদীক্ষণে বিনিয়োগঃ । ওঁ যক্ষমিব
চক্ষুষঃ প্রিয়ো বো ভূয়াসং ॥ ১৯ ॥ অথ ব্রহ্মচারী কৰ্ম্মাপদেশ-

মাং নয়তং ইষ্টপ্রাপ্তয়ে দেশান্তরং প্রাপয়তং ॥ ১৭ ॥ ওঁ গন্ধর্ব্বোহ-
হ্যাপ মা অব । দণ্ডগ্রহণে বিনিযুক্তং । দণ্ডদৈবতং যজুরিদং ।
হে দণ্ড যতন্ত্বং গন্ধর্ব্ব আদিত্যোসি রক্ষণকর্তাসি অতো মা
মাং উপাব । উপ সমীপে রক্ষ । অব রক্ষণে ব্যবহিতোপসর্গ-
সম্বন্ধঃ ॥ ১৮ ॥ ওঁ যক্ষমিব চক্ষুষঃ প্রিয়ো বো ভূয়াসং । যজুরিদং
আচার্য্যপরিষদোবীক্ষণে বিনিযুক্তং । এতদেব তে আচার্য্যপরি-
ষৎসমেতরৌ যুগ্মাকং চক্ষুষঃ প্রিয়োহং ভূয়াসং । ক ইব
যক্ষমিব । যথা যক্ষো দর্শনীয়তা সর্বলোকস্ত বল্লভঃ তথাহপি

ব্রহ্মচারী স্বপ্রমাণ বংশদণ্ড মন্ত্ৰ পাঠ পূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন ।
মন্ত্ৰ যথা,—“হে দণ্ড ! তুমি গন্ধর্ব্ব অর্থাৎ রক্ষাকর্তা হইতেছ,
অতএব মৎসমীপে অবস্থান পূর্ব্বক আমাকে রক্ষা কর । ১৮ ।”
পরে কৃষ্ণসারাজিন ও যজ্ঞোপবীত ত্যাগ পূর্ব্বক দণ্ডোপরি
স্থাপন করিবে । তদনন্তর ব্রহ্মচারী সপরিষদ আচার্য্যের
নিকট গিয়া তাঁহাকে দর্শন করত মন্ত্ৰ পাঠ করিবে । মন্ত্ৰ
যথা,—“আমি যেন যক্ষের গ্রাম তোমাদিগের চক্ষুর প্রিয়
হই । ১৯ ।” অনন্তর ব্রহ্মচারী কৰ্ম্মাপদেশসমীপে গমন পূর্ব্বক

সমীপং গন্তোপবিশ্ব প্রসারিতাজুলিনা দক্ষিণহন্তেন মুখমাজ্জাদা
মুখভবং প্রাণবায়ু সংস্পৃশনিমং মন্ত্রং পঠেৎ । প্রজাপতিশ্চ বিব্রহু-
ষ্টুপছন্দো জিহ্বা দেবতা মুখপ্রাণস্পর্শনে বিনিয়োগঃ । ওঁ
ওষ্ঠাপিধানা নকুলী দন্তপরিমিতঃ পরিজিহ্বে । মা বিহ্বলো
বাচং চারু মাদ্যোহ বাদয়ঃ ॥ ২০ ॥ অথাচার্যাস্তমর্য্যাপাদাদি-

যুগ্মচক্ষুযামিত্যর্থঃ । যক্ষমিব লিঙ্গব্যত্যয়েন নপুংসকত্বং । চক্ষুয
ইতি জ্ঞাতাবেকবচনং ॥ ১৯ ॥ ওঁ ওষ্ঠাপিধানা নকুলী দন্তপরি-
মিতঃ পরিজিহ্বে মা বিহ্বলো বাচং চারু মাদ্যোহ বাদয়ঃ । অহু-
ষ্টুবিয়ং জিহ্বাদেবতা মুখপ্রাণস্পর্শনে বিনিয়ুক্তা । স্নাতকেন
জিহ্বা প্রার্থ্যতে । হে জিহ্বে ইহ প্রস্তুতে কর্ম্মণি অদ্য ত্বং মা
বিহ্বল মা চলিষ্ঠঃ । উশকঃ পাদপূরণে । মা মাং চারু শোভনং
যথা স্নাত্তথা বাচং বাদয় অতত্বং ওষ্ঠাপিধানা ওষ্ঠঃ অপিধানমা-
বরণং যন্তাঃ সা তথা । নকুলী চঞ্চলম্বভাবা তথা দন্তপরিমিতঃ

দক্ষিণ হস্তেন অঙ্গুলী প্রসারণ করিয়া মুখ আচ্ছাদন ও
মুখভব প্রাণবায়ু স্পর্শ করত মন্ত্র পাঠ করিবেন । মন্ত্র যথা,—
“হে জিহ্বে ! অদ্য এই প্রস্তুত কার্য্যে কদাচ কিছু ভুলিও না,
আমাকে নিরন্তর শোভন বাক্য বলাইও, তুমি ওষ্ঠ দ্বারা আচ্ছা-
দিত এবং চপলম্বভাব ; তুমি দন্ত দ্বারা পরিমিত না থাকিলে
সময়ে সময়ে বজ্র সদৃশ হইয়া থাক । * পরে আচার্য্য অর্য্য-

* সমাবর্তনসংস্কারের উদ্দেশ্য যে কতদূর উচ্চ, তাহা এতদ্ব্যাস্ত্র মন্ত্রগুলিতেই
স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে । গৃহস্থধর্ম্মের মার কথাগুলি এই সংস্কারের মাধ্য-
ম পরিষ্কাররূপে বিস্তৃত হইয়াছে । কেন না, গৃহস্থকে সবসঙ্গে জালের শৌভন
করিতে হয়, কারণ স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে ইহা বিশেষ আবশ্যক । সুচিত্র জালের

ভিরভ্যর্চয়েৎ । ততো ব্রহ্মচারী গোযুগসহিতস্ত রথস্ত সমীপং
গত্বা পশুদীশকবাচ্যং ক্রুরশকবাচ্যং বা রথাবয়বদ্বয়ং স্পৃশন
অনেন মস্ত্রেণ পাদত্রয়েণ রথমারোহয়েৎ । প্রজাপতিঞ্চ বিস্ত্রিষ্টপু-
ছন্দো রথো দেবতা রথাবরোহণে বিনিয়োগঃ । ওঁ বনস্পতে
বীড়নো ভূয়া অস্মৎসখা প্রতরণঃ স্রবীরো গোভিঃ সন্নদ্ধোহসি

পরিদৃষ্টাবরণে বজ্র ইব ত্বং ॥ ২০ ॥ ওঁ বনস্পতে বীড়নো ভূয়া

পাদাদি দ্বারা পূজা করিলে ব্রহ্মচারী গোযুগ-সহিত রথ-সমীপে
গিয়া রথাবয়বদ্বয় স্পর্শ করত মন্ত্র পাঠ পূর্বক ত্রিপাদ গমন
দ্বারা রথারোহণ করিবেন । মন্ত্র যথা,—“হে রথ! তুমি মহাতার-
সহ চক্রকুবর-প্রভৃতি-বিশিষ্ট হইয়া আমাদিগের মিত্ররূপী হও ।

ব্যবহার অবশ্য পরিহার্য্য । ছুটাভাষ্যা, মদিরা ও অক্ষত্ৰীড়াদি বাসন গৃহধর্ম্মের
বিস্মকর । এতদ্ব্যতীত বহুজনের ভরণ-পোষণ ও জগতের সুখবৃদ্ধনের চেষ্টা
অবশ্যই গৃহীর প্রকৃত ধর্ম্ম । এই সকল তথ্য পরিজ্ঞাত হইয়া গৃহস্থ সত্য ও
প্রিয়ভাষী, মিতবাদী এবং লোকরঞ্জক হইতে নিরত্নর যত্নবান হইবেন ।

সমাবর্তনসংস্কারান্তে গার্হস্থ্য ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়া শাস্ত্রবিহিতানুসারে গৃহীর
কর্তব্য কক্ষ প্রতিপালন করিতে হয় । সাধারণতঃ গৃহস্থাত্মম ও গার্হস্থ্য ধর্ম্মই
সকল আশ্রম ও সকল ধর্ম্মের একমাত্র অবলম্বনস্বরূপ । সংযতমনাঃ হইয়া
যথাবিধানে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করিলে গৃহে থাকিয়াই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম,
মোক্ষ এই চতুর্কর্গল প্রাপ্ত হইতে পারে । গার্হস্থ্য ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্বক
যথাকালে বিবাহ, পুত্রোৎপাদন, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ, সদাচার পালন,
জপ, তপঃ, দান, হোম, প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিলে তাহার পারলৌকিক
পথ যে স্থখের হয়, ইহা কে না মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবে? বিধানে গার্হস্থ্য
ধর্ম্ম প্রতিপালনের পর বানপ্রস্থ ও ভৈক্ষুকালমে প্রবেশ করিতে হয় । এই
সমস্ত আশ্রমের কর্তব্যাকর্তব্য প্রকীর্ণ অংশে বিশেষরূপে লিখিত হইবে ।

বীড়য়স্ব ॥ ২১ ॥ ততোহনেন মস্ত্রেণ চতুর্থপাদেনোপবিশতি ।
প্রজাপতিঞ্চ বিজিষ্টপুচ্ছন্দো রথো দেবতা রথোপবেশনে বিনি-
য়োগঃ । ওঁ আস্থাতা তে জয়তু জেহানি ॥ ২২ ॥ ততঃ প্রাশ্বুথ
উদজ্জুথো বা ব্রহ্মচারী রথেন গতা কিয়দদূরং গতে সতি মাতৃবজ্র-
জীভিঃ সহ তং ব্রহ্মচারিণং প্রবোধিতমর্চ্চয়েৎ । ততঃ ব্রহ্মচারী
দক্ষিণেন পরাবৃত্যচার্য্যসমীপমাগচ্ছতি । আচার্য্যঃ পুনরর্থ্যঃ

অশ্বংসথা প্রতরণঃ স্নকীরো গোভিঃ সন্নদ্ধোসি বীড়য়স্ব । ওঁ
আস্থাতা তে জয়তু জেহানি । ত্রিষ্টুবিস্রং বয়ো দেবতা
রথারোহণে বিনিযুক্তা । রথঃ প্রার্থ্যতে । বনস্পতিবিকারহাৎ
বনস্পতিশব্দেন রথ এবোচ্যতে । হে বনস্পতে রথ ত্বং বীড়জে
ভূয়াঃ বিভানি মহাভারসহানি অঙ্গানি চক্রকুবরপ্রভৃতীনি বন্য
স তথাস্থংসথা অশ্বাকং মিত্ররূপো ভূয়াঃ । তথা প্রতরণঃ প্রক-
র্ষণেণ তরন্তি হুর্গাণি যেন স তথা । তথা স্নবীরঃ স্নসারথিঃ ।
তথা গোভিবৃষভৈঃ সন্নদ্ধোসি সংযুক্তোসি । যতন্তমেবভূতোহি-
তত্ত্বং অতোহস্মানপি বীড়য়স্ব দৃঢ়াবয়বান কুরু । কিছুতে তব

তুমি হুর্গতরণে সম্যক্ দক্ষ, স্নসারথি ও বৃষভগণ দ্বারা সমন্বিত,
অতএব তুমি আমাদিগকেও দৃঢ়াবয়ব কর । ২১ ।” পরে চতুর্থ
পাদক্ষেপ দ্বারা মন্ত্র পাঠ পূর্বক রথে উপবেশন করিবেন ।
মন্ত্র যথা,—“হে রথ ! তোমাতে আরুঢ় ব্যক্তি শক্রকুলকে জয়
করুক । ২২ ।” তৎপরে ব্রহ্মচারী প্রাশ্বুথ বা উদজ্জুথ হইয়া
কিয়দূর গমন করিলে মাতৃবজ্র জী-প্রভৃতির সহিত সেই ব্রহ্ম-
চারীর অর্চ্চনা করিতে হয় । পরে ব্রহ্মচারী দক্ষিণমুখ
দিয়া প্রত্যাবর্তন পূর্বক আচার্য্য-সমীপে আগমন করিবেন ।

দদ্যাৎ । ততো যদি পিতৈবাচার্য্যস্তদা কৰ্ম্মকারয়িতৃব্রাহ্মণায় দক্ষিণাং দদ্যাৎ । যদ্যত্র এবাচার্য্যো বৃত্তস্তদা যেন বৃত্তঃ স তস্মৈ দক্ষিণাদদ্যাৎ ॥

ইতি সামবেদীয়-সমাবৰ্ত্তনকৰ্ম্ম ॥

আহাতা আরোঢ়া জেহ্বানি জেতব্যানি বিষদৃন্দানি জয়তু । বীড়ঙ্গ ইতি বিভূশদস্য চুন্দসি দীর্ঘত্বং বীড়য়শ্বেত্যত্র চ । জেহ্বানীতি জিজয়ে কৃত্যর্থৈ তবৈকেন কেত্ব ইতি ত্বন প্রত্যয়ঃ ॥২১॥২২॥

ইতি সামবেদীয়-সমাবৰ্ত্তনং ।

আচার্য্য পুনরায় অৰ্ঘ্য প্রদান করিবেন । যদি পিতাই আচার্য্য হন, তবে কৰ্ম্মকারয়িতৃ-ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিতে হয় । যদি অত্র ব্যক্তি আচার্য্য হইয়া থাকেন, তবে যিনি বরণ করিয়াছেন, তিনি আচার্য্যকে দক্ষিণা দিবেন ।

ইতি সামবেদীয় সমাবৰ্ত্তন কৰ্ম্ম ।

বিবাহকৰ্ম । *

তত্র প্রথমং জ্ঞাতিকৰ্ম।—তত্র প্রথমং বিবাহদিবসে পিতৃ-
সপিণ্ডঃ সূহৃদা মুদগধবমাষমসুরাণাং শ্লক্ষচূর্ণাত্মকৌকুতা কণ্ঠায়াঃ
শরীরে ত্রক্ষয়িত্বা ইমং মন্ত্রং পঠেৎ । প্রস্তাবপট্টিরক্ষিঃ প্রস্তাব-
পট্টিচ্ছন্দঃ কামো দেবতা জ্ঞাতিকৰ্ম্মণি কণ্ঠায়াঃ শরীরপ্লাবনে
বিনিয়োগঃ । ওঁ কামদেব তে নাম মদো নামাসি, সমানয়ামুং,
সুরা তেহভবৎ পরমত্র জুগ্মাগ্নে তপসো নিম্নিতোহসি স্বাহা ॥ ১ ॥
অনেন মন্ত্ৰেণামুমিতি সৰ্ব্বনামহানে অমুকশৰ্ম্মাগমিতি পতিনাম

টীকা।—বিবাহমন্ত্রব্যাখ্যা। তত্র জ্ঞাতিকৰ্ম্মমন্ত্রা ব্যাখ্যাস্তে ।
ওঁ কামদেব তে নাম ইত্যাদি । প্রস্তাবপট্টিরক্ষিঃ ছন্দঃ কামো
দেবতা জ্ঞাতিকৰ্ম্মণি শরীরপ্লাবনে বিনিয়োগঃ । সুরোত্তমেন

অনুবাদ।—বিবাহসংস্কারের প্রথমে জ্ঞাতিকৰ্ম্ম করিতে হয়
যথা,—প্রথমতঃ বিবাহদিনে পিতৃসপিণ্ড বা কোন সূহৃৎ মুগ,
যব, মাষকলায় ও মস্তুরের সূক্ষ্মচূর্ণসমূহ একত্র করিয়া মন্ত্র পাঠ
পূৰ্ব্বক কণ্ঠার গাত্রে মাখাইবে । মন্ত্র যথা,—“হে কামদেব !
তোমার নাম জানি, তুমি মদ নাম ধারণ করিতেছ । তুমি অমুক-
নামা কণ্ঠাপরিণেতাকে আনয়ন কর । তোমার উৎপত্তির

* যৌবনাবস্থার একমাত্র সংস্কারই বিবাহ । কি চতুর্কর্ণ, কি সন্ধর-
জ্ঞাতি সকলেরই ইহাতে অধিকার আছে । বিবাহ আট প্রকার, কিন্তু
সকল প্রকার বিবাহই শাস্ত্রবিহিত সংস্কার বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না ।
সে সকল বিষয় গ্রন্থবাহুলাভয়ে এখানে লিখিত হইল না । তবে এই
মাত্র বলা যাইতেছে যে, বিবাহের মধ্যগত মন্ত্রগুলির মহত্ব ভাবি ক্রমবশত
করিলেই এই সংস্কারের পবিত্রতা ও আবশ্যিকতা উপলব্ধি হইবে ।

নিঃক্ষিপ্য উদকপূৰ্ণকলসেন শিরঃপ্রভৃতি কণ্ঠাং স্নাপয়েৎ ।
ততঃ প্রজাপতিৰ্ধ্বান্মধ্যো জ্যোতিৰ্জগতীচ্ছন্দ উপস্থরূপঃ কামো
দেবতা জ্ঞাতিকৰ্ম্মণি কণ্ঠায়া উপস্থপ্লাবনে বিনিয়োগঃ । ও
ইমন্ত উপস্থং মধুনা সংস্জামি প্রজাপতেমুখমেতদ্বিতীয়ং ।

পানীয়েন কণ্ঠায়া মূৰ্দ্ধন্ত্ৰাভিষেকঃ । তস্মাৎ সুরোত্তমা হ্যাপোহ-
ন্তিরেবাভিষেচয়েদिति গৃহসূত্রং । হে কামদেব জানামি তে তব
নাম কিং পুনস্তং মদো নামাসি মদনামা স্ত্বং ভবসি । মদহেতুত্বাৎ
মদঃ । যত ঈদৃশস্ত্বং অতঃ সমানয়ামুং সমাক্ আনয় প্রাপয় । অমুক-
নামধেয়ং কণ্ঠাপরিণেতারং । কিঞ্চ সুরা তেহভবৎ । তে ইতি
চতুর্থান্তমেতং স্বত্বংপত্তার্থং সুরাত্বাৎ সুরয়া হি কামঃ উৎপদ্যতে ।
তথা চোক্তং,—বসু এব মদনস্ত সুরা ইতি । পরমত্র জন্মাগ্নে ।
অত্র কণ্ঠায়ামস্তাৎ । হে অগ্নে তব পরং জন্ম । কণ্ঠা হি কামস্তো-
পতিস্থানমুৎকৃষ্টং অগ্নিপূৰ্ণকমেব । কামপূৰ্ণকং সৰ্বকৰ্ম্ম প্রবৰ্ত্ততে
ইত্যর্থঃ । অতঃ কাম এব সংবোধাতে । হে অগ্নে ইতি । কিঞ্চ ।
হে অগ্নে তপসো নিৰ্ম্মিতোহসি জ্বীসকাশান্তপসঃ জ্বীপুরুষান্ধসাধনঃ
স্ত্বং নিৰ্ম্মিতঃ সৃষ্টঃ প্রজাপতিনেতি শেষঃ । যত ইথন্তুত্বং তস্মৈ
স্বাহা । স্বাহেতি হবিরভিধানং । এতদাজ্যাখ্যং হবিস্ত্বভ্যং দদা-
মীত্যর্থঃ । এবং সৰ্বত্র স্বাহাকারেণুবোদ্ধব্যং ॥ ১ ॥ ও ইমন্ত
উপস্থং মধুনা সংস্জামি প্রজাপতেমুখমেতদ্বিতীয়ং । তেন পুংসো-

জগত্বই সুরার সৃজন হইয়াছে । হে অগ্নে ! তোমার জন্মই
শ্রেষ্ঠ, প্রজাপতি তোমাকে জ্বীপুরুষান্ধসাধনরূপে সৃজন করিয়া-
ছেন, তোমাকে এই আজ্যাখ্য হবি প্রদান করিতেছি । ১ ।
এই মন্ত্রে কণ্ঠাকে স্নান করাইয়া পুনরায় “ও ইমন্ত উপস্থং”

তেন পুংসোহভিভবসি সৰ্বানবশান্ বশিত্বসি রাজ্ঞী স্বাহা ॥ ২ ॥
অনেন কিঞ্চিচ্ছিরসি দত্ত্বা ক্রোড়দেশে বহুতরং জলং দদ্যাৎ ।
যথোপস্থদেশঃ প্লাবিতো ভবতি । ততঃ প্রজাপতিৰ্ধ্বিকৃপরি-
ষ্টাং জ্যোতিঃস্রিষ্টপৃচ্ছনঃ উপস্থরূপঃ কামো দেবতা জ্ঞাতিকৰ্ম্মণি
কত্বায়া উপস্থপ্লাবনে বিনিয়োগঃ । ওঁ অগ্নিং ক্রব্যাদমকৃণু
গুহাণাঃ জীণামুপস্থমৃষয়ঃ পুরাণান্তেনাজ্যমকৃণুং ত্রৈশৃঙ্গং স্বাষ্ট্রং ত্বরি

হভিভবসি সৰ্বানবশান্ বশিত্বসি রাজ্ঞী স্বাহা । মধ্যে জ্যোতি-
রিয়ং জগতীচ্ছনঃ কামো দেবতা উপস্থপ্লাবনে বিনিয়োগঃ । হে
কত্বকে তবোপস্থং আনন্দেজিয়ং মধুনা মদ্যেন সংস্থজামি
সংযোজয়ামি । যতঃ প্রজাপতেশু মথমেতদ্দ্বিতীয়ং । ধিমুখো হি
ব্রহ্মা । একং মুখং ব্রহ্মগ্রহণার্থং অপরমুখং ইমং প্রজোৎপাদনার্থং ।
মুখতো হি প্রজাহস্থজদ্বিতীয়া শ্রুতিঃ । অতন্তেনোপস্থেন সৰ্বান
পুংসোহবশ্যানপি স্বায়ত্তানপি অভিভবসি বশীকরোষি । বশিনী
কান্তিমতী রাজ্ঞী স্বামিনী সৰ্বকামানামসি তেনৈব হেতুভূতেন ।
অভিভবসীতি লোট লোটোহড়াটাবিহট্ । বশিনীতি বশ-
কাস্তৌ ॥ ২ ॥ অগ্নিং ইত্যাদি । উপরিষ্টাং জ্যোতিরিয়ং স্রিষ্টপৃ-
অগ্নিং ক্রব্যাদং ক্রব্যভক্ষ্যং মাংসাশনং অকৃণু কৃতবন্তঃ । কে
ধ্বষয়ঃ বশিষ্ঠাদ্যাঃ । কীদৃশঃ গুহাণাঃ পুরাণাঃ আদ্যাঃ । কাসাঃ
জীণাঃ । কিং উপস্থং গুত্রং তেন উপস্থেজিয়েনাজ্যং গুত্রং । অকৃণু
কৃতবন্তঃ । ত্রিশৃঙ্গস্তদং ত্রৈশৃঙ্গং । স্বষ্টুরিদং স্বাষ্ট্রং । হে কত্বে ত্বরি
তং রেতো দধাতু স্বাপয়তু । ত্রিশৃঙ্গো বুযভঃ মন্ত্রবলাৎ বষ্টু চ
রেতঃ সিজং করোষিতি তৎকৰ্ম্মণি নিয়োগাৎ অত্রাজ্যং রেতঃ

ইত্যাদি মন্ত্রে মন্তকে কিঞ্চিৎ জল দিয়া ক্রোড়দেশে ত্বরিত্ব

তদধাতু স্বাহা ॥ ৩ ॥ অনেনাপি পূর্ববদেব শিরসি কিঞ্চিজল
দক্ষা ক্রোড়দেশে বহুতরং জলং দদ্যাৎ । যথোপস্থদেশঃ প্রাবিতে
ভবতি ॥ * ॥ ইতি স্ফাতিকর্ম্ম ॥ *

অথ সম্প্রদানং । কৃতস্নানঃ কৃতবৃদ্ধিশ্রাদ্ধঃ সম্প্রদাতা শুভলগ্ন
সময়ে সম্প্রদানশালায়া উত্তরতঃ জ্যৈষ্ঠবীং বন্ধা বিষ্টরাদিকং সজ্জী
কৃত্য পশ্চিমাভিমুখে উপবিষ্টস্তিষ্ঠেৎ । ততঃ সমুখোপস্থিতে বসে
সম্প্রদাতা বিরাচম্য কুণ্ঠসহিতাসনোপবিষ্টঃ কুণ্ঠস্তঃ ওঁ তদ্বিক্ষো
পরমং পদং সদা পশুস্বি হরয়ঃ দিবীং চক্ষুরাততমিতি বিষ্ণুং স্মৃত্ব
অক্ষতান্ গ্রহীত্বা অগ্নিন্ শুভবিবাহকর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাং ভবন্তোহ
ধিক্রবন্তি ত্রির্বদেৎ । ওঁ পুণ্যাহমিতি ব্রাহ্মণৈস্ত্রিক্রতে অগ্নিন্
শুভবিবাহকর্ম্মণি ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তোহধিক্রবন্তি ত্রির্বদেৎ । ওঁ

গর্ভব্যাক্তেরিতি এতচ্চুৎ ভবতি । স্বাপ্তং বৈর্যং স্বয়ি কল্মায়া
গর্ভধারণভূতং ভবতু ইতি ॥ ৩ ॥

মাণে জল দিবে । ২ । ৩৭পরে পুনরায় যথাযথ মন্ত্র পাঠ করত
ঐকপেই জল দিতে হয় । ৩ ।

অনন্তর সম্প্রদান ।—সম্প্রদাতা কৃতস্নান ও কৃতবৃদ্ধিশ্রাদ্ধ
হইয়া শুভলগ্নে সম্প্রদানশালায় উত্তরে জ্যৈষ্ঠবী বন্ধন পূর্বক
বিষ্টরাদি সজ্জিত করিয়া পশ্চিমাভিমুখে উপবেশন করিবেন ।
পরে বর সমুখাগত হইলে দুইবার আচমন পূর্বক কুণ্ঠসহ
“ওঁ তদ্বিক্ষোঃ পরমং পদং” ইত্যাদি উচ্চারণ করত বিষ্ণু
স্মরণ ও অক্ষত গ্রহণ করিয়া “অগ্নিন্ শুভবিবাহকর্ম্মণি ওঁ
পুণ্যাং ভবন্তোহধিক্রবন্তু” তিনবার ইহা বলিবেন । ব্রাহ্মণের
তিনবার “ওঁ পুণ্যাং” বলিলে পুনরায় “অগ্নিন্ শুভবিবাহকর্ম্মণি ওঁ

ঋদ্ধতামিতি তৈত্তিরিক্তে অগ্নিন্ শুভবিবাহকৰ্মণি ওঁ স্বস্তি ভব-
ন্তোদ্ধিক্ৰবন্তি ত্রির্কদেং । ততঃ ওঁ স্বস্তীতি ব্রাহ্মণ্যত্রির্কদেং ।
ততঃ ওঁ সোমং রাজানমিত্যাদিনা ব্রাহ্মণান্ স্বস্তি বাচয়িত্বা ওঁ
সূৰ্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ সন্ধ্যো ভূতান্ধঃ ক্ষণা । পবনো দিক্-
পতিভূমিরাকাশং খচরামরাঃ । ব্রাহ্মণ শাসনমাহায় করধ্বমিহ
সন্নিধিং । ইতি পঠিত্বা তদ্বিক্ষোভিত বিষ্ণুং সংসৃত্য কৃতাজ্জলিকরং
পশ্চন্ বদেৎ । ওঁ সাধু ভবানান্তাং । জামাতা ওঁ সাধ্বহমাসে
ইতি বদেৎ । সম্প্রদাতা ওঁ অর্চয়িষ্যামো ভবন্তঃ । বর ওঁ অর্চয়
ইতি বদেৎ । তত আচার্যঃ সম্প্রদাতা পাদ্যার্ঘ্যাচমনীরগন্ধ-
মালাং যথাশক্ত্যঙ্গুরীয়যজ্ঞোপবীতবাসোযুগলং দত্ত্বা জামাতরর্চ-
য়েৎ । ততঃ সম্প্রদাতা জামাতৃদক্ষিণং জাহু বিধৃত্য বাক্যং

কৰ্মণি “ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তোদ্ধিক্ৰবন্ত” তিনবার ইহা বলিবেন ।
ব্রাহ্মণেরাও তিনবার “ওঁ ঋদ্ধতাং” বলিলে পুনর্বার “অগ্নিন্
শুভবিবাহকৰ্মণি ওঁ স্বস্তি ভবন্তোদ্ধিক্ৰবন্ত” তিনবার ইহা বলি-
বেন । ব্রাহ্মণগণও তিনবার “ওঁ স্বস্তি” বলিবেন । পরে “ওঁ
সোমং রাজানঃ” ইত্যাদি দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইয়া “ওঁ সূৰ্য্যঃ
সোমো” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্বক বিষ্ণুস্মরণ করত কৃতাজ্জলি
হইয়া বরের দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন এবং বলিবেন, “ওঁ সাধু
ভবানান্তাং ।” তখন জামাতা “ওঁ সাধ্বহমাসে” বলিলে সম্প্র-
দাতা “ওঁ অর্চয়িষ্যামো ভবন্তঃ” বলিবেন । বরও কহিবেন,
“ওঁ অর্চয় ।” তদনন্তর সম্প্রদাতা যথাচারাহুসারে পাদ্য, অর্ঘ্য,
আচমনীর, গন্ধ, মালা, অঙ্গুরীয়, যজ্ঞোপবীত, বস্ত্রধর প্রভৃতি
প্রদান পূর্বক জামাতার দক্ষিণ জাহু ধারণ করত “ওঁ ঋদ্ধ

কুর্ধ্যাৎ । ওঁ তৎসদদ্যোত্যাদি অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে
 ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রশ্রামুকপ্রবরশ্রামু-
 কদেবশর্মাণঃ প্রাপোত্রং অমুকগোত্রশ্রামুকপ্রবরশ্রামুকদেবশর্মাণঃ
 পোত্রং অমুকগোত্রশ্রামুকপ্রবরশ্রামুকদেবশর্মাণঃ পুত্রং অমুক-
 গোত্রং অমুকপ্রবরং শ্রীঅমুকদেবশর্মাণং বরং । অমুকগোত্র-
 শ্রামুকপ্রবরশ্রামুকদেবশর্মাণঃ প্রাপোত্রীং অমুকগোত্রশ্রামুকপ্রবর-
 শ্রামুকদেবশর্মাণঃ পোত্রীং অমুকগোত্রশ্রামুকপ্রবরশ্রামুকদেব-
 শর্মাণঃ পুত্রীং । অমুকগোত্রাং অমুকপ্রবরাং শ্রীঅমুকীদেবীং
 শুভব্রাহ্মবিবাহেন দাতুমেতি পাদ্যাদিতিরভার্চ্য বরং ভবন্ত-
 মহঃ বৃণে । জামাতা ওঁ বৃতোহস্মি ইতি বদেৎ । সম্প্রদাতা
 যথাবিহিতং বিবাহকর্ম্য কুরু । জামাতা ওঁ যথাজ্ঞানং করবাণীতি
 বদেৎ । ততঃ সম্প্রদাতা জাগবীং বন্ধা সম্প্রদানশালায়াং পশ্চি-
 মাভিমুখ উপবিষ্টস্তিষ্ঠেৎ । ততো বরমন্তঃপুরং নীত্বা বোধিস্তিম্-
 দলাচারতোহতোত্তমুখচন্দ্রিকামবলোক্য সম্প্রদানশালায়াং গত্বা
 বরঃ পূর্বাভিমুখ উপবিষ্টস্তিষ্ঠেৎ । ততোহগ্রে উপস্থিতে বরে
 সম্প্রদাতা কৃতাজ্জলিঃ প্রজাপতির্ধ্বংসিরনুষ্ঠুপুচ্ছনোহহগীয়া গোদে-

সদদ্যোত্যাদি” মূলের লিখিত বাক্য উচ্চারণ করিলে জামাতাও
 “ওঁ বৃতোহস্মি” কহিবেন । তৎপরে সম্প্রদাতা “যথাবিহিতং বিবাহ-
 কর্ম্য কুরু” বলিলে জামাতাও “ওঁ যথাজ্ঞানং করবাণি” কহিবেন ।
 পরে সম্প্রদাতা জাগবী বন্ধন পূর্বক সম্প্রদানশালায় পশ্চিমাভি-
 মুখে উপবিষ্ট থাকিবেন । তদনন্তর রমণীগণ বরকে অন্তঃপুরে
 লইয়া মঙ্গলাচারানুসারে বরকত্যা উভয়কে পরস্পর মুখাবলোকন
 করাইবেন । পরে বর সম্প্রদানশালায় গিয়া পূর্বাভিমুখে উপবিষ্ট

বতা গবোপস্থাপনে বিনিয়োগঃ । ওঁ অর্হণাঃ পুত্রবাসসা ধেমুর-
ভবদ্ব মে সা নঃ পরম্বতী ছহামুত্তরাসুত্তরাং সমাং ॥ ৪ ॥ ইতি
পঠেৎ । ততো জামাতা প্রজাপতিঞ্চ বির্গায়ত্রীচ্ছন্দো বিরাড়-
দেবতা উপবিশদর্হণীয়জপে বিনিয়োগঃ । ওঁ ইদমহমিমাং পদ্যাং
বিরাজমন্মাদ্যাদ্যধিতিষ্ঠামি ॥ ৫ ॥ ইমং মন্ত্রং জপন্নাসনে প্রাপ্ত্ব

আর্হণীয়ো বিধিরুচ্যতে ওঁ অর্হণ ইত্যাদি । অমুর্হুবিয়ং
অর্হণীয়া গোদেবতা গবোপস্থাপনে বিনিয়োগঃ । তদয়মর্থঃ
যেয়মর্হণা প্রজাসম্পাদিনী পুত্রবাসসা পুত্রানুগামিনী পুত্রানু-
বোধিনীতি যাবৎ । মে মম ধেমুরভবং সর্সকামসম্পাদনাং
সা নোহস্মাকং মনোরথানিত্যর্থঃ । ছহাং পুরম্বত্তরাং সমাং
উত্তরোত্তরমন্মৎ ইত্যর্থঃ । যা ইতি । যা ইত্যর্থ্যে গ্যাপোঃ সতিচ্ছ-
ন্দসোর্কহুগমিতি বা শব্দঃ হ্রস্বঃ । ছহমিতি ছহতামিত্যর্থ্যে লোপজ
আয়নেপদেদরিতি স্মকারলোপঃ । পুত্রবাসং পুত্রাশ্রয়ং নীদতি
গচ্ছতীতি সদধাতোর্ব্যর্থ্যাং অন্তেভ্যোপি দৃশ্যতে ইতি ডট-
লোপঃ ॥ ৪ ॥ ওঁ ইদমহমিমাং ইত্যাদি । যজুরিদং বিরাড়-
দৈবতং উপবিশদর্হণীয়জপে বিনিযুক্তং । তেনায়মর্থঃ ইদমাসনং
ইমাঞ্চ পদ্যাং পাদপদবী বিরাজং বিরাজমানাং অহমধিতিষ্ঠামি
আক্রমামি । কিমর্থঃ অন্মাদ্যায়। বিরাজমিতি কিবন্তমেতৎ । অন্মাদ-
দ্যায়তি । আদৌ ভবমাদ্যাং তন্মৈ অন্মাদ্যায়তি ॥ ৫ ॥

হইবেন । সম্প্রদাতা কৃতাজলি হইয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবেন,
যথা,—“আমার এই যে প্রজাসম্পাদিনী পুত্রানুবোধিনী দেহু
আছে, এই দেহু উত্তরোত্তর আয়াদিগের মনোরথ পরিপূর্ণ
করুক । ৪ ।” জামাতা কহিবেন, “আমি এই আসন ও এই

উপবিশতি । ততঃ সম্প্রদাতা সাগ্রপঞ্চবিংশতিকুশপত্রৈর্বির্কী-
 মাবর্তেনাদোমুখগ্রস্থিরচতিং বিষ্টরমুত্তরাগ্রমুত্তানহস্তাভ্যাং গৃহীত্বা
 ওঁ বিষ্টরো বিষ্টরো বিষ্টরঃ প্রতিগৃহ্ণতাং ইত্যনেন বিষ্টরমর্পয়তি ।
 জামাতা ওঁ বিষ্টরং প্রতিগৃহ্ণামি ইতি গৃহীত্বা প্রজাপতিঋষিরমু-
 ষ্টুপ্ছন্দ ওষধ্যা দেবতা বিষ্টরস্যাসনদানে বিনিয়োগঃ । ওঁ বা
 ওষধীঃ সোমরাজ্ঞীর্কস্বীঃ শতবিচক্ষণাস্তা মহমগ্নিন্নাসনেহচ্ছিত্রাঃ
 শর্ম্ম বচ্ছত ॥ ১ ॥ ইত্যাসনে বিষ্টরমুত্তরাগ্রং দত্ত্বোপবিশতি । ততঃ

ওঁ বা ওষধীঃ ইত্যাদি । অনুষ্টুবিয়ং আসনদানে বিনিযুক্তা । ওষধি-
 দেবতাকা । হে ওষধীঃ বা যুয়ং সোমরাজ্ঞীঃ সোমশ্চন্দ্রমা-
 রাজা যাসাং তাঃ সোমরাজ্ঞ্যাঃ বহুবীর্কহপ্রকারাঃ শতবিচক্ষণাঃ
 শতমুখাঃ তা যুয়ং মহং অগ্নিন্নাসনে শর্ম্ম স্মৃথং বচ্ছত দত্ত্বা ।
 কিস্তুতাঃ অচ্ছিত্রাঃ নিরন্তরাঃ । ওষধীরিত্যাদি প্রয়োগেব বা
 ছন্দসীতি পূর্কসবর্ণঃ । শতবিচক্ষণা ইতি বিশেষণাধ্যায়ন্তে
 কথ্যতেহনেন বিচক্ষণং মুখং যাসাং তাঃ শতবিচক্ষণা ইতি সংজ্ঞা

বিরাজমানা পাদপদবী আক্রমণ করিতেছি অর্থাৎ ইহাতে
 অধিষ্ঠান করিতেছি । ৫ ।” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া আসনে উপ-
 বিষ্ট হইবেন । অনন্তর সম্প্রদাতা উত্তানহস্তে সাগ্র পঞ্চবিং-
 শতি কুশপত্র দ্বারা বারংবার বামাবর্তভাবে অধোমুখ গ্রস্থিরচিত
 উত্তরাগ্র বিষ্টর লইয়া “ওঁ বিষ্টরো বিষ্টরো বিষ্টরঃ প্রতিগৃহ্ণতাং”
 এই মন্ত্রে বিষ্টর প্রদান করিলে জামাতাও “ওঁ বিষ্টরং প্রতি-
 গৃহ্ণামি” বলিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবেন ; যথা—“হে ওষধি-
 গণ ! তোমরা চন্দ্রমার রাজ্ঞী, বহুপ্রকার ও শতমুখী, তোমরা
 অবিচ্ছিন্নভাবে এই আসনে আমার স্মৃথবিধান কর । ১ ।”

সম্প্রদাতা পুনস্তাদৃশমেব বিষ্টরং গৃহীত্বা ওঁ বিষ্টরো বিষ্টরো
বিষ্টরঃ প্রতিগৃহতাং । ইত্যভিধায় সম্প্রদাতা তথৈব জামাত্রে
বিষ্টরমর্পয়তি । জামাতা ওঁ বিষ্টরং প্রতিগৃহ্ণামি ইতি গৃহীত্বা
প্রজাপতিঃ বিরহুষ্টুপ্ছন্দঃ ওষধ্যো দেবতা বিষ্টরস্ত পাদয়োৱধস্তা-
দানে বিনিয়োগঃ । ওঁ বা ওষধীঃ সোমরাজ্ঞীর্কেষ্টিতা পৃথিবী-
মহু তা মহমস্মিন্ পাদয়োৱচ্ছিত্রাঃ শৰ্ম্ম যচ্ছত ॥ ২ ॥ ইতি পাদ-
য়োৱধস্তাহুত্তরাগ্রং বিষ্টরং স্থাপয়েৎ । ততঃ সম্প্রদাতা পানীয়-
পাত্রং গৃহীত্বা ওঁ পাদ্যাঃ পাদ্যাঃ পাদ্যাঃ প্রতিগৃহ্ণন্তাং ইত্যভি-
ধায় পানীয়পাত্রমর্পয়তি । জামাতা ওঁ পাদ্যাঃ প্রতিগৃহ্ণামি
ইতি পানীয়পাত্রং গৃহীত্বা তৎপাত্রং ভূমৌ স্থাপয়িত্বা পশুন্

ছন্দসোর্কহলমিতি ন্যটিখ্যাৎপ্রাদেশাভাবঃ ॥ ১ ॥ বা ওষধীঃ ইত্যাদি ।
হে ওষধীঃ বা যুয়ং পৃথিবীমহু পৃথিব্যাং বেষ্টিতা বিশেষণস্ত তাস্তা
অস্মিন্ দ্বিতীয়বিষ্টরে পাদয়োৱধস্তাবিহিতে ইত্যর্থাৎ শৰ্ম্ম যচ্ছত

এই বলিয়া আসনোপরি সেই উত্তরাগ্র বিষ্টর দিয়া উপবে-
শন করিবেন । তদনন্তর সম্প্রদাতা পূর্ববৎ মন্ত্রে পুনরায়
ঐরূপ বিষ্টর দিলে জামাতাও পূর্ববৎ লইয়া কহিবেন,
“হে ওষধিগণ ! তোমরা সোমদেবের রাজ্ঞী এবং তোমরা
এই পৃথিবী বেষ্টিত করিয়া রহিয়াছ ; তোমরা অচ্ছিত্রভাবে
আমার পদদ্বয়ের অধোদেশে কল্যাণ বিধান কর । ২ ।” এই
মন্ত্র বলিয়া পদদ্বয়ের নিম্নে সেই উত্তরাগ্র বিষ্টর স্থাপন করি-
বেন । তৎপরে সম্প্রদাতা পানীয়পাত্র লইয়া “ওঁ পাদ্যাঃ
পাদ্যাঃ পাদ্যাঃ প্রতিগৃহ্ণন্তাং” বলিয়া পানীয়পাত্র জামাতার
করিলে জামাতা “ওঁ পাদ্যাঃ প্রতিগৃহ্ণামি” বাক্যে স্বাক্ষর

জপতি । ৩° প্রজাপতিঋষির্বিরাড়্‌গায়ত্রীচ্ছন্দঃ আপো দেবতা
পাদপ্রক্ষালনার্থোদকবীক্ষণে বিনিয়োগঃ । ৩° যতো দেবীঃ প্রতি-
পশ্চাম্যাপস্ততো মা ঋদ্ধিরাগচ্ছতু ॥ ৩ ॥ অনেন উদকং বীক্ষেৎ ।
ততো জামাতা তস্মিন্বেব পাত্রে উদকাজ্জলিং গৃহীত্বা প্রজাপতিঋ-
ষির্বিরাড়্‌গায়ত্রীচ্ছন্দঃ ত্রীর্দেবতা সব্যপাদপ্রক্ষালনে বিনিয়োগঃ ।
৩° সব্যং পাদমবনেনিজেহস্মিনুদ্বৈশ্রিয়ং দধে ॥ ৪ ॥ অনেন বাম-
পাদে জলাজ্জলিং দদ্যাৎ । পুনরপি জলাজ্জলিং গৃহীত্বা প্রজাপতি-

ইতি । শেষং পূর্ব্ববৎ ॥ ২ ॥ ৩° যতো দেবীঃ প্রতিপশ্চাম্যাপস্ততো
মা ঋদ্ধিরাগচ্ছতু । বিরাড়্‌য়ং বীক্ষণে বিনিযুক্তা অপ্ দেবতা ।
হে আপঃ বৃষ্টয়ঃ যতঃ সূর্য্যাদারাতা যুগ্মান্ দেবী দেবনাদি-
গুণযুক্তা ইত্যহং প্রতিপশ্যামি । আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিরিত্তি
ঋতেঃ । ততঃ সূর্য্যং মা মাং ঋদ্ধিঃ সমৃদ্ধিরাগচ্ছতু ॥ ৩ ॥
৩° সব্যং ইত্যাদি । বিরাড়্‌গায়ত্রীয়ং ত্রীর্দেবতা পাদপ্রক্ষালনে
বিনিযুক্তা । অহং সব্যং বামপাদং অবনেনিজে প্রক্ষালয়ামি

গ্রহণ পূর্ব্বক সেই পাত্র ভূমিতে রাখিয়া মন্ত্র পাঠ করিবেন ;
যথা,—“হে জলরাশে ! তোমরা সূর্য্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছ,
তোমরা দেবনাদিগুণযুক্ত, আমি তোমাদিগকে দর্শন করি-
তেছি, সেই সূর্য্য হইতে আমার নিকট সমৃদ্ধি আগমন
করুক । ৩ ।” এই মন্ত্র পড়িয়া জলের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিতে
হয় । তৎপরে জামাতা সেই পাত্র হইতে উদকাজলি লইয়া
এই মন্ত্র পড়িবেন ; যথা,—“আমি বামপাদ প্রক্ষালন করিতেছি,
এই রাজ্যের ত্রীবিধান করিলাম । ৪ ।” এই বলিয়া বামপাদে
সেই জলাজলি নিক্ষেপ করিবেন । পুনর্বার একুণ জল লইয়া

ঋষির্বিরাড়্ গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীর্দেবতা দক্ষিণপাদপ্রক্ষালনে বিনি-
য়োগঃ । ওঁ দক্ষিণং পাদমবনেনিজেহগ্নিন্নাষ্ট্রে শ্রিয়মাবেশ-
য়ামি ॥ ৫ ॥ অনেন দক্ষিণপাদে উদকাজ্জলিং দদ্যাৎ । ততঃ
পুনরুদকাজ্জলিং গৃহীত্বা প্রজাপতিঋষির্বিরাড়্ গায়ত্রীচ্ছন্দঃ
শ্রীর্দেবতা উভয়পাদপ্রক্ষালনে বিনিয়োগঃ । ওঁ পূর্বমত্মমপর-
মত্মমুভৌ পাদাববনেনিজে রাষ্ট্রস্যাক্ত্যা অভয়স্যাবরুদ্যে ॥ ৬ ॥
অনেন পাদদ্বয়ে উদকাজ্জলিং দদ্যাৎ । ততঃ সম্প্রদাতা সাক্ষ-
তদূর্ধ্বাপল্লবান্ শজ্জাদিপাত্রৈ নিধায় । ওঁ অর্যামর্যামর্যং প্রতি-
গৃহতাং । ইত্যর্যামর্পয়তি । জামাতা ওঁ অর্যং প্রতিগৃহ্মামীতি
গৃহীত্বা প্রজাপতিঋষিরর্যং দেবতা অর্যপ্রতিগ্রহণে বিনিয়োগঃ ।

অগ্নিন্নাষ্ট্রে বিষয়ে শ্রিয়ং দধে অর্পয়ামি ॥ ৪ ॥ ওঁ দক্ষিণং পাদ-
মবনেনিজেহগ্নিন্নাষ্ট্রে শ্রিয়মাবেশয়ামি । আবেশয়ামি আদধামি
শেষং পূর্ববৎ ॥ ৫ ॥ ওঁ পূর্বমত্মমিত্যাदि । যজুরিদং । পূর্ব-
মত্মং সব্যং অপরমত্মং দক্ষিণং এতাবুভৌ পাদৌ অবনেনিজে
প্রক্ষালয়ামি । রাষ্ট্রস্য বিষয়স্য ঋদ্যৈ ঋদ্ধার্থং অভয়স্যাবরুদ্যে
পরিগ্রহায় রাষ্ট্রস্যাক্ত্যা ইত্যত্র ষাদেশে কৃতে ঘলোপঃ ॥ ৬ ॥

বলিবেন, “আমি দক্ষিণ পদ প্রক্ষালন করিতেছি, এই রাষ্ট্রে
শ্রী আনয়ন করিলাম । ৫ ।” এই বলিয়া দক্ষিণ চরণে
জলাঞ্জলি দিবেন । তৎপরে পুনরায় ঐরূপ জলাঞ্জলি লইয়া
বলিবেন, “আমি রাজ্যের ঋদ্ধিবিধানার্থ ও অভয়দ্রীকরণার্থ
বায় ও দক্ষিণ উভয় পদই প্রক্ষালন করিতেছি । ৬ ।” এই বলিয়া
পদদ্বয়ে সেই জলাঞ্জলি দিবেন । অনন্তর সম্প্রদাতা বরাহমু-
খ্যে অর্য প্রদান করিলে জামাতাও ষাষাষ বাক্যে তত্

ওঁ অন্নস্য রাষ্ট্রিরসি রাষ্ট্রে ভূয়াং ॥ ৭ ॥ অনেনার্থ্যং শিরসি
দদ্যাৎ । ততঃ সম্প্রদাতা পুনরুদকপাত্রং গৃহীত্বা । ওঁ আচ-
মনীয়মাচমনীয়মাচমনীয়ং প্রতিগৃহ্যতাং । ইত্যুদকপাত্রমর্পয়তি ।
জামাতা ওঁ আচমনীয়ং প্রতিগৃহ্মামি ইতি উদকপাত্রং গৃহীত্বা
প্রজাপতিঞ্চ বিরচামনীয়ং দেবতা আচমনীয়মাচমনে বিনিয়োগঃ ।
ওঁ যশোমসি যশো ময়ি ধেহি ॥ ৮ ॥ অনেনোত্তরাতিমুখীভূয়া-
চামেৎ । ততঃ সম্প্রদাতা স্ততদধিমধুভুজং মধুপর্কং কাংস্যপাত্রে
নিধায় পাত্রান্তরেণ পিহিতং গৃহীত্বা ওঁ মধুপর্কো মধুপর্কো
মধুপর্কঃ প্রতিগৃহ্যতাং । ইতি মধুপর্কমর্পয়তি । জামাতা ওঁ
মধুপর্কং প্রতিগৃহ্মামি ইতি মধুপর্কং গৃহীত্বা । প্রজাপতিঞ্চ বি-

অন্নস্য ইত্যাদি । যজুরিদং অর্ঘ্যদৈবতং প্রতিগ্রহজপে বিনিযুক্তং ।
হে অর্ঘ্য অন্নস্য রাষ্ট্রি স্বঃ দীপ্তিরসি । অহমপি তে তব প্রসাদাৎ
রাষ্ট্রি দীপ্তিভূয়াং ভবামীতি । রাষ্ট্রিরিতি রাজতে ত্রিন্ ॥ ৭ ॥
ওঁ যশো ময়ি ধেহীত্যাди । যজুরিদং আচমনীয়দৈবতং আচমনে
বিনিযুক্তং । হে আচমনীয় স্ততঃ যশোমসি কীর্তীকপোসি,
অতো ময়ি যশো ধেহি মাং যশস্বিনং কুরু । যশোহেতুত্বাৎ

গ্রহণ পূর্বক বলিবেন, “হে অর্ঘ্য ! তুমি অগ্নের দীপ্তিস্বরূপ,
আমিও যেন তোমার প্রসাদে দীপ্তিমান হই । ৭ ।” এই মন্ত্র
বলিয়া সেই অর্ঘ্য মন্তকে দিবেন । তদনন্তর সম্প্রদাতা যথা-
যথ বাক্যে আচমনীয় লইয়া প্রদান করিলে জামাতাও তাহা
গ্রহণ পূর্বক কহিবেন, “হে আচমনীয় ! তুমি কীর্তীকপী, অত-
এব আমাকেও যশস্বী কর । ৮ ।” এই বলিয়া উত্তরাতিমুখ
হওত আচমন করিবেন । পরে সম্প্রদাতা যথাবিধানে মধু-

মধুপর্কে দেবতা অর্হণীয়মধুপর্কগ্রহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ যশসো
যশোহসি ॥ ৯ ॥ অনেন মধুপর্কঃ গৃহীত্বা ভূমৌ সংস্থাপ্য প্রজা-
পতির্নাম্বিশ্বমধুপর্কে দেবতা অর্হণীয়মধুপর্ক প্রাশনে বিনিয়োগঃ।
ওঁ যশসো ভক্ষ্যোহসি মহসো ভক্ষ্যোহসি শ্রীভক্ষ্যোসি শ্রিয়ঃ স্মরি
ধেহি ॥ ১০ ॥ অনেন মন্ত্ৰেণ বারত্ৰয়ং ভক্ষয়িত্বা সকৃত্বকৌঃ তক্ষ-

যশোসি ইতি অভেদোপচারঃ ॥ ৮ ॥ ওঁ যশসো যশোহসি।
যজুরিদং মধুপর্কদেবতং মধুপর্কগ্রহণে বিনিযুক্তং। হে মধুপর্ক
যথা ত্বং যশোসি কীর্তিরিব মধুরোসি তথা ত্বদেবাগাং অহমপি
যশসঃ কীর্তিমান্ সংজাতঃ। যশস ইতি প্রথমাত্মমেতৎ।
মন্ত্ৰার্থে অর্থাদিত্বাদজন্তং ॥ ৯ ॥ ওঁ যশসো ভক্ষ্যোসি ইত্যাদি।
যজুরিদং মধুপর্কদেবতং প্রাশনে বিনিযুক্তং। হে মধুপর্ক যতন্ত্বং
যশস্বিনাং যশঃ অতন্ত্বং মহস্বিনাং মহন্তেজস্বিনাং তেজঃ অত-
ন্তেজসে ভক্ষ্যোসি। শ্রীমতাং ত্বং শ্রীঃ যতঃ শ্রিয়ে ভক্ষ্যোসি। তেন
ত্বত্ত্বক্ষণাৎ কীর্তিস্তেজো লক্ষ্মীশ্চ ভবতি অতঃ শ্রিয়ঃ স্মরি ধেহি।
যশসো মহস ইতি চতুর্থার্থে বহলং ছন্দসি ইতি ষষ্ঠীবিভক্তিঃ।

পর্ক প্রদান করিলে জামাতা তাহা লইয়া কহিবেন, “হে মধু-
পর্ক! তুমি যেমন যশের আয় মধুর, আমিও যেন সেইরূপ
কীর্তিমান্ হই। ৯।” এই বলিয়া ভূতলে মধুপর্ক স্থাপন
পূর্বক কহিবেন, “হে মধুপর্ক! তুমি যশস্বীগণের যশঃস্বরূপ,
সুতরাং তুমি যশের জন্ত ভক্ষণীয়; তুমি তেজস্বীগণের তেজঃ-
স্বরূপ, সুতরাং তেজোলাভার্থ তুমি ভক্ষণের যোগ্য; তুমি
শ্রীমান্গণের শ্রীস্বরূপ, সুতরাং শ্রীলাভার্থ তুমি ভক্ষ্য; তোমাকে
ভক্ষণ করিলে কীর্তি, তেজঃ ও লক্ষ্মীলাভ হয়, অতঃপর

য়েৎ । ততো জামাতা আচান্তঃ পুনরপি আচামেৎ । ততো
 মঙ্গলৌষধিলিপ্তেন দক্ষিণহস্তেন তাদৃশমেব কত্বায়া দক্ষিণহস্তং
 স্বহস্তোপরি নিদধ্যাৎ । ততঃ দোভাগ্যপতিপুত্রবতী নারী মঙ্গল-
 পূৰ্ব্বকং কুশেন হস্তদ্বয়ং বধ্নাতি । ওঁ ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ চন্দ্রশ্চ চন্দ্রা-
 কাবশ্বিনাবুভৌ । তে ভবা গ্রহিনিলায়ং দধতাং শাশ্বতীঃ সমাঃ ।
 ইতি গ্রহিৎ বধ্নীয়াৎ । ততঃ সম্প্রদাতা কুশতিলতুলসীকুহুমসহিত-
 মুদকপাত্রং গৃহীত্বা বামহস্তে কত্বাং ধৃত্বা অৰ্চয়েৎ । এতে গন্ধ-
 পুষ্পে সবজ্রালঙ্কৃত্যৈ কত্বায়ে নমঃ । ইতি ত্রিঃ সম্পূজ্য । এতে
 গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে ওঁ প্রজাপত্যে নমঃ । ওঁ এতং সম্প্র-
 দানায় বরায় নমঃ । ততস্তিলকুশবারিণাভ্যক্ষ্য দক্ষিণহস্তেন
 স্পৃষ্ট্বা বাক্যং কুৰ্য্যাৎ । ওঁ তৎসদিত্যুচ্চাৰ্য্য ওঁ অদ্যামুকে মাসি
 অমুকরাশিস্তে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথেী অমুকগোত্রঃ
 শ্রীঅমুকদেবশৰ্ম্মা শ্রীবিষ্ণুগীতিকামঃ অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরঃ

শ্রীরিতি স্থপাংস্থবিত্যাদিনা চতুর্থোকবচনস্য স্থঃ ॥ ১০ ।

আমাকে শ্রীপ্রদান কর । ১০ ।” এই মন্ত্র বলিয়া বারদ্বয় উহ
 সেবন পূৰ্ব্বক মোনভাবে একবার ভক্ষণ করিয়া পুনর্বার আচ
 মন করিবেন । অনন্তর মঙ্গলৌষধিলিপ্ত দক্ষিণ হস্ত দ্বার
 কত্বার তাদৃশ হস্ত স্বায় হস্তোপরি স্থাপন করিলে পতিপুত্রবর্তী
 স্ত্রুতগা নারী মঙ্গলাচার সহকারে কুশ দ্বারা সেই হস্তদ্বয় বন্ধ
 করিয়া দিবেন । মন্ত্র যথা,—“ব্রহ্মা, বিষ্ণু, চন্দ্র, চন্দ্রা, স্বর্ঘা
 অশ্বিনীকুমারবৃগল প্রভৃতি সকলে এই গ্রহিনিলায় নিত্যকা
 ধারণ করুন ।” তৎপরে সম্প্রদাতা কুশ, তিল, তুলসী
 পুষ্প সহিত উদকপাত্র লইয়া বামহস্তে কত্বা ধারণ পূৰ্ব্ব

স্যামুকদেবশর্মণঃ প্রপৌত্রায় অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্যামুকদেব-
শর্মণঃ পৌত্রায় অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্যামুকদেবশর্মণঃ পুত্রায় ।
অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরায় শ্রীঅমুকদেবশর্মণে বরায় অর্চিতায়
তুভ্যং । অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্যামুকদেবশর্মণঃ প্রপৌত্রীং ।
অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্যামুকদেবশর্মণঃ পৌত্রীং অমুকগোত্র-
স্যামুকপ্রবরস্যামুকদেবশর্মণঃ পুত্রীং । অমুকগোত্রাং অমুকপ্রবরাং
শ্রীঅমুকীদেবীং । ইতি ত্রিকৃত্যু । এনাং কন্তাং সবস্ত্রাং সালঙ্কারাং
প্রজাপতিদেবতাকাং অহং সম্প্রদদে । ইতি হস্তদ্বয়োপরি জল-
তিলকুশান্ দদ্যাৎ । ততো জামাতা স্বস্তীত্ব্যক্ত্যু । গায়ত্রীং জপেৎ ।
ততো জামাতা কথ্যেয়ং প্রজাপতিদেবতাকা । ইত্ব্যক্ত্যু । ওঁ ক-ইদং
কস্মা । আদাৎ । কামঃ কামায়াদাৎ । কামো দাতা । কামঃ
প্রতিগৃহীতা । কামঃ সমুদ্রমাশিশৎ । কামেন স্বাং প্রতিগৃহ্নামি
কামৈতত্তে । ইতি কামস্ততিং পাঠেৎ । ততঃ সম্প্রদাত্তা
ও অদ্যোত্যাदि कृतैतत् सर्वस्त्रसालङ्कारकञ्चालम्ब्र दानकर्म्मणः
प्रतिष्ठार्थं दक्षिणामेतत् सुवर्णं तन्मूल्या वा अग्निदेवकृतं

যথামন্ত্রে অর্চনারাক্য উচ্চারণ করত হস্তদ্বয়োপরি সেই
জল, তিল ও কুশাদি প্রদান করিবেন । জামাতাও “স্বস্তি”
বলিয়া গায়ত্রী জপ করিবেন এবং “এই কন্তা প্রজাপতি-
দেবতাকা” এই বলিয়া কামস্ততি পাঠ করিবেন । যথা,—
“এইটী (প্রাপ্ত বস্তুটী) কি ? এটী কাহার ? কে কাহাকে
অর্পণ করিল ? কামই কামকে প্রদান করিয়াছে ; কামই ইহার
প্রতিগৃহীতা । কাম সমুদ্রে (সৃষ্টির প্রথম সৃষ্ট ত্রব্যে) অন্বেষণ
করিয়াছে । কামের সহারেই আমি গ্রহণ করিতেছি । হে কাম ।

অমুকগোত্রায় অমুকপ্রবরায় শ্রীঅমুকদেবশর্মাণে বরায় কুভ্য-
মহং সম্প্রদদে । ইতি দক্ষিণাং দদ্যাৎ । জামাতা ঔ স্বস্তীতি
ক্রয়াৎ । ততোহগ্নিনেব সময়ে সম্প্রদাতা ভূমিমগ্নং জলং শয্যাং
গোহিরগ্যাদিকং যৌতুকং জামাত্রে দদ্যাৎ । ততো দম্পত্যো-
র্কস্বদ্রয়েন মঙ্গলপূর্বকং পতিপুত্রবতী নারী গ্রহিৎ বদ্বীয়াৎ । ততঃ
সম্প্রদাতা কুশগ্রহিৎ মুক্তা বস্ত্রেণাচ্ছাদ্য অগ্নোত্তাবলোকনং
করয়তি । ততো ভর্তৃদক্ষিণপার্শ্বে কল্যায়ুপবেশয়েৎ । ততো

পিবতু এবং মোক্ষিতা ত্বং হে অর্হণীয়ে মে মম অর্হণীয়স্য অমুখ্য

এইটী (প্রাপ্ত দ্রব্যটি) তোমারই । ” * তদনন্তর সম্প্রদাতা যথা-
বাক্যে দক্ষিণা প্রদান করিলে জামাতাও স্বস্তি বলিয়া তাহা গ্রহণ
করিবেন । এই সময়েই সম্প্রদাতা জামাতাকে ভূমি, অগ্নি, জল,
শয্যা, গো, স্ত্রবর্ণ প্রভৃতি যৌতুক প্রদান করিবেন । পরে পতিপুত্রবতী
নারী বস্ত্রদ্বয় দ্বারা দম্পতির গ্রহিৎ বন্ধন করিয়া দিবেন । তদন-
ন্তর সম্প্রদাতা কুশগ্রহিৎ মোচন পূর্বক বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করত

* বিবাহকর্মে হঠাৎ “কামস্তুতি” এই কথাটি শ্রবণ করিলে
সাধারণের মান এই ধারণা হইতে পারে যে, যেন কল্যায় পত্নীস্বরূপে গ্রহণ
কিন্তু তাহা নহে । এই স্তুতির প্রকৃত মর্থ অনুধাবন করিলে স্পষ্টই বুঝিবে
পারা যায় যে, ইহা স্ত্রীঘটিত ভৌতিক কামের স্তুতি নহে ; এটি অনাদিবা-
সনার অথবা আধ্যাত্মিক কামের স্তুতিমাত্র । ব্রহ্মহনয়োথিত সিন্ধুকাণ্ডে
যে কাম আদিম-সৃষ্ট পদার্থ সলিল হইতে যাবতীয় সৃষ্ট দ্রব্যে অনুপ্রবিষ্ট
হইয়া রহিয়াছে, অধিকস্তর জোড়গুণের উদ্ভেক করাইয়া ভেদবুদ্ধির মূল-
স্বরূপে এককে বহু করিয়াছে, সেই কামই স্বয়ং সম্প্রদাতা এবং সেই কামই
স্বয়ং প্রতিগৃহীতা ।

নাপিতেন গৌগৌরিতুলে জামাতা ইমং মন্ত্ৰং পঠেৎ । প্রজ্ঞা-
পতিঞ্চ বিবৃহতীচ্ছনো গৌদেবতা পূৰ্ণবন্ধগবীমোক্ষণে বিনি-
য়োগঃ । ওঁ মুঞ্চ গাং বৰুণপাশাং দ্বিষন্তং মেহভিধেহি ত্বং
জহমুশা চোভয়োকুংস্বজ গামত্ব ত্বানি পিবতুদকং ॥ ১১ ॥

ততো নাপিতেন মুক্তায়াং গবি জামাতা পঠতি । প্রজ্ঞাপতি-
মুঞ্চ গাং ইত্যাদি । বৃহতীয়াং গৌদেবতা গোমোচনে বিনিযুক্তা ।
অৰ্হণীয়মাহ । এতাং গাং বৰুণপাশাং বৰুণবন্ধনাং মুঞ্চ । মোচ-
য়িত্বা উংস্বজ বিসর্জয় । মেয়ং গৌঃ ত্বানি অত্নু ভক্ষয়তু উদকং
পিবতু । এবং মোক্ষিতা ত্বং হে অৰ্হণীয়ে মে মম অৰ্হণীরন্ত অমুশা
অর্চয়িতুশ্চ উভয়োদ্বিষন্তং বেষ্টারং অভিধেহি কথং ততন্ত্বং জহি

অথোন্তের মুখাবলোকন করাইয়া কথাকে পতির দক্ষিণপাশে
উপবেশন করাইবেন । পরে নাপিত “গৌঃ গৌঃ” উচ্চারণ
করিলে * জামাতা মন্ত্ৰ পাঠ করিবেন ; যথা,—“এই গবীকে বৰুণ-
বন্ধন হইতে মোচন পূৰ্বক পরিত্যাগ কর । এই গবী ত্বৎ
ভক্ষণ করুক, জলপান করুক । হে অৰ্হণীয়ে ! তুমি পাশমুক্ত
হইয়া আমার ও এই অর্চয়িতা উভয়ের শত্রু কে, তাহা নির্দেশ

* পূর্বে শাস্ত্রের নিয়মানুসারে বিবাহস্থলে একটী গবী (গরু) বান্ধিয়া
রাখা হইত, জামাতা পূজাগ্রহণান্তে বিবাহে ব্রতী হইয়া সেই গরুর পাশে মোচন
করিয়া দিতেন । এখন আমাদের দেশে সে প্রথাটা উঠিয়া গিয়া তৎপরি-
বর্তে নাপিত “গৌঃ গৌঃ” শব্দের উচ্চারণ করে । ইহার কারণ এই যে,
নাপিতের মূৰ্খ ও অনভিজ্ঞ, তাহার “গো” শব্দের উচ্চারণ কারতে একটু
শিষ্টা বা পাইয়া ঐরূপ গৌঃ গৌঃ বলে । আমাদের দেশের আরেক
অনভিজ্ঞের এইরূপ সংস্কার ও ধারণা আছে যে, বিবাহকালে নাপিতের মাথা
মহা প্রভু গৌরের নামোচ্চারণরূপ মঙ্গলকামি করা হয় ।

ঋষিভূষ্টপৃচ্ছন্দো গোদেবতা গবানুমন্ত্রণে বিনিরোগঃ । ওঁ মাতা
রুদ্রাণাং হুহিতা বহ্ননাং স্বসাদিত্যানামমৃতস্য নাভিঃ । প্রণুবোচৎ
চিকিতুষে জনায় মা গামনাগামদিতিং বধিষ্ট ॥ ১২ ॥ অনেন
গাং বিসর্জয়েৎ । ততঃ সম্প্রদাতা অচ্ছিদ্রবাচনং কৃত্বা ওঁ

বধান ॥ ১১ ॥ মাতা রুদ্রাণাং ইত্যাদি । ত্রিষ্টুবিয়ং গোদেবতা
অনুমন্ত্রণে বিনিযুক্তা । যেয়ং মমার্হণীয়স্যারম্ভাৎ অর্হণীয়া গৌরা-
নীতা সা রুদ্রাণাং মাতা, হুহিতা বহ্ননাং, স্বসা আদিত্যানাং,
অমৃতস্য দধিছুপ্পাদেঃ নাভিঃ কারণং, অতএব তাং গাং অনপ-
রাধাং অদিতিং অদীনাং হে যজমানপরিচারক! যুয়ং মা বধিষ্ট
মা প্রাণৈর্বিষোজয়ত । অহমেবং হু ভো জনায় অস্মৈ যজ-
মানায় প্রণুবোচৎ প্রোক্তবানস্মি । গোবধং মা কুরুধ্বমিতি ।
কিছুতায় চিকিতুষে জ্ঞানসম্পন্নায় প্রণুবোচমিতি ব্যবহিতেনোপ-
সর্গেণ সম্বন্ধঃ । বহুলং ছন্দস্য মাণ্ডুযোগেপীতি অড়াগমাভাবঃ ।
ব্যত্যয়েন হু শব্দস্য ণত্বং চিকিতুষে ইতি কিতজ্ঞানে ইত্যম্মাৎ
কবসৌ চতুর্থোকবচনং । অনাগামিতি সলোপশ্চান্দসঃ অনাগ-
মিতি প্রাপ্তেঃ । অদিতিমিতি । দোহবথওনে তিন্ ॥ ১২ ॥

পূর্বক তাহাকে বধ কর । ১১ ।” অনন্তর নাপিত গোর
পাশমোচন করিলে জামাতা এই মন্ত্র পাঠ করিবেন, যথা—
“আমার অর্হণার্থ এই যে গবী আনীতা হইয়াছিলেন, ইনি রুদ্র-
গণের মাতা, বহ্নগণের হুহিতা, আদিত্যগণের ভগিনী, অমৃ-
তের নাভি অর্থাৎ দধি-ছুপ্পাদির কারণ ; অতএব হে যজমান-
পরিচারকগণ! তোমরা এই অনপরাধা অদীনা গোকে বধ
করিও না । আমি “এই গোবধ করিও না” জ্ঞানসম্পন্ন যজ-

অন্যোজাদি কুন্তেহ্মিন্ কস্তাদানকৰ্ম্মণি যংকিকিৰৈশ্চগ্যং জাতং
তদৌষপ্রণমনাম্ শ্রীবিষ্ণুপ্রণমহং করিষ্য ইতি । বৈশ্ণবা-
প্রণমনার্থং বিষ্ণুং স্তুত্বা নমস্কর্যাৎ । ইতি সম্প্রদানং । ততো
জামাতা প্রধানগৃহাগতং কুশণ্ডিকোক্তবিধানেন যোজকনামান-
মগ্নিং সংস্থাপ্য বিরূপাক্ষজপান্তাং কুশণ্ডিকাং সমাপয়েৎ । ততো
জামাতুঃ কশ্চিদেকো বয়স্যঃ অশেষজলাশয়োকৃতজলপূর্ণকলস-
হস্তো বস্ত্রাবৃতকারো বাগ্ধতঃ পূৰ্বেণাগ্নিং পরিক্রম্য অগ্নে-
দক্ষিণম্যাং দিশি উত্তরাভিমুখ উৰ্দ্ধস্থিষ্ঠেৎ । ততোহপরোহপি
কশ্চিবয়স্যঃ পচ্চনিকাহস্তস্তথৈব গত্বা জলকলসধারিণঃ পৃষ্ঠদেশে
তথৈব তিষ্ঠেৎ । ততোহগ্নেঃ পশ্চিমতো গত্বা উত্তরতঃ শমীপত্র-
মিশ্রিতান্ লাজান্ চতুরঞ্জলিপরিমিতান্ শূৰ্পে নিধায় স্থাপয়েৎ ।
তৎপন্যপে সপুত্রাঃ শিলাং সংস্থাপ্য তৎপশ্চিমতো বীরণপত্র-

মানকে এ কথা বলিয়াছি । ১২।” এই মন্ত্র পাঠ পূৰ্বক গো-
বিসৰ্জ্জন করিবেন । পরে সম্প্রদাতা অচ্ছিন্নবাচন করিয়া বৈশ্ণবা-
প্রণমনার্থং যথাযথ বাক্যে বিষ্ণুস্মরণ ও তাঁহাকে নমস্কার করি-
বেন । এইরূপে সম্প্রদানকৰ্ম্ম সমাপনান্তে জামাতা কুশণ্ডি-
কোক্ত বিধানে যোজকনামা অগ্নি স্থাপন করত বিরূপাক্ষজপাত্রা
কুশণ্ডিকা সমাপন করিবেন । (ইহারই নাম পাণিগ্রহণ ।)
জামাতার জনৈক বয়স্য জলপূর্ণ কলস হস্তে বস্ত্রাবৃত বেহে
বাগ্ধত হইয়া পূৰ্বদিক্ দিয়া অগ্নিপরিক্রমণ পূৰ্বক অগ্নির
দক্ষিণদিকে উত্তরাভিমুখে থাকিবে । অপর একজন বয়স্য
প্রত্যেক লইয়া সেইভাবে কলসধারীর পশ্চাদিকে অবস্থান
করিবে । একখানি শূৰ্পে চারি অঞ্জলি খই ও তৎপন্যপে শিলা

রচিতং পটবেষ্টিতং কটং চ সংস্থাপ্য জামাতা গৃহং প্রবিষ্টা হত-
বাসৌয়ুগমধশ্চোত্তরীয়ঞ্চ বধূমনেন মন্ত্রব্রহ্মেন যথা ক্রমং পরি-
ধাপয়েৎ । প্রজাপতিঞ্চ বিজ্জগতীচ্ছন্দঃ পরিধাপয়িত্রোঃ দেবতা
অধোবস্ত্রপরিধাপনে বিনিয়োগঃ । ওঁ যা অকুন্তন্নবয়ন্যা অতন্নত
যাশ্চ দেব্যোহস্তানভিতোহততস্ত তাস্মা দেব্যো জরসা সংব্যয়স্তা-

অথ হোমমন্ত্রব্যাত্যা । যা অকুন্তন্নবয়ন্যা অতন্নত যাশ্চ দেব্যোহস্তান-
ভিতোহততস্ত তাস্মা দেব্যো জরসা সংব্যয়স্তায়ুগতীদং পরি-
ধংস্ব বাসঃ । জগতীয়ং পরিধাপনে বিনিযুক্তা । পরিধাপয়িত্রো
দেবতাঃ । যাঃ স্ত্রিয়ঃ ইদং বস্ত্রং পরিধাপয়মানং অকুন্তন্ কৰ্ত্তিতবত্যাঃ
সুত্রাণি অর্থাৎ যাশ্চ অবয়ন তন্তুবত্যাঃ বেদ্য তন্তুসস্তানে । অর্থাৎ
তন্তুসস্তানং কৃতবত্যাঃ । যাশ্চ অতন্নত বিস্তারিতবত্যাঃ । দেবাঃ
দেবনাদিগুণযুক্তাঃ অন্তান্ পটসম্বন্ধিনঃ অভিতঃ উভয়পার্শ্বে অত-
তস্ত গ্রথিতবত্যাঃ । তা দেবতাঃ হে কত্বেকে স্বা স্বাং জরসা জরাস্তং
যাবৎ সংব্যয়স্ত পরিধাপয়ন্ত । হে আয়ুয্যতি হে কল্যাণবতি
ইদম্বাসঃ পরিধংস্ব উত্তরীয়ং অঙ্গাবরণং কুরু । অততন্তেতি

শিলাপুত্র (লোড়া) এবং তৎপশ্চিমে বীরণপত্ররচিত পট-
বেষ্টিত কট (চেটাই) স্থাপিত করিয়া জামাতা গৃহপ্রবেশ পূর্বক
দুইটা মন্ত্র উচ্চারণ করত বধূকে নূতন ধৌত অধোবস্ত্র ও উত্তরীয়
পরিধান করাইবেন । মন্ত্র যথা,—“যাহারা এই বস্ত্রের সুত্র
কর্ত্তন (নির্মাণ) করিয়াছেন, যাহারা বিস্তারিত করিয়াছেন,
যাহারা উভয় পার্শ্বে গ্রথিত করিয়াছেন, হে কত্বেকে । সেই
সকল দেবীরা জরাবস্থা যাবৎ প্রকল্পচিত্তে যেন তোমাকে বস্ত্র
পরিধান করেন । হে কল্যাণবতি । তুমি এই বস্ত্র পরিধান

যুগ্মভীদং পরিধংস্ব বাসঃ ॥ ১ ॥ অনেন নয়বজ্ঞং বধূমধঃ পরি-
ধাপয়েৎ ॥ প্রজাপতিঃ যিস্তৃষ্টপূচ্ছন্দঃ পরিধাপয়িত্বো দেবতা
উত্তরীয়বজ্রপরিধাপনে বিনিয়োগঃ । ও পরিধতু বাসসৈনাং
শতায়ুধাং কুণ্ড দীর্ঘমায়ুঃ শতঞ্চ জীব শরদঃ স্রবচ্চা বহুনি চার্ঘ্যে
বিভূজাসি জীবন্ ॥ ২ ॥ অনেন যজ্ঞোপবীতরূপমুত্তরীয়বাসঃ

ব্যত্যয়েন নোন্তঃ ততস্তেতি কচিং পাঠঃ । তনু বিস্তারে তিঙা
তিঙো ভবন্তীতি প্রথমপুরুষবহুত্বমধ্যমৈকত্বং ॥ ১ ॥ পরিধতু
ইত্যাদি । ত্রিষ্টুবিয়ং পরিধাপয়িত্বো দেবতাঃ পরিধাপনে বিনি-
যুক্তা । হে উপাধ্যায়াদয়ঃ যুগ্মেনাং কন্তকাং পরিধতু পরিধাপ-
য়তঃ । তথা বাসসা বস্ত্রেন এনাং ধতু ধারয়তঃ বস্ত্রাবতাং কুরুতঃ
কিছুতামেনাং শতায়ুধীং চিরকালজীবিনীং কুণ্ড দীর্ঘমায়ুঃ দীর্ঘঃ
বহুকালং যাবৎ আয়ুঃ কুরুতঃ এবং পরিধাপনমভিধায়ামুনা
তামেবাহ । হে কন্তকে শতঞ্চ শরদঃ জীব, শতং বর্ষাণি জীব ।
স্রবচ্চা স্ততেজস্বা স্রুকাস্তিমতী । হে আর্ঘ্যে শ্রেষ্ঠে বহুনি ধনানি
বিভূজাসি বিভূজাসী জীবন্ জীবন্তী শতায়ুধীমিতি গৌরাদিভ্যাং
ভীষ । বিভূজাসীতি ভূজসেবায়াং বর্ণব্যত্যয়েনোকারস্য ঋকারঃ ।
লোট শপশ্মোদ্বিকচনং । অভ্যাসস্য বহুলং ছন্দসীতি ইত্বেতা-
গমে রূপং । জীবন্রিতি লিঙ্গব্যত্যয়েন পুংলিঙ্গতা ॥ ২ ॥ ও সৌম

কর । ১ ।" এই বলিয়া নূতন অধোবাস পরিধান করাইলেন ।
"হে দেবিগণ ! তোমরা এই কন্তাকে বস্ত্রাবতা কর, ইচ্ছাতে
শতবর্ষ পর্যন্ত দীর্ঘজীবিনী কর । হে আর্ঘ্যে ! কুণ্ড শত বর্ষ
জীবন ধারণ কর, কান্তিমতী হও এবং ধনবতী হইয়া জীবিত
 থাক । ২ ।" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া যজ্ঞোপবীতবস্ত্রণ বিবাহ

পরিধাপয়েৎ । ততো বধুমধ্যাভিমুখীং নয়ন জামাতা পঠতি ।
 প্রজাপতির্বিধিরনুষ্ঠাপুচ্ছন্দঃ সোমো দেবতা পত্ন্যঃ কন্তানয়নজপে
 বিনিয়োগঃ । ওঁ সোমোহিদদদগন্ধর্ব্বায় গন্ধর্ব্বোহিদদদগ্নয়ে রয়িঞ্চ
 পুজাংশাদদদগ্নিস্বহ্মথো ইমাং ॥ ৩ ॥ ততোহগ্নে, পশ্চিমতো
 গম্বা বীরণপত্ররচিতং পটবেষ্টিতং কটং বহিস্তরগদেশসমীপপর্য্যন্তং
 দক্ষিণপাদেন প্রেরয়ন্তীং বধুং ইমাং মন্ত্রং জামাতা বাচয়তি । প্রজা-
 পতির্বিধিপাজ্জগতীচ্ছন্দঃ পতিদেবতা কটপাদপ্রবর্তনে বিনি-
 যোগঃ । ওঁ প্রমে পতিয়ানঃ পত্ন্যাঃ কল্পতাং শিবা অরিষ্টা পতি-
 ইত্যাদি । * অনুষ্ঠুবিয়ং সোমদেবতাকা পত্ন্যঃ কন্তানয়নজপে
 বিনিযুক্তা । ইমাং জাতমাত্রামেব সোমো গন্ধর্ব্বায় আদিত্যায়
 অদদৎ দত্তবান্ সোপ্যাগ্নয়ে অগ্নিরপি ধনপুত্রসহিতামিমাং মহং
 দত্তবান্ । প্রমে অথো ইত্যপি শব্দার্থে । রৈকেতি ছান্দসত্বাৎ
 অমোহকারলোপঃ । অদদদতি দদদানে পরস্মৈপদং ছন্দসি
 দৃশ্যতে ॥ ৩ ॥ ওঁ প্রমে ইত্যাদি । দ্বিপাজ্জগতীয়ং পতিদেবতাকা

বস্ত্রধারণ করাইবেন । * অনন্তর জামাতা বধুকে অগ্নির অভি-
 মুখী করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবেন ;—“সোম এই কন্তাটিকে
 গন্ধর্ব্বকে প্রদান করিয়াছিলেন, গন্ধর্ব্ব অগ্নিকে দেন এবং পরে
 অগ্নি আমাকে ধনপুত্রসহিত এই কন্তা দিয়াছেন অর্থাৎ আমি
 এই কন্তা হইতে ধন ও পুত্র প্রাপ্ত হইব । ৩ ।” পরে বধু
 পূর্ব্বোক্ত বীরণপত্ররচিত কটখানিকে পদ দ্বারা ঘর্ষণ করত
 আকর্ষণ করিবেন । তৎকালে এই মন্ত্র পড়িতে হয়, যথা—“মং-

* এই মন্ত্র দুইটির তাৎপৰ্য্য বুঝা যাইতেছে যে, যেন জামাতার স্বপ্নে
 বধুরূপের উদয় হইতেছে এবং সাংসারিক ধর্ম্মরক্ষার অবশ্যত্বাবী শুভফল-
 সকলের অনুভব হইতেছে ; সুতরাং তিনি কন্যার প্রতি প্রীতি, শুভাকাঙ্ক্ষা
 ও উপযুক্ত সম্মাননা প্রকাশ করিতেছেন ।

লোকং গমেয়ং । অথ লজ্জাবশাদধূমাদি ন পঠতি তদা অমঃ স্বয়ং
জামাতা স্বয়ং পঠেৎ । প্রজাপতির্বাষির্বিপাক্ষগতীচ্ছনঃ পতি-
দেবতা কণ্ঠাকটপাদপ্রবর্তনে বিনিয়োগঃ । ৩ প্রাণ্যঃ পতি-
যানঃ পস্থাঃ কল্পতাং শিবা অরিষ্টা পতিলোকং গম্যাঃ ॥ ৪ ॥ ততঃ
কটস্য পূর্বাদ্ধে বধুঃ পত্ন্যর্দক্ষিণত উপবিশতি জামাতা চ বধ্বা
উত্তরতঃ । ততঃ প্রকৃতহোমার্থং তুষ্টীং সমিধমগ্নৌ প্রক্ষিপা

পদপ্রবর্তনে বিনিযুক্তা । নোহস্মাকং পতিঃ স্বামী মে মদর্থং
পস্থাঃ পস্থানং কল্পতাং প্রকরোতু । যা যেন পথা অহং শিবা সুখ-
বহা অরিষ্টা অহিংসিতা পতিলোকং পতিদেবং গমেয়ং গচ্ছামি ।
ইতি ব্যবহিতোহপি প্রশ্নকঃ কল্পতামত্যনেন যোজ্যঃ । পত্নীতি
সুপাং সুবলুগিত্যাদিনা লুক্ । যা ইতি তৃতীয়াস্থানে প্রথমা সুপাং-
লুগিত্যাদিনা ডাদেশঃ । পস্থায়তি তেনৈব স্ত্রেণ অমঃ স্নুগমেয়-
মিতি লিঙাশিষ্যঙ । পতিযান ইতি পাঠস্ত্ব বহুপুস্তকেষদর্শনাৎ
নাদরণীয়ঃ । পতিযান ইত্যেব পাঠ ইতি কেচিৎ । প্রাস্যোত্যাदि
প্রমে ইতি দ্বয়ং কণ্ঠা স্বয়ং জপেৎ । অজপস্ত্যাং তস্যং প্রমে

পতি আমার জন্ত পথ প্রস্তুত করুন, আমি যেন সুখে ও নিরা-
পদে সেই পথযোগে পতিলোকে গমন করিতে পারি ।” লজ্জা-
বশে বধু এই মন্ত্র পাঠ না করিলে জামাতা স্বয়ং পড়িবেন।—
“হে দেবগণ! আপনারা ইহার জন্ত পথ প্রস্তুত করুন, যেন
সেই পথ দিয়া এই বধু নির্ঝিল্লি ও হুখে পতিলোকে গমন
করিতে পারে । ৪ ।” তদনন্তর বধু সেই কটের পূর্বাদ্ধে পতির
দক্ষিণে এবং জামাতা বধুর উত্তরে উপবিষ্ট হইয়া প্রকৃত
হোমার্থ তুষ্টীভাবে অগ্নিতে সমিধ প্রক্ষিপ করিয়া বধবার

মহাব্যাহতিহোমঃ কুর্য্যাৎ । ততো বধূদক্ষিণহস্তেন পত্ন্য-
দক্ষিণস্কন্ধং স্পৃষ্ট্বা তিষ্ঠতি । জামাতা চ বড়াজ্যাহতীজু'হ্রাৎ ।
যথা প্রজাপতিঋষিরতিজগতীচ্ছন্দোহগ্নিদেবতা আজ্যাহোমে
বিনিয়োগঃ । ওঁ অগ্নিরৈতু প্রথমো দেবতাভ্যঃ সোহসৈ্য প্রজাঃ
মুঞ্চাতু মৃত্যুপাশাত্তদয়ং রাজা বরুণোহনুমতাং যথেষং স্ত্রী
পৌত্রমঘং ন রোদাৎ স্বাহা ॥ ১ ॥ প্রজাপতিঋষিরতিজগতী-
চ্ছন্দোহগ্নিদেবতা আজ্যাহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ ইমামগ্নিস্থায়ীতাং

ইতিস্থানে প্রান্য ইতু'হং কৃদ্বা যোজ্যং ॥ ৪ ॥ অগ্নিরৈতু ইত্যাদি ।
জগতীয়মগ্নিদেবতাকা আজ্যাহোমে বিনিয়ুক্তা । অগ্নিরৈতু
আগচ্ছতু অর্থাদগ্নিন্ বিবাহকর্ষ্মণি । কিংভূতোহনৌ প্রথমঃ
প্রধানভূতঃ । কুতঃ দেবতাভ্যঃ ইন্দ্রাদিভ্যঃ আগত্য চ সোহগ্নিঃ
অসৌ অস্যাঃ কন্যায়াঃ প্রজাং ভাবিনাং মুঞ্চাতু মোচয়তু । কুতঃ
মৃত্যুপাশাং যমপাশবন্ধনাং তদেতন্মৃত্যুপাশাং বিমোচনমগ্নিকৃতং ।
অয়ং রাজা বরুণোহনুমন্যতাং অনুজানাতু তথা করোতু । যথা
ইয়ং স্ত্রী কন্যকা পৌত্রমঘং পুত্রসম্বন্ধিব্যসনং ন রোদাৎ ন রুদ্যাৎ
তদ্বদিশু রোদনং ন কুর্যাদিত্যর্থঃ । অশ্বে ইতি বর্ষ্ঠার্থে চতুর্থী ।
মুঞ্চাত্বিতি ব্যত্বয়েন দীর্ঘঃ । রোদাদিতি লিঙার্থে লোট্ ॥ ১ ॥
ওঁ ইমামগ্নিরিত্যাदि । অতিজগতীয়ং অগ্নিদেবতা আজ্যাহোমে

হোম করিবেন । পরে বধূদক্ষিণ হস্ত দ্বারা পতির দক্ষিণ স্কন্ধ
স্পর্শ করিয়া থাকিবেন এবং জামাতা ছয়টা আজ্যাহতি দিবেন ।*
মন্ত্র যথা,—“দেবপ্রধান অগ্নি ইন্দ্রাদি দেবগণের নিকট হইতে

* ইহার তাৎপৰ্য্যে জানা যাইতেছে যে, যেন হইকেনই আহতি দান-
রূপ এক ধর্ম্মকর্ম্মই করিবেন । স্তত্রীং পতি পত্নী উভয়কে মিলিত হইয়াই
ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়, সেই উদ্দেশ্যই প্রকাশিত হইতেছে ।

গার্হপত্যঃ প্রজামন্যৈ জরদষ্টং কুণেতু অশূন্তোপস্থা জীবতামস্ব
মাতা পৌত্রমানন্দমভিবুধাতামিহং স্বাহা ॥ ২ ॥ প্রজাপতিঃ বি-
শ্বকরীচ্ছনো বিশ্বদেবা দেবতা আজ্যহোমে বিনিরোগঃ।
ওঁ দ্যৌস্তে পৃষ্ঠং রক্ষতু বায়ুরক্ষ অশ্বিনৌ চ স্তনকরন্তে পুত্রান

বিনিযুক্ত। ইমাং কন্যাঃ অগ্নির্গার্হপত্যঃ অগ্নিহোত্রিণীঃ সতীঃ
ব্রাহ্মতাং পালয়তু অগ্নিহোত্রমস্যাং তবজ্জিতি আশংসা। কিঞ্চ
অন্ত্র অস্যাঃ কন্তায়াঃ প্রজাং সন্ততিং জরদষ্টং জরাপথান্তং চিরা-
যুযীং করোতু। কিঞ্চ অশূন্তোপস্থা নিত্যং ভর্তুঃ সঙ্গতাস্ত। তথা
জীবতামাস্বত্যাং পুত্রাণাং মাতাস্ত। অস্তাং জাতানি বাস্তপত্যানি
তানি হকালে মা ত্রিয়স্তাং ইত্যাশাসাতে। অত ইমং কন্তাপুত্রং
পুত্রসম্বন্ধি আনন্দং অভিবুধাতাং অভিমুখোनावবিধমমুভবতু ॥ ২ ॥
ওঁ দ্যৌস্তে পৃষ্ঠং ইত্যাदि। শ্বকরীয়ং বিশ্বদেবী। হে কন্তকে তব
পৃষ্ঠং পশ্চাত্তাগং দ্যৌর্লোকো রক্ষতু। তথা বায়ুশ্বিনৌ চ তে

আগমন করুন, তিনি এই কন্তার ভবিষ্যৎ সন্তান-সন্ততিকে
মৃত্যুপাশ হইতে মোচন করুন, বরুণরাজ ইহার পুত্রকে রক্ষা
করুন। এই স্ত্রী যেন পুত্রসম্বন্ধীয় দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া রোদন না
করে। ১। গার্হপত্য অগ্নি এই অগ্নিহোত্রিণী সতীকে রক্ষা করুন,
এই কন্তার সন্তান-সন্ততিকে জরাবস্থা পর্যন্ত চিরায়ুযী করুন,
এই কন্তা সর্বদা যেন পতিসঙ্গতা থাকে অর্থাৎ কদাচ পতি-
বিচ্ছেদ না হয়, আয়ুত্মান পুত্রগণের মাতা হউক, অর্থাৎ যেন
অকালে ইহার সন্তান মৃত্যুগ্রাসে না পড়ে, ইনি যেন সন্তান-
জনিত আনন্দ অমৃতত্ব করেন। ২। হে কন্তকে পশ্চাত্তাগ
তোয়ার পশ্চাত্তাগ রক্ষা করুন, বায়ু ও অশ্বিনীদেবতাদের

স্বমিত্রাভিরক্ষণাবাসসঃ পরিধানাবৃহস্পতির্বিষেদেবাশ্চাভিরক্ষত্ব
পশ্চাৎ স্বাহা ॥ ৩ ॥ প্রজাপতিঞ্চ বিরতিজগতীচ্ছন্দোহগ্নাদয়ো
দেবতা আজ্যাহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ মা তে গৃহেষু নিশি
ষোব উখাদনাত্ত্বং রুদভ্যং সংবিশন্ত মাং ত্বং রুদত্বারমাবশিষ্টা
জীবপত্নী পতিলোকে বিরাজ পশুন্তী প্রজাং সুমনস্যাং
স্বাহা ॥ ৪ ॥ প্রজাপতিঞ্চ বিরপরিষ্টাক্ত্বং হতীচ্ছন্দোহগ্নাদয়ো

তব উরু রক্ষতু । কিঞ্চ স্তনদ্বয়ঃ স্তনাহারান্ তে তব পুত্রান্
সবিতা আদিত্যোহভিরক্ষতু । আবাসসঃ পরিধানাবাসঃ পরিধাক-
ষোগায়া দশায়াঃ প্রাগিত্যর্থঃ তস্মাৎ কালাং পশ্চাৎ বৃহস্পতি-
র্বিষেদেবাশ্চ তান্ পুত্রান্ অভিরক্ষতু । স্তনদ্বয় ইতি ব্যত্যয়েন
শব্দঃ স্থানে স্থঃ ॥ ৩ ॥ ওঁ মা তে গৃহেষু ইত্যাদি । অতিজগতীয়ে
অগ্নাদয়ো দেবতাঃ । হে কন্তকে তব গৃহেষু বেষ্মসু নিশি রাজৌ
ষোব আক্রন্দরূপঃ শব্দঃ মা উখাং মা উত্তিষ্ঠতু । কিঞ্চ রুদত্ব
ত্বামুক্তা রুদভ্যঃ স্ত্রিয়ঃ সংবিশন্ত ত্বদায়শক্রগৃহেষু কিঞ্চ রুদতী সতী
ত্বং রুদয়ং মা বধিষ্ঠাঃ ত্বমুরোধাতং রোদিব্যাসীত্যর্থঃ । তথা জীবপত্নী
জীবপতিকা সতী ত্বং পতিলোকে পতিকূলে বিরাজ শোভস্ব ।
কিভূতা প্রজাং পশুন্তী সন্ততিং দ্বৈক্ষমাণা কিভূতাং প্রজাং সুমনস-

তোমার উরুযুগল রক্ষা করুন, সবিতৃদেব তোমার স্তনপায়ী
পুত্রগণকে রক্ষা করুন, বৃহস্পতি তোমার বসনাবৃত দেহভাগ
রক্ষা করুন এবং বিষেদেব দেবতারা তোমার পান্যত্র প্রাকৃতিক
দেবভাগ রক্ষা করুন । ৩ । হে কন্তকে ! তোমার গৃহে রাহি

দেবতা আজ্যাহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ অপ্রজস্য পৌত্রমর্ত্যং
পাপানুমুত্বা অথ শীর্ষঃ স্রজমিবোমুচ্য দ্বিষভ্যঃ প্রতিমুঞ্চামি
পাশং স্বাহা ॥ ৫ ॥ প্রজাপতিঋষিক্ষিক্ছন্দো বৈবস্বতো দেবতা
আজ্যাহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ পরেতু মৃত্যবমৃতং আগাঈবস্বতো

মানাং হৃষ্টাচিন্তাং ১৪ ॥ ওঁ অপ্রজস্য ইত্যাদি । উপরিষ্টাৎ হতীয়াং ।
হে কন্তকে অপ্রজস্যং হতীয়াং বক্ষ্যাত্বং পৌত্রমর্ত্যং পুত্রসম্বন্ধি-
মরণং পাপানুং হতীয়ামেব মরণং উত বা অথবা অথঃ হতীয়া-
মনিষ্টং এতৎসর্কং হতোহপকৃত্য শীর্ষো মূর্ধ্নুঃ স্রজমিব মালামিব
উমুচ্য অবতারা দ্বিষভ্যঃ প্রতিমুঞ্চামি পাশং মৃত্যুপাশরূপং এত-
দদামীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥ ওঁ পরেতু ইত্যাদি । অত্যাধিগিয়ং বৈব-
স্বতদেবতা কন্তকা আশান্তে । হে বৈবস্বত মন্তঃ সকাশাং মৃত্যুঃ
প্রাঙ্মুখো ভবতু নাহং ম্রিয়ে ইত্যর্থঃ । তথা অমৃতং অমরণং মে
মম আগাৎ আগচ্ছত । তথা বৈবস্বতো যমঃ নোহস্মাকং অভয়ং

কালে যেন আক্রন্দনরূপ শব্দ উথিত না হয়, তোমার রিপু-
গৃহে যেন তাহাদিগের নারীরা রোদন করিতে করিতে প্রবিষ্ট
হয়, ক্রন্দন দ্বারা যেন তোমাকে অন্তঃপুরচারিণীগণের ক্রেশ
উৎপাদন করিতে না হয়, তুমি হৃষ্টচিত্ত সন্তান-সন্ততি লইয়া
এবং জীবপতিকা হইয়া পাতকুলে বিরাজ কর । হে কন্তকে ।
মালা উন্মোচনের জ্ঞায় তোমার মন্তকপ্রদেশ হইতে বক্ষ্যাত্ব ও
মৃত্যুংসাহাদি মৃত্যুপাশরূপ দোষসমূহকে উন্মুক্ত করত তাহা
অরিকুলের প্রতি নিক্ষেপ করিলাম । ৫ । হে বৈবস্বত । মৃত্যু
আমার নিকট হইতে বিমুখ হউন অর্থাৎ আমি যেন মৃত্যুর
পতিত না হই; অমরতাব আমার নিকট আগমন করুক

নোহিভয়ং কৃণোতু । পরং মৃত্যোহনুপরেহি পশ্চাৎ যত্র নোহিভয়ং
ইতরো দেবযানান্চক্ষুঃশূন্যে তে ব্রবীমি মা নঃ প্রজাং
রীরিষো মোত বীরান্ স্বাহা ॥ ৬ ॥ ইতি ষড়্ভাজ্যাহতীঃ সমাপ্য
বাস্তসমস্তমহাব্যাহতিহোমং কুর্যাৎ । যথা প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রী-
চ্ছন্দোহগ্নিদেবতা মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ ভূঃ স্বাহা ।
প্রজাপতিঋষির্কৃষ্ণচ্ছন্দো বায়ুর্দেবতা মহাব্যাহতিহোমে বিনি-

কৃণোতু ভয়াভাবং করোতু । ইদানীং প্রত্যক্ষীকৃতমৃত্যুরেব
প্রার্থাতে । হে মৃত্যো মন্তঃ পরমত্তং পশ্চানং অনুপরেহি অনু-
গচ্ছ । মন্তঃ প্রাশ্বুখো গচ্ছ ইত্যর্থঃ । যত্র নোহস্মৎপথাদত্তঃ পশ্চাৎ
ইতরো দেবযানাদেবপথাদন্যঃ পিতৃপথ ইত্যর্থঃ । কিঞ্চ চক্ষু-
শূন্যে পশ্যতঃ শূন্যে শূন্যতঃ প্রত্যক্ষ্যস্যেব তে তবাহমেতং ব্রবীমি
প্রার্থয়ে । নোহস্মাকং প্রজাং রীরিষঃ অস্বদীয়াং প্রভাং পুত্র-
পৌত্রাদিকং মা হিংসৌঃ । তথা মোত বীরান্ বিক্রান্তান্ বিপুরু-
ষান্ মা হিংসৌরিত্যর্থঃ । পশ্চামিতি পশ্চানমিতি প্রাপ্তে । চক্ষু-
শূন্যে ইতি ষষ্ঠ্যর্থঃ চতুর্থী । মা রীরিষ ইতি রিষধাতোঃ স্বাথিক-
নিজস্তাৎ চণ্ডি মধ্যমপুরুষৈকবচনং মাযোগাদভাগমা ভাবঃ ॥ ৬ ॥

যম আমাদিগের অভয় বিধান করুন । হে মৃত্যো! আমার
নিকট হইতে অগ্র পথে গমন কর, প্রেতলোকের পথ লক্ষ্য
করিয়া বিমুখ হও, তুমি দেখিতেছ ও শুনিতেছ; সুতরাং
আমি তোমার প্রত্যক্ষেই প্রার্থনা করিতেছি যেন আমার
পুত্র-পৌত্রদিগকে হিংসা করিও না এবং বিক্রান্ত পুরুষদি-
গকে অথাৎ মধ্যশীঘ্র সতেজ পুত্রাদিকে হিংসা করিও না । ৬।
এই প্রকারে ছয়টি আজ্যাহতি দিয়া বাস্তসমস্ত মহাব্যাহতি

যোগঃ । ওঁ ভুবঃ স্বাহা । প্রজাপতিঋষিরনুষ্ঠুপছন্দঃ সূর্য্যো
দেবতা মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ স্বঃ স্বাহা । প্রজা-
পতিঋষিরনুষ্ঠুপছন্দঃ প্রজাপতির্দেবতা ব্যাস্তসমস্তমহাব্যাহতি-
হোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ ভূভুবঃ স্বঃ স্বাহা । ততো জামাতা
যদি ভৃগুগোত্রো ভার্গবপ্রবরো বা তদা ঋবেণ পঞ্চধা গৃহীতমাজ্যং
জুহ্বাং নিধায় ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা ইতি পূর্বাভিমুখীং স্মৃতধারাং
উত্তরতোহগ্নেরূপরি তথৈব দদ্যাৎ । ওঁ সোমায় স্বাহা ইতি
পুনর্দক্ষিণতো দদ্যাৎ । যদি চাশ্বিনোত্রোহগ্নপ্রবরস্তদা চতুর্ধা
গৃহীতমাজ্যং জুহ্বাং নিধায় মন্ত্রবয়েন স্মৃতধারাবয়ং তথৈব
দদ্যাৎ ॥ অথ লাজহোমঃ । ততো বধূদহিতঃ পতিরুখ্যায়
পত্নীপৃষ্ঠদেশেন দক্ষিণদেশং গত্বা উত্তরাভিমুখে দক্ষিণহস্তেন
বধূহস্তব্রহ্মজলরূপং গৃহীত্বা তিষ্ঠতি । অথ বধ্বা মাতা ভ্রাতা
অথো বা ব্রাহ্মণঃ পূর্ব্বস্থাপিতলাজানাদায়াগ্রতঃ সপুত্রাঃ শিলাং
নিধায় বধুং দক্ষিণপাদাগ্রেণ শিলামাক্রাময়তি । জামাতা চ মন্ত্রঃ
পঠতি । প্রজাপতিঋষিরনুষ্ঠুপছন্দোহশ্মা দেবতা অশ্বাক্রামণে

হোম করিবে । পরে জামাতা ভৃগুগোত্র অথবা ভার্গবপ্রবর
হইলে ঋব দ্বারা পঞ্চধা গৃহীত মাজ্য লইয়া পূর্বাভিমুখাদি-
ক্রমে যথানিয়মে অগ্নিতে আহুতি দিয়া তৎপরে লাজ হোম
করিবেন । বধূদহিত পতি গাজ্রোথান পূর্ব্বক পত্নীর পশ্চা-
দিকে দক্ষিণভাগে গিয়া উত্তরাভিমুখে বধূহস্তব্রহ্মজলরূপে
ধারণ করত অবস্থান করিবেন । বধুর মাতা, ভ্রাতা অথবা
অথ কোন ব্রাহ্মণ পূর্ব্বস্থাপিত লাজ লইয়া বধুকে অগ্নিরদ্বী
শিলার উপর দক্ষিণ পদার্পণ করাইবেন । জামাতা মন্ত্র পঠি

বিনিয়োগঃ । ওঁ ইমমশ্মানমারোহাশ্চৈব ত্বং স্থিরা ভব দ্বিষন্ত-
মপবাস্ব মা চ ত্বং দ্বিষতামধঃ ॥ ১ ॥ ততো জামাতা যদি ভৃগু-
গোত্রো ভার্গবপ্রবরো বা তদা বধ্বঞ্জলৌ পতিদত্তস্বতশ্চবহ্নয়োপরি
বধ্বা মাতা ভ্রাতা অত্রো বা ব্রাহ্মণঃ পঞ্চাবর্তান্ লাজান্দদাতি
পতিশ্চ তহুপরি স্বতশ্চবহ্নয়ং দদাতি । যদ্যত্রগোত্রোহন্ত্রপ্রবরো বা
তদা বধ্বঞ্জলৌ পতিদত্তস্বতশ্চবৈকোপরি চতুরাবর্তলাজদানং
তহুপরি স্বতশ্চবহ্নয়দানং কর্তব্যং । ততো বরেণাস্বিন্ মন্ত্রে
পঠিতে বধূরঞ্জলিভেদমকুর্ক্বতী লাজান্ জুহোতি । প্রজাপতিঋষি-
রুপরিষ্টাজ্যোতিষতীচ্ছন্দোহগ্নির্দেবতা লাজহোমে বিনিয়োগঃ ।
ওঁ ইয়ং নার্যুপক্রতেহগ্নৌ লাজানাবপন্তী দীর্ঘায়ুস্ত মে পতিঃ

ওঁ ইমমিত্যাदि । অনুষ্টুবিয়ং অশ্মাদেবতা অশ্মাক্রামণে বিনিযুক্তা ।
হে কন্যকে ইমমশ্মানং প্রত্যক্ষং দৃশদং আরোহ আক্রাম । কিঞ্চ
অশ্মা ইব পাষণ ইব দৃঢ়া ভব । দ্বিষন্তমমিত্রং অপবাস্ব গীড়স্ব ।
তথা দ্বিষতামগ্নীণামধো মেবাভুঃ । চ শকোহবধারণে ॥ ১ ॥ ওঁ ইয়ং

করিবেন, যথা—“হে কন্যকে ! এই শিলার উপর আরোহণ
কর, পাষণবৎ দৃঢ় ও স্থির হও, অরিকুলের গীড়ন কর এবং
কদাচ যেন অরিবর্গের আয়ত্ত হইও না । ১ ।” জামাতা ভৃগু-
গোত্র বা ভার্গবপ্রবর হইলে বধূর অঞ্জলিতে পতিদত্ত স্বতশ্চব-
হ্নয়োপরি বধূর মাতা অথবা ভ্রাতা কিম্বা অন্ত কোন ব্রাহ্মণ
পঞ্চাবর্ত লাজ প্রদান করিবেন । পতিও তহুপরি স্বতশ্চবহ্নয়
দিবেন । পতি অত্রগোত্র বা অত্রপ্রবর হইলে বধূর অঞ্জলিতে
পতিদত্ত স্বতশ্চবৈকোপরি চতুরাবর্ত লাজদান ও তহুপরি স্বত-
শ্চবহ্নয় দান কর্তব্য । পরে বর মন্ত্রপাঠ করিলে বধু অঞ্জলিভেদনা

শতং বর্ষাণি জীবত্বেন্দ্ৰজ্ঞাতয়ো মম স্বাহা ॥ ২ ॥ ততঃ পতির-
ত্রতো বধুং কৃত্বা ইমং মন্ত্রং পঠয়িষ্যদক্ষিণং করোতি । প্রজ্ঞা-
পতির্থাং বিজিষ্টপুচ্ছন্দঃ কস্তা দেবতা পরিণয়নে বিনিয়োগঃ । ওঁ
কস্তলা পিতৃভ্যাঃ পতিলোকং যতীয়মপদীক্ষামবষ্ট । কস্তা উত
ইত্যাদি । উপরিষ্টাজ্জ্যোতিষ্যতীয়াঃ লাজহোমে বিনিযুক্তা ।

আগ্নেয়ী অগ্নিদেবতাকা লাজা ভ্রষ্টা ব্রাহ্মণঃ । পতিরুদতি । ইয়ং
নারী ভ্রাতী উপক্রতে অগ্নেঃ সমীপে ক্রতে । কিংকুর্বাণা লাজান্
অগ্নৌ আবপন্তী ক্ষিপুবন্তী । কিন্তুহুপক্রতে দীর্ঘায়ুরস্ত মে পতিঃ
এতদেব বৃণোতি । শতবর্ষাণি জীবতু মে মম পতিরिति প্রকৃ-
তেন সম্বন্ধঃ । কিঞ্চ এধস্তাং জ্ঞাতয়ো মম স্বজনা ধনপুত্রধানাদি-
ভির্স্বর্জস্তাং ॥ ২ ॥ ওঁ কন্যালা পিতৃভ্যাঃ পতিলোকং যতীয়মপদী-
ক্ষামবষ্ট । কন্যা উত ত্বয়া বয়ং ধারা উদন্যা ইবাতিগাহেমহি ।
জিষ্টবিস্বং কন্যাদেবতা পরিণয়নে বিনিযুক্তা । কনৈব কন্যালা
পিতৃভ্যাঃ পিতৃকুলাং পতিলোকং পতিকুলাং যতী গচ্ছন্তী অপ-
দীক্ষাং দীক্ষাং বর্জয়িত্বা । অপশকৌ বর্জনে । অবষ্ট ইষ্টবতী ।
দীক্ষাশক্বেন বৈবাতিকব্রতমুচ্যতে । ত্রিরাত্রমক্ষারলবণাশিনৌ

করিয়া লাজ হোম করিবেন । জামাতা এই মন্ত্র পাঠ করিবেন,
যথা—“এই নারী অগ্নিতে লাজ (খই) সমর্পণ করিয়া বলিতে-
ছেন যে, আমার পতি দীর্ঘ জীবন ধারণ করুন, শতবর্ষজীবী
হউন এবং আমার জ্ঞাতীগণ ধন-পুত্র-ধানাদি দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত
হউন ২ ।” অনন্তর পতি বধুকে সগুণভাবে রাখিয়া অগ্নি প্রদ-
ক্ষিণ করিতে করিতে এই মন্ত্র পাঠ করিবেন ।—“এই কন্যা
পিতৃগৃহ হইতে পতিগোহে আসিয়া অপদীক্ষা বর্জন পূর্বক

ত্বয়া বয়ং ধারা উদন্যা ইবাতিগাহেমহি দ্বিষঃ ॥ ৩ ॥ পুনস্তথৈব
বধবঞ্জলিং গৃহীত্বা উত্তরাভিমুখঃ পতিরবতিষ্ঠেৎ । পূর্ববন্মাতা
ভ্রাতা অত্রো বা ব্রাহ্মণো গোত্রপ্রবরানুসারেণ লাজানাদায়
তিষ্ঠেৎ । বধুং দক্ষিণপাদাগ্রেণ সপুত্রাং শিলামাক্রাময়তি জামাতা
চ পূর্ববন্মাতং পঠতি । প্রজাপতির্বাষিরনুষ্ঠাপ্ছন্দোহশ্বাদেবতা
অশ্বাক্রামণে বিনিয়োগঃ । ওঁ ইমমশ্মানমারোহাশ্চৈব ত্বং স্থিরা
ভব দ্বিষন্তমপবাধস্ব মা চ ত্বং দ্বিষতামধঃ । পুনস্তথৈব গোত্র-
প্রবরানুসারেণ পূর্ববদধবঞ্জলৌ পতিদত্তযুতক্ষবদয়েকোপরি
চতুরাবর্তান্ পঞ্চাবর্তান্ বা শমীপত্রমিশ্রিতলাজধানং তদুপরি

দম্পতী 'ভবেয়াতামিত্যাদিরূপং তদ্বর্জনং কৃতবতীতার্থঃ । কিল
কন্যাং বদতি পতিঃ । কন্যা হে কন্যো উত অপি চ ত্বয়া সহিতা
বয়ং দ্বিষঃ শত্রুন অতিগাহেমহি অতিক্রমেমহি । ধারা কর্তৃত্বতাঃ
উদন্যাঃ পিপাসাঃ কন্মভূতাঃ অভিভবন্তীতি তদ্বদিত্যর্থঃ । কন্যা
ইতি ছান্দসাং সম্বুদ্ধৌ এতং ন স্যাৎ । অভিগাহেমহীতি অভি-
পূর্বাং গাহ বিলোড়নে । অতীতি পবর্গ চতুর্গবং তবর্গ-প্রথমবচ্চ

বৈবাহিক ব্রতাচরণ করিয়াছে । হে কন্যো ! জলধারা যেরূপ
পিপাসাকে পরাভব করে, সেইরূপ আমরাও তোমার সহিত
অবস্থিত থাকিয়া যেন শত্রুকুল পরাজয় করি । ৩।” অনন্তর
পতি পুনরায় পূর্ববৎ বধুকে অঞ্জলি গ্রহণ করাইয়া উত্তরাভি-
মুখে অবস্থিত হইবেন এবং পূর্ববৎ মাতা, ভ্রাতা বা
অন্য ব্রাহ্মণ গোত্রপ্রবরানুসারে লাজ লইয়া থাকিবেন ।
বধু দক্ষিণ পদ দ্বারা শিলা ও শিলাপুত্র টানিয়া লইলে জামাতা
পূর্ববৎ মন্ত্র পাঠ করিবেন ।—“হে কল্যাণি ! এই শিলার উপর

স্বতশ্ৰবদয়ং দদ্যাৎ । বধূচাঞ্জলিতেদমকুৰ্শ্বতী পূৰ্ববদেব লাজান্
জুহোতি । জামাতা চ পূৰ্ববদেব মন্ত্ৰং পঠতি । প্রজাপতিঋষি-
রূপরিষ্টাবৃহতীচ্ছন্দোহৰ্য্যমা দেবতা লাজহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ
অৰ্য্যমণং নু দেবং কণ্ঠা অগ্নিমযক্ষত স ইমাং দেবোহৰ্য্যমা প্রতো
মুঞ্চাতু মামুতঃ স্বাহা ॥ ৪ ॥ ততঃ পুনঃ পূৰ্ববদেব পতিরগ্রতো

কচিং পঠতি ॥ ৩ ॥ ওঁ অৰ্য্যমণং নু দেবং কন্যাহগ্নিমযক্ষত স
ইমাং দেবোহৰ্য্যমা প্রেভো মুঞ্চাতু মামুতঃ । উপরিষ্টাং বৃহতীয়ং
লাজহোমে বিনিযুক্তা । অৰ্য্যমা দেবতাস্বরূপমনুপদ্যতে । কন্যা
পূৰ্বমৰ্য্যমণং দেবং অগ্নিঞ্চ অযক্ষত ইষ্টবত্যঃ । নু শব্দচার্থে
পূৰ্ব্বাৰ্দ্ধেন সামান্যোপক্রমঃ উত্তরাৰ্দ্ধেন বিশেষোপসংহারশ্চ । স চ
অৰ্য্যমা অগ্নিচ ইষ্টঃ সন্ কন্যাং ইমাং পরিণীয়মানাং প্রেতঃ ইতঃ
পিতৃকুলাং প্রমুঞ্চাতু মা অমুতঃ পতিকুলাং মা ন প্রমুঞ্চাতু
পতিকুলাং পৃথক্ করোতু ইত্যর্থঃ । প্রেত ইত্যত্রস্থিতপ্রশংস্যা
মুঞ্চাস্বিত্যনেন ব্যবহিতাশ্চেত্যনেন সম্বন্ধঃ । মুঞ্চাস্বিত্যত্র বা

আরোহণ কর, তুমি পাষণবৎ দৃঢ় ও স্থির থাক, শত্রুকুল বিনাশ
কর এবং অরিগণ যেন তোমাকে পরাভূত করিতে না পারে ।”
পরে পুনর্বার পূৰ্ববৎ গোত্র ও প্রবরানুসারে বধুব অঞ্জলিতে
পতিদত্ত স্বতশ্ৰবদয় বা স্বতশ্ৰবৈকোপরি চতুরাবর্ত বা পঞ্চাবর্ত
লাজ কিম্বা শমাপত্রমিশ্রিত লাজদান ও তদুপরি স্বতশ্ৰবদয়
প্রদান করিবেন । বধুও পূৰ্ববৎ লাজহোম করিবেন এবং জামাতা
পূৰ্ববৎ মন্ত্ৰ পাঠ করিবেন ।—“এই কণ্ঠা পূৰ্বে অৰ্য্যমা এবং
অগ্নিদেবকে নিশ্চয় পূজা করিয়াছিলেন । সেই অৰ্য্যমা ও
অগ্নিদেব প্রীত হইয়া এই পরিণীয়মানা কণ্ঠাকে পিতৃকুল হইতে

বধুং কৃষ্টা পূর্ববন্মস্তমেব পঠয়গ্নিপ্রদক্ষিণং কৰোতি । প্রজাপতি-
ঋষিঃ প্ৰচন্দ্রঃ কথ্য দেবতা কথ্যাপরিণয়নে বিনিয়োগঃ । ওঁ
কথ্যলা পিতৃভ্যঃ পতিলোকং যতীয়মপদীক্ষামবষ্ট কন্যা উত স্বয়া
বয়ং ধারা উদত্যা ইবাতিগাহেমহি দ্বিষঃ । পুনস্তথৈব বধ্বজলিং
গৃহীত্বা উত্তরাভিমুখঃ পতিরবতিষ্ঠেৎ । পূর্ববন্মাতা ভ্রাতা অথো
বা ভ্রাতৃগো বধুং দক্ষিণপাদাগ্রাণ শিলামাক্রাময়তি । জামাতা
চ পূর্ববন্মস্তমেব পঠতি । প্রজাপতিঋষিরনুষ্ঠাপ্ৰচন্দ্রোহশ্মাদেবতা
অশ্মাক্রামণে বিনিয়োগঃ । ওঁ ইমমশ্মানমারোহাশ্মেব ত্বং স্থিরা
ভব দ্বিস্তমপবাধস্ব মা চ ত্বং দ্বিস্তামধঃ । পুনস্তথৈব গোত্রপ্রব-
রান্নুসারেণ পূর্ববদ্বধ্বজলো পতিদত্তয়তশ্রবদ্বৈকোপরি শমীপত্র-
মিশ্রিতান্ লাজান্ দত্ত্বা তত্ৰপরি যতশ্রবদ্বয়ং দদ্যাৎ বধুশ্চাজলি-
ভেদমকুর্ক্বতী পঞ্চাবর্তান্ চতুরাবর্তান্ বা লাজান্ জুহোতি ।
জামাতা চ পূর্ববদেব মন্ত্রং পঠতি । প্রজাপতিঋষিরূপরিষ্টা-
দ্ব্যহতীচ্ছন্দঃ পূষা দেবতা লাজহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ পুষণং হু
দেবং কথ্য অগ্নিমযজ্ঞত স ইমাং দেবঃ পূষা প্রোতো মুঞ্চাতু

চ্ছন্দসীতি দীর্ঘঃ ॥ ৪ ॥ পুষণং হু দেবং কন্যা অগ্নিমযজ্ঞত স ইমাং

পৃথক্ করিয়া পতিকূলে অর্থাৎ আমাকে অর্পণ করুন । ৪ ।”
পরে পতি পূর্ববৎ বধুকে সম্মুখে লইয়া অগ্নি প্রদক্ষিণ করিতে
করিতে পূর্ববৎ মন্ত্র পাঠ করিবেন । অনন্তর পুনরায় পতি
পূর্ববৎ উত্তরাভিমুখ হইয়া বধুকে দক্ষিণ পাদ দ্বারা শিলা আক্র-
মণ করাইয়া পূর্বের ত্রায় মন্ত্র পড়িবেন এবং পূর্বের ত্রায়
পঞ্চাবর্ত ও চতুরাবর্ত লাজহোম করিতে হইবে । জামাতা
পূর্বের ত্রায় এই মন্ত্র পাঠ করিবেন যে, “এই কথ্য পুষা

মামুতঃ স্বাহা ॥ ৫ ॥ ততঃ পতিরগ্ৰতো বধুঃ কৃত্বা পুনরপি পূৰ্বমম্বং
পঠন্নগ্নি প্রদক্ষিণং কৰোতি । প্রজাপতিঋষিষ্টিপুচ্ছনঃ কন্যা
দেবতা কত্বাপরিণয়নে বিনিয়োগঃ । ওঁ কন্যা পিতৃভ্যঃ পতি-
লোকং যতীয়মপদীক্ষামবষ্ট কন্যা উত ত্বয়া বয়ং ধারা উদন্যা
ইবাতিগাহেমহি দ্বিষঃ । ততঃ সূৰ্পশ্রোত্ররাক্ষে যুতক্ষবদ্বয়ং দত্ত্বা
লাজশেষং নিধায় পুনস্তত্ৰপরি যুতক্ষবদ্বয়ং দত্ত্বা ওঁ অগ্নয়ে ঋষ্টি-
কৃতে স্বাহা । ইতি সূৰ্পেণৈব জুহ্বাৎ । যদা জামাতা ভৃগু-
গোত্রো ভার্গবপ্রবরো বা শ্রাৎ তদা এবং যদান্যগোত্রোহন্য-
প্রবরো বা তদা প্রথমং এক এব যুতক্ষবো দাতব্যঃ । পশ্চাৎ
জোপরি যুতক্ষবদ্বয়ং দেয়ং । জামাতা, প্রাগুদীচ্যাং দিশি বধুং
সপ্তভিষ্মত্ৰৈঃ সপ্তসু মণ্ডলিকাসু সপ্তপদানি নয়েৎ । বধূচ্চ মণ্ড-
লিকাসাং দক্ষিণপাদং নীত্বা পশ্চাদ্বামপাদং নয়েৎ । জামাতা চ
বধুমিদং জুহ্বাৎ । মা বামপাদেন দক্ষিণং পাদমাক্রাময়েতি ।

দেবঃ পুৰ্বা প্রেতো মুঞ্চাতু মামুতঃ স্বাহা । পৌষ্যায় পূৰ্ববৎ ॥ ৫ ॥

নামক অগ্নিদেবকে নিশ্চয় পূজা করিয়াছিলেন । সেই পুষ্পদেব
ইহাকে পিতৃকুল হইতে পৃথক্ করিয়া আমাকে প্রদান
করুন । ৫ ।” পরে পতি বধুকে সম্মুখে করিয়া অগ্নি প্রদক্ষিণ
করিতে করিতে পূৰ্ববৎ মম্ব পঠি করিবেন । অনন্তর সূৰ্পের
উত্তরারক্ষে যুতক্ষবদ্বয় দিয়া লাজশেষ স্থাপন পূৰ্বক তত্ৰপরি
যুতক্ষবদ্বয় প্রদান করত “ওঁ অগ্নয়ে ঋষ্টিকৃতে স্বাহা” মন্ত্রে
হোম করিবেন । জামাতা ভৃগুগোত্র বা ভার্গবপ্রবর হইলে এই-
রূপে এবং অন্তগোত্র বা অন্যপ্রবর হইলে প্রথমে একটী যুত-
ক্ষব দিবেন, পশ্চাৎ লাজোপরি যুতক্ষবদ্বয় দিতে হয় । তদন-

সপ্তানাং মন্ত্রাণাং ঋষ্যাদয়ঃ সাধারণাঃ । প্রজাপতিঋষিরেক-
পাদ্বিরাট্ছন্দো বিষ্ণুর্দেবতা কত্বাপাদাক্রমণে বিনিয়োগঃ । ওঁ
একমিষে বিষ্ণুস্থানয়তু ॥ ১ ॥ ইতি প্রথমং দক্ষিণং পাদং নয়তি ।
প্রজাপতিঋষির্বিপাদ্বিরাট্ছন্দো বিষ্ণুর্দেবতা দ্বিপাদাক্রমণে বিনি-
য়োগঃ । ওঁ দে উর্জ্জে বিষ্ণুস্থানয়তু ॥ ২ ॥ প্রজাপতিঋষিঃ ত্রি-
পাদ্বিরাট্ছন্দো বিষ্ণুর্দেবতা ত্রিপাদাক্রমণে বিনিয়োগঃ । ওঁ ত্রীণি
ব্রতায় বিষ্ণুস্থানয়তু ॥ ৩ ॥ প্রজাপতিঋষিঃ চতু-
ষ্পাদ্বিরাট্ছন্দো বিষ্ণুর্দেবতা চতুষ্পাদাক্রমণে বিনিয়োগঃ । ওঁ চত্বারি মাযো ভবায়
বিষ্ণুস্থানয়তু ॥ ৪ ॥ প্রজাপতিঋষিঃ পঞ্চপাদ্বিরাট্ছন্দো বিষ্ণু-

একমিষে বিষ্ণুস্থানয়তু । দে উর্জ্জে বিষ্ণুস্থানয়তু । ত্রীণি
ব্রতায় বিষ্ণুস্থানয়তু । চত্বারি মাযোভবায় বিষ্ণুস্থানয়তু ।
পঞ্চপদভ্যো বিষ্ণুস্থানয়তু । ষড়্রায়স্পোষায় বিষ্ণুস্থানয়তু । সপ্ত
সপ্তভ্যো হোত্রেভ্যো বিষ্ণুস্থানয়তু । একপাদ্বিরাট্ছন্দো বিষ্ণু-
র্দেবতাঃ পাদাক্রমণে বিনিয়ুক্তাঃ । হে কন্যকে একং পাদং ত্বা
স্ত্বাং বিষ্ণুরানয়তু ক্রাময়তু । কিমর্থং ইবে অর্থলাভায় ইষ্যতেহসৌ
ইট ॥ ১ ॥ অমৃ দে পদে আনয়তু । উর্জ্জে বললাভায় ॥ ২ ॥ এবং
সর্বত্র । ত্রীণি ব্রতায় বজ্রকর্ষণে ॥ ৩ চত্বারি মাযোভবায় দৌধ্য-

স্তর জামাতা প্রাপ্তত্তরদিকে বধুকে সাতটি মন্ত্র দ্বারা সপ্তমগুলি-
কাতে সপ্তপদীগমন করাইবেন । পতি এক একটা বাক্য বলি-
বেন এবং কন্যা এক একবার পাদক্ষেপ করিবে । বাক্য-
গুলি যথা,—“হে কন্যে ! বিষ্ণু অর্থলাভার্থ এক পদ অতিক্রম
করাউন । ১ । বললাভার্থ দ্বিতীয় পদ অতিক্রম করাউন । ২ ।
বিষ্ণু পঞ্চ মহাবজ্রাদির জন্য তৃতীয় পদ অতিক্রম করাউন । ৩ ।

দেবতা পঞ্চপাদাক্রমণে বিনিয়োগঃ। ঐ পঞ্চপশুভ্যো বিষ্ণু-
স্থানয়তু ॥ ৫ ॥ প্রজাপতিঋষিঃ ষট্পাদিরাট্ছন্দো বিষ্ণুদেবতা
ষট্পাদাক্রমণে বিনিয়োগঃ। ঐ ষড্রায়স্পোষায় বিষ্ণুস্থানয়তু ॥ ৬ ॥
প্রজাপতিঋষিঃ সপ্তপাদিরাট্ছন্দো বিষ্ণুদেবতা সপ্তপাদাক্রমণে
বিনিয়োগঃ। ঐ সপ্ত সপ্তভ্যো বিষ্ণুস্থানয়তু ॥ ৭ ॥ ততঃ সপ্তপদীং
গতাং কন্যাং পতিরীশাস্তে। প্রজাপতিঋষিঃ সামিকীপঙক্তি-
শ্চন্দঃ কন্যা দেবতা পাদাক্রমণানন্তরমাশাসনে বিনিয়োগঃ। ঐ
সখা সপ্তপদীভব সখ্যন্তে গমেয়ং সখ্যন্তে মা যোষাঃ সখ্যন্তে
প্রাপ্তয়ে ॥ ৪ ॥ পঞ্চ পশুভ্যঃ পশু প্রাপ্তয়ে ॥ ৫ ॥ ষট্পদানি রায়স্পো-
ষায় ধনপ্রাপ্তয়ে ॥ ৬ ॥ সপ্ত সপ্তহোত্রেভ্যঃ ঋত্বিক্ প্রাপ্তয়ে ॥ ৭ ॥
ঐ সখা সপ্তপদীভব সখ্যন্তে গমেয়ং সখ্যন্তে মা যোষাঃ সখ্যন্তে
মায়োষ্ঠ্যাঃ। সামি ঐ পঙক্তিরিয়ং। কত্বা দেবতা পাদাক্রমণান-
ন্তরমাশাসনে বিনিযুক্তা। পতিঃ কত্বাং প্রার্থয়তে। হে কণ্ঠে
ত্বং মম সখা সহচারিণী ভব। তথা সপ্তপদী সপ্তপদাক্রান্তাভি-
বিষ্ণু সৌখ্যলাভার্থ চতুর্থ পদ অতিক্রম করাউন। ৪। বিষ্ণু পশু-
লাভার্থ পঞ্চম পদ অতিক্রম করাউন। ৫। বিষ্ণু ধন প্রাপ্তির জন্য
ষষ্ঠপদ অতিক্রম করাউন। ৬। বিষ্ণু ঋত্বিকলাভার্থ সপ্তম পদ
অতিক্রম করাউন। ৭।” * অনন্তর পতি বধূকে সন্মোদন করিয়া
কহিবেন, “হে কন্যে ! তুমি আমার সহচারিণী হও, আমি

* এই মন্ত্রের তাৎপর্যার্থ দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, পতি
সহ সপ্তপদগমনকারিণী বধূ বিষ্ণু কর্তৃক আজীবন পতির সকল প্রকার
কর্তব্য কন্মেরই সহায় হইলেন। তাহার নিকট পুত্রপ্রার্থনাও করা হইল,
অতএব ইহা দ্বারা যে দম্পতির পতি-পত্নীভাব দৃঢ়রূপে সম্বন্ধ হইল, তাহাতে
সন্দেহ নাই।

মারোষ্ঠ্যাঃ ॥ ১ ॥ ততো জামাতা বিবাহং ত্রিষ্টুমাগতান্ জনানা-
মব্রুয়েৎ । প্রজাপতির্বাশ্বিরনুষ্টুপুচ্ছন্দ আশাশ্রমানা দেবতা বিবাহ-
প্রেক্ষকজ্ঞনামব্রুণে বিনিয়োগঃ । ওঁ স্তমঙ্গলীরিয়ং বধুরিমাং
সমেত পশুত সৌভাগ্যমসৌ দত্তা যথাস্তং বিপরেতন ॥ ২ ॥ ততঃ

ধেয়েষ্বর্থেষু সহচারিণী ভবেত্যর্থঃ । সপ্তপদৌতি বিভক্তিলুক্ । কিঞ্চ
সখ্যন্তে গমেয়ং সখ্যং মৈত্রং তে তবাহং গচ্ছামি সখা তব ভবেয়-
মিত্যর্থঃ । সখ্যন্তে মা ঘোষাঃ তে তব ময়া সহ সখ্যং ঘোষাঃ
জিরো মা ছিন্তস্বিতি শেষঃ । তথা সখ্যন্তে মারোষ্ঠ্যাঃ সূখং
তন্তোথানং মারোষ্ঠং তত্র ভবা মারোষ্ঠ্যাঃ সূখকারিণ্যঃ স্ত্রিঃ
স্ত্রী সহ সখ্যং কুর্কস্বিতি শেষঃ ॥ ১ ॥ ওঁ স্তমঙ্গলীরিয়ং বধুরিমাং
সমেত পশুত সৌভাগ্যমসৌ যথাস্তং বিপরেতন । ত্রিষ্টুবিয়ং
প্রেক্ষকজ্ঞনামব্রুণে বিনিযুক্তা । আশাস্যামানা দেবতাঃ । হে
প্রেক্ষকজ্ঞনাঃ ইয়ং বধূঃ স্তমঙ্গলাঃ প্রণতমঙ্গলা পরিণীতা যতঃ
অতো যুগং সমেত সমাগচ্ছত সমাগত্য চ ইমাং পশুত অখানস্তরং
অস্মৈ সৌভাগ্যং দত্তা যা যুগং অস্তং স্বগৃহং বিপরেতন গচ্ছত ।
বিশেষোর্থো বিশদস্য । দত্তায়ৈতি ছন্দসিক্তো যক ইতি ক্তা-

তোমার সখ্য প্রাপ্ত হইলাম । বিচ্ছেদকারিণী রমণীগণ দ্বারা
যেন আমাদের এই দৃঢ় স্থাপিত সখ্য বিচ্ছিন্ন না হয় । সূখ-
কারিণী অর্থাৎ হিতৈষিণী নারীরা তোমার সহিত সখ্য করিয়া
আমাদের ঐ সখ্যকে সহপদেশ দ্বারা বর্দ্ধিত করুন । ১ ।
পরে জামাতা বিবাহদর্শনার্থ সমাগত দর্শকবৃন্দকে কহিবেন,
“হে দর্শকবৃন্দ ! তোমরা আগমন পূর্বক এই মঙ্গলকারিণী
পরিণীতা বধূকে দর্শন করিয়া ইহাকে সৌভাগ্যবতী কর, পরে

পূৰ্ব্বেস্থাপিতোদককুন্তধারী জামাতুৰ্বয়স্তোহংগেঃ পশ্চিমদেশেন
সপ্তপদীস্থানমাগত্য মূৰ্দ্ধি বরমভিষিঞ্চেৎ । জামাতা চ পঠতি ।
প্রজাপতিঋষিরমুষ্টুপ্ছন্দো বিশ্বেদেবা দেবতা মূৰ্দ্ধাভিষেচনে
বিনিয়োগঃ । ওঁ সমঞ্জস্ত বিশ্বেদেবাঃ সমাপো হৃদয়ানি নৌ
সন্মাতরিস্থা সন্ধাতা সমুদেষ্ঠী দধাতু নৌ ॥ ৩ ॥ পশ্চাদনেনৈব

প্রত্যয়াৎ যক্ । বিপরেতনেতি পরাপূৰ্ণ ইন গতো অন্তনধাশ্চেতি
ত শব্দস্য তনাদেশঃ । স্তমজলীরিতি ছন্দসি ঙ্গকারলোপো
বক্তব্যো ইতি মত্থে ঙ্গকারঃ । ছান্দসত্বাৎ সেলোপাভাবঃ ।
যদ্বা পরাৰ্দ্ধং হে প্রেক্ষকা যুয়ং অসৌ সৌভাগ্যং দত্ত্বা অন্তং গৃহং
যাথ । নব বিপরেতন চ বিপ্রিয়া ভবথ বিপরেতনেতি বিপর্য-
পূৰ্ণ দিশধাতোঃ ত প্রত্যয়রূপং ॥ ২ ॥ ওঁ সমঞ্জস্ত বিশ্বেদেবাঃ
সমাপো হৃদয়ানি নৌ সন্মাতরিস্থা সন্ধাতা সমুদেষ্ঠী দধাতু নৌ ।
অমুষ্টুবিয়ং বিশ্বেদেবা দেবতা মূৰ্দ্ধাভিষেচনে বিনিযুক্তা । হে
কন্তকে নৌ আবয়োহৃদয়ানি হৃদয়ে বিশ্বেদেবাঃ সমঞ্জস্ত শোধয়ন্ত
অকলুষীকুৰ্বন্ত । তথা আপো জলানি তথা মাতরিস্থা বায়ুঃ
তথা ধাতা প্রজাপতিঃ তথা উদেষ্ঠী উপদেষ্ঠী দেবতা সংদধাতু
একীকরোতু । সমাপ ইত্যাদৌ ব্যবহিতাশ্চেতি ব্যবহিতক্রিয়া-
পদেনৈব উপসর্গসম্বন্ধঃ । উদেষ্ঠেত্যত্র উশব্দঃ পাদপূরণে ॥ ৩ ॥

স্বগৃহে গ্রহান করিও । ২ ।” অনন্তর পূৰ্ব্বেস্থাপিত-জলকুন্তধারী
জামাত-বরস্য অগ্নির পশ্চিমদিকে সপ্তপদীস্থানে গিয়া বরের
মস্তকে অভিষেক করিলে জামাতা এই মন্ত্র পাঠ করিবেন, যথা—
“হে কন্যাকে ! বিশ্বেদেবগণ আমাদিগের উভয়ের হৃদয় পবিত্র
করুন ; জলদেবতাগণ, বায়ু, প্রজাপাত ও উপদেষ্ঠী দেবী ইহারা

মস্ত্রেণ বধূমপ্যাভিষিক্তেং । অথ পাণিগ্রহণং । ততো জামাতা
অধোনিহিতবামহস্তেন বক্ষজলিং দক্ষিণহস্তেন চ সাজুষ্ঠমুক্তানং
বধূদক্ষিণহস্তং গৃহীত্বা সঞ্চদ্রান্ জপতি । যথা প্রজ্ঞাপতিৰ্ণাষিক্তি-
ষ্টপুচ্ছন্দো ভগাদয়ো দেবতা গৃহীতকন্যাপাণেঃ পত্ন্যৰ্জ্জপে বিনি-
য়োগঃ । ওঁ গৃভ্ৰামি তে সৌভগদ্বায় হস্তং ময়া পত্যা জরদষ্টি-
ৰ্যথাসঃ । ভাগোহর্যমা সবিতা পুরক্চিস্রহং ত্বাহুর্গার্হপত্যায়

ওঁ গৃভ্ৰামি তে সৌভগদ্বায় হস্তং ময়া পত্যা জরদষ্টিৰ্যথাসঃ ।
ভাগোহর্যমা সবিতা পুরক্চিস্রহং ত্বাহুর্গার্হপত্যায় দেবাঃ । ত্রিষ্টু-
বিয়ং পাণিগ্রহণজপে বিনিযুক্তা । ভগাদিদেবতাকা । হে কত্থকে
তে তব হস্তং গৃভ্ৰামি গৃভ্ৰামি । কিমর্থং সৌভগদ্বায় সৌভাগ্যোৎ-
পাদনায় । ময়া পত্যা সহ জরদষ্টির্জরাত্তং যাবৎ ত্বং আসঃ ভবসি ।
কিমর্থং গৃভ্ৰামি বস্মান্তাগোহর্যমা সবিতা চ পুরক্চিরগ্রণাঃ এতে
দেবা মে মহং ত্বা ত্বাং গার্হপত্যায় অহুদন্তবন্তঃ । গৃভ্ৰামীতি
ক্লগ্রহোৰ্ত্শ্চন্দনীতি হকারস্য ভকারঃ । সৌভগদ্বায় স্তুভগস্যোদং
সৌভগং তস্য ভাবঃ সৌভগত্বং । আস ইতি অন্তের্লাঙি সিপি বহলং

সকলে আমাদিগের উভয়ের হৃদয়ের ঐক্য সম্পাদন করুন । ৩ ।”

এই মস্ত্রে বধূকেও অভিষেক করিতে হয় । অতঃপর পাণি
গ্রহণ ।—জামাতা অধোনিহিত বামহস্ত দ্বারা বধুর অঙ্গলি
এবং দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বধুর উত্তানভাবস্থ দক্ষিণ হস্ত গ্রহণ
পুঙ্খক ছয়টা মন্ত্র পাঠ করিবেন ।—“হে কন্যাকে ! ভগ,
অর্যমা, সবিতা ও পুরক্চি এই সকল দেবতার। তোমাকে
আমায় সমর্পণ করিয়াছেন । তুমি আমার গৃহকর্ম্ম নিষ্পাদন
করিবে । তুমি সৌভাগ্যোৎপাদনার্থ জরাবস্থা পর্য্যন্ত আমার

দেবাঃ ॥ ১ ॥ প্রজাপতিঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্ছন্দঃ কন্যাদেবতা গৃহীত-
কন্যাপাণেঃ পত্ন্যর্জ্জপে বিনিয়োগঃ । ওঁ অঘোরচক্ষুরপতিয়োধি
শিবা পশুভ্যাঃ স্মননাঃ সূৰ্বচাঃ । বীরস্বর্জীবস্বর্দেবকামা শ্রোনা শং
নো ভব দ্বিপদেশং চতুষ্পদে ॥ ২ ॥ প্রজাপতিঋষিঃ বিজ্ঞগতীচ্ছন্দঃ
প্রজাপতির্দেবতা গৃহীতকন্যাপাণেঃ পত্ন্যর্জ্জপে বিনিয়োগঃ ।
ওঁ আ নঃ প্রজাং জনয়তু প্রজাপতিরাজরসায় সমনজ্জুধ্যমা ত্বাহ-

ছন্দমীতি শপো ন লুক ॥ ১ ॥ ওঁ অঘোরচক্ষুরপতিয়োধি শিবা
পশুভ্যাঃ স্মননাঃ সূৰ্বচাঃ । বীরস্বর্জীবস্বর্দেবকামা শ্রোনা শম্নো
ভব দ্বিপদেশং চতুষ্পদে । কন্যা দেবতেয়ং ত্রিষ্টুপ্ । হে কন্তকে
অঘোরচক্ষুরক্রূরদৃষ্টিরপতিয়ী অপতিঘাতিনী চ এধি ভব । ত'
শিবা পশুভ্যাঃ পশূনাং গোমহিষাদীনাং শিবা সূখাবহা ভব ।
আশিষি যষ্ঠার্থে চতুর্থী । তথা স্মননাঃ প্রসন্নমানসা সূৰ্বচন্তেজ-
স্বিনী তথা বীরস্বঃ সংপুত্রপ্রসবা তথা জীবদপত্য্য দেবকামা
পঞ্চমহাষজ্ঞাদিরতা শ্রোনা সূথকারিণী তথা নোহস্মাকং সখন্ধিনে
দ্বিপদেশং কল্যাণকারিণী তথা চতুষ্পদেশং গবাদিকারকল্যাণ-
কারিণী ভব ইত্যশাস্যতে । দ্বিপদেশং চতুষ্পদে ইতি তাদর্থ্যে

সহিত অবস্থান কর, আমি তোমার হস্ত গ্রহণ করিতেছি । ১ ।
হে কন্যো ! তুমি ক্রূরদৃষ্টি ও পতিঘাতিনী না হইয়া অবস্থান
কর । গোমহিষাদি পশুগণের সূখবিধাত্রী হও অর্থাৎ সর্বদা
গোমহিষাদি প্রতিপালন করিবে ; তুমি প্রসন্নমানসা, তেজ-
স্বিনী, বীরপ্রসবিনী, জীবদপত্য্য, পঞ্চমহাষজ্ঞাদিরতা, সকলের
সূথকারিণী, আমাদিগের কল্যাণকরী ও গবাদিকারকল্যাণ-
কারিণী হও । ২ । প্রজাপতি আমাদিগের পুত্র-পৌত্রাদিকে

মঙ্গলী: পতিলোকমাশিশ শমো ভব দ্বিপদেশং চতুঃপদে ৩ ॥
 প্রজাপতির্থাবিরহুষ্ঠ প্ছন্দ ইন্দ্রো দেবতা গৃহীতকন্যাপাণে: পত্ন্য-
 ঙ্গপে বিনিয়োগঃ ৷ ও ইমাং ত্বমিন্দ্রমিচ্ছ: স্তপুত্রাং স্তভগাং কুধি

চতুর্থী ॥ ২ ॥ ও আ ন: প্রজাং জনয়তু প্রজাপতিরাজরসায় সম-
 নক্তৃধ্যমা ত্বাহুর্মঙ্গলী: পতিলোকমাশিশ শমো ভব দ্বিপদেশং চতু-
 ষ্পদে ৷ জগতীয়ং প্রজাপত্যা ৷ প্রজাপতি: স্রষ্টা নোহস্মাকং প্রজা
 পুত্রপৌত্রাদিরূপামাজনয়তু ৷ আজরসায় জরাপর্যন্তং ৷ কিঞ্চ তাং
 প্রজামর্থ্যমা দেব: সমনক্তু ব্যঞ্জয়তু প্রকটগুণাং করোতু
 ৷ হে কণ্ঠকে মঙ্গলী: মঙ্গলবত্যো দেবতা: ত্বা ত্বাং মহমর্থ্যাং অর্হদন্ত-
 বত্যা: ৷ অতস্ত্বং পতিলোকং পতিকুলং আশিশ ৷ আজনয়ত্বিহি
 ব্যবহিতেনোপসর্গেণ সম্বন্ধ: ৷ আজরসায় ইতি অব্যাবীভাবে
 শরং প্রভৃতিভ্য ইত্যত্র জরা জরশ্চেতি পঠাতে ৷ আজরসাদিতি
 পঞ্চমার্থে আজরসায়েতি চতুর্থী ৷ মঙ্গলীরিতি পূর্ববদীকার: ব
 ছন্দস ইতি জসি সর্গঃ ॥ ৩ ॥ ও ইমাং ত্বমিন্দ্রমিচ্ছ: স্তপুত্রাং স্তভগা:
 কুধি দশাশ্রাং পুত্রানাদেহি পতিমেকাদশং কুরু ৷ অহুষ্ঠে বিন্ম:

জরাবস্থা পর্যন্ত রক্ষা করুন, অর্থ্যমা সেই পুত্র-পৌত্রাদিবে
 প্রকটগুণবিশিষ্ট করুন ৷ হে কন্যো! মঙ্গলবতী দেবতার
 তোমাকে আমার সমর্পণ করিয়াছেন, অতএব তুমি পতিকূলে
 অবস্থান কর ৷ তুমি আমাদের সর্বক্ষে কল্যাণকরী ও
 গবাদিকায়কল্যাণকারিণী হও ৩ ৷ হে ইন্দ্র! তুমি জল
 স্বেচক্ষবিধি দ্বারা আগ্নেয়নকারক হইয়া এই কন্যাকে স্তপুত্র-
 ঙ্গসংকল্পী ও সৌভাগ্যবতী কর, এই কন্যাতে দশসংখ্য পুত্র
 প্রদান কর অর্থাৎ ইহার গর্ভে যেন দশটা পুত্র উৎপন্ন হয়

দশান্তাঃ পুত্রানাদেহি পতিমেকাদশং কুরু ॥ ৪ ॥ প্রজাপতিঃ বি-
রুদ্ভুঃ পুন্ড্রঃ কন্তা দেবতা গৃহীতকন্তাপাণেঃ পত্ন্যর্জপে বিনি-
য়োগঃ ॥ ৩ ॥ সাম্রাজ্যী স্বত্তরে ভব সাম্রাজ্যী স্বশ্রাং ভব ননন্দরি
চ সাম্রাজ্যী অধিদেবু ॥ ৫ ॥ প্রজাপতিঃ বিরুদ্ভুঃ পুন্ড্রঃ প্রার্থ্য-
মানাঃ বৃহস্পতিদেবতা গৃহীতকন্তাপাণেঃ পত্ন্যর্জপে বিনিয়োগঃ ।
ও মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু মম চিত্তমহুচিহ্নস্তেহস্ত মম বাচমেক-

ঐন্দ্রী । হে ইন্দ্র মিচ্ উদক প্রক্ষেপবিধানাপ্যায়নকারকঃ সন্ ইমাং
কন্তাং সুপুত্রাং সংপুত্র প্রসবাং সুভগাং পতিধিয়াং কুধি কুরু ।
কিঞ্চ অস্তাং কন্তায়াং দশসংখ্যকান্ পুত্রানাদেহি গর্তেহস্তাঃ পুত্রান্
প্রাপয়েতি যাবৎ । পতিঞ্চ ভর্তারং অস্যাং একাদশং কুরু ইতি
প্রার্থ্যতে । একাদশমিতি একাদশানাং পূরণমিতি ব্যুৎপত্ত্যা । মিচ্
ইতি স্বকামসম্বানমীবাংশেতি । মিহ সেচনে ইত্যস্য কসৌ নিপা-
ত্যতে । মতুবসোকঃ সম্বন্ধো ছন্দসীতি কথং । কুধীতি ক্লেঃ২ধিঃ
করণস্ত বহুলং ছন্দসীতি লুক্ । ত্রশৃণু পুরুবৃত্তাছন্দসীতি হেধি
ভাবঃ ॥ ৪ ॥ ও সাম্রাজ্যী স্বত্তরে ভব সাম্রাজ্যী অধিদেবু । অহুষ্ট-
বীর্যং কন্তা দেবতা । হে কন্তকে সাম্রাজ্যী প্রধানবাসিনী নিকট-
বাসিনীতি যাবৎ । স্বত্তরে পত্ন্যঃ পিতরি ভব । সাম্রাজ্যী স্বশ্রাং ভব ।
ননন্দরি চ স্বশ্রাং পত্ন্যর্জাতরি তথা ননন্দরি পত্ন্যর্জগিতাং অধিদেবু
দেবরেষু । পুনঃ পুনঃ সাম্রাজ্যীগ্রহণং পৌরবার্থং ॥ ৫ ॥ ও মম ব্রতে

সেই দশ পুত্র ও পতি এই সমস্ত লইয়া যেস গৃহে একাদশ-
সংখ্য হয় । ৪ । হে কন্যাকে ! তুমি স্বত্তর, স্বশ্র, ননন্দ- ও
দেবর ইহাদিগের নিকটে সাম্রাজ্যী হও অর্থাৎ ইহাদিগের
সকলকে মর্ক প্রদান ও চিত্তরঞ্জনকারিণী হইয়া থাক । ৫ । হে কন্যে !

মনা জুষস্ব বৃহস্পতিত্বা নিযুনক্তু মহং ॥ ৬ ॥ ততোঽগ্নিসমীপমা-
গত্য বধূসহিত উপবিষ্টো জামাতা পানিপ্ৰহণামন্তরং ব্যস্তসমস্ত-
মহাব্যাহতিহোমং কুর্যাৎ । যথা প্রজাপতিঞ্চ বির্গারজীছন্দোহ-
গ্নির্দেবতা মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ ভূঃ স্বাহা । প্রজা-
পতিঞ্চ বিরুক্ষিক্ছন্দো বায়ুর্দেবতা মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ ।
ওঁ ভুবঃ স্বাহা । প্রজাপতিঞ্চ বিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা মহা-
ব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ স্বঃ স্বাহা । প্রজাপতিঞ্চ বিবৃহতী-
ছন্দঃ প্রজাপতির্দেবতা ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ ।

তে হৃদয়ং দধাতু মম চিত্তমনুচিৎ তেহস্তু মম বাচমেকমনা জুষস্ব
বৃহস্পতিত্বা নিযুনক্তু মহং । ত্রিষ্টুবীযং প্রার্থনায়াং বিনিযুক্তা ।
প্রার্থমানা দেবতাকা । হে কন্যকে তে তব হৃদয়ং মনঃ স্বয়মেব
দ্বং মম ব্রতে কৰ্ম্মণি দধাতু স্থাপয়তু । অন্যস্য কর্তৃপদম্যাক্রান্তত্বাৎ
সৈব প্রথমপুরুষব্যত্যয়েনোচ্যতে এতচ্ছক্তন্তু বতি । মম ব্রতে হৃদয়ং
নিধেহীতি । অন্যচ্চ মম চিত্তমনু তে তব চিত্তমস্তু ভবতু আব-
য়োহৃদৈক্যং ভবত্তিত্যর্থঃ । কিঞ্চ মম বাচং বাণীং একমনাঃ অনন্ত-
চেতাঃ সতী জুষস্ব । কিঞ্চ বৃহস্পতিঃ সুরগুরুঃ ত্বা ত্বাং মহং মদধং
নিযুনক্তু নিতরাং যোজয়তু ॥ ৬ ॥

তুমি তোমার মনকে আমার কর্ম্মে স্থাপন কর, তোমার
চিত্ত আমার চিত্তের অনুরূপ কর অর্থাৎ আমাদিগের উভয়ের
হৃদয়ের ঐক্য হউক্ ; তুমি অনন্যচিত্তা হইয়া আমার বাক্যের
সেবা কর অর্থাৎ অনন্যমনে আমার আজ্ঞা পালন করিও ;
বৃহস্পতি তোমাকে আমার প্রীতিবিধানার্থ নিযুক্ত করুন । ৬ ।
তদনন্তর জামাতা অগ্নিসমীপে গিয়া বধূসহ উপবিষ্ট হইয়া

ও ভূভূবঃ স্বঃ স্বাহা । ততস্তৃষ্ণীং সমিৎ প্রক্ষেপং কৃত্বা সৰ্ব্বকৰ্ম-
সাধারণং শাট্যায়নহোমাদি বামদেব্যাগনাস্ত্ৰ উদীচ্য কৰ্ম সমাপ্য
কৰ্ম্ণকারয়িতৃব্রাহ্মণায় দক্ষিণাং দদ্যাৎ । যদি বিবাহহোমদিবসে
চতুর্থীহোমঃ ক্রিয়তে তদা শাট্যায়নহোমাদি অস্তে কৰ্তব্যং ॥

অথ উত্তরবিবাহঃ । পুনরপি যোজকনামানময়িং সংস্থাপ্য
বিক্রপাক্ষপাস্ত্ৰাং কুশণ্ডিকাং সমাপ্য যদি দিবাভাগে বিবাহস্তদা
নক্ষত্রোদয়ং যাবৎ পতিস্তিষ্ঠেৎ । অথোদিতে নক্ষত্রে বৃষভস্য
লোহিতং শুকচৰ্ম্ম প্রাগ্গ্রীবমাস্তীৰ্য্য লোমপৃষ্ঠে বধুং বাগ্‌বতা-
মুপবেশ্ত । উপবিষ্টো জামাতা পুনরপি ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহতিহোমং
কৃত্বা ষড়্‌জ্যাহতীৰ্জ্জুহুয়াৎ । প্রত্যাহতিশেষং ক্রবলগ্নমাজ্যঞ্চ বধু-
শিরসি নিদধ্যাৎ । যগ্নাং মন্ত্রাণাং ঋষাদয়ঃ সাধারণাঃ । প্রজাপতি-

পানিগ্রহণান্তর ব্যস্ত-সমস্তমহাব্যাহতি হোম করিবেন । তৎপরে
তৃষ্ণীভাবে সমিধ্ প্রক্ষেপ করিয়া সৰ্ব্বকৰ্মসাধারণ শাট্যায়ন-
হোমাদি বামদেব্যাগনাস্ত্ৰ উদীচ্য কৰ্ম সমাপন করত কৰ্ম্ণ-
কারয়িতৃ-ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিবে । যদি বিবাহ-হোমদিবসে
চতুর্থীহোম করা হয়, তবে শাট্যায়নাদি হোম শেষে করিবে ।

অনন্তর উত্তরবিবাহ ।—পুনরায় যোজকনামা অগ্নি স্থাপন
ও বিক্রপাক্ষপাস্ত্ৰা কুশণ্ডিকা সমাপন পূৰ্ব্বক যদি দিবাভাগে
বিবাহ হয়, তবে নক্ষত্রোদয় যাবৎ পতি অবস্থান করিবেন ।
পরে নক্ষত্রোদয় হইলে বৃষভের লোহিত শুক চৰ্ম্ম প্রাগ্‌গ্রীবভাবে
বিস্তারিত করিয়া লোমপৃষ্ঠে বধুকে উপবেশন করাইবেন ।
জামাতাও উপবেশন পূৰ্ব্বক ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহতি-হোম
করিয়া ছয়টা আজ্যাহতি দিবেন । প্রতি আজ্যাহতির শেষে ক্রব-

ঋষিরহুঃ পুচ্ছনঃ কভা দেবতা উত্তরবিবাহে, পাণিগ্রহণস্যাঙ্গ্য-
হোমে বিনিয়োগঃ । ও লেখাসন্ধিবু পঙ্গস্বাবর্তেষু চ যানি তে তানি
তে পূর্ণাহত্যা সর্বাণি শময়াম্যহং স্বাহা ॥১॥ ও কেশেষু যচ্চ পাপ-
কর্মীক্ষিতে রুদিতে চ যৎ । তানি তে পূর্ণাহত্যা সর্বাণি শময়াম্যহং

ও লেখাসন্ধিবু পঙ্গস্বাবর্তেষু চ যানি তে তানি তে পূর্ণাহত্যা
সর্বাণি শময়াম্যহং । ষড়্ভিমা অনুষ্টুপঃ । ইয়মেকা বক্ষ্যমাণাশ্চ
পঞ্চ । উত্তরবিবাহপাণিগ্রহণস্যাঙ্গ্যহোমে বিনিযুক্তাঃ । কন্যা
দেবতাকাঃ । হে কন্তকে তে তব লেখাসন্ধিবু পঙ্গস্ব নেত্রপিধানেষু
আবর্তেষু কুহরেষু । ছিদ্ররূপস্থানবিশেষেষু হৃৎদ্বারেষু বা । চকারঃ
সমুচ্চয়ে । এবমলক্ষণানি যানি তে তব তানি তে পূর্ণাহত্যা
আঙ্গ্যহোমে সর্বাণ্যশেষাণি অহং পাণিগ্রাহকঃ শময়ামি ॥ ১ ॥
ও কেশেষু যচ্চ পাপকর্মীক্ষিতে রুদিতে চ যৎ তানি তে পূর্ণ-
হত্যা সর্বাণি শময়াম্যহং । কন্যায়াঃ কেশেষু চিকুরেষু দীক্ষিতে
দর্শনে রুদিতে অশ্রুবিমোচনে যৎকিঞ্চিৎ পাপকং অলক্ষণং চকারাৎ
যানি যানি পাপকর্মলক্ষণানি তানি তে তব সম্বন্ধানি পূর্ণাহত্যা

লগ্ন আজ্য বধূর মন্তকে দিতে হয় । ছয়টি মন্ত্রের ধ্বন্যাদি
একরূপ । মন্ত্র ষথা,—“হে কন্যে ! তোমার দেহস্থ লোমসন্ধির
মূর্দ্ধস্থানে, নেত্রপক্ষে এবং আবর্তে অর্থাৎ ছিদ্ররূপ স্থানে
বা হৃৎদ্বারে যে সকল অলক্ষণ (দোষ) আছে, আমি পূর্ণাহতি
দ্বারা সেই সকল দোষ নিঃশেষরূপে উপশমিত করিলাম । ১ ।
তোমার কেশে, নেত্রে ও অশ্রুবিমোচনে যে সকল অলক্ষণ
আছে, আমি পূর্ণাহতি দ্বারা সেই সকল উপশমিত করিলাম । ২ ।

স্বাহা ॥ ২ ॥ ও শীলে যচ্চ পাপকং ভাষিতে হসিতে চ যৎ ।
তানি তে পূর্ণাহত্যা সর্কাণি শময়াম্যহং স্বাহা ॥ ৩ ॥ ও আরোকেষু
চ দন্তেষু হস্তয়োঃ পাদয়োশ্চ যৎ । তানি তে পূর্ণাহত্যা সর্কাণি
শময়াম্যহং স্বাহা ॥ ৪ ॥ ও উরোরূপস্থে জজ্বয়োঃ সন্ধানেষু চ ।
যানি তে তানি তে পূর্ণাহত্যা সর্কাণি শময়াম্যহং স্বাহা ॥ ৬ ॥
ও যানি কানি চ ঘোরানি সর্কাণেষু তবাতবন্ । পূর্ণাহতিস্তিরাঙ্গ্যস্য

শময়ামি ॥ ২ ॥ ও শীলে চ যচ্চ পাপকং ভাষিতে হসিতে চ যৎ ।
তানি তে পূর্ণাহত্যা সর্কাণি শময়াম্যহং । শীলে বৃন্তে চকারা-
দভিষ্কপ্যে চ । ভাষিতে ভণিতে হসিতে হসনে চকারাদ্যামনে
চ যাত্তলক্ষণানীতি গতার্থঃ ॥ ৩ ॥ ও আরোকেষু চ দন্তেষু
হস্তয়োঃ পাদয়োশ্চ যৎ । তানি তে পূর্ণাহত্যা সর্কাণি শময়াম্যহং ।
আরোকেষু দস্তান্তরেষু দন্তেষু । হস্তয়োঃ পাদয়োশ্চৈতি চকারাঃ
শূল্কয়োঃ গতার্থঃ ॥ ৪ ॥ ও উরোরূপস্থে জজ্বয়োঃ সন্ধানেষু
চ যানি তে । তানি তে পূর্ণাহত্যা সর্কাণি শময়াম্যহং । উরাদি
স্পষ্টার্থঃ । লেখাসন্ধিব্যাতিরেকেষু অস্ত্রেষু সন্ধানেষু চকারাদ্মুখেষু
চ যাত্তলক্ষণানীতি গতার্থঃ ॥ ৫ ॥ ও যানি কানি চ ঘোরানি

তোমার স্বভাবে, বাক্যে ও হাস্যে যে সকল দোষ আছে,
আমি পূর্ণাহতি দ্বারা তৎসমস্ত উপশমিত করিলাম । তোমার
দন্তমধ্যে, দন্তে, হস্তদ্বয়ে ও পাদদ্বয়ে যে সকল দোষ আছে,
আমি পূর্ণাহতি দ্বারা তৎসমস্ত উপশমিত করিলাম । ৪ । তোমার
উরুদ্বয়ে, জননেন্দ্রিয়ে ও জজ্ব্যাসন্ধিতে যে সকল দোষ আছে,
আমি পূর্ণাহতি দ্বারা তৎসমস্ত উপশমিত করিলাম । ৫ । তোমার
সর্কাণে অন্যান্য যে কোনরূপ দোষ আছে, আমি পূর্ণাহতি

সর্বাণি তাত্ত্বশীমং স্বাহা ॥ ৬ ॥ ততো জামাতা বধূসহিত উখার
বহির্নিষ্কৃত্য বধুমিমং মন্ত্রং পাঠয়ন্ প্রবন্দর্শয়তি । প্রজাপতিঋষির-
মুঠুপুচ্ছন্দঃ প্রবো দেবতা প্রবদর্শনে বিনিয়োগঃ । ওঁ প্রবমসি ধ্রুবাং
পতিকূলে ভূয়াসং ॥ ১ ॥ ত্রীঅমুকদেবশর্ম্মণোহমুকীদেব্যাং ।
ইতি উভয়োর্নামগ্রহণং বধ্বা কর্তব্যং । ততো জামাতা অমুং মন্ত্রং
পাঠয়ন্ বধুমরুদ্রতান্দর্শয়তি । প্রজাপতিঋষিরমুঠুপুচ্ছন্দো বধুর্দে-

সর্বাঙ্গেষু তবাভবন্ । পূর্ণাহুতিভিরাজ্যস্য সর্বাণি তাত্ত্বশীমং ।
যানি প্রকৃতাত্ত্বপ্রকৃতানি চ ঘোরানি তব সর্বাঙ্গেষুলক্ষণাত্ত-
ভবন্ তাত্ত্বশীমং অনাশয়ং পানিগ্রাহকোহহমিতার্থঃ ॥ ৬ ॥ ওঁ
প্রবমসি ধ্রুবাং পতিকূলে ভূয়াসং । বজ্ররিদং প্রবদৈবতং প্রবদর্শনে
বিনিযুক্তং । হে প্রব ভুং প্রবমসি স্থিরো ভবসি যতোহতত্বদর্শ-
নাদহমপি পতিকূলে স্থিরা ভূয়াসং । প্রবমিতি লিঙ্গব্যত্যয়েন

স্বারা তৎসমস্ত উপশমিত করিলাম । ৬ । * অনন্তর জামাতা
বধূসহ গাত্রোত্থান করিয়া বহির্ভাগে আগমন পূর্ব্বক বধূকে
মন্ত্রপাঠ করাইয়া তাকে প্রবদর্শন করাইবেন । মন্ত্র যথা,—
“হে প্রব! তুমি যেমন স্থিরভাবে অবস্থান করিতেছ, আমিও
যেন সেইরূপ পতিগৃহে স্থিরা হইয়া থাকি । ১ ।” এই স্থানে
“অমুকদেবশর্ম্মার অমুকীদেবী আমি” এইরূপে বধু উভয়েরই
নাম গ্রহণ করিবে । তৎপরে জামাতা মন্ত্র পাঠ করাইয়া অরু-

* এই কয়টি মন্ত্রের ভাব এই যে, ভাষ্যার দোষ সংশোধনকরণ-
বিষয়ে পতিই অধিকারী । কোন বিষয়ে দৃষ্টীয় ভ্রুটি থাকিলে তাহা পতির
কাৰ্য্যভারবশেই থাকিবে বার ।

বর্তা অরুন্ধতীদর্শনে বিনিয়োগঃ । ৩° অরুন্ধতাবরুন্ধাহমস্মি ॥ ২ ॥
ততো বধূং পশুন্ জামাতা অমুং মম্বং জপেৎ । প্রজাপতিঋষি-
হুষ্টু পুচ্ছনঃ কন্তা দেবতা কন্তামুমম্বগে বিনিয়োগঃ । ৩° ধুবাদ্যৌ ধুবা
পৃথিবী ধুবং বিশ্বমিদং জগৎ । ধ্রুবাসঃ পর্কতা ইমে ধুবা স্ত্রী পতি-
কূলে ॥ ৩ ॥ ততো বধূঃ পতিগোত্রেন ভর্তারমভিবাদয়েৎ । অমুক-
গোত্রং স্ত্রীঅমুকান্তিধানাহং ভোহভিবাদয়ে ইত্যভিবাদনবাক্যং ॥
তত আয়ুয়তী ভব সৌম্যে ইতি বরো বদেৎ । ততস্ত্যক্তমোনয়া
বধ্বা সহিতঃ জামাতরমাচারতো বেদীমুখাপ্য জলপূর্ণকলসমানা-
রাবিধবা নারীযাঃ সহকারপল্লবোদকেন স্নানাদি মঙ্গলং কুৰ্য্যুঃ ।

নপুংসকত্বং ॥ ১ ॥ ৩° অরুন্ধতাবরুন্ধাহমস্মি । বধূদৈবতমিদং
যজুররুন্ধতীদর্শনে বিনিযুক্তং । হে অরুন্ধতি অহং ভর্তরি কায়-
বাঙ্ মনোভীরুন্ধা বৃতাস্মি তুমিবেতি তাঃপর্য্যমরুন্ধতীদর্শনে ॥ ২ ॥
৩° ধ্রুবা দ্যৌ ধ্রুবা পৃথ্বী ধ্রুবং বিশ্বমিদমিত্যাদি । অহুষ্টু বিয়ং
অমুমম্বগে বিনিযুক্তা কন্তাদেবতাকা । যথা ইত্যধ্যাহার্য্যং ।

দ্বতী দর্শন করাইবেন । মম্ব যথা,—“হে অরুন্ধতি ! আমি
তোমার ন্যায় যেন কায়মনোবাক্যে পতির অমুবর্তিনী থাকি । ২।”
অনন্তর জামাতা বধুর প্রতি নেত্রপাত করিয়া এই মম্ব পাঠ
করিবেন, যথা,—“দ্যলোক, পৃথ্বী, সচরাচর এই জগৎ এবং পর্কত
সকল যেমন স্থির, এই স্ত্রীও সেইরূপ পতিকূলে স্থির হউক । ৩।”
পরে বধু পতিগোত্রানুসারে যথাবাক্যে ভর্তাকে অভিবাদন
করিলে পতিও “সৌম্যে ! আয়ুয়তী হও” বলিবেন । তদন-
ন্তর অবিধবা নারীরা আচারানুসারে বধু সহ জামাতাকে বেদীতে
লইয়া জলপূর্ণ কলস গ্রহণ পূর্বক সহকারপল্লবমিশ্রিত জল দ্বারা

ততো জামাতা অগ্নিসমীপমাগত্য পূর্ববদ্যন্তমস্তমহারাহতি-
হোমং কৃৎস্বা সর্বকর্মসাধারণশাট্যায়ন-হোমাদি-বামদেবাগ্নান্ন-
মুদীচাং কৰ্ম সমাপ্য কর্মকারয়িত্ব ব্রাহ্মণায় দ্যক্ষিণং দদ্যাত ॥
ইতি উত্তরবিবাহকর্ম ॥

অথ ভোজনধৃতিহোমঃ । ততো জামাতা ঐতিহ্যৈরভিমন্ত্রিত-
হবিষ্যন্নমক্ষারলবণং ভুঞ্জীত । মত্তা যথা । প্রজাপতিঋষিরহুষ্ট্রপ-
ছন্দোহিঃ দেবতা অন্নভোজনে বিনিয়োগঃ । ওঁ অন্নপাশেন মগ্নি-
প্রাণস্বত্রেণ পৃশ্নিনা । বদামি সত্যগ্রহিণা মনশ্চ হৃদয়ঞ্চ তে ॥ ১ ॥
প্রজাপতিঋষিরহুষ্ট্রপছন্দঃ প্রার্থ্যমানা দেবতা দম্পত্যোহর্দয়ে-

যথা ঐবা স্থিরা দ্যৌঃ ছালোকঃ যথা ঐবা পৃথ্বী যথা ঐবং সচ-
রাচরং ইদং জগৎ যথা চ ঐবাসঃ স্থিরাঃ পর্বতা ইমে তথেষং
জী পতিকুলে ঐবা ভবত্বিতি শেষঃ । ঐবাস ইতি আজুসের-
মুক ॥ ৩ ॥ ওঁ অন্নপাশেন মগ্নি । প্রাণস্বত্রেণ পৃশ্নিনা বদামি
সত্যগ্রহিণা মনশ্চ হৃদয়ঞ্চ তে । অহুষ্ট্রবিষং অন্নপাশনে বিনি-
যুক্তা অন্নদেবতাকা । হে বধূ তে তব চিত্তং চকারা বুদ্ধিঞ্চ হৃদয়-

জ্ঞানাদি মঙ্গলকর্ম সম্পাদন করিবে । তৎপরে জামাতা অগ্নি-
সমীপে গিয়া পূর্ববৎ ব্যস্তমস্ত মহাবাহতি-হোম করিয়া
সর্বকর্মসাধারণ শাট্যায়ন-হোমাদি-বামদেবাগ্নান্ন উদীচ্য কর্ম
সমাপন করত কর্মকারয়িত্ব ব্রাহ্মণকে দ্যক্ষিণা দিবে ।

অনন্তর ভোজনধৃতি হোমঃ । — অনন্তর জামাতা করিলবণ-
বিক্ত হবিষ্যন্ন ভোজন করিবেন । মত্তা যথা, — হে বধূ
ঐবং প্রাণ ও মগ্নিবৎ প্রাণস্বত্রে দ্বারা এবং সত্যরূপ গ্রহি-
ত্ব দ্বারা আমি সত্যগ্রহিণী হৃদয় ও মনকে বন্ধন করিতেছি । ১ ॥ হে বধূ

ক্যপ্রার্থনে বিনিয়োগঃ। ওঁ যতেন্দুদয়ং তব তদন্তু হৃদয়ং মম
যদিদং মম তদন্তু হৃদয়ং তব ॥ ২ ॥ প্রজাপতির্বাষির্দ্বিপাজ্জগতী-
চ্ছন্দোইয়ং দেবতা অন্তস্ততো বিনিয়োগঃ। ওঁ অন্ন প্রাণস্ত পঙক্তি-
শস্তেন বধ্লামি ত্বাসৌ স্বাহা ॥৩॥ অসাবিত্যত্র সন্থোধনাস্তং দেব্যস্তং
বধ্লামি প্রয়োক্তব্যং। ইদানীং যদি ন ভুজ্যতে তদা বাদলকাদাব

মন্তুর্গতঙ্করণং অহং পরিণেতা বধ্লামি। অন্নপাশেন অন্নরূপবন্ধনেন।
অন্নেনৈব যতঃ শরীরবন্ধঃ। মণিনেত্যুপমায়াং গ্রহিণী সহ মহা-
ভূতেন মণিনা মণিরাত্মা আত্মনা সহ রত্নভূতেন। ক্লিষ্ট পৃথ্বীনা
বধ্নাতি কিস্তুতেন প্রাণস্বত্রেণ প্রাণস্বত্ৰভূতো যস্য প্রাণস্বত্ৰং অত-
ন্তেনান্নং বৈ দৈবাঃ পৃথ্বীতি বদন্তি পুনরপি তদেব বিশিষ্যতে
সত্যগ্রহিণী সত্যং গ্রহিণিব যস্য তৎ সত্যগ্রহিঃ তেন ॥ ১ ॥ ওঁ
যতেন্দুদয়ং তব তদন্তু হৃদয়ং মম যদিদং হৃদয়ং মম তদন্তু হৃদয়ং
তব। অতুষ্টু বিয়ং প্রার্থ্যমানা দেবতাকা হৃদয়েক্যপ্রার্থনে
বিনিযুক্তা। আবয়োহৃদয়েক্যং ভবত্বিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥ ওঁ অন্নং
প্রাণস্য পঙক্তিঃশস্তেন বধ্লামি ত্বাসৌ। দ্বিপাজ্জগতীয়ঃ অন্নস্ততো
বিনিযুক্তা। অন্নদেবতাকা। হে বধু! অন্নং অদনীয়ং প্রাণস্য বায়ু-
রাজস্য পঙক্তিঃ বন্ধনং যতোহতন্তেন ত্বা ত্বাং অসৌ অহং
ভর্ত্তা বধ্লামি বশীকরোমি। পঙক্তিঃশ ইতি পচেরিঃশেত্বম্

তোমার হৃদয় আমার হৃদয় হউক এবং আমার হৃদয়
তোমার হৃদয় হউক অর্থাৎ আমরা উভয়ে একহৃদয় হই। ২।
হে বধু! অন্ন প্রাণবায়ুর বন্ধন, আমি সেই বন্ধন দ্বারা
তোমাকে বশীভূত করিলাম। ৩। এই মন্ত্রের মূলের মধ্যস্থ
“অসৌ” শব্দ স্থানে সন্থোধনাস্ত দেব্যত বধ্লামি উচ্চারণ করিবে।

ভিক্ষার্থে ভোজনার্থং স্থাপনীয়ং । ততো ভুক্তোচ্ছিষ্টং বর্ধৈ প্রদা-
তব্যং । ততঃ প্রভৃতি ত্রিরাত্রমক্ষারলবণাশিনৌ দম্পতী ব্রহ্মচারিনৌ
তৃণশয্যায়াং শয়ীয়াতাম্ । ততো দিনান্তরেহেনেন মস্ত্রেণ রথাক্রুতাং
বধুং কৃত্বা বরঃ স্বগৃহং নয়েৎ । প্রজাপতিঞ্চা বিজিষ্টপু ছন্দঃ কত্বা
দেবতা যানারোহণে বিনিয়োগঃ । ওঁ অকিংশুকং শাল্মলিং বিশ্বরূপং
সুবর্ণবর্ণং স্কৃততং স্কচক্রং আরোহ সূর্যো অমৃতস্য নাভিং শ্রোণং
পত্যো বহন্তং কৃণুষ ॥ ৪ ॥ ততো বধুসহিতঃ পতির্গচ্ছন্নধ্বনি চতুষ্প-

ছন্দসীতি স্তুমাগমঃ নিপাতবলাৎ তবর্ণস্য ইবাণাস্ত ইতি চ ক্রুতে
সংযোগান্তলোপ অকারলোপচ । পঙ্তিশিণৌ বন্ধনে প্রোক্তঃ
শুকগোময়মণ্ড্যোরিত্যভিধানকাণ্ডঃ ॥ ৩ ॥ ওঁ অকিংশুকং
শাল্মলিং বিশ্বরূপং সুবর্ণবর্ণং স্কৃততং স্কচক্রং আরোহ সূর্যোহ-
মৃতস্য নাভিং শ্রোণং পত্যো বহন্তং কৃণুষ । ত্রিষ্টুবিয়ং রথারোহণে
বিনিযুক্তা কত্বাদেবতাকা । সূর্য্যস্য পত্নী সূর্য্য্য সূর্য্যোব সূর্য্য্য
উপচারাৎ । প্রকৃতাবধুক্রুতা । হে সূর্য্যো হে বধু বহন্তং যান্তং
রথং আরোহ আক্রম । আদিত্যস্য পত্নীব । আদিত্যস্য রথং
কিভূতং শাল্মলিং শাল্মলিমিব স্করতং । অকিংশুকং শোভন-
পলাশপুষ্পাভঃ রক্তমিত্যর্থঃ । তথা বিশ্বরূপং নানাবর্ণং সুবর্ণ-
বর্ণং কাঞ্চনকান্তিং স্কৃততং স্কষ্টু কৃ তং স্কচক্রং প্রশস্তপাদং তথা

ভোজনান্তে ভুক্তাবশিষ্ট বধুকে ভোজনার্থ দিবে । এই দিন
হইতে তিন দিন পর্য্যন্ত দম্পতী ক্ষারলবণবর্জিত হবিষ্যায়
ভোজন পূর্ব্বক ব্রহ্মচারীভাবে তৃণশয্যায়া শয়ন করিবেন । তৎপর-
দিনে বর মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক বধুকে রথাক্রুত করিয়া স্বগৃহে শয়ন
করিবেন । মন্ত্র বথা—“হে বধু । আদিত্যপত্নী যেমন শাল্মলি-

খাদীনামন্ত্রয়েৎ । প্রজাপতিঋষিরমুহুপ্ছন্দঃ পহানো দেবতা চতু-
প্পথাদ্যামন্ত্রণে বিনিয়োগঃ । ওঁ মা বিদন্ পরিপস্থিনো য আসীদস্তি

অমৃতস্য পানীয়স্য নাভিমুৎপত্তিস্থানং এতদ্বক্তং ভবতি । তবা-
প্যেয পুত্রপৌত্রপশুধনধাত্মানামুৎপত্তিস্থানং ভবতিতার্থঃ । কিঞ্চ
শ্রোণং স্রুং পতো স্বামিনে কণ্ঠষ কুরু । সূর্যোতি সূর্যো দেব-
তায়াং বা বক্তব্য ইতি চাপ ॥ ৪ ॥ ওঁ মা বিদন্ পরিপস্থিনো য
আসীদস্তি দম্পতী স্রুগেভির্হুর্গমতীতামপযাস্তুরাতয়ঃ । অমুহুবিয়ং
চতুপ্পথাদ্যামন্ত্রণে বিনিয়ুক্তা পহানো দেবতাঃ । হে পহানঃ ইমৌ
দম্পতী বধুবরৌ স্বগৃহং যাত্তৌ পরিপস্থিনশ্চৌরাঃ পাহুমুবা মা
বিদন্ মা জানন্ত । কিংভূতাশ্চৌরা য আসীদস্তি যে অবরুদ্ধস্তি ।
কিঞ্চ স্রুগেভিঃ স্রুগমৈঃ মার্গৈর্হুর্গং হুর্গমমতীতাং অতিশয়েন
ইতাং গচ্ছতাং দম্পতী কিঞ্চাত্তেপ্যরাতয়ঃ অনয়োগচ্ছতোঃ অপ-
যাস্ত অপগচ্ছন্ত । পরিপস্থিন ইতি ছন্দসি পরিপস্থি পরিণে
পর্যবস্তাতরীতি ইনিঃ । স্রুগেভিরিতি স্রুথেন গম্যতেহজ্ঞেতি

রক্তবর্ণ, শোভন-পলাশ-পুষ্পসন্নিভ, নানারূপবিশিষ্ট, সুবর্ণবর্ণ,
সুবিরচিত, সূচক্ৰবিশিষ্ট জলের উৎপত্তিস্থানস্বরূপ আদিত্য-
রথে আরোহণ করেন, তুমিও সেইরূপ এই গমনোদ্যত রথে
আরোহণ কর, এই রথ পুত্র পৌত্র পশু ধন ধাত্ম প্রভৃতির
উৎপত্তিস্থানস্বরূপ হউক । হে বধু ! তুমি পতির স্রুথবিধান
কর । ৪ । ” পরে পতি বধু সহ গমন করিতে করিতে পথিমধ্যে
চতুপ্পথাদিকে আমন্ত্রণ করিবে । মন্ত্র বথা,—“হে পথসকল ! এই
দম্পতী স্বগৃহে গমন করিতেছেন, অবরোধকারী চৌরগণ যেন
ইহাদিগকে জানিতে না পারে ; ইহারা স্রুথে হুর্গম পথ অতি-

দম্পতী স্নগেভির্হুর্গমতীতামপতাস্তুরাতয়ঃ ॥ ৫ ॥ ততো যানাদব-
তীর্ষ্য বামদেব্যং গৌত্বা পতির্কধুং গৃহং প্রবেশয়েৎ । ততঃ প্রাগ-
গ্রীবাস্তুতলোহিতবৃষচক্ষ্মণি কৃতমঙ্গলাচারঃ সৌভাগ্যপুত্রবত্যা
অবিধবা ব্রাহ্মণ্যঃ বধূমুপবেশয়েয়ুঃ । পতিশ্চ মন্ত্রং পঠতি । প্রজাপ-
তিঋষিরনুষ্ঠুপৃচ্ছন্দো গবাদয়ো দেবতা অনডুচ্চক্ষ্মোপবেশনে বিনি-
য়োগঃ । ও ইহ গাবঃ প্রজায়ধ্বমিহাশ্বা ইহো পুরুষাঃ ইহো সহস্র-

স্নহরোরধিকরণে ইতি তঃ বহুলং ছন্দসীতি ত্রসন ভবতি । হুর্গ-
মিতি পুরুবডঃ ॥ ৫ ॥ ইহ গাবঃ প্রজায়ধ্বমিহাশ্বা ইহ পুরুষা
ইহো সহস্রদক্ষিণোপি পৃষা নিষীদতু । অনুষ্ঠুবিয়ং গৃহপ্রবেশে
বিনিযুক্তা গবাদয়ো দেবতাঃ । ইহ অশ্বিন্ দম্পত্যোঃ সম্বন্ধিনি
গৃহে হে গাবঃ যুয়ং প্রজায়ধ্বং পুত্রপৌত্রাদিসম্ভূতিদ্বারেণ প্রসূতা
ভবত । তথা চ গোধনানি বহুনি উৎপদ্যাস্তামিত্যাশংসা । তথা
অশ্বাস্তথা পুরুষাঃ পুত্রাদয়ঃ উৎপদ্যাস্তামিতি শেষঃ । উ পাদপূরণে
পক্ষান্তরে বা আপ চার্থে । ইহাশ্বিন্ গৃহে পৃষা দেবতা নিষীদতু
উপাবশতু । কিন্তুতঃ সহস্রদক্ষিণঃ অন্নমথঃ । বস্যা পুঞ্চঃ প্রসা-

ক্রম কক্ৰম্, গমনকালে অত্যাশ্র অরাতিকুল ইহাদিগের নিকট
হইতে দূরীভূত হউক্ । ৫ ।” অনন্তর পতি যান হইতে অবতরণ
পুরুষ বামদেব্য গান করিয়া বধুকে গৃহে প্রবেশ করাইবেন ।
তদনন্তর কৃতমঙ্গলাচার, পতিপুত্রবতা, সৌভাগ্যশীলা, ব্রাহ্মণ-
পত্নীরা প্রাগ্গ্রীবাস্তুত লোহিতবর্ণ বৃষচক্ষ্মোপরি বধুকে উপ-
বেশন করাইলে পতি মন্ত্র পাঠ করিবেন । যথা,—“এই দম্প-
তীর গৃহে গো, অশ্ব ও পুত্রাদি উৎপন্ন হউক ; এবং বাহার
প্রমাণে সহস্রদক্ষিণ যজ্ঞ নিষ্পাদিত হয়, সেই আদিত্যদেব

দক্ষিণোহপি পৃষা নিষীদতু ॥ ৬ ॥ তত উপবিষ্টায়াশ্চ বধ্বাঃ ক্রোড়ে
তা এব ব্রাহ্মণাঃ কক্ষিঃ প্রশস্তং ব্রাহ্মণকুমারমূপবেশয়েয়ুঃ কুমা-
রহস্তে শালুককন্দং ফলানি বা দত্বাঃ । ততঃ পতিঃ কুমারমুখাপ্য
পূৰ্ব্বোক্তকুশণ্ডিকাবিধানেন ধুতিনামানমগ্নিং সংস্থাপ্য সমিৎ-
প্রক্ষেপং ব্যাস্তসমস্তমহাব্যাহতিহোমঞ্চ কুড়া অষ্টবাজ্যাহতী-
জুহুয়াৎ । অষ্টানামেব মন্ত্রাণামৃষ্যাদয়ঃ সাধারণাঃ । প্রজাপতিঋষি-
বৃহতীচ্ছন্দো বধূর্দেবতা, ধুতিহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ ইহ ধুতিঃ
স্বাহা ॥ ১ ॥ ওঁ ইহ স্রুধুতিঃ স্বাহা ॥ ২ ॥ ওঁ ইহ রতিঃ স্বাহা ॥ ৩ ॥
ওঁ ইহ রমস্ব স্বাহা ॥ ৪ ॥ ওঁ ময়ি ধুতিঃ স্বাহা ॥ ৫ ॥ ওঁ ময়ি স্রুধুতিঃ

দেন গোসহস্রদক্ষিণা ক্রতবঃ সম্পদ্যন্তে ॥ ৬ ॥ ওঁ ইহ ধুতিরিহ
স্রুধুতিরিহ রতিরিহ রমস্ব ময়ি ধুতির্ময়ি স্রুধুতির্ময়ি রমো । অষ্ট
ইমা বৃহত্যঃ বধূর্দেবতাকাঃ ধুতিহোমে বিনিযুক্তাঃ । হে বধূ ইহ
অগ্নিন্ গৃহে তব ধুতির্ম্মনঃপ্রসাদো ভবতু । তথা হস্য ত্বদীয়স্য
বন্ধুবর্গস্য ধুতিঃ ইহ রতিঃ রমণং ক্রীড়া । রমস্ব ময়া সহেতি শেষঃ ।

এই গৃহে অধিষ্ঠান করুন । ৬।* পরে সেই ব্রাহ্মণীরা বধুর
ক্রোড়ে একটা স্নলক্ষণ শিশুকে বসাইয়া তাহার হস্তে শালুক-
কন্দ বা ফল প্রদান করিবেন । তদনন্তর পতি সেই শিশুকে
উত্থাপিত করিয়া পূৰ্ব্বোক্ত-কুশণ্ডিকোক্ত-বিধানে ধুতিনামা অগ্নি
স্থাপন পূর্বক সমিৎপ্রক্ষেপ ও ব্যাস্তসমস্তমহাব্যাহতি-হোম
করত আটটা আজ্যাহতি দিবেন । আটটা মন্ত্ৰেরই ঋষ্যাদি
একরূপ । মন্ত্ৰ যথা—“হে বধূ ! এই গৃহে তোমার চিত্তপ্রসাদ
হউক, গৃহে তোমার বন্ধুবর্গের চিত্তপ্রসাদ হউক, এই গৃহে
রতি হউক, এই গৃহে আমার সহিত বিহার কর । আমাতে

স্বাহা ॥ ৬ ॥ ৩° ময়ি রমঃ স্বাহা ॥ ৭ ॥ ৩° ময়ি রমঃ স্বাহা ॥ ৮ ॥
 ততো জামাতা প্রাদেশপ্রমাণং স্নাত্ত্বা সমিধং তুক্ষীমগৌ হত্বা
 বধুং শ্বেতুৱাদিষু পতিগোত্রৈণাভিবাদং কারয়েৎ । ততো ব্যস্তসমস্ত-
 মহাব্যাহতিহোমং কৃত্বা সৰ্ব্বকৰ্ম্মসাধারণং শাট্যায়নহোমাদি বাম-
 দেব্যগানাস্তমুদীচ্যঃ কৰ্ম্ম সমাপ্য কৰ্ম্মকারয়িত্ত্বব্রাহ্মণায় দক্ষিণাং
 দদ্যাৎ । ইতি ভোজনাদিধৃতিহোমাস্তং কৰ্ম্ম সমাপ্তং ॥ ১ ॥ অথ
 বিবাহদিবসানুতুৰ্থদিবসে চতুর্থীহোমঃ কৰ্ত্তব্যঃ । তত্র কুশভিকো-

কিঞ্চ ময়ি ভৰ্ত্তরি তব ধৃতিরস্ত ময়ি স্বধৃতিঃ মদ্বিষয়ে হৃদীয়স্য
 বন্ধুবৰ্গস্য ধৃতিঃ তথা ময়ি রমো রমণং ময়ি চ রমস্ব ॥ ১-৮ ॥

তোমার মনঃপ্রসাদ হউক, আমাতে তোমার এবং তোমার
 বন্ধুবর্গের ধৃতি হউক, আমাতে তোমার রমণ হউক ও আমাতেই
 তুমি রতি কর । ১-৮ । * অনস্তর জামাতা প্রাদেশপ্রমাণ
 স্নাত্ত্বা সমিধ তুক্ষীভাবে আহতি দিবেন এবং বধু পতিগোত্রাভু-
 সারে শ্বেতুৱাদি সকলকে অভিবাদন করিবেন । পরে ব্যস্ত-সমস্ত-
 মহাব্যাহতি হোম প্রভৃতি সম্পাদন পূর্বক কৰ্ম্মকারয়িত্ত্ব-
 ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা প্রদান করিতে হয় ।

অতঃপর বিবাহদিবস হইতে চতুর্থদিনে চতুর্থীহোমকরণ

* এই কয়েকটি যন্ত্রের ভাবে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, স্বামীকে
 ভার্যার সহিত এবং ভার্যাকে স্বামীর সহিত সৰ্ব্বথা মিলাইবার জন্ত অর্থাৎ
 উভয়কে যেন একটা করিয়া তুলিবার জন্য আমাদের আশাশ্রিত যতদূর
 প্রয়াস স্বীকার করিয়াছেন, জগতীতলে কোন দেশের কোন শাস্ত্রই তাহ
 করিতে সমর্থ হন নাই ।

কৃতবিধানেন শিখিনামানমগ্নিং সংস্থাপ্য বিরূপাক্ষজপান্তাং
কুশণ্ডিকাং সমাপ্য তুষ্ণীং সমিং প্রক্ষেপং মহাব্যাহতিহোমঞ্চ কৃষ্টা
দক্ষিণতো বধূমুপবেশ্য কুশকুম্ভমসহিতমুদকপাত্রং দক্ষিণে নিধায়
বক্ষ্যমাণৈর্গর্ভস্থৈর্বিংশত্যাহতীজুহুয়াং । প্রত্যাহুতিশেষং ঋবল-
গ্নমাজ্যমুদকপাত্রে প্রক্ষিপেৎ । যথা প্রজাপতিঞ্চ বিরামন্ত্যমাণোহ-
গ্নির্দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ অগ্নে প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং
প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যাঃ পাপীলক্ষ্মী-
স্তামস্তা অপজহি স্বাহা ॥১॥ প্রজাপতিঞ্চ বিরামন্ত্যমাণো বায়ুর্দেবতা

ওঁ অগ্নে প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্বা
নাথকামঃ উপধাবামি যাস্যাঃ পাপীলক্ষ্মীস্তামস্যা অপজহি । যজুঃ
পঞ্চকমিদং চতুর্থীকৰ্ম্মণি বিনিযুক্তং । আমন্ত্যমাণায়াদিদৈবতং ।
হে অগ্নে প্রায়শ্চিত্তে দোষাণাং নিষ্কৃতিবিধানে ত্বং দেবানামিচ্ছা-
দীনাং প্রায়শ্চিত্তিনিষ্কৃতিদোষস্যাপহন্তাসি ভবসি যতঃ অতো

কথিত হইতেছে ।—প্রথমতঃ কুশণ্ডিকোক্ত বিধানে শিখিনামা
অগ্নিস্থাপন, বিরূপাক্ষজপান্তা কুশণ্ডিকা সমাপন, তুষ্ণীভাবে
সমিং প্রক্ষেপ ও মহাব্যাহতিহোম করিয়া দক্ষিণভাগে বধূকে
উপবেশন করাইবেন এবং দক্ষিণে কুশকুম্ভমসহিত জলপাত্র
রাখিয়া মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক বিংশতি আহুতি প্রদান করিবেন ।
প্রতি আহুতিশেষ ঋবলগ্ন আজ্য জলপাত্রে প্রক্ষেপ করিতে হয় ।
আহুতিমন্ত্র যথা,—“হে অগ্নে ! তুমি দোষনিষ্কৃতিবিধানে
ইচ্ছাদি দেবগণের দোষহারক ; অতএব আমি প্রার্থী হইয়া
তোমার নিকট উপস্থিত হইতেছি । তুমি এই কন্টার অন্ত-
স্বন্ধিনী শোভা হরণ কর । ১ ।” এইরূপে বায়ু চন্দ্র, সূর্য, একত্র

চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ বায়ো প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়-
শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্বা নাথকাম উপধাবামি যাত্নাঃ পাপীলক্ষ্মীস্তামস্তা
অপজহি স্বাহা ॥ ২ ॥ প্রজাপতিঞ্চ বিরামস্ত্যমাংসচ্ছ্রো দেবতা
চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ চক্রে প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়-
শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্বা নাথকাম উপধাবামি যাত্নাঃ পাপীলক্ষ্মীস্তামস্তা
অপজহি স্বাহা ॥ ৩ ॥ প্রজাপতিঞ্চ বিরামস্ত্যমাংসঃ সূর্যো দেবতা চতুর্থী-

ব্রাহ্মণোহহং ত্বা ত্বাং উপধাবামি উপসর্পামি । কিম্বুতো নাথকামঃ
যাজ্ঞাকামঃ নাথনাথ্বাক্রোপতাপৈশ্বৰ্য্যানীঃষু ইতি পঠ্যতে ।
তামেব যাজ্ঞাং দর্শয়তি অস্যাঃ কত্বায়াঃ পাপী লক্ষ্মীঃ অশুভসম্ব-
ন্ধিনী শোভা তাং অপজহি অপহর । তস্যামপসারিতায়ামস্তাং
শুভৈব শোভা অবতিষ্ঠতে । এতেনৈব উত্তরাণি চত্বারি ব্যাখ্যা-
তানি ॥ ১ ॥ ওঁ বায়ো প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি
ব্রাহ্মণস্বা নাথকাম উপধাবামি যাত্নাঃ পতিয়ী তনুস্তামস্যা অপ-
জহি । পতিয়ীতি জায়াপত্যোষ্টক্ ভর্তৃমারিণীতি যাবৎ তনুশব্দঃ
সমুদয়ে বচনোপ্যত্রাবয়বে বর্ত্ততে যথা গ্রামো দধ্ব ইতি তেনা-
স্তাস্ত্রনো দেহমধ্যে যা পতিয়ী পানিরেখা সম্ভাব্যতে তামপনয়েতি
বাক্যার্থঃ । তথা চ অস্তাঃ পতিয়ীত্বদূষণমপনীয় জীবপতিত্বং কুর্কি-
ত্যর্থঃ ॥ ২ ॥ ওঁ চক্রে প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্ম-
ণস্বা নাথকাম উপধাবামি যাত্নাঃ অপুত্রা তনুস্তামস্যা অপজহি ।
অপুত্রা ইতি পুত্রস্ত নিমিত্তং পুত্রায়েতি যৎ ন পুত্রা অপুত্রা
নিমিত্তং যা ন ভবতীত্যর্থঃ । তথা চ যা তনুঃ পুত্রনিমিত্তং ন
ভবতি তামপনয় ইত্যংশসা ॥ ৩ ॥ ওঁ সূর্য্য প্রায়শ্চিত্তে ত্বং

অগ্নি বায়ু চক্রে সূর্য্য ইহাদিগেয় মিকট প্রার্থনা করিয়া আহুতি

হোমে বিনিয়োগঃ । ৩* সূৰ্য্য প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তি-
রসি ব্রাহ্মণস্তা নাথকাম উপধাবামি যাস্যাঃ পাপীলক্ষ্মীস্তামস্যা
অপজহি স্বাহা ॥৪॥ প্রজাপতিঋষিরামন্ত্যমাণা অগ্নিবায়ুচন্দ্রসূর্য্যা-
শ্চতশ্রো দেবতাশ্চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ । ৩* অগ্নিবায়ুচন্দ্রসূর্য্যাঃ
প্রায়শ্চিত্তয়ো যুগং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তয়ঃ স্ব ব্রাহ্মণো বো নাথ-
কাম উপধাবামি যাস্যাঃ পাপীলক্ষ্মীস্তামস্যাঃ অপহত স্বাহা ॥৫॥
প্রজাপতিঋষিরামন্ত্যমাণোহগ্নিদেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ ।
৩* অগ্নে প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্তা নাথ-
কাম উপধাবামি যাস্যাঃ পতিস্মী তনুস্তমস্যা অপজহি স্বাহা ॥ ৬ ॥
প্রজাপতিঋষিরামন্ত্যমাণো বায়ুর্দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ । ৩
বায়ো প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্তা নাথকাম
উপধাবামি যাস্যাঃ পতিস্মী তনুস্তামস্যা অপজহি স্বাহা ॥৭॥ প্রজা-

দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্তা নাথকাম উপধাবামি যাত্মা
অপসব্যা তনুস্তামস্যা অপজহি । পশূনাং গোমহিষাদীনাং
নিমিত্তং পশব্যং অপশব্যা ইতি গোহ চ ইত্যাদিনা ঘৎ । ন
পশব্যা পশুঘাতিনী ন ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥ অগ্নিবায়ুচন্দ্রসূর্য্যাঃ
প্রায়শ্চিত্তয়ো যুগং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তয়ঃ স্ব ব্রাহ্মণো বো নাথ-
কামঃ উপধাবামি যাস্যাঃ পাপী লক্ষ্মীস্তনুস্তামস্যা অপহত ॥ ৫ ॥

দিবে । ২—২০ । * অনন্তর পতি বধূর সহিত গাত্রোত্থান করিয়া

* এই বিংশতিটি মন্ত্রই একরূপ ; কেবলমাত্র কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে যে,
কোন মন্ত্রে “অন্তঃপদম্বিনী শোভা হরণ কর” কোন মন্ত্রে “পতিস্ম দোষ নাপ
কর” কোন মন্ত্রে “পশুঘাতন দোষ দূর কর” এইরূপ আছে মাত্র । স্থলপট
বিধায় উহার অনুবাদ প্রদত্ত হইল না ।

পতিঋষিরামস্ত্যমাণশ্চন্দ্রো দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ । ও
 চন্দ্র প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্বা নাথকাম
 উপধাবামি যাস্যাঃ পতিস্ত্রী তনুস্তামস্যা অপজহি স্বাহা ॥ ৮ ॥
 প্রজাপতিঋষিরামস্ত্যমাণঃ সূর্য্যো দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ ।
 ও সূর্য্য প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্বা নাথ-
 কাম উপধাবামি যাস্যাঃ পতিস্ত্রী তনুস্তামস্যা অপজহি স্বাহা ॥ ৯ ॥
 প্রজাপতিঋষিরামস্ত্যমাণা অগ্নিবায়ুচন্দ্রসূর্য্য দেবতাশ্চতুর্থীহোমে
 বিনিয়োগঃ । ও অগ্নিবায়ুচন্দ্রসূর্য্য প্রায়শ্চিত্তন্তয়ো যুগং দেবানাং
 প্রায়শ্চিত্তয়ঃ স্ব ব্রাহ্মণো বো নাথকাম উপধাবামি যাস্যাঃ পতিস্ত্রী
 তনুস্তামস্যা অপহত স্বাহা ॥ ১০ ॥ প্রজাপতিঋষিরামস্ত্যমাণোহগ্নি-
 দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ । ও অগ্নে প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং
 প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যা অপুত্র্য
 তনুস্তামস্যা অপজহি স্বাহা ॥ ১১ ॥ প্রজাপতিঋষিরামস্ত্যমাণো
 বায়ুদেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ । ও বায়ো প্রায়শ্চিত্তে ত্বং
 দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যা
 অপুত্র্য তনুস্তামস্যা অপজহি স্বাহা ॥ ১২ ॥ প্রজাপতিঋষিরামস্ত্য-
 মাণশ্চন্দ্রো দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ । ও চন্দ্র প্রায়শ্চিত্তে
 ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যা

পূর্ব্বকৈশ্চতুর্ভিঃ স্ত্রৈরগ্ন্যাদয়ঃ প্রত্যেকমভ্যর্থিতা অনেক সমুদ-
 তাস্ত এব প্রার্থ্যন্তে । মন্ত্রান্নায়েহয় ইত্যেবং পঞ্চকং লাঘবার্থিভিঃ
 পঠ্যতে । যৎ প্রয়োগে স্যাচ্ছ মন্ত্রাণামত্র বিংশতিঃ । অগ্নেঃ
 স্থানে বায়ুচন্দ্রসূর্য্য বহুবদুহসমস্যা পঞ্চমী সূত্রে চতুশ্চতুরিতি

আগ্নয় উত্তরদিকে গমন পূর্ব্বক ক্ষবলগ্ন আজ্যমিশ্রিত জলে

অপুত্র্যা তনুস্তামস্যা অপজহি স্বাহা ॥ ১৩ ॥ প্রজাপতিঞ্চ বিরাম-
জ্যমাণঃ সূর্যো দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ সূর্য্য প্রায়-
শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্তা নাথকাম উপধা-
বামি যাস্যা অপুত্র্যা তনুস্তামস্যা অপজহি স্বাহা ॥ ১৪ ॥ প্রজাপ-
তিঞ্চ বিরামজ্যমাণোহগ্নিবাযুচক্ষ্রসূর্য্য দেবতাশ্চতুর্থীহোমে বিনি-
য়োগঃ । ওঁ অগ্নিবাযুচক্ষ্রসূর্য্যঃ প্রায়শ্চিত্তয়ো যুয়ং দেবানাং
প্রায়শ্চিত্তয়ঃ স্ব ব্রাহ্মণো বো নাথকাম উপধাবামি যাস্যা অপুত্র্যা
তনুস্তামস্যা অপহত স্বাহা ॥ ১৫ ॥ প্রজাপতিঞ্চ বিরামজ্যমাণোহ-
গ্নিদেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ অগ্নে প্রায়শ্চিত্তে ত্বং
দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্তা নাথকাম উপধাবামি যাস্যা
অপসব্যা তনুস্তামস্যা অপজহি স্বাহা ॥ ১৬ ॥ প্রজাপতিঞ্চ বিরাম-
জ্যদেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ বায়ো প্রায়শ্চিত্তে ত্বং
দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্তা নাথকাম উপধাবামি যাস্যা
অপসব্যা তনুস্তামস্যা অপজহি স্বাহা ॥ ১৭ ॥ প্রজাপতিঞ্চ বিরাম-
জ্যমাণশ্চক্রে দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ চক্রে প্রায়শ্চিত্তে
ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্তা নাথকাম উপধাবামি
যাস্যা অপসব্যা তনুস্তামস্যা অপজহি স্বাহা ॥ ১৮ ॥ প্রজাপতিঞ্চ-
বিরামজ্যমাণঃ সূর্যো দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ সূর্য্য
প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্তা নাথকাম উপ

শ্রুতিঃ । প্রথমে পঞ্চ পাপী লক্ষ্মীরিতি পদং ভবেৎ । অপি পঞ্চম
মন্ত্রেষু ইতি যজ্ঞবিদো বিহঃ । দ্বিতীয়ে তু পতিব্রী স্যাদপুত্রোতি
তৃতীয়কে । চতুর্থে অপসব্যোতি ইদমাছতিবিংশকং । ইতি

বধূকে স্নান করাইবেন । পরে আচারানুসারে বধূর শিরোদেশে

ধাবামি বাস্যা অপসব্যা তনুস্তামস্যা অপব্রহ্মি স্বাহা ॥ ১৯ ॥
 প্রজাপতিঞ্চ বিরামদ্ব্যমাণোঽগ্নিবায়ু চন্দ্রস্বর্ধ্যা দেবতাশ্চতুর্থীহোমে
 বিনিয়োগঃ । ওঁ অগ্নিবায়ু চন্দ্রস্বর্ধ্যাঃ প্রায়শ্চিত্তয়ো যুগং দেবানাং
 প্রায়শ্চিত্তয়ঃ স্ব ব্রাহ্মণো বো নাথকাম উপধাবামি বাস্যা অপ-
 সব্যা তনুস্তামস্যা অপহত স্বাহা ॥ ২০ ॥ ততো বধুসহিতঃ পতিক-
 থার্নাথৈরুত্তরদেশং গত্বা ক্ষবলগুজ্যামিশ্রাদিকেন বধুং ন্যাপয়েৎ ।
 ততো আচারতো বধ্বাঃ শিরসি সিন্দূরতিলকং বস্ত্রঞ্চ দদ্যাৎ ।
 ততঃ প্রাদেশপ্রমাণাং দ্বতাক্তাং সমিধং তুক্ষ্মমগ্নৌ হুত্বা মহাব্যা-
 হতিহোমং কৃত্বা সর্গকর্ম্মসাধারণং শাট্যায়নহোমাদিবামদেষ্য-
 গানান্তমুদীচ্য কর্ম্ম সমাপ্য কর্ম্মকারয়িত্বব্রাহ্মণায় দক্ষিণাং
 দদ্যাৎ ॥

ইতি বিবাহকর্ম্ম ॥

ছন্দোগবিশিষ্টবচনাং পঞ্চানামপি মন্ত্রাণাং বিশতিত্বং হোমানু-
 ঠানে ॥ ৬-২০ ॥

ইতি বিবাহকর্ম্ম ॥

সিন্দূরতিলক ও বস্ত্র দিতে হয় । তৎপরে মহাব্যাহতি-হোমাদি
 সর্গকর্ম্ম শেষ করিয়া কর্ম্মকারয়িত্ব-ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিবে ।

ইতি সামদেবীয় বিবাহকর্ম্ম ।

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

যজুর্বেদীয়-

দশসংস্কারাঃ ।

গর্ভাধানম্ ।

শাস্ত্রজানবিবেকনির্ণয়লিখিয়াং প্রজাবতামগ্রীঃ

পাণ্ডিতোহন বিখ্যাতামরগুরুঃ প্রাজ্ঞোহতিমুজঃ স্মৃতো ।

বিপ্রাণাং দশকর্ষপদ্ধতিমিমামুক্ত্য বেদাদসৌ

চক্রে ভূপতিপাণ্ডিতঃ পশুপতিঃ স্বর্গাপবর্গপ্রদাং ॥

তত্র প্রথমং নিবন্ধোক্তকালে দিন এব পূর্বাহ্নে কৃতনিত্য-
কৃত্যো বিবাহপদ্ধত্যুক্তক্রমেণ গোষ্ঠ্যাদিষোড়শমাতৃকাপূজাং
কুৰ্য্যাৎ । পূর্বোত্তরে শাম্যতমমুখ উপবিশ্ব স্বদক্ষিণে পত্নীমুপ-
বেশ্য তত্ৰা দক্ষিণস্কন্ধাসক্তহস্তেন হৃদয়ং স্পৃষ্ট্বা জপতি । ৩° পূষা

যথোক্ত দিনে পূর্বাহ্নে কৃতনিত্যক্রিয় হইয়া বিবাহপদ্ধত্যুক্ত
নিয়মে গোষ্ঠ্যাদি ষোড়শমাতৃকার পূজা করত স্বীয় দক্ষিণে
পত্নীকে বসাইয়া তাহার দক্ষিণস্কন্ধোপরি দিয়া হস্ত দ্বারা হৃদয়
স্পর্শ পূর্বক “৩° পূষা ভগং তে সবিতা” ইত্যাদি মূলের লিখিত মন্ত্র

ভগং তে সবিতা দধাতু রুদ্রস্তো মে কল্পয়তু সামগং । স্বষ্টী
 রূপাণি তেজো বৈশ্বানরো দধাতু । ওঁ গর্ভক্ষেহি সিনীবালি
 গর্ভক্ষেহি সরস্বতি । গর্ভস্তে অশ্বিনৌ দেবাবাধতাং পুষ্করস্রজৌ ।
 অনেন মল্লেন প্রাশয়েৎ । ও রেতোহমৃতং বিজহাতি যোনিং
 প্রবিশদিল্লিয়ং । গর্ভো জরায়ুণা বৃত উৰ্বং জহাতি জন্মনা ।
 ওঁ যন্তে স্রসীমে হৃদয়ং দিবি চন্দ্রমসি শ্রিতং । বেদাহং তন্মাং
 তদ্বিদ্যাং পশ্চেম শরদঃ শতং । জীবেম শরদঃ শতং শৃণুয়াম শরদঃ
 শতং । ততো নিষেকং কুর্যাৎ । এবং ক্রতেহপি যদি গর্ভং ন
 ধারিতবতী তদাত্মস্মিনুতৌ নশ্বদানায় পতিঃ পূৰ্বদিনে উপোষ্য
 পুষ্যানক্ষত্রযুক্তদিনে শ্বেতপুষ্পকণ্টকারীমূলমুদ্ধৃত্য শুণ্ডদেশে
 স্থাপয়েৎ । তদনু ঋতুস্নানদিনে দম্পতী নিরাহারৌ তিষ্ঠেতাং ।
 ততঃ পতিঃ সায়ংসন্ধ্যাং নিৰ্কৰ্ত্ত্য শুভে লগ্নে আহতবাসঃপরিধানা-
 নাচান্তাং কৃতমঙ্গলাং বধুং প্রাঙ্ঘুখীমাভ্যবামে সমুপবেশ্য পূৰ্বো-

জপ করিবে । * ঐরূপে যথানিয়মে পঞ্চগব্য পান করাইয়া
 পরে নিষেক করিতে হয় । ঐরূপ করিলে যদি গর্ভধারণ না
 হয়, তাহা হইলে অশ্রু ঋতুকালে পতি পূৰ্বদিনে উপবাসী
 থাকিয়া পুষ্যানক্ষত্রযুক্তদিনে উদ্ধৃত শ্বেতপুষ্প-কণ্টকারির মূল
 শুণ্ডদেশে স্থাপন করিবে । পরে ঋতুস্নানদিনে দম্পতী নিরা-
 হারে থাকিবে । তদনন্তর পতি সায়ংসন্ধ্যা সমাপন পূৰ্বক

* যজুৰ্বেদীয় ও ঋগ্বেদীয় দশসংস্কারের মন্ত্রগুলির সহিত সায়বেদীয়
 মন্ত্রের তাৎপর্যের প্রভেদ অল্পমাত্র ; বিশেষতঃ সহজবোধগম্য ; এই হেতু মন্ত্র-
 গুলির অনুবাদ প্রদত্ত হইল না । তবে যে স্থানে আবশ্যক বোধ হইবে, তথায়
 অর্থ লিখিত থাকিবে ।

কৃতকণ্টকারীমূলমাচার্যঃ পৰ্য্যুষিতজলেণ পিষ্ট্বা মঙ্গলপূৰ্ণকং
তস্তা দক্ষিণনাসাপুটে সিঞ্চৎ । অনেন মন্ত্ৰেণ । ওঁ ইয়মোষধী
দ্রায়মাণা সহমানা সরস্বতী । তস্তাং বৃহত্যাং পুত্রঃ পিতুরিব
নাম জগ্রভত । ততো যথামুখং ভুঞ্জীয়াতাং । ততঃ পূৰ্বোক্ত-
বিধিনা নিষেকং কুৰ্য্যাৎ ॥ ইতি গর্ভাধানং ॥

শুভলগ্নে নববস্ত্রাধিতা আচাৰ্য্য কৃতমঙ্গলা বধূকে প্রাস্তুখীভাবে
স্বীয় বামে বসাইয়া পূৰ্বোক্ত কণ্টকারী মূল আচাৰ্য্যস্বারে
পৰ্য্যুষিতজলে পেষণ করত মঙ্গলাচরণ সহকারে তদীয় দক্ষিণ
নাসাপুটে সিঞ্চন করিবে । “ওঁ ইয়মোষধী” ইত্যাদি মূলের
লিখিত মন্ত্ৰে ঙ্কুর কার্য্য করিতে হয় । তৎপরে যথামুখে ভোজন
পূৰ্ণক পূৰ্বোক্ত বিধানে নিষেক করিবে ।

ইতি যজুৰ্বেদীয় গর্ভাধান ।

পুংসবনম্ ।

পুরা স্পন্দত ইতি মাসে দ্বিতীয়ে তৃতীয়ে বা শুভদিনে আপূৰ্ণ্য-
মাণপক্ষে পুংনক্ষত্রে নির্বর্তিতনিত্যকৃত্যঃ পত্নীঞ্চ স্নাপয়িত্বা
মাতৃকাপূজাং বসোর্ধারাং বুদ্ধিশ্রাদ্ধঞ্চ কৃত্বা পত্নীসহিতো দিব্য
নিরাহারাববতিষ্ঠেতাং । ততঃ পতিঃ সায়ংসন্ধ্যাং নির্বর্ত্য শুভে
লগ্নে নূতনবাসোয়ুগপরিধানাচাশ্তাং কৃতমঙ্গলাচারাং প্রাঙ্ঘ্রী-
মাভ্রবামে সমুপবেশ্য বটারোহং বটশৃঙ্গাংশ্চ সম্ভবে সোমলতাং
পূর্বকুশকণ্টকং সম্ভবে পর্যুষিতজলেন পিষ্টা মঙ্গলপূর্বকং তস্তা
দক্ষিণনাসাপুটে সমাসিক্বেৎ । ওঁ হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে
ভূতশ্চ জাতঃ পতিরেক আসীৎ । স দধার পৃথিবীং দ্যামুতে মাং
কশ্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম । ওঁ অন্ত্যঃ সম্ভূতঃ পৃথিবৌ রসচ্চ
বিশ্বকর্মাণঃ সমবর্ততাগ্রে । তস্য তৃষ্টা বিদধজ্রপমেতি তন্মর্ত্যস্য
দেবত্মাজানমগ্রে । ইতি মন্ত্রেণ । অথ যদি গর্ভস্য বীৰ্য্যবজ্রং
কাময়তে তদা ভার্য্যায়াঃ ক্রোড়মগ্নিধৌ পাত্ৰস্থং পানীয়ং স্থাপয়িত্বা

যথোক্তমাসে শুভদিনে আপূৰ্ণ্যমাণপক্ষে পুংনক্ষত্রে
নিত্যকৃত্য সমাপন পূর্বক পত্নীকে স্নান করাইয়া মাতৃকাপূজা,
বশুধারা, বুদ্ধিশ্রাদ্ধ নির্বাহ করত পত্নীসমন্বিত হইয়া নিরাহারে
থাকিবে। পরে পতি সায়ংসন্ধ্যা সমাপন পূর্বক শুভলগ্নে নব-
বজ্রধরধারিনী, আচাশ্তা, কৃতমঙ্গলাচারা পত্নীকে নিজ বামে
বসাইয়া বটাস্কুর ও বটশৃঙ্গা পর্যুষিত জলে পেষণ করত মঙ্গলাচার
সহকারে তদীয় দক্ষিণ নাসাপুটে সিঞ্চন করিবে। “ওঁ
হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে” ইত্যাদি মূলের লিখিত মন্ত্রে সিঞ্চন

তৎ পানীয়ং মন্ত্ৰেণানেন মন্ত্ৰয়েৎ । ৩ অর্পণোহসি গরুত্মাংস্ত্রিবৃত্তঃ
শিরো গায়ত্র্যাক্ষুর্কু হ্রদ্বর্থন্তরে পক্ষে । ৩ ত্বোম আত্মা ছন্দাংস্যা-
জানি যজুংষি নাম সাম তে তনুর্কামদেবাং যজ্ঞা যজ্ঞিয়ং পুচ্ছং
ষিষ্টাঃ শকাঃ । ৩ অর্পণোহসি গরুত্মান্ দিবঙ্গচ্চ স্বঃ পত । ততঃ
শান্তিং কৃত্বাশীর্বাদঞ্চ কুৰ্ব্বাৎ ॥ ইতি পুংসবনম্ ॥

করিতে হয় । গর্ভের বীৰ্য্যবত্তা কামনা করিলে ভার্ঘ্যার ত্রোড়-
সমীপে কোন প্রান্ত্রে জল রাখিয়া “ও অর্পণোহসি” ইত্যাদি মন্ত্ৰে
উহা অভিমন্ত্রিত করিবে । পরে শান্তি আচরণ পূর্বক আশী-
র্বাদ করিতে হয় ।

ইতি যজুর্বেদীয় পুংসবন ।

সীমন্তোন্নয়নম্ ।

পুংসবনমাসে ষষ্ঠেইষ্টমে বা ততঃ শুভদিনে প্রাতঃনিৰ্দ্ধৰ্ষিত
 নিত্যকৃত্যঃ পত্নীঞ্চ স্নাপয়িত্বা প্রথমং মাতৃকাপূজাং বসোধারিণাং
 বুদ্ধিশ্রাদ্ধঞ্চ নিৰ্দ্ধৰ্ষিতা শুভে লগ্নে বহিঃশালায়াং পুনরাচম্য প্রায়ুষ্টে
 উপবিষ্ট আচার্য্যং গোরোচনালিখিতপদ্মশঙ্খচক্রগদাবাদশকেশব-
 কামযুতপীতবাসোযুগপরিধানাং কৃতমঙ্গলামাচাৰ্য্যং পত্নীমাস্ত্রবামে
 শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-বিষ্ণু-পদ-যুগাঙ্কিতযাজ্ঞিকবৃক্ষগঠিতভদ্রপীঠোপরি
 সমুপবেশয়েৎ । ততঃ পতিরগ্নিস্থাপনার্থং হস্তপ্রমাণং হৃদিগুণ-
 সংস্থাপ্য পূৰ্ব্বোক্তেন বিধিনা কুশণ্ডিকাং প্রোক্ষণীপাত্রস্থাপনাস্তাং
 কৃৎবা পূৰ্ব্বাসাদিতিলহুগ্নমিশ্রিততণ্ডুলস্ত মুষ্টিমেকাং ওঁ প্রজাপত্যে
 স্বা যুষ্টং গৃহ্মামীতি গৃহীত্বা ওঁ প্রজাপত্যে স্বা যুষ্টং নিৰ্দ্ধ-

পুংসবনমাসে অথবা গৰ্ভের ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে শুভদিনে
 প্রাতঃকালে নিত্যকৃত্য সমাপন পূৰ্ব্বক পত্নীকে স্নান করাইয়া
 প্রথমতঃ মাতৃকাপূজা, বসুধারা ও বুদ্ধিশ্রাদ্ধ নিৰ্দ্ধাৰ্য্য করিবে।
 পরে শুভলগ্নে বহিঃশালায় গিয়া পুনরাচমনান্তে প্রায়ুষ্টে উপবিষ্ট
 হইয়া আচার্য্যস্বারে গোরোচনারা অঙ্কিত শঙ্খ-চক্র-গদা-
 পদ্ম ও কেশবনামযুক্ত-বস্ত্রধারিণী, কৃতমঙ্গলাচার্য্য, আচার্য্য
 পত্নীকে নিজবামপার্শ্বে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ও বিষ্ণুপাদদ্বয়াজিত-
 যাজ্ঞিকবৃক্ষগঠিত ভদ্রপীঠোপরি উপবেশন করাইবে। তৎপরে
 পতি অগ্নিস্থাপনার্থ হৃদিগুণ স্থাপন পূৰ্ব্বক যথোক্তনিয়মে
 প্রোক্ষণীস্থাপনাস্তা কুশণ্ডিকা করিয়া মূলের লিখিত যথার্থমন্ত্রে
 পূৰ্ব্বপ্রস্তুত তিলহুগ্নমিশ্রিত তণ্ডুলের একমুষ্টি গ্রহণ, উদ্বল

পামীতি উদ্বলেন নিক্ষিপ্য ও প্রজাপত্যে স্বাং যুগ্মং প্রোক্ষমা-
মীতি প্রোক্ষণীজলেন প্রোক্ষয়েৎ । এবং অগ্নয়ে স্থিষ্টিকৃতে স্বা
এহগনির্কপণপ্রোক্ষণানি কুর্যাৎ । ততো মুষলেনাবহত্য শূর্ণেণ
ত্রিঃ প্রক্ষেপটনং কৃৎবা ত্রিঃ প্রক্ষাল্য তণ্ডুলান্ চক্ৰস্থালীয়াং নিক্ষিপ্য
তুং দত্ত্বা প্রণীতোদকেনাবসিচ্যামিধ্যে চক্ৰমধিশ্রপয়েৎ । ততঃ
সিদ্ধং চক্ৰং জ্ঞাত্বা স্মৃতক্ষবেণাভিঘাৰ্য্য জলদিকনেন স্থালীমধ্যাং
দৃষ্টাধৈরুত্তরতোহবত্যাৰ্য্য পুনঃস্মৃতক্ষবেণাভিঘাৰয়েৎ । তত
আজ্যভাগান্তাং কুশণ্ডিকাং সমাপ্য প্রকৃতং কৰ্ম্ম কুর্যাৎ । যথা
ও অগ্নে ত্বং মঙ্গলনামাসীতি অগ্নৌনাম কৃৎবা ধাত্বা সংপূজ্য
হোমং কুর্যাৎ । স্থালীপাকস্ত জুহোতি অবদানধর্ষণে । যথা
ক্ষচি স্মৃতক্ষবং দত্ত্বা চরৌ স্মৃতক্ষবং দদ্যাৎ । ততো মেক্ষণেন চক্ৰ-
মবদায় পুনঃচরাবদানং স্থানে স্মৃতক্ষবং দত্ত্বা ও প্রজাপত্যে স্বাহা
ইতি হুত্বা ইদং প্রজাপত্যে ইতি দেবতোদ্দেশঃ কার্য্যঃ । পুন-
স্তথৈবাবদায় অগ্নয়ে স্থিষ্টিকৃতে স্বাহা ইদমগ্নয়ে স্থিষ্টিকৃতে । ততো
অগ্নেঃ পশ্চান্মৃদ্বপীঠে উপবিষ্টায়া বধ্বাঃ পূৰ্ব্বস্থাপিত উদ্বরকল-
স্তবকযুগ্মেন ত্রিভিঃ দৰ্ভপিজ্জলৈঃ সহ একাকৃত্য সীমন্তং ললাটো-

ক্ষেপণ ও প্রোক্ষণীজলে প্রোক্ষণ করিবে । পরে মুষল দ্বারা
ক্ষবহনন, শূর্ণে ত্রিবার প্রক্ষেপটন, বারত্রয় প্রক্ষালন, চক্ৰস্থালীতে
তুং সহ নিক্ষেপ, এবং অগ্নিমধ্যে চক্ৰপ্রস্থতীকরণ ও অবতারণ
প্রভৃতি যথানিয়মে করিয়া আজ্যভাগান্তা কুশণ্ডিকা সমাপন
পূৰ্ব্বক মূলের লিখিত নিয়মে ও মন্ত্রে প্রকৃতকৰ্ম্ম করিবে ।
তদনন্তরঃ দৰ্ভপিজ্জলীত্রয়সহ পূৰ্ব্বস্থাপিত উদ্বরকলস্তবকযুগ্ম
দ্বারা অগ্নির পশ্চাতে মৃদ্বপীঠোপরি উপবিষ্টা বধ্বা সীমন্ত তিন

ঈশকেশবিশ্রাসং যথা ভবতি তথা বিনয়তি ততো বিবিক্তং কারয়তি
 ওঁ ত্বির্নিয়ামি । ওঁ ভূবর্নিয়ামি । ওঁ স্ববিময়ামি । এবং ত্রিঃ
 শ্বেতয়া শলয়া উডুধরফলসহিতয়া তথা কাণ্ডেন উডুধরফলসহিতয়া
 তথা হৃতপূরিভতকুঁণা উডুধরসহিতেন প্রত্যেকং সীমন্তকরণং
 সর্বেষাং করণভূতহাং । ততস্ত্রিগুণীকৃতহৃত্রেণ উডুধরস্তবকং
 বদ্ধা কণ্ঠে বধ্নাতি । ওঁ অয়মূর্জাবতো বৃক্ষ উজ্জীব ফলিনী ভব
 ইতি মন্ত্রেণ । ততঃ প্রায়শ্চিত্তহোমাদিকং কৃতা ব্রাহ্মণায় দক্ষিণাং
 দদ্যাৎ । ততঃ ওঁ কশ্যপস্য ত্র্যয়ুধং ইত্যাদি কৰ্ম্ম কুৰ্য্যাৎ । ততো
 বীণাগাথিনো রাজানং গায়েতাং যো বাপ্যাত্মো বীরতর ইতি ।
 ততস্তো গায়েতাং । এতামপি নিযুক্তাং গাথাং গায়েতামিতি
 কেচিৎ । ওঁ সোম এব নো রাজেমা মামুযীঃ প্রজাঃ । অবিমুক্তচক্রা
 আসীরংস্তীরে তুভ্যমসৌ । অসাবিতস্য স্থানে এষাং নদীমুপ-
 বসিতারো ভবন্তি তস্য নামাতিদেশঃ । হে গঙ্গে হে যমুনে
 ইত্যাদি । ততঃ দক্ষিণাং দত্তা ব্রাহ্মণায় ভোজনং দদ্যাৎ । ততঃ

বার উত্তোলন করিয়া দিবে । পরে উডুধরফলসম্বিত শ্বেত
 শল্য দ্বারা তিনবার, উডুধরফলযুক্ত কাণ্ড দ্বারা তিন বার এবং
 উডুধরসহিত হৃতপূর্ণ তকুঁ দ্বারা তিন বার সীমন্ত উত্তোলন
 করিবে । পরে ত্রিগুণীকৃত হৃত দ্বারা উডুধরস্তবক বধূর কণ্ঠে
 বন্ধন করিয়া দিবে । ঐ সকল কার্যের বথাবধ মন্ত্র উপরে
 লিখিত আছে । তৎপরে প্রায়শ্চিত্ত-হোমাদি, ব্রাহ্মণকে
 দক্ষিণাদান, “ওঁ কশ্যপস্য ত্র্যয়ুধং” ইত্যাদি কৰ্ম্ম ও অস্ত্রান্ত
 ক্রিয়া বথাবিধি সমাপন পূর্বক সদক্ষিণ ব্রাহ্মণ-ভোজন, শান্তি-

ঋচং বাচমিতাদিনা শান্তিং কৃত্বা আশীৰ্বাদমচ্ছিদ্রাবধারণঞ্চ
কুৰ্য্যাৎ । পত্নী চ আচারাক্রমশেষং প্রাপ্ত মঙ্গলপূৰ্বকং ভূজীত ॥

ইতি সীমন্তোন্নয়নং ॥

সোম্যস্তীকৰ্ম ।

প্রসবকালে । ওঁ এজতু দশমাস্যো গৰ্ভো জয়ায়ুগা সহ ।
যথায়ং রাযুরেজতি যথা সমুদ্রে এজতেযাবায়ং দশমাস্যো অশ্রজ্জ-
রায়ুগা সহ । ইতি পত্নীমন্দিরভ্যক্ষেৎ ॥ ইতি সোম্যস্তীকৰ্ম ॥

কৰ্ম, আশীৰ্বাদ, অচ্ছিদ্রাবধারণ প্রভৃতি নিৰ্বাহ করিবে ।
তদনন্তর পত্নী আচারানুসারে চরুশেষ ভোজন করিবে ।

সোম্যস্তীকৰ্ম ।—প্রসবকালে মূলের লিখিত “ওঁ এজতু”
ইত্যাদি মন্ত্রে জল দ্বারা পত্নীকে অভ্যক্ষণ করিবে ।

ইতি ষজুর্বেদীয় সীমন্তোন্নয়ন ও সোম্যস্তীকৰ্ম ।

জাতকৰ্ম ।

তত্ৰ প্ৰথমং সচেলঃ স্নাত্বা বিবাহপদ্ধত্যা ক্ৰমেণ গোৰ্ঘ্যা-
 ষোড়শমাতৃকাপূজাং বসোধাৰাং দত্ত্বা পুত্ৰস্য জন্মসুখদৰ্শননিমিত্ত-
 কয়োৰ্ত্তেদেন বৃদ্ধিশ্ৰাদ্ধং নিৰ্দ্ধৰ্য্য পিতা পুত্ৰস্যচ্ছিন্ননাভৌ
 মেধাজননায়ুষ্যে কৰ্ম্মণি কৰোতি । তত্ৰ মেধাজননং অনামিকয়া
 স্তবর্ণাংগুৰ্হিতয়া চতুৰ্ধা মধুযুতৈৰ্বা প্ৰাৰ্শ্বয়তি যুতং বা ওঁ ভূত্বয়ি
 দধামি ওঁ ভুবত্বয়ি দধামি ওঁ স্বত্বয়ি দধামি ওঁ ভূভুবঃ স্বত্বয়ি
 দধামি । এতিৰ্শ্বত্বৈৰ্ব্যথাযুধ্যং কৰোতি পুত্ৰস্য নাভৌ দক্ষিণকৰ্ণে
 লপতি । ওঁ অগ্নিৰায়ুয়ান্ স বনস্পতীভিৰায়ুয়্যাংস্তেন হা আয়ুষা
 আয়ুয়ন্তং কৰোমি । ওঁ সোম আয়ুয়ান্ স ওষধীভিৰায়ুয়্যাংস্তেন
 হা আয়ুষা আয়ুয়ন্তং কৰোমি । ওঁ ব্ৰহ্ম আয়ুয়ন্তদ্ ব্ৰাহ্মণৈঃ আয়ুয়-
 স্তেন হা আয়ুষা আয়ুয়ন্তং কৰোমি । ওঁ দেবা আয়ুয়ন্তস্তে
 যুতৈৰায়ুয়ন্তস্তেন হা আয়ুষা আয়ুয়ন্তং কৰোমি । ওঁ ঋষয়
 আয়ুয়ন্তস্তে ব্ৰতৈঃ আয়ুয়ন্তস্তেন হা আয়ুষা আয়ুয়ন্তং
 কৰোমি । ওঁ পিতর আয়ুয়ন্তস্তে স্বধাভিৰায়ুয়ন্তস্তেন হা
 আয়ুষা আয়ুয়ন্তং কৰোমি । ওঁ যজ্ঞ আয়ুয়ান্ সদক্ষিণাভি-
 রায়ুয়্যাংস্তেন হা আয়ুষা আয়ুয়ন্তং কৰোমি । ওঁ সমুদ্ৰ আয়ুয়ান্
 স শ্ৰবস্তীভিৰায়ুয়্যাংস্তেন হা আয়ুষা আয়ুয়ন্তং কৰোমি । ইতি

প্ৰথমতঃ পিতা সবস্ত স্নান, বিবাহপদ্ধত্যা ক্ৰমেন গোৰ্ঘ্যাঙ্গি
 ষোড়শমাতৃকাপূজা, বসুধাৰা প্ৰভৃতি সমাপন পূৰ্বক পুত্ৰেৰ
 জন্মনিমিত্ত ও মুখদৰ্শননিমিত্ত বৃদ্ধিশ্ৰাদ্ধ কৰিয়া পুত্ৰেৰ অচ্ছিন্ন
 নাভিতে মেধাজনন কৰ্ম্ম ও আয়ুষাকৰ্ম্ম কৰিবেন । উহাৰ অন্ত

ত্রিরাবৃত্তং জপ্ত্বা ও কস্তপস্ত জ্যায়ুঃ বসনগেস্ত্র্যায়ুঃ বদেবামিহ
জ্যায়ুঃ তগ্নেহস্ত জ্যায়ুঃ । এতদসি ত্রিরাবৃত্তং জপেৎ । ততো
যদি পিতা দীর্ঘায়ুঃ কাময়তে তদা দক্ষিণহস্তেন সর্ঙ্গগাত্রমভি-
যুযেৎ । ও দিবস্পরীত্যাদি স্বামগে বজ্রমান ইত্যন্তেনাত্মরাকোন ।
ততঃ কুমারস্ত প্রতিদিশং মধ্যে চ পঞ্চব্রাহ্মণানবস্থাপ্য ক্রয়াৎ ।
ও ইমময়ং প্রাণায়ৈতি পূর্বো ক্রয়াৎ । ও ব্যানেতি দক্ষিণে
ক্রয়াৎ । ও অপানেতি পশ্চিমো ক্রয়াৎ । ও উদানেতি
উত্তরো ক্রয়াৎ । সমানেতি অবেক্যমাণো মধ্যাহ্নো ক্রয়াৎ । সমান-
পঞ্চব্রাহ্মণা যদি ন লভন্তে তদা স্বয়মেব তেবু তেবু স্থানেবু গম্বা
ক্রয়াৎ । ততঃ কুমারো যস্মিন্ দেশে জাতস্তাং ভূমিমভিমন্তরেৎ ।
ও বেদ তে ভূমি হৃদয়ং দিবি চক্ৰমসি শ্রিতং । বেদাহং তন্ম্যাং
তদ্বিদ্ভ্যাং পশ্চম শরদঃ শতং জীবম শরদঃ শতং শূণ্যাম শরদঃ
শতং ইতি । অথ কুমারং মাতা অভিযুযতি । ও অম্মা ভব পরগুর্ভব
হিরণ্যমক্ৰতং তব আত্মা বৈ পুত্রনামাসি স জীব শরদঃ শতং ॥
ইতি । অথ কুমারমাতরমভিমন্তরেৎ । ও ঈড়াসি মৈত্রাবরুণী বীরে

ও নিরমাদি মূলে স্পষ্টীকৃত রহিল । তৎপরে পিতা পুত্রের
দীর্ঘায়ু কামনা করিলে দক্ষিণহস্ত দ্বারা সর্ঙ্গগাত্র স্পর্শ করিবেন ।
পরে কুমারের চারিদিকে চারিটা ও মধ্যস্থলে একটা এই
পাঁচটা ব্রাহ্মণ স্থাপন করিলে তাঁহারা প্রত্যেকে বখায়খ মন্ত্র
উচ্চারণ করিবেন । উপযুক্ত পঞ্চ ব্রাহ্মণের অভাবে পিতাই
ক্রমে ক্রমে এক এক দিকে গিয়া মন্ত্র পাঠ করিবেন । তদনন্তর
“ও বেদ তে ভূমি” ইত্যাদি মন্ত্রে কুমারের জন্মস্থান আমন্ত্রণ ;
“ও অম্মা ভব” ইত্যাদি মন্ত্রে কুমারের নাভিস্পর্শন এবং

বীৰমজ্জীজনয়থাঃ । সা যঃ বীরবতী ভব যান্নান্ বীরবতোহকরং ।
 অত্র বাতুর্দক্ষিণস্তনং প্রক্ষাল্য জাতায় কুমারায় প্রবচ্ছতি । ও
 ইমং স্তনমূৰ্দ্ধনস্তং ধয়াপাং প্রণীমমগ্নে শরীরস্ত্র মধ্যে উৎসং ভুবন
 শতধারমৰ্বন্ অমুক্তিরং সদনমাবিশদ ॥ ইতি । ততো বামস্তনং ।
 ও যন্তে স্তনঃ শশয়ো যো ময়োভূযো রত্নধা বহুবিদ্যঃ স্তদ্রঃ ।
 যেন বিখা পুষ্যসি বাৰ্য্যানি সরস্বতি তমিহ ধাতবেহকঃ ॥ ততঃ
 স্তনিকাক্ষাশিরঃপ্রদেশে উদককুস্তমবস্থায় তমহিমস্তয়েৎ । ও
 অম্পো দেবেষু জাগ্রথ যথা দেবেষু জাগ্রথ । এবমস্ত্রাং স্ততি
 কায়াং লপ্তজিকার্যং জাগ্রথ ॥ ইতি । ততঃ স্তনিকা-উত্থানপর্য্যন্তং
 স্তনিকা-গৃহদ্বারদেশে কুশণ্ডিকাব্যতিরেকেণাগ্নিমুপস্থাপ্য তল্লকণ-
 বিশ্রান্ সৰ্বপান জুহোতি । ও ষণ্ডা মৰ্কা উপবীরঃ শৌণ্ডিকের
 উদ্বলঃ । মলিন্ চো দ্রোণাসচাবনো নশ্রতাদিতঃ স্বাহা ॥ ও
 আলিখন্ননিমিষঃ কিমদন্ত উপশ্রুতিঃ হব্যক্ষঃ কুন্তীশত্রুঃ পাজ্ঞ-
 পানিন্ মণিহৃতমুখঃ সৰ্বপাকুণো নশ্রতাদিতঃ স্বাহা ॥ অথ

“ও ঈড়াসি মৈত্রা” ইত্যাদি মন্ত্রে কুমারের মাতাকে অভিমন্ত্রিত
 করিবেন । পরে “ও ইমং স্তনমূৰ্দ্ধনস্তং” ইত্যাদি মন্ত্রে স্তননীর-
 দক্ষিণ স্তন প্রক্ষালন এবং “ও যন্তে স্তনঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে বাম-
 স্তন প্রক্ষালন করিয়া জাতকুমারকে অর্পণ করিবেন । তৎপরে
 স্তনিকাগৃহে কুমারের শিরোধেশে উদককুস্ত স্থাপন করিয়া “ও
 অম্পো দেবেষু” ইত্যাদি মন্ত্রে উহা অভিমন্ত্রিত করিবে । তৎপরে
 নস্তর স্তনিকা-উত্থান পর্য্যন্ত স্তনিকাগৃহের দ্বারদেশে কুশণ্ডিকা
 ব্যক্তিসিদ্ধ অগ্নি স্থাপন করিয়া “ও ষণ্ডা মৰ্কা উপবীরঃ” ইত্যাদি
 মন্ত্রে তল্লকণমন্ত্রিত সৰ্বপান হোত্ত্ব করিবে । এই সময়ে যন্ত্রবাহিনী

দশরাত্রাত্তরে অগ্নিন্ কালে যদি কুমারস্য বালগ্রহ উপদ্রবস্তদা
 শুচিরাচান্তঃ পিতা উদযুথঃ প্রায়ুথো বা উপবিশ্ত কুমারং ক্রোড়ে
 কৃতা জলেনোত্তরীয়েণ বাচ্ছাদ্য জপতি। কুক্কুরঃ স্কুক্কুরঃ কুক্কুরো
 বালবন্ধনাশ্চেচ্চেনক স্তজ নমস্তেহস্ত সীসরো লপেতাহপহ্বর
 তৎ সত্যং যন্তে দেবা বরমদহঃ স তং কুমারমেব বাবুণীথাঃ।
 চেচ্চেনক স্তজ নমস্তেহস্ত সীসরো লপেতাহপহ্বর তৎ সত্যং
 যন্তে সরমা মাতা সীসরঃ পিতা শ্রামশবলৌ ভ্রাতরৌ চেচ্চেনক
 স্তজ নমস্তেহস্ত সীসরো লপেতাহপহ্বর ॥ তৎ সত্যমিত্যাदि।
 দক্ষিণহস্তেনাভিমুখতি । ওঁ ন নাময়তি ন রুদতি ন হব্যস্তি ন
 মায়তি যত্র বয়ং বদামো যত্র চাভিমুখামসীতি ॥ * ॥ ইতি জাতকর্ম
 সমাপ্তং ॥ * ॥

মধ্যে যদি কুমার বালগ্রহ দ্বারা আক্রান্ত হয়, তাহা হইলে পিতা
 পবিত্র হইয়া আচমন পূর্বক উত্তরমুখে বা পূর্বমুখে বসিবেন
 এবং কুমারকে ক্রোড়ে লইয়া উত্তরীয় দ্বারা আচ্ছাদন পূর্বক
 “কুক্কুরঃ স্কুক্কুরঃ” ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিবেন ও “ওঁ ন নাময়তি
 ন রুদতি” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করতঃ দক্ষিণহস্ত দ্বারা কুমারের গাত্র
 অভিমর্ষণ করিবেন।

ইতি যজুর্বেদীয় জাতকর্ম ।

নামকরণম্ ।

তত্র নিবন্ধোক্তকালে নিৰ্দ্ধৰ্ত্তিতনিত্যকৃত্যঃ পিতা শুভে লগ্নে
বিবাহপদ্ধত্যুক্তক্রমেণ গোৰ্ঘ্যাদিষাৎকাপূজাং বুদ্ধিশ্রাদ্ধঞ্চ কৃত্বা
ব্রাহ্মণতৃপ্ত্যর্থং ভোজ্যভক্ষয়ুৎসৃজেৎ । ওঁ অদ্যেত্যাদি মদীয়ান্তি-
নবজাতকুমারস্ত নামকরণকৰ্ম্মণি কৰ্ত্তব্যে যথাসম্ভববেদগোত্রশাখা-
নামভ্যো যথোপকল্পিতং তৃপ্ত্যোপয়িকৰ্ম্মহমুৎসৃজে । ভোজ্যভক্ষয়ং
ভোজয়িত্বা যথামঙ্গলং কুশাসনে প্রাৰ্দ্ধুথ উপবিশ্ত আহতবাসঃ-
পরিধানাং কৃতমঙ্গলাং বন্দিতগোরোচনাদিকুমারান্কাং পত্নীমাত্ম-
বামে সমুপবেশ্ত আচারাং পূৰ্ণঘটে গণপতিনবগ্রহদিক্‌পালান্
সংপূজ্য স্বতপ্রদীপদ্বয়ং প্রজ্জাল্য শিলাপট্টকে চ শিলাপুঞ্জেন রেখা-
দ্বয়ং কৃত্বা পুনরুজ্জাল্য তত উজ্জলাং রেখাং উজ্জলঞ্চ দীপকং
নামরূপেণ পরিকল্প্য কুমারস্ত দক্ষিণকর্ণে ত্রীঅমুকদেবশশাসীতি

যথাকালে পিতা নিত্যকৃত্য সমাপন পূৰ্ব্বক শুভলগ্নে বিবাহ-
পদ্ধত্যুক্ত নিয়মে গোৰ্ঘ্যাদিষাৎকাপূজা ও বুদ্ধিশ্রাদ্ধ করিয়া
তৃপ্তির জন্ত তিনটি ভোজ্য উৎসর্গ করিবেন। পরে কুশাসনে
প্রাৰ্দ্ধুথে বসিয়া নববস্ত্রধারিণী, কৃতমঙ্গলা পত্নীকে আপনার
বামভাগে বসাইয়া তাহার ক্রোড়ে কুমারকে স্থাপন পূৰ্ব্বক
আচারাভূসারে পূৰ্ণকুণ্ডে গণপতি, নবগ্রহ ও দিক্‌পালগণের
পূজা করিবেন। পরে দুইটি স্বতপ্রদীপ জালিয়া এবং শিলা-
পুত্র দ্বারা শিলাতলে দুইটি রেখা অঙ্কিত করিয়া পুনরু-
জ্জালিত করত সমুজ্জল রেখা ও সমুজ্জল দীপকে নামরূপে কল্পনা
পূৰ্ব্বক কুমারের দক্ষিণ কর্ণে “কুমি অমুকনামা হইলে” এই কথা

নাম কুৰ্ঘ্যাৎ । কুমারী চেতদা বামকর্णे अमुकौ देवानीति नाम
 कुर्यात् । ततः शान्तिं कृत्वा शान्त्यादकेन कुमारमभिषिच्यच्छिद्रं
 कुर्यात् ॥ इति नामकरणं ॥ * ॥

বলিবেন । কথা হইলে বামকর্णे “তুমি অমুকৌ নাম্নী দেবী”
 এই কথা বলিতে হয় । তদনন্তর শান্তিকর্ম করিয়া শান্তিজল
 দ্বারা কুমারকে অভিষেক করত অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবেন ।

ইতি ষজ্জুর্বেদীয় নামকরণ ।

অন্নপ্রাশনম্ ।

ততো নিবন্ধোক্তকালে শুভদিবসে নির্ধর্তিতনিত্যকৃত্যঃ
 পিতা বিবাহপদ্ধত্যুক্তক্রমেণ গোৰ্ঘ্যাদিমাতৃকাপূজাং বুদ্ধিশ্রাদ্ধঞ্চ
 কৃৎ৷ শুভে লগ্নে গৃহ এবাগ্নিস্থাপনং কুৰ্যাৎ । ততঃ প্রাঙ্গুথ
 উপবিশ্ত স্থণ্ডিলোপরি অগ্নিস্থাপনং কৃৎ৷ ব্রহ্মাসনমাত্তীৰ্থা দ্রব্য-
 সাদনং কৃৎ৷ যথোক্তবিধিনা মংস্তমাংসসাধিতব্যঞ্জনসহিতং প্রাশ-
 নার্থমন্নাসাদনং কৃৎ৷ পবিত্রং প্রোক্ষণীপাত্রে দত্ত্বা প্রোক্ষণীজলেন
 সৰ্ব্বাণি দ্রব্যানি সংপ্রোক্ষ্য প্রোক্ষণীপাত্রং স্ববামে স্থাপয়েৎ ।
 ততঃ আজ্যস্থাল্যামাজ্যং নিরূপ্য চরুমধিশ্রপয়েৎ । যথা প্রাণায়
 ত্বা জুষ্টং গৃহ্মামীতি মৃষ্টিমেকং গৃহীত্বা প্রাণায় ত্বা জুষ্টং নির্বপা-
 মীতি উদ্বলে সংস্থাপ্য ওঁ প্রাণায় ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষয়ামীতি প্রোক্ষ-
 ণঞ্চ কৃৎ৷ চরুস্থাল্যাং দুগ্ধং দত্ত্বা পচেৎ । জলদগ্নিং গৃহীত্বা ত্রিঃ
 পরিবেষ্ট্য তত্রৈবান্নৌ ক্ষিপেৎ । স্রবাজ্যসংস্কারং কৃৎ৷ আজ্য-
 স্থাল্যামাজ্যং নিরূপ্য প্রোক্ষণীপাত্রস্থং পবিত্রং গৃহীত্বা আজ্যম-
 বেক্ষেৎ । প্রোক্ষণীজলং পবিত্রঞ্চ পুনস্তথৈব উপযমনকুশানাদায়

পিতা নিবন্ধোক্ত কালে শুভদিনে নিত্যকৃত্য সমাপন
 পূৰ্ব্বক বিবাহপদ্ধতিবিহিত ক্রমাত্মসারে গোৰ্ঘ্যাদিমাতৃকা-
 পূজা ও বুদ্ধিশ্রাদ্ধ করিয়া শুভ লগ্নে গৃহেই অগ্নি
 স্থাপন করিবেন । পরে প্রাঙ্গুথে বসিয়া স্থণ্ডিলোপরি অগ্নি-
 স্থাপন, ব্রহ্মাসন আন্তরণ, দ্রব্যাসাদন, প্রাশনার্থ বিধানে
 মংস্ত-মাংস-সাধিতব্যঞ্জন-বিহিত অন্নাসাদন, প্রোক্ষণীপাত্রে
 পবিত্র প্রদান, প্রোক্ষণীজল দ্বারা সৰ্ব্বদ্রব্য প্রোক্ষণ, এই

সমিচ্ছয়মুত্তিষ্ঠন্নগ্নৌ ক্ষিপেৎ । প্রোক্ষণীপাত্ত্বং পবিত্রং সঙ্কলং
 গৃহীত্বাশ্বিং পর্য্যক্ষেৎ । ততো বজ্রমানোহ্ণারন্তপূর্ব্বকং স্রবং গৃহীত্বা
 আজ্যোনাধারাজ্যভাগৌ জুহুয়াৎ । তত্রাবারৌ ওঁ প্রজাপত্যে
 স্বাহা । ইদং প্রজাপত্যে । ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা । ইদমিন্দ্রায় ।
 ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা । ইদমগ্নয়ে । ওঁ সোমায় স্বাহা । ইদং
 সোমায় । ততোহ্ণারন্তভাগঃ । শুচিনামানমগ্নিং পূজয়েৎ ।
 আজ্যাহুতিং জুহোতি । ওঁ দেবীং বাচমব্রনয়ন্ত দেবান্তাং
 বিশ্বরূপাঃ পশবো বদন্তি । সা নো মস্ত্রেবুং উর্জং হৃদানা ধেমুর্বাগ-
 ন্নানুপ সৃষ্টুতৈতু স্বাহা । ইদং বাচে । ওঁ বাজো নো অদ্য
 প্রহুবাতি দানং বাজো দেবান্ ঋতুভিঃ কল্পয়তি । বাজো হি মা
 সর্ব্ববীরং চকার সর্ব্বা আশা বাজপতির্জয়েয়ং স্বাহা । ইদং বাচে ।
 পুনর্হুত্যাভ্যাং একাহুতিং জুহোতি । ততঃ স্থালীপাকস্য জুহোতি ।
 ওঁ প্রাণেনান্নমশীয় স্বাহা । ওঁ অপানেন গন্ধানশীয় স্বাহা ।
 ওঁ চক্ষুবা রূপাণাশীয় স্বাহা । ইদং চক্ষুবে । ওঁ শ্রোত্রেণ বশোহ-
 শীয় স্বাহা । ইদং শ্রোত্রায় । ইতি হুত্বা ব্রহ্মগোহ্ণারন্তং স্থালী-
 পাকাদেব গৃহীত্বা অগ্নয়ে স্টিষ্ঠিতে স্বাহা । ইদমগ্নয়ে স্টিষ্ঠিতে ।
 ততঃ আজ্যেন মহাব্যাহতিহোমঃ । ওঁ ভূঃ স্বাহা । ইদং ভূঃ । ওঁ
 ভুবঃ স্বাহা । ইদং ভুবঃ । ওঁ স্বঃ স্বাহা । ইদং স্বঃ । ততঃ
 সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্তহোমঃ । সঙ্কলং কৃত্বা বিধুনা মানমগ্নিং সংস্থাপ্য
 জুহুয়াৎ । ওঁ যম্নোহগ্নে ইত্যাদি । ইদমগ্নীবকণাভ্যাং । ওঁ

সমস্ত করিয়া স্ববাসে প্রোক্ষণীপাত্র স্থাপন করিবে । পরে
 আজ্যস্থালীতে আজ্যানিরূপণ পূর্ব্বক মূলের লিখিত নিয়মানু-
 সারে চক্রপাক করিয়া বথানিয়মে সমস্ত আহুতি প্রদান করি-
 যেন । তৎপরে সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্ত-হোম ও প্রাজাপত্যহোম

সহনোহ্মে ইত্যাদি। ইদমগ্নীবরুণাভ্যাং। অয়াশায়ে ইত্যাদি।
 ইদমগ্নয়ে। ওঁ যে তে শতমিত্যাदि। ইদং বরুণায় সবিত্রে
 বিষ্ণবে বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যো মরুত্যাঃ। ওঁ উহুত্তমমিতি। ইদং
 বরুণায়। ততঃ প্রাজাপত্যাহোমঃ। ওঁ প্রজাপত্যে স্বাহা। ইদং
 প্রজাপত্যে। ইতি হুত্বা শেষং প্রাশ্ত ব্রহ্মণে দক্ষিণাং দদ্যাৎ।
 ততঃ কৃতমঙ্গলং কুমারমানীয় সর্কানুমান্ সর্কবন্নেন নাগাদিত্যাঃ
 পৃথক্ দত্ত্বা অমৃতোপস্তরগমনীতি মন্ত্রেণ গণ্ডুবং কৃৎ। ওঁ প্রাণায়
 স্বাহেত্যাদিনা প্রাণাদিত্যো মুখে স্পর্শমাত্রেণ দত্ত্বা ক্ষিপেৎ।
 ততোহন্নং গৃহীত্বা ওঁ অন্নপতেহন্নস্ত নো দেহন্নমীরস্ত স্তুগ্নিগঃ।
 প্রদাতারস্তরিষ উর্জম্নো বেহি বিপদেশঞ্চতুস্পদে বিশ্বকর্ষণে
 স্বাহা। অনেন মন্ত্রেণ প্রাশয়তি। ওঁ ইহন্ত ইতি ব্রাহ্মণাদয়ঃ।
 শূদ্রস্ত তুষ্ণীমেব। ততঃ প্রচুরতরমন্নং প্রাশ্ত ক্ষিপেৎ। ততো
 মাণবকমাচম্য বিস্তৃতাসনে উপবিষ্ট তাম্বু লং দত্ত্বা মাণবকস্তাগ্রতো
 মৃত্তিকাং স্রবর্ণং ধাত্বং শাস্ত্রং শস্ত্রং শিল্পভাণ্ডঞ্চ উপস্থাপ্য মাতুরক্ষাং
 কুমারং তাজ্জেৎ। স্নয়মেতেষু বনগ্রতো গৃহ্রাতি তেন তস্ত জীবিকা
 ভবিষ্যতীতি বোদ্ধব্যং। ততো ব্রাহ্মণভোজনমুৎসৃজেৎ। ততঃ

করিয়া হতশেষ সেবন পূর্বক ব্রহ্মদক্ষিণা দিবেন। পরে
 কৃতমঙ্গল কুমারকে আনয়ন পূর্বক বথাবথ নিয়মে বথাবথ মন্ত্রে
 অন্ন প্রাশন করাইবেন। শূদ্র হইলে মন্ত্র পাঠের আবশ্যক করে
 না। পরে মাণবকের অগ্রে মৃত্তিকা, স্রবর্ণ, ধাত্ব, শাস্ত্র, শস্ত্র,
 শিল্পভাণ্ড প্রভৃতি রাখিয়া মাতৃকোড় হইতে কুমারকে পরি-
 ত্যাগ করিবেন। পরে ব্রাহ্মণভোজন, শাস্তিকর্ম, কুমারকে
 আশীর্বাদ ও অচ্ছিদ্রাবধারণ এই সকল করিবে। পরে

শাস্তিঃ কৃত্বা কুমারমভিষিচ্যাণীর্কাদং কৃত্বা অচ্ছিদ্রাবধারণং
কুৰ্যাৎ । ততো বহির্গত্বা কুলাচারেণ মাণবকস্ত্রাজে লাজাদিভিঃ
ক্ষিপ্ত্বা কৃতমঙ্গলাচরণেন যথাভিলষিতং গচ্ছেৎ ॥ * ॥ ইতি
অন্নপ্রাশনপদ্ধতিঃ ॥ * ॥

বহির্গমন পূর্বক কুলাচারানুসারে মাণবকের অঙ্গে লাজাদি
ক্ষেপণ করত মঙ্গলাচরণ করিয়া অভিলষিত স্থানে গমন
করিবে ।

ইতি যজুর্বেদীয় অন্নপ্রাশন ।

চূড়াকরণম্ ।

তত্র নিবন্ধোক্তকালে শুভদিবসে নিবৰ্ত্তিতনিত্যকৃত্যঃ
 পিতা শুভে লয়ে গৌর্যাদিমাতৃকাপূজাং বসুধারাং বৃদ্ধিশাক্ষ
 কৃষ্ণা ব্রাহ্মণত্রয়ভোজ্যত্রয়মুৎসৃজেৎ । অদ্যেত্যাদি মংপুত্রস্তামুকস্য
 চূড়াকরণকৰ্ম্মণি কৰ্ত্তব্যে যথাসম্ভবগোত্রশাখানামভ্যো ব্রাহ্ম-
 ণেভ্যো যথোপকল্পিতং তৃণ্ডোপায়িকমন্নমহমুৎসৃজে । এবং
 যথাশক্তি তাম্বূলাদি দক্ষিণাং দত্ত্বা ভোজয়িত্বা বহির্নির্গত্য প্রাক্ষণে
 ছারামণ্ডপে শুচিরাচাস্তঃ প্রাঘ্নুথ উপবিষ্টাগ্নিস্থাপনং কুৰ্য্যাৎ ।
 তত্রায়ং বিশেষঃ দ্রব্যাসাদনে । তদ্ব্যথা । উষ্ণজলং শীতলং
 জলং নবনীতপিণ্ডং । ত্রিষেতশল্লকীকণ্টকং প্রত্যেকং কুশপত্র-
 ত্রয়নির্মিতং কুশশুচ্ছনবকং । তাত্রক্ষুরং নূতনশরাবস্থিতবলীবর্দ-
 গোময়পিণ্ডং । ততঃ পবিত্রচ্ছেদনৈঃ পবিত্রীকরণং । প্রোক্ষণ্যং

পিতা নিবন্ধোক্তকালে শুভদিনে নিত্যকৃত্য সমাপন পূৰ্ণক
 গৌর্যাদি-মাতৃকা পূজা, বসুধারা ও বৃদ্ধিশাক্ষ করিয়া মূলের
 লিখিত বাক্যে তিনটি ব্রাহ্মণের জন্ত ভোজ্যত্রয় উৎসর্গ
 করিবেন । পরে যথাশক্তি তাম্বূল্যাদি দান পূৰ্ণক বহির্নির্গমন
 করত প্রাক্ষণে ছারামণ্ডপে পবিত্র ও আচাস্তভাবে প্রাঘ্নুথে
 বসিয়া অগ্নি স্থাপন করিবেন । উষ্ণ জল, শীতল জল,
 নবনীতপিণ্ড, তিনটি ত্রিষেতশল্লকীকণ্টক, প্রত্যেকটি কুশপত্র-
 দ্বারা নির্মিত একরূপ নবসংখ্য কুশশুচ্ছ, তাত্রক্ষুর, নূতন-শরাব-
 স্থিত বলীবর্দগোময়পিণ্ড এই সকল দ্রব্য স্থাপন করিবেন ।

স্থাপনং । প্রণীতাজলেন প্রোক্ষণ্যঃ পূরণং । সব্যো পাণৌ
প্রোক্ষণ্য উত্থাপনং । উত্তানান্তির্দক্ষিণাঙ্গুলীভিত্তদাতানামপা-
মুত্তোলনং । তাতির্বিধাসাদিতপ্রোক্ষণং । অন্নঞ্চ প্রোক্ষণ্যঃ
বিধিঃ আজ্যস্থাল্যাজ্যনির্বাপঃ । জলদগ্নিনা বেষ্টনং । পর্যায়ী-
করণং । অবপ্রতপনং । সম্মার্জনকুশৈঃ অবশ্চ মূলমধ্যগ্র-
দেশেষু মার্জনং । প্রণীতোদকেনাত্মোক্ষণং । পুনঃ প্রতপনং । ভূমৌ
নিধানং । ততঃ আজ্যস্থালীমাত্মসম্মুখমানীয় প্রোক্ষণীপাত্রস্থং
পবিত্রং গৃহীত্ব । আজ্যস্ত কিঞ্চিদুত্তোলনরূপমুৎপবনং কৃত্বা আজ্য-
মবেক্ষেৎ । প্রোক্ষণীজলঞ্চ বামহস্তেনোপযমনকুশাদানং । উত্থা-
য়োগৌ সমিৎপ্রক্ষেপঃ । প্রোক্ষণ্যদকেন পবিত্রেণ হস্তেনাগ্নৌ-
শানাদিতঃ পর্য্যক্ষণং । পবিত্রং প্রণীতায়্যঃ নিধানং । প্রোক্ষণী-
পাত্রং সংপ্রবার্থমগ্নেকৃত্তরে স্থাপয়েৎ । তদহু কুমারং দ্বাপিত্বং
নূতনবাসোযুগং পরিধাপ্য মাতাক্ষে কৃত্বা পশ্চাদগ্নেকৃত্তরে উপ-

তৎপরে পবিত্রচ্ছেদন দ্বারা পবিত্রীকরণ, প্রোক্ষণীপাত্রে স্থাপন,
প্রোক্ষণীতে জলপূরণ, সব্যহস্তে প্রোক্ষণী উত্থাপন, উত্তান
দক্ষিণাঙ্গুলী দ্বারা তদগত জল উত্তোলন, সেই জল দ্বারা দ্রব্যাদি
প্রোক্ষণ, আজ্যস্থালীতে আজ্য নিরূপণ, জলদগ্নি দ্বারা বেষ্টন,
পর্যায়ীকরণ, অবপ্রতপন, সম্মার্জন কুশ দ্বারা অবশের মূল
মধ্য ও অগ্রদেশে মার্জন, প্রণীতাজল দ্বারা অত্মোক্ষণ, পুন-
র্বার প্রতপন, ভূমিতে স্থাপন, এই সমুদায় কার্য্য করিয়া
আত্মসম্মুখে আজ্যস্থালী আনয়ন পূর্বক প্রোক্ষণীপাত্রস্থ পবিত্র
লইয়া আজ্যের কিঞ্চিৎ উত্তোলনরূপ উৎপবন করত আজ্য-
দর্শন করিবেন । পরে প্রোক্ষণীজল বাম হস্ত দ্বারা লইয়া

বিশেষঃ । ততোহগ্নে স্বং সত্যনামাসীতি নাম কৃৎ ব্রাহ্মণোহ-
 দ্বারস্তপূর্বকং স্রবং গৃহীত্ব আজ্যোনাধারব্রাহ্মভাগৌ জুহুয়াৎ ।
 তত্রাঘারৌ ওঁ প্রজাপত্যে স্বাহা । ইদং প্রজাপত্যে । ইদং
 মনসৈব জুহুয়াৎ । অগ্নেঋষিকোণাদারভ্য আধ্বয়ং বাবদনবচ্ছিন্ন-
 স্তবধারাদানং । ওঁ ইজ্রায় স্বাহা । ইদমিজ্রায় । অগ্নেনৈঋত-
 কোণাদারভ্য ঐশানীং বাবদনবচ্ছিন্নস্তবধারাদানং । তত্রাজ্য-
 ভাগৌ ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা ইদমগ্নয়ে । ইত্যগ্নেকুন্তরভাগে জুহুয়াৎ ।
 ওঁ সোমায় স্বাহা । ইদং সোমায় অগ্নেঋদিগভাগে জুহুয়াৎ ।
 ততঃ মহাব্যাহতিহোমঃ । ওঁ ভূঃ স্বাহা । ইদং ভূঃ । ওঁ ভুবঃ
 স্বাহা । ইদং ভুবঃ । ওঁ স্বঃ স্বাহা । ইদং স্বর্ধ্যায় । ততঃ
 প্রারশ্চিহ্নহোমঃ । সঙ্কল্পং কৃৎ অগ্নে স্বং বিধুনামাসীতি নাম
 কৃৎ জুহুয়াৎ । ওঁ স্বমোহগ্নে ইত্যাদি । ইদমগ্নীবরুণাভ্যাং ।
 ওঁ স ত্বয় ইত্যাদি পুনরিদমগ্নাবরুণাভ্যাং । ওঁ অয়শ্চাগ্নে
 ইত্যাদি । ইদমগ্নয়ে । ওঁ যে তে শতং ইত্যাদি । ইদং বরু-
 ণায় বিশ্বেভ্যো মরুত্যাঃ স্বর্কেভ্যঃ । ওঁ উহুত্তমং ইত্যাদি । ইদং

তৎপরে কুশ গ্রহণ ও গাত্রোত্থান করত অগ্নিতে সমিধ
 প্রক্ষেপ করিবে । প্রোক্ষণীজল দ্বারা পবিত্র হস্তে অগ্নির
 ঈশানাদি হইতে পর্য্যক্ষণ, প্রণীতাতে পবিত্র স্থাপন ও প্রোক্ষ-
 ণীপাত্র সংশ্রবার্থ অগ্নির উত্তরে স্থাপন করিবে । তৎপরে সাতা
 কুমারকে নুতন বস্ত্রবয় পরিধান করাইয়া ক্রোড়ে করত অগ্নির
 উত্তরে উপবেশন করিবেন । পরে ব্রাহ্মণ “অগ্নে স্বং সত্য-
 নামাসি” বলিয়া অদ্বারস্ত পূর্বক স্রব গ্রহণ করত আজ্য-
 ভাগ হোম করিবে । হোমের মন্ত্রাদি সুগেই স্পষ্টীকৃত আছে ।

বরুণায় । ওঁ প্রজাপত্যে স্বাহা ইদং প্রজাপত্যে । ততঃ স্থিষ্টিকৃদ্ধোমঃ । ওঁ অগ্নয়ে স্থিষ্টিকৃতে । ততঃ সংশ্রবং প্রাশ্চ্যাম্য ব্রহ্মণে দক্ষিণং দদ্যাম্ । ততঃ শীতলজ্বলেন উষ্ণজলং মিশ্রয়তি । ওঁ উষ্ণেন বায় উদকে নৈহৃদিতে কেশান্ বপ ইতি মন্ত্রেণ । কেশান্তে কেশশাফ্রং বপেতি মন্ত্রবিশেষঃ । ততস্তত্রৈব পূর্বাসাদিতনবনীতপিণ্ডং তুষীং প্রক্ষিপ্য তেনৈব জ্বলেন কুমারস্ত দক্ষিণশিরঃপার্শ্বং তেময়তি । ওঁ সবিত্রা প্রসূতা দৈব্যা আপ উল্লভ্য তে তস্মৈ । দীর্ঘায়ুত্বায় বর্চসে । ইতি মন্ত্রেণ । ততঃশিল্পকীকণ্টকেন কেশান্ বিজটীকৃত্য তেন কুশপত্রত্রয়ং যোজয়তি । ওঁ ওষধে ত্রায়স্ব । সুধিতে মৈনং হিংসীঃ । ইতি মন্ত্রেণ । ততস্তাত্রক্ষুরং সকুশে কেশে সংলাপয়তি । ওঁ নিবর্তয়াম্যায়ুবেহ্নাদায় প্রজননায় রায়স্পোষায় সুপ্রজাত্বায় সুবীৰ্য্যায় । ইতি মন্ত্রেণ । ততস্তুষীং লৌহক্ষুরমাদায় সকুশান্ কেশান্ ছেদয়েৎ । ওঁ যেনাবপং সবিতা ক্ষুরেণ সোমস্ত রাজো বরুণস্ত বিধান । তেন

তদনন্তর মহাব্যাহতি হোম, প্রায়শ্চিত্ত হোম, স্থিষ্টিকৃদ্ধোম প্রভৃতি সমাপন করিয়া ব্রহ্মদক্ষিণা দিবে । পরে শীতল জ্বলের সহিত উষ্ণ জল মিশ্রিত করিয়া যথাযথ মন্ত্রে ও নিয়মে কেশে প্রদান করিবে এবং পূর্বোক্ত নবনীতপিণ্ড ঐ জ্বলে ফেলিয়া উষ্ণজল দ্বারা কুমারের দক্ষিণশিরঃপার্শ্ব তে মিত্ত করিবে । তৎপরে তিনটি শিল্পকীকণ্টক দ্বারা কেশ বিজটী করিয়া তিনটি কুশপত্র “ওঁ ওষধে ত্রায়স্ব” ইত্যাদি মন্ত্রে যোজনা করিবে । তদনন্তর “ওঁ নিবর্তয়াম্যায়ুবেহ্নাদায় প্রজননায় রায়স্পোষায় সুপ্রজাত্বায় সুবীৰ্য্যায়” ইত্যাদি মন্ত্রে তাত্রক্ষুর সকুশ কেশে লয় করিবে এবং তুষীভাবে লৌহক্ষুর লইয়া সকুশ কেশ

তে ব্রহ্মণো বপতীদমস্যাযুধ্যং জরদষ্ট্রির্ঘথাসং । ইতি মন্ত্রেণ
 লকুণাংস্তান্ কেশান্ ছিদ্ধা কুমারস্যোত্তরে কেনাপি বিধত্তে পূৰ্ণ-
 স্থাপিত-গোময়পিণ্ডে তুক্ষীং নিঃক্ষিপেৎ । ততঃ সৰ্বমেব কেশ-
 স্তেননাদি গোময়পিণ্ডে ছিন্নকেশপ্রক্ষেপান্তমমন্ত্রকমপরাং দক্ষিণ-
 পার্শ্বে বারদ্রয়ং কর্তব্যং । ততঃ শিরঃপশ্চিমে পার্শ্বেহপি দক্ষিণ-
 পার্শ্ববদেব তেনৈবানুষ্ঠানক্রমেণ সৰ্বং বারদ্রয়ং কর্তব্যং । প্রথমং
 শুক্লচ্ছেনমমন্ত্রস্ত ৩ কথ্যপস্য ত্রাযুধ্যং । ৩ যমদগ্নেস্ত্রাযুধ্যং । ৩
 যজ্ঞেবান্যং ত্রাযুধ্যং তন্মে অস্ত ত্রাযুধ্যং । সৰ্ব এব পূৰ্ণানুষ্ঠানক্রমেণ
 মমন্ত্রকং বারদ্রয়ং কর্তব্যং । তথা শির উত্তরেহপি দক্ষিণশিরঃ-
 পার্শ্ববদেব তেনৈবানুষ্ঠানক্রমেণ বারদ্রয়ং কর্তব্যং । প্রথমচ্ছেন-
 মমন্ত্রস্ত ৩ যেন ভুরিচ্চর্য্য দিবং জ্যোক্ত পশ্চাদধিস্থ্যৎ । তেন
 তে বপামি ব্রহ্মণা জীবাতেব জীবনায় সুপ্লোক্যায় স্বস্তয়ে ।
 ততো লৌহক্ষুরং শিরসি দক্ষিণাবর্তেন ত্রাময়েৎ । সমস্তমেক-
 ভাগঃ ॥ অপরভাগদ্বয়মমন্ত্রকং বারদ্রয়ং । কেশান্তে তু সম্মুখে
 শিরসি তথৈব ত্রাময়েৎ । ৩ যং ক্ষুরেণ মজ্জয়তা সুপেবমা
 বস্তা বা বপতি কেশাংছিদ্ধি শিরো মাস্তাযুঃ প্রমোঘীঃ । ইতি
 মন্ত্রেণ । কেশান্তে তু শিরোগুথমাস্তাযুঃ প্রমোঘীরিতি বিশেষঃ ।
 ততস্তেনৈব জলেন সৰ্বং শিরস্তেময়ি নাগিতায় ক্ষুরং দদাতি
 ৩ অক্ষুরঃ পরিবপং ইতি মন্ত্রেণ । ততঃ পঞ্চশিখদাদিরূপং বধা
 যথা কুলাচারকৌরং বররিদ্ধা কেশান্তম্নি গোময়পিণ্ডে প্রকি-

ছেনন করিবে। “৩ যেনাবপং” ইত্যাদি মন্ত্রে লকুণ কেশ
 ছেনন পূৰ্বক ঐ কেশ কুমারের উত্তর দিকে কোম ব্যক্তি
 কর্তৃক যত পূৰ্ণস্থাপিত গোময়পিণ্ডে তুক্ষীভাবে ক্ষেপণ করিবে।

পং। মঙ্গলাচারপূর্বকং গোষ্ঠে সরসি পুষ্করিণ্যাং বা নিক্ষিপেৎ ।
 ৫৩ঃ কুমারং পুনঃস্থাপিতং কৃতমঙ্গলাচারং তথৈবাগ্নেঃ পশ্চিমে
 ঈপবেশ্চ শান্তিং কৃত্বা কুমারমভিষিচ্যাশীর্ষাদং কৃত্বাচ্ছিদ্রাবধারণং
 চর্যাৎ । কেশান্তে দ্বয়ং বিশেষঃ । আচার্য্যায় গোদেয়া । সত্বৎ-
 দরং বাবদবপনং ব্রহ্মচর্যাঞ্চ অশক্তৌ দ্বাদশরাত্রং ত্রিরাত্রং বা ॥
 ইতি চূড়াকরণপদ্ধতিঃ ॥ * ॥

মূলের লিখিত মন্ত্রাদি ও 'প্রণালী' অনুসারে কেশ ছেদন পূর্বক
 গোময়পিণ্ডে অথবা মঙ্গলাচার সহকারে গোষ্ঠে, সরোবরে,
 কিম্বা পুষ্করিণীতে নিক্ষেপ করিতে পারে। তৎপরে কুমারকে
 পুনরায় স্থান করাইয়া মঙ্গলাচরণ পূর্বক অগ্নির পশ্চিম দিকে
 বসিয়া শান্তিকর্ষ, কুমারকে অভিষেক ও আশীর্ষাদ এবং
 অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে। আচার্য্যকে গোদান করিতে হয়।
 এই সময় হইতে সত্বৎসর বাবৎ কেশমুণ্ডন করিবে না এবং
 ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করিবে; অশক্ত হইলে দ্বাদশ রাত্র বা ত্রিরাত্র
 ঐ নিয়ম প্রতিপালন করিবে।

ইতি যজুর্বেদীয় চূড়াকরণ ।



উপনয়নম্ ।

মহুঃ । গৰ্ভাষ্টমেষ্টমে বান্ধে ব্রাহ্মণশ্রোপনয়নং । তথা চাহ
পারস্করঃ । অষ্টবর্ষং ব্রাহ্মণমুপনয়েৎ । গৰ্ভাষ্টমে বা একাদশ-
বর্ষং রাজত্বং দ্বাদশবর্ষং বৈশ্যং যথাকুলং বা সৰ্বেষামিতি ।
তত্র গৰ্ভাষ্টমাষ্টময়োজ্ঞল্যত্নায়ত্নাদ্বিকল্প এব ন চাপকল্পঃ । যথা
মঙ্গলবচনাৎ । তত্রাপি নবমাদিষু ক্রিয়মাণে যস্মিন্ কুলে
মঙ্গলং কল্যাণং দৃষ্টং তত্র কুলাচার এব কৰ্ত্তব্যঃ । তত্র প্রথমং
নিবন্ধোক্তকালে শুভদিবসে নিৰ্দ্ধতিতনিত্যকৃত্যঃ পিতা বিবাহ-
পদ্ধত্যুক্তক্রমেণ গোৰ্ঘাদিমাতৃকাপূজাং বুদ্ধিশ্রাদ্ধঞ্চ কৃত্বা শুভে
লগ্নে প্রাক্ষণে ছায়ামণ্ডপে আচম্য প্রাৰ্থুথ উপবিশ্তাগ্নিহোপন-
কুৰ্ঘ্যাৎ । তত্র হস্তপ্রমাণং স্থণ্ডিলং ত্রিঃ সংমুজা গোময়েন ত্রিক-
পলিপ্য কুশেন তুক্ষীং পূৰ্ব্বাগ্রেথাত্রয়ং কৃত্বা কুশোৎকীৰ্ণমৃত্তিকাং
ত্রিরুদ্ধত্যা জলেন ত্রিরত্নাক্ষ্যাত্মদক্ষিণেহগ্নিমানীয় জলংকুশেন

গৰ্ভ হইতে ধরিয়া অষ্টমবর্ষে অথবা ভূমিষ্ঠ হইবার পর
অষ্টম বর্ষে ব্রাহ্মণের উপনয়ন কৰ্ত্তব্য । গৰ্ভ হইতে অষ্টম
বর্ষে বা একাদশ বর্ষে ক্ষত্রিয়ের এবং দ্বাদশ বর্ষে বৈশ্যের উপনয়ন
হয় অথবা কুলাচারানুসারে হইতে পারে । কুলাচারানুসারে মঙ্গল
ও কল্যাণদৃষ্টিত্ব হেতু নবমাদি বর্ষেও উপনয়ন হইয়া থাকে । উপ-
নয়ন-সংস্কারে প্রথমতঃ পিতা শুভদিনে নিত্যকৃত্য, বিবাহপদ্ধতি
অনুসারে গোৰ্ঘাদি মাতৃকা পূজা ও বুদ্ধিশ্রাদ্ধ সমাপন পূৰ্ব্বক
শুভলগ্নে প্রাক্ষণে ছায়ামণ্ডপে আচমনান্তে প্রাৰ্থুথ উপবেশন

ক্রব্যাদাংশং তাক্ণা তুক্ষীং হৃদিলেহ্মিমারোপ্য ব্রাহ্মণত্রয়ভোজন-
মুৎসজেৎ। ততো ব্রাহ্মণেন সহ কুমারং ভোজয়িত্বা কোরং
মানঞ্চ কারয়িত্বা অগ্নদামতিরলঙ্কৃত্য অগ্নে তচ্ছিষ্যাঃ স্থাপি-
ত্যাগ্নেঃ পশ্চিমে গুরুসমীপমানয়ন্তি। ততো গুরুগ্নেঃ পশ্চাচ্চ-
পস্থাপ্য মাণবকমাহ। ও ব্রহ্মচর্যমাগামীতি ক্রহি। ততো
মাণবকঃ। ও ব্রহ্মচর্যমাগামীতি ক্রয়াৎ। পুনরাচার্য্যঃ ও
ব্রহ্মচার্য্যসানীতি ক্রহি। ততো মাণবকঃ ও ব্রহ্মচার্য্যসানীতি
ক্রয়াৎ। ততো গুরুঃ ক্ষোমাদ্যন্ততমং গুরুং বাসঃ কুমারং পরি-
ধাপয়তি। ও যেনেন্দ্রায় বৃহস্পতির্কাসঃ পর্যাদধাদমৃতং। তেন
হা পরিদধ্যাম্যায়ুষে দীর্ঘায়ুষ্ঠায় বলায় বর্চসে। ইতি মন্ত্ৰেণ।
ততো মৌজাদ্যন্ততমাং মেথলাং জিরাবৃত্তাং কুলাচারেণ প্রবর-

করত অগ্নিস্থাপন করিবেন। হস্তপ্রমাণ হৃদিল তিনবার মার্জন,
গোময় দ্বারা তিনবার লেপন, কুশ দ্বারা তুক্ষীভাবে পূর্কীকৃত
রেখাত্রয় অঙ্কন, তত্রত্য উৎকীর্ণ মৃত্তিকা তিনবার উত্তোলন,
জল দ্বারা বারত্রয় অভ্যক্ষণ, আত্মদক্ষিণে অগ্নি আনয়ন, প্রজ-
লিত কুশ দ্বারা ক্রব্যাদাংশ পরিত্যাগ, তুক্ষীভাবে হৃদিলে
অগ্নি আরোপণ, ব্রাহ্মণত্রয়ার্থ ভোজ্য উৎসর্গ এই সকল সমাধা
করিবে। পরে অগ্নি শিষ্যেরা কুমারকে ব্রাহ্মণ সহ কোর ও
কাস করাইয়া মালাদি দ্বারা অলঙ্কৃত করত অগ্নির পশ্চিমে
গুরুসমীপে আনয়ন করিবে। পরে গুরু মাণবককে অগ্নির
পশ্চাতে বসাইয়া “ও ব্রহ্মচর্য্যমাগামি” ইত্যাদি বলিতে বলিলে
মাণবকও ঐরূপ বলিবে। তৎপরে গুরু পট্টবস্ত্র বা গুরু স্নান
নববস্ত্র অইয়া “ও যেনেন্দ্রায়” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ সহকারে পরি-

সংখ্যায় ত্রিবেষ্টনগ্রাহিযুক্তাং বধাতি। ওঁ ইয়ং হৃক্কৃতং পরিবা-
 ধমানা বর্ণং পবিত্রং পুনতী ম আগাং। প্রাণাপানাতাং
 বলমানদানা স্বসাদেবী সুভগা মেখলেরং। ইতি মন্ত্রেণ। তত্
 একাং ত্রিদণ্ডিকাং প্রযচ্ছতি। ওঁ যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং
 প্রোক্ষ্যপতের্বং সহজং পুরস্তাং। আয়ুধ্যামগ্রাং প্রতিমুঞ্চ শুভ্রং যজ্ঞো-
 পবীতং বলমন্ত তেজঃ। ওঁ যো মে দণ্ডঃ পরাপতদৈহারসো-
 হবিভূম্যাং তমহং পুনরাদদাম্যায়ুবে ব্রহ্মণে ব্রহ্মবর্চনার। অথ
 কুমারং তথৈবাজলিং গুরুর্জলাঞ্জলিনা পূরয়তি। ওঁ আপো
 হিষ্ঠেতি ওঁ যো বঃ শিবতম ইতি ওঁ তন্মা অরজ মাম ইতি মন্ত্রেণ।
 অথ কুমারং জলাঞ্জলিং দাপয়িত্বা সূর্য্যমুদীকরতি। ওঁ তচ্চকু-
 র্দ্দেবহিতং ইতি মন্ত্রেণ। ততো মাণবকস্ত দক্ষিণহস্তে
 স্তেন হৃদয়ং স্পৃষ্ট্বা জপতি। ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দদামি মম
 চিত্তমহু চিত্তস্তেহস্ত মম বাচমেকমনা জুব্ব স্ব বৃহস্পতিস্তা
 নিযুনক্তু মহং। ইত্যনেন মন্ত্রেণ। অথ মাণবকং দক্ষিণহস্তেন

ধান করাইবেন। পরে কুলাচারানুসারে প্রবরসংখ্যায় ত্রিবেষ্টন-
 গ্রাহিযুক্ত ত্রিরাবৃত্তা মোঞ্জাদি মেখলা “ওঁ ইয়ং হৃক্কৃতং” ইত্যাদি
 মন্ত্রে বন্ধন করিয়া দিবেন। অনন্তর “ওঁ যজ্ঞোপবীতং পরমং”
 ইত্যাদি মন্ত্রে একা ত্রিদণ্ডিকা দিয়া গুরুদেব “ওঁ আপো হি-
 ঠ্য” ইত্যাদি মন্ত্রে কুমারের ও আপনার অঞ্জলি জল দ্বারা স্পৃষ্ট
 করিবেন। পরে কুমারকে জলাঞ্জলি দেওয়াইয়া “ওঁ তচ্চকু-
 র্দ্দেবহিতং” মন্ত্রে সূর্য্য দর্শন করাইতে হয়। পরে মাণবকের
 দক্ষিণহস্তোপরি সংলগ্ন হস্ত দ্বারা তদীর হৃদয়দেব স্পর্শ করিয়া
 “ওঁ মম ব্রতে” ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিবেন। তৎপরে দক্ষিণহস্ত

পুত্রীঃ গুরুঃ পুত্রতিঃ ৩° কোঃ বাসাবিঃ ততো মাগবকঃ অহাঃ
 শ্রীঅমুকদেবশর্মাং ভোঃ ৩° ততো গুরুশর্মাণবকমহঃ ৩° কস্ত
 ব্রহ্মচার্য্যিঃ তত্র ৩° ভবতঃ ইতি মাগবকেনৈকোঃ ভবঃ
 পততিঃ ৩° ইত্যন্য ব্রহ্মচর্য্যস্তগুরাচার্য্যস্তবাহুস্চাচার্য্যস্তবাকৌঃ
 আত্মানাবিতি স্থানে শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মিতিঃ অথ মাগবকঃ
 ভূতেভ্যো নমস্তি গুরুঃ ৩° প্রকাশতরে বা পরিদদামি দেবার বা
 নমিত্তে পরিদদামি। অত্যাঘৌষবীভ্যঃ পরিদদামি। দ্যাবাশ
 পৃথিবীভ্যঃ বা পরিদদামি বিবেভ্যঃ দেবেভ্যঃ পরিদদামি
 সর্গেভ্যঃ ভূতেভ্যঃ পরিদদাম্যরিষ্টৌঃ ইতি মন্ত্রেণ। ততো
 স্নানব্রহ্মচার্য্যিং প্রদক্ষিণীকৃত্য গুরোকৃতর উপবিশতি। ততো
 গুরুশর্মাশক্তি ব্রহ্মাণং বরয়েৎ। ততোহগ্নেদক্ষিণে প্রাগগ্রকুশ-
 সনেষং ব্রহ্মাণনমাস্তীর্থা তত্র ব্রহ্মনিহোপবিশ্রুতামিতি ব্রাহ্মণ-
 মুপবেশ্ত অগ্নোকৃতরে ঐশীতা প্রণয়নঃ কৃৎবা সক্রদচ্ছিন্নকুশেন

দ্বারা মাগবককে স্পর্শ করত জিজ্ঞাসা করিবেন, “তোমার নাম
 কি?” মাগবক বলিবে, “আমার নাম অমুকদেবশর্মা।” গুরু
 জিজ্ঞাসা করিবেন, “তুমি কাহার ব্রহ্মচারী?” মাগবক কহিবে,
 “আপনার।” তখন গুরু “ও ইত্যন্ত ব্রহ্মচার্য্যিঃ” ইত্যাদি পাঠান্তে
 “ও প্রকাশতরে বা পরিদদামি” ইত্যাদি মন্ত্রে মাগবককে ভূত-
 গণের উদ্দেশে আহ্বান করিবেন। পরে মাগবক অগ্নি প্রদক্ষিণ
 পূর্ব্বক গুরুর উত্তর দিকে উপবেশন করিলে গুরু বহুশক্তি
 প্রদর্শন করিবেন। তৎপরে অগ্নির দক্ষিণে প্রাগগ্রকুশ সনেষত
 ব্রহ্মাণন আভরণ, তদুপরি “হে ব্রহ্মাণ! উপবেশন কর” বলিয়া
 উপবেশন করাইয়া অগ্নির উত্তরে ঐশীতা প্রণয়ন করত সর্ব্বং

ঈশানকোণাঙ্গারত্ব দক্ষিণাদিক্রে। ধর্মাক্রমমাদিরেৎ । তদ্রথী।
 পবিত্রচ্ছেদনানি ত্রীণি পবিত্রে প্রোক্ষণীপাত্রং আজ্যস্থালী চক-
 স্থালী সন্মার্জনকুলাঃ ত্রয়োদশ সমিভয়ঃ স্রবঃ । আজ্যঃ ত্রক-
 দক্ষিণা অপসং সমিভয়ক । ততঃ পূর্বাসাদিতপবিভ্রঃ পবিত্রচ্ছে-
 দনকুশেন হিষা প্রোক্ষণীপাত্রে দধা তত্র প্রণীতাজলং নিধায়
 বামহস্ততলে প্রোক্ষণীপাত্রং বিভ্রম্য দক্ষিণহস্তেন প্রোক্ষণীপাত্রম্-
 জলং গৃহীত্বা কতিপয়প্রোক্ষণীজলেন প্রোক্ষণীজলং অভ্যানি
 চ পাত্রাণি সংপ্রোক্ষ্য প্রণীতাদক্ষিণেহংসকরে প্রোক্ষণীপাত্রং
 স্থাপয়েৎ । ততঃ আজ্যস্থালীমাস্ত্রসম্মুখমানীয় পূর্বাসাদিতব্রাজ্যং
 তস্যাং নিরূপ্য অগ্নাবধিশ্রিত্য পর্য্যগ্নিকরণায় জলদগ্নিং গৃহীত্বা
 আজ্যস্থালীং ত্রিঃ পরিবেষ্ট্য তমগ্নিং তত্রৈবাগ্নৌ ক্রিণেৎ । ততঃ
 পূর্বাসাদিতস্রবং প্রতপ্য সন্মার্জনকুশেন মূলদগ্ন্যং পুনরগ্রাস্মূলং
 বাবৎ সন্মার্জ্য পুনঃ প্রতপ্য প্রোক্ষণ্যন্তরে স্থাপয়েৎ ।
 ততঃ আজ্যস্থালীমাস্ত্রসম্মুখে অবতার্য প্রোক্ষণীপাত্রম্পবিত্রং

অচ্ছিন্ন কুশ দ্বারা ঈশান কোণ হইতে দক্ষিণাবর্ত্তক্রমে অগ্নি-
 পরিস্তরণ করত অগ্নির উত্তরে প্রয়োজনদ্রব্য দক্ষিণাদিক্রমে বিভ্রাস
 করিবে । পবিত্রচ্ছেদনত্রয়, পবিত্রকয়, প্রোক্ষণীপাত্র, আজ্যস্থালী,
 চকস্থালী, ত্রয়োদশ সন্মার্জনকুশ, সমিভয়, স্রবঃ, আজ্য,
 ত্রকদক্ষিণা ও অপসং সমিভয় এই সকল বিভ্রাস করিতে হইবে ।
 তদনন্তর পবিত্রচ্ছেদন কুশ দ্বারা পূর্বাসাদিত পবিত্র ছেদন পূর্বক
 প্রোক্ষণীপাত্রে প্রদান, তদুপরি প্রণীতাজলনিধান, বামহস্ততলে
 প্রোক্ষণীপাত্র বিভ্রাস, দক্ষিণ হস্ত দ্বারা প্রোক্ষণীপাত্রক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ
 কতিপয় প্রোক্ষণীজল দ্বারা প্রোক্ষণীজল চ' অভ্যানি পাত্র

গৃহীত্বা কিঞ্চিচ্ছত্ৰোলনরূপমুৎপবনং কৃত্বা আজ্যমবেক্ষেৎ।
প্রোক্ষণীজলঞ্চ উপবমনকুশান্ বামহস্তেন গৃহীত্বা পূর্বাসাদিত-
সমিলয়মুত্তিষ্ঠন্নগ্নৌ প্রক্ষিপ্য উপবিশ্য প্রোক্ষণীপাত্রং পবিত্রং
জলং গৃহীত্বা তজ্জলেনেশানাদিতো দক্ষিণাবর্তেনাগ্নিং পর্য্যক্ষেৎ।
ততঃ পবিত্রং প্রণীতারাং নিধায় প্রোক্ষণীপাত্রং সংস্রবার্থমগ্নেকন্তরে
স্থাপয়েৎ। ততো বজমানোহম্বারস্তপূর্বকং স্রবং গৃহীত্বা আজ্যোনা-
ঘারাবাজ্যভাগৌ জুহুয়াৎ। তত্রাঘারৌ। ওঁ প্রজাপত্যে স্বাহা

প্রোক্ষণ, এই সমস্ত করিয়া প্রণীতার দক্ষিণে প্রোক্ষণীপাত্র
স্থাপন করিবেন। পরে আত্মসম্মুখে আজ্যস্থালী আনয়ন,
পূর্বাসাদিত আজ্য তাহাতে প্রদান, পর্য্যগ্নিকরণার্থ প্রজলিত
অগ্নি লইয়া আজ্যস্থালী তিনবার পরিবেষ্টন, অগ্নি তদগ্নিমধ্যেই
ক্ষেপণ, পরে পূর্বাসাদিতস্রব প্রতাপিত করণ, সম্বারজন কুশ দ্বারা
স্রবের মূল হইতে অগ্র এবং পুনরায় অগ্র হইতে মূল পর্য্যন্ত
মার্জন ও পুনঃ প্রতপন পূর্বক প্রোক্ষণীর উত্তরে স্থাপন করি-
বেন। অনন্তর আত্মসম্মুখে আজ্যস্থালী অবতারণ ও প্রোক্ষণী-
পাত্রস্থ পবিত্র লইয়া কিঞ্চিৎ উত্তোলনরূপ উৎপবন করিয়া
আজ্যদর্শন করিবেন। পরে বামহস্ত দ্বারা প্রোক্ষণীজল ও
উপবমনকুশ লইয়া গাত্রোত্থান পূর্বক পূর্বাসাদিত সমিলয়
অগ্নিতে প্রক্ষেপ করতঃ উপবেশন করিয়া প্রোক্ষণীপাত্রস্থ পবিত্র
ও জল গ্রহণ করিবে এবং তজ্জল দ্বারা দৈশানাদি হইতে দক্ষিণ
বর্তক্ৰমে অগ্নিপর্য়্যাক্ষণ করিবে। তৎপরে প্রণীতাতে পবিত্র
স্থাপন ও সংস্রবার্থ অগ্নির উত্তরে প্রোক্ষণীপাত্র স্থাপন করি-
বেন। তৎপরে বজমান অম্বারস্তপূর্বক স্রব লইয়া স্রুত দ্বারা

ইদং প্রজাপতয়ে । ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা ইদমিন্দ্রায় । ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা
ইদমগ্নয়ে । ওঁ সোমায় স্বাহা ইদং সোমায় । হুত্বা হুত্বা ঋব-
সংলগ্নং হবিশেষং প্রাশনার্থং প্রোক্ষণীপাত্রে স্থাপয়েৎ । ততো-
হম্বারম্ভত্যাগঃ । সমুত্তবনামানময়িং কৃত্বা পূজয়েৎ । ততো
মহাব্যাহতিহোমঃ । ওঁ ভূঃ স্বাহা । ইদং ভূঃ । ওঁ ভুবঃ
স্বাহা । ইদং ভুবঃ । ওঁ স্বঃ স্বাহা । ইদং স্বর্য্যায় । ততো
বিধুনামানময়িং সংস্থাপ্য সংকল্পং কৃত্বা ওঁ তন্নোহগ্নে ইত্যাদিনা
প্রায়শ্চিত্তহোমং কুর্যাৎ । ততঃ প্রাজাপত্যহোমঃ । ওঁ প্রজা-
পতয়ে স্বাহা । ইদং প্রজাপতয়ে । ততঃ স্থিষ্টিকৃদ্ধোমঃ । ওঁ
অগ্নয়ে স্থিষ্টিকৃতে স্বাহা । ইদমগ্নয়ে স্থিষ্টিকৃতে । ততঃ সংশ্রবং
প্রাশ্যচম্য ব্রহ্মণে দক্ষিণাং দদ্যাৎ । ততো গুরুম্ভাগবকং
সংশ্রান্তি । ওঁ ব্রহ্মচার্য্যসি । ওঁ ব্রহ্মচার্য্যস্মীতি মাণবকঃ । পুন-
শ্চরুঃ ওঁ আপেশোনং কন্ম কুরু । ওঁ আপোশানি ইতি মাণ-

মূলের লিখিত মন্ত্রে আঘার হোম ও আজ্যভাগহোম করিবেন ।
প্রতি আহুতি অন্তে ঋবলগ্ন যুত প্রোক্ষণীপাত্রে রাখিতে হয় ।
তদনন্তর অম্বারম্ভত্যাগ, সমুত্তব নামা অগ্নিহোম পূর্ব্বক মূলের
লিখিত মন্ত্রে মহাব্যাহতি হোম, তৎপরে বিধুনামা অগ্নিহোম ও
সঙ্কল্প পূর্ব্বক “ওঁ তন্নোহগ্নে” ইত্যাদি মন্ত্রে প্রায়শ্চিত্ত হোম,
“ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা” ইত্যাদি মন্ত্রে প্রাজাপত্যহোম, “ওঁ
অগ্নয়ে স্থিষ্টিকৃতে স্বাহা” ইত্যাদি মন্ত্রে স্থিষ্টিকৃদ্ধোম, তৎপরে
সংশ্রব প্রাশন ও আচমনান্তে ব্রহ্মদক্ষিণাদান, এই সমস্ত
সম্পাদন করিয়া গুরু মাণবককে কহিবেন, “তুমি ব্রহ্মচারী
হইলে ।” মাণবকও উত্তর করিবে, “ব্রহ্মচারী হইলাম ।” এই-

বকঃ। পুনর্গুরুঃ ওঁ কৰ্ম্ম কুরু। ওঁ করবাণি ইতি মাণবকঃ পুন-
 গুরুঃ ওঁ মা দিবা স্বাপ্নৌঃ। ওঁ ন স্বপামি ইতি মাণবকঃ। পুন-
 গুরুঃ ওঁ বাচং যচ্ছ। ওঁ যচ্ছামি ইতি মাণবকঃ। পুনর্গুরুঃ ওঁ
 সমিধমাধেহি। ওঁ আদধামি ইতি মাণবকঃ। ততোহগ্নেকৃত্তরে
 প্রাজ্জ্ব উপবিষ্টঃ প্রত্যজ্জুখায় শিষ্যায় দক্ষিণহস্তেন গুরোর্দক্ষিণ-
 পাদং বামহস্তেন বামপাদং গৃহীত্বা উপসন্নায় গুরুমুখং সমাক্ষ্য-
 মাণায় গায়ত্রীং দদাতি গুরুঃ। প্রথমবারং পাদাবচ্ছেদেন পাঠ-
 য়েৎ। প্রথমপাদং যথা—ওঁ তৎসবিতুর্ভরগো ভর্গো দেবস্য
 ধীমহি। ইত্যাক্রাবচ্ছেদং। তৃতীয়বারং প্রণবেন সট্বেব সর্ক্সাংশ-
 ব্যাহৃতিকাং গায়ত্রীং পাঠয়েৎ। যথা ওঁ ভূবঃ স্বঃ তৎসবি-
 তুর্ভরগো ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধियो যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওম।
 অনেন ক্রমেণ গায়ত্রীং মাণবকায় দদ্যাৎ। ততো মাণবকঃ
 সমিধাধানং কুৰ্যাৎ। ততঃ প্রথমং দক্ষিণহস্তেনাগ্নিং পরি-

রূপে পুনরায় গুরু “আপোশানকৰ্ম্ম কর” বলিলে মাণবক
 “আপোশানকৰ্ম্ম করিব,” “কৰ্ম্ম কর” বলিলে, “কৰ্ম্ম করিব”;
 “দিবাতে নিদ্রিত হইও না” বলিলে “দিবাতে নিদ্রিত হইব না”;
 “বাক্য প্রতিপালন করিও” বলিলে “প্রতিপালন করিব”;
 এবং সমিধ আহরণ কর” বলিলে মাণবকও “আহরণ করিব”
 বলিবে। তদনন্তর গুরু অগ্নির উত্তরে প্রাজ্জ্বে বসিয়া দক্ষিণ
 হস্ত দ্বারা গুরুর দক্ষিণ পাদ এবং বাম হস্ত দ্বারা বামপদ ধারণ
 পূর্বক গুরুমুখের প্রতি দৃষ্টি করিলে গুরুদেব গায়ত্রী উপদেশ
 দিবেন। যে নিয়মে গায়ত্রী উপদেশ দিবেন, তাহা মূলেই
 স্পষ্ট ব্যক্ত আছে। পরে মাণবক যথাযথ মন্ত্রে সমিধাধান,

ସମୁହିତି । ଅଗ୍ନେ ସୁଶ୍ରବଃ ସୁଶ୍ରବଃ ମା କୁରୁ ଯଥା ହମଗ୍ନେ ସୁଶ୍ରବଃ
 ସୁଶ୍ରବା ଅସି । ଏବମଗ୍ନେ ସୁଶ୍ରବଃ ସୌଶ୍ରବଃ ମା କୁରୁ ଯଥା
 ହମଗ୍ନେ ଦେବାନାଂ ଯଜ୍ଞସ୍ୟ ନିଧିପା ଅସି । ଏବମହଂ ମନ୍ତ୍ରାୟାମାଂ
 ବେଦସ୍ୟ ନିଧିପୋ ଭୂୟାସଂ । ଇତ୍ୟନେନ ମନ୍ତ୍ରେଣ । ତତୋ ଜଲେନ
 ଜ୍ଞାନାନାଦିତୋ ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତେନାଗ୍ନିଂ ପର୍ଯ୍ୟୁକ୍ଷେଂ । ଉତ୍ଥାୟ ଏକାଂ
 ସମିଧମାଦଧାତି ଓଂ ଅଗ୍ନେ ସମିଧମାହାର୍ଷଂ ବ୍ରହ୍ମତେ ଜାତବେଦସେ ଯଥା
 ହମଗ୍ନେ ସମିଧା ସମିଧ୍ୟାସ ଏବମହମାୟୁବା ମେଧୁରା ବର୍ଚ୍ଚନା ପ୍ରଜୟା ପଶୁଭି-
 ଶ୍ରକ୍ଷବର୍ଚ୍ଚେନେନ ସମିକ୍ତେ ଜୀବପୁତ୍ରୋ ମମାଚାର୍ଯ୍ୟୋ ମେଧାବାହମସାନା-
 ନିରାକରିଷୁଃ ଆୟୁଞ୍ଚାନୁ ଯଶସ୍ୟୌ ତେଜସ୍ୟୌ ଶ୍ରକ୍ଷବର୍ଚ୍ଚସ୍ତନ୍ନାନାଦୋ ଭୂୟାସଂ
 ଅଗ୍ନେ ସ୍ବାହା ଇଦମଗ୍ନେ ଇତ୍ୟନେନ ମନ୍ତ୍ରେଣ । ଏବଂ ପରିସମୁହନାଦିକ୍ରମେଣ
 ଅପରସମିଧଃସ୍ତ୍ରଂ ଛଦ୍ଧା ତତ୍ତ୍ରେବାଗ୍ନୌ ହସ୍ତୌ ପ୍ରତପ୍ୟ ତାଭ୍ୟାଂ ସ୍ବଂ ମୁଖଂ
 ମାର୍ଜୟତି । ଓଂ ତନୁପା ଅଗ୍ନେହସି ତନୁଂ ମେ ପାହ୍ୟାୟୁର୍ଦା ଅସି
 ଅଗ୍ନେ ଆୟୁର୍ସ୍ତେ ଦେହି ବର୍ଚ୍ଚୋଦା ଅଗ୍ନେହସି ବର୍ଚ୍ଚୋ ମେ ଦେହି ଅଗ୍ନେ
 ଯନ୍ତେ ହସ୍ତା ଉନଂ ତନ୍ମ ଆପୁଂ । ଓଂ ମେଧାଂ ମେ ଦେବଃ ସବିତା ଆଦଧାତୁ
 ମେଧାଂ ମେ ଦେବୀ ସରସ୍ବତୀ । ମେଧଂ ମେ ଅଶ୍ବିନୌ ଦେବାବାଧନ୍ତାଂ
 ପୁରୁରୁକ୍ଷଜୌ । ଇତ୍ୟାଭ୍ୟାଂ ମନ୍ତ୍ରାଭ୍ୟାଂ ତଥୈବ ପାଣି ପ୍ରତପ୍ୟ ସର୍ବାଣ୍ୟ-
 ଜ୍ଞାନି ମାର୍ଜୟେଂ । ଓଂ ଅଜ୍ଞାନି ଚ ମ ଆପ୍ୟାୟତାଂ ତଥା ମୁଖଂ
 ଓଂ ବାକ୍ ଚ ଆପ୍ୟାୟତାଂ ନାସିକେ ଏକେକଶଃ ଓଂ ନାସିକା ଚ
 ଆପ୍ୟାୟତାଂ । ଓଂ ପ୍ରାଣାଞ୍ଚ ଆପ୍ୟାୟତାଂ । ତଥା ଏକେକଶଃ ଶ୍ଚକ୍ଷୁସ୍ତ୍ରୌ
 ଚକ୍ଷୁଃ ମେ ଆପ୍ୟାୟତାଂ । ତଥା ଏକେକଶଃ କର୍ଣ୍ଣୌ ଓଂ ଶ୍ରୋତ୍ରଃ
 ଆପ୍ୟାୟତାଂ । ତଥା ସର୍ବାଞ୍ଚ ଓଂ ଯଶୋ ବଳଃ ଆପ୍ୟାୟତାଂ । ତଥା

ଅଗ୍ନିପର୍ଯ୍ୟୁକ୍ଷଣ ଓ ଅଗ୍ନିପରିସମୁହନାଦି କରିয়া ସେହି ଅଗ୍ନିତେ ହସ୍ତ-
 ଶ୍ଚ ପ୍ରତପ୍ତ କରତ ତଦ୍ଦ୍ୱାରା ଶ୍ବୀୟ ମୁଖ ଓ ସର୍ବାଞ୍ଚ ମାର୍ଜନ କରିବେ ।

ললাটাদিষু ভস্মনা অনামিকয়া তিলকং দদ্যাৎ । তত্র ললাটে
ওঁ কশ্চপস্য ত্র্যায়ুষং তথা গ্রীবায়াং ষমদগুস্ত্র্যায়ুষং দক্ষিণাংশে
ওঁ যদেবানাং ত্র্যায়ুষং । হৃদি তন্মেহস্ত ত্র্যায়ুষং । অথ ভিক্ষা-
চরণং । তত্র প্রথমং মাতরং ভগিনীং মাতৃষসারং যাচেত । ওঁ
ভবতি ভিক্ষাং দেহি । পুরুষস্ত যাচ্যমানং ওঁ ভবন্ ভিক্ষাং দেহি
ইতি যাচেত । ততো গুরবে ভিক্ষাং নিবেদয়েৎ । ততো গুরুঃ
শাস্ত্যদকং কৃত্বা শিষ্যমভিষিচ্যাশীর্ষাদমচ্ছিদ্রাবধারণঞ্চ কুর্যাৎ ।
ততো ব্রহ্মচারী মৌনী মৌনাশক্তো নিয়তবাক্ দিনশেষং নীত্বা
সন্ধ্যামুপাস্য পূৰ্ব্ববৎ সমিধাধানং কৃত্বা অক্ষারলবণং ভুঞ্জীত ।
ততো যাবদব্রহ্মচর্য্যং সাং প্রাতরেব সমিধাধানং । তথা ভিক্ষা-
চরণং গুরুশুশ্রূষাদিকঞ্চ কুর্যাৎ ॥

তদনন্তর অনামিকাস্থলীযোগে ভস্ম দ্বারা ললাটাদিতে তিলক
প্রদান করিতে হয় । তিলকাদি দানের মন্ত্রও মূলে স্পষ্টীকৃত
আছে । তৎপরে মাগবক মাতা, ভগিনী, মাতৃষসা প্রভৃতি
সকলের নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করিবে । স্ত্রীজাতির নিকট “ওঁ
ভবতি ভিক্ষাং দেহি” এবং পুরুষের নিকট “ওঁ ভবন্ ভিক্ষাং
দেহি” বলিয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করিতে হয় । ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য
গুরুকে নিবেদন করিবে । পরে গুরু শাস্তিকৰ্ম্ম, শিষ্যকে
অভিষেক, আশীর্ষাদ এবং অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবেন । অবশেষে
ব্রহ্মচারী মৌনী, মৌনাশক্ত হইলে নিয়তবাক্ হইয়া দিন-
শেষ অতিবাহিত করত সন্ধ্যোপাসনা করিয়া পূৰ্ব্ববৎ সমিধাধান
পূৰ্ব্বক অক্ষারলবণ ভোজন করিবে । যাবৎ ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায়
ধাকিতে হয়, তাবৎকাল সাং ও প্রাতঃ উভয় সময়েই সমিধা-
ধান করিবে এবং ভিক্ষাচরণ ও গুরুশুশ্রূষাদি করিতে হইবে ।

ইতি ষজুর্বেদীয় উপনয়নকৰ্ম্ম ।

বেদারম্ভঃ ।

তত্র শুভদিবসে ব্রহ্মচারী নিত্যকৃত্যং সমাপ্য বিবাহপদ্ধতাক্র-
মেন গোষ্ঠাদি মাতৃকাপূজাং বুদ্ধিশ্রাদ্ধং কৃৎ৷ গুরুসমীপং
যায়ৎ৷ গুরুমপি প্রাক্ষণে ছায়ামণ্ডপে ব্রহ্মচারিণং আস্থন
উত্তরে উপবেশ্যাগ্নিস্থাপনং কৃৎ৷ আঘারবাজ্যভাগৌ হত্বা সমুত্তব-
নামানমগ্নিং কৃৎ৷ বেদাহুতিহোমং কুৰ্ব্ব্যৎ৷ ওমগ্নে ত্বং সমুত্তব-
নামানসীতি নাম কৃৎ৷ ধাত্বাভ্যর্চ্য জুহুয়াৎ৷ ওঁ পৃথিব্যৈ স্বাহা
ইদং পৃথিব্যৈ৷ ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা ইদমগ্নয়ে৷ ইতি ঋগ্বেদে৷ ওঁ
অন্তরীক্ষায় স্বাহা ইদমন্তরীক্ষায়৷ ওঁ বায়বে স্বাহা ইদং
বায়বে৷ ইতি যজুর্বেদে৷ ওঁ দিবে স্বাহা ইদং দিবে৷ ওঁ
সূর্যায় স্বাহা ইদং সূর্যায়৷ ইতি সামবেদে৷ ওঁ দিগ্ভ্যঃ স্বাহা
ইদং দিগ্ভ্যঃ৷ ওঁ চন্দ্রমসে স্বাহা ইদং চন্দ্রমসে৷ ইত্যথর্ববেদে৷
অথ সর্ববেদসাধারণাহুতয়ঃ৷ ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা ইদং ব্রহ্মণে৷ ওঁ
ছন্দোভ্যঃ স্বাহা ইদং ছন্দোভ্যঃ৷ ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা ইদং
প্রজাপতয়ে৷ ওঁ দেবেভ্যঃ স্বাহা ইদং দেবেভ্যঃ৷ ওঁ ঋষিভ্যঃ
স্বাহা ইদং ঋষিভ্যঃ৷ ওঁ শ্রদ্ধায়ৈ স্বাহা ইদং শ্রদ্ধায়ৈ৷ ওঁ মেধায়ৈ

শুভদিনে ব্রহ্মচারী নিত্যকৃত্য সমাপন পূর্বক বিবাহ-
পদ্ধতাক্রমে গোষ্ঠাদি মাতৃকাপূজা ও বুদ্ধিশ্রাদ্ধ করিয়া
গুরুসমীপে গমন করিবেন। গুরুও প্রাক্ষণে ছায়ামণ্ডপে আপ-
নার উত্তরদিকে ব্রহ্মচারীকে বসাইয়া অগ্নিস্থাপন করত আঘার-
ভাগ ও আজ্যভাগ হোম করিবেন। পরে সমুত্তবনামা অগ্নি

স্বাহা ইদং মেধায়ে । ওঁ সদসম্পত্যয়ে স্বাহা ইদং সদসম্পত্যয়ে । ওঁ
অমুমত্যয়ে স্বাহা ইদং অমুমত্যয়ে । ততো ব্রহ্মণোহন্নরন্তপূর্বকং
মহাব্যাহতিহোমং কুর্যাৎ । ওঁ ভূঃ স্বাহা ইদং ভূঃ । ওঁ ভুবঃ
স্বাহা ইদং ভুবঃ । ওঁ স্বঃ স্বাহা ইদং স্বঃ । ততঃ প্রায়শ্চিত্তহোমঃ ।
ততঃ প্রাজাপত্যহোমঃ । ওঁ প্রাজাপত্যয়ে স্বাহা ইদং প্রাজাপত্যয়ে ।
ওঁ অগ্নয়ে স্থিষ্টিকৃতে স্বাহা ইদমগ্নয়ে স্থিষ্টিকৃতে । ততঃ সংস্রবং
প্রাশ্ঠাচম্য ব্রহ্মণে দক্ষিণাং দদ্যাৎ । ততো গুরুকণ্ঠে প্রাশ্নুথ
উপবিষ্টঃ শিষ্যমুখসমীক্ষ্যমাণো মাণবকায় প্রত্যঙ্গুথায় উপবিষ্টায়
দক্ষিণহস্তেন গুরোর্দক্ষিণপাদং বামহস্তেন বামপাদং গৃহীত্বা উপ-
সন্নায় গুরুমুখসমীক্ষ্যমাণায় ওঙ্কারব্যাহতিপূর্বকান্ পঠিতব্যানেব
বেদানধ্যাপয়েৎ । প্রথমবারং পাদাবচ্ছেদেন দ্বিতীয়বারমর্দ্ধাব-
চ্ছেদেন তৃতীয়বারং সর্গেব সর্বাং ঋচং পঠন্ মাণবকং পাঠয়েৎ ।
যজুর্বেদঋগ্বেদ-সামবেদাথর্ববেদাদি-মন্ত্রান্ পাঠয়েৎ । তদ্ব্যথা ।

স্থাপন পূর্বক বেদাহতি হোম করিবেন । “ওঁ অগ্নে স্বং সমুত্তব-
নামাসি” এইরূপে নাম করিয়া ধ্যান ও অর্চনা করত “ওঁ পৃথিব্যৈ
স্বাহা” ইত্যাদি মন্ত্রে হোম করিবেন । তৎপরে অন্নরন্তপূর্বক
মহাব্যাহতিহোম করিয়া প্রায়শ্চিত্তহোম ও প্রাজাপত্যাহতিহোম
করত ব্রহ্মদক্ষিণা দিবেন । তদনন্তর গুরু সম্মুখে প্রাশ্নুথে উপ-
বিষ্ট হইয়া শিষ্যের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকিবেন ;
মাণবকও প্রত্যঙ্গুথে বসিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা গুরুর দক্ষিণপাদ
এবং বামহস্ত দ্বারা বামপাদ ধারণপূর্বক গুরুসমীপে তন্মুখপ্রতি
নেত্রপাত করিয়া থাকিলে গুরুদেব ওঙ্কারব্যাহতিপূর্ব বেদ
অধ্যাপনা করিবেন । প্রথমবার পাদাবচ্ছেদে, দ্বিতীয়বার অর্দ্ধা-

ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্ত দেবমৃজিৎ । হোতারং রত্নধা-
 তমং ॥ ১ ॥ ওঁ ইষেদ্বোর্জে দ্বা বায়বস্থঃ দেবো বঃ সবিভা প্রাপ-
 যতু শ্রেষ্ঠতমায় কশ্মণে ॥ ২ ॥ ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো
 হব্যদাতয়ে নিহোতা সংসি বর্হিষি ॥ ৩ ॥ ওঁ শল্পো দেবীরভীষ্টয়ে
 আপো ভবন্ত পীতয়ে শংযোরভিশ্রবন্ত নঃ । ততঃ শাস্তিঃ কৃত্বা-
 নীর্বাদং কৃত্বাচ্ছিদ্রাবধারণং কুৰ্ব্যাৎ । ইতি বেদারম্ভপদ্ধতিঃ ॥ * ॥

বচ্ছেদে এবং তৃতীয়বার সমস্ত পাঠ করত মাগবককে পাঠ করা-
 ইবেন । “ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং” ইত্যাদি যজুর্বেদ, ঋগ্বেদ,
 সামবেদ ও অথর্ববেদোক্ত মন্ত্র পাঠ করাইবেন । তদনন্তর
 শাস্তিকর্ম্ম আশীর্বাদ ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবেন ।

ইতি বেদারম্ভপদ্ধতি ।

সমাবর্তনম্ ।

তত্র প্রথমং নিবন্ধোক্তকালে শুভদিবসে ব্রহ্মচারী গুরোঃ
পারিতোষিকং দত্ত্বা গুরুং প্রার্থয়েৎ । গুরো স্নাত্যামীতি ।
স্নাহীতি গুরুণোক্তে বিবাহপদ্ধতিক্রমেণ গোৰ্যাদিমাତৃকা-
পূজাং বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং কৃত্বা গুরুসমীপং যায়াৎ । গুরুরপি যায়াৎ ।
গুরুরপি ছায়ামণ্ডপে ব্রহ্মচারিণং আত্মন উত্তরত উপবেশ্য
তেজোনামানমগ্নিং পূৰ্ব্ববৎ সংস্থাপ্য হোমং কুৰ্য্যাৎ । দ্রব্য-
সাদনে ত্বয়ং বিশেষঃ । প্রাগগ্রকুশোপরি পশ্চিমা দিক্রমেণ শুচি-
জল-পূৰ্ণ-চূত-পল্লবাত্মাঃ সকুশা অষ্টৌ কলসাঃ । উদুশ্বরদ্বাদশাঙ্গুল-
দন্তকাষ্ঠং পিষ্টতিলপিণ্ডং অম্বুলেপনার্থং স্নগন্ধিদ্রব্যং পরিধানান্ত-
রীয়ার্থং নূতনবস্ত্রযুগ্মং উষাষার্থং নূতনবস্ত্রং যজ্ঞোপবীতং পরি-

প্রথমতঃ ব্রহ্মচারী নিবন্ধোক্তকালে শুভদিনে গুরুকে
পারিতোষিক দিয়া “গুরো স্নাত্যামি” বলিয়া প্রার্থনা
করিলে গুরুও “স্নাহি” বলিবেন । পরে ব্রহ্মচারী বিবাহপদ্ধতির
নিয়মানুসারে গোৰ্যাদি মাতৃকাপূজা ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ সম্পাদন
পূৰ্ব্বক গুরুসমীপে গমন করিবেন । গুরুও ছায়ামণ্ডপে ব্রহ্ম-
চারীকে আপনার উত্তরদিকে উপবেশন করাইয়া পূৰ্ব্ববৎ
তেজোনামা অগ্নি স্থাপন করত হোম করিবেন । দ্রব্যসাদনে
বিশেষ যথা—প্রাগগ্রকুশোপরি পশ্চিমা দিক্রমে পবিত্রজলপূৰ্ণ,
আত্মপল্লবমুখ, সকুশ অষ্টকলস ; উদুশ্বরকাষ্ঠনিশ্চিত দ্বাদশাঙ্গুল-
পরিমিত দন্তকাষ্ঠ, পিষ্ট তিলপিণ্ড, অম্বুলেপনার্থ স্নগন্ধিদ্রব্য,

ধেয়ং পুষ্পং সৌবর্ণকুণ্ডলদ্বয়ং অঞ্জনং দর্পণং ছত্রং পাত্ৰকাযুগলং
 বৈগবদগুণ্ডং । ইত্যাত্মপস্থানং কৃত্বা পূর্ব্বং ব্রহ্মণোহম্বারস্ত-
 পূর্ব্বকং স্রবণোঘারাবাজ্যভাগৌ হুত্বা বেদাহতিহোমং কুর্যাৎ ।
 ওঁ পৃথিব্যৈ স্বাহা ইদং পৃথিব্যৈ । ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা ইদমগ্নয়ে ।
 ইতি ঋগ্বেদে । ওঁ অন্তরীক্ষায় স্বাহা ইদমন্তরীক্ষায় । ওঁ বায়বে
 স্বাহা ইদং বায়বে । ইতি যজুর্বেদে । ওঁ দিবে স্বাহা ইদং দিবে ।
 ওঁ সূর্য্যায় স্বাহা । ইদং সূর্য্যায় । ইতি সামবেদে । ওঁ দিগ্ভ্যঃ
 স্বাহা ইদং দিগ্ভ্যঃ । ওঁ চন্দ্রমসে স্বাহা ইদং চন্দ্রমসে । ইত্যথর্ব্ব-
 বেদে । অথ সর্ব্ববেদসাধারণাহুতয়ঃ । ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা ইদং
 ব্রহ্মণে । ওঁ ছন্দোভ্যঃ স্বাহা ইদং ছন্দোভ্যঃ । ওঁ প্রজাপতয়ে
 স্বাহা ইদং প্রজাপতয়ে । ওঁ দেবেভ্যঃ স্বাহা ইদং দেবেভ্যঃ ।
 ওঁ ঋষিভ্যঃ স্বাহা ইদং ঋষিভ্যঃ । ওঁ শ্রদ্ধায়ৈ স্বাহা ইদং
 শ্রদ্ধায়ৈ । ওঁ মেধায়ৈ স্বাহা ইদং মেধায়ৈ । ওঁ সদসম্পত্যে
 স্বাহা ইদং সদসম্পত্যে । ওঁ অনুমত্যে স্বাহা ইদমানুমত্যে ।
 ততো ব্রহ্মণোহম্বারস্তপূর্ব্বকং মহাব্যাহতিহোমং কুর্যাৎ । ওঁ ভূঃ
 স্বাহা ইদং ভূঃ । ওঁ ভুবঃ স্বাহা ইদং ভুবঃ । ওঁ স্বঃ স্বাহা ইদং স্বঃ ।
 ততঃ প্রায়শ্চিত্তহোমঃ । সঙ্কল্পঃ কৃত্বা অগ্নে ত্বং বিধুনা-
 মাসীতি নাম কৃত্বা ধাত্বা সংপূজ্য জুহুয়াৎ । স্রবোহম্ব ইত্যাদি ।

পরিধানার্থ' ও উত্তরীয়ার্থ' নূতন বস্ত্রদ্বয়, উক্ষীষার্থ' নববস্ত্র,
 যজ্ঞোপবীত, পুষ্প, স্নগকুণ্ডলদ্বয়, অঞ্জন, দর্পণ, ছত্র, পাত্ৰকাযুগল,
 বৈগবদগু, প্রভৃতি স্থাপন করত পূর্ব্বং অম্বারস্তপূর্ব্বক স্রব
 দ্বারা আঘারাজ্যভাগ-হোম ও বেদাহতি-হোম করিবেন । পরে
 মূলের লিখিত মন্ত্রে মহাব্যাহতি-হোম, প্রায়শ্চিত্ত-হোম

ইদমগ্নীবরুণাভ্যাং । ওঁ সত্বরোহ্মে ইত্যাদি । ইদমগ্নীবরুণাভ্যাং ।
ওঁ অয়াশ্চায় ইত্যাদি । ইদমগ্নয়ে । ওঁ যে তে শতমিত্যাদি ।
ইদং বরুণায় বিষ্ণবে বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যো মরুত্ব্যঃ । ওঁ উহুত-
মমিত্যাদি । ইদং বরুণায় । ততঃ প্রাজাপত্যাহোমঃ । ততঃ
স্বষ্টিকৃদ্ধোমঃ । ওঁ অগ্নয়ে স্বষ্টিকৃতে স্বাহা । ইদমগ্নয়ে স্বষ্টিকৃতে ।
ততঃ সংস্রবং প্রাক্ত আচম্য ব্রহ্মণে দক্ষিণাং দদাৎ । ওঁ পৃথিবি
ভুং শীতলা তব । ইত্যেনেন ঐশাশ্র্যাং হৃদাদিকং দত্তা অ্ৰবলগ্ন-
ভস্মনা ওঁ কশ্চপশ্চ ত্র্যায়ুষং ইত্যাদিনা ললাটাদিষু তিলকং
দদাৎ । মাণবকঃ গুরোঃ পাদোপসংগ্রহং কৃত্বা সায়ং প্রাতঃ
সমিধানবিধানেন সমিধানং কুর্য্যাৎ । ততোহগ্নেকৃত্রে প্রাগ-
গ্রকুশোপরি পশ্চিমাতিতঃ পংক্তিক্রমেণ পূৰ্ণস্থাপিতজলপূৰ্ণকল-
সেষু পশ্চিমাতিক্রমেণ একৈকশঃ কলসাং পূৰ্ণে স্থিত্বা অঞ্জলিনা
জলং গৃহীত্বা আত্মানমভিষিঞ্চেৎ । ততঃ পশ্চিমকলসে জলং
গৃহ্নাতি । ওঁ যেহপৃষত্তরময়ঃ প্রবিষ্টা গোহ উপগোহ ময়ুধো

স্বষ্টিকৃদ্ধোম প্রভৃতি সম্পাদন পূৰ্ণক সংস্রবপ্রাশন ও আচ-
মন করত ব্রহ্মদক্ষিণা দিবেন । পরে “পৃথিবি! তুমি শীতলা
হও” বলিয়া ঈশানদিকে হৃদাদি প্রদান পূৰ্ণক অ্ৰবলগ্ন ভস্ম
দ্বারা “ওঁ কশ্চপশ্চ ত্র্যায়ুষং” ইত্যাদি মন্ত্রে ললাটাদিতে তিলক
প্রদান করিবেন । মাণবক গুরুর পাদোপসংগ্রহ করিয়া
সায়ং প্রাতঃ উভয় কালে সমিধানবিধানে সমিধান
করিবেন । পরে অগ্নির উত্তরে প্রাগগ্র কুশোপরি পশ্চিমাতি
হইতে পংক্তিক্রমে পূৰ্ণস্থাপিত জলপূৰ্ণ কলসসমূহে পশ্চিমাতি
ক্রমে একটী কলস হইতে জলাঞ্জলি লইয়া আত্মাকে অভিষেক

মনোহাঃ খলো বিরুজন্তনুদুবিরিক্সিহা তান্ বিজহামি যো রো-
চনস্তমিহ গৃহ্নামি। ইতি মন্ত্রেণ গৃহ্নাতি। ততস্তেনাভিষিক্তি।
ওঁ তেন মামভিষিক্ণামি শ্রিত্যৈ যশসে ব্রহ্মণে ব্রহ্মবর্চসায়। যেন
শ্রিয়মকৃণুতাং যেনাবমৃষতাং সুরাং। যেনাক্ষারভ্যবিষ্কৃতাং যদ্বাং
তদশ্বিনা যশঃ। ইতি মন্ত্রেণ। ততঃ পূর্ব্বস্থাপিতদ্বিতীয়কলসা-
ন্তেনৈব মন্ত্রেণ তথৈবাজ্জলিনা গৃহীত্বাভিষিক্তেং। ওঁ আপো
হি ঐতি মন্ত্রেণ। ততস্তৃতীয়কলসান্তেনৈব মন্ত্রেণ তেনৈব জলা-
জলিং গৃহীত্বা সিঞ্জেং। ওঁ যো বঃ শিবতমো'রস ইতি মন্ত্রেণ। জলং
চতুর্থকলসান্তেনৈব মন্ত্রেণ তথা জলাজলিং আদায়াভিষিক্তেং। ওঁ
তস্মা অরজ্জ মাম বো ইতি মন্ত্রেণ। ততঃ পঞ্চমাদিকলসান্তেনৈব
মন্ত্রেণ জলাজলিং গৃহীত্বা তুষীমভিষিক্তি। ততো মেথলামূর্দ্ধ-
গত্যা ত্যজতি। ওঁ উহুত্তমং বরুণপাশমস্মদবাধমং বিমধ্যমং

করিবেন। তদনন্তর “ওঁ য়েহপ্শ্বস্তরগ্নয়ঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে পশ্চিম
কলসে জল লইয়া “ওঁ তেন মামভিষিক্ণামি” ইত্যাদি মন্ত্রে
অভিষেক করিবেন। পরে পূর্ব্বস্থাপিত দ্বিতীয় কলস
হইতে পূর্ব্বস্থাপিত দ্বিতীয় কলস হইতে জল লইয়া “ওঁ
আপো হি ঐ” ইত্যাদি মন্ত্রে অভিষেক করিবেন। তৎপরে
তৃতীয় কলস হইতে সেই মন্ত্রেই জল লইয়া “ওঁ যো বঃ শিবতমো
রসঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে অভিষেক করিবেন। পূর্ব্বোক্তরূপ মন্ত্রেই
চতুর্থকলস হইতে জল লইয়া “ওঁ তস্মা অরজ্জ” ইত্যাদি মন্ত্রে
অভিষেক করিবেন। পরে সেই মন্ত্রেই পঞ্চমাদিকলস হইতে
জল লইয়া তুষীভাবে অভিষেক করিবেন। তদনন্তর “ওঁ
উহুত্তমং” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক মন্তকোপরি দিয়া মেথলা

প্রথায় । অথাবয়মাদিত্যব্রতে তবানাগসোহদিতয়ে স্যাম ইতি
মন্ত্ৰেণ । ততস্তাং ভূমৌ ত্যক্ত্বা তুষ্ণীং শুচিনূতনবাসোহত্মমং
পরিধায় আদিত্যমুপতিষ্ঠতে । ওঁ উদ্যান্ ভ্রাজভৃকুরিক্ষৌ মরু-
ত্তিরস্থাৎ সায়াংষাবভিরস্থাৎ সহস্রসনিরসি সহস্রসনিং মা কুর্বা
বিদন্মাগময় । ওঁ উদ্যান্ ভ্রাজভৃকুরিক্ষৌ মরুত্তিরস্থাৎ দিবা-
ষাবভিরস্থাৎ শতসনিরসি শতসনিং মা কুর্বা বিদন্মাগময় ।
ইত্যনেন মন্ত্ৰেণ । ততো দধিতিলান্ কেশেষু ব্রক্ষয়িত্বা কেশান্
নথান্ বাপয়িত্বা পূর্বাসাদিতদন্তকাঠেন দন্তধাবনং কুর্যাৎ ।
ওঁ অন্নাদ্যায় ব্যূহধ্বং সোমো রাজা সমাগমৎ । স মে যুথং প্রমা-
ক্ষ্যতে যশসা চ ভগেন চ । ইতানেন মন্ত্ৰেণ । ততঃ আচম্য
স্বাপয়িত্বা স্নগন্ধিনা হস্তাবলুলিপ্য নাসিকায়াম্ মুখে চ ব্রক্ষয়তি ।
ওঁ শ্রাণাপানৌ মে তর্পয় চক্ষুর্মে তর্পয় শ্রোত্রং মে তর্পয় । ইত্য-
নেন মন্ত্ৰেণ । ততঃ নালুলেপনহস্তাভ্যাং লাজাঞ্জলিং গৃহীত্বা পিতৃ-
তীর্থেন দক্ষিণস্যান্দিশি হৃদ্যাৎ । ওঁ পিতরঃ শুদ্ধধ্বং । ইতি মন্ত্ৰেণ
ততঃ সর্বগাত্রং স্নগন্ধিনালুলিপ্য জপেৎ । ওঁ সূচক্ষুরহমক্ষিত্যাং
ভূয়াসং । ওঁ স্রবর্চা মুখেন ভূয়াসং স্রব্রতঃ কর্ণাভ্যাং ভূয়াসং ।

উন্মোচন করিবেন । পরে মেখলা ভূতলে নিক্ষেপ পূর্বক তুষ্ণী-
ভাবে পবিত্র নূতন বস্ত্র ধারণ করিয়া “ওঁ উদ্যান্ ভ্রাজভৃকুঃ”
ইত্যাদি মন্ত্ৰে আদিত্যোপস্থাপনা করিবেন । তৎপরে কেশে
দধি তিল ব্রক্ষণ ও কেশ নথ কর্তন পূর্বক “ওঁ অন্নাদ্যায় ব্যূহধ্বং”
ইত্যাদি মন্ত্ৰে পূর্বসংগৃহীত দন্তকাঠদ্বারা দন্তধাবন করিবেন ।
তদনন্তর স্নগন্ধি দ্বারা সর্বগাত্র অলুলিপ্ত করিয়া “ওঁ চক্ষুরহম্”
ইত্যাদি মন্ত্ৰ জপ করিবেন । পরে “ওঁ পরিধাস্যে” ইত্যাদি

ইতি মন্ত্ৰেণ । ততো নূতনবাসো রজকধৌতস্বা পরিধাপয়েৎ । ওঁ
 পরিধাস্যে যশো ধাস্যে দীৰ্ঘাঘৃষ্টায় জরদষ্টিরস্মি শতঞ্চ জীবামি
 শরদঃ স্রবচ্চা ভূয়াসং রায়স্পোষমভিসংব্যয়স্মিষ্যে । ইতি মন্ত্ৰেণ ।
 ততো যজ্ঞোপবীতং পরিদধ্যাৎ । ওঁ যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং
 বৃহস্পতেৰ্যং সহজং পুরস্তাৎ । আয়ুষ্যামগ্র্যং প্রতিমুঞ্চ শুভ্রং
 যজ্ঞোপবীতং বলমন্ত তেজঃ । ইত্যেনেন মন্ত্ৰেণ । ততঃ পট্টোত্তরীয়ং
 বা পরিদধাতি । ওঁ যশসা মা দ্যাভাপৃথিবী যশসেন্দ্রাবৃহস্পতী ।
 যশো ভগশ্চ মাবিদদ্যশো মা প্রতিপদ্যতাং । ইত্যেনেন মন্ত্ৰেণ ।
 ততঃ পুষ্পং গৃহ্নাতি । ওঁ যা আহরজ্জমদগ্নিঃ শ্রদ্ধায়ৈ মেধায়ৈ
 কামায়েন্দ্রিয়ায় । তা অহং প্রতিগৃহ্নামি যশসা চ ভগেন চ ।
 ইত্যেনেন মন্ত্ৰেণ । অথ মালাং গৃহীত্বা পরিদধাতি । ওঁ
 যদ্যশোহপ্সরসামিন্দ্রশ্চকার বিপুলং পৃথু । তেন সংগ্রথিতাং
 স্তননস অবগ্নামি যশো ময়ি । ইতি মন্ত্ৰেণ । ততঃ শুক্লবস্ত্রাঞ্চলেন
 সুশিরোবেষ্টনং কুর্যাৎ । ওঁ যুবা স্রবাসাঃ পরিবীত আগাং স
 উ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ । তক্ষীরাসঃ কবয় উন্নয়ন্তি সুাধ্যো
 মনসা বেদয়ন্তঃ । ইতি মন্ত্ৰেণ । ততঃ সৌবর্ণকুণ্ডলে কর্ণয়োঃ পরি-
 দধাতি । ওঁ অলঙ্করণমসি ভূয়ঃ অলঙ্করণং ভূয়াঃ । ইতি মন্ত্ৰেণ ।

মন্ত্ৰে নূতন বস্ত্র বা রজকধৌত বস্ত্র পরিধান; “ওঁ যজ্ঞোপবীতং”
 ইত্যাদি মন্ত্ৰে যজ্ঞোপবীত ধারণ; “ওঁ যশসা” ইত্যাদিমন্ত্ৰে পট্টো-
 ত্তরীয় গ্রহণ; “ওঁ যা আহরং” ইত্যাদি মন্ত্ৰে পুষ্প গ্রহণ ও “ওঁ
 যদ্যশোহপ্সরসাং” ইত্যাদি মন্ত্ৰে অঙ্গে পরিধান করিয়া শুক্ল-
 বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা “ওঁ যুবা স্রবাসাঃ” ইত্যাদিমন্ত্ৰে শিরোবেষ্টন
 করিবেন । অনন্তর “ওঁ অলঙ্করণমসি” ইত্যাদি মন্ত্ৰে কর্ণে

ততশ্চক্ষুযী অঞ্জয়তি । ওঁ বৃত্রস্য কনীনিকাসি চক্ষুর্দা অসি
চক্ষুর্শ্বে দেহি । ইতি মন্ত্রেণ । ততো দর্পণেনাত্মানমভিবীক্ষেৎ । ওঁ
রোচিষ্কুরসি । ইতি মন্ত্রেণ । ততশ্ছত্রং ধারয়তি । ওঁ বৃহস্পতেশ্ছ-
দিরসি পাপুনো মামন্তর্কেহি । তেজসো যশসো মামন্তর্কেহি । ইতি
মন্ত্রেণ । ততঃ উপানহৌ পাদয়োঃ গৃহ্নাতি । ওঁ প্রতিষ্ঠে হ্যে
বিশ্বতো মা পাতং । ইতি মন্ত্রেণ ততো বৈণবদণ্ডং গৃহ্নাতি । ওঁ
বিশ্বেভ্যো মা নাষ্ট্রাভ্যঃ পুরিপাহি সর্বতঃ । ইতি মন্ত্রেণ । ততো
বিশ্বাদিদণ্ডং অগ্নৌ ক্ষিপেৎ । ততো গুরুবিবাহপদ্ধত্যুক্তক্রমেণ
বিষ্টরপাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়মধুপর্কাদিভিঃ শিষ্যাহং কুর্যাৎ । ততঃ
শান্ত্যদকং কৃত্বা শিষ্যমভিষিচ্যানীক্বাদং দষ্ট্বাচ্ছিত্রাবধারণং কুর্যাৎ ।
ততো যথাচারং মঙ্গলাদিকং কৃত্বা শিষ্যজিরাজং ব্রহ্মচারী নিরামিষং
কুর্যাৎ ॥ * ॥ ইতি ষজুর্বেদীয়-সমাবর্তনপদ্ধতিঃ ॥

স্ববর্ণকুণ্ডলযুগল ধারণ; “ওঁ বৃত্রস্ত কনীনিকাস” ইত্যাদি মন্ত্রে
চক্ষুর্দ্বয়ে অঞ্জনপ্রদান; “ওঁ রোচিষ্কু” ইত্যাদিমন্ত্রে দর্পণে আত্ম-
মুখদর্শন; “ওঁ বৃহস্পতেঃ” ইত্যাদিমন্ত্রে ছত্রধারণ; “ওঁ প্রতিষ্ঠে
হ্যে” ইত্যাদিমন্ত্রে পাদদ্বয়ে উপানহধারণ এবং “ওঁ বিশ্বেভ্যঃ”
ইত্যাদিমন্ত্রে বৈণবদণ্ড গ্রহণ করিবেন । তদনন্তর বিশ্বাদিদণ্ড
অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে হয় । পরে গুরু বিবাহপদ্ধত্যুক্ত নিয়মে
বিষ্টর, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক প্রভৃতি দ্বারা শিষ্যের
অর্হণ করিবেন । পরে শান্তিকর্ম্য পূর্বক শিষ্যকে অভিব্যেক
ও আশীর্বাদ করিয়া অচ্ছিত্রাবধারণ করিবেন । তৎপরে শিষ্য
আচারাত্মসারে মঙ্গলাদি কর্ম করিয়া জিরাজ ব্রহ্মচারীভাবে
নিরামিষ ভোজন করিবেন ।

ইতি ষজুর্বেদীয় সমাবর্তন ।

বিবাহকৰ্ম ।

ততঃ কতিপয় দিবসতাবিনি বিবাহে জ্যোতারসিদ্ধম্বিঘ্নকৰ্মা-
দিকং কৃৎ পূৰ্বোক্তকালে বিবাহলগ্নদবসং বা প্রাতর্নিবর্তিত-
নিত্যকৃত্যো বরপিতা কস্তাপিতা চ গোর্ম্যাদিষোড়শমাতৃকাপূজাং
বুদ্ধিশ্রাদ্ধং কুৰ্যাৎ । ততঃ শুভে মুহূর্তে হস্তোদকার্থং যথা জ্যোতার-
সিদ্ধং ফলকুম্মাদিকং গৃহীত্বা ব্রাহ্মণদ্বয়ো জামাতৃগৃহং গচ্ছন্তুঃ ।
তত্র গত্বা পশ্চিমাভিমুখঃ কস্তাসম্বন্ধী ব্রাহ্মণঃ পূর্বাভিমুখবরসম্বন্ধি-
ব্রাহ্মণায় সতিলকুশোদকৈর্হস্তোদকং দদ্যাৎ । ততঃ ওঁ অদ্যো-
ত্যাদি শুভে লগ্নে অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্মণঃ
প্রপৌত্রস্ত অমুকগোত্রস্ত অমুকপ্রবরস্ত অমুকদেবশর্মণঃ পৌত্রস্তা-
মুকগোত্রস্তামুকপ্রবরস্তামুকদেবশর্মণঃ পুত্রস্ত অমুকগোত্রস্যামুক-
প্রবরস্যামুকদেবশর্মণঃ প্রপৌত্রীং অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবর-
স্যামুকদেবশর্মণঃ পৌত্রীং অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্যামুকদেব-

যথাকালে বিবাহলগ্নদিনে প্রাতঃকালে বরপিতা ও কস্তা-
পিতা নিত্যকৃত্য সমাপন পূর্বক গোর্ম্যাদি ষোড়শমাতৃকা-
পূজা ও বুদ্ধিশ্রাদ্ধ সম্পাদন করিবেন । তৎপরে শুভ মুহূর্তে
ব্রাহ্মণগণ হস্তোদকার্থ জ্যোতারসিদ্ধ ফল-কুম্মাদি লইয়া জামাতৃ-
গৃহে গমন করিবেন । তথায় গমন করিলে কস্তাসম্বন্ধীয়
ব্রাহ্মণ পশ্চিমাভিমুখে উপবিষ্ট হইয়া পূর্বাভিমুখে উপবিষ্ট
বরসম্বন্ধীয় ব্রাহ্মণকে কুশল দ্বারা হস্তোদক প্রদান করি-

শৰ্ম্ভগঃ পুত্ৰীং অমুকগোত্রাং অমুকপ্রবরাং শ্রীমতীঅমুকীদেব্যভি-
ধানাং কত্থাং শুভবিবাহেন দাতুং তবাহং জানে। ইতি। জামাতা-
বাচমিতি ক্রিয়াৎ। ততঃ শুভে লগ্নে স্ত্র্যাচারসিকং উরো হস্তাদিকং
কৃৎস্না বাসগৃহং নীত্বা স্তুতিবাচনং কৃৎস্না উৰ্দ্ধস্থিতং বরং প্রতি কত্থা-
দাতা বদেৎ। ওঁ সাধু ভবানাস্তাং। ওঁ সাধবহমাসে ইতি বরঃ।
ওঁ অৰ্চয়িষ্যামো ভবন্তং ইতি কত্থাদাতা। ওঁ অৰ্চয়েতি বরঃ।
ততঃ পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়গন্ধপুষ্পমাল্যবস্ত্রালঙ্কারফলতাম্বুলাদিকং
দত্ত্বা দক্ষিণং জাহ্নু বিধৃত্য বরয়েৎ। যথা অদ্যোত্যাদি অমুক-
গোত্রস্যামুকপ্রবরস্যামুকদেবশৰ্ম্ভগঃ প্রপৌত্রং অমুকগোত্রস্যা-
মুকপ্রবরস্যামুকদেবশৰ্ম্ভগঃ পৌত্রং অমুকগোত্রস্তামুকপ্রবরস্যা-
মুকদেবশৰ্ম্ভগঃ পুত্রং অমুকগোত্রং অমুকপ্রবরং শ্রীঅমুকদেব-
শৰ্ম্ভগং বরং। অমুকগোত্রস্তামুকদেবশৰ্ম্ভগঃ প্রপৌত্ৰীং অমুক-
গোত্রস্যামুকপ্রবরস্তামুকদেবশৰ্ম্ভগঃ পৌত্ৰীং অমুকগোত্রস্তামুক-
প্রবরস্তামুকদেবশৰ্ম্ভগঃ পুত্ৰীং অমুকগোত্রাং অমুকপ্রবরাং
শ্রীঅমুকীদেব্যভিধানাং কত্থাং শুভবিবাহায় দাতুং ভবন্তমহং

বেন। “ওঁ অদ্যোত্যাদি শুভে লগ্নে” ইত্যাদি বাক্যে হস্তো-
দক প্রদান করিতে হয়। জামাতা “বাচং” উচ্চারণ করিবেন।
তৎপরে শুভলগ্নে আচারাди কার্য শেষ হইলে কত্থাদাতা
বরকে বাসগৃহে লইয়া স্তুতিবাচন পুস্তক উৰ্দ্ধস্থিত বরকে
“ওঁ সাধু ভবানাস্তাং” বলিলে বরও “ওঁ সাধবহমাসে” এবং
কত্থাদাতা “ওঁ অৰ্চয়িষ্যামো ভবন্তং” বলিলে বর “ওঁ অৰ্চয়”
বলিবেন। পরে কত্থাদাতা পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প,
মাল্য, বস্ত্র, অলঙ্কার, ফল ও তাম্বুলাদি দিয়া দক্ষিণ জাহ্নু

বরণে। ওঁ বৃতোহস্মীতি বরঃ। যথাবিহিতং বিবাহকর্ম কুরু ইতি
 কত্বাদাতা। যথাজ্ঞানতঃ কবরাণিতি বরঃ। অতো মুখচন্দ্রিকাং
 কৃৎস্না বাসগৃহং নীত্বা বিষ্টরাদিকং দদ্যাৎ। যথা কত্বাদাতা ওঁ
 বিষ্টরো বিষ্টরো বিষ্টরঃ প্রতিগৃহ্যতাং ইতি বদেৎ। ওঁ বিষ্টরঃ
 প্রতিগৃহ্ণামীতি বরঃ। ওঁ বয়োহস্মি সমানানামুদ্যতামিব সূর্য্যঃ।
 ইমন্তমভিতিষ্ঠামি যো মা কশ্চাভিদাসতি। ইত্যনেন বিষ্টরাসনে
 উপবিশতি। ততঃ পাদয়োঃ প্রত্যং দদ্যাৎ তেনৈব মন্ত্ৰেণ। ততঃ
 কত্বাদাতা। ওঁ পাদাং পাদাং পাদাং প্রহিগৃহ্যতাং। বরঃ পাদাং
 প্রতিগৃহ্ণামীতি গৃহীত্বা ভূমৌ সংস্থাপ্য ততঃ একাঞ্জলিং গৃহীত্বা ওঁ
 বিরাজো দোহোহসি বিরাজো দোহমসীময় পাদাভ্যৈ বিরাজো
 দোহঃ। ইত্যনেন দক্ষিণপাদে দদ্যাৎ। শূদ্রশ্চেত্ৰামে। পুনস্তথৈ-
 বাঞ্জলিং গৃহীত্বা তেনৈব মন্ত্ৰেণ বামপাদে দদ্যাৎ। ততঃ কত্বাদাতা
 ওঁ অর্বোহর্বোহর্ধ্যাঃ প্রতিগৃহ্যতাং ইতি জ্ঞায়াৎ। ততোহর্ধ্যাং

ধারণ পূর্বক “ওঁ অদ্যোত্যাদি” বাক্যে বরণ করিলে বরও
 “ওঁ বৃতোহস্মি” কহিবেন। কত্বাদাতা “যথাবিহিতং বিবাহকর্ম
 কুরু” বলিলে বরও “যথাজ্ঞানতঃ কবরাণি” কহিবেন। অন-
 তর কত্বাদাতা মুখচন্দ্রিকা সম্পাদন পূর্বক বাসগৃহে লইয়া
 যথাযথ মন্ত্রে বিষ্টরাদি প্রদান করিবেন এবং বরও যথাযথ
 মন্ত্রে উহা গ্রহণ করিবেন। তন্মধ্যে কত্বাদাতা পাদ্য প্রদান
 করিলে বর তাহা লইয়া ভূমিতে স্থাপন পূর্বক একটী জলা-
 ঙ্গলি লইয়া “ওঁ বিরাজো দোহোহসি” ইত্যাদি মন্ত্রে দক্ষিণপাদে
 প্রদান করিবেন। শূদ্র হইলে বামপাদে দিতে হয়। এক্ষণে
 দক্ষিণপাদে দিয়া পুনরায় একটী জলাঞ্জলি লইয়া উক্ত মন্ত্রে

প্রতিগৃহ্নামীত্বাচ্চা ও আপঃ স্ব যুগ্মাভিঃ সৰ্বান্ কামানবাধু বানি ।
 ইত্যনেন মন্ত্ৰেণ বরন্তু স্বীয়মেব শিরসা বিধৃত্য তদৰ্থাজলং ত্যজন্নিসং
 মন্ত্ৰং পঠেৎ । ও সমুদ্রং বঃ প্রহিণোমি সাং যোনিমভিগচ্ছত ।
 অরিষ্টা অস্মাকং বীরা মা পরাসেচি মৎপয়ঃ । ততঃ কল্যাদাতা
 আচমনার্থং জলং গৃহীত্বা ও আচমনীয়মাচনীয়মাচমনীয়ঃ প্রতি-
 গৃহ্ণতাং ইত্বাচ্চা আচমনীয়ং দদাতি । ততো বরঃ ও আচমনীয়ং
 প্রতিগৃহ্নামীতি গৃহীত্বা ও আমাগন্ যশসা সংসৃজ বৰ্চ্চসা তং মা
 কুরু । প্রিয়ং প্রজানামধিপতিং পশুনামরিষ্টং তনুনাং । ইত্যাচা-
 মতি । ততঃ কল্যাদাতা কাংস্তপাত্ৰস্থানি দধিমধুপুতানি কাংস্ত-
 পাত্ৰাস্তরপিহিতানি গৃহীত্বা ও মধুপৰ্কো মধুমৰ্কো মধুপৰ্কঃ
 প্রতিগৃহ্ণতাং ইতি ক্রয়াৎ । ততো বরঃ ও মধুপৰ্কং প্রতিগৃহ্নামীতি
 গৃহীত্বা দাতৃহস্তস্থিতমেব মধুপৰ্কং পিধায় কাংস্যপাত্ৰং কিঞ্চিদ-
 পনীয় ও মিত্রস্য ত্বা চক্ষুষা প্রতীক্ষে ইত্যনেন নিরীক্ষ্য ও দেবস্ত
 ত্বা সবিতুঃ প্রসবেহ্মিনোৰ্বীহভ্যাং পুষ্টো হস্তাভ্যামাদদে ।
 ইত্যনেন গৃহীত্বা স্ববামহস্তে নিধায় পিধানকাংস্যমপনীয় ও
 নমস্যাবাশ্যায়াত্ৰশনে যৎ ত আবিজ্ঞং তরে নিষ্কৃত্বামি । ইত্যনেন

বামপদে দিবেন । কল্যাদাতা যথামন্ত্ৰে অৰ্থ্য দিলে বর তাহা
 গ্রহণ করিয়া “ও আপঃ স্ব” ইত্যাদি মন্ত্ৰে শিরোপরি দিয়া সেই
 অৰ্থ্যাজল ত্যাগ করত “ও সমুদ্রং বঃ প্রহিণোমি” ইত্যাদি
 মন্ত্ৰ পঠি করিবেন । কল্যাদাতা যথামন্ত্ৰে আচমনীয় প্রদান
 করিলে বর তাহা লইয়া “ও আমাগন্” ইত্যাদি মন্ত্ৰে আচমন
 করিবেন । কল্যাদাতা মধুপৰ্ক প্রদান করিলে বর গ্রহণ পূৰ্বক
 আবরণ কাংস্যপাত্ৰ কিঞ্চিৎ উন্মুক্ত করিয়া “ও মিত্রস্ত ত্বা”

দক্ষিণহস্তানামিকাক্ষুষ্ঠাভ্যাং ত্রিরাণোডা তুক্ষীমঙ্গুলাগ্ৰেণ কিকি-
 ত্রিস্ত্যজ্জতি । তদনু তত্রৈব ত্রিঃ প্রাপ্ততি । ওঁ ষ্মন্থনো মধব্যং
 পরমং রূপমন্নাদ্যং তেনাহং মধুনো মধবোয় পরমেণ রূপেণান্না-
 দ্যেন পরমো মধবোহন্নাদোশাণি । ইত্যেনেত্রিঃ প্রাপ্ত শেষং
 পূর্বপ্রদেশে ত্যজেৎ । পুত্রায় শিষ্যায় বা দদ্যাৎ । ততঃ আচম্য
 প্রাণস্থানানি স্পৃশেৎ । ওঁ বায়ু আন্তেহস্ত ইতি মুখং । ওঁ
 নসোঃ প্রাণো মেহস্ত ইতি নাসিকাং । ওঁ অক্লোশচক্ষুর্মেহস্ত ইতি
 চক্ষুর্বা । ওঁ কর্ণয়োঃ শ্রোত্রং মেহস্ত ইতি কর্ণো । ওঁ বাহো-
 র্কলং মেহস্ত ইতি বাহু । ওঁ উরোরোজো মেহস্ত ইতি উরু ।
 অরিষ্টানি মেহস্তানি তনুস্তথা মে সহ সস্ত । ইতি শিরঃপ্রভৃতি
 পাদপর্য্যন্তং স্পৃশেৎ । অতঃ আচান্তে বরে কত্নাদাতা ষড়্ভাং
 গৃহীত্বা গামবস্থাপয়েৎ । ততো নাপিতো গোর্গৌরিতি ত্রিঃ
 গ্রাহ । ততো বরস্তাং মোচয়তি । ওঁ মাতা রুদ্রাণাং হৃহিতা

ইত্যাদি মন্ত্রে নিরাক্ষণ, “ওঁ দেবস্ত ত্বা” ইত্যাদি মন্ত্রে হস্তবয়
 দ্বারা গ্রহণ, পরে বামহস্তে রাখিয়া আবরণ উন্মোচন পূর্বক
 “ওঁ নমস্তা” ইত্যাদি মন্ত্রে দক্ষিণ হস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ
 দ্বারা তিনবার আলোড়ন করত তুক্ষীভাবে অঙ্গুলাগ্র দ্বারা
 কিঞ্চিং ত্যাগ করিবে, “ওঁ ষ্মন্থনো” ইত্যাদি মন্ত্রে তিনবার
 কিঞ্চিং প্রশ্ন করিবে, পরে অবশিষ্টাংশ পূর্বদিকে নিক্ষেপ
 করিবে কিম্বা পুত্র বা শিষ্যকে দিবে । তৎপরে আচমন
 পূর্বক যথাযথ মন্ত্রে প্রাণস্থানসকল অর্থাৎ মুখ, নাসিকা,
 চক্ষু, ইত্যাদি স্পর্শ করিবেন । বর আচমন করিলে কত্নাদাতা
 ষড়্ভাং গ্রহণ পূর্বক গো-স্থাপন করিবেন, নাপিত তিনবার
 গোঃ শব্দ উচ্চারণ করিবে এবং বর “ওঁ মাতা রুদ্রাণাং”

বহুনাং স্বাদিত্যানামমৃতস্ত নাভিঃ । প্র হু বোচং চিকিতুষে
 জনায় মা গামনাগামদিতিং বধিষ্ঠ মম চামুষ্য চ পাপু। ইত ওমুৎ-
 স্কজত তৃণাশ্রতু । ইত্যেনেন মন্ত্ৰেণ । অমুষ্যোতি কত্বাদাতুর্নামা-
 তিদেশঃ । ততো বরঃ ছায়ামণ্ডপং গত্বা পূর্বাভিমুখোহগ্নিস্থাপনং
 কুর্ধ্যাৎ । তত্র হস্তপ্রমাণং স্থণ্ডিলং কুশেন তুষ্ণীং ত্রিঃ সমৃজ্য
 গোময়েন তুষ্ণীং ত্রিরূপলিপ্য কুশমূলের তুষ্ণীং পূর্বাগ্নরে-
 খাত্রয়ং কৃত্বা অঙ্গুষ্ঠতর্জুনীভ্যাং তয়োংকীর্ণমৃত্তিকাং ত্রিরুদ্ধৃত্য
 জলেন তুষ্ণীং ত্রিরভ্যাক্ষ্যাত্মদক্ষিণেহগ্নিমানীয় জলদিক্রেনেন ক্রব্যাদ-
 মগ্নিং ত্যজৈৎ । ওঁ ক্রব্যাদমগ্নিং প্রহিণোমি দূরং যমরাজ্যং গচ্ছতু
 রিপ্রবাচঃ । ইত্যেনেন মন্ত্ৰেণ । ওঁ ইহৈবায়মিতরো জাতবেদা
 দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্ । ইতি মন্ত্ৰেণ আত্মসম্মুখে তুষ্ণীং
 স্থণ্ডিলেহগ্নিমারোপয়েৎ । ওঁ পিজ্জ্রঃ শ্মশ্রুকেশাক্ষঃ পীনাঙ্গজঠ-
 রোহরুণঃ । ছাগস্থঃ সাক্ষস্থত্রোঘিঃ সপ্তার্চিঃ শক্তিধারকঃ । ইতি
 ধাত্বা যোজকনামানমগ্নিং দত্ত্বা পূজয়েৎ । ততো বাসগৃহং গত্বা
 কন্যাং বাসঃ পরিধাপয়েৎ । ওঁ জরাং গচ্ছ পরিধৎসু বাসো ভবা-
 কৃষ্টীনামভিশক্তিপাব । শতক জীব শরদঃ স্রবচ্চ। রসিক পুত্রানন্-
 সংব্যয়স্বায়ুতীদং পরিধৎস্ব বাসঃ । ওঁ বা অকৃত্তনবয়ন্ বা অতনত
 যাক্ষ দেবীস্তুভুনভিতোহততস্থ তাস্বা দেবীর্জরসে সধ্যায়স্বায়ু-
 ইত্যাদি মন্ত্ৰে গোমোচন করিবেন । তৎপরে বর ছায়ামণ্ডপে
 গিয়া পূর্বাভিমুখে উপবিষ্ট হইয়া যথাযথ নিয়মে ও মন্ত্ৰে অগ্নি
 স্থাপন, স্থণ্ডিলে অগ্নি আরোপণ, ধ্যান পূর্বক যোজকনামা
 অগ্নি প্রদান করত পূজন প্রভৃতি সম্পন্ন করিয়া বাসগৃহে গমন
 করিবেন এবং “ওঁ জরাং গচ্ছ” ইত্যাদি মন্ত্ৰে কত্বাকে পরিধেয়বস্ত্র
 ও “বা অকৃত্তনবয়ন্” ইত্যাদি মন্ত্ৰে উত্তরায় ধারণ করাইবেন ।

তীর্থ পরিধংস্ব বাসঃ । ইতি মন্ত্রেণ কন্যায়্য উত্তরীয়ং পরিধাপ-
 রেধ্বরঃ । অথ কন্যাদাতা পূর্বাভিমুখোপবিষ্টবরাগ্রতঃ পশ্চিমা-
 ভিমুখ উপবিশতি । কন্তাঞ্চ পশ্চিমাভিমুখীং ক্রোড়স্থানে উপ-
 বেশ্য কন্তাবরোরন্ত্রোত্তমুখনিরীক্ষণং কারয়তি । ততঃ কন্তাদাতা
 কন্তাবরৌ প্রতিপ্রৈষ্য ও সমীভবেথামিতি অন্ত্রোত্তমুখাবলোকনে
 সতি বরঃ পঠতি । ও সমঞ্জস্ত্ব বিধেদেবাঃ সমাপো হৃদয়ানি নৌ ।
 সম্মাতরিখা সন্ধাতা সমুদেদ্বী দধাতু নৌ । কন্তাপ্রদকর্তৃকং গ্রহি-
 বন্ধনং । ততঃ কন্তাদাতা ও সাচ্ছাদনালঙ্কৃতায়ৈ নমঃ । ইতি
 ত্রির্ভ্যর্চ্য এতৎসম্প্রদানায় ও বরায় নমঃ । এতদধিপত্যে ও
 প্রজাপত্যে নমঃ । ততঃ প্রোক্ষণং তিলকুশজলং গৃহীত্বা সম্প্র-
 দদ্যাৎ । অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা মহাভার-

অনন্তর কন্তাদাতা পূর্বাভিমুখে উপবিষ্ট বরের সম্মুখে পশ্চিমা-
 ভিমুখ হইয়া উপবেশন করিবেন । কন্তাকে পশ্চিমাভিমুখে
 ক্রোড়স্থানে বসাইয়া কন্তা ও বর উভয়ের পরস্পর মুখাবলোকন
 করাইবেন । কন্তাদাতা কন্তা ও বরকে “ও সমীভবেথাম্”
 এই কথা বলিয়া অন্ত্রোত্তর মুখাবলোকন সম্পন্ন করাইলে বর “ও
 সমঞ্জস্ত্ব বিধে” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবেন । এই সময়েই কন্তা-
 দাতা কর্তৃক গ্রহিবন্ধন হয় । তদনন্তর কন্তাদাতা “ও সাচ্ছা-
 দনালঙ্কৃতায়ৈ নমঃ” বলিয়া তিনবার অর্চনা পূর্বক “এতৎসম্প্র-
 দানায় ও বরায় নমঃ” এবং “এতদধিপত্যে ও প্রজাপত্যে নমঃ”
 বলিয়া অর্চনা করিবেন । প্রোক্ষণ পূর্বক তিল, কুশ ও জল
 লইয়া “অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা” ইত্যাদি
 বাক্যে সম্প্রদান করিবেন অর্থাৎ কন্তাহস্ত সহিত পূর্বগৃহীত

ভৌতিকজ্ঞানকল প্রাপ্তিকামঃ অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্যামুক-
 দেবশর্মণঃ প্রপৌত্রায় অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্যামুকদেবশর্মণঃ
 পৌত্রায় অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্যামুকদেবশর্মণঃ পুত্রায় অমুক-
 গোত্রায় অমুকপ্রবরায় শ্রীঅমুকদেবশর্মণে বরায় অর্চিতায় ।
 অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্যামুকদেবশর্মণঃ প্রপৌত্রীং অমুকগোত্র-
 স্যামুকপ্রবরস্যামুকদেবশর্মণঃ পৌত্রীং অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবর-
 স্যামুকদেবশর্মণঃ পুত্রীং অমুকগোত্রাং অমুকপ্রবরাং শ্রীমতী
 অমুকীদেব্যভিধানাং । এবং অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্যামুক-
 দেবশর্মণঃ প্রপৌত্রায় অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্যামুকদেবশর্মণঃ
 পৌত্রায় অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্যামুকদেবশর্মণঃ পুত্রায় অমুক-
 গোত্রায়ামুকপ্রবরায় অমুকদেবশর্মণে বরায় অর্চিতায় । অমুক-
 গোত্রস্যামুকপ্রবরস্যামুকদেবশর্মণঃ প্রপৌত্রীং অমুকগোত্র-
 স্যামুকপ্রবরস্যামুকদেবশর্মণঃ পৌত্রীং অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবর-
 স্যামুকদেবশর্মণঃ পুত্রীং অমুকগোত্রাং অমুকপ্রবরাং শ্রীমতী
 অমুকীদেব্যভিধানাং কন্তাং অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্যামুক-
 দেবশর্মণঃ প্রপৌত্রায় অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্যামুকদেব-
 শর্মণঃ পৌত্রায় অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্যামুকদেবশর্মণঃ পুত্রায়
 অমুকগোত্রায়ামুকপ্রবরায়ামুকদেবশর্মণে বরায় অর্চিতায়
 তুভ্যাং । অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্যামুকদেবশর্মণঃ প্রপৌত্রীং
 অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্যামুকদেবশর্মণঃ পৌত্রীং অমুকগোত্র-
 স্যামুকপ্রবরস্যামুকদেবশর্মণঃ পুত্রীং অমুকগোত্রাং অমুকপ্রবরাং
 শ্রীমতী অমুকীদেব্যভিধানাং কন্তাং সালকৃতাং বাসৌযুগাক্ষাদিত্যাং
 প্রজাপতিদেবতাকামহং সংপ্রদদে । ইতি কন্যাহন্তসহিতপূর্ব-

অলং বরহস্তে অর্পণ করিবেন । তখন বর “স্বস্তি” উচ্চারণ

গৃহীতজলং বরহস্তে দদ্যাৎ । ততো বরঃ স্বস্তীতাক্তা গায়ত্রীঞ্চ
পঠেৎ । ততঃ কন্ডাদাতা ওঁ কন্ডেয়ং প্রজাপতিদেবতাকা ইত্য-
ভিধায় । ততো বরঃ কামস্ততিং পঠেৎ । ওঁ কোহদাং কন্ডা
অদ্যাং কামোহদ্যাং কামারাদ্যাং কামো দাতা কামঃ প্রতিগৃহীতা
কামৈতন্তে তব কাম সতা ভূজামহৈ । ইতি পঠিহা ওঁ দ্যোত্বা দদাতু
পৃথিবী ত্বা প্রতিগৃহ্নাতু । ইতি পঠেৎ । ততঃ কশিচন্তো ব্রাহ্মণঃ
হস্তলেপদ্রব্যেণ বধূবরয়োহস্তলেপং দদ্যাৎ । সহদেবাময়ুরশিখাবি-
স্কৃত্রাশ্তাশতপুষ্পামোহিনীসর্জ্জরসশিক্থকুঙ্কুমচন্দনগুঞ্জকপূরমদন-
কোষমধুপুষ্পকাকৌলীলতাকন্তুরীজাতিফলদ্বিরুদ্ধিকাকৌলীমেদ-
মহামেদজীবকবাসকঘৃতেঃ । প্রত্যেকমাষকপ্রমাণৈর্জ্জামাতৃহস্তোপরি
বধূহস্তমাদায় গায়ত্রী মন্ত্ৰেণ কুশবেণ্য বরীয়াৎ । ততো দক্ষিণাং
দদ্যাৎ । ওঁ অদ্যোত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা মহাভার-

পূর্বক গায়ত্রী পাঠ করিবেন অনন্তর কন্ডাদাতা “ওঁ কন্ডেয়ং
প্রজাপতিদেবতাকা” বলিলে বর “ওঁ কোদ্যাং” ইত্যাদি কামস্ততি
পাঠ করিবেন । পরে অত্র কোন ব্রাহ্মণ হস্তলেপদ্রব্য দ্বারা
বধু ও বর উভয়ের হস্তলেপ প্রদান করিবেন । সহদেবা,
ময়ুরবর্হ, অপরাজিতা, শতপুষ্পা, মোহিনী, সর্জ্জরস, শিক্থ,
(মোম) কুঙ্কুম, চন্দন, গুঞ্জা, কপূর, মদনকোষ, মধুপুষ্প,
কাকৌলী লতা, কন্তুরী, জায়ফল, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মেদ, মহামেদ,
জীবক, বাসক ও ঘৃত এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে একমাষা পরি-
মাণে লইয়া একত্র করিবে এবং জামাতার হস্তোপরি বধুর হস্ত
রাখিয়া গায়ত্রী পাঠ সহকারে কুশবেণী দ্বারা উক্ত দ্রব্যগুলি
বন্ধন করিয়া দিবে । পরে মূলের লিখিত বাক্যে দক্ষিণা

ভোক্তৃকলপ্রাপ্তিকামনয়া কৃতৈতৎ কন্তাদানপ্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণা-
মিদং স্তবর্ণং অমুকগোত্রায়ামুকপ্রবরায় শ্রীঅমুকদেবশৰ্ম্মণে বরায়
অৰ্চিতায় তুভ্যামহং সম্প্রবদে । বরঃ স্বস্তীতু্যক্তা গৃহীয়াৎ । এবং
যথাশক্তি ভূমিশয্যাদাসাদিকং দদ্যাৎ । ততো বরঃ কন্তায়
উত্তরীয়বস্ত্রদশা ক্রোড়াঞ্চলেন গায়ত্র্যা গ্রহ্মিবয়ীয়াৎ । ততঃ
কশ্চিদন্তো ব্রাহ্মণো বধুবরয়োহন্তুগ্রাহিং গায়ত্র্যা মোচয়েৎ । ততো
বরঃ কন্তাহন্তং গৃহীত্বা নিজ্জাময়তি । ওঁ যদৈষি মনসা দূরং
দিশোহহু পবমানো বা হিরণ্যপর্ণো বৈকর্ণঃ স ত্বা মনসা করো-
ন্যসৌ । অসাবিতি সৰ্ব্বনামহানে বধুনাম কাৰ্য্যং । ততো
বধুসহিতো বরঃ পূৰ্ব্বস্থাপিতাঘ্নেঃ পশ্চিমং গতা স্থিতো ভবতি ।
ততঃ কন্যাপিতা তৌ সমীক্ষয়তি ওঁ অনোত্তাং সমীক্ষেথাং । ইতি
তৌ প্রতিপ্রেষণে তয়োৰন্যোন্যমুখাবলোকনে সতি বরঃ পঠতি ।

প্রদান করিলে বর “স্বস্তি” বলিয়া তাহা গ্রহণ করিবেন । এই
সময়ে জামাতাকে যথাশক্তি ভূমি, শয্যা, দাস দাসী প্রভৃতি
প্রদান করিতে হয় । অনন্তর গায়ত্রী পাঠ পূৰ্ব্বক বরকে কন্যার
উত্তরীয়বস্ত্রদশা দ্বারা ক্রোড়াঞ্চলে গ্রহ্মিবন্ধন করিবে । ক্ষণ
পরে অন্য কোন ব্রাহ্মণ গায়ত্রী পাঠ পূৰ্ব্বক বধু ও বরের হস্ত-
গ্রহ্মি মোচন করিয়া দিবেন । তৎপরে বর কন্যাহস্ত ধারণ
পূৰ্ব্বক “ওঁ যদৈষি মনসা” ইত্যাদি মন্ত্রে বহির্গত হইয়া পূৰ্ব্বস্থা-
পিত অগ্নির পশ্চিমে গমন করত অবস্থিতি করিবেন । অনন্তর
কন্যার পিতা “ওঁ অনোত্তাং সমীক্ষেথাং” এই কথা বলিয়ারর
ও কন্যাকে পরস্পর মুখাবলোকন করাইলে বর “ওঁ অণোত্তর-
চক্ষুঃ” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবেন । বধুবরের নিজ্জামণ হইতে

ওঁ অঘোরচক্রপতিয়োহমি শিবা পশুভ্যঃ স্তম্ভাঃ স্তবর্চাঃ বীরসু-
 দেবকামা সোয়ান শং ভব নো দ্বিপদেশঞ্চতুপদে । সোমঃ প্রথমো
 বিবিদে গন্ধর্বো বিবিদ উত্তরস্তুতীয়োহগ্নিস্তে পতিস্তরীয়স্তে মনু-
 যাজ্ঞাঃ সোমোহদদগন্ধর্বায় গন্ধর্বোহদদগুরে রয়িধ পুত্রাঃশ্চাদাদগ্নি-
 স্ত্রহমথো ইমাং । ওঁ সা নঃ পৃষা শিবতমা মৈরয়ং সা ন উরু
 উশতীবিবহ যশ্রামুশন্তঃ প্রহরাম শেফঃ যশ্রার্থকামা বহবো নি-
 বিষ্টৌ । ইতি মস্ত্রেণ বধুবরয়োনিষ্ক্রমণাদারভ্যাভিষেকং যাবৎ চন্দন-
 চর্চিতং চূতপল্লবাস্যমুদককুন্তং ব্রাহ্মণঃ স্কন্ধে কৃত্বা বাগ্‌বতস্তিষ্ঠেৎ ।
 ততো বস্ত্রবেষ্টিতং তৃণপুলকং দক্ষিণপাদেন সঞ্চাল্য হোমার্থমুপ-
 বিশতি বধুশ্চ তত্রৈব দক্ষিণে উপবিশতি । ততো বরো যথাশক্তি
 গন্ধাদিনা ব্রাহ্মণং বরয়েৎ । ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকবেদান্তর্গতামুকশা-
 থৈকদেশাধ্যায়িনং শ্রীঅমুকদেবশ্রমাণং মদীয়বিবাহহোমকর্ম্মনি
 ব্রতকর্ম্মকর্ত্তুমেতিগন্ধাদিভিরভ্যর্চ্য ব্রহ্মদ্বেন ভবন্তুমহং বৃণে । ওঁ
 বৃতোহস্মীতি ব্রহ্মা । যথাবিহিতং ব্রহ্মকর্ম্ম কুরু ইতি বরঃ । যথা-
 জ্ঞানতঃ করবাণীতি ব্রহ্মা । ততোহগ্নেদক্ষিণে প্রাগগ্রকুশসমেতং

আরম্ভ করিয়া অভিষেক যাবৎ কোন ব্রাহ্মণ চন্দনচর্চিত, আত্ম-
 পল্লবমুখ জলকুন্ত স্কন্ধে ধারণ পূর্বক বাগ্‌বত হইয়া অবস্থান
 করিবেন । অনন্তর বস্ত্রবেষ্টিত তৃণপুলক দক্ষিণ পাদ দ্বারা
 সঞ্চালিত করিয়া হোমার্থ উপবেশন করিবেন এবং বধুও তথায়
 দক্ষিণ ভাগে উপবিষ্ট হইবেন । পরে বর গন্ধাদি দ্বারা যথাশক্তি
 “ওঁ অদ্যেত্যাদি” মূলের লিখিত বাক্যে ব্রাহ্মণকে বরণ করিলে
 তিনিও “ওঁ বৃতোহস্মি” কহিবেন । বর “যথাবিহিতং ব্রহ্মকর্ম্ম
 কুরু” বলিলে তিনিও কহিবেন, “যথাজ্ঞানতঃ করবাণি” । অন-

ব্রহ্মাসনমাস্তীৰ্য্য তত্র ব্রহ্মরিহোপবিষ্ট তামিতি ব্রহ্মাণমুপবেশ্য অগ্নে-
কৃত্তরে প্রণীতা প্রণয়নং কৃত্বা সৰুদচ্ছিন্নকুশেন ঈশানকোণাদারভ্য
দক্ষিণাবৰ্ত্তেনাগ্নিং পরিস্তীৰ্য্য অগ্নেকৃত্তরে প্রয়োজনদ্রব্যং দক্ষিণাদিতো
যথাক্রমমাসাদয়েৎ। তদ্বথা—পবিত্রচ্ছেদনানি পবিত্রে হে প্রোক্ষ-
ণীপাত্রং আজ্যস্থালী সম্মার্জনকুশাঃ ষট্ উপষমনকুশাত্ত্রয়োদশ
প্রাদেশপ্রমাণং সমিলয়ং ঋবমাজ্যং তণ্ডুলাশ্চ ব্রহ্মদক্ষিণা। তথাতি-
ষেকার্থচূতপল্লবাস্যোদকপূর্ণঘটঃ। তথা শূৰ্পহৃশমীপত্রমিশ্রিতান্
লাজান্ সপুত্রশিলালোহিতবলীবর্দচর্ম্মাণ্যাসাদয়েৎ। ততঃ পূৰ্ণাসাদি-
তপবিত্রচ্ছেদনকুশেন প্রাদেশ প্রমাণং ছিষ্টা প্রোক্ষণীপাত্রে দত্ত্বা তত্র
প্রণীতাজলং নিধায় বামহস্ততলে প্রোক্ষণীপাত্রং স্থাপয়িত্বা কতি-

স্তর অগ্নির দক্ষিণে প্রাগগ্র কুশসমেত ব্রহ্মাসন আস্তীর্ণ করিয়া
তাহাতে “হে ব্রহ্মন্! উপবেশন করুন” বলিয়া ব্রহ্মাকে বস-
াইয়া অগ্নির উত্তরে প্রণীতা প্রণয়ন পূর্বক সৰুৎ অচ্ছিন্ন কুশ
দ্বারা ঈশান কোণ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণাবৰ্ত্তে অগ্নিপরি-
স্তরণ ও অগ্নির উত্তরে প্রয়োজনীয় দ্রব্য দক্ষিণাদিক্রমে স্থাপন
করিবেন। যথা—পবিত্রচ্ছেদন সকল, দুইটী পবিত্র,
প্রোক্ষণীপাত্র, আজ্যস্থালী, ছয়টী সম্মার্জনকুশ, ত্রয়োদশ,
উপষমনকুশ, প্রাদেশপ্রমাণ তিনটী সমিধ, ঋব, আজ্য,
তণ্ডুল ও ব্রহ্মদক্ষিণা। এতদ্ব্যতীত অভিষেকার্থ আত্রপল্লবাস্য
উদকপূর্ণ কুন্ত, শূৰ্পস্থিত শমীপত্রমিশ্রিত লাজ, শিলা, শিলা-
পুত্র, (লোড়া), লোহিতবর্ণ বলীবর্দচর্ম্ম এই সমস্ত রাখিবে।
তৎপরে পূৰ্ণসংগৃহীত পবিত্রচ্ছেদন কুশ দ্বারা প্রাদেশপ্রমাণ
কুশচ্ছেদন পূর্বক প্রোক্ষণীপাত্রে অর্পণ হইতে অগ্নি পর্য্যক্ষণ

পয়প্রোক্ষণীজলেন প্রোক্ষণীপাত্রং অত্ৰানি চ পাত্রাণি সংপ্রোক্ষ্য
 প্রণীতাদক্ষিণেহসঞ্চরে প্রোক্ষণীপাত্রং স্থাপয়েৎ । আজ্যস্থালী-
 মাস্ত্রসমুখমানীয় পূৰ্ণাসাদিতমাজ্যং তস্যাং নিরূপ্য চতুৰ্থাং চক্ৰ-
 স্থালাং প্রণীতোদকং দত্ত্বা মোদকচরৌ আসদিততণ্ডুলাংশ্চ দত্ত্বা
 আজ্যমগ্নেদক্ষিণেহবিপ্রিয়েৎ । পর্য্যগ্নিকরণায় জলদগ্নিঃ গৃহীত্বা
 ত্রিশানকোণাদারভ্য দক্ষিণাবৰ্ত্তেনাজ্যস্থালীং চক্ৰঞ্চ ত্রিঃ পরি-
 বেষ্ট্য তমগ্নিঃ তত্রৈবাগ্নৌ ক্ষিপেৎ । ততঃ পূৰ্ণাসাদিতং স্ৰবং
 গৃহীত্বা অধোমুখমগ্নৌ প্রতপ্য চক্ৰঞ্চ তদন্তরে আসাদিতং সম্বার্জন-
 কুশেন মূলাদগ্রঃ পুনরগ্রান্মূলং যাবৎ সংযজ্য সম্বার্জনকুশং পরি-
 ত্যজ্য প্রণীতোদকেনাভ্যক্ষ্য পুনস্তত্রৈব স্ৰবং প্রতপ্য প্রোক্ষণ্য-
 ত্তরে স্থাপয়েৎ । ততঃ আজ্যস্থালীমাস্ত্রসমুখে চক্ৰঞ্চ তদন্তরে
 অবতীৰ্য্য প্রোক্ষণীপাত্রস্থং পবিত্রং গৃহীত্বা আজ্যস্য কিঞ্চিদুত্তো-
 লনরূপনুৎপবনং কৃত্বা আজ্যমবেক্ষেৎ । প্রোক্ষণীজলঞ্চ তং
 পবিত্রং তত্রৈব স্থাপয়িত্বা উপযমনকুশান্ বামহস্তেন গৃহীত্বা
 পূৰ্ণাসাদিতসমিভ্রয়মুত্তিষ্ঠন্নগ্নৌ প্রক্ষিপ্য উপবিষ্ট প্রোক্ষণী-
 পাত্রস্থং সপবিত্রং জলং গৃহীত্বা তজ্জলেনেশানাদিতৌ দক্ষিণা-
 বৰ্ত্তেনাগ্নিঃ পর্য্যক্ষেৎ । ওঁ এবো হি দেবঃ প্রদিশোহু সৰ্ব্বাঃ
 পূৰ্ণোহজাতঃ ষড়্গৰ্ভেহন্তঃ স এব জাতঃ স জনিধ্যমানঃ প্রত্য-
 ঙ্গনাস্তিষ্ঠতি সৰ্ব্বতোমুখঃ । ইতি মন্ত্রেণ সমুখীকরণং । ততঃ
 পবিত্রং প্রণীতায়্যং নিধায় প্রোক্ষণীপাত্রং সংশ্রবার্থমগ্নেকত্তরে
 স্থাপয়েৎ । ততো যজমানোহম্বারস্তপূৰ্ব্বকং স্ৰবং গৃহীত্বা আজ্যো-

পর্য্যস্ত এবং "ওঁ এবো হি দেবঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে সমুখীকরণ সমস্ত
 বর্ণানিয়মে সম্পাদন করিবেন । তদনন্তর প্রণীতাতে পবিত্র

নাঘাৰাবাজ্যভাগে জুহুয়াং । তদ্বাঘারো ওঁ প্রজাপত্যে স্বাহা ।
 ইদং প্রজাপত্যে । ইতি দেবতোদ্যেণং কৃতা তুষ্ণীং জুহুয়াং ।
 হুতা হুতা ঋবলয়ং হবিশেষং প্রাশনার্থমগ্নেধুত্বরে স্থাপয়েৎ । ওঁ
 ইন্দ্রায় স্বাহা ইদমিন্দ্রায় । ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা ইদমগ্নয়ে । ওঁ
 সোমায় স্বাহা ইদং সোমায় । ততঃ প্রকৃতং কৰ্ম । আজ্যে
 নৈব রাষ্ট্রক্কেদমঃ । দ্বাদশ মন্ত্রা যথা । ওঁ ঋতাবাড্ ঋতধামাগ্নি-
 গন্ধৰ্ব্বঃ স ন ইদং ব্রহ্ম ক্ষেত্রং পাতু তস্মৈ স্বাহা বাট্ । ইদমৃতা-
 বাহে ঋতধামেহগ্নয়ে গন্ধৰ্ব্বায় ॥ ১ ॥ ওঁ ঋতাবাড্ তধামাগ্নি-
 গন্ধৰ্ব্বঃ তন্ত্রৌষধয়োহপ্সরসো মুদোনাম তাভ্যঃ স্বাহা । ইদ-
 মোষধিভ্যোহপ্সরোভ্যো মুদেভ্যঃ ॥ ২ ॥ ওঁ সংহিতো বিশ্বসামা
 সুর্য্যো গন্ধৰ্ব্বঃ স ন ইদং ব্রহ্ম ক্ষেত্রং পাতু তস্মৈ স্বাহা বাট্ ।
 ইদং সংহিতায় বিশ্বসামে সুর্য্যায় গন্ধৰ্ব্বায় ॥ ৩ ॥ ওঁ সংহিতো
 বিশ্বসামা সুর্য্যো গন্ধৰ্ব্বঃ তন্ত্র মরীচয়োহপ্সরস আয়ুবো নাম
 তাভ্যঃ স্বাহা । ইদং মরীচিভ্যোহপ্সরোভ্যো আয়ুর্ভ্যঃ ॥ ৪ ॥ ওঁ
 সূক্ষ্ময়ঃ সুর্য্যারশ্মিচন্দ্রমা গন্ধৰ্ব্বঃ স ন ইদং ব্রহ্ম ক্ষেত্রং পাতু
 তস্মৈ স্বাহা বাট্ । ইদং সূক্ষ্মায় সুর্য্যারশ্ময়ে চন্দ্রমসে গন্ধৰ্ব্বায় ॥ ৫ ॥
 ওঁ সূক্ষ্ময়ঃ সুর্য্যারশ্মিচন্দ্রমা গন্ধৰ্ব্বঃ তন্ত্র নক্ষত্রাণ্যপ্সরসো
 ভেকুরয়ো নাম তাভ্যঃ স্বাহা । ইদং নক্ষত্রেভ্যোহপ্সরোভ্যো
 ভেকুরিভ্যঃ ॥ ৬ ॥ ওঁ ইষিরো বিশ্বব্যচা বাতো গন্ধৰ্ব্বঃ স ন

রাখিয়া সংশ্রবার্থ প্রোক্ষণীপাত্র অগ্নির উত্তরে স্থাপন করিবে ।
 পরে বজ্রমান অঘারন্ত পূর্বক ঋব লইয়া আজ্য দ্বারা মূলের
 লিখিত নিয়মে আঘারাজ্যভাগ হোম করিয়া প্রকৃত কৰ্ম
 করিবেন । “ওঁ ঋতাবাড্” ইত্যাদি দ্বাদশ মন্ত্রে আজ্য দ্বারা

ইদং ব্রহ্ম ক্ষেত্রং পাতু তস্মৈ স্বাহা বাট্ । ইদমিধিরায় বিশ্বব্যাচসে
 বাতায় গন্ধর্ব্বায় ॥ ৭ ॥ ওঁ ইধিরো বিশ্বব্যাচা বাতো গন্ধর্ব্বঃ
 তস্যাপ্সরস উর্জ্জো নাম তাভ্যঃ স্বাহা । ইদমভ্যোহপ্সরোভ্য
 উর্জ্জোভ্যঃ ॥ ৮ ॥ ওঁ ভূভূত্যাঃ সুপর্ণো যজ্ঞো গন্ধর্ব্বঃ স ন ইদং
 ব্রহ্ম ক্ষেত্রং পাতু তস্মৈ স্বাহা বাট্ । ইদং ভূভূত্যাং সুপর্ণায় যজ্ঞায়
 গন্ধর্ব্বায় ॥ ৯ ॥ ওঁ ভূভূত্যাঃ সুপর্ণো যজ্ঞো গন্ধর্ব্বঃ তস্ত দক্ষিণা
 অপ্সরসস্তাবা নাম তাভ্যঃ স্বাহা । ইদং দক্ষিণাভ্যোহপ্সরো-
 ভ্যস্তাবাভ্যঃ ॥ ১০ ॥ ওঁ প্রজাপতির্কিঞ্চকর্ম্মা মনো গন্ধর্ব্বঃ স ন
 ইদং ব্রহ্ম ক্ষেত্রং পাতু তস্মৈ স্বাহা বাট্ । ইদং প্রজাপত্যে
 বিশ্বকর্মে মনসে গন্ধর্ব্বায় ॥ ১১ ॥ ওঁ প্রজাপতির্কিঞ্চকর্ম্মা মনো
 গন্ধর্ব্বঃ তস্ত ঋক্সামান্ত্রপ্সরস এষ্টমো নাম তাভ্যঃ স্বাহা ।
 ইদমৃক্সামভ্যোহপ্সরোভ্যঃ এষ্টমোভ্যঃ ॥ ১২ ॥ ততো জয়াহোমঃ ।
 ওঁ চিত্তঞ্চ স্বাহা । ইদং চিত্তায় । ওঁ চিত্তিচ স্বাহা । ইদং
 চিত্তৈ । ওঁ আকৃতঞ্চ স্বাহা । ইদমাকৃতায় । ওঁ আকৃতিচ
 স্বাহা । ইদমাকৃতয়ে । ওঁ আহুতিচ স্বাহা । ইদমাহুতৈ । ওঁ
 বিজ্ঞাতঞ্চ স্বাহা । ইদং বিজ্ঞাতায় । ওঁ মনশ্চ স্বাহা । ইদং
 মনসে । ওঁ শকরৌ চ স্বাহা । ইদং শকর্যৌ । ওঁ দর্শশ্চ স্বাহা ।
 ইদং দর্শায় । ওঁ পৌর্ণমাসশ্চ স্বাহা । ইদং পৌর্ণমাসায় । ওঁ
 বৃহচ্চ স্বাহা । ইদং বৃহতে । ওঁ রথন্তরঞ্চ স্বাহা । ইদং রথন্ত-
 রায় । ওঁ প্রজাপতির্জ্ঞানিত্রায় বৃক্ষে প্রাঘচ্ছগ্রঃ পৃথনা
 জয়েষু । তস্মৈ বিশঃ সমনমন্ত সর্বাঃ স উগ্রঃ স ই ইবো বভূব
 স্বাহা । ইদং প্রজাপত্যে জ্ঞানানামধিপত্যে । অথাষ্টাদশাহতিঃ ।

রাষ্ট্রকোষে ক্রিয়তে হয় । তৎপরে “ওঁ চিত্তঞ্চ স্বাহা” ইত্যাদি

ওঁ অগ্নিভূতানামধিপতিঃ স মাবহুস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্ ক্ষেত্রেহশ্বামা-
 শিষ্যস্যাং পুরোধায়ামস্মিন্ কৰ্ম্মণ্যস্তাং দেবহুত্যাং স্বাহা । ইদমগ্নয়ে
 ভূতানামধিপতয়ে । ওঁ ইন্দ্রে জ্যেষ্ঠানামধিপতিঃ স মাবহুস্মিন্
 ব্রহ্মণ্যস্মিন্ ক্ষেত্রেহস্যামাশিষ্যস্যাং পুরোধায়ামস্মিন্ কৰ্ম্মণ্যস্যাং
 দেবহুত্যাং স্বাহা । ইদমিন্দ্রায় জ্যেষ্ঠানামধিপতয়ে । ওঁ যমঃ
 পৃথিব্যা অধিপতিঃ স মাবহুস্মিন্‌তিত্যাদি । ইদং যমায় পৃথিব্যা
 অধিপতয়ে । ওঁ বায়ুরন্তরীক্ষস্যধিপতিরিতিত্যাদি । ইদং বায়বে
 অন্তরীক্ষশ্বাধিপতয়ে । ওঁ সূর্য্যো দিবোহধিপতিঃ স মাবহুস্মিন্-
 ন্নিত্যাদি । ইদং সূর্য্যায় দিবোহধিপতয়ে । ওঁ চন্দ্রমা নক্ষত্রা-
 গামধিপতিঃ স মাবহুস্মিন্‌তিত্যাদি । ইদং চন্দ্রমসে নক্ষত্রাণামধি-
 পতয়ে । ওঁ বৃহস্পতিব্রহ্মণোহধিপতিরিতিত্যাদি । ইদং বৃহ-
 স্পতয়ে ব্রহ্মণোহধিপতয়ে । ওঁ মিত্রঃ সত্যানামধিপতিঃ স মাবহু-
 স্মিন্‌তিত্যাদি । ইদং মিত্রায় সত্যানামধিপতয়ে । ওঁ বরুণোহ-
 পামধিপতিঃ স মাবহুস্মিন্‌তিত্যাদি । ইদং বরুণায় অপামধিপতয়ে ।
 ওঁ সমুদ্রঃ স্রোতসামধিপতিঃ স মাবহুস্মিন্‌তিত্যাদি । ইদং সমু-
 দ্রায় স্রোতসামধিপতয়ে । ওঁ অন্নং সাত্বাজ্যানামধিপতিঃ স মাবহু-
 স্মিন্‌তিত্যাদি । ইদমন্নায় সাত্বাজ্যানামধিপতয়ে । ওঁ সোম
 ওষধীনামধিপতিঃ স মাবহুস্মিন্‌তিত্যাদি । ইদং সোমায় ওষধী-
 নামধিপতয়ে । ওঁ সবিতা প্রসবানামধিপতিঃ স মাবহুস্মিন্‌তি-
 ত্যাদি । ইদং সবিত্রে প্রসবানামধিপতয়ে । ওঁ রুদ্রঃ পশুনাম-
 ধিপতিঃ স মাবহুস্মিন্‌তিত্যাদি । ইদং রুদ্রায় পশুনামধিপতয়ে ।
 ওঁ ঋষ্টী রূপাণামধিপতিঃ স মাবহুস্মিন্‌তিত্যাদি । ইদং ঋষ্ট্রে

মন্ত্রে জয়াহোম করিবে । পরে “ওঁ অগ্নিভূতানামধিপতিঃ”

রূপাণামধিপত্যে । ওঁ বিষ্ণুঃ পৰ্বতানামধিপতিঃ স মাভবত্স্মি-
 রিত্যাদি । ইদং বিষ্ণবে পৰ্বতানামধিপত্যে । ওঁ মরুতো
 গণানামধিপত্যঃ তে মাভবত্স্মি রিত্যাদি । ইদং মরুত্যা গণানাম-
 ধিপতিভ্যঃ । ওঁ পিতরঃ পিতামহাঃ পরাংস্বরে ততস্তাতাম-
 হান্তে ইহ মামবত্স্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্ ক্ষেত্রেহস্তামাশিষ্যাসাং পুরো-
 ধারামস্মিন্ দেবহুত্যাং স্বাহা । ইদং পিতৃভ্যঃ পিতামহেভ্যঃ
 পরভ্যোহবরেভ্যস্তাতামহেভ্যঃ । তত উদকোপস্পর্শনং কৃত্বা ওঁ
 অগ্নিরৈতু প্রথমো দেবতানাং সোহসৈ্য প্রজাং মুঞ্চতু মৃত্যুপাশাং ।
 তদয়ং রাজা বরুণোহমুমত্তাং যথেষং স্ত্রী পৌত্রমঘনং রোদাং
 স্বাহা । ইদমগ্নয়ে । ওঁ ইমামগ্নিস্থায়তাং গার্হপত্যঃ প্রজামসৈ্য
 নয়তু দীর্ঘমাযুঃ । অশূতোপস্থা জীবতামস্ত মাতা পৌত্রমানন্দ-
 মভিবুধ্যত্যা মিস্যং স্বাহা । ওঁ স্বস্তি নোহগ্নে দিবা পৃথিব্যা বিশ্বানি
 ধেহুযথা যজত্ৰ । যদম্যাং মহি দিবি জাতং প্রশস্তং তস্মদাস্মিন্
 দ্রবিণং ধেহি চিত্রং স্বাহা । ইদং বৈবস্বতায় । ওঁ পরং মৃত্যোহ-
 নুপরেহি পস্থাং যন্তেহু ইতরো দেবযানাস্তক্ষতে শৃণুতে তে
 ব্রবীমি মা নঃ প্রজাং রীরিষো মোত বীরান্ স্বাহা । ইদং মৃত্যবে ।
 ততঃ কুমার্যা ভ্রাতা শমীপত্রমিশ্রিতান্ লাজান্ শূৰ্পএব চতুর্ধা
 বিভজ্য বরগৃহীতকন্যাঞ্জলৌ ঘৃতক্ষবেণোপস্তরণং দত্ত্বা শূৰ্পস্থ-
 মেকলাজভাগং কুমার্যা অঞ্জলৌ দত্ত্বা পুনস্তথৈব ঘৃতং

ইত্যাদি মন্ত্রে অষ্টাদশ আহুতি প্রদান করিতে হয় । অনন্তর
 কুমারীর ভ্রাতা শমীপত্রমিশ্রিত লাজ শূৰ্পে চতুর্ধা ভাগ করিয়া
 বরগৃহীত কন্যাঞ্জলিতে ঘৃতক্ষব সহ উপস্তরণ দিয়া শূৰ্পস্থ
 একভাগ লাজ কুমারীর অঞ্জলিতে প্রদান করত পুনর্বার ঘৃত-

ক্রবণাভিঘারয়েৎ । ততঃ পত্যা সহ উথায় তথৈব তানঞ্জলিস্থান্
লাজান্ বারদ্রয়মেব বরণে পঠিতে মন্ত্রে জুহোতি । ওঁ অর্য্যমণং
দেবং কন্তাগ্নিমযক্ষত স নেহর্য্যমা দেবঃ প্রেতো মুঞ্চতু মা
পতেঃ স্বাহা । ইদমর্য্যয়ে । ইতি হুতা কন্তায়াঃ সান্মুষ্ঠং হস্তং
দক্ষিণহস্তেন গৃহ্নাতি বরঃ । ওঁ গৃভ্রামি তে সৌভগহায় হস্তং ময়া
পত্যা জরদষ্টর্য্যাসঃ । ভগোহর্য্যমা দেবঃ সবিতা পুরক্ষি ন্মহং
ভার্গুর্গার্হিপত্যায় দেবাঃ । অমোহমস্মি সা ত্বং সা ত্বমশ্রু সোহং সামা-
হমস্মি ঋক্ ত্বং দ্যৌরহং পৃথিবী ত্বং তাবেহি বিবহাবতৈ সহ রেতো
দধাবতৈ । প্রজাং প্রজনয়াবতৈ পুত্রান্ বিন্দ্যাবতৈ বহুংস্তে সন্ত
জরদষ্টয়ঃ । সংপ্রিয়ৌ রোচিষু সূমনশ্চমানৌ । পশ্চেম শরদঃ শতং
ক্রীবেম শরদঃ শতং শৃণুয়াম শরদঃ শতং । ততো বরোহগ্নেকৃতরে
শিলায়াং দক্ষিণপাদেনারোহয়তি । ওঁ আরোহেমমশ্মানমশ্বেব
ত্বং স্থিরা ভব । অভিতিষ্ঠ পৃতন্ততোহববোধস্ব পৃতনায়তঃ । কন্যাং
শিলায়ামুখ্যাপ্য গাথাং গায়তি বরঃ । ওঁ সরস্বতি প্রেদমব স্তভগে
বাজিনীবতী । যাং ত্বা বিশ্বস্ত ভূতস প্রগয়ামশ্রাগ্রতঃ । যস্তাং ভূতং
সমভবদ্ব্যস্যাং বিশ্বমিদং জগৎ । তামদ্য গাথাং গাস্যামি যা

ক্রব দ্বারা পূর্ববৎ হোম করিবে । পরে কন্তা পতি সহ উঠিয়া
সেই অঞ্জলি স্থ লাঙ্গ দ্বারা হোম করিবে এবং বর “ওঁ অর্য্যমণং”
ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবেন । পরে বর “ওঁ গৃভ্রামি তে” ইত্যাদি
মন্ত্র পাঠ করত কন্তার সান্মুষ্ঠ হস্ত স্বীয় দক্ষিণ হস্ত দ্বারা গ্রহণ
করিবেন । তৎপরে বর অগ্নির উত্তরে দক্ষিণপদ প্রক্ষেপ
পূর্ব্বক শিলাতে আরোহণ করিবেন । “ওঁ আরোহেম” ইত্যাদি
মন্ত্র পাঠ করত আরোহণ করিতে হয় । তদনন্তর বর কন্তাকে

জীণামুত্তমং বশঃ। ততঃ সবধূকো বরোহগ্নিপ্রদক্ষিণীকূর্সন্ পঠেৎ
 ওঁ তুভ্যমগ্রে পর্যাবহৎ সূর্য্যাং বহতু না সহ। পুনঃ পতিভ্যো
 জায়াং দাগ্রে প্রজয়া সহ। পুনঃ কুমার্যা ভ্রাতা লাজান্ অঞ্জলৌ
 দত্ত্বা পুনস্তথৈব স্নাতক্ষবেণাভিঘারয়েৎ। ওঁ ইয়ং নার্যুপত্রতে
 লাজানাবপ্তিক। আয়ুয়ানস্ত মে পতিরেষন্তঃ জাতয়ো মম
 স্বাহা। ইদমগ্নয়ে ॥ ২ ॥ পূর্বলিখিতমন্ত্রেণ পাণিগ্রহণশিলারো-
 হণাগ্নি প্রদক্ষিণং কৃত্বা পুনর্জুহুয়াৎ। ওঁ ইমান্ লাজানাবপাম্যগ্নৌ
 সমৃদ্ধিকরণান্তব। মম তুভ্য চ সংবদনং তদগ্নিরম্মন্যাতামিযং
 স্বাহা ॥ ৩ ॥ পূর্বমন্ত্রেণ পাণিগ্রহণশিলারোহণাগ্নি প্রদক্ষিণং কৃত্বা
 চতুর্থলাজভাগঃ শূৰ্পকোণেনৈব জুহোতি। ওঁ ভগায় স্বাহা।
 ইদং ভগায়। হুত্বা হুত্বা ব্রহ্মণোহস্বারস্তপূর্বকং আজ্যোতেনৈব
 প্রাজাপত্যহোমঃ। ওঁ প্রজাপত্যয়ে স্বাহা। ইদং প্রজাপত্যয়ে।
 ওঁ অগ্নয়ে স্টিষ্টিকৃতে স্বাহা। ইদমগ্নয়ে স্টিষ্টিকৃতে। অথো-
 তরং সপ্তমগুলিকাং কৃত্বা তা একৈকশঃ কন্যায়াদক্ষিণচরণমগ্রে

শিলায় উত্থাপিত করিয়া “ওঁ সরস্বতি প্রেদ” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ
 করিবেন। পরে বধু ও বর উভয়ে অগ্নি প্রদক্ষিণ করিতে
 করিতে “ওঁ তুভ্যমগ্রে” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবেন। অনন্তর
 পুনরায় কুমারীর ভ্রাতা অঞ্জলিতে লাজ দিয়া পুনর্বার পূর্ব-
 বৎ স্নাতক্ষবে দ্বারা “ওঁ ইয়ং নার্যুপত্রতে” ইত্যাদি মন্ত্রে হোম
 করাইবেন। পরে পূর্বলিখিত মন্ত্রে পাণিগ্রহণশিলারোহণ ও
 অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়া চতুর্থলাজভাগ শূৰ্পকোণযোগে হোম
 করিবেন। “ওঁ ভগায় স্বাহা” ইত্যাদি মন্ত্রে হোম করিতে হয়
 এবং অস্বারস্ত পূর্বক আজ্য দ্বারা “ওঁ প্রজাপত্যয়ে স্বাহা”

দাপয়তোতির্ঘ্নৈঃ । একমিষে বিষ্ণুত্বাং নয়তু । ওঁ বে উর্জ্জৈ
বিষ্ণুত্বাং নয়তু । ওঁ ত্রাণি রায়পোষায় বিষ্ণুত্বাং নয়তু । ওঁ
চক্ষারি মায়োভবায় বিষ্ণুত্বাং নয়তু । পঞ্চ পণ্ডিত্যো বিষ্ণুত্বাং
নয়তু । ওঁ ষড়্ ত্বাং নয়তু । ওঁ সখে সপ্তপদোভব সামামনুভ্রতা তব
বিষ্ণুত্বাং নয়তু । ততো মিত্রহস্তস্থিতকলসজ্বলেন বধুমতিষিক্ণতি
বরঃ । ওঁ আপঃ শিবাঃ শিবতমাঃ শাস্তাঃ শান্ততমাঃ তাস্তে
কৃণুত্ব ভেষজং । ওঁ আপো হি ঠা ইত্যাদিভির্ঘ্নৈঃ । অথৈনান্
স্বর্য়ামুদাকরতি প্রেষামুক্তা । ওঁ তচ্চক্ষুর্দেবহিতং পুরস্তাচ্ছক্রমু-
চ্চরং । পশ্চেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতং শৃণুয়াম শরদঃ
শতং । অনেন মন্ত্রেণ । অথাস্যা দক্ষিণস্কন্ধাসক্তহস্তেন হৃদয়ং
স্পৃষ্ট্বা জপতি । ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধামি মম চিত্তমহুচিহ্ন-
স্তেহস্ত । মম বাচমেকমনা জুব্বয় প্রজাপতিত্বা । নিয়ুনক্তু মহং ।
অথৈনামতিমন্ত্রেণ । ওঁ সূমঙ্গলীরিয়ং বধুরিমাং সমেত পশুত
সৌভাগ্যমন্যৈ হৃদ্বা বধাস্তাং বিপরেতন ইতি । ততো বরোহ-

ইত্যাদি মন্ত্রে প্রাজাপত্য হোম করিবেন । তদনন্তর সপ্তমগুলিকা
করিয়া এক এক ক্রমে “একমিষে বিষ্ণুত্বাং নয়তু” ইত্যাদি
মন্ত্রে কন্ডার দক্ষিণ পদ ক্ষেপণ করাইবেন । পরে বর মিত্রহস্তস্থ
কলসোদক দ্বারা “ওঁ আপঃ শিবাঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে বধুকে অতি-
থেষ্ট করিবেন । তৎপরে “ওঁ তচ্চক্ষুর্দেবহিতং” ইত্যাদি মন্ত্রে
বধুকে স্বর্য়-দর্শন করাইতে হয় । পরে বর কন্ডার দক্ষিণস্কন্ধা-
সক্ত দ্বীর হস্ত দ্বারা তদীয় হৃদয় স্পর্শ পূর্বক “ওঁ মম ব্রতে
তে হৃদয়ং” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবেন । তদনন্তর “ওঁ সূমঙ্গ-
লীরিয়ং” ইত্যাদি মন্ত্রে কন্ডাকে অভিমন্ত্রিত করিতে হয় । পরে

গুরুত্তরে বস্ত্রাদিনা স্তম্ভস্থানে লোহিতচন্দ্রশি কশিচৎ সমর্থঃ
 পুরুষঃ কন্যামুপবেশয়তি । বরশ্চ তত্রোপবিষ্টা পঠতি । ওঁ ইহ
 গাবো নিষীদন্ত্বাহা ইহ পুরুষাঃ । ইহ সহস্রদক্ষিণো যজ্ঞ ইহ
 পুষ্ণা নিষীদতু । ততঃ স্থিষ্টিকৃদ্ধোমঃ । ওঁ অগ্নয়ে স্থিষ্টিকৃতে । তত
 আচম্য । ঐবমীকৃত ইতি প্রৈষ্যমুক্তা বধুঃ ঐবং নিরীক্ষয়েৎ ।
 ওঁ ঐবমসি ঐবং স্বা পশ্যামি ঐবৈধি পোষ্যামসি মহ্যং ।
 তাদাহুঃ সম্পতিস্ময়া পত্যা প্রজাবতী সংজীব শরদঃ শতং । ইত্যানেন
 মন্ত্রেণ । সা যদি ন পশ্বেদপি পশ্যামীতি ক্রিয়াৎ । অথ যদি
 দিবা বিবাহস্তদা শেষাদিকং কৃত্বা এব রাত্রৌ ঐবদর্শনং কারয়ি-
 তব্যং । ততো বিবাহদিনাৎ প্রভৃতি ত্রিরাত্রমক্ষারলবণাশিনৌ
 স্যাতাং অধঃ শরীয়াতাক্ষ ।

ততঃ চতুর্থীহোমঃ । তত্র শিখিনামানমগ্নিঃ সংস্থাপ্য প্রকৃত-
 কন্দারস্তে মহাব্যহতিহোমং কুৰ্য্যাৎ । তত্র আজ্যেন পঞ্চাহতীজু-

কোন ব্যক্তি অগ্নির উত্তরে বস্ত্রাদি দ্বারা স্তম্ভ স্থানে লোহিত-
 চন্দ্রোপরি কত্নাকে উপবেশন করাইলে বরও তথায় উপবিষ্ট
 হইয়া “ওঁ ইহ গাবো” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবেন । তৎপরে
 বর স্থিষ্টিকৃদ্ধোম করিয়া আচমন পূর্বক “ও ঐবমসি” ইত্যাদি
 মন্ত্রে কত্নাকে ঐব দর্শন করাইবেন । বধুও “দেখিলাম” এই
 কথা বলিবে । দিবা বিবাহ হইলে সমস্ত কৰ্ম্ম শেষ করিয়া
 রাত্রিকালে ঐব দেখাইতে হয় । পরে বিবাহদিনাবধি তিন
 রাত্রি বর ও বধু উভয়ে অক্ষারলবণ ভোজন ও ভূমিশয়ন
 করিবেন ।

অনন্তর চতুর্থীহোম ।—প্রথমতঃ শিখিনামা অগ্নি স্থাপন

হুয়াং ওঁ অগ্নে প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্বা-
নাথকাম উপধাবামি যাস্যৈ পতিব্রী তনুস্তামস্যৈ নাশয় স্বাহা ।
ইদমগ্নয়ে ॥ ১ ॥ হতশেষং জলপাত্রে স্থাপয়েৎ কন্যাভিষেকার্থং ।
ওঁ বায়ো প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্বা-
নাথকাম উপধাবামি যাস্যৈ প্রজাব্রী তনুস্তামস্যৈ নাশয়
স্বাহা । ইদং বায়বে ॥ ২ ॥ ওঁ সূর্য্য প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং
প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যৈ পশুব্রী তনু-
স্তামস্যৈ নাশয় স্বাহা । ইদং সূর্য্যায় ॥ ৩ ॥ ওঁ চন্দ্র প্রায়শ্চিত্তে ত্বং
দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যৈ
গৃহব্রী তনুস্তামস্যৈ নাশয় স্বাহা । ইদং চন্দ্রায় ॥ ৪ ॥ ওঁ গন্ধৰ্ব্ব প্রায়-
শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্বা নাথকাম উপধাবামি
যাস্যৈ যশোব্রী তনুস্তামস্যৈ নাশয় স্বাহা । ইদং গন্ধৰ্ব্বায় ॥ ৫ ॥
ততো যথাবিধি চক্ৰং কৃত্বা । স্থালীপাকস্য জুহোতি । অবদান-
প্রত্যবদানধর্মেণ । ওঁ প্রজাপত্যে স্বাহা । ইদং প্রজাপত্যে ।
ততঃ আহুতিশেষেণ পূৰ্ব্বস্থাপিতেন কণ্ঠাভিষেচনং কুৰ্য্যাৎ । ওঁ যা
তে পতিব্রী প্রজাব্রী পশুব্রী গৃহব্রী যশোব্রী নিন্দিতা তনুজ্জীবয়ীঃ
তত এনাং কৰোমি সা জীৰ্য্য ত্বং ময়া সহাসৌ । অত্র মন্ত্রে এসৌ
ইতি স্থানে সম্বোধনান্তঃ বধূনামাতিদেশঃ ক্রিয়াৎ । ততঃ কন্যায়্যাঃ

পূৰ্ব্বক প্রকৃত কৰ্ম্মারম্ভে মহাব্যাহতি হোম করিবে। “ওঁ অগ্নে
প্রায়শ্চিত্তে ত্বং” ইত্যাদি পাঁচটি মন্ত্রে স্মৃতযোগে পাঁচটি আহুতি
দিতে হয়। পরে যথাবিধি চক্ৰপাক করিয়া যথাবিধি হোম করত
আহুতিশেষ দ্বারা “ওঁ যা তে পতিব্রী” ইত্যাদি মন্ত্রে কণ্ঠাভিষেচন
করিবে। পরে বর “ওঁ প্রাণৈস্তে প্রাণান্” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ

স্থালীপাকপ্রাশনে বরঃ পঠতি । ওঁ প্রাণৈস্তে প্রাণান্ সন্দধাম্য-
 স্থিতিরহীনানি মানসৈর্দ্যাসানি ভৃচা ভৃচং । ততো ব্রাহ্মণোহস্বারম্ভঃ
 স্থালীপাকাদেব গৃহীত্বা ওঁ অগ্নয়ে স্থিষ্টিকৃতে স্বাহা । ইদমগ্নয়ে
 স্থিষ্টিকৃতে । ইতি হুত্বা আজ্যেন মহাব্যাহতিহোমং কুর্ধ্যাৎ । ওঁ
 ভূঃ স্বাহা । ইদং ভূঃ । ওঁ ভুবঃ স্বাহা । ইদং ভুবঃ । ওঁ স্বঃ
 স্বাহা । ইদং স্বঃ । ওঁ ভূভূবঃ স্বঃ স্বাহা । ইদং ভূভূবঃ স্বঃ ।
 ততঃ সর্বপ্রায়শ্চিত্তহোমঃ । সঙ্কল্পং কৃত্বা বিধুনা মানসমগ্নিঃ সংস্থাপ্য
 জুহুয়াৎ । ওঁ তন্মোহগ্নে বরুণস্তা বিদ্বান্ দেবস্তা হেলো অবধাসি
 সীষ্টা । যজিষ্ঠো বহ্নিতমঃ শোভচানো বিশ্বান্দেবান্ প্রমুদ্বঃ সং
 স্বাহা । ইদমগ্নীবরুণাভ্যাং ॥ ১ ॥ ওঁ সত্ত্বমোহগ্নে ব্রহ্মোভবতীনে-
 দিষ্টো অস্তা উষসো ব্যাষ্টো অবর্যক্ষণো বরুণঞ্চ ররাণো ব্রীহি
 মূলীকত্র স্তহবো ন এধি স্বাহা । ইদমগ্নীবরুণাভ্যাং ॥ ২ ॥ ওঁ
 অয়াশ্চাগ্নেহস্তানভিস্তিপাশ্চ সত্যমিথ ময়া অসি । অয়ানো
 যজ্ঞং বহান্তয়ানো ধেহি ভেষজঞ্চ শতক্রতো স্বাহা । ইদমগ্নয়ে ।
 ওঁ যে তে শতং বরুণ যে সহস্রং যজিয়াঃ পাশা বিততা মহান্ত-
 স্তেভিনোহদ্য সবিতোত বিষ্ণুর্বিশ্বে মুঞ্চস্ত মারুতঃ স্বর্কাঃ স্বাহা ।
 ইদং বরুণায় । ওঁ বিষ্ণবে বিশ্বেভ্যো মরুভ্যঃ স্বর্কেভ্যঃ । উহ-
 তমং বরুণপাশমস্মদবাধমং বিমধ্যমঞ্চ শ্রথায় । অথবয়মাদিত্যব্রতে

করিবে । অনস্তর স্থালীপাক হইতে চক্ৰ লইয়া “ওঁ অগ্নয়ে
 স্থিষ্টিকৃতে স্বাহা” মন্ত্রে হোম করতঃ আজ্যদ্বারা যথাযথমন্ত্রে মহা-
 ব্যাহতিহোম করিবেন । পরে সর্বপ্রায়শ্চিত্তহোম করিতে হয় ।
 সংকল্প পূর্বক বিধুনা আগ্নি স্থাপন করিয়া “ওঁ তন্মোহগ্নে”
 ইত্যাদি মন্ত্রে হোম করত প্রায়শ্চিত্তহোম ও আচমন করিবে এবং

তবানাগসোহদিতয়ে শ্রামঃ স্বাহা । ইদমগ্নয়ে । ইতি হুত্বা
প্রায়শ্চিত্তহোমং কৃত্বাচম্য ব্রহ্মণে দক্ষিণাং দদ্যাৎ । অদ্যেত্যাদি
মদীয়বিবাহকৰ্ম্মাপ্তভূতহোমকৰ্ম্মণি ব্রহ্মকৰ্ম্ম প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং
পূৰ্ণপাত্রং তুভ্যমহং সম্প্রদদে । স্বস্তীতি ব্রহ্মা । ততঃ শাস্তিঃ
কৃত্বা শাস্ত্যদকেনাগ্নানং বধূঞ্চাভিষিচ্যাশীৰ্ব্বাদং কৃত্বাচ্ছিদ্রাবধারণং
কুৰ্য্যাৎ ইতি । অধঃ শয়ায়াতাং । সম্বৎসরং ন মৈথুনমুপে-
য়াতাং অশক্তৌ দ্বাদশরাত্রং ত্রিরাত্রং বা । ঔ তৎপত্নীভিরহুগচ্ছেম
দেবাঃ পুত্রৈব্রাহ্মভিক্রত বা হিরণ্যেনাকং গৃভ্রানাঃ স্কৃতস্য
লোকে তৃতীয়ে পৃষ্ঠৈহধিরোচনে দিবঃ ॥ ইতি ষজুর্বেদীয়বিবাহ-
পদ্ধতিঃ ॥ * ॥

ইতি ষজুর্বেদীয়দশসংস্কারাঃ ।

ব্রহ্মদক্ষিণা দিবে । “ঔ অদ্যেত্যাদি” বাক্যে দক্ষিণা দিলে ব্রহ্মাও
“স্বস্তি” বলিয়া শাস্তিকৰ্ম্ম, শাস্তিজল দ্বারা আত্মা ও বধূকে
অভিষেক, আশীৰ্ব্বাদ প্রভৃতি করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবেন ।
তদনন্তর বর ও বধু ভূমিশয়ন করিবে । এই সময় হইতে
সম্বৎসর অথবা অশক্ত হইলে দ্বাদশ বা ত্রিরাত্র মৈথুনত্যাগ
করিবে ।

ইতি ষজুর্বেদীয়-বিবাহপদ্ধতি ।

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

ঋগ্বেদীয়-

দশসংস্কারাঃ ।

গর্ভাধানং ।

ষোড়শদিনাভ্যন্তরে জ্যোতিঃশাস্ত্রোক্তনক্ষত্রে পুংগুকৃতঃ
পতিরলঙ্কৃতাং পত্নাং শয্যমানীয তস্মা সহ স্নুথোপবিষ্টঃ জীববৎ-
সাসধবাস্ত্রাপিষ্টশুকশিষ্মারসেন পত্ন্যা দক্ষিণনাসাপুটে ব্যাকুলশ্চ
বক্ষ্যমাণমস্ত্রাভ্যাং দদ্যাৎ । উদার্কাত ইতি মন্ত্রব্রহ্মস্যা সূর্যাসা-
বিত্রাঋষিঃ সূর্যাসাবিত্রা দেবতা ত্রিষ্টুপ্ছন্দো নশ্বদানে বিনি-
য়োগঃ । ওঁ উদার্কাতঃ পতিবতী হেধা নসনসা গীর্ভিঃ ফলং ।
অগ্নামিছপিতৃষদং ত্যক্তাং স তে ভাগো জহুধা তস্ত বিদ্ধি ।
ওঁ উদার্কাতো বিশ্বাবসো নমসেনামহেষা । অগ্নামিছপ্রকব্যাং
সংজায়াং পত্ন্যা সৃজ স্বাহা । ওঁ গন্ধকস্তু বিশ্ববসোমুখমাসিঃ ।
ইতাপস্পৃশেৎ । ষিষ্কুযোনিমিতি মন্ত্রস্য বশিষ্ঠঋষির্লিঙ্গোক্তা

ঋতু হইতে ষোড়শদিনভ্যন্তরে জ্যোতিঃশাস্ত্রোক্ত নক্ষত্রে
পতি অলঙ্কৃতা পত্নীকে শয্যায় আনিয়া তৎসহ স্নুথে
উপবেশন পুঙ্কক জীববৎসা সধবা স্ত্রী কর্তৃক পেষিত শুকশিষ্মা-

দেবতানুষ্ঠুপ্ ছন্দো যোনিবিকাশে বিনিয়োগঃ । ওঁ বিষ্ণুর্ঘোনিং
কল্পয়তু ষষ্ঠী রূপাণি পিণ্ডতু । আসিদ্ধতু প্রজ্ঞাপতির্ধাতা গর্ভং
দধাতু তে স্বাহা । ইতি দ্বারং বিদারয়েৎ । তৎ পৃষমিতি
মন্ত্রস্য সূর্য্যাসাবিত্রীঋষিঃ সূর্য্যাসাবিত্রী দেবতে পংক্তিচ্ছন্দঃ পত্নী-
গমনে বিনিয়োগঃ । ওঁ তৎ পৃষজ্জিবতমাসে বয়স্বয়স্যাং বীজং ।
মনুষ্যা আবপন্তি যাব উরু উষতী বিশ্রয়াতে বস্যামুষন্তঃ প্রহরাম
শেষঃ । ইতি পঠিত্বা গৃচ্ছেৎ । কত্মামিতিস্থানে পত্ন্যা নাম
কর্তব্যং । রেতঃপাতাবসরে হে অমুকে প্রাণে তে রেতো
দধামি ইতি পঠেৎ । সমাপ্তেহনুগ্রীণয়েৎ । ওঁ ভূরগ্নিগর্ভা যথা
দ্যৌরिति মন্ত্রেণ গর্ভিণী । বায়ুর্যথা দিশাং গর্ভং এবং গর্ভং
দধামি তে । ইতি ভগালম্বনং । ওঁ আপ ইত্বা উভেবজীরাপো-
হমাং বচাতনীঃ । আপঃ সর্বস্য ভৈবজীন্ততে কৃণুন্ত ভেবজং
ইত্যুপস্থং প্রক্ষালয়েৎ । হস্তাভ্যাং দশশাখাভ্যাং জিহ্বাবচঃ পুরো
গতিঃ । অনায় ইত্যাভাভ্যাং ত্রোপস্পৃশামসি । অনেন ঘোনিং
প্রক্ষালয়েৎ । ততো হস্তৌ পাদৌ প্রক্ষাল্য দ্বিরাচম্য ওঁ সূর্য্যো
নো দিবস্পতে বাতো নোহন্তরীক্ষাং । অগ্নিনঃ পার্থিবেত্যঃ যো
মা সবির্ঘ্যাস্য হেতবঃ শতং গবাং । অহতি পাহি নো বিদ্যুতঃ
পতন্ত্যাঃ । চক্ষুনো দেবঃ সবিতা চক্ষুন উত পর্বতঃ । চক্ষুর্ধাতা
দধাতু নশ্চক্ষুনো য়েহি চক্ষুষো চক্ষুর্বীক্ষে তনুভ্যাঃ সবেদং বহ

রস পত্নীর দক্ষিণনাসাপুটে প্রদান করিবেন । “ওঁ উদীর্কাত”
ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় পাঠ পূর্বক নাসাপুটে দিতে হয় । তদনন্তর “ওঁ
বিষ্ণুর্ঘোনিং” ও “ওঁ তৎ পৃষন্” ইত্যাদি মন্ত্রে যথানিয়মে পত্নীতে
উপগত হইবে । শয়নকালে “হে অমুকে প্রাণে” ইত্যাদি এবং

পশ্চেম । অসংদংশং ত্বা বয়ং প্রতিপশ্চেম সূর্য্যবিপশ্চেমহু চক্ষুষে ।
 ইতি কৃত্যঞ্জলিঃ সূর্য্যমুপস্থার্যাগ্নেরূপস্থানং কুণ্ডাং । ওঁ বধেন
 দম্ব্যং প্রহিতা বয়স্ববয়ঃ কৃদ্বানিস্তদেদ্বাটৈর । পিপার্ষি যং সচশ্রং
 পুত্রদেবাসোগ্নে পাহি নৃত্বাজে অস্বান্ । বয়ন্তে অগ্ন উবৈর্কিধেম
 বয়ং হব্যাঃ প্রাকৃত্তদ্রণোচে । অশ্বেরয়িং বিশ্ববারং সমিকো অসৈ্য
 বিশ্বানি দ্রবিণা নিধেহি । অশ্বাকমগ্নে অধ্বরং জুবথ সহসঃ
 স্ননেজিষদহব্যং । বয়ং দেবেষু সহদং স্যামগশ্মণো নাসবরুথেন
 পাহি । বিশ্বানিল ইতি মন্ত্রস্যাবশুশ্রতর্থাবিরয়ির্দেবতা
 জিষ্টপৃচ্ছন্দোগ্ন্যুপস্থাপনে বিনিয়োগঃ । ওঁ বিশ্বানিলো হুর্গহা
 জাতবেদঃ সিজুনর্নাবাহুরিতাপার্ষিঃ । অগ্নে অত্রিরন্নমসা গৃণানো
 হস্মাকং বোধ্যবিতা তনুনাং । যন্তা হৃদা কীরিণামশ্রমানো মর্ত্যং
 মর্ত্যোজোহবীমি । জাতবেদো যশোহস্মাসু ধেহি প্রজাভিরগ্নে
 অমৃতত্বমস্যাং যস্যোত্তং সূকন্ন জাতবেদ উলোকমগ্নে কৃণবস্মোনং ।
 অশ্বিনং স পুত্রিণং বীরমন্তং রয়িং ন শতে স্বস্তি । অগ্নিস্ত বিশ্রব-
 স্তমঃ ভুবি ব্রহ্মাগমুতমং অতুর্ভং শ্রাবয়ং পতিং পুত্রং দদাতি
 দাপ্তবে । অগ্নিদদাতি সৎপতিং সমো হয়ো যুধাশ্লাভঃ । অগ্নিরভ্যং
 ঘুরস্যোদং জেতারমপরাজিতং । ইদং কৰ্ম্ম সক্রদেব কৰ্ত্তব্যং ॥ ১১ ॥

“ওঁ ভূরগ্নগর্ভা” ইত্যাদি পাঠ করিবে । তৎপরে “ওঁ আপ
 ইত্বা” ইত্যাদি এবং “হস্তাভ্যাং দশশাখাভ্যাং” ইত্যাদি মন্ত্রে
 উভয়ে অঙ্গ প্রক্ষালন করিবে । পরে হস্ত পদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক
 হুইবার আচমন করিয়া “ওঁ সূর্য্যো নো দিবস্পতে” ইত্যাদি মন্ত্রে
 করণপুটে সূর্য্যোপস্থান করিয়া “চক্ষুর্ধাতা” ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্নির
 উপস্থান করিবে ।

ইতি ঋগ্বেদীয় গর্ভাধান ।



পুংসবনম্ ।

তত্র চন্দ্রনামাগ্নিঃ । তৃতীয়মাসে পুষ্যানক্ষত্রে প্রাপ্য কর-
ণীয়ং । পূৰ্বদিনে গৰ্ভিণী হবিষ্যং কুর্যাৎ । পরদিনে পতিঃ
কৃতনিত্যক্রিয়ো মাতৃকাপূজাং বুদ্ধিশ্রাদ্ধং কুর্যাৎ । ততো লগ্ন-
সময়ে প্রাক্গচ্ছামগুপে প্রাজুথোপবিষ্টঃ কৰ্ম্ম কুর্যাৎ । যথা
উপলপনাদিষ্কক্ৰবমেক্ষণপ্রতাপনাস্তং কৃৎ প্রাজাপত্যচক্রং
প্রসাধ্যাগ্নেন্নামকরণাজ্যভাগান্তং কৰ্ম্ম কুর্যাৎ । ততো মঙ্গল-
তুৰ্য্যঘোষং কারয়িত্বা বহ্নাদ্যলঙ্কৃতা অবিঘ্নশরাবহন্তা বাসুদেব-
ছাদশনামলিখিতবস্ত্রবেষ্টনেন কৃতরক্ষা পত্নী পত্ন্যক্সামপাশ্বে
উপবিষ্টা দক্ষিণহস্তং প্রসারয়েৎ । ততঃ পতিস্তত্ৰপরি দধি দত্ত্বা
ঘৌ মাঘৌ যবৈকং নিক্ষিপেৎ । ততঃ কিং পিবসীতি বার-
ত্রয়ং পৃচ্ছেৎ । সা চ পুংসবনমিতি বারত্রয়মুক্তা পিবেৎ ।
এবং বারত্রয়ং । ততঃ পতির্জীববৎসাভ্যাং দম্পতীভ্যাং
শিশিরপিষ্টদুৰ্ব্বারসেন দক্ষিণনাসাপুটে নস্যং দদ্যাদনেন ।

এই সংস্কারে চন্দ্রনামা অগ্নি স্থাপন করিতে হয় ।
গৰ্ভের তৃতীয় মাসে পুষ্যা নক্ষত্রে এই সংস্কার করণীয় । পূৰ্ব-
দিনে গৰ্ভিণী হবিষ্য করিবে । পরদিন পতি নিত্যক্রিয়া করিয়া
মাতৃকাপূজা ও বুদ্ধিশ্রাদ্ধ করিবেন । পরে লগ্নসময়ে প্রাক্গে
চ্ছামগুপে প্রাজুথে উপবিষ্ট হইয়া কৰ্ম্ম করিবেন । যথা—

অগ্নিরৈত্ প্রথমো দেবতানাং সোমৈশ্চ প্রজাং মুঞ্চতু মৃত্যুপাশাং ।
 তদয়ং রাজা বরুণোহমুমত্ৰতাং যথেষৎ স্ত্রী পৌত্রমঘং ন রোদাং ।
 ততঃ পত্নীসংস্পৃষ্টো বক্ষ্যমাণমব্ধৈশ্চরুসাধনোক্তপরিপাচ্যচক্ৰতিঃ
 ষড়াহতীজুহুয়াং । ব্রহ্মণাগ্নিরিতি ষড়র্চস্ত্র সাংখ্যার্থাধিরক্ষ্যায়ী
 দেবতেহুষ্ণুপ্ছন্দঃ প্রধানচরুহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ ব্রহ্মণাগ্নিঃ
 সন্নিদা নো রক্ষোহা বাধতামিতঃ । অমীবায়ন্তে গর্ভং তুর্নামায়ো
 নিশাময় স্বাহা । ইদমগ্নীব্রহ্মাভ্যাং ॥ ১ ॥ যন্তে গর্ভমমরোহর্না-
 মায়ো নিশাময়ে । অগ্নিষ্টং ব্রহ্মণা সহ নিকুবাদমনীনশং
 স্বাহা । ইদমগ্নীব্রহ্মাভ্যাং ॥ ২ ॥ ওঁ যন্তে হস্তি পতয়ন্ত্রিশ্রয়ন্তং যঃ
 সরীসৃপং । যাতং যন্তেজ্জিঘাংসতি তমিতো নাশয়ামসি স্বাহা ।
 ইদং ব্রহ্মণে ॥ ৩ ॥ ওঁ যশ্চ উরুবিহরত্যন্তরা দম্পতীশয়ে । যোনিং
 ষ্ণোন্তরালেচি তমিতো নাশয়ামসি স্বাহা । ইদমগ্নয়ে ॥ ৪ ॥ ওঁ
 যন্তাগ্রতো পতিভূত্বা জারো ভূত্বা জারো ভূত্বা নিপত্যতে । প্রজাং

উপলেনাদি ক্ষক্-ক্ষব-ক্ষেণ প্রতাপনান্ত কৰ্ম করিরা প্রাজা-
 পত্যচরু প্রসাধন, অগ্নির নামকরণ ও আজ্যভাগান্ত কৰ্ম করি-
 বেন। পরে বাসুদেবের দ্বাদশনামলিখিত বস্ত্র দ্বারা বেষ্টিত।
 পত্নী বস্ত্রাদ্যালঙ্কৃত হইয়া শরাবহন্তে মঙ্গলধ্বনি সহকারে
 আসিয়া পতির বামপার্শ্বে উপবেশন পূর্বক দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ
 করিবেন। তখন পতি সেই হস্তোপরি দধি, দুইটী মাষকলায়
 ও একটি যব নিক্ষেপ করিয়া তিনবার জিজ্ঞাসা করিবেন, “কি
 পান করিতেছ ?” পত্নীও তিনবার “পুংসবন” এই কথা বলিয়া
 তাহা পান করিবেন। এই প্রকারে তিনবার পান করিতে
 হয়। তৎপরে জীববৎসা দম্পতিকর্তৃক শিশিরপিষ্ট দুর্বারস

যন্তে জিঘাংসতি তমিতো নাশয়ামসি স্বাহা । ইদং ব্রহ্মণে ॥ ৫ ॥
 যন্তা স্বপ্নেন তমসা সোহয়িত্বা নিপত্যতে । প্রজাং যন্তে
 জিঘাংসতি তমিতো নাশয়ামসি স্বাহা ॥ ইদং ব্রহ্মণে ॥ ততঃ পত্ন্যা
 হৃদয়মালভেত । যন্তে সূর্যম ইত্যস্ত প্রজাপতিঞ্চা বিশ্চন্দ্রো দেবতা-
 নুষ্টপ্ছন্দো হৃদয়ালভনে বিনিয়োগঃ । ওঁ যন্তে সূর্যমে হৃদয়ে
 হিতমন্তঃ প্রজাপতে । মন্ত্ৰেহং মাং তদ্বিহাংসং সাহং পৌত্রমঘব-
 র্নিসাং । ইত্যেনন । ততোহস্তাঃ সর্বাঙ্গানি পাগিনা
 মার্জ্জয়েৎ । অক্ষিত্যামিতি দ্বয়স্তাশ্চ সূক্তশ্চ বিবৃহাঞ্চা বির্যক্ষল্লো
 দেবতানুষ্টপ্ছন্দোহক্ষমার্জ্জনে বিনিয়োগঃ । ওঁ অক্ষিত্যাং
 কণাভ্যাং চিবুকাদধি । যক্ষং শীর্ষভ্যাং মন্তিক-জিহ্বায়া বিবৃহামি
 তে । ওং উরুভ্যাং তে অষ্টীবভ্যাং পাশ্বিভ্যাং প্রপদাভ্যাং যক্ষং
 শ্রোণিভ্যাং ভাসদাদ্ভ্যং সসো বিবৃহামি তে । ওঁ গ্রীবাভ্যস্ত
 উষ্ণিহাভ্যঃ কীকসাত্যো বৃকাং । যক্ষং দোষল্যামংসাত্যো
 বাহভ্যাং বিবৃহামি তে । ওঁ অস্ত্রেভ্যস্তে গুদাত্যো বলিষ্ঠো হৃদ-
 যাদধি । যক্ষং মতঃ স্নাত্যো যকুঃ প্লাশিত্যো বিবৃহামি তে ।
 ওঁ মেহনাঘলক্ষরণাল্লোমভ্যন্তেন যেভ্যঃ । যক্ষং সর্কশ্চাদাঘ্ননস্ত-

দ্বারা পতি পত্নীর দক্ষিণনাসাপুটে নস্য প্রদান করিবেন । “ওঁ
 অগ্নিরেতু প্রথমো” ইত্যাদি মন্ত্রে নস্য দিবে । পরে পতি পত্নীকে
 স্পর্শ পূর্বক “ওঁ ব্রহ্মণাগ্নিঃ সন্নিদা” ইত্যাদি ছয় মন্ত্রে ছয়টী
 চকুহোম করিবেন । ১—৬ । তদনন্তর পত্নীর হৃদয়দেশ
 স্পর্শ পূর্বক “ওঁ যন্তে সূর্যমে” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবেন ।
 পরে “ওঁ অক্ষিত্যাং” ইত্যাদি মন্ত্রে সর্বাঙ্গে হস্ত মার্জ্জন করিতে
 হয় । তৎপরে চকু দ্বারা শিষ্টিকুক্কোম এবং আজ্য দ্বারা প্রায়-

মিদং বিবুহামি তে । ওঁ অঙ্গাদঙ্গাল্লোম্মো জাতং পর্কণি পর্কণি ।
 বস্মং সর্কস্মাদাঙ্গনস্তমিদং বিবুহামি তে । এতিস্মত্বৈঃ । ততশ্চ-
 রুণা স্থিষ্টিকৃতমাজ্যেন প্রায়শ্চিত্তং সমাপয়েৎ । ততো দক্ষিণা-
 ছিদ্ৰাবধারণং ॥ * ॥

শিষ্ঠ হোম সমাপন পূর্বক দক্ষিণা প্রদান ও অছিদ্ৰাবধারণ
 করিবেন ।

ইতি ঋগ্বেদীয় পুংসবন ।

—————

নবলোভনং ।

অত্র শোভননামাঘিঃ । চতুর্থমাসে জ্যোতিঃশাস্ত্রোক্তশুভ-
দিবসে পতিঃ কৃতনিত্যক্রিয়ঃ মাতৃপূজাং বুদ্ধিশ্রদ্ধাং কুর্যাৎ । ততঃ
প্রাঙ্গণকৃতছায়ামণ্ডপে প্রাঙ্গুথ আসনে উপবিশতি । গর্ভিণী চ
পুংসবনোক্তবেশা পত্যুর্কামপার্শ্বে উপবিশতি পতিশ্চ তয়া স্পৃষ্টঃ
কর্ম্য কুর্যাৎ । উপলেপনাদিমেষ্মণপ্রতাপনান্তং কৃত্বা প্রাজাপত্যং
চক্ৰং প্রসাধ্যাথেনামকরণাধারাজ্যভাগান্তং কর্ম্য কুর্যাৎ । মুষ্টি-
গ্রহণে দেবতানামানি যথা—প্রজাপতির্কিষ্কুঃ । ততশ্চরোভাগমু-
দ্ধৃত্য ইদং প্রজাপত্যে ইতি দেবতানির্দেশং কৃত্বা হিরণ্যগর্ভ
ইত্যস্ত হিরণ্যগর্ভঋষিঃ প্রজাপতির্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ছন্দশ্চক্ৰহোমে
বিনিয়োগঃ । ওঁ হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ভূতস্ত জাতঃ পতি-
রেক আসীৎ । সদাধাবঃ পৃথিবীং দ্যামুতে মাং কন্মৈ দেবায়
হবিষা বিধেম স্বাহা । ইদং প্রজাপত্যে । তত ইদং হিরণ্যগর্ভায়
ইত্যুদ্দেশং কৃত্বা । সাংখ্যঋষিত্রিষ্টুপ্ছন্দো লিঙ্গোক্তা দেবতা

এই সংস্কারে শোভননামা অগ্নি স্থাপনীয় । গর্ভের
চতুর্থমাসে জ্যোতিঃশাস্ত্রবিহিত শুভদিবসে পতি কৃতনিত্যক্রিয়
হইয়া মাতৃকাপূজা ও বুদ্ধিশ্রদ্ধা সমাপন পূর্বক প্রাঙ্গণে
ছায়ামণ্ডপে প্রাঙ্গুথে আসানোপরি উপবেশন করিবেন ।
গর্ভিণীও পুংসবনোক্ত বেশ ধারণ পূর্বক পতির বামপার্শ্বে
আসিয়া উপবিষ্টা হইলে পতি তাহাকে স্পর্শ করত সমস্ত
কর্ম্য নির্বাহ করিবেন । উপলেপনাদি মেষ্মণ-প্রতাপনান্ত
সমস্ত কর্ম্য করিয়া প্রাজাপত্য চক্ৰহোম, অগ্নির নামকরণ ও

প্রধানচক্রহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ য আত্মদাবনদায়ন্ত বিশ্বা উপা-
সতে প্রাণিষং দেবা যশ্চৈ ছায়ামৃতং বস্য চক্ষুঃ কসৈ্য দেবায়
হবিষা পিধেম স্বাহা । ইদং হিরণ্যগৰ্ভায় । পুনশ্চরোৰ্ভাগমু-
দ্ধৃত্য ইদমাদিপুরুষায় বিষ্ণবে ইতি দেবতানির্দেশং কৃত্বা
সহস্রশীর্ষেভ্যস্য নারায়ণঋষিঃ পুরুষো দেবতানুষ্ঠুপ্ছন্দশ্চক্ৰ-
হোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ ।
স ভূমিং সৰ্ব্বতঃ স্পৃষ্ট্বা অত্যতিষ্ঠেদশাজুলাং । ইদমাদিপুরুষায়
বিষ্ণবে । ওঁ আয়ুধ্যাং বর্চস্যং রায়স্পোষমৌদ্ভিদং ইদং হিরণ্যং
বর্চস্ব জৈত্রায়্য বিশ্বতাদিমাং । ইতি গৰ্ভবত্যাশ্চতুর্দিক্শু রক্ষাং
কুৰ্য্যাৎ । ততশ্চক্ৰণা স্থিষ্টিকৃতমাজ্যেন প্রায়শ্চিত্তং সমাপ্য দক্ষি-
ণাচ্ছিদ্রাবধারণং কুৰ্য্যাৎ । গৰ্ভবতী চাশীগ্রহণং কুৰ্য্যাৎ ॥

আষাঢ়াভ্যভাগান্ত সৰ্ব্বকৰ্ম্ম উপরোক্ত মূলের লিখিত নিয়মে
ও মন্ত্রে সম্পাদন করত গৰ্ভবতীর চতুর্দিকে রক্ষা বিধান
করিবেন । পরে চক্ৰ দ্বারা স্থিষ্টিকৃত্ত্বোম ও আজ্য দ্বারা প্রায়-
শ্চিত্তহোম করিয়া দক্ষিণা প্রদান ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিলে
গৰ্ভিণীও আশীর্বাদ গ্রহণ করিবেন ।

ইতি নবলোভন ।

সীমন্তোন্নয়নম্ ।

অত্র মঙ্গলনামাগ্নিঃ । শুভসময়ে প্রাক্ণছায়ামণ্ডপে প্রাজ্বুথ
আসনোপবিষ্টঃ পতিঃ কৰ্ম্ম কুর্যাৎ । অদ্যোত্যাদি মৎপত্ন্যা অমু-
কীদেব্যাঃ সীমন্তোন্নয়নকৰ্ম্মাঙ্গসত্রন্ধকহোমকৰ্ম্মাহং করিষ্যামি ।
তত উপলেপনাদাজ্যভাগান্তং কৰ্ম্ম কুর্যাৎ । গৰ্ভবতী চ পুংস-
বনোক্তবেশা পত্ন্যবামপার্শ্বে উপবিশতি । পতিস্তয়া স্পৃষ্টৌ বক্ষ্য-
মাণমদ্বৈরষ্টাহতীর্জুহোতি । ধাতা দধাত্বিতি মন্ত্রস্য হিরণ্যগৰ্ভ-
ধ্বিধীধাতা দেবতা জিহ্বপ্ছন্দ আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ
ধাতা দধাতু বে প্রাচ্যং জীবাভুমক্ষিতং । বয়ং দেবস্য ধীমহি
স্মৃতী বাজিমীবতীং স্বাহা । ইদং ধাত্রে ॥ ১ ॥ হিরণ্যগৰ্ভধ্বি-
ধীধাতা দেবতানুষ্টুপ্ছন্দঃ প্রধানাজ্যহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ
ধাতা প্রজানামুতবায় ঈশে ধাত্রেদং বিশ্বং ভুবনং প্রজানন ।
ধাতাকৃষ্টিবনিষাভিচষ্টে ধাত্র ঈঙ্গব্যং ঘৃতবজ্জুহোতি স্বাহা । ইদং
ধাত্রে ॥ ২ ॥ রাকাম ইতি মন্ত্রদ্বয়স্য গৃৎসমদধাবী রাকা দেবতা
জগতীচ্ছন্দঃ আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ রাকামহং সূহবাং
সুষ্টুতী হবে শৃণোতু ন সূভগা বাধস্ব ত্বং নাশীরাহুপঃ সূচ্যা ছিদ্য-
মানয়া দধাতু বীরঃ শতধায়মুক্খং স্বাহা । ইদং রাকায়ৈ ॥ ৩ ॥

এই সংস্কারে মঙ্গলনামা অগ্নি স্থাপনীয় । শুভসময়ে পতি
প্রাক্ণে ছায়ামণ্ডপে প্রাজ্বুথে আসনোপবিষ্ট হইয়া সঙ্কল্প করত
উপলেপনাদি আজ্যগাগান্ত সমস্ত কৰ্ম্ম করিবেন । গৰ্ভিণী
পুংসবনোক্ত বেশে পতির বামপার্শ্বে উপবিষ্টা হইলে পতি
তাহাকে স্পর্শ পূর্বক “ওঁ ধাতা দধাতু” ইত্যাদি অষ্ট মন্ত্রে ষাটটি

ওঁ যাস্তে রাকে স্তমতয়ঃ স্পেশসা যাত্ৰির্দদাসি । দাপ্তবে
বহুনি তাভিনো অভ্যস্মনা উপাগহি সহস্রপোষং
স্বভগে বরাণাং স্বাহা । ইদং রাকায়ৈ ॥ ৪ ॥ নেজমেব ইতি
ত্রয়াণাং বশিষ্ঠঋষির্বিষ্ণুর্দেবতাশ্চতুষ্টুপ্ছন্দ আজ্যাহোমে বিনি-
য়োগঃ । ওঁ নেজমেব পরাপত স্পৃজঃ পুনরাপত । অস্মৈ মে
পুত্রকামায়ৈ গর্ভমাধেহি যঃ পুমান্ স্বাহা । ইদং বিষ্ণবে ॥ ৫ ॥ ওঁ
যথেষং পৃথিবী মহূর্তানা গর্ভমাদধে । এবং তং গর্ভমাধেহি
দশমে মাতৃস্বতবে স্বাহা । ইদং বিষ্ণবে ॥ ৬ ॥ ওঁ বিষ্ণো
শ্রেষ্ঠেণ রূপেণাত্মাং নাথ্যাং গর্ভিণ্যাং পুমাংসং পুত্রমাধেহি দশমে
মাসি স্বতবে স্বাহা । ইদং বিষ্ণবে ॥ ৭ ॥ প্রজাপত ইত্যস্ব
হিরণ্যগর্ভঋষিঃ প্রজাপতির্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ছন্দ আজ্যাহোমে বিনি-
য়োগঃ । ওঁ প্রজাপতেন ত্বদেতাশ্চত্বো বিশ্বাজাতানি পরীত
বভূব । যৎকামাস্তে জুহুমস্তমোহস্ত বয়ং শ্রাম পত্যো রয়ীণা
স্বাহা । ইদং প্রজাপত্যে ॥ ৮ ॥ ততঃ পকোডুশ্বরফলস্তবকযুগ্ম
শ্বেতশ্বাবিচ্ছলকাত্রয়ং তদভাবে পবিত্রত্রয়ং সূত্রবেষ্টিতঞ্চৈকীকৃত
ওঁ ভূভূবঃ স্রিত্যনেন বারত্রয়ং সীমস্তমূর্দ্ধমুন্নয়তি । তত ৫
সোমো ন রাজায় বতু মানুষীঃ প্রজা ইতি পঠেৎ । ততো নিবিষ্ট

আহুতি প্রদান করিবেন । ১—৮। অনন্তর পকডুশ্বরফলকস্তবকদ্ব্য-
তিনটি পবিত্র সূত্রবেষ্টিত করিয়া ওঁ ভূভূবঃ স্বঃ উচ্চারণ পূর্ব্বক
তিনবার সীমস্ত উত্তোলন করিয়া দিবেন । পরে ওঁ সোমো ন
রাজায় ইত্যাদি পাঠ করিতে হয় । তৎপরে “নিবিষ্টচক্রাসি ঐ
গঙ্গে নিবিষ্টচক্রাসি বৈ যমুনে “এইরূপ স্মরণ পূর্ব্বক “ওঁ আয়ুষ্য
বর্চ্চস্যং” ইত্যাদি মন্ত্রে পত্নীর কণ্ঠে স্তব্ধচক্রাদি বন্ধন করিয়া

চক্রাসি বৈ গঙ্গে নিবিষ্টচক্রাসি বৈ যমুনে ইতি স্মরেৎ । ততঃ
সৌবর্ণচক্রাদিকং পত্ন্যাঃ কণ্ঠে বধ্নীয়াৎ । ওঁ আয়ুষ্যং বর্চস্তং
রায়স্পোষমৌস্তিৎ । ইদং হিরণ্যং বর্চস্য জৈত্রীয়াবিশতামিদং ।
ইত্যেনে । ততঃ প্রায়শ্চিত্তং সমাপয়তি । ততো দক্ষিণাং
কৃৎবা জীবৎপতিপুত্রা বদ্যদদন্তি তন্তং কুর্যাৎ । ততোহচ্ছিদ্রা-
বধারয়েৎ ॥ * ॥ ইতি সীমন্তোন্নয়নং ॥

দিবেন । পরে প্রায়শ্চিত্তহোম সম্পাদন পূর্বক দক্ষিণা দিয়া
পতিপুত্রবতী নারীর অভিপ্রায়ানুসারে বাহা বাহা কর্তব্য করত
অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবেন ।

ইতি ঋগ্বেদীয় সীমন্তোন্নয়ন ।

জাতকর্ষ ।

তত্র প্রগল্ভনামাগ্নিঃ । পুত্রে জাতে নাড়ীচ্ছেদনাদন্তস্পর্শাৎ
পূর্বে পিতা উপলেপনাদ্যাজ্যভাগান্তং কৃত্বা পঞ্চাহতীর্জুহ্বাৎ ।
ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা । এবমিজ্জায় । প্রজাপত্যে । বিশ্বেভ্যো
দেবেভ্যঃ । ব্রহ্মণে । ততঃ প্রদৌপবন্দনপূর্বকং পুত্রমুখং দৃষ্ট্বা
সচেলং স্নায়াৎ । ততঃ সর্পির্মধুনী কাংস্যপাত্রে প্রক্ষিপ্য স্রবর্ণেন
তোলয়িত্বা কুমারজিহ্বায়াং দদ্যাদনেন । স্নতে দদামীত্যন্ত
প্রজাপতির্ঋষিঃ কুমারো দেবতা ত্রিষ্টুপ্ছন্দো মধুঘৃতস্রবর্ণপ্রাশনে
বিনিয়োগঃ । ওঁ স্নতে দদামি মধুনো ঘৃতস্ত বৈদং সবিতা-
প্রহৃতং মধোনাং । আয়ুযান্ গুপ্তো দেবতাভিঃ শতং জীব
শরদো লোকেহস্মিন্ । ততঃ কুমারস্য কর্ণয়োঃকপরি হিরণ্যং
নিধায় জপতি । মেধাং তদেব ইত্যস্য প্রজাপতির্ঋষির্লিঙ্গোক্তা
দেবতাস্ত্রিষ্টুপ্ছন্দো মেধাজননে বিনিয়োগঃ । ওঁ মেধাস্তে দেবঃ

এই সংস্কারে প্রগল্ভনামক অগ্নি স্থাপনীয় । পুত্র জন্মিলে
নাড়ীচ্ছেদনের ও অস্ত্র কর্তৃক স্পর্শের পূর্বে পিতা উপলেপনাদি
আজ্যভাগান্ত সমস্ত কর্ষ করিয়া “ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা” ইত্যাদি
মন্ত্রে অগ্নি, ইন্দ্র, প্রজাপতি, বিশ্বদেব ও ব্রহ্মা ইহাদিগের
প্রত্যেককে এক একটা আহুতি দিবেন । তৎপরে প্রদৌপবন্দন
পূর্বক পুত্রমুখ দেখিয়া সবস্ত্র স্নান করিতে হয় ।

অনন্তর কাংস্তপাত্রে মধু ও ঘৃত নিক্ষেপ পূর্বক স্রবর্ণশলা-
কাদি দ্বারা তাহা তুলিয়া “ওঁ স্নতে দদামি” ইত্যাদি মন্ত্রে
কুমারের জিহ্বায় প্রদান করিবেন । পরে কুমারের কর্ণোপরি

দধিতা মেধাং দেবী সরস্বতী । মেধান্তে অধিনো দেবাবাধতাঃ
 পুঙ্করস্রজৌ । অগ্রে দক্ষিণকর্ণে ততো বামকর্ণে । ততঃ পুত্রস্য
 দক্ষিণস্কন্ধে দক্ষিণহস্তং দত্ত্বা পঠেৎ । অশ্মা ভবেত্যস্যাথর্কণ-
 ঋষিলিঙ্গোক্তা দেবতানুষ্ঠুপ্ছন্দোহংসাভিমর্ষণে বিনিয়োগঃ । ও
 অশ্মা ভব পরশুর্ভব হিরণ্যমমৃতং ভব । বেদো বৈ পুত্রনামাসি
 দংজীব শরদঃ শতং । এবং বামস্কন্ধেপি । ততঃ সাবিত্রীনাড়ীং
 ছেদয়িত্বা কুমারং প্রক্ষালয়েৎ । ততো মাতুর্দক্ষিণস্তনং হিরণ্যো-
 ত্কেন প্রক্ষালয়েদনেন । ও ইমাং কুমারো জরাং ধরতু দীর্ঘমায়ুঃ
 প্রজীবসে । অশ্বৈ স্তনৌ প্রযুজ্যানা আয়ুর্ধর্ষে বশো বলং ।
 এবং বামমপি । ইন্দ্রশ্রেষ্ঠানীতি মন্ত্রস্য গৃৎসমদধ্বিষিরিত্রো দেবতা
 ত্রিষ্টুপ্ছন্দো দক্ষিণস্তনদানে বিনিয়োগঃ । ও ইন্দ্রশ্রেষ্ঠাপি
 দ্রবিণা নিধেহি চিত্রং দক্ষস্য সুভগত্বমশ্বৈ পোষঃ রয়ীগামরিষ্ঠং
 তনুনাং আত্মানাং বাচঃ সুদিনত্বমহাং । অনেন কুমারায় দক্ষিণং
 স্তনং দদাতি । অশ্বৈ প্রয়ক্ষীতি মন্ত্রস্য কুশিকধ্বিষিরিত্রো দেবতা
 ত্রিষ্টুপ্ছন্দো বামস্তনদানে বিনিয়োগঃ । ও অশ্বৈ প্রয়স্কি

হিরণ্য রাখিয়া “ও” মেধান্তে দেবঃ সবিতা” ইত্যাদি মন্ত্র জপ
 করিতে হয় । প্রথমতঃ দক্ষিণ কর্ণে, পরে বামকর্ণে জপ করিবে ।
 অনন্তর পুত্রের দক্ষিণস্কন্ধে দক্ষিণহাত দিয়া “ও” অশ্মা ভব পরশু-
 র্ভব” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্বক বামস্কন্ধেও ঐরূপে হাত দিয়া মন্ত্র
 পাঠ করিবেন । তৎপরে সাবিত্রী নাড়ী ছেদন পূর্বক কুমারকে
 প্রক্ষালন করিয়া হির্যোদক দ্বারা “ও ইমাং কুমারো” ইত্যাদি
 মন্ত্রে মাতার দক্ষিণস্তন প্রক্ষালন করিবেন । পরে ঐ প্রকারে
 বামস্তনও প্রক্ষালিত করিতে হয় । তৎপরে “ও” ইন্দ্রশ্রেষ্ঠানি”

মঘবল্লজীষিবভিল্ল বায়ো বিশ্বায়স্য দৃষ্টবঃ । অশ্বে শতং শরদে
জীবমেধা অশ্বে বীরাঞ্জস্বং ইন্দ্রমিচ্ছিঃ । অনেন বামং ॥

ইত্যাदि मन्त्रे कुमारके दक्षिण स्तन एवं "७" अश्वे प्रमद्वि
इत्यादि मन्त्रे वामस्तन पान करिते दिवेन ।

ইতি জাতকর্ম্ম ।

শুপ্তনামকরণ ।

কোপি ন জানীয়াত্তথা শুপ্তং নাম কুর্যাৎ । যদি দেশান্তর-
গতঃ পিতা শৃণোতি পুত্রো মে জাতস্তদাগতঃ স্মৃতকান্তে পুত্রস্য
মূর্ছানং গৃহীত্বা জপতি । ওঁ অঙ্গাদঙ্গাং সম্ভবসি হৃদয়াদধিজায়সে ।
আত্মা বৈ পুত্রনামাসি সংজীব শরদঃ শতং । ইতি পঠিত্বা শিরসি
চুষ্মনদ্বয়ং দद्याৎ । ততঃ প্রায়শ্চিত্তাদি সমাপয়েৎ ॥

কেহ জানিতে না পারে, এইরূপ ভাবে শুপ্ত নামকরণ
করিবে । যদি পিতা দেশান্তরে থাকেন, তাহা হইলে পুত্রজন্ম-
সংবাদ শ্রবণান্তে গৃহে আসিয়া জনন্যশৌচান্তে পুত্রের মস্তক
ধারণ পূর্বক “ওঁ অঙ্গাদঙ্গাং সম্ভবসি” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ
করত মস্তকে দুইবার চুষ্মন করিবেন । পরে প্রায়শ্চিত্ত-হোমাদি
সমস্ত কৰ্ম্ম বিধানে শেষ করিতে হয় ।

প্রকাশনামকরণ।

অত্র পার্শ্ববিনামাশিঃ। পিতা স্নাত্ত্ব কৃতনিত্যক্রিয়ো মাতৃকা-
পূজাং বসোধারাদানং বুদ্ধিশ্রদ্ধঞ্চ কৃত্বা শুভসময়ে প্রাঙ্গুথ
আসনে উপবিশেৎ। মাতাপি স্নানং কৃতমঙ্গলং নূতনবস্ত্রাচ্ছাদিতং
দুর্ক্ষাক্তশিরসং কুমারমঙ্কে কৃত্বা প্রাঙ্গুথী উপবিশেৎ। ততঃ
সুবর্ণবন্ধকুশৈস্তাত্রপাত্রস্থজ্বলেন বক্ষ্যমাণমন্ত্রেঃ কুমারং সিঞ্চেৎ।
সমুদ্রজ্যোষ্ঠা ইতি মন্ত্রস্য বশিষ্ঠঋষিরাপো দেবতা ত্রিষ্টুপ-
ছন্দো মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ সমুদ্রজ্যোষ্ঠা সলিলস্য মধ্যাৎ
পুনানায়ন্ত নিবিশমানাঃ। ইন্দ্রো যা বজ্রী বৃষভোবরাদিত আপো
দেবীরিহ মামবন্ত। ওঁ যা আপো দিব্যা উতবা শ্রবন্তি খনিত্রিয়া
উত বায়াঃ। স্বয়ং যাঃ সমুদ্রতী যাঃ শুচয়ঃ পাবকস্তা আপো
দেবীরিহ মামবন্ত। ওঁ যা সাং রাজা বরুণো যাতি মধ্যে সত্য-
নুতেহবপশুঞ্জলানাং। মধুশ্চ্যুতঃ শুচয়ো যাঃ পাবকাস্তা আপো
দেবীরিহ মামবন্ত। ওঁ যাসু রাজা বরুণো যাসু সোমো বিশ্বে
দেবায় হুজ্জুং মদন্তি। বৈশ্বানরো যাস্বগ্নিঃ প্রবিষ্টস্তা আপো

এই সংস্কারে পার্শ্ববিনামক অগ্নি স্থাপনীয়। পিতা স্নান পূর্বক
নিত্যক্রিয়া, মাতৃকাপূজা, বস্ত্রধারা দান ও বুদ্ধিশ্রদ্ধা করিয়া
শুভ সময়ে প্রাঙ্গুথে আসনে উপবেশন করিবেন। মাতাও স্নান
পূর্বক কুমারকে নববস্ত্রাচ্ছাদিত ও কৃতমঙ্গল করত তাহার
মস্তকে দুর্বা ও অক্ষত দিয়া ক্রোড়ে লইবেন এবং প্রাঙ্গুথী হইয়া
উপবিষ্টা হইবেন। পরে সুবর্ণসংযুক্ত কুশযোগে তাত্রপাত্রস্থ
জল লইয়া “ওঁ সমুদ্র জ্যোষ্ঠা” ইত্যাদি মন্ত্রে কুমারকে অভিষিক্ত

দেবীরিহ মামবস্ত । আপোহিষ্টেত্য্যর্জস্য সিন্ধুদীপঞ্চবিরাপো
 দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দো মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ । ওঁ আপো হি ঠা
 ময়ো ভুবন্তান উর্জ্জে দধাতন । মহেরণায় চক্ষুষে । ওঁ যো বঃ
 শিবন্তমো রসন্তস্য ভাজয়তে হ নঃ । উশতীরিব মাতরঃ । ওঁ
 তন্মা অরক মামবো যস্য ক্ষমায় জিন্নথ আপো জনয়থা চ নঃ ।
 দেবতা ত্বা সবিতুরিতাস্য প্রজাপতিঋষিঃ সবিতাঋপূবাণো দেবতা
 ত্রিষ্টুপ্ছন্দো মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ । ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রস-
 বেহষিনোর্দীহিত্যাং পুষ্টো হস্তাভ্যাং । অপনঃ শোণ্ডচদঘ-
 মিত্যষ্টর্জস্য কুংসঋষিঃ শুচিরগ্নির্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দো মার্জ্জনে
 বিনিয়োগঃ । ওঁ অপনঃ শোণ্ডচদঘময়ে শোণ্ডদ্ধারয়িঃ । অপনঃ
 শোণ্ডচদঘং । সূক্ষেত্রিয়া সূগাতুয়া বসুয়া চ বজ্রামহে । অপনঃ
 শোণ্ডচদঘং । প্রয়ত্তন্দিষ্ট এবাং প্রাস্মাকাশশ্চ সূচয়ঃ । অপনঃ
 শোণ্ডচদঘং । প্রয়াতু অগ্নে সূচয়ো জায়েমহি প্রাতরয়ঃ । অপনঃ
 শোণ্ডচদঘং । প্রয়দগ্নে সহস্বতো বিশ্বতোয়ন্তি ভাবনঃ । অপনঃ
 শোণ্ডচদঘং । ভং হি নো বিশ্বতোমুখো বিশ্বতঃ পরিভূয়সি ।
 অপনঃ শোণ্ডচদঘং । দিবো ন বিশ্বতোমথাভি নাবেবপাবয় ।

করিবেন । তৎপরে উপলপনাদি আজ্যভাগান্ত সর্বকন্দ্র
 করিয়া “ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা” ইত্যাদি প্রকারে অগ্নি, ইন্দ্র, প্রজাপতি,
 বিশ্বদেব ও ব্রহ্মা ইহাদিগের প্রত্যেককে এক একটা আহুতি
 দিবে । তৎপরে মাতা উত্তরশিরা কুমারকে নামকর্তার
 ক্রোড়ে দিয়া মঙ্গল-তুর্ধ্যধ্বনি সহকারে কুমারের দক্ষিণ কর্ণে
 কুমারের নাম কীর্তন করিবেন । কুমারের কর্ণে “তোমার নাম
 অমুক” এই কথা বলিয়া তদীয় মাতার নিকট “এই তোমার

অপনঃ শোণ্ডচদঘং । সনঃ সিন্ধুমিব নাবয়াতি পর্বা স্বস্তক্লেঃ
 অপনঃ শোণ্ডচদঘং । তত উপলপনাদ্যাজ্যভাগান্তং কৃত্বা
 পঞ্চাহতীজু'হ্র্যাৎ । ও' অগ্নয়ে স্বাহা ইদমগ্নয়ে । এবমিত্যায় ।
 প্রজাপত্যে । বিষ্ণেভ্যো দেবেভ্যঃ ব্রহ্মণে । ততো মাতা
 উত্তরশিরসং কুমারং নামকর্তৃঃ ক্রোড়ে দদ্যাৎ । স চ মঙ্গল-
 তুর্য্যঘোষেষু সংস্থ কুমারদক্ষিণকর্ণে কুমারনাম বদেৎ । অমুক-
 দেবশর্ম্মাসি । ততঃ শ্রীঅমুদেবশর্ম্মায়ন্তে পুত্র ইতি তন্মাতুরগ্রে
 কথয়েৎ । অন্তোভ্যোপি । ততো মাত্রে কুমারং সমর্পয়েৎ । ততঃ
 প্রায়শ্চিত্তং স্থিষ্টিকৃতঞ্চ সমাপ্য দক্ষিণাচ্ছিদ্রাবধারণং কুর্যাৎ ॥ * ॥

পুত্রের নাম অমুক* এই কথা বলিবেন । তৎপরে অন্তাত্ত
 লোকের নিকটেও ঐরূপ কুমারনাম বলিয়া কুমারকে মাতৃক্রোড়ে
 প্রদান করত প্রায়শ্চিত্ত-হোম, স্থিষ্টিকৃত্ত্বোম, দক্ষিণা দান,
 অচ্ছিদ্রাবধারণ প্রভৃতি সম্পাদন করিবেন ।

ইতি ঋগ্বেদীয়-নামকরণ ।

নিষ্কৰ্মণং ।

তত্র পিতা কৃতনিত্যক্ৰিয়ো মাতৃকাপূজাং বনোদ্ধারাদানং
বুদ্ধিশ্রদ্ধাং কুৰ্য্যাৎ । ততশ্চ বিষ্ণুধৰ্ম্মোক্তমষ্টৈকভদ্রেবতাপূজাং
কুৰ্য্যাৎ যথা । ওঁ যত ইন্দ্র ভয়ামহে ততোনোহভয়ং কুৰি । মঘবন্
সন্ধিতর তব উতিভিৰ্বিবিষো জহি । ওঁ ইন্দ্রায় নমঃ । ওঁ অগ্নিঃ
দুতং বৃণীমহে হোতারং ক্ৰিষবেদসং । অস্যা যজ্ঞস্য স্কৃতুং । ওঁ
অগ্নয়ে নমঃ । ওঁ যমায় সোমং স্বরত যমায় সূহতাং হবিঃ । যমং হ
যজ্ঞং গচ্ছত্যগ্নিদূতো অবং কৃতঃ । ওঁ যমায় নমঃ । ওঁ মোবুগঃ
পর্যাপয়ানিধতিহ ক্ৰিহণাবধীং । পদীষ্টকৃষ্ণয়া সহ ওঁ নিধিতয়ে
নমঃ । ওঁ তদ্বাষামিত্রক্ষণাবন্দমানস্তদা শান্তে যজমানো হবিভিঃ ।
অহেনমানো বরুণেহ বোধ্যক্রশং সমানমায়ুঃ প্রমোষীঃ । ওঁ বরু-
ণায় নমঃ । ওঁ তব বায়বুতাপতে ত্বষ্টৃষামাতরভূতস্যা । অথাস্যা
বৃণীমহে । ওঁ বায়বে নমঃ । ওঁ সোমং ধেমু সোমোহর্ষন্ত মাণ্ডুসো
মোবীৰ্যং কৰ্ম্মণ্যং দদাতি । সাদজ্ঞং বিতথ্যং সভেয়ং পিতৃশ্রবণং
যো দদাসদশ্রৈ । ওঁ সোমায় নমঃ । ওঁ তমীশানং জগতন্ত্বু বৃষ্পজিৎ
প্রিয়ং জিন্নমবসে ভূমহেবয়ং । পূষাগো যথাবেদসামনবৃবে
রক্ষিতাপায়ুরদকঃ সুস্তয়ে । ওঁ ঈশানায় নমঃ । ওঁ ব্রহ্মযজ্ঞানং
প্রথমং পুরস্তাদিধীমতঃ স্তুতচোরেণ আবঃ । সবুগ্না উপমা অস্যা
বিষ্ঠামসতশ্চযোনি সতশ্চবিবঃ । ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ । ওঁ কালিঙ্কো
নাম দৰ্পো নবনাগসহস্রবলঃ । যমুনাত্তদে সো জাতোহগ্নং নারায়ণ-

পিতা নিত্যক্ৰিয়া, মাতৃকাপূজা, বনুধারা দান, বুদ্ধিশ্রদ্ধা
প্রভৃতি সম্পাদন পূৰ্বক বিষ্ণুধৰ্ম্মোক্ত মন্ত্ৰ দ্বারা তত্তদেবতার

বাহনঃ। যদি কালিকদূতস্য যদি বা কালিকাভয়ং। জগদ্ভূমি-
 পরিক্রান্তো নির্ঝিষো যাতু কালিকঃ। ওঁ অনন্তায় নমঃ। ওঁ
 স্যোনা পৃথিবিনো ভবানুক্ষরাণিবেশনী। ষংসানঃ শর্ম্ম সপ্রথাঃ।
 ওঁ পৃথিব্যে নমঃ। ওঁ সোমং রাজানং বরুণমগ্নিমবারভামহে।
 আদিত্যং ধিকুং সূর্য্যং ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিং। প্রজাবন্তঃ সচেনহি।
 ওঁ সোমায় নমঃ। ওঁ আকুঞ্চে ন রজসা বর্তমানো নিবেশয়ন্নসুতং
 মর্ত্যঞ্চ। হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনাদেবো যাতি ভুবনানি পশুনু।
 ওঁ সবিত্রে নমঃ। ওঁ তদ্বিক্ষোঃ পরমং পদং সদা পশুস্তি সুরয়ঃ।
 দিবী ব চক্ষুরাততম্। ওঁ বাসুদেবায় নমঃ। ওঁ আদিবপ্রভস্য
 রেতসো জ্যোতিঃ পশুস্তি রাসবং। পরো যদিত্যেতি দিবা। ওঁ
 গণেশায় নমঃ। ততো লগ্নসময়ে মাতা নূতনবজ্রাচ্ছাদিতমুক্তর-
 শিরসং কুমারমক্কে কৃষ্টা পত্ন্যর্দক্ষিণতঃ স্থিত্বা মঙ্গলতুর্ঘ্যায়োষেষু
 সংসৃ তদক্কে কুমারং দদ্যাৎ। পিতা চেতি পঠনু গৃহ্নাতি। স্তুতি-
 নোমিমীতামিতি সপ্তর্চন্য স্তুতস্য স্তুত্যাভ্যেয়শ্চাবাঞ্চধ্যাক্ষিণেদেবো
 দেবতাস্তিস্র আদ্যাস্তিষ্টুভো মধ্যো দে অষ্টু বন্তে দে ত্রিষ্টুভো
 কুমারগ্রহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্তুতিনোমিমীতামগ্নিনাভগঃ
 স্তুতিদেবাদীতয়ণকর্ণঃ স্তুতি পুষা অসুরৌ দধাতু নঃ স্তুতি দ্যাভা
 পৃথিবী স্তুচেতনা। স্তুতিনো বায়ুশুপত্রবামহে। সোমং স্তুতি

পূজা করিবেন। যে প্রকারে যে যে মন্ত্রে তত্তদেবতা অর্থাৎ
 ইন্দ্র, অগ্নি, যম প্রভৃতির পূজা করিতে হয়, তাহা উপরে
 মূলেই স্পষ্ট রহিল। অনন্তর মাতা লগ্নসময়ে নূতনবজ্রাচ্ছাদিত
 উত্তরশিরী কুমারকে কোড়ে লইয়া পতির দক্ষিণে দণ্ডায়মানা
 হইলে মঙ্গলধ্বনি সহকারে তদক্কে কুমারকে দিখেন। পরে

ভুবনশ্রম্পতিঃ । বৃহস্পতিং সৰ্বগণং স্বস্তয়ে স্বস্তয় আদিত্যা
সো ভবন্ত নঃ । বিশ্বদেবা নো অদ্যাঃ স্বস্তয়ে । বৈশ্বানরো
বসুরগ্নিঃ স্বস্তয়ে দেবায়ৈবতৃ ভবঃ স্বস্তয়ে স্বস্তিনো রুদ্রঃ পাতংহসঃ ।
স্বস্তি মিত্রাবরুণা সুস্তি পথ্যৈরেবতি স্বস্তি ন ইন্দ্রশ্যামিষ্ট স্বস্তিনো
অদিতয়ে কৃধি । স্বস্তি পত্নামনুচরেম স্বৰ্ঘ্যাচন্দ্রমসাবিব । পুনর্দ-
দতায়তা জানতাসজ্জমেমহি । স্বস্তায়নং তাক্ষ্যমরিষ্টেনিগি মহ-
ত্বুতং বায়সং দেবানাং । অসুরগ্নিমিত্রমথঃ সমুং সুবৃহদ্বশো
নাবমি বারুহেম । অঁহোমুচ মাক্ষিরসং গয়ঞ্চ স্বস্ত্যাত্রেয়ং
মনসা চ তাক্ষ্যং প্রয়তপাণিঃ শরৎ প্রপদ্যে । স্বস্তি সম্বাধে
অভয়ং নো অস্ত । ইতি সূক্তং জপ্ত্বাঙ্কে কুমারমাদায় অপ্ৰতি-
রথং জপন্ বহির্নিষ্ক্রাময়েৎ । যথা । আশুঃ শিশান ইতি
ত্রয়োদশর্চস্য সূক্তস্য পৈলধ্বাষলিঙ্গোক্তা দেবতাস্তিষ্টু পৃছন্দো
অপ্রতিরথজপে বিনিয়োগঃ । ওঁ আশুঃ শিশানো বৃষভোন
ভীমো ঘনাবনঃ কোভনশ্চৰ্ঘণীনাং । সংক্রন্দনোনিমিষ একবীরঃ
শতং সেনা অজয়ং সাকমিত্রঃ । সংক্রন্দনোনিমিষেণ জিযুনাযুৎ-
কারণে হৃশ্যবনেন ধ্বজুনা । তদিক্রেণ জয়ত ততসুহবং যুধোব
ইযুহস্তেন ধ্বজা । সহযুহস্তৈঃ স নিবজ্জিভির্কসংসৃষ্টাসযুধ ইন্দ্রো-
গণেনঃ । সংসৃজিৎসোম পরোহৃশর্ক্যগৃধয়া প্রতীহতাভিরস্তা ।
বৃহস্পতে পরিদীপ্যারথেন রক্ষোহামিত্রাঃ অপবোধমানঃ ।
প্রভঞ্জন্ সেনাপ্রমৃণো যুধাজয়ন্নস্বাকমেধাবিতা রথানাং । বল-
বিজ্ঞায় স্ববিরঃ প্রবীরঃ সহস্রান্ বাজীন্ সহমান উগ্রঃ ।

পতি “ওঁ স্বস্তিনোমিমীতা” ইত্যাদি সূক্ত পাঠ করিবেন । তৎপরে
“ওঁ আশু শিশানো” ইত্যাদি অপ্ৰতিরথ মন্ত্র ও “ওঁ অসো

অভিবীরো অভিলসদা সঙ্গেজাজৈত্রমিত্র রথমাতীর্ষ গোবিং ।
 গোত্রভিদং গোবিদং বজ্রবাহুং যজন্তমজা প্রমৃগন্ত মোজসা ।
 ইমং সজাতা স্বনুধীরমধ্বমিত্রং সখায়ো অনুসংরভধ্বং ।
 অভিগোত্রাণি সহস্রা গাহমানো দয়ৌবীরঃ শতমহ্যুরিত্রঃ ।
 হৃশ্যাবন প্তনায়ান যুধোহয়ং অশ্বাকং সেনা অবতু প্রয়ং স্বঃ ।
 ইন্দ্র আসাংনেতা বৃহস্পতির্দক্ষিষ্ণিগযজ্ঞঃ পুরত্রতুসোমঃ । দেব-
 সেনা নামভজ্তানাং জয়ন্তীনাং মরুতোয়ন্দগ্রং । ইন্দ্রশ্চ বৃকো
 বরুণশ্চ রাজ্ঞঃ আশ্বিত্যাভ্যাং মরুতাং শর্দূউগ্রং । মহামনসাং
 ভূবনশ্চ্যাবানাং ঘোঘো দেবানাং জয়ত্রাসুদহ্যং । উদর্ঘয় মধ-
 বান্নায়ুধান্ন্যং সত্ত্বানাং মামকানাং মনাংসি । উদ্বৃহত্বাজিনাং
 ত্রুদধানাং জয়তাং যন্তুঘোষামশ্বাকমিত্রঃ সমিতেষু ধ্বজেষাকং
 যাইববন্তা জয়ন্ত । অশ্বাকং বীরা উত্তরে ভবন্দশ্বাহতদেবা
 অবতাং হবেষু । অমাধাং চিত্তং প্রচিত্তং প্রতিলোভয়ন্তী গৃহা-
 গাঙ্গাত্তগ্রে দবেহি । অভিপ্রৈহি নির্দহহুং স্বশোকৈরক্কেনামি-
 ত্রাস্তমসাসত্ত্বা শ্বেতাজয়তা স ব ইন্দ্রো বঃ শর্ম্ম যচ্ছতু । উগ্রা বঃ
 সন্ত বাহবো অনাধষ্ট্যা বধাসধঃ । ইত্যপ্রতিরথস্বক্ং বিষ্ণুধর্ম্মোক্ত-
 মন্ত্রঞ্চ পঠেৎ যথা । ওঁ অসৌ যো সেনামরুতঃ পরেষামভ্যোতি
 ন তু জসাম্পর্কমানা । তাং গৃহত তমদাপব্রতেন যথা মৌমত্তোত্তং
 জনানাং । অক্সা অমিত্রাভবতো শীর্ষাণা অহয় ইব । তেষাং
 বো অগ্নিদংষ্ট্রাণাং ইন্দ্রো হন্ত বয়ং বয়ং । ততস্তত্র পঠেন্দ্রং
 যন্তুদ্রামানিবো ধমে । চন্দ্রার্কয়োর্দিগীশানাং বিশাঞ্চ গগনশ্চ চ ।

যো সেনা” ইত্যাদি বিষ্ণুধর্ম্মোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবেন । তৎপরে
 ব্রাহ্মণ, বন্ধুবান্ধব ও পুত্রবর্তী নারীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া মঙ্গল-

নিষ্কোপার্থমহং দদ্মি তে মে রক্ষন্তু সর্বদা । অপ্রমত্তং প্রমত্তং
বা দিব্যরাত্রমথাপি বা । রক্ষন্তু সর্বতঃ সর্বৈ দেবাঃ শক্রপুরো-
গমাঃ । ততো দ্বিজস্বহংপুত্রবতীভিবৃতো মঙ্গলতুর্য্যঘোষে সতি
বস্ত্রপিহিতমুখং কুমারং গৃহাদ্বহিনিষ্ক্রাময়েৎ । ততঃ পূর্বাভি-
মুখঃ কুমারমুখবস্ত্রমপসার্য্য বক্ষ্যমাণমন্ত্রৈঃ কুমারমাদিত্যমৌক্ষয়েৎ ।
তচ্চক্ষুরিতিমন্ত্রত্রয়শ্চ বশিষ্ঠঋষিঃ সূর্য্যো দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ
কুমারস্য সূর্য্যদর্শনে বিনিয়োগঃ । ওঁ তচ্চক্ষুর্দেবহিতং পুরস্তা-
ছুক্রমুচরং । পশ্চিম শরদঃ শতং জীবম শরদঃ শতং নন্দাম
শরদঃ শতং মোদাম শরদঃ শতং ভবাম শরদঃ শতং শৃণ্যাম শরদঃ
শতং প্রত্নবাম শরদঃ শতং প্রভীতাঃ স্যাম শরদঃ শতং । ততঃ
সূর্য্যার্য্যং দদ্যাদনেন । আকৃষ্ণেনেত্যস্য হিরণ্যস্তু পঞ্চাষিঃ সবিতা
দেবতা ত্রিষ্টুপচ্ছন্দঃ সূর্য্যার্য্যাদানে বিনিয়োগঃ । ওঁ আকৃষ্ণেন
রজসা বর্ত্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্যঞ্চ হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা-
দোবো যাতি ভুবনানি পশুন্ । ততো মাত্রে কুমারং সমর্প-
য়েৎ । মাতা চ পতিপুত্রবতীভিবৃতো মঙ্গলতুর্য্যঘোষে সতি
স্বগৃহমানয়েৎ ॥ * ॥

ধ্বনি সহকারে কুমারের মুখ বস্ত্রাচ্ছাদিত করত তাহাকে বাহিরে
আনয়ন করিবেন । অনন্তর পূর্বাভিমুখ হইয়া কুমারের মুখা-
চ্ছাদন উন্মোচন পূর্ব্বক “ওঁ তচ্চক্ষুর্দেবহিতং” ইত্যাদি মন্ত্রে কুমা-
রকে সূর্য্যদর্শন করাইতে হয় । তদনন্তর “ওঁ আকৃষ্ণেন রজসা”
ইত্যাদি মন্ত্রে সূর্য্যার্য্য প্রদান করিবেন । পরে মাতৃকোড়ে
শিঙকে প্রদান করিলে মাতাও পতিপুত্রবতী নারীগণে পরিবৃত্তা
হইয়া মঙ্গলধ্বনি সহকারে স্বগৃহে কুমারকে আনয়ন করিবেন ।

ইতি ঋগ্বেদীয় নিষ্ক্রমণ ।

অন্নপ্রাশনং ।

অত্র শুচিনামাগ্নিঃ । পিতা কৃতনিত্যক্রিয়ো মাতৃকাপূজাং
বসোদ্ধারাদানং বুদ্ধিশ্রাদ্ধং কৃৎস্না দেবান্ পূজয়েদ্ যথা । ওঁ ব্রহ্ম-
যজ্ঞানাং প্রথমং পুরস্তাদ্বিষীমতঃ সুরচোবেন আবঃ । সবুধ্যা
উপমা অস্য বিষ্টাঃ সতশ্চ যোনিমসংশ্চ বিবঃ । ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ ।
ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সৃগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনং । উর্বারুকমিব বন্ধনান্-
ত্যাগুমুক্ষীয়মামৃতাং । ওঁ ত্র্যম্বকায় নমঃ । ওঁ ববট্টতে বিষ্ণু-
বাস আকৃণোমি তন্মে জুষষ শিপিবিষ্টহবাং । বন্ধং কৃৎস্না সৃষ্টু-
তয়োগিরো মে যুগং পতিস্বস্তিভিঃ সদানঃ । ওঁ বিষ্ণবে নমঃ ।
ওঁ আপ্যায়স্ব সমেতুতে বিশ্বতঃ সোমবৃষ্টং ভবাবা যস্য সঙ্গধে ।
ওঁ সোমায় নমঃ । ওঁ আকৃষ্ণেন রজসা বর্ভমানো নিবেশয়ন্নমৃতং
মর্ত্যঞ্চ । হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনাদেবো যাতি ভুবনানি পশুন ।
ওঁ সবিত্রে নমঃ । ওঁ যত ইন্দ্র ভয়ামহে ততো নো অভয়ং কৃধি ।
মঘবন্ গন্ধিতর তন্ন উতিভির্দ্বিবিষো বিমুধো জহি । ওঁ ইন্দ্রায়
নমঃ । ওঁ অগ্নিং দূতং বৃণীমহে হোতারং বিশ্ববেদসং অস্য যজ্ঞস্য
স্বকৃতুং । ওঁ অগ্নয়ে নমঃ । ওঁ যমায় সোমং সনৃতয়মায় জুহতা-
হবিঃ । যমং হ যজ্ঞং গচ্ছত্যগ্নিদূতো অবং কৃতঃ । ওঁ যমায় নমঃ ।
ওঁ মোষুনঃ পরাপন্নানিষ্ঠাতিত্ কহনাবধীং । পদীষ্টতৃকয়া সহ । ওঁ

এই সংস্কারে শুচিনামা অগ্নি স্থাপনীয় । পিতা নিত্যক্রিয়া,
মাতৃকাপূজা, বসুধারাদান, বুদ্ধিশ্রাদ্ধ প্রভৃতি করিয়া “ওঁ ব্রহ্ম-
যজ্ঞানাং” ইত্যাদি মন্ত্রসমূহ দ্বারা ব্রহ্মাদি দেবগণের পূজা করি-
বেন । তৎপরে উপবেশনাদি আজ্যভাগান্ত কৰ্ম করিয়া

নিষ্ঠাভয়ে নমঃ । ওঁ তদ্ব্যয়ামি ব্রহ্মণা বন্দমানস্তদা শান্তে
 যজমানো হবির্ভিঃ । অহনমানো বরুণে হবোধ্যাকুশং সমানমায়ুঃ
 প্রমোষীঃ । ওঁ বরুণায় নমঃ । ওঁ তব বায় বৃহস্পতে
 ত্বষ্টয়ামাতত্ত্বত অবাস্যা বৃণীমহে । ওঁ বায়বে নমঃ । ওঁ
 সোমো ধেহুঃ সোমে । বারং কৰ্ম্মণ্যং দদাতি । সাদন্তং
 বিতথ্যং সভেয়ং পিতৃশ্রবণং যো দদাদতৈশ্চ । ওঁ সোমায় নমঃ ।
 ওঁ ভমীশানং জগতস্ত্রুব্ধস্পতিং ধিয়ং জিহ্নমবসে ভূমহে বরং ।
 পৃথাগো যথা বেদসামসদৃধৈক্ষিতা পায়ুবদধঃ স্বস্তয়ে । ওঁ ঈশা-
 নায় নমঃ । ওঁ ব্রহ্মহ যজ্ঞানাং প্রথমং পুরস্তাদ্বিষীমতঃ স্ককচোবেন
 আবঃ । সবুধ্যা উপমা অস্যা বিষ্টাঃ সতশ্চ যোনিমসতশ্চ বিবঃ ।
 ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ । ওঁ কালিকো নাম সর্পো নবনাগসহস্রবলঃ ।
 যমুনাত্তদেদশো জাতোহয়ং নারায়ণবাহনঃ । যদি কালিকদূতস্য
 যদি বা কালিকান্তয়ং । জন্মভূমিপরিত্রাক্তো নির্বিষো যাতু
 কালিকঃ । ওঁ অনন্তায় নমঃ । ওঁ স্যোনা পৃথিবীনাভবানৃক্ষ-
 য়াণিবেশনী । যৎসানঃ শশ্বসপ্রথাঃ । ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ । ওঁ
 দিগ্ভ্যো নমঃ । ততঃ পিতা উপলপনাজ্যভাগান্তং কৃতা ব্রহ্মা-
 দীনাং পূজোক্তমগ্নৈর্হোমঞ্চ কৃতা পঞ্চাহতীজুঁহ্বাং যথা । ব্রহ্মা
 ত্র্যম্বক বিষ্ণু সোমসবিতৃ ইন্দ্র অগ্নি যম নিষ্ঠাতি বরুণবায়ু সোম
 ঈশান ব্রহ্মা অনন্ত পৃথিবী-দিক্ । ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা । ইদমগ্নয়ে ।
 এবং ইন্দ্রায় । প্রজাপতয়ে । বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ । ব্রহ্মণে ।

ব্রহ্মাদিপূজোক্ত মন্ত্রসমূহে ঐ সকল দেবতার হোম করিয়া অগ্নি,
 চন্দ্র, প্রজাপতি, বিশ্বেদেব ও ব্রহ্মা ইহাদিগের উদ্দেশে এক এক
 আহুতি দিবেন । পরে প্রায়শ্চিত্তহোম ও ষষ্টিকৃদ্ধোম করিতে

ততঃ প্রায়শ্চিত্তং স্থষ্টিকৃতঞ্চ সমাপয়েৎ । ততো মাতা স্নাতা-
লঙ্কৃতকুমারমঙ্কে কৃত্ব পত্ন্যার্বামপার্শ্বে উপবিশতি । পাককর্ত্রী
চতুর্বিধমন্নমুপনয়েৎ । পিতা কুমারমাচম্য স্বস্তিবাচনপূর্ব্বকং
দধিমঘৃতমধুক্ষীরযুক্তান্নং প্রাশয়েদনেন । অন্নপতে অন্নস্যোত্যস্যা
বিশ্বামিত্রঋষিরগ্নিদেবতা ত্রিষ্টুপছন্দোন্নপ্রাশনে বিনিয়োগঃ ।
ওঁ অন্নপতে অন্নস্য নো ধেহনমীরস্য শুশ্লিণঃ । প্রদাতারং
তারিষ উর্জরো ধেহি দ্বিপদেশং চতুষ্পদে । ততো মাতাপি
সর্ব্বেষামন্নব্যাঞ্জনানাং কিক্ষিহৃতা কুমারং প্রাশয়েৎ । তত
আচম্য তাবূলরসং দত্ত্বা মাত্রে সমর্পয়েৎ । ততঃ স্বর্ণধান্যশাস্ত্রাদি
দত্ত্বা লক্ষণং পশ্যেৎ ॥ * ॥

হয়। অনন্তর মাতা কুমারকে স্নান করাইয়া অলঙ্কারে অলঙ্কৃত
করত পতির বামপার্শ্বে গিয়া উপবিষ্টা হইবেন। পরে পাককর্ত্রী
চতুর্বিধ অন্ন আনয়ন করিলে পিতা আচমন ও স্বস্তিবাচন
পূর্ব্বক “ওঁ অন্নপতে অন্নস্য” ইত্যাদি মন্ত্রে দধিমঘৃতযুক্ত অন্ন
কুমারকে সেবন করাইবেন। মাতাও সমস্ত অন্ন-ব্যাঞ্জন হইতে
কিক্ষিৎ কিক্ষিৎ লইয়া কুমারকে সেবন করাইবেন। পরে
আচমন পূর্ব্বক তাবূলরস দিয়া মাতৃকোড়ে কুমারকে অর্পণ
করিতে হয়। তৎপরে স্বর্ণ, ধান্য, শাস্ত্র প্রভৃতি দিয়া লক্ষণ দর্শন
করিবে।

ইতি ঋগ্বেদীয় অন্নপ্রাশন।

চূড়াকরণ ।

অত্র সত্যনামাগ্নিঃ । পিতা প্রাতঃ কৃতনিত্যক্রিয়ো মাতৃকা-
পূজাং বসোদ্বারায়ুধ্যাহ্নজপং বুদ্ধিশ্রাদ্ধং কুৰ্য্যাৎ । ততশ্ছায়া-
মণ্ডপে আলোপনাদিলিখিতবেদিকামধ্যে সপল্লবপূর্ণকুন্তং স্থাপয়েৎ ।
ততো মঙ্গলতুর্য্যঘোষে সতি পতিঃ প্রোঙ্ঘুখাসনোপবিষ্টঃ কৰ্ম্ম
কুৰ্য্যাৎ । মাতা চ কুমারমক্ষে কৃৎস্না পত্ন্যাকামপার্শ্বে উপ-
বিশেৎ । হোতা উপলোপনাজ্যভাগান্তং কৃৎস্নাগ্নেকত্তরত আস্তীর্ণ-
কুশেষু ব্রীহিষবমাষতিলপূগান্ চতুরঃ শরাবান্ বলীবর্দগোময়-
শমীপত্রশীতোষ্ণোদকনবনীতপূগান্ পঞ্চশরাবান্ অগ্নেঃ পশ্চা-
ন্মাতুঃ সমীপে পৃথক্ পৃথক্ স্থাপয়েৎ । মাতুর্দক্ষিণতঃ পিতা
একবিংশতিকুশপিঞ্জলীঃ স্থাপয়েৎ । ততঃ কুমারেণারক্ষততশ্চ

এই সংস্কারে সত্যনামা অগ্নি স্থাপনীয় । প্রাতে পিতা নিত্য-
ক্রিয়া, মাতৃকাপূজা, বহুধারাদান, আয়ুধ্যাহ্নজপ, বুদ্ধিশ্রাদ্ধ
এই সকল সম্পাদন করিয়া ছায়ামণ্ডপে আলোপনাদিলিখিত বেদি-
মধ্যে সপল্লব পূর্ণকুন্ত স্থাপন করিবেন । পরে মঙ্গলধ্বনি সহ-
কারে প্রোঙ্ঘুখে আসনোপবিষ্ট হইয়া কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত হইবেন । মাতাও
কুমারকে ক্রোড়ে লইয়া পতির বামপার্শ্বে উপবেশন করিবেন ।
হোতা উপলোপনাদি আজ্যভাগান্ত কৰ্ম্ম করিয়া অগ্নির উত্তরে
আস্তীর্ণ কুশোপরি ব্রীহি, যব, মাষ ও তিলপূর্ণ শরাবচতুষ্টয় এবং
বলীবর্দ-গোময়, শমীপত্র, শীতোষ্ণোদক ও নবনীতপূর্ণ পঞ্চশরাব
অগ্নির পশ্চিমে মাতার নিকটে পৃথক্ পৃথক্ স্থাপন করিবেন ।
মাতার দক্ষিণভাগে পিতা একবিংশতি কুশপিঞ্জলী স্থাপন করি-

উদকেনেহীত্যেনে উদকমিশ্রণং । ততঃ কিঞ্চিন্মিশ্রিতজলং
 নবনীতঞ্চ গৃহীত্বা অদিতিঃ কেশানিত্যস্য প্রজাপতিঞ্চ ষিরদি-
 তিরাপশ্চ দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দশ্চুড়াকরণে বিনিয়োগঃ । ওঁ
 অদিতিঃ কেশান্ বপত্বাপ উন্দস্ত মেদসে দীর্ঘায়ুষ্ট্রায় বলায়
 বর্চসে । ইত্যেনেত্রিবারং দ্বিতীয়কেশভাগং ক্রেদয়েৎ । ততঃ
 কুশপিঞ্জলীত্রয়মাদায় ওষধে ইত্যস্য প্রজাপতিঞ্চ ষিরোবধির্দেবতা
 গায়ত্রীচ্ছন্দশ্চুড়াকরণে বিনিয়োগঃ । ওঁ ওষধে ত্রায়শ্চৈনং ।
 ইত্যেনেত্রিবারং পিঞ্জলীস্থাপনং । তাত্রক্ষুরং গৃহীত্বা স্তম্বিত ইত্যস্য
 প্রজাপতিঞ্চ ষিঃ স্তম্বিতির্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দশ্চুড়াকরণে বিনি-
 যোগঃ । ওঁ স্তম্বিতে মৈনং হিংসীঃ । ইত্যেনেত্রিবারং পীড়য়তি । ততো
 লৌহক্ষুরং গৃহীত্বা ওঁ প্রজাপতিঞ্চ ষির্ধাতা দেবতা ত্রিষ্টুপচ্ছন্দ-
 শ্চুড়াকরণে বিনিয়োগঃ । ওঁ যেন ধাতা বৃহস্পতেরগ্নেরিঙ্গস্য
 চাপবৎ । তেন তে বপামি ব্রহ্মণা জীবতবে জীবনায় । ইত্য-
 নেন বা । তেন তে আয়ুষে বপামি স্তল্লোকায় স্বস্তয়ে । ইত্য-
 নেন ছিত্বা শমীপত্রৈঃ সহ মাত্রে দদ্যাৎ মাতা চ গোময়শরাবে
 ক্ষিপেৎ । ততঃ পুনরপি ওঁ উষ্ণেন বায় উদকেনেহীতি জল-
 মিশ্রণং । ততঃ কিঞ্চিন্মিশ্রিতজলং নবনীতঞ্চ গৃহীত্বা অদিতিঃ
 কেশানিত্যস্য প্রজাপতিঞ্চ ষিরদিতিরাপশ্চ দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দ-
 শ্চুড়াকরণে বিনিয়োগঃ । ওঁ অদিতিঃ কেশান্ বপত্বাপ উন্দস্ত
 মেদসে দীর্ঘায়ুষ্ট্রায় বলায় বর্চসে । ইতি তৃতীয়কেশভাগং ত্রিঃ
 ক্রেদয়েৎ । ততঃ পিঞ্জলীত্রয়ং গৃহীত্বা ওষধে ইত্যস্য প্রজাপতি-

বায় উদকেনেহি* মস্ত্রে উদকমিশ্রণ, কিঞ্চিৎ মিশ্রিতজল ও
 নবনীত লইয়া “ওঁ অদিতিঃ কেশান্” ইত্যাদি মস্ত্রে ত্রিবার

ঋষিঃ স্মৃতির্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দশ্চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ । ওঁ
 ওষধে ত্রায়শ্চেনং । ইতি পিঞ্জলীং স্থাপয়েৎ । তাত্রক্ষুরং গৃহীত্বা
 স্মৃতি ইত্যস্যা প্রজাপতিঋষিঃ স্মৃতির্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দশ্চূড়া-
 করণে বিনিয়োগঃ । ওঁ স্মৃতিতে মৈনং হিংসীঃ । ইতি পীড়য়েৎ ।
 লৌহক্ষুরং গৃহীত্বা । ওঁ যেন ভূমশ্চ রাত্র্যাং জ্যোক্ত চ পশুতি
 সূৰ্য্যং । তেন তে আয়ুষে বপামি স্প্রোক্যায় স্বস্তয়ে । ইতি
 দ্বিত্বা মাত্রে শমাপত্রৈঃ *সহ দদ্যাৎ মাতা চ গোময়শরাবে
 ক্ষিপেৎ । ততঃ পুনরপি ওঁ উকেন বায় উদকেনহীতি জল-
 মিশ্রণং । ততঃ কিঞ্চিনিশ্চিত্তজলং নবনীতঞ্চ গৃহীত্বা অদিতিঃ
 কেশানিত্যস্যা প্রজাপতিঋষিরদিত্যাপশ্চ দেবতা গায়ত্রী-
 ছন্দশ্চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ । ওঁ অদিতিঃ কেশান্ বপস্তাপ
 উন্দন্ত মেদমে দীর্ঘায়ুধ্বায় বলায় বর্জসে । ইতি চতুর্থকেশভাগং
 ত্রিঃ ক্রেদয়েৎ । ততঃ কুশপিঞ্জলীত্রয়ং গৃহীত্বা ওষধে ইত্যস্যা
 প্রজাপতিঋষিরোষধির্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দশ্চূড়াকরণে বিনি-
 যোগঃ । ওঁ ওষধে ত্রায়শ্চেনং । ইতি পিঞ্জলাং দদ্যাৎ । তাত্র-
 ক্ষুরং গৃহীত্বা স্মৃতি ইত্যস্যা প্রজাপতিঋষিঃ স্মৃতির্দেবতা
 গায়ত্রীচ্ছন্দশ্চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ । ওঁ স্মৃতিতে মৈনং হিংসীঃ ।
 ইতি পীড়য়েৎ । লৌহক্ষুরং গৃহীত্বা ওঁ যেনাবপং সবিতা ক্ষুরেণ
 সোমস্য রাজ্ঞো বরুণস্য বিদ্বান্ । তেন তে ব্রহ্মণা বপতেদম-
 স্যায়ুষ্যং জরদষ্ট্রিধ্বাসং । ওঁ যেন ধাতা বৃহস্পতেরগ্নেইজস্য
 চাপবৎ তেন তে আয়ুষে বপামি স্প্রোক্যায় স্বস্তয়ে । ওঁ যেন

দ্বিতীয় কেশভাগ ক্লিন্নকরণ, পূর্ববৎ কুশ-পিঞ্জলীত্রয় লইয়া
 উহা স্থাপন, তাত্রক্ষুর দ্বারা পীড়ন, লৌহক্ষুর দ্বারা ছেদন

ভূয়শ্চ রাত্র্যাং জ্যোক্ত চ পশুতি সূর্য্যং তেন তে আয়ুষে বপাশি
 স্তল্লোকায় স্বস্তয়ে । এভিস্মৈশ্চিহ্না শমীপত্নৈঃ সহ মাত্রে
 দদ্যাৎ । মাতা চ গোময়শরাবে ক্ষিপেৎ । ততো হোতা
 কুমারোত্তরতঃ পশ্চাভিষ্ঠেৎ । ততঃ পূর্ব্বস্থাপিতকেশং ভাগ-
 চতুষ্ঠয়ং কৃত্বা জলং মিশ্রয়েৎ । ওঁ উষ্ণেন বায় উদকেনেহি । ততঃ
 কিঞ্চিন্মিশ্রিতজলং নবনীতঞ্চ গৃহীত্বা অদितिঃ কেশানিত্যস্য
 প্রজাপতিঋষিরদিত্যিরাপশ্চ দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দশ্চূড়াকরণে
 বিনিয়োগঃ । ওঁ অদितिঃ কেশান্ বপত্বাপ উন্দন্ত মেদসে
 দীর্ঘায়ুষ্ট্রায় বলায় বর্জসে । ইত্যুত্তরকেশভাগং ত্রিঃ ক্লেদয়েৎ ।
 ততঃ পিঞ্জলীত্রয়ং গৃহীত্বা ওষধে ইত্যস্য প্রজাপতিঋষিঃ সূধিতি-
 র্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দশ্চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ । ওঁ ওষধে ত্রায়-
 স্মৈনং ইতি পিঞ্জলীং স্থাপয়েৎ । তাম্রকুরং গৃহীত্বা সূধিত ইত্যস্য
 প্রজাপতিঋষিঃ সূধিতির্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দশ্চূড়াকরণে বিনি-
 যোগঃ । ওঁ সূধিতে মৈনং হিংসীঃ । ইতি পীড়য়েৎ । লৌহ-
 কুরং গৃহীত্বা ওঁ যেনাবপং সবিতা ক্ষুরেণ সোমস্য রাজ্ঞো বরুণস্য
 বিহান্ । তেন তে ব্রহ্মণা বপতেদমসায়ুষ্যং জরদষ্ট্রিযথাসৎ ।
 ইতি ছিত্বা শমীপত্নৈঃ সহ মাত্রে দদ্যাৎ । সা চ গোময়শরাবে
 ক্ষিপেৎ । পুনরপি ওঁ উষ্ণেন বায় উদকেনেহীতি জলমিশ্রণং ।
 ততঃ কিঞ্চিন্মিশ্রিতজলং নবনীতঞ্চ গৃহীত্বা অদितिঃ কেশানি-
 ত্যস্য প্রজাপতিঋষিরদিত্যিরাপশ্চ দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দশ্চূড়াকরণে
 বিনিয়োগঃ । ওঁ অদितिঃ কেশান্ বপত্বাপ উন্দন্ত মেদসে দীর্ঘায়ু-

ও মাতাকে প্রদান এবং মাতা কর্তৃক গোময়শরাবে নিক্ষেপ
 প্রভৃতি সমস্ত করিতে হইবে। এই প্রকার নিয়মে তৃতীয়

ষ্ট্রায় বলায় বর্চসে । ইতি দ্বিতীয়ভাগং ত্রিঃ ক্লেদয়েৎ । পিঞ্জলী-
ত্রয়ং গৃহীত্বা ওষধে ইত্যস্য প্রজাপতিঋষিরোষধিদেবতা গায়ত্রী-
চ্চন্দশ্চুড়াকরণে বিনিয়োগঃ । ওঁ ওষধে ত্রায়শ্চৈনং । ইতি
পিঞ্জলীস্থাপনং । তাম্রক্ষুরং গৃহীত্বা স্মৃতি ইত্যস্য প্রজাপতিঋষিঃ
স্মৃতিদেবতা গায়ত্রীচ্চন্দশ্চুড়াকরণে বিনিয়োগঃ । ওঁ স্মৃতি
মৈনং হিংসীরিতি পীড়য়েৎ । লৌহক্ষুরং গৃহীত্বা ওঁ যেন ধাতা
বৃহস্পতেঃ রঘৈরিজ্রস্য চাপবৎ । তেন তে আয়ুষে বপামি স্মল্লো-
ক্যায় স্বস্তয়ে । ইতি ছিদ্ৰা শমীপত্রৈঃ সহ মাত্রে দদ্যাৎ । সা চ
গোময়শরাবে ক্ষিপেৎ । পুনরপি ওঁ উষ্ণেন বায় উদকেনেহীতি
জলমিশ্রণং । ততঃ কিঞ্চিন্মিশ্রিতজলং নবনীতঞ্চ গৃহীত্বা অদितिঃ
কেশানিত্যস্য প্রজাপতিঋষিরাদিত্যাপশ্চ দেবতা গায়ত্রীচ্চন্দ-
শ্চুড়াকরণে বিনিয়োগঃ । ওঁ অদितिঃ কেশান্ বপহ্যাপ
উন্দন্ত মেদসে দীর্ঘায়ুষ্ট্রায় বলায় বর্চসে । ইতি ত্রিতীয়ভাগং ত্রিঃ
ক্লেদয়েৎ । পিঞ্জীত্রয়ং গৃহীত্বা ওষধে ইত্যস্য প্রজাপতিঋষি-
রোষধিদেবতা গায়ত্রীচ্চন্দশ্চুড়াকরণে বিনিয়োগঃ । ওঁ ওষধে
ত্রায়শ্চৈনং । ইতি পিঞ্জলাস্থাপনং । তাম্রক্ষুরং গৃহীত্বা স্মৃতি
ইত্যস্য প্রজাপতিঋষিঃ স্মৃতিদেবতা গায়ত্রীচ্চন্দশ্চুড়াকরণে
বিনিয়োগঃ । ওঁ স্মৃতি মৈনং হিংসীরিতি পীড়য়েৎ । লৌহ-
ক্ষুরং গৃহীত্বা ওঁ যেন ধাতা বৃহস্পতেঃ রঘৈরিজ্রস্য চাপবৎ তেন তে
আয়ুষে বপামি স্মল্লোক্যায় স্বস্তয়ে । ইতি ছিদ্ৰা শমীপত্রৈঃ সহ
মাত্রে দদ্যাৎ সা চ গোময়শরাবে ক্ষিপেৎ । পুনরপি ওঁ উষ্ণেন

কেশভাগ ও চতুর্থকেশভাগও কর্তন করিতে হয় । তৎপরে
ঐরূপ নিয়মেই উত্তরকেশভাগচতুষ্টিও একাদিক্রমে কর্তন ও

বায় উদকেনেহি ইতি জলমিশ্রণং । কিঞ্চিৎমিশ্রিতজলং নবনীতঞ্চ
 গৃহীত্বা অদितिঃ কেশানিত্যস্য প্রজাপতিঋষিরদিত্যাপশ্চ
 দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দশ্চ ডাকরণে বিনিয়োগঃ । ওঁ অদितिঃ কেশান
 বপতাপ উন্দত্ত মেদসে দীর্ঘায়ুষ্টায় বলায় বর্চসে ইতি তৃতীয়ভাগঃ
 ক্লেদয়েৎ । পিঞ্জলীত্রয়ং গৃহীত্বা ওষধে ইত্যস্য প্রজাপতিঋষি
 রোষধিদেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দশ্চ ডাকরণে বিনিয়োগঃ । ওঁ ওষধে
 ত্রায়শ্চৈনং ইতি পিঞ্জলীস্থাপনং । তাত্রক্ষুরং গৃহীত্বা সূধিতে
 ইত্যস্য প্রজাপতিঋষিঃ সূধিতিদেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দশ্চ ডাকরণে
 বিনিয়োগঃ । ওঁ সূধিতে মৈনং হিংসীঃ । ইতি পীড়য়েৎ
 লৌহক্ষুরং গৃহীত্বা ওঁ যেন ভূমশ্চ রাত্র্যাং জ্যোক্ত চ পশুতি সূর্য্যঃ
 তেন তে আয়ুষে বপামি সুলোক্যায় স্বস্তয়ে । ইতি ছিত্বা শমীপত্রৈ
 সহ মাত্রৈ দদ্যাৎ সা চ গোময়শরাবে ক্ষিপেৎ । চতুর্থভাগচ্ছেদনং
 নাপিতেন কর্তব্যং । ততো হোতা অঙ্গুষ্ঠোপকনিষ্ঠাভ্যাং ক্ষুর-
 ধারাং মার্জ্জয়েদনেন । যৎক্ষুরেণেত্যস্য প্রজাপতিঋষিঃ ক্ষুরে
 দেবতা ক্ষুরধারামার্জ্জনে বিনিয়োগঃ । ওঁ যৎক্ষুরেণ মার্জ্জয়ত
 অপেশসা বপ্ত । বপসি কেশান্ ছিক্তি শিরোস্ত্রাযুঃ প্রমোষীঃ
 ততো নাপিতায় ক্ষুরং দত্ত্বা বদেৎ । শাতোষাভিরন্তিরব্যর্থ
 কুর্বাণোহক্ষুণ্ণ কুমারং কুশলীকুরু । করবাণীতি নাপিতো বদেৎ ।

গোময়শরাবে ক্ষেপণ করিবে । তদনন্তর হোতা “ওঁ যৎ ক্ষুরেণ
 মার্জ্জয়ত” ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠাভ্যাং ক্ষুরধারা মার্জ্জন
 করিবেন । পরে নাপিতকে ক্ষুর দিয়া বলিবেন, “এই শীতোষ্ণ
 জল দ্বারা কুমারকে কুশলীকর ।” নাপিতও “করিতেছি” বলিয়া
 অগ্নিসমীপে সমস্ত কেশমুণ্ডন করিবে । তদনন্তর পতিপুত্রবর্ত

ততোহগ্নিসমীপে সর্ষান্ কেশান্ সুণ্ডয়েৎ । ততঃ কুমারং বেদ্যাং
নাস্তা পতিপুত্রবত্যো মঙ্গলপূর্বকং নাপয়িত্বা অলঙ্কৃত্য কর্ণবেধং
কারয়িত্বা মাতুরক্ষে দদ্যুঃ । হোতা প্রায়শ্চিত্তং স্থিষ্টিকৃতঞ্চ সমাপ্য
দক্ষিণাচ্ছিদ্রাবধারণং কুর্য্যাৎ । ব্রীহাদিচতুরঃ শরাবান্ নাপিতাম
দদ্যাৎ । কেশাংশ্চ বংশবিটপাদৌ শুচিদেবে স্থাপয়েৎ ॥

নারীরা কুমারকে বেদীতে লইয়া মঙ্গলাচার সহকারে স্নান
করাইয়া অলঙ্কারে বিভূষিত করিবেন এবং কর্ণবেধ করাইয়া
মাতৃকোড়ে প্রদান করিবেন । এদিকে হোতা প্রায়শ্চিত্ত-হোম
ও স্থিষ্টিকৃত্তোম সমাপন পূর্বক দক্ষিণা প্রদান ও অচ্ছিদ্রাবধারণ
করিবেন । নাপিতকে ব্রাহ্মি প্রভৃতিপূর্ণ শরাবচতুষ্টয় দান
করিতে হয় । কেশসমূহ বংশবিটপাদিতে শুচিপ্রদেশে ফেলিয়া
দিবে ।

ইতি ঋগ্বেদীয় চূড়াকরণ ।

উপনয়নম্ ।

অত্র সমুদ্ভবনামাগ্নিঃ । পিতা কৃতনিত্যক্রিয়ো মাতৃপূজাং
বসোধারায়ুষ্যস্ব ক্রজপং বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ কুর্য্যাৎ । নাণবকো লগ্নসময়াৎ
পূৰ্ব্বং ভুক্তাচম্য শিখাধারণপূৰ্ব্বকং ক্ষৌরং কুর্য্যাৎ । ততঃ
কুমরাং আপয়িত্বা গৈরিকাদিরক্তং বস্ত্রমেকং পরিধাপয়েৎ । ততঃ
পিতা উপলেপনাদিমেক্ষণসংস্কারান্তং কৃত্বা চক্ৰং শ্রপয়েৎ । যথা
ওঁ সদসম্পতয়ে স্বা জুষ্টং যজ্ঞামি । ওঁ সদসম্পতয়ে স্বা জুষ্টং
নিৰ্ব্বপামি । ওঁ সদসম্পতয়ে স্বা জুষ্টং প্রোক্ষয়ামি । এবং
গায়ত্র্যৈ ঋষিভ্যঃ ব্রহ্মণে । ততঃ প্রক্ষেপটনাদিপাকান্তং কৃত্বাব-
তারয়েৎ । ততোঘ্ৰেণামকরণাজ্যভাগান্তং কুর্য্যাৎ । ততো
যজ্ঞোপবীতমেকং কুমারস্ত বামদক্ষে দক্ষিণদক্ষাবলম্বনং কুর্য্যা-
দনেন । ওঁ যজ্ঞোপবীতমন্ত্রস্ত ব্রহ্মর্ষিঃ স্তুত্বপুচ্ছন্দো ব্রহ্মবিষ্ণু-
মহেশ্বরো দেবতা যজ্ঞোপবীতধারণে বিনিয়োগঃ । ওঁ যজ্ঞোপ-

এই সংস্কারে সমুদ্ভবনামা অগ্নি স্থাপনীয় । পিতা নিত্যক্রিয়া,
মাতৃকপূজা, বসুধারাদান, আয়ুষ্যস্বক্রজপ ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ সমাপন
করিবেন । নাণবক লগ্নসময়ের পূৰ্বে ভোজন, আচমন ও শিখাধারণ
পূৰ্ব্বক ক্ষৌর সম্পাদন করিবে । অনন্তর কুমারকে স্নান করা-
ইয়া গৈরিকাদি-রঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করাইতে হয় । পরে
পিতা উপলেপনাদি মেক্ষণ-সংস্কারান্ত কৰ্ম্ম করিয়া যথাবিধি
চক্ৰশ্রপন, প্রক্ষেপটন ও পাক করিয়া অবতরণ করিবেন । ৩৫-
পরে অগ্নির নামকরণাদি আজ্যভাগান্ত সমস্ত কার্য্য করিবেন ।
অনন্তর একটি যজ্ঞোপবীত দক্ষিণ দ্বন্ধাবলম্বনভাবে কুমারের

বীতং পরমং পবিত্রং বৃহস্পতেৰ্যং সহজং পুরস্তাং । আয়ুষ্যামগ্রাং
প্রতিমুঞ্চ শুভ্রং যজ্ঞোপবীতং বলমন্ত তেজঃ । ততঃ কৃষ্ণাজিনো-
ত্তরীয়ং দদ্যাদনেন । প্রজাপতিঋষিস্থিষ্টপূছন্দঃ কৃষ্ণাজিনং
দেবতা কৃষ্ণাজিনপরিধাপনে বিনিয়োগঃ । ওঁ মিত্রশ্চ চক্ষুর্ভূবনং
বলীয়ন্তেজো যশস্বি স্তবিরং সমৃদ্ধং । অনাহমশ্চ বসনং স্তবিরং
ববিষ্ঠং পবীদং বাহুজিনং দধেয়ং । তত আচম্য ব্রহ্মগ্রহিযুক্তাং
মেথলাং গৃহীত্বা ওঁ ইয়ং দুরুক্তাং পরিধাবমানা বর্ণং পবিত্রং
পুবতীন আগাং । প্রাণাপানাত্মাং বলমাবহন্তী স্বসাদেবী
সুভগা মেথলেয়ং । ওঁ ঋতশ্চ গোপ্ত্রী তপসঃ পবস্বী ঘ্রতী রক্ষঃ
সহমানা অরাতীঃ । সামা সমন্তমভিপর্ষোহি সমন্তমনুপরেহি ভদ্রে
ভর্তারস্তে মেথলে মারিষাম । ইতি দত্ত্বা পঠেৎ । ওঁ স্বস্তিনো
মিমীতামশ্বিনা ভগঃ স্বস্তি দেব্যদিতিরথর্কণঃ । স্বস্তি পৃষা
অম্বরো দধাতু নঃ স্বস্তি দ্যাভা পৃথিবী সূচেতনা । ততো যথা-
বিভবঃ কুণ্ডলাদিনালঙ্কৃত্যং । ততো মাণবকঃ করসংপুটং কৃষ্টা
ষাচেত । ওঁ উপনয়ন্ত মাং যুগ্মংপাদাঃ । গুরুঃ ওঁ উপনেষ্যামি

বামহস্তে দিবেন । “ওঁ যজ্ঞোপবীতং পরমং” ইত্যাদি মন্ত্রে
দিতে হয় । পরে “ওঁ মিত্রশ্চ চক্ষুঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে কৃষ্ণাজিনো-
ত্তরীয় প্রদান করিবেন । তদনন্তর আচমন পূর্বক ব্রহ্মগ্রহি-
যুক্তা মেথলা লইয়া “ওঁ ইয়ং দুরুক্তাং” ইত্যাদি মন্ত্রে মেথলা
পরিধান করাইয়া “ওঁ স্বস্তি নো” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবেন ।
পরে যথাশক্তি কুণ্ডলাদি দ্বারা মাণবককে অলঙ্কৃত করিবেন ।
অনন্তর মাণবক করষোড় করিয়া এইরূপ প্রার্থনা করিবেন,
“আপনারা আমাকে উপনীত করুন ।” গুরু কহিবেন,

ভবন্তঃ । মাণবকো বাচমিতি বদেৎ । তত আচার্য্যোহগ্নে
 রুত্তরতো গত্বা কুমারেণাস্বারক্শতত্ৰ আহতীজুহ্বাদ্যথা,—অঃ
 আয়ুংধীতি ত্র্যর্কস্য শতং বৈখানসা ঋষয়োহগ্নিঃ পবমানো দেবত
 দেবীগায়ত্রীচ্ছন্দ আজ্যাহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ অগ্ন আয়ুং
 পবস্ব আশুরোষমিসঞ্চনঃ । কাবো বাধস্ব হৃচ্ছনাং স্বাহা । ইদ
 মগ্নয়ে পবমানায় । ১ । ওঁ অগ্নিঋষিঃ পবমানঃ পাক্শজতঃ পুরো-
 হিতঃ । তমীমহে মহাগরং স্বাহা । ইদমগ্নয়ে পবমানায় । ২ ।
 ওঁ অগ্নে পবস্ব স্বপা অস্য বর্চঃ সূবীর্ধ্যং দধদ্রয়িঃ ময়ি পোষ
 সুহা । ইদমগ্নয়ে পবমানায় । ৩ । প্রজাপতিঋষিঃ প্রজাপতি
 দেবতা ত্রিষ্টুপ্ছন্দ আজ্যাহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ প্রজাপতে
 ন ত্বদেতাশ্চনো বিখাজাতানি পরিতা বভূব । যংকামান্তে জুহ-
 মন্তনোহস্ত বয়ং শ্রাম পতয়ো রয়ীণাং স্বাহা । ইদং প্রজাপতয়ে । ৪
 ততঃ আচার্য্যোহগ্নরুত্তরত উক্তিষ্ঠেৎ । ততঃ পুরস্তান্মাণবক
 প্রত্যঙ্গুথঃ কৃতাজ্জলিঃ । আচার্য্যো মাণবকস্যাজ্জলিমন্ডিঃ পূর-
 য়েৎ । আচার্য্যস্যাজ্জলিমন্তো ব্রাহ্মণঃ পূরয়েৎ । ততো আচার্য্যো
 মাণবকস্যাজ্জলৌ স্বাজ্জলিমিশ্রণং কুর্য্যাৎ । বশিষ্ঠঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্-

“তোমাকে উপনীত করিব।” তখন মাণবক “বাচং” শব্দ
 উচ্চারণ করিবেন। তদনন্তর আচার্য্য অগ্নির উত্তর দিবে
 গিয়া “অথ আয়ুংধি” ইত্যাদি মন্ত্র সমূহ দ্বারা চারিটা আহুতি
 প্রদান করিবেন। ১—৪। পরে আচার্য্য অগ্নির উত্তরে দণ্ডায়
 মান হইলে সন্মুখে মাণবকও প্রত্যঙ্গুখে করপুটে দণ্ডায়মান
 হইবেন। আচার্য্য মাণবকের অঞ্জলিতে এবং অত্র ব্রাহ্মণ আচা-
 র্য্যের অঞ্জলিতে জল পূর্ণ করিবেন। তৎপরে আচার্য্য মাণব

ছন্দোগ্নির্দেবতা জলাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ । ওঁ তৎসবিতু-
 র্ণীমহে বয়ং দেবস্য ভোজনং শ্রেষ্ঠং সৰ্ব্বধাতবং ভুবং ভগস্য
 ধীমহি ইতি । তেনোদকেন মাণবকং সিঞ্চেৎ । ততো মাণবক-
 দক্ষিণহস্তং সাজ্জুষ্ঠং গৃহীত্বা প্রজাপতিঋষিঃ সবিতা দেবতা
 ত্রিষ্টুপ্ছন্দ উপনয়নে মাণবকদক্ষিণহস্তগ্রহণে বিনিয়োগঃ । ওঁ
 দেবস্য স্বা সবিতুঃ প্রসবেষ্বিনোৰ্বাহভ্যাং পুষ্টো হস্তাভ্যাং
 শ্রীঅমুকদেবশম্ভনু হস্তং তে গৃহ্নামি । পুনরপি মাণবকস্যাজ্জলি-
 মন্দিঃ পূরয়িত্বা পাণিভ্যাং গৃহীত্বা বশিষ্ঠঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্ছন্দোগ্নি-
 র্দেবতা জলাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ । ওঁ তৎসবিতুর্র্ণীমহে বয়ং
 দেবস্য ভোজনং শ্রেষ্ঠং সৰ্ব্বধাতবং ভুবং ভগস্য ধীমহি । ইতি
 তেনোদকেন মাণবকং সিঞ্চেৎ । ততো মাণবকস্য দক্ষিণহস্তং
 সাজ্জুষ্ঠং গৃহীত্বা প্রজাপতিঋষিঃ সবিতা দেবতা ত্রিষ্টুপ্ছন্দ উপ-
 নয়নে মাণবকহস্তগ্রহণে বিনিয়োগঃ । ওঁ সবিতা তে হস্ত-
 মগ্রহীৎ শ্রীঅমুকদেবশম্ভনু হস্তং তে গৃহ্নামি । পুনরপি মাণব-
 কস্যাজ্জলিমন্দিঃ পূরয়িত্বা পাণিভ্যাং গৃহীত্বা বশিষ্ঠঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্-
 ছন্দোগ্নির্দেবতা জলাঞ্জলিকে বিনিয়োগঃ । ওঁ তৎসবিতুর্র্ণীমহে
 বয়ং দেবস্য ভোজনং শ্রেষ্ঠং সৰ্ব্বধাতবং ভুবং ভগস্য ধীমহি ।

কের অঞ্জলিতে স্বীয় অঞ্জলি মিশ্রণ করিয়া “ওঁ তৎসবিতুর্র্ণী-
 মহে” ইত্যাদি মন্ত্রে তজ্জল দ্বারা মাণবককে অভিষেক করি-
 বেন । পরে মাণবকের সাজ্জুষ্ঠ দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া “ওঁ দেবস্ব
 স্বা সবিতুঃ” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবেন । পুনরায় মাণবকের
 অঞ্জলি জলপূরিত করিয়া কর দ্বারা গ্রহণ পূর্বক উক্ত মন্ত্র
 পাঠ করত তজ্জল দ্বারা মাণবককে অভিষেক করিবেন । পুন-

ইতি মাণবকং সিঞ্চেৎ । ততো মাণবকস্য হস্তং সানুষ্ঠং গৃহীত্বা
 প্রজ্ঞাপতিঋষিরগ্নিদেবতা উপনয়নে মাণবকহস্তগ্রহণে বিনি-
 যোগঃ । ওঁ অগ্নিরাচার্য্যাস্তবাসৌ হস্তং গৃহ্ণামি অমুকদেবশর্ম্ম-
 ন্নিতি । তত আচার্য্যো মাণবকমাদিত্যমৌক্ষয়েদনেন । ওঁ দেব
 সবিতরেষ তে ব্রহ্মচারী ত্বং গোপায়েতি । আচার্য্যো ব্রহ্মচারিণং
 পৃচ্ছতি কিং নামাসি । মাণবকঃ অমুকদেবশর্ম্মাহং ভোঃ । কস্য
 ব্রহ্মচার্য্যসি । প্রাণস্য ব্রহ্মচার্য্যস্মি । কস্তামুপনয়ৎ । কায়স্তা
 পরিদধামি । স শৃণুংস্তিষ্ঠেৎ । আচার্য্যঃ ব্রহ্মচারিণমগ্নিপ্রদক্ষিণ-
 মাবর্ত্তয়তি । ওঁ গৃৎসমদক্ষ্য বিযুপো দেবতা ত্রিষ্টূপ্ছন্দোহগ্নি-
 প্রদক্ষিণে বিনিয়োগঃ । ওঁ যুবা স্তবাসাঃ পরিবাত আগাৎ
 স উশ্বেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ । তত আচার্য্য উখিতঃ
 প্রাঙ্মুখঃ প্রাঙ্মুখস্য উখিতস্য মাণবকস্য পৃষ্ঠদেশে স্থিত্বা

রায় উক্তরূপে মাণবকের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক মন্ত্র পাঠ ও পূর্ব্বোক্ত-
 রূপে জল দ্বারা অভিষিক্তন করিবেন । পরে পুনরায় মাণব-
 কের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক “ওঁ অগ্নিরাচার্য্যঃ” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ
 করিবেন । তদনন্তর আচার্য্য “ওঁ দেব সবিতঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে
 মাণবককে সূর্য্য দর্শন করাইবেন । আচার্য্য “তোমার নাম
 কি ?” জিজ্ঞাসা করিলে মাণবক কহিবেন, “অমুক দেবশর্ম্মা” ।
 আচার্য্য জিজ্ঞাসা করিবেন, “কন্তু ব্রহ্মচার্য্যসি ?” মাণবক
 কহিবেন, “প্রাণন্তু ব্রহ্মচার্য্যস্মি ।” “কস্তামুপনয়ৎ কায়স্তা
 পরিদধামি” বলিলে মাণবক শ্রবণ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান রহি-
 বেন । আচার্য্য “ওঁ যুবা স্তবাসাঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে ব্রহ্মচারীকে
 অগ্নি প্রদক্ষিণ করাইবেন । অনন্তর আচার্য্য প্রাঙ্মুখ মাণবকের

স্কন্ধসোপরি হস্তং দত্ত্বা হৃদয়দেশমালভেত । গৃৎসমদক্খবিষুপো
দেবতা ত্রিষ্টূপ্ছন্দো মাণবকহৃদয়ালন্তনে বিনিয়োগঃ । ওঁ তং
ধীবাসঃ কবয় উন্নয়ন্তি স্বাধ্যো মনসা দেবয়ন্তঃ । তত উভৌ
প্রাঙ্ঘুথবগ্নিসমীপে উপবিশতঃ । মাণবকস্তুষ্কৌমেকাং সমিধমগ্নৌ
হুত্বা অপরাং গৃহীত্বা প্রজাপতিঞ্চাধিরগ্নিদেবতা বৃহতীচ্ছন্দ
সমিক্রোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ অগ্নয়ে সমিধমহার্ষং বৃহতে
জাতবেদসে তয়া ত্বমগ্নে বর্জস্ব সমিধা ব্রহ্মণা বয়ং স্বাহা । ইদং
ব্রহ্মণে । মাণবকোহগ্নিমুপস্পৃশ্ব সোদকেন পানিনা বারত্ৰয়ং
মুখং নিস্ফাষ্ট্যনেন । ওঁ তেজসা মাং সমনর্জি । তত উখান্না-
ঞ্জলিং বজ্রাগ্নিমুপস্থাপতি । যগ্নাং বসুঋতঞ্চাধিরগ্নিদেবতানুষ্টূপ্-
ছন্দোহগ্ন্যুপস্থাপনে বিনিয়োগঃ । ওঁ ময়ি মেধাং ময়ি প্রজাঃ
ময়্যগ্নিস্তেজো দধাতু । ১ । ওঁ ময়ি মেধাং ময়ি প্রজাঃ ময়ীজ্ঞ
ইন্দ্রিয়ং দধাতু । ২ । ওঁ ময়ি মেধাং ময়ি প্রজাঃ ময়ি সূর্য্যো
ভ্রাজো দধাতু । ৩ । ওঁ যন্তেহগ্নে তেজস্তেনাহং তেজস্বী ভূয়াসং । ৪ ।
ওঁ যন্তেহগ্নে বর্জস্তেনাহং তরস্বা ভূয়াসং । ৫ । ওঁ যন্তেহগ্নে

পশ্চাদ্দেশে থাকিয়া স্কন্ধোপরি হস্ত প্রদান পূর্ব্বক “ওঁ তং
ধীবাসঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে তদীয় হৃদয়দেশ স্পর্শ করিবেন । অন-
ন্তর উভয়ে প্রাঙ্ঘুথে অগ্নি-সমীপে উপবেশন করিবেন । মাণ-
বক তুষ্কৌভাবে অগ্নিতে একটা সমিধ আহুতি দিয়া অগ্নি
সমিধ গ্রহণ পূর্ব্বক “ওঁ অগ্নয়ে সমিধং” ইত্যাদি মন্ত্রে আহুতি
দিবেন । পরে মাণবক অগ্নি স্পর্শ পূর্ব্বক হস্তে জল লইয়া
“ওঁ তেজসা” ইত্যাদি মন্ত্রে তিনবার মুখ মার্জন করিবেন ।
অনন্তর গাত্রোত্থান করিয়া করপুটে “ময়ি মেধাং ময়ি প্রজাঃ”

তরন্তেনাহং তরস্বী ভূয়াসং । ৬ । ততঃ কোৎসঙ্ঘবী ঋদ্রো দেবতা
 জগতীচ্ছন্দ আশীঃকর্ম্মণি বিনিয়োগঃ । ওঁ মানস্তোকে তনয়ে
 মান আয়ুষি মানো গোষু মানোহশ্বেষু রীষিষঃ । মানো বীরান্
 রুদ্রভামিনোবধীহ বিদ্বন্তঃ সদমিত্বা হবামহে । ওঁ ত্র্যাযুষং যমদগ্নেঃ
 কশ্যপস্য ত্র্যাযুষং তন্মেহস্ত ত্র্যাযুষং তত্তেহস্ত্য ত্র্যাযুষং তন্নোহস্ত
 ত্র্যাযুষং । ওঁ স্বস্তি শ্রদ্ধাং যশঃ প্রজ্ঞাং বিদ্যাং বুদ্ধিং শ্রিয়ং বলং ।
 আয়ুষ্যং তেজ আরোগ্যং দেহি মে হব্যবাহন । ততো ব্রহ্মচারী
 জাহ্নুদ্বয়ং ভূমৌ নিপাত্য গুরোর্দক্ষিণপাদং দক্ষিণহস্তেন বামেন
 বামং গৃহীত্বা বদেৎ । শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাহং ভোঃ অভিবাদয়ামি ।
 আচার্য্য ওঁ আয়ুত্মান্ ভব সোম্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মন্থিতি । ব্রহ্ম-
 চারী পাণ্ডিত্যং শির আলভেত । আচার্য্যঃ অধীহি ভোঃ
 সাবিত্রীং । ব্রহ্মচারী ভো অনুক্ৰহি । আচার্য্যঃ ব্রহ্মচারীহস্তৌ
 হস্তাভ্যাং সংগৃহ্য উত্তরীয়বাসসা সংছাদ্য গায়ত্রীং বদেৎ যথা—

ইত্যাদি মন্ত্রসমূহ দ্বারা অগ্নির উপস্থান করিবেন । ১—৬ । পরে
 “ওঁ মানস্তোকে” ইত্যাদি মন্ত্রে আশীষ প্রার্থনা করিতে হয় ।
 তৎপরে ব্রহ্মচারী ভূতলে জাহ্নুদ্বয় পাতিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা
 গুরুর দক্ষিণ চরণ এবং বাম হস্ত দ্বারা বামপদ ধারণ
 পূর্ব্বক বলিবেন, “আমি অমুকদেবশর্ম্মা আপনাকে অভিবাদন
 করি।” আচার্য্য কহিবেন, ভো অমুকদেবশর্ম্মন্থি ! আয়ুত্মান
 হও ।” ব্রহ্মচারী কর দ্বারা মস্তক স্পর্শ করিবেন । আচার্য্য
 “সাবিত্রী অধ্যয়ন কর” বলিলে, ব্রহ্মচারী কহিবেন, “আপনি
 উপদেশ করুন ।” তখন আচার্য্য উভয় হস্তে ব্রহ্মচারীর হস্ত
 দ্বয় ধারণ পূর্ব্বক উত্তরীয় বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করত গায়ত্রী

শ্বেতবর্ণা সমুদ্ভিষ্টা কাষায়বসনা তথা । শ্বেতৈর্কিলেপনৈঃ পুষ্প-
 রলঙ্কারৈশ্চ শোভিতা । অক্ষমালাধরা দেবী পদ্মাসনগতা শুভা ।
 আদিত্যমণ্ডলান্তঃস্থা ব্রহ্মলোকগতা স্থিরা । তত্রাবাহ জপিত্বা চ
 নমস্কারৈর্কিসর্জয়েৎ । সবিতা দেবতা চাস্যা মুখমগ্নিস্তদিত্যচঃ ।
 বিশ্বামিত্রঋষিচ্ছন্দো গায়ত্রী তু বিধীয়তে । আরাহি বরদে দেবি
 জপ্যে মে সন্নিধীভব । গায়ন্তং ত্রায়তে যস্মাৎ গায়ত্রী ত্বং ততঃ
 স্মৃতা । এষা হি ত্রিপদা দেবী শব্দব্রহ্মময়ী শুভা । মহতা তপসা
 দৃষ্টা বিশ্বামিত্রেণ ধীমতা । গায়ত্রীকৈব বেদাংশ্চ তুলয়া সমতো-
 লয়ৎ । বেদা একত্র সাক্ষাশ্চ গায়ত্রী চৈকতঃ স্থিতা । যোগভূতা
 তু বেদানাং গৃহোপনিষদাং তথা । তাভাঃ সারন্ত গায়ত্রী তিস্রো
 ব্যাহতয়ন্তথা । গায়ত্র্যাঃ পাদমর্দঞ্চ ঋচোহর্কমুচ এব চ । ব্রহ্ম-
 হত্যা স্বরূপানং সুবর্ণস্তেয়মেব চ । গুরুদারাগমকৈব জপ্যোনৈবা
 পুনাতি বৈ । এতয়া জ্ঞাতয়া সর্বং বাজ্রয়ং বিদিতং ভবেৎ ।
 উপাসিতং ভবেচ্চৈব বিশ্বং ভুবনপঞ্চকং । অজ্ঞাত্বা চৈব গায়ত্রীং
 ত্রাক্ষণ্যাদেব হীয়তে । গায়ত্রী দেবজননী গায়ত্রী লোকপাবনৌ ।
 ন গায়ত্র্যাঃ পরং জপ্যমেতদ্বিজায় মুচ্যতে । তত্রাস্য মাতা
 সাবিত্রী পিতা স্বাচার্য্য উচ্যতে । ততো গায়ত্রীং ক্রমশো বদেদ্-
 যথা—ওঁ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি । মাংবকপঠিতে
 পুনরাচার্য্যঃ । ওঁ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি । ধিয়ো
 যো নঃ প্রচোদয়াৎ । ইতি পঠেৎ । ততো ভূরিত্তি ভুব ইতি

বলিতে আরম্ভ করিবেন । প্রথমতঃ “শ্বেতবর্ণা সমুদ্ভিষ্টা কাষায়-
 বসনা তথা” ইত্যাদি পাঠ করত “ওঁ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো
 দেবস্য ধীমহি” ইত্যাদি ক্রমে মূলের লিখিত নিয়মে ক্রমশঃ

স্বরিত্তি চ পাঠয়েৎ । ততো মাণবকস্য হৃদয়ে উক্কাঙ্গুলং দক্ষিণ
 হস্তং দত্ত্বা পঠেৎ । পরাকদাসঞ্চ বিহৃদয়ং দেবতা ত্রিষ্টু পৃচ্ছনো
 মাণবকহৃদয়দেশালভনে বিনিয়োগঃ । ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং
 দধামি মম চিত্তমনুচিত্তন্তেহস্ত মম বাচমেকমনা জুষ্মন বহম্পতিত্বা
 নিষুনক্তু মজ্জং । ততো মাণবকস্য কটিদেশে মেখলাং বধ্যতি ।
 বিশ্বামিত্রঞ্চ বিশ্বৈখলা দেবতা ত্রিষ্টু পৃচ্ছনো মেখলাবন্ধনে বিনি-
 যোগঃ । ওঁ ইয়ং দ্রুতক্ৰাং পরিবাধমানা শর্য বক্রথং পুনতী ন
 আগাৎ । প্রাণাপানাভ্যাং বলমাবহন্তী অসা দেবী স্তভগা মেখ-
 লেয়ং । ওঁ ঋতস্য গোপ্ত্রী তপসঃ পবন্যী ব্রতী রক্ষঃ সহমানা
 অরাতীঃ । সা নঃ সমস্তমনুপরে হি ভদ্রে ভর্তারন্তে মেখলে মা
 রিষাম । ততো মাণবকায় কেশসম্মিতং পালাশদণ্ডং দদ্যাদনেন ।
 আত্রেয়ঞ্চ বিকির্ষেদেবা দেবতাস্ত্রিষ্টু পৃচ্ছনো দণ্ডগ্রহণে বিনি-
 যোগঃ । ওঁ স্বস্তি নো মিমীতামশ্বিনী ভগঃ স্বস্তি দেব্যাদিত্য-
 ঋক্ৰণঃ । স্বস্তি পৃষা অশ্বরো দধাতু নঃ স্বস্তি দ্যাভা পৃথিবী
 সূচেতনা । ততো ব্রহ্মচারিণমাদিশতি । ব্রহ্মচার্যাসি আপো-
 শানং কৰ্ম্ম কুরু মা দিবা স্বাপ্সীঃ । আচার্য্যাদেদমধীশ্ব উদক-

সমস্ত গায়ত্রী পাঠ করাইবেন । পরে মাণবকের হৃদয়ে উক্কা-
 ঙ্গুল দক্ষিণ হস্ত দিয়া “ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ
 করত “ওঁ ইয়ং দ্রুতক্ৰাং” ইত্যাদি মন্ত্রে মাণবকের কটিদেশে
 মেখলা বন্ধন করিবেন । তৎপরে “ওঁ স্বস্তি নো” ইত্যাদি মন্ত্রে
 মাণবককে পালাশদণ্ড প্রদান করিতে হয় । অনন্তর আচার্য্য
 ব্রহ্মচারীকে এইরূপ আদেশ করিবেন, “ব্রহ্মচারী হইলে,
 আপোশান কৰ্ম্ম কর, দিবা নিদ্রিত হইও না, আচার্য্য-

সমিংকুশাদ্যাহরণং কুরু । সায়ং প্রাতঃ সমিধমাধেহি সায়ং
প্রাতর্ভিক্ষাটনং কুরু । ব্রহ্মচারী বাঢ়মিতি । ব্রহ্মচারী উদকং
স্পৃষ্ট্বা বদ্ধাজলির্ষদেৎ । ওঁ ব্রতানাং ব্রতপতিরসি ব্রতং সাবিত্রীকং
ত্রৈবাষিকং চরিষ্যামি যথাশক্তি কালনির্দেশং বা কুৰ্য্যাৎ ।
ততো গৃহীতদণ্ডো ব্রহ্মচারী পাত্রং হস্তে কৃত্বা প্রার্থয়েৎ ।
ভবতি ভিক্ষাং দেহীতি মাতরং তদভাবে ভগিনীং । ততো ভবন্
ভিক্ষাং দেহীতি পিতরং যাচেত । তে চ তণ্ডুলাদিকং স্তবর্ণ-
রজতাদিকঞ্চ যথাশক্তি দহ্যঃ । ততোহত্নান্ প্রার্থয়েৎ তেপি
দহ্যঃ । তদৈক্ষ্যমাচার্য্যায় নিবেদয়েৎ । আচার্য্যোপ্যুপভূজ্যতা-
মিত্যনুজ্ঞাং দদ্যাৎ । মাণবকোপি তৎ সায়ং ভোক্তুং স্থাপয়েৎ ।

সকাশে বেদ অধ্যয়ন কর, উদক সমিধ্, কুশ প্রভৃতি আহরণ
করিও, সায়ংকালে ও প্রভাতে সমিদ্ধোম করিও এবং
প্রাতে ও সন্ধ্যায় ভিক্ষার্থ বহির্গত হইও ।” ব্রহ্মচারী
“বাঢ়ং “বলিয়া স্বাকার করত জল স্পর্শ পূর্বক বদ্ধাজলি হইয়া
“ওঁ ব্রতানাং ব্রতপতিরসি” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবেন । তদ-
নন্তর দণ্ডধারী ব্রহ্মচারী পাত্র হস্তে লইয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করি-
বেন । প্রথমতঃ মাতার নিকট “ভবতি ভিক্ষাং দেহি” বলিয়া
প্রার্থনা করিতে হয় । মাতার অভাবে ভগিনী-সকাশে প্রার্থনা
করিবেন । পরে “ভবন্ ভিক্ষাং দেহি” বলিয়া পিতার নিকট
ভিক্ষা প্রার্থনা করিবেন । সকলে যথাশক্তি তণ্ডুলাদি ও স্তবর্ণ-
রজতাদি ভিক্ষা দিবেন । তৎপরে অন্তান্ত লোকের নিকট
প্রার্থনা করিলে তাঁহারাও যথাশক্তি ঐ প্রকার দিবেন । ভিক্ষা-
লব্ধ সমস্ত দ্রব্য আচার্য্যকে দিতে হয় । আচার্য্য “উপভূজ্যতাং”

ততো বেদাধ্যয়নং গ্রহণঞ্চ কুর্য্যাৎ । আচার্য্যো ব্রহ্মচারিণাংস্বারক
 স্রুচি স্মৃতস্রবং অবদানস্থানে স্মৃতস্রবদ্বয়ং দত্ত্বা । বশিষ্ঠঋষিঃ সদ
 সম্পতির্দেবতা অনুপ্রবচনীয়চরুহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ সদসম্পতি
 মদুতং প্রিয়মিক্সস্য কাম্যং শনির্ম্মেধা ময়াশিষং স্বাহা । ইদ
 সদসম্পত্যে । ওঁ ভূভূবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেন্যং ভর্গো দেবস
 ধীমহি ধियो যো নঃ প্রচোদয়াৎ স্বাহা । ইদং গায়ত্র্যে । ও
 ঋষিভ্যঃ স্বাহা । ইদং ঋষিভ্যঃ । ততঃ সমিদ্ধোমঃ । বশিষ্ঠঋষি
 সদসম্পতির্দেবতা সমিদ্ধোমে বিনিয়োগঃ । সদসম্পতিমদুত
 প্রিয়মিক্সস্য কাম্যং শনির্ম্মেধা ময়াশিষং স্বাহা । ইদং সদসম্প
 ত্যে । এবং গায়ত্র্যে । ঋষিভ্যঃ । ইদানীং সন্ধ্যা কর্তব্য্যা । ততে
 ব্রহ্মচারী তৃষ্ণীমেকাং সমিধং হুত্বা অপরাং গৃহীত্বা প্রজাপতি
 ঋষিরগ্নির্দেবতা বৃহতীচ্ছন্দঃ সমিদ্ধোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ অগ্নয়ে
 সমিধমহার্ঘ্যং বৃহতে জাতবেদসে তয়া ত্বমগ্নে বর্ধসু সমিধা ব্রহ্মণ
 বয়ং সুাহা । ইদং ব্রহ্মণে । ততো মাণবকঃ বিপ্রান্ অঞ্জলি
 বদ্ধা যাচেত । বেদসমাপ্তিং ভবন্তো মেহনুক্রবন্ত । বিপ্রাঃ

বলিয়া অনুজ্ঞা দিলে মাণবকও সায়াংকালে ভোজনার্থ তাহ
 রাখিয়া দিবেন । তৎপরে বেদাধ্যয়ন ও বেদগ্রহণ করিতে
 হয় । যথা—আচার্য্য ব্রহ্মচারী সহ মূলের লিখিত নিয়মে
 ও মন্ত্রে চরুহোম ও সমিদ্ধোম করিবেন । তৎপরে সন্ধ্যা
 করিতে হয় । পরে ব্রহ্মচারী একটা সমিধ-হোম করিয়া অপর
 সমিধ গ্রহণ পূর্বক “ওঁ অগ্নয়ে সমিধং” ইত্যাদি মন্ত্রে হোম
 করিবেন । অনন্তর মাণবক করঘোড়ে ব্রাহ্মণগণের নিকট
 প্রার্থনা করিবেন যে, “আপনারা অনুমোদন করুন, আমার

অবিষ্মেন বেদসমাপ্তিরন্ত ভবতঃ । ততো মেধাজননং । আচার্যো
কুন্তোদকেনাসিক্তং ব্রহ্মচারিণং ইমং মন্ত্রং ত্রিঃ পাঠয়েদ্ যথা ।
ওঁ সূশ্রবঃ সূশ্রবা অসি যথা ত্বং সূশ্রবঃ সূশ্রবা অসৈব্যং মা
সূশ্রবঃ সৌশ্রবসং কুরু যথা ত্বং দেবানাং যজ্ঞস্য নিধিপাস্যেবমহং
মনুষ্যাণাং দেবানাং নিধিপো ভূয়াসং । ততো বেদারম্ভঃ । গুরু-
রদ্যেত্যাदि অমুকদেবশৰ্ম্মণো বেদারম্ভাঙ্গহোমমহং করিষ্যামি
ইতি সংকল্যাজ্যহোমং কুর্যাদ্ যথা । ওঁ পৃথিব্যৈ স্বাহা ইদং
পৃথিব্যৈ । এবমগ্নয়ে । * ব্রহ্মণে । প্রজাপত্যে । ছন্দোভ্যঃ ।
দেবেভ্যঃ । ঋষিভ্যঃ । শ্রদ্ধায়ৈ । মেধায়ৈ । সদস্পত্যে । তত
আচার্য্যোগ্নেয়ভূতরতঃ প্রাঙ্গুধেঃ প্রত্যঙ্গুধায় শিষ্যায় গুরুমুখমাক্ষ-
মাণায় দক্ষিণহস্তেন গুরোর্দক্ষিণপাদং গৃহীত্বোপসন্মায় ওঙ্কার-
মহাব্যাহতিপূৰ্ব্বং পাঠয়ন্ বেদাদানধ্যাপয়েৎ । মধুচ্ছন্দঋষি-
কিঞ্চামিত্রো দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দো বেদারম্ভে বিনিয়োগঃ । ওঁ
অগ্নিমৌলে পুরোহিতং । পুনরপি ঋষিচ্ছন্দঃ পঠিত্বা ওঁ অগ্নিমৌলে
পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃষিজং । পুনঃ ঋষিচ্ছন্দঃ পঠিত্বা ওঁ

যেন বেদপাঠ সমাপ্তি হয় ।” ব্রাহ্মণেয়াও কহিবেন, “অবিষ্মে
তোমার বেদ সমাপ্তি হউক ।” তদনন্তর মেধাজনন কল্প ।—
আচার্য্য কুন্তোদক দ্বারা অভিষিক্ত ব্রহ্মচারীকে তিনবার “ওঁ
সূশ্রবঃ” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করাইবেন । অনন্তর বেদারম্ভ ।—
গুরু সঙ্কল্প করিয়া “ওঁ পৃথিব্যৈ স্বাহা” ইত্যাদি মন্ত্রসমূহ দ্বারা
আজ্যহোম করিবেন । পরে আচার্য্য অগ্নির উত্তরে প্রাঙ্গুধে
বসিবেন এবং শিষ্য প্রত্যঙ্গুধে বসিয়া গুরুমুখের দিকে দৃষ্টি
করিয়া থাকিবেন । শিষ্য দক্ষিণ হস্ত দ্বারা গুরুর দক্ষিণ পদ

অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবযজ্ঞিজং হোতারং রত্নধাতমং
 ইতি ঋক্ । যাজ্ঞবল্ক্যঋষিরুষ্ণিকৃন্দোহগ্নিদেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে
 বিনিয়োগঃ । ওঁ ইষেত্বোজ্জৈত্বা বায়বঃ স্ব দেবো বঃ । পুনঃ
 ঋষিচ্ছন্দঃ পঠিত্বা ওঁ ইষেত্বোজ্জৈত্বা বায়বঃ স্ব দেবো বঃ সবিত
 প্রাপয়তু । পুনঃ ঋষিচ্ছন্দঃ পঠিত্বা ওঁ ইষেত্বোজ্জৈত্বা বায়বঃ স্ব
 দেবো বঃ সবিতা প্রাপয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কৰ্ম্মণে । ইতি যজুঃ ।
 গোতমঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোহগ্নিদেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ
 ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে । পুনঃ ঋষিচ্ছন্দঃ পঠিত্বা ওঁ অগ্ন
 আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যাদাতয়ে । পুনঃ ঋষিচ্ছন্দঃ পঠিত্বা
 ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যাদাতয়ে নিহোতা সংসি
 বর্হিষি । ইতি নাম । পিঙ্গলানঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো বক্রণো দেবতা
 ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ । ওঁ শন্নো দেবীরভীষ্টয়ে । পুনঃ
 ঋষিচ্ছন্দঃ পঠিত্বা । ওঁ শন্নো দেবীরভীষ্টয়ে আপো ভবন্ত
 পীতয়ে । পুনঃ ঋষিচ্ছন্দঃ পঠিত্বা । ওঁ শন্নো দেবীরভীষ্টয়ে
 আপো ভবন্ত পীতয়ে শংবোরভিশ্রবন্ত নঃ ।

ধরিয়া নিকটস্থ হইলে গুরু তৎপরে ব্যাখ্যতি পাঠ করাইয়া
 বেদাদি অধ্যয়ন করাইবেন । যেক্রমে অধ্যাপন করিবে, তাহার
 প্রণালী স্পষ্টরূপে মূলেই লিখিত আছে ।

ইতি ঋগ্বেদীয় উপনয়ন ।

সমাবর্তনম্ ।

ব্রহ্মচারী প্রিয়বচনপ্রণিপাতাশ্রয়ানুরূপপারিতোষিক প্রদানেন গুরুং তোষয়িত্বা স্নানাপ্লবননাম সংস্কারং करोति । তত্র এতানি দ্রব্যানি যথা—কর্ণে কাঞ্চনাदिनिर्मितकुण्डलं कर्णे परिधान-যোগ্যং मणिं वस्त्रं उपानयुगलं वैषदण्डं सर्कोषधिगङ्गानुलेपनं উক্ষীষ্য চত্ৰং সৰ্ব্বমাচার্য্য এব দদ্যাৎ । ততঃ সৰ্ব্বাঃ সমিধোহগ্নি-সমীপে স্থাপয়েৎ । আচার্য্যায় ভোজ্যং গাঞ্চ দত্ত্বাত্তেভ্যোপি ভোজ্যানি দদ্যাৎ । ততঃ কৰ্ত্তাদ্যেত্যাদি অমুকদেবশৰ্ম্মণঃ সমা-বৰ্ত্তনকৰ্ম্মাঙ্গহোমং করिष्ये । ততঃ শাশ্রুাদিসংস্কারং कुर्यात् । তত্রাদৌ চৌড়সমানং হোমঃ । ততঃ কুশপিঞ্জল্যাধানতাম্রলৌহ-কুরপীড়নাদিকাঃ क्रियाः कुर्यात् । তন্মন্ত্ৰশ্চূড়াপ্রकरणे ज्ञातव्याः । তৈত্তৈশ্বশ্বৈঃ सप्तधा हित्वा मात्रे समर्पणस्तुं कृत्वा

ব্রহ্মচারী প্রিয়বাক্য, প্রণিপাত ও আশ্রয়ানুরূপ পারিতো-ষিক প্রদান দ্বারা গুরুকে সন্তুষ্ট করিয়া স্নানাপ্লবন নামক সংস্কার করিবেন । কর্ণে ধারণযোগ্য কাঞ্চনাদি-নির্মিত কুণ্ডল, কর্ণে পারিধানযোগ্য মণি, বস্ত্র, উপানহ-যুগল, বৈষদণ্ড, সৰ্কৌষধি গঙ্গানুলেপন, উক্ষীষ, চত্ৰ এই সমস্ত আচার্য্য প্রদান করিবেন । অনন্তর সমস্ত সমিধ্ অগ্নিসমীপে স্থাপন করিবেন । আচার্য্যকে ভোজ্য ও গো দান পূৰ্ব্বক অত্নাত্ন ব্রাহ্মণকেও ভোজ্য দান করিবেন । পরে কৰ্ত্তা সঙ্কল্প করিয়া শাশ্রু প্রভৃতি সংস্কার করিবেন । প্রথমতঃ চূড়াকরণ-বৎ হোম করিবে । পরে কুশপিঞ্জলী স্থাপন, ও তাম্র লৌহ-কুরপীড়নাদি সমস্ত क्रिया सम्पादन করিতে হয় । চূড়াকর-

শিক্ষাধারণপূর্বকং ক্ষৌরং কারয়েৎ । ততো মাগবকঃ সর্কৌষ-
ধিভিঃ স্নাত্বা বস্ত্রাদিকং গুরুবে নিবেদ্য স্বয়ং গৃহীয়াৎ যথা—
গৃৎসমদধ্বির্লিঙ্গোক্তা দেবতাস্তিষ্টুচ্ছন্দো বস্ত্রপরিধানে বিনি-
য়োগঃ । ওঁ যুবং বস্ত্রাণি পীবসাথে যুবোবচ্ছিন্নামন্তরে হি সর্গাঃ
অরাতিরুতমন্তানি বিশ্বা ঋতেন মিত্রাবরুণা সচেথে । ইত্যনেন
বৈজ্ঞকং পরিধায়াপরবস্ত্রমুপধায় উষ্ণীষং বদীয়াৎ । পরমাত্মা-
ঋষিঃ পরামাত্মা দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দো যজ্ঞোপবীতধারণে বিনি-
য়োগঃ । ওঁ যজ্ঞোপবীতমিত্যাদিনা গৃহীয়াৎ । ওঁ উহুত্তমং
বরুণপাশমশ্বাদবোধমং বিমধ্যমং শ্রথায় । আদিত্যব্রতে বয়ং
তবানাগসোহদিতয়ে শ্রামঃ । ইতি মেথলাকৃষ্ণাজিনে মোচয়িত্বা
বৈণবদণ্ডাগ্রে স্থাপয়েৎ । ওঁ অশ্বনস্তেজোসি চক্ষুষী মে পাহি ।
ইত্যঙ্গনং গৃহীয়াৎ । ওঁ অশ্বনস্তেজোসি শ্রোত্রং মে পাহি । ইতি
কুণ্ডলে বদীয়াৎ । অনুলেপনেন পাণী প্রলিপ্য মুখমগ্রে ব্রাহ্মণো

গেই এই সকলের মন্ত্রাদি লিখিত হইয়াছে । তদনন্তর মাগবক
শিক্ষা ধারণ পূর্বক ক্ষৌর সম্পাদন করিয়া সর্কৌষধিজলে স্নান
পূর্বক বস্ত্রাদি গুরুকে নিবেদন করিবেন এবং “ওঁ যুবং বস্ত্রাণি”
ইত্যাদি মন্ত্রে স্বয়ং বস্ত্র পরিধান পূর্বক অন্য একখানি বস্ত্র
উষ্ণীষরূপে বন্ধন করিবেন । পরে “ওঁ যজ্ঞোপবীতং” ইত্যাদি
মন্ত্রে যজ্ঞোপবীত ধারণ, “ওঁ উহুত্তমং বরুণপাশং” ইত্যাদি মন্ত্রে
মেথলা ও কৃষ্ণাজিন মোচন পূর্বক বৈণবদণ্ডাগ্রে স্থাপন
করিবেন । “ওঁ অশ্বনস্তেজোসি” ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্গন
গ্রহণ এবং “ওঁ অশ্বনস্তেজোসি শ্রোত্রং মে পাহি” ইত্যাদি
মন্ত্রে কুণ্ডল ধারণ করিবেন । হস্তে অনুলেপন প্রদান, “ওঁ

লিপ্পেৎ । ওঁ অনাবর্তন্তানাবর্তো ভূয়াসং । ইতি শিখায়াং
 স্রজং বধীয়াৎ । ওঁ দেবানাং প্রতিষ্ঠে স্থঃ সৰ্ব্বতো মাং পাহি ।
 ইত্যুপানহং । ওঁ দিবশ্চন্দাংসি বানস্পত্যোসি সৰ্ব্বতো মাং
 পাহি । ইতি ছত্রং । ওঁ বেণুরসি বানস্পত্যোসি সৰ্ব্বতো মাং
 পাহি ইতি বৈণবদণ্ডং গৃহীয়াৎ । ততঃ পলাশদণ্ডং তুষ্ণীমগ্নৌ
 ক্ষিপেৎ । ওঁ আয়ুষ্যং বর্চস্যং রায়স্পোষমোদ্ভিদং । ইদং
 হিরণ্যং বর্চস্য জৈত্রায়া বিশতাছুমাং । ইতি কণ্ঠে মণিং বধীয়াৎ ।
 ততো মাণবকো লঙ্ঘমানোক্ষীষং কৃদ্ধা উপানহৌ সন্তাড্যাগ্নি-
 সমীপং গত্বাগ্নৈরৈশাত্ত্যাং দিশি উর্দ্ধস্থিতো বক্ষ্যমাণমস্ত্রেণ সমিধ-
 মেকাং জুহুয়াৎ । ওঁ স্মৃতঞ্চ মে অস্মৃতঞ্চ মে তন্ম উভয়ব্রতঞ্চ
 মে নিন্দা চ মে অনিন্দা চ মে তন্ম উভয়ব্রতঞ্চ মে বিদ্যা চ মে
 অবিদ্যা চ মে তন্ম উভয়ব্রতঞ্চ মে শ্রদ্ধা চ মে অশ্রদ্ধা চ মে তন্ম
 উভয়ব্রতঞ্চ মে প্রজ্ঞা চ মে অপ্রজ্ঞা চ মে তন্ম উভয়ব্রতঞ্চ মে
 ইষ্টঞ্চ মে অনিষ্টঞ্চ মে তন্ম উভয়ব্রতঞ্চ মে দত্তঞ্চ মে অদত্তঞ্চ মে
 তন্ম উভয়ব্রতঞ্চ মে অধীতঞ্চ মে অনধীতঞ্চ মে তন্ম উভয়ব্রতঞ্চ

অনাবর্তন্ত ইত্যাদি মন্ত্রে শিখায় মালাবন্ধন, “ওঁ দেবানাং”
 ইত্যাদি মন্ত্রে উপানহ ধারণ, “ওঁ দিবশ্চন্দাংসি” ইত্যাদি মন্ত্রে
 ছত্র গ্রহণ, এবং “ওঁ বেণুরসি” ইত্যাদি মন্ত্রে বৈণবদণ্ড গ্রহণ
 করিতে হয়। পরে তুষ্ণীভাবে অগ্নিতে পালাশদণ্ড ক্ষেপণ করি-
 বেন। “ওঁ আয়ুষ্যং বর্চস্যং” ইত্যাদি মন্ত্রে কণ্ঠে মণি বন্ধন
 করিবেন। তদনন্তর মাণবক উক্ষীষ লঙ্ঘমান করতঃ উপানহ
 সস্তাড়ন পূর্বক অগ্নিসমীপে অগ্নির দীশানাদিকে দণ্ডায়মান
 হইবেন এবং “ওঁ স্মৃতঞ্চ মে” ইত্যাদি মন্ত্রে একটা সমিধ আহুতি

মে কৃতঞ্চ মে অকৃতঞ্চ মে তন্ম উভয়ব্রতঞ্চ মে সত্যঞ্চ মে অস-
 ত্যঞ্চ মে তন্ম উভয়ব্রতঞ্চ মে শ্রুতঞ্চ মে অশ্রুতঞ্চ মে তন্ম উভয়-
 ব্রতঞ্চ মে ব্রতঞ্চ মে অব্রতঞ্চ মে তন্ম উভয়ব্রতঞ্চ মে যমদগ্নে
 সেন্দ্রশ্চ সপ্রজাপতিকস্য সঞ্চয়িকশ্চ সঞ্চয়িরাজকণ্ডকশ্চ সপত্নীকঃ
 সপত্নীরাজকণ্ডকশ্চ সাকাশশ্চ সাতিকাশশ্চ সপ্রতীকাশস্য সদেব-
 মনুষ্যশ্চ সগন্ধর্ব্বাস্পরোরক্ষস্য সহারণ্যৈঃ পণ্ডিতিগ্রাম্যৈশ্চ যন্মে
 আশ্বনি ব্রতং তন্মে সর্ব্বং ব্রতং ইদমহমগ্নে সর্ব্বতো ভবামি
 স্বাহা । ইদমগ্নয়ে । ততো ব্রহ্মচারী উপবিশ্চ মণ্ডপাৎ সমিধ-
 মাকুৰ্য্য বক্ষ্যমাণমন্ত্রৈঃ সমিদ্ধোমং কৰোতি । দশানাং অপ্ৰশতি
 রথঞ্চয়িরগ্নির্দেবতা বিরট্ছন্দঃ সমিদ্ধোমে বিনিয়োগঃ । ও
 যমাগ্নে বর্চো বিহরেদ্যজ্ঞ বয়ং ত্বেক্ষানাস্তৃহং পৃষে সমজ্যং নমস্তাঃ
 প্রদিশশ্চতশ্রষ্টায়ধ্যক্ষেণ পুতনা জয়েম স্বাহা । ইদমগ্নয়ে । ১ । ও
 মম দেবা বিহরে সন্ত সর্ব্ব ইজ্রবন্তো মরুতো বিষ্ণুরগ্নিস্মাস্তরীক্ষ-
 মুরুলোকমবন্ত মহং বাতঃ পবতাং কামেশ্বিন্ স্বাহা । ইদ-
 মগ্নয়ে । ২ । ও ময়ি দেবা দ্রবিণং ময়ি জুস্তাং মঘ্যাশীরন্ত ময়ি
 দেবহুতি দেব্যা হোতারো ধনুষন্ত পূর্কে নিবিষ্টাঃ স্যাম তন্মাং
 স্রবীরাঃ স্বাহা । ইদমগ্নয়ে । ৩ । ও মহং যজন্ত ঋত্বিজঃ সময়ানি
 হব্যাহতিসত্যং মনসো মেহন্ত এনো মানিগাং কতমশ্চ নাহং
 মাগং বিশ্বদেবা সোহবরো চতানঃ স্বাহা । ইদমগ্নয়ে । ৪ । ও
 দেবী সধরী বরুণঃ কৃণোতু বিশ্বদেবা স ইহ বীরয়ধ্বং মাতান্মহি
 প্রজয়া মা তনুভিস্মাব ধাম দ্বিষতে সোম রাজন্ স্বাহা ।

দিবেন । পরে ব্রহ্মচারী উপবেশন পূর্ব্বক মণ্ডপ হইতে সমিধ
 আকর্ষণ করত “ওঁ যমাগ্নে বর্চো” ইত্যাদি দশটা মন্ত্রে সমি-

ইদমগ্নয়ে । ৫ । ওঁ অগ্নে মনুষ্যং প্রতিবুদন্ পরেষামদধেবা গোপাঃ ।
 পরিপাহি নস্তং প্রত্যক্ষোদয়ন্ত নিগঢ়ঃ পুনানন্তমগ্নি হসাং চিত্তং
 প্রবৃধা বিনেশত স্বাহা । ইদমগ্নয়ে । ৬ । ওঁ ধাতা ধাতৃণাং ভুবন-
 স্যস্পতির্দেবঃ ত্রাতারমভিমাতিসাহং ইমং যজ্ঞমশ্বিনোঽগ্নীভ্যাং
 বৃহস্পতির্দেবাঃ পাস্তু যজমানং সার্থাং স্বাহা । ইদমগ্নয়ে । ৭ ।
 ওঁ উরুব্যচানো সহিষশর্ম্ময়ং সদশ্বিন হবে পুরুহতঃ পুরুচক্ষুঃ সমঃ
 প্রজ্ঞায়ৈ হর্যাস্থম্লায়েজ্জমনো রীরিষো মা পরান্দাঃ সদোনঃ
 স্বাহা । ইদমগ্নয়ে । ৮ । ওঁ মেনঃ সপত্না অপতে ভবন্তিজ্রাঘীভ্যাং
 মম বাধামহেতাম্ । বসবো রুদ্রা আদিত্যা উপরি স্পৃশনোগ্রং
 চেভারমবধিবাজ্জমগ্রাং স্বাহা । ইদমগ্নয়ে । ৯ । ওঁ অর্ক্বক্ষমিত্র-
 মবুতো হবামহে যোগোজিত্তনজ্জিদশ্বজিৎ য ইমং নো যজ্ঞং বিহবে
 ছুষশাস্য কুর্শ্নোহবিরো মো দিনং ত্বা স্বাহা । ইদমগ্নয়ে । ১০ ।
 ততঃ প্রায়শ্চিত্তং স্থিষ্টিকৃতঞ্চ সমাপ্য দক্ষিণাং দদ্যাৎ । স্নাতক-
 স্যেতে নিয়মাঃ । ন নক্তং স্নায়াৎ ন নগ্নঃ স্বপেৎ ন নগ্নাং স্ত্রিয়ং
 বীক্ষেত মৈথুনাদত্ত্ব বর্ষতি ন ধাবেত ন বৃক্ষমারোহেত ন সংশয়-
 নাপদ্যেত । এতং সর্বং গুরুণা স্নাতকায় উপদেষ্টব্যং । ততো ব্রহ্ম-
 চারী গৃহীতদণ্ডঃ সোপানংকঃ সোক্ষীষঃ কপটব্যাকোপমাচরন্

ক্লোম করিবেন । ১—১০ । তৎপরে প্রায়শ্চিত্ত-হোম ও স্থিষ্টি-
 ক্লোম করিয়া দক্ষিণা প্রদান করিতে হয় । স্নাতকের নিয়ম
 ষথা,—রাত্রিতে স্নান করিবে না, উলঙ্গ হইয়া শয়ন করিবে না,
 নগ্না স্ত্রী দর্শন করিবে না, ধাবমান হইবে না, বৃক্ষে আরোহণ
 করিবে না, কোন বিষয়ে সন্দিগ্ধ হইবে না । গুরু স্নাতককে
 এইরূপ উপদেশ দিবেন । তদনন্তর দণ্ড, উপানহ, উক্ষীষ

কানিচিং পদানি গচ্ছতি । ততো মাত্ৰা পিত্ৰা বন্ধুভিঃ পরিহাস-
রীত্যা প্রিয়বচনপুংসরং ব্যাঘুট্যানীতঃ । ততো নিবৃত্তায়াং
সন্ধ্যায়াং কৃতপাদশোচাচমন উপবিষ্ট বাগ্ধতো ভুঞ্জীত ।
অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা । ইত্যাপোশাশানং কৃৎস্নাঙ্গুষ্ঠকনিষ্ঠাভ্যাং
অগ্নং গ্রহীত্বা ওঁ প্রাণায় স্বাহা । অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাং ওঁ অপা-
নায় স্বাহা । অঙ্গুষ্ঠমধ্যমাভ্যাং ওঁ ব্যানায় স্বাহা । অঙ্গুষ্ঠতর্জ্জ-
নীভ্যাং ওঁ উদানায় স্বাহা । সর্বাঙ্গুলীভিঃ ওঁ সমানায় স্বাহা ।
ততো মোনবতা আতৃপ্তিং ভুঞ্জা ওঁ অমৃতাপিধানমসি স্বাহা ।
ইত্যাপোশানপূর্বকমাচম্য কৃতপাদপ্রক্ষালনঃ কৃষ্ণাজিনাস্তৃতার্যাং

প্রভৃতি-ধারী ব্রহ্মচারী কপট কোপ প্রদর্শন পূর্বক কতিপয়
পদ অগ্রসর হইলে মাতা, পিতা ও বন্ধুগণ পরিহাস করিয়া
প্রিয়সম্ভাষণে ফিরাইয়া আনয়ন করিবেন । অনন্তর সন্ধ্যাকাল
অতীত হইলে পাদশোচ ও আচমন পূর্বক উপবেশন করত
বাগ্ধত হইয়া ভোজন করিতে হয় । প্রথমে “অমৃতোপস্তরণ-
মসি স্বাহা” বলিয়া আপোশান পূর্বক অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠা দ্বারা
অগ্নি গ্রহণ করতঃ “ওঁ প্রাণায় স্বাহা”; অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা
দ্বারা গ্রহণ পূর্বক “ওঁ অপানায় স্বাহা”; অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমা দ্বারা
গ্রহণ পূর্বক “ওঁ ব্যানায় স্বাহা”; অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা গ্রহণ
পূর্বক “ওঁ উদানায় স্বাহা”; এবং সর্বাঙ্গুলী দ্বারা “ওঁ সমানায়
স্বাহা” বলিয়া গ্রহণ করিতে হয় । তদনন্তর মোনভাবে তৃপ্তি
সহকারে ভোজন করিয়া “ওঁ অমৃতাপিধানমসি স্বাহা” বাক্যে
আপোশান পূর্বক আচমন করত পাদপ্রক্ষালন করিবেন এবং
কৃষ্ণাজিন-শয্যায় শয়ন করিবেন । এই দিন হইতে তিন দিবস

শরিত্বাক্ষারলবণাশনং দিনত্রয়মাবশ্যকং কুর্য্যাৎ । ততো যথেষ্টয়া
কর্তব্যং ॥ * ॥

ইতি ঋগ্বেদীয় সমাবর্তনম্ ।

বাবৎ অক্ষার-লবণ সেবন করিতে হয় । তৎপরে যথেষ্ট
ভোজন করিবেন ।

ইতি ঋগ্বেদীয় সমাবর্তন ।

বিবাহপদ্ধতিঃ ।

তত্র বিবাহাং প্রাগিজ্ঞানিকৰ্ম্ম । তত্র প্রতিমুখ উপবিশ্ত
উপরি বিতানং কৃত্বা বক্ষ্যমাণমন্ত্রেণ কার্পাসসূত্রেণ প্রতিদিশং
ত্রিবেষ্টয়েৎ । ওঁ ইন্দ্রাগীমাসু মা বাস্য ভগামার্ব মশ্রবং । বহস্যং
অপরঞ্চ ন জবমামমমতে পতিং বিশ্বস্যাদিস্ত্র উত্তরঃ । ততঃ
কেশপক্ষয়োরুর্ণাসূত্রং বদীয়াং বক্ষ্যমাণমন্ত্রেণ । ওঁ অগ্নে বিধেতিঃ
ঋণীকদেবৈরুর্ণাবস্তঃ প্রথমঃ সৌদযোনিং কলারিনং স্নতবস্তং
সচিত্রে যজ্ঞং ন যজমানায় সাধুঃ । ততঃ কৃতবৃদ্ধিশ্রাদ্ধঃ প্রাতি-
পাদিতহস্তোদকঃ কত্বাদাতা অর্হণার্থমেতানি দ্রব্যান্যুপকল্পয়েৎ ।
যথা—বিষ্টরং পাদ্যং অর্ঘ্যং আচমনীয়ং দধি মধু কাংশু-
পাত্রে দ্বৈ গোরিতি চ । ততঃ কত্বাদাতা শুভে লগ্নে চরে
সমুপস্থিতে স্থতিবাচনপূর্বকং সূর্য্যঃ সোম ইত্যাদি পঠিষ্মা
দাতা ওঁ সাধু ভবানান্তাং ইতি পঠেৎ । বরঃ সাধবহমাসে ইতি

বিবাহ-সংস্কারের প্রথমেই ইন্দ্রাগিকৰ্ম্ম । যথা—প্রতিমুখে
উপবেশন পূর্বক উপরিভাগে বিতান আচ্ছাদন করত “ওঁ ইন্দ্রা-
গীমাসু” ইত্যাদি মন্ত্রে কার্পাসসূত্র দ্বারা প্রতিদিকে ত্রিবেষ্টন
করিবে । তৎপরে, “ওঁ অগ্নে বিধেতিঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে উণাসূত্র
বন্ধন করিতে হয় । অনস্তর কত্বাদাতা কৃতবৃদ্ধিশ্রাদ্ধ ও কৃত-
হস্তোদক হইয়া অর্হণার্থ বিষ্টর, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, দধি,
মধু, দুইটী কাংশুপাত্র ও গো এই সমস্ত স্থাপন করিবেন । পরে
শুভলগ্নে স্থতিবাচনান্তে “সূর্য্যঃ সোম” ইত্যাদি পাঠ করিয়া “ওঁ
সাধু ভবানান্তাং” বলিলে বর “সাধবহমাসে” ; “অর্চয়িষ্যামো

বদেৎ । দাতা ওঁ অর্চয়িষ্যামো ভবন্তং । বরঃ ওঁ অর্চয় ইতি ।
ততঃ পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়গন্ধপুষ্পবস্ত্রমাল্যানি বরায় দদ্যাৎ । ততঃ
কন্যাদাতা বরস্য দক্ষিণং জাহ্নু অক্ষতানি চ ধ্বজা ওমদ্যামুকে শাসি
অমুকরাশিষ্টে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্র-
স্যামুকপ্রবরস্যামুকদেবশর্মাণঃ প্রপৌত্রঃ এবং পৌত্রঃ এবং পুত্রঃ
অমুকগোত্রঃ অমুকপ্রবরঃ অমুকদেবশর্মাণঃ বরঃ অমুকগোত্র-
স্যামুকপ্রবরস্যামুকদেবশর্মাণঃ প্রপৌত্রীঃ এবং পৌত্রীঃ এবং
পুত্রীঃ অমুকগোত্রাঃ অমুকপ্রবরাঃ অমুকীদেব্যভিধানাঃ কন্যাং
শুভবিবাহেন পাদ্যাদিভিরভ্যর্চ্য ভবন্তমহং বৃণে । ততঃ ওঁ
বৃতোশ্মিতি বরঃ । দাতা ওঁ যথাবিহিতং বিবাহকর্ম্ম কুরু । ওঁ
যথাজ্ঞানতঃ কবরাণি বরো বদেৎ । ততঃ আচারাৎ কন্যাবর-
য়োশ্চুখচন্দ্রিকাং কারয়েৎ । ততঃ প্রাঙ্গুখঃ কন্যাদাতা প্রত্যঙ্গুখো
বর উপবিশেৎ । ততো দাতা বিষ্টরাদিভির্ব্বরমর্চয়েৎ । যথা—
দাতা বিষ্টরমাদায় ওঁ বিষ্টরো বিষ্টরো বিষ্টরঃ প্রতিগৃহতাং । বরঃ

ভবন্তং” বলিলে, বর “অর্চয়” বলিবেন । তৎপরে বরকে পাদ্য,
অর্ঘ্য, আচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প, বস্ত্র ও মাল্য দিতে হয় । কন্যা-
দাতা আতপতগুলসহ বরের দক্ষিণজাহ্নু ধরিয়া ওমদ্যেত্যাদি
বাক্যে বরণ করিলে বর “বৃতোশ্মি” বলিবেন । দাতা “ওঁ
যথাবিহিতং বিবাহকর্ম্ম কুরু” বলিলে বর “ও যথাজ্ঞানতঃ
কবরাণি” বলিবেন । তদনন্তর আচারানুসারে কন্যা ও বরের
মুখচন্দ্রিকা করাইতে হয় । অনন্তর কন্যাদাতা প্রাঙ্গুখে ও বর
প্রত্যঙ্গুখে উপবেশন করিবেন । তৎপরে বিষ্টরাদি দ্বারা বরকে
অর্চনা করিতে হয় । যথা—দাতা বিষ্টর লইয়া “ওঁ বিষ্টরো

বিষ্ণুরং প্রতিগৃহ্মীত্যভিধায় মধ্যে পার্শ্বে কৃত্বা পঠেৎ । ওঁ অহং
 বস্ম ইত্যস্য প্রজাপতিঋষিরনুষ্ঠুপ্ছন্দঃ পরমেষ্ঠী দেবতা বিষ্ণরাস-
 নদানে বিনিয়োগঃ । ওঁ অহং বস্ম সজাতানামুদ্যাতামিব সূর্য্যঃ
 ইমন্তমভিতিষ্ঠামি যোমা কশ্চাভিদাসতি । ইতি উপবিশতি বিষ্ণরে
 উদগত্রে আক্রম্য বা । ততঃ কন্বাদাতা পাদ্যমিতি ত্রির্নিবেদয়েৎ ।
 ততো বরঃ পাদ্যং প্রতিগৃহ্মীত্যনেন হস্তাভ্যাং গৃহীত্বা শিরসি
 দদ্যাৎ । ততো দাতা আচমনীয়মিতি ত্রির্নিবেদয়েৎ । বরঃ
 আচমনীয়ং প্রতিগৃহ্মীত্যনেন আচমনীয়ং গৃহীত্বা ওঁ অমৃতোপ-
 স্তরগমসি স্বাহেতি আচামেৎ । ততো দাতা কাংস্যপাত্রে দধিমধু
 নিক্ষিপ্য মধবভাবে স্মৃত্বা কাংস্যপাত্রান্তরেণ পিথায় ওঁ মধুপর্ক
 ইতি ত্রির্নিবেদয়েৎ । ততো বরঃ মধুপর্কং প্রতিগৃহ্মীত্যানীয়
 বীক্ষেৎ । ওঁ মিত্রস্য ত্বা ইত্যস্য প্রজাপতিঋষিঃ সবিতা দেবতা
 গায়ত্রীচ্ছন্দো মধুপর্কপ্রেক্ষণে বিনিয়োগঃ । ওঁ মিত্রস্য ত্বা চক্ষুষা
 প্রতীক্ষে । ইত্যনেন নিরীক্ষ্য । ওঁ দেবস্য ত্বা ইত্যস্য প্রজাপতি-
 ঋষিঃ পূষা দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দো মধুপর্কগ্রহণে বিনিয়োগঃ ।

বিষ্ণরো বিষ্ণরঃ প্রতিগৃহ্মতাং” বলিলে বর “বিষ্ণরং প্রতিগৃহ্মামি”
 বলিয়া “ওঁ অহং বস্ম” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত তত্ক্ষণে উপ-
 বিষ্ট হইবেন । ঐ প্রকারে পাদ্য প্রদান করিলে বর পাদ্য লইয়া
 মস্তকে দিবেন । আচমনীয় দিলে গ্রহণ পূর্ব্বক “ওঁ অমৃতো-
 পস্তরগমসি স্বাহা” বলিয়া আচমন করিবেন । তৎপরে কাংস্ত-
 পাত্রে দধিমধু অথবা মধু অভাবে স্মৃত স্থাপন পূর্ব্বক অপরকাংস্ত-
 পাত্র দ্বারা আচ্ছাদন করত তিনবার যথাযথ বাক্যে প্রদান
 করিলে বর তাহা “গ্রহণ করিলাম” বলিয়া “ওঁ মিত্রস্য ত্বা”

ওঁ দেবস্যা স্বা সবিতুঃ প্রসবেহশ্বিনোর্কাহভ্যাং পুষ্পে হস্তাভ্যাং
প্রতিগৃহ্নামি । ইত্যানেন প্রতিগৃহ । ওঁ মধুবাতেতি বিশ্বামিত্র-
ঋষিঃ সবিতা দেবতা ত্রিষ্টুপ্ছন্দো মধুপর্কালোড়নে বিনিয়োগঃ ।
ওঁ মধুবাভা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিদ্ধবঃ ইতি ঋচা সবে্যে পাদৌ
কৃতা অঙ্কুষ্ঠানামিকাভ্যাং ত্রিঃ প্রদক্ষিণমালোড়্য ওঁ বসবস্তা
গায়ত্রেণ ছন্দসা ভক্ষয়ন্তি পুরস্তন্নিক্ষিপতি । ওঁ রুদ্রাস্তা
ত্রৈষ্টুভেন ছন্দসা ভক্ষয়ন্তি দক্ষিণতঃ ওঁ আদিত্যাস্তা জগতেন
ছন্দসা ভক্ষয়ন্তি পশ্চাৎ । ওঁ বিশ্বদেবাস্তা অনুষ্টুভেন ছন্দসা
ভক্ষয়ন্তি ত্যুচতঃ । ওঁ ভূতেভ্যাস্তামুংক্ষিপামি ইতি মध्ये নিক্ষি-
পেৎ । ওঁ বিরাজো দোহোহসি প্রথমং প্রক্ষীয়াৎ । তত
আচম্য । ওঁ বিরাজো দোহমসীতি দ্বিতীয়ং । ওঁ ময়ি দোহঃ
পাদ্যায়ৈ বিরাজ ইতি তৃতীয়ং । তত আচম্য সর্বং ন ভক্ষয়েৎ
ন তৃপ্তিং গচ্ছেৎ উত্তরতো ব্রাহ্মণায়োচ্ছিষ্টং প্রযচ্ছেৎ । তত
আচমনবিধানেন ওঁ অমৃতোপিধানমসীত্যনেন পুনরাচামতি ।

ইত্যাদি মন্ত্রে গ্রহণ করিবেন এবং “মধুবাভা” ইত্যাদি মন্ত্রে
অঙ্কুষ্ঠানামিকা দ্বারা তিনবার আলোড়ন করত “বসবস্তা”
ইত্যাদি মন্ত্রে পুরোভাগে, “ওঁ রুদ্রাস্তা” ইত্যাদি মন্ত্রে দক্ষিণে,
“ওঁ আদিত্যাস্তা” ইত্যাদি মন্ত্রে পশ্চাতে এবং “ওঁ বিশ্বদে-
বাস্তা” ইত্যাদি মন্ত্রে মধ্যভাগে কিঞ্চিৎ নিক্ষেপ করত “ওঁ
বিরাজো” ইত্যাদি মন্ত্রে প্রথমে কিঞ্চিৎ সেবন করিবেন ।
পরে আচমন পূর্বক “ওঁ বিরাজো” ইত্যাদি মন্ত্রে দ্বিতীয় বার
এবং “ওঁ ময়ি দোহঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে তৃতীয়বার কিঞ্চিৎ সেবন
করিতে হয় । পরে আচমন ও আচমনবিধানে পুনরাচমন

ততঃ শৌচার্থমাচমনং কুর্য্যাৎ । ওঁ সত্যং যশঃ শ্রীময়ি জ্ঞঃ
 শ্রয়তামিতি দ্বিতীয়মাচমনং । ততঃ কশ্মীদ্রাচমনং কুর্য্যাৎ ।
 এবমাচান্তোদকো ভবতি । ততো দাতা গৌরিত্তি ত্রিনিবে-
 দয়েৎ । ততো বরঃ হতো মে পাপপুণ্য পাপপুণ্য মে হত ইতি
 গামনুস্বজন পঠতি । ওঁ মাতা ক্রদ্রাগামিত্যশ্রু বশিষ্ঠঋষিঃ পু-
 ছন্দো গৌর্দেবতা গবানুমন্ত্রণে বিনিয়োগঃ । ওঁ মাতা ক্রদ্রাগাং
 হুহিতা পশুনাং স্বসাদিত্যানামমৃতশ্রু নাভিঃ কৃণুবোচং চিকিতুষে
 জ্ঞানায় মাগামনাগামদ্বিতিং বরিষ্ঠ । ততো বন্ধনানুমন্ত্রণং
 গৌরিত্তি নাপিতো বাচয়তি । ততঃ কশ্মামানীয় বরার্থং প্রথমং
 ব্রাহ্মণান্ স্বস্তি বাচয়িত্বা বরং বাচয়েৎ । ওঁ দীর্ঘায়ুঃ শ্রীঃ
 শান্তিঃ পুষ্টশাস্ত শিবা আপঃ সন্ত অক্ষতঞ্চারিষ্টকাস্ত । ততঃ
 সম্প্রদানং । কশ্মাং অর্চয়িত্বা বাক্যং কুর্য্যাৎ । ওমদ্যোতাদি
 অমুকগোত্রশ্রামুকপ্রবরশ্রামুকদেবশর্ম্মণঃ প্রপোত্রায় তথা পোত্রায়
 পুত্রায় অমুকগোত্রায় অমুকপ্রবরায় অমুকনাম্নে তুভ্যং অমুক-
 গোত্রশ্রামুকপ্রবরশ্রামুকদেবশর্ম্মণঃ প্রপোত্রায় তথা পোত্রায় তথা

করিবেন । তদনন্তর শৌচার্থ আচমন করিতে হয় । “ও
 সত্যং যশঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে দ্বিতীয়াচমন করিবেন । তৎপরে
 কশ্মীদ্রাচমন করিবেন । অনন্তর দাতা গো নিবেদন করিলে
 বর “ওঁ হতো মে পাপপুণ্য” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক গো-মোচন
 করিবেন এবং নাপিত “গৌ” শব্দ উচ্চারণ করিবে । তদনন্তর
 কশ্মাকে আনয়ন পূর্ব্বক প্রথমে ব্রাহ্মণগণকে স্বস্তিবাচন করাইয়
 বরকে “ওঁ দীর্ঘায়ুঃ শ্রীঃ” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করাইতে হয় ।

অনন্তর সম্প্রদান ।—কশ্মাকে অর্চনা পূর্ব্বক যথাযথ বাক্যে

পুত্রীং অমুকগোত্রাং অমুকপ্রবরাং অমুকীদেব্যভিধানাং কন্যাং
প্রজাপতিদেবতাকাং অমুকগোত্রস্যামুকস্যা স্বর্গকামোহং সম্প্র-
দদে । ততো বরঃ স্তুতীতি বদেৎ । ততঃ প্রাজুখায় বরায় প্রত্য-
জুথো বদেৎ । ধর্ম্যে চার্থে চ কামে চ ন ব্যভিচারিতব্যা ভয়েন্নং
ইতি । ততো বরো বাচমিতি ক্রয়াৎ । ততঃ কন্যামভিমুখ্য
জপতি । ক ইদমিত্যস্যা প্রজাপতিঋষিঃ কামো দেবতা ত্রিষ্টপ-
ছন্দঃ কন্যাগ্রহণে বিনিয়োগঃ । ওঁ ক ইদং কস্মা অদাৎ কামঃ
কামো আদাৎ কামো দাতা কামঃ প্রতিগৃহীতা কামঃ সমুদ্র-
মাবিশং কামেন ত্বাং প্রতিগৃহ্নামি কামৈতত্তে । ওঁ বৃষ্টিরসি দ্যৌস্তা
দদাতু পৃথিবী ত্বা প্রতিগৃহ্নাতু । ইত্যনেন বাচয়েৎ । দক্ষিণাঃ
পাস্তু বহু দেয়ঞ্চ নোহস্ত প্রজাপতিঃ প্রীয়তাং তিথিকরণং মুহূর্ত্ত-
নক্ষত্রে গ্রহলগ্নসম্পদঃ সন্তু । পুণ্যাহমিতি স্তুতীতি ঋদ্ধিরিতি
ত্রিনিবেদয়েৎ । ততঃ উদকপাত্রং গৃহীত্বা ওঁ অনাধুষ্টমনাধুষ্টং
দেবানামোজোভিশস্তিপাঃ । অনভিশস্তম্ভমঞ্জসা সংসত্য অপা-
গয়ং সিতে মধোঃ । ওঁ যৎ কুক্ষি রামমিত্যঙ্গিরাঃ প্রজাপতি-
ঋষির্কিংশ্বেদেবা দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দোহভিমন্ত্রণে বিনিয়োগঃ । ওঁ
যৎ কুক্ষি রামং বলনং পুত্রোঙ্গিরসামদে তেন নোদ্য বিশ্বেদেবাঃ

সম্প্রদান করিলে বর “স্তুতি” উচ্চারণ করিবেন । পরে কন্যা-
দাতা প্রত্যজুথোপবিষ্ট বরকে “ধর্ম্যে চার্থে চ কামে চ” ইত্যাদি
বলিলে বরও “বাচুঃ” উচ্চারণ করিবেন । তৎপরে কন্যাকে
অভিমর্ষণ পূর্বক “ওঁ ক ইদং কস্মা” ইত্যাদি কামস্ততি পাঠ
করাইতে হয় এবং পুণ্যাহ স্তুতি ও ঋদ্ধিবাচন পূর্বক উদকপাত্র
লইয়া “ওঁ অনাধুষ্টং” ইত্যাদি মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া “ওঁ

সম্প্রিয়ং সমজীজনং । ইত্যভিমত্বা । ওঁ সমুদ্রজ্যোষ্ঠাঃ সলিলম্য
 মধ্যাৎ পুনানায়ন্ত্যনি বিশমানাঃ ইন্দ্রে বা বজ্রী বৃষভোরবাস্থ্যং
 আপো দেবী রিহমা ভবন্ত । ওঁ বা আপো দিন্যা উতবা শ্রবন্তি
 স্মিত্রিয়া উতবা বা সুরং যাঃ শুচয়ঃ সমুদ্রার্থা পাবকান্তা
 আপো দেবী রিহমা ভবন্ত । ওঁ যাসাং রাজা বরুণো যাতি মধ্যে
 সত্যামুতে অবপশ্চজ্ঞনানামধুষ্যতে শুচয়ঃ যাঃ পাবকান্তা
 আপো দেবী রিহমা ভবন্ত । ওঁ যাসু রাজা বরুণো যাসু সোমো
 বিশ্বদেবা যাঃ সূর্য্যং মদন্তি বৈশ্বানরো বাসুগ্নিঃ পরিষ্ঠান্তা
 আপো দেবী রিহমা ভবন্ত ইতি কথ্যামভিষিচ্য । ওঁ আনঃ প্রজা
 ইতি প্রজাপতিৰ্বিশ্বিষ্বেদেবা দেবতা ত্রিষ্টুপ্ছন্দোহপমার্জ্জনে
 বিনিয়োগঃ । ওঁ আনঃ প্রজা জনয়তু প্রজাপতি রাজরসায় সমনজ্জ-
 র্যমা অভূৰ্জ্জলী পতিলোকমাবিশ শনো ভব দ্বিপদে শঙ্কতুপদে ।
 ওঁ অষোরচক্ষুরপতিয়োধি শিবা পশুভ্যাঃ সূমনাঃ সূবৰ্চাঃ বীর-
 সৃজীবহুর্দেবকামা স্যোনা শনো ভব দ্বিপদে শঙ্কতুপদে । ইত্যে-
 তাভ্যাং স্পৃশেৎ । ততঃ সূবর্ণাদিদক্ষিণান্দদ্যাৎ । ততঃ কথ্যায়
 অধোবাসঃ সংগৃহ্য গৃহং বিশেষয়ুঃ । ততো জনধৰ্ম্মান্ গ্রাম্যধৰ্ম্মাংশ্চ
 কুর্য্যুঃ । ততঃ সৃস্তিনোমিমীতেত্যাদিনা সৃস্তিবাচনং কুর্য্যাৎ ।
 ততো মণ্ডপে আগারচ্ছায়ায়াং আষোড়শাজ্বলমবনীং নিৰ্ম্মহ্য

সমুদ্র জ্যোষ্ঠাঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে কথ্যাকে অভিষেক করিবে এবং
 “ওঁ আনঃ প্রজা জনয়তু” ইত্যাদি মন্ত্রত্রয় পাঠ পূৰ্ব্বক স্পর্শ
 করিবে । পরে সূবর্ণাদি দক্ষিণা দিতে হয় । অনন্তর কথ্যার
 অধোবাস ধারণ পূৰ্ব্বক গৃহে প্রবেশ করাইবেন । এই সময়েই
 লোকাচার ও গ্রাম্যাচার অনুসারে তত্তৎকৰ্ম্ম সমাধা করিতে

তেনাগ্নিনা জাতকৰ্ম্মান প্রাশনচৌড়কৰ্ম্মোপনয়নসমাবর্তনবিবাহানি কৰ্ম্মাণি কুৰ্য্যুঃ । অভাবে ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াগারেভ্যো বা অগ্নিমানীয়া উপলেপনাদ্যাজ্যভাগান্তং কৰ্ম্ম কৃত্বা যোজকনামানমগ্নিং সংস্থাপ্য । পশ্চাদগ্নৈরুত্তরতঃ অশ্বানং সপুত্রমানীয়া তস্মিন্বেব উদককুন্তং সংস্থাপ্য তয়া কন্যয়া সংস্পৃষ্টো বরঃ । তত্ আজ্যাহতীজুহোতি । ওঁ অগ্ন আয়ুংষি ইতি তিস্রাং শতং বৈধানসঞ্চযয়োগ্নিঃ পবমানো দেবতু গায়ত্রীচ্ছন্দঃ আজ্যাহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ অগ্ন আয়ুংষি পবস্বাদ্যো পুরোজ্জমিসঞ্চনঃ । আবেবাধস্ব হুহুনাং স্বাহা । ওঁ অগ্নিঞ্চযিঃ পবমানঃ পাঞ্চজন্যঃ পুরোহিতঃ উতমীমহে মাগয়ং স্বাহা । ওঁ অগ্নয়ে পবস্ব স্বপা অশ্নৈরর্চঃ স্ববীৰ্য্যং দধাজ্জয়িং ময়ি পোষং স্বাহা । ওঁ স্বর্যোমা ভবসি যং কনীনাং নাম স্বধাবমগুহং বিভর্ষি । যুঞ্জন্তি মিত্রং সুধিতং নগোভির্ষদমপতী সমনা কৃণোষি স্বাহা । ওঁ প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্বাজাতানি পরিতা ভূব যং কামান্তে জুহমন্তনোন্ত বয়ং শ্রাম

হয় । তদনন্তর স্বস্তিবাচন পূর্বক ছায়ামণ্ডপে আবেড়শাজুল অবনী নিশ্চয়ন করিবে । সেই অগ্নি দ্বারা জাতকৰ্ম্ম, অশ্বাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, সমাবর্তন ও বিবাহকৰ্ম্ম সম্পাদন করিতে হয় । তদভাবে ব্রাহ্মণের বা ক্ষত্রিয়ের গৃহ হইতে অগ্নি আনয়ন করিয়া উপলেপনাদি আজ্যভাগান্ত কৰ্ম্ম করত যোজকনামা অগ্নি স্থাপন করিবে । পরে অগ্নির উত্তরে শিলা ও শিলাপুত্র আনয়ন পূর্বক তত্পরি উদককুন্ত স্থাপন করিলে বর কন্তাকে স্পর্শ করিয়া “ওঁ অগ্ন আয়ুংষি” ইত্যাদি মন্ত্রে আজ্যাহতি প্রদান করিবেন । তৎপরে ব্যাহতি উচ্চারণ পূর্বক

পত্ন্যো রয়ীণাং স্বাহা । ততো ব্যাহতিভিঃ চতস্রাজ্যাহ্নীতীজ্জু-
 ছয়াং । তত্রাপি স্বমর্ধ্যমা ভবসীতি চতুর্থীপূরণার্থং জুহ্বাদি-
 ত্যেকৈ । ইতি হুত্বা তিষ্ঠন্ প্রত্যঙ্গুথঃ প্রাঙ্গুথ্য আসীনায়াঃ । ওঁ
 গৃভ্রামি ইতি প্রজাপতিঋষিঃ সবিতা দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ কন্যা-
 পাণিগ্রহণে বিনিয়োগঃ । ওঁ গৃভ্রামি তে সৌভগত্বায় হস্তং ময়া
 পত্যা জরদষ্টির্যথাসঃ । তগো অর্ঘ্যমা দেবঃ সবিতা পুরন্ধি শ্রহং
 স্বা দুর্গাহপত্যায় দেবাঃ । ইত্যেনে নাস্মুষ্ঠমিব হস্তং গৃহ্নীয়াং ।
 যদি কাময়েৎ পুমাংস এব জায়েন্নিত্যঙ্গুলীরেব স্ত্রীকামঃ ।
 লোমাস্তে হস্তং নাস্মুষ্ঠমুভয়কামঃ । প্রদক্ষিণমগ্নিমুদককুন্তুঞ্চাত্র
 পরিণয়নং জপতি । ওঁ অমোহমস্মি ইতি প্রজাপতিঋষিরগ্নি-
 দ্বেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দ কন্যাপরিণয়নে বিনিয়োগঃ । ওঁ অমোহ-
 মস্মি সা ত্বমশ্রমোহং দ্যৌরহং পৃথবী ত্বং সামাহমস্মি ঋক্ ত্বং
 তাবেব বিষহাবহে প্রজাং প্রজনয়াবহে সম্প্রিয়ৌ রোচিষ্ণু সম-
 নস্ত্র মনো জীবেম শরদঃ শতমিতি । অগ্নিমুদককুন্তুঞ্চ প্রদক্ষিণা-
 কৃত্য । ওঁ ইমমশ্মানমিতি মেধাতিথিঋষিরগ্নিদেবতা ত্রিষ্টুপ্ছন্দো-
 শ্মারোহণে বিনিয়োগঃ । ওঁ ইমমশ্মানমারোহামশ্বেব ত্বং স্থিরা
 ভব । সহস্রপ্রতনায়তোহভিতিষ্ঠ প্রতন্যত ইত্যেনে নাস্মানমারো-
 হয়েৎ । ততোহবতার্য্য কন্যায়া অঞ্জলৌ ঘৃতক্ষবং দত্ত্বা ভ্রাতা

চারিটী আহুতি দিতে হয় । এইরূপে হোম করত প্রত্যঙ্গুথ
 হইয়া “ওঁ গৃভ্রামি” ইত্যাদি মন্ত্রে প্রাঙ্গুথে ঊপবিষ্টা কস্তার
 নাস্মুষ্ঠ হস্ত গ্রহণ করিবেন । তদনন্তর “ওঁ অমোহমস্মি” ইত্যাদি
 মন্ত্রে অগ্নি ও উদককুন্তু প্রদক্ষিণ করিয়া “ওঁ ইমমশ্মানং” ইত্যাদি
 মন্ত্রে শিলার উপর আরোহণ করিবেন । অনন্তর শিলা হইতে

ভ্রাতৃস্থানো বাহির্লোকানাং পতি দ্বিঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য দম্পতী জুহুতঃ ।
 পতিরাজ্যক্ষবেণাভিঘাৰ্য্য লাজকোষমপি স্নতক্ষবেণাভিঘাৰ্য্য ।
 ওঁ অর্য্যমনমিতি প্রজাপতিঋষিঃ সবিতা দেবতা বৃহতীচ্ছন্দো
 লাজহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ অর্য্যমনং হু দেবং কন্যা অগ্নিমঘ-
 ক্ষতঃ স ইমাং দেবো অর্য্যমা প্রেতো মুঞ্চাতু মামুত স্বাহা । ইতি
 কত্থা জুহোতি যথা বহ্নৌ পততি । ততঃ প্রদক্ষিণমগ্নিমুদককুন্তঞ্চ
 কুত্থা ওঁ অমোহমগ্নি ইত্যেনেনাগ্নিং পরিক্রম্য । ওঁ ইমমশ্মানমা-
 রোহেত্যেনেনাশ্মানমারোহয়িত্বাবতার্য্য পুনরঞ্জলিপূরণাদিকং কুত্থা ।
 ওঁ বরুণং হৃদেবমিতি প্রজাপতিঋষিঃ সবিতা দেবতা বৃহতীচ্ছন্দো
 লাজহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ বরুণং হৃদেবং কন্যা অগ্নিমঘক্ষতঃ
 স ইমাং দেবো বরুণঃ প্রেতো মুঞ্চাতু মামুত স্বাহেতি । তথৈব
 জুহুয়াৎ । পুনরমোহমগ্নি ইত্যেনেনাগ্নিমুদককুন্তঞ্চ প্রদক্ষিণং
 কারয়িত্বা ইমমশ্মানমারোহেত্যেনেনাশ্মারোহণং কুত্থাবতার্য্য পুন-

অবতরণ করিলে ভ্রাতা বা ভ্রাতৃস্থানীয় অপর কেহ কত্থার
 অঞ্জলিতে স্নতক্ষব ও লাজ প্রদান করিবে । তখন দম্পতী তিন-
 বার অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়া হোম করিবেন । “ওঁ অর্য্যমনং
 হু দেবং” ইত্যাদি মন্ত্রে কত্থা আহুতি দিবে, যেন আহুতি
 বহ্নিমধ্যে নিপতিত হয় । তৎপরে “ওঁ অমোহমগ্নি” ইত্যাদি
 মন্ত্রে অগ্নি ও উদককুন্ত প্রদক্ষিণ পূর্বক “ওঁ ইমমশ্মানং” ইত্যাদি
 মন্ত্রে শিলার উপর আরোহণ করিয়া পুনরায় অবতরণ করি-
 বেন এবং পুনর্ব্বার অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া “ওঁ বরুণং হৃদেবং”
 ইত্যাদি মন্ত্রে আহুতি দিবেন । পুনর্ব্বার ঐরূপে অগ্নি ও উদক-
 কুন্ত প্রদক্ষিণ, শিলার উপর আরোহণ, শিলা হইতে অবতরণ

রঞ্জলিপূরণাদিকং তথৈব কারয়িত্বা ওঁ পুষণং ত্বদেবমিতি প্রজ্ঞা-
 পতিঋষিঃ সবিতা দেবতা বৃহতীচ্ছন্দো লাজহোমে বিনিয়োগঃ ।
 ওঁ পুষণং ত্বদেবং কন্যা অগ্নিমবক্ষতঃ স ইমাং দেবঃ পৃষা প্রেতো
 মুঞ্চাতু মামুত স্বাহা । ইতি তথৈব জুহুয়াৎ । পুনরমোহমস্মীত্য-
 নেনাভিমুখং সূৰ্পকোণেন যথা বহ্নৌ পততি তথা সৰ্বং তুষ্ণীং
 জুহুয়াৎ । ততো বরো বধূকেশপক্ষে ইমং মন্ত্রং পঠেৎ ।
 ওঁ প্রত্না মুঞ্চামি বরুণস্ত পাশাং যেন বধ্নাং সবিতাস্থশেব ।
 ঋতস্ত যোনৌ স্কৃতস্ত লোকে বিষ্টাং ত্বাং সহপত্যা দধামি ইত্য-
 নেন কেশান্মোচয়েৎ । ওঁ প্রেতো মুঞ্চাতু মামুত । সুবর্দ্ধা-
 সমুত্করং যথৈয়মিন্দ্রমীচ্চেষুঃ সুপুত্রা সুভগা সতি ইত্যনেন
 বধ্নীয়াৎ । তথৈতামপরাজিতায়াং দিশি সপ্তপদানভ্যাংক্রাময়তি
 বরঃ । ওঁ ইষ একপদীত্যাঙ্গীনাং প্রজাপতিঋষিরিত্রো দেবতানু-
 ষ্টুপুচ্ছন্দঃ সপ্তপদীকরণে বিনিয়োগঃ । ওঁ ইষ একপদীভব
 সা মামনুব্রতা ভব পুত্রান্ বিন্দাবহৈ বহুংস্তে সন্ত জরদষ্টয়ঃ ।
 অপরমন্ত্রে স্বর্থাযুহতে সা মামনুব্রতা ভবেত্যাদি । উর্জৈধ্বিপ-
 দীভব সা মেত্যাদি । ওঁ রাগস্পোষায় ত্রিপদীভব । ওঁ মারো
 ভব্যায় চতুষ্পদীভব । ওঁ প্রজাস্থ পঞ্চপদী ভব । ওঁ ঋতুভাঃ

এবং অঞ্জলি গ্রহণ পূর্বক “ওঁ পুষণং ত্বদেবং” ইত্যাদি মন্ত্রে
 আহুতি দিবেন । তৎপরে পুনরায় ঐ প্রকারে অগ্নি প্রদ-
 ক্ষিণ পূর্বক সূৰ্পকোণ দ্বারা তুষ্ণীভাবে হোম করিতে হয় ।
 তৎপরে বর “ওঁ প্রত্না মুঞ্চাতু” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া বধূর
 কেশ মোচন করিবেন এবং “ওঁ প্রেতো মুঞ্চাতু” ইত্যাদি
 মন্ত্রে বন্ধন করিয়া দিবেন । অনন্তর “ওঁ ইষ একপদীভব”

ষট্‌পদীভব । ততো দম্পত্যোঃ শিরসি সন্নিধায় উদককুণ্ডেন
বা সিঞ্চেৎ । দম্পতী মোনী ভূত্বা তাবদাস্তাং যাববধূররুদ্ধতীং
সপ্তর্ষীং ন পশ্চতি । ততো বাচং বিস্মজ্জতাং মাসহনি চেতং
দিশমবলোকয়েৎ । ততশ্চ প্রায়শ্চিত্তং ষষ্টিকৃদাদিকং সমা-
পয়েৎ । ওঁ ঋবাদাবিতাস্য প্রজাপতিঋষিঃ পৃষা দেবতা জগতী-
চ্ছন্দো ঋবদর্গনে বিনিয়োগঃ । ওঁ ঋবাদৌ ঋবা পৃথিবী ঋবাসঃ
দেবতা ইমে ঋবো রাজবিশমেয়ং ঋবস্তে রাজা বরুণো ঋবো
দেবো বৃহস্পতিঃ । ঋবস্ত ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ রাষ্ট্রি ধারয়তাং ঋবং ।
ঋবমীক্ষমাণো বরঃ পঠেৎ । ততঃ প্রয়ান উপপদ্যমানে ওঁ
পৃষান্নিতো নয়তু হস্ত গৃহাশ্বিনা প্রবহতাং রথেন । গৃহাণ গচ্ছ
গৃহপত্নী যথ্যাশো বশীনিপুং বিদথ মাবদাসি ইত্যেনেন যানমারো-
হয়েৎ । যদি নদ্যন্তরা ভবতি তদা অগ্নিগ্নতিবীয়তে সংভধ্ব-
মুক্তিষ্ঠতঃ প্রতরতা সথায় ইত্যর্কর্চেন বধুং নাবমারোহয়েৎ ।
অত্রাজহময়ে অসত্বসেবাঃ শিবান্নয়মুত্তরেমাভিরাজানি ইত্যর্কর্চেন
নাবউত্তরে ত্বস্রবর্গীং সায়াদিনীয়মানা রোদতি তদা জীবং রুদন্তী

ইত্যাদি মন্ত্রে সপ্তপদী গমন করিবেন । পরে জলকুণ্ড দ্বারা
দম্পতীর মস্তকে অভিষেক করিতে হয় । যাবৎ বধু অরুদ্ধতী
ও সপ্তর্ষি দর্শন না করেন, তাবৎ দম্পতী মোনভাবে অবস্থান
করিবেন । পরে যথায় মন্ত্রে সর্ষদিক্ অবলোকন পূর্বক প্রায়-
শ্চিত্ত-হোম ও ষষ্টিকৃদ্ধোম করিবেন । “ওঁ ঋবাদৌ ঋবা” ইত্যাদি
মন্ত্রে বর ঋব দর্শন করিবেন এবং “ওঁ পৃষান্নিতো” ইত্যাদি
মন্ত্রে যানারোহণ করিবেন । যদি নদীপথে যানাদি আরোহণ
করিতে হয়, তাহা হইলে “সংভধ্বমুক্তিষ্ঠতঃ” ইত্যাদি পাঠ

বিষয়মন্তে অধ্বরে দীর্ঘামনু গ্রহুতি দিধায়ূর্নরঃ । ধ্যানং পিতৃভ্যো
 ইয়ং সমেধিরেময়ঃ পরিভোজনয়ঃ পরিষজ্যে ইতি পঠেৎ । বিবা-
 হাগ্নিঃ তস্মিন্নেব কালেহগ্রতো নয়েৎ । কত্থানেন স্পৃগুণ্যবৃক্ষ-
 চতুষ্পদেষু । ওঁ মা বিদ পরিপস্থিনো য আসীদন্তী দম্পতী ।
 স্নগোভির্হর্গমতীতান্ পুত্রান্দুরশয় ইতি পঠেৎ । স্নমঙ্গলীরয়ং
 বধূরিমাং সমেত পশুত । সৌভাগ্যমশ্নে স্বা যথাস্বং বিপরেতেন
 ইত্যনেন বাসে বাসে বা ঈক্ষকান্ দর্শয়েৎ । ওঁ ইহ প্রিয়ং প্রজা-
 য়তে সমৃধ্যতীমস্মিন্ এতে গার্হপত্যায় জাগ্রতি । এনাপত্যা
 তনুং সংসৃজ । স্বাথাজিহ্রীবিদথমাবদাংথ ইত্যনেন বধুং গৃহং
 প্রবেশয়েৎ । অথ বিবাহাগ্নিমুপসমাধায় পশ্চাদগ্নোরানড়ুং চন্দ্রা-
 স্তীর্ঘ্য পূর্বগ্রীবমুত্তলোমতাস্মংস্তামুপবিষ্ঠ তয়া পরিগৃহীত আজ্য-
 হতীজুহোতি । এবংবিধাহুতিত্রয়স্ত সংশ্রবং গ্রহণং কার্য্যং । ও
 আনঃ প্রজা জনয়তু প্রজাপতিরাজরসায় সমনজুর্গ্যমা । অহর্ষ-
 ঙ্গলীঃ পতিলোকমাবিশ শনো ভব দিপদে শঙ্কতুষ্পদে স্বাহা । ও
 ইমাং ত্রিমিত্রমীঢ়ুঃ স্পৃপুত্রাং স্তভগং কুণু । দশাত্মাং পুত্রমাধেহি
 পতিমেকাদশং কুধি স্বাহা । ওঁ সম্রাজ্ঞী স্বপ্তরে ভব সম্রাজ্ঞী স্বশ্রবাং
 ভব ননন্দরি চ সম্রাজ্ঞী অধিদেবু স্বাহা । ওঁ সমঞ্জস্ত্ব বিশ্বোদেবাঃ
 সমাপো হৃদয়ানিরমৌ । সম্মানতা বিশ্বাসকাতী সমুদেহী দধাতু
 নৌ ইতি প্রাশয়েৎ । সংশ্রবমাজ্যশেষেণ বধুহৃদয়দেশমভ্যানক্তি বা ।

করিবেন । এই সময়েই সম্মুখে বিবাহাগ্নি আনয়ন করিতে
 হয় । তৎপরে কত্থা যথায়থ মন্ত্র পাঠ করিলে ঋণ্যবিধি
 মন্ত্রপাঠ দ্বারা তাঁহাকে গৃহে প্রবেশ করাইবেন । পরে বিবাহাগ্নি
 সম্মুখে রাখিয়া অনড়ু-চন্দ্রোপরি বসিয়া বধুসহ বর আজ্যাহুতি

অথ চতুর্থীহোমঃ । নিবর্তিতনিত্যকৃত্যঃ শিখিনামানমগ্নিং
সংস্থাপ্য প্রাজাপত্যচরুং শ্রপয়িত্বা প্রথমমাজ্যাহতীজু'হোতি ।
ওঁ ভূঃ পৃথিব্যৈ দিব্যায় মহতে চ স্বাহা । ওঁ ভুবো বায়বে
চান্তরীক্ষায় দিব্যায় মহতে চ স্বাহা । ওঁ স্বঃ সূর্য্যায় দিব্যায়
মহতে চ স্বাহা । ওঁ ভূভুবঃ স্বচক্রমসঃ নক্ষত্রেভ্যশ্চ দিগ্ভ্যশ্চ
দিব্যায় মহতে চ স্বাহা । অথ চরুহোমঃ । ওঁ অগ্নে প্রায়শ্চিত্তে
ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি যাত্না পতিয়া তনুস্তামত্না অপজহি
স্বাহা । ওঁ বায়ো প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি যাত্না
অপুত্না তনুস্তামত্না অপজহি স্বাহা । ওঁ সূর্য্যঃ প্রায়শ্চিত্তে ত্বং
দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি যাত্না অপসব্যা তনুস্তামত্না অপজহি
স্বাহা । ওঁ বরুণন্ দেবং কণ্ঠা অগ্নিং অক্ষতঃ । স ইমং দেবো
বরুণঃ প্রেতো মুঞ্চাতু মামুত স্বাহা । ওঁ পৃষাণমিত্যাदि ওঁ
প্রজাপতে ন ত্বদেতাগ্নত্নো বিশ্বজানাতি পরিতা বভূব । যৎ-
কামন্তে জুহ্মন্তনো অস্ত বয়ং শ্রাম পতয়ো রয়ীনাং স্বাহা । ততো
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা স্বস্ত্যয়নং বাচয়েৎ ।

ইতি ঋগ্বেদীয়-বিবাহপদ্ধতিঃ ॥

প্রদান করিবেন । “আনঃ প্রজা জনয়তু” ইত্যাদি হোমমন্ত্র
মূলে স্পষ্টীকৃত আছে ।

পরে চতুর্থী-হোম ।—নিত্যক্রিয়া সম্পাদন পূর্ব্বক শিখি-
নামক অগ্নি স্থাপন করিয়া প্রাজাপত্য চরু গ্রহণ করত “ওঁ
ভূঃ পৃথিব্যৈ দিব্যায়” ইত্যাদি মন্ত্রে আহুতি দিবেন । পরে
“ওঁ অগ্নে প্রায়শ্চিত্তে” ইত্যাদি মন্ত্রে চরুহোম করিতে হয় ।
তৎপরে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া স্বস্তিবাচন করাইবে ।

ইতি ঋগ্বেদীয়-বিবাহকর্ম্ম ।

ঋতুসংস্কারঃ ।

তত্র মারুতনামাশিঃ । যদা পত্ন্যাঃ প্রথমং রজো ভবতি তদা সা গৃহে ঋতুব্রতমাচরন্তী ত্রিরাত্রমতিবাহয়েৎ । ততঃ ষোড়শদিব-
সান্তান্তরে জ্যোতিঃশাস্ত্রোক্তফলবন্ধনদিবসে পতিঃ কৃতনিত্যক্রিয়ো
লগ্নসময়ে প্রাঙ্গণচ্ছায়ামণ্ডপে মঙ্গলতূর্য্যাবোধেষু সংস্রু প্রাঙ্গুথ
আসনে উপবিশেৎ । পত্নী পরিধৃতরক্তবস্ত্রালঙ্কারবতী নাভৌ
নিহিতম্বর্ণপদ্মা পত্ন্যার্কামপার্শ্বে উপবিশতি । ততঃ পতিঃ কৰ্ম্ম
কুর্যাৎ । অদ্যোত্যাদি মংপত্ন্যাঃ শ্রীঅমুকীদেব্যাঃ প্রথমঋতু-
সংস্কারাঙ্গসত্রকক-হোমাদি-কৰ্ম্মাহং করিষ্যে । ততঃ কুশণ্ডিকোক্ত-
বিধিনা উপলেকপনাদিমেক্ষণসংস্কারান্তং কৰ্ম্ম কৃত্বা প্রাজাপত্যচক্রং
প্রসাধ্য । মুষ্টিগ্রহণে দেবতানামানি যথা ।—বিষ্ণুত্বষ্ট্ প্রজাপতি-

উল্লিখিত সংস্কারসমূহ ব্যতিরেকে “ঋতুসংস্কার” নামে আর
একটি সংস্কার আছে । এই সংস্কারে মারুত নামা অগ্নি স্থাপন
করিতে হয় । প্রথম রজোদর্শন হইলে নারী ঋতুব্রত আচরণ
পূর্ব্বক ত্রিরাত্র গৃহমধ্যে অতিবাহিত করিবে । পরে ষোড়শ-
দিনান্তান্তরে জ্যোতিঃশাস্ত্রবিহিত ফলবন্ধনদিবসে পতি নিত্য-
ক্রিয় হইয়া লগ্নসময়ে প্রাঙ্গণে ছায়ামণ্ডপে মঙ্গলধ্বনি সহকারে
আসনে উপবেশন করিবেন । পত্নীও রক্তবস্ত্র ও অলঙ্কার
ধারণ পূর্ব্বক নাভিদেলে স্বর্ণপদ্ম নিহিত করত পতির বামপার্শ্বে
উপবিষ্ট হইবেন । অনন্তর পতি “অদ্যোত্যাদি মংপত্ন্যাঃ”
ইত্যাদি মূলের লিখিত বাক্যে যথানিয়মে হোমাদি কৰ্ম্ম করি-
বেন । কুশণ্ডিকোক্ত বিধানে উপলেকপনাদি মেক্ষণ-সংস্কারান্ত
কৰ্ম্ম করিয়া প্রাজাপত্যচক্র-হোম করিতে হইবে । বিষ্ণু, ত্বষ্টা,

ধাতৃভ্যস্বাজুষ্ঠং ইত্যাদি এবং সিনীবালীসরস্বত্যগ্নিভ্যঃ অগ্নিভ্যঃ
 প্রজাপতয়ে বিষ্ণবে প্রজাপতয়ে । তত অগ্নৌর্নামকরণাঘারাজ্য-
 ভাগান্তং কৰ্ম্ম কুৰ্ব্যাৎ । ততঃ পত্নী সমারকপতিঃ ঋচি ঋবেণ
 যতঋবং দত্ত্বা চরোঃ পূৰ্ব্বাৰ্দ্ধান্মেষ্ণেন বিরবদায় পুনরাজ্যোনাতি-
 ষাৰ্য্য বক্ষ্যমাণমন্ত্রৈঃ ষড়াহতীজু'হোতি । যথা বিষ্ণুৰ্যোনিমিত্যন্ত
 সূক্তস্ত বশিষ্ঠঋষির্লিঙ্গোক্তা দেবতানুষ্টুপ্ছন্দঃ প্রথমঋতুসংস্কারকৰ্ম্মণি
 চক্ৰহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ বিষ্ণুৰ্যোনিং কল্পয়তু তৃষ্টা রূপাণি
 পিংসতু । আসিঞ্চতু প্রজাপতিধাতা গৰ্ভং দধাতু তে স্বাহা ।
 ইদং বিষ্ণুতৃষ্টপ্রজাপতিধাতৃত্যঃ ॥ ১ ॥ হিরণ্যগৰ্ভঋষিঃ সিনী-
 বালীসরস্বত্যগ্নিনৌ দেবতা অনুষ্টুপ্ছন্দো গৰ্ভাধানে চক্ৰহোমে
 বিনিয়োগঃ । ওঁ গৰ্ভং ধেহি সিনীবালি গৰ্ভং ধেহি সর-
 স্বতি । গৰ্ভং তে অগ্নিনৌ দেবাবাধন্তাং পুঙ্করস্রজৌ স্বাহা ।
 ইদং সিনীবালীসরস্বত্যগ্নিভ্যঃ ॥ ২ ॥ হিরণ্যগৰ্ভঋষিরগ্নিনৌ
 দেবতানুষ্টুপ্ছন্দঃচক্ৰহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ হিরণ্যয়ী অরণী
 যগ্নির্নান্নতো অগ্নিনাতন্তে গৰ্ভং হবামহে দশমে মাসি সূতবে
 স্বাহা । ইদমগ্নিভ্যঃ ॥ ৩ ॥ হিরণ্যগৰ্ভঋষিঃ প্রজাপতির্দেবতানু-
 ষ্টুপ্ছন্দঃচক্ৰহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ নেজমেষপরাপত সপুত্রঃ
 পুমরপত অশ্রুমে পুত্রকামায়ৈ গৰ্ভনাধেহি যঃ পুমানু স্বাহা ।
 ইদং প্রজাপতয়ে ॥ ৪ ॥ হিরণ্যগৰ্ভঋষির্বিষ্ণুর্দেবতানুষ্টুপ্ছন্দঃচক্ৰ-

প্রজাপতি, ধাতা, সিনিবালী, প্রজাপতি, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতার
 উদ্দেশে হোম করিবেন । পরে অগ্নির নামকরণ ও আঘারাজ্য-
 ভাগান্ত কৰ্ম্ম করিতে হয় । তদনন্তর মূলের লিখিত নিয়মে
 “ওঁ বিষ্ণুৰ্যোনিং কল্পয়তু,” ইত্যাদি ছয়টি মন্ত্রে ছয়টি আহুতি

হোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ বিষ্ণোঃ শ্রেষ্ঠেণ রূপেণাত্মাং নার্যাং
 যজ্ঞিণ্যাং পুমাংসং পুত্রমাধেহি দশমে মাসি সূতবে স্বাহা । ইদং
 বিষ্ণবে ॥ ৫ ॥ প্রজাপত ইত্যস্ত হিরণ্যগর্ভঋষিঃ প্রজাপতির্দেবতা
 ত্রিষ্টুপ্ছন্দশ্চরুহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ প্রজাপতে ন ত্বদেতাশ্চো
 বিশ্বাজাতা ন পরিতা বভূব যৎ কামাগ্নে জুহুমস্তন্নোস্ত বয়ং
 ত্রাম পতরো রয়ীনাং স্বাহা । ইদং প্রজাপতয়ে ॥ ৬ ॥ হিরণ্যগর্ভ-
 ঋষির্বিষ্ণুর্দেবতানুষ্টুপ্ছন্দশ্চরুহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ যথেষং
 পৃথিবী মহ্যন্তানা গর্ভমাদধে । এবং তং গর্ভমাধেহি দশমে মাসি
 সূতবে স্বাহা । ইদং বিষ্ণবে ॥ ৭ ॥ ততঃ পতির্কক্ষ্যমাণমন্ত্রৈঃ
 পত্ন্যা মূর্দ্ধানমালভেৎ । অপনঃ শোণ্ডচদধিমিত্যস্ত সূক্তস্ত কুংস-
 ঋষিরগ্নির্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শির আলভনে বিনিয়োগঃ ।
 ওঁ অপনঃ শোণ্ডচত্ৰাবয়িং অপনঃ শোণ্ডচদধং । সূক্ষত্রিয়া
 সূগাত্তয়া বসুয়া চ যজামহে অপনঃ শোণ্ডচদধং । প্রয়দগ্নে
 এষাং প্রাস্মাকাশশ্চ সুরয়ঃ অপনঃ শোণ্ডচদধং । প্রয়াত্তময়ে
 সুরয়ো জায়েনহি প্রাতরয়ং অপনঃ শোণ্ডচদধং । প্রয়দগ্নে সহ
 স্রতো বিশ্বতো যত্তিভাবনঃ অপনঃ শোণ্ডচদধং । ত্বং হি নো
 বিশ্বতোমুখঃ বিশ্বতঃ পরিভূরসি অপনঃ শোণ্ডচদধং । সমং সিদ্ধুমিব
 নাচরতি পর্বা ঋগ্নয়ে অপনঃ শোণ্ডচদধং । তত উথায় পতিঃ
 সূর্য্যার্ঘ্যং দদ্যাৎ । অকুক্ষেণেতি মন্ত্রস্য হিরণ্যস্তুপঋষিঃ সবিতা
 দেবতা ত্রিষ্টুপ্ছন্দঃ সূর্য্যার্ঘ্যাদানে বিনিয়োগঃ । ওঁ আকুক্ষেণ

প্রদান করিবে । ১—৬ । পরে “ওঁ যথেষং পৃথিবী” ইত্যাদি
 মন্ত্রে একটি আহুতি দিবেন । ৭ । তৎপরে পতি “ওঁ অপনঃ
 শোণ্ডচ” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক পত্নীর মস্তক স্পর্শ করিবেন ।

রজসা বর্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্যঞ্চ হিরণ্যয়েন সবিভা রথেনা
দেবো যাতি ভুবনানি পশুন্ । ওঁ বিশ্বাত্মা বিশ্বকর্তা চ বিশ্বেশো
বিশ্বদক্ষিণঃ । নবপুষ্পোৎসবে চৈতদ্ গৃহাণার্থ্যং দিবাকর । নমস্তে
পদ্মিনীকান্ত সুধাকান্ত নমোহস্ত তে । নবপুষ্পোৎসবে চৈতদ্-
গৃহাণার্থ্যং দিবাকর । এভিস্মদ্বৈঃ সূর্য্যার্থীং দদ্যাৎ । অথ ফল-
বন্ধনং । যাঃ ফলিনীরিতাস্য ত্রিতঋষির্কনম্পতির্দেবতাহুষ্ট্রপৃচ্ছদঃ
ফলদানে বিনিয়োগঃ । ওঁ যাঃ ফলিনীর্ষা অফলা অপুষ্পা যাস্চ
পুষ্পিনীঃ । বৃহস্পতিপ্রসূতান্তা না মুঞ্চন্তঃসঃ । অনেন পতিঃ
পত্ন্যৈ দদ্যাদাশীর্বাদঞ্চ সা চ প্রসারিতকরা পূজাণামিত্যাশংসন্তী
গৃহীয়াৎ । ততঃ স্থিষ্টিকৃদাদি সমাপয়তি । অদ্যোত্যাদি মৎপত্ন্যা
অমুকীদেব্যাঃ কৃতৈতদ্‌ঋতুসংস্কারকর্মাঙ্গভূতসব্রহ্মকহোমকশ্মপ্রতি-
ষ্ঠাথং দক্ষিণামিদমিত্যাদি । ততোহচ্ছিদ্রাবধারণং ॥

তদনন্তর “ওঁ বিশ্বাত্মা বিশ্বকর্তা” ইত্যাদি মন্ত্রে সূর্য্যার্থ্য প্রদান
করিতে হয় । পরে “ওঁ যাঃ ফলিনীঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে ফল বন্ধন
করত পত্নীকে দিয়া আশীর্বাদ করিলে পত্নীও হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক
গ্রহণ করিবেন । তৎপরে স্থিষ্টিকৃদাদি সমাপন পূর্ব্বক দক্ষিণা
প্রদান ও আচ্ছদ্রাবধারণ করিয়া কশ্ম শেষ করিতে হয় । *

ইতি ঋতুসংস্কার সমাপ্ত ।

ইতি দশসংস্কারাধ্যায়ঃ ।

* সামবেদীয় ও যজুর্বেদীয় সংস্কারাধ্যায়ে ঋতুসংস্কারের বিষয় লিখিত
হয় নাই বটে ; কিন্তু এই সংস্কার ত্রিবেদীয়েরই কর্তব্য ।

চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

নিত্যকৃত্যম্ ।

সাধারণতঃ দিবারাত্রি আট ভাগে বিভক্ত। উহার এক এক ভাগের নাম প্রহর বা যাম। তাহার অর্দ্ধাংশকে যামার্দ্ধ বা প্রহরার্দ্ধ কহে। যামার্দ্ধ বা প্রহরার্দ্ধ ধরিয়াই স্মৃতিশাস্ত্রে নিত্যক্রিয়াগুলির নির্ধারণ হয়। সূতরাং প্রতি যামার্দ্ধের পরিমাণ দেড় ঘটিকা। এই হেতু যামার্দ্ধের কর্তব্য প্রতি দেড় ঘটিকার করণীয় বলিয়াই নিরূপিত। রাত্রির শেষ যামার্দ্ধ ৪৥টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত। দিবার প্রথম যামার্দ্ধ ৬টা হইতে ৭৥টা। এই প্রকার পর পর ভাগ করিলেই ষোড়শসংখ্য যামার্দ্ধে দিবারাত্রি শেষ হয় এবং ষোড়শ যামার্দ্ধই রাত্রি ৪৥টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। উল্লিখিত ষোড়শ যামার্দ্ধের প্রত্যেকটিতে সাধারণতঃ বাহা বাহা করণীয়, তাহারই স্থূল স্থূল বিষয় বিবৃত হইতেছে।—

নিত্যকৃত্য সাধারণতঃ ছয় ভাগে বিভক্ত ;—(১) প্রাতঃকৃত্য, (২) পূর্বাঙ্ককৃত্য, (৩) মধ্যাহ্নকৃত্য, (৪) অপরাহ্নকৃত্য, (৫) সায়াকৃত্য, (৬) রাত্রিকৃত্য।

তন্মধ্যে প্রাতঃস্মরণীয় বিষয় চিন্তন, দৈনিক ধর্ম ও তদ-বিরোধী অর্থাৎ চিন্তন, পৃথিবীকে নমস্কার, মলমূত্রত্যাগ, শৌচা-চরণ, আচমন, দস্তধাবন, প্রাতঃনান, তিলকধারণ, তর্পণ, প্রাতঃ-

সন্ধ্যা এই কয়েকটি ক্রিয়া প্রাতঃকৃত্যের অন্তর্গত । অর্থাৎ রাত্রির শেষ যামার্কি (৪৥ টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত) প্রাতঃকৃত্যের সময় ।

তৎপরে দিনকৃত্যের আরম্ভ । দেবগৃহমার্জনাदि, গুরু ও মঙ্গলদ্রব্য দর্শন, কেশ-প্রসাধন, দর্পণে মুখ দর্শন, পুষ্পচয়ন এই গুলি প্রথমযামার্কি অর্থাৎ ৬টা হইতে ৭৥ টা পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে নিষ্পাদন করিবে ।

দ্বিতীয় যামার্কি অর্থাৎ ৭৥ টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত বেদান্ত্যাস ও শাস্ত্রালোচনা করিতে হয় ।

তৃতীয় যামার্কি অর্থাৎ ৯টা হইতে ১০৥টা পর্য্যন্ত অর্থসাধন (পোষ্যবর্গের জন্ত প্রয়োজনীয় অর্থ সাধনচেষ্টা) করিবে ।

চতুর্থ যামার্কি (১০৥টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত) মধ্যাহ্নান, তর্পণ ও মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যাপূজাদি করিবে । এইগুলিই পূর্নাকৃত্য ।

তৎপরে মধ্যাহ্নকৃত্য অর্থাৎ পঞ্চম যামার্কি (১২টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত) হোম, বৈশ্বদেব, বলি, অতিথি সংকার, নিত্যশ্রাদ্ধ, গোগ্রাসদান ও ভোজন এই সমস্ত সম্পন্ন করিতে হয় ।

তদনন্তর অপরাহ্নকৃত্য অর্থাৎ ষষ্ঠ যামার্কি, (১১টা হইতে ৩টা) সপ্তম যামার্কি, (৩টা হইতে ৪১টা) এবং অষ্টম যামার্কির অর্থাৎ ৪১টা হইতে ৬টা পর্য্যন্তের ক্রিয়দংশ পর্য্যন্ত, এই সময়ে নিকরোগ হইয়া চিত্তরঞ্জক ও ধর্ম্ম-জ্ঞানবিবর্ধক কার্য্যে মনোনিবেশ করিবে অর্থাৎ নিদ্রা-ক্রৌড়াদি ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রাদির আলোচনা করিবে এবং দিবার শেষ অংশ ভ্রমণে ও সাধুজন সহ আলাপে অতিবাহিত করিবে ।

তৎপরে সায়াহ্নকৃত্য অর্থাৎ সূর্যাস্তের একদণ্ড বিলম্ব থাকিতে সায়াংসন্ধ্যোপাসনা করিতে হয় ।

তদনন্তর রাত্রিকৃত্য ।—প্রথমযামে অর্থাৎ ৬টা হইতে ৯টার মধ্যে দিবাকৃত কর্মের আলোচনা ও অননুষ্ঠিত ক্রিয়ার সম্পাদন করিবে ।

তৎপরে দ্বিতীয় যামে বৈশ্বদেব, বলি, অতিথিসংকার, স্বয়ং ভোজন প্রভৃতি নিষ্পাদন পূর্বক তৎপরে শয়ন ও যথাবিধি দারোপগমনাদি দ্বারা রাত্রি অতিবাহিত করিতে হয় ।

এক্ষণে প্রাতঃকৃত্যাদি বিষয় সবিস্তার বিবৃত হইতেছে ।—

প্রাতঃকৃত্য ।

প্রাতঃস্মরণীয় বিষয় ।

প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুর্গা দুর্গাক্ষরদ্বয়ং ।

আপদস্তস্য নশ্চিন্তি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা ॥

ব্রহ্মা মুরারিস্ত্রিপুৱাত্তকারী

তান্নঃ শশী ভূমিস্থতো বৃশ্চ ।

গুরুশ্চ শুক্রঃ শনী রাহকেতু

কুর্ক্বন্ত সর্বৈ মম সুপ্রভাতং ॥ *

নিদ্রাত্যাগাস্তে প্রথমতঃ এই শ্লোক দুইটা পাঠ করিয়া তৎপরে গুরুদেবকে স্মরণ ও নমস্কার করিবে ; যথা—

প্রাতঃ শিরসি শুক্লাভ্যে দিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুং ।

প্রসন্নবদনং শান্তং স্মরন্তন্নামপূর্ব্বকং ॥

* এই শ্লোক দ্বারা সর্ব্বময় জগৎপাতার বিশ্বরূপটী ধ্যান করা হইল । নিদ্রাত্যাগাস্তে যেন নূতনরূপে জগতে আসিয়া পুনর্জাতবৎ ধর্ম্মতত্ত্বের আদি সোপানে অবস্থিত হওয়া গেল ।

ঔ নমোহস্ত গুরবে তস্মা ইষ্টদেবস্বরূপিণে ।

যশ্চ বাক্যামৃতং হস্তি বিষং সংসারসংজ্ঞকং ॥ *

তদনন্তর নিম্নলিখিত শ্লোক পাঠ করিতে হয়, যথা—

অহং দেবো ন চাত্তোহস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্ ।

সচ্চিদানন্দরূপোহহং নিত্যমুক্তঃ স্বভাববান্ ॥

লোকেশ চৈতন্তময়াধিদেব

শ্রীকান্ত বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব ।

প্রাতঃ সমুথায় তব প্রিয়ার্থং

সংসারষাত্রামনুবর্তয়িষ্যে ॥

জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃতি-

র্জানাম্যধর্মং ন চ মে নিবৃতিঃ ।

ত্বয়া হৃদীকেশ হৃদিস্থিতেন

যথ্যৈঃ স্মৃত্তোহস্মি তথা করোমি ॥ †

* গুরুদেবকে দ্বিনেত্র ও দ্বিভুজ বলায় তাঁহাকে নররূপধারীই বুঝাইতেছে। ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, মানুষই মানুষের আদর্শ, মানুষের নিকটেই মানুষ শিক্ষা পায়, মানুষকেই সর্বময়ের তুল্য জ্ঞান করিতে হয়। কেননা, জগতে এমন কেহই নাই, যিনি একজনকে আদর্শ না করিয়া কোন কিছু শিক্ষা করিয়াছেন। বস্তুতঃ ইহাই ধর্মোন্নতির একমাত্র সোপান। গুরুস্বীকার না করিলে জগতে কোন ব্যক্তিই ধর্মশীল বা সিদ্ধমনোরথ হইতে পারেন না। (গুরুতত্ত্ববিষয় অর্থাৎ গুরুলক্ষণ, গুরুপূজা, গুরুস্তুত্ব প্রভৃতি সমস্তই মৎপ্রকাশিত পঞ্চগীতা গ্রন্থে সবিস্তার দ্রষ্টব্য ।)

† এই শ্লোকটির তাৎপর্য্য অনেক বুঝিয়া থাকেন যে, “ঈশ্বর আমাদের হৃৎপ্রদেশে অধিষ্ঠিত আছেন, তিনিই আমাদের ধর্ম ও অধর্ম প্রবর্তিত করিয়া থাকেন।” বস্তুতঃ ইহার তাৎপর্য্য উহা নহে। ইতিপূর্বে “লোকেশ

ককোটকশ্চ নাগস্য দময়ন্ত্যা নলশ্চ চ ।

ঋতুপৰ্ণশ্চ রাজর্ষেঃ কীৰ্ত্তনং কলিনাশনং ॥

কার্ত্তবীৰ্য্যার্জুনো নাম রাজা বাহুসহস্রভূং ।

যোহশ্চ সংকীৰ্ত্তয়েন্নাম কল্যমুখায় মানবঃ ।

ন তশ্চ বিভূনাশঃ শ্ৰাং নষ্টঞ্চ লভতে পুনঃ ॥

পুণ্যশ্লোকো নলো রাজা পুণ্যশ্লোকো যুধিষ্ঠিরঃ ।

পুণ্যশ্লোকা চ বৈদেহী পুণ্যশ্লোকো জনার্দিনঃ ॥

অহল্যা দ্রোপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা ।

পঞ্চকথাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনং ॥

এইরূপ পাঠ করিয়া পরে দৈনিক ধৰ্ম্ম ও তদবিরোধী
অৰ্থাদি চিন্তন করিবে,—

দৈনিক ধৰ্ম্ম ও তদবিরোধী অৰ্থাদিচিন্তন ।

প্রবুদ্ধশ্চিন্তন্তয়েদ্ধৰ্ম্মমর্থঞ্চাশ্চ বিরোধিনং ।

অপীড়য়া তয়োঃ কাম্যমুভয়োরপি চিন্তয়েৎ ॥

অৰ্থাৎ দিবাভাগে কি কার্য্য করিতে হইবে, ধৰ্ম্মের অবি-

চৈতন্তময়াধিদেব” ইত্যাদি শ্লোকে কথিত হইয়াছে যে, হে জগদীশ্বর ! তোমার
আদেশ পালনার্থ ও ত্বদীয় প্রীতিবিধানার্থ আমি সংসারবাজায় প্রবৃত্ত হই-
তেছি । এই কারণে পরবর্তী (এই) শ্লোকে উক্ত হইতেছে যে, ত্বদীয়
আদেশ ও প্রীতিবিধান কিরূপে হয়, তাহা হৃৎপ্রদেশস্থ যে তুমি, সেই
তোমার আজ্ঞা হইতেই তাহা অবগত হই এবং ধৰ্ম্মে প্রবৃত্তি ও অধৰ্ম্মে যে
নিবৃত্তি, তাহাও তোমা হইতেই হইয়া থাকে ; তাহাতে মদীয় কর্তৃত্ব নাই ।
ইহার তাৎপৰ্য্য কেবলমাত্র নিরভিমানিতা ও অকিঞ্চনতাই প্রকাশ পাই-
তেছে ।

রোধী কি কি অর্থসাধন করিবে, আর ধর্মার্থের অবিরোধী
কি কি কাম সাধন করিবে, তৎসমস্তের চিন্তা করিতে হয় । *

পৃথিবী-প্রণতি ।

ও প্রিয়দত্তায়ৈ ভূবে নমঃ ।

অনন্তর উক্তমন্ত্রে পৃথিবীকে নমস্কার করিবে ।

বিগ্নুত্যাগবিধি ।

কাণীধে—

ততশ্চাবশ্যকং কর্তুং নিশ্চীতীং দিশমাশ্রয়েৎ ।

গ্রামাঙ্কমুঃশতং গচ্ছন্নগরাজ চতুঃশৃংগং ।

কর্ণোপবীত্বাদথক্তো দিবসে সন্ধ্যায়োরপি ।

বিগ্নুত্রে বিস্তুজেন্মোনী নিশায়াং দক্ষিণামুখঃ ।

নালোকয়েদিশো ভাগান্ জ্যোতিশ্চক্রং নভোহমলং ।

ন মূত্রং গোব্রজে কুর্ধ্যান্ন বন্ধ্যাকে ন ভস্মনি ।

ন গর্তেষু সসত্বেষু ন তিষ্ঠন্ন ব্রজন্নপি ॥

তৎপরে মলমূত্র ত্যাগ করিবে । গ্রামে বাস হইলে তথা
হইতে নৈঋত দিকে শতধনু দূরে এবং নগর হইলে তাহার চতু-
শৃংগ দূরে গমন করত কর্ণে উপবীত দিয়া মলমূত্র ত্যাগ করিবে ।
দিবাভাগে ও সন্ধ্যাষয়ে উত্তরাত্ত হইয়া এবং রাত্রিতে দক্ষিণমুখ
হইয়া মৌনভাবে মূত্র ও পুরীষ ত্যাগ করিতে হয় । তৎকালে
কোন দিকে, আকাশে অথবা জ্যোতিশ্চক্রদিকে দৃষ্টি করিবে
না । গোব্রজে, বন্ধ্যাকে, ভস্মে, প্রাণীবিশিষ্ট গর্তে এবং দণ্ডার-

* প্রত্যহ উত্তরোত্তর এইরূপ উচ্চভাবনা দ্বারা যে দিন দিন সঙ্কল্পের
বৃদ্ধি হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই ।

মান হইয়া বা গমন করিতে করিতেও মূত্র-পুৰীষ ত্যাগ করিতে নাই ।

কৌশ্লে ।—

ন চৈবাভিমুখঃ স্ত্রীণাং গুরু-ব্রাহ্মণযোগ্যবাং ।

ন দেবদেবালয়য়োর্নাবামপি কদাচন ।

নদীং জ্যোতীংষি বীক্ষিত্বা ন বায়ুভিমুখোপি বা ।

প্রত্যাদিত্যাং প্রত্যানিলং প্রতিসোমঃ তথৈব চ ।

বাচং নিয়ম্য যত্নেন ধীবনোচ্ছ্বাসবর্জিতঃ ॥

স্ত্রীজাতি, গুরু, ব্রাহ্মণ, গো, দেবতা, দেবালয়, নৌকা, সূর্য্য, বায়ু, চন্দ্র ইহাদিগের অভিমুখে মলমূত্র ত্যাগ করিবে না । তৎকালে নদী ও জ্যোতিষ্কমণ্ডল দেখিতে নাই, কথা কহিবে না, থু থু ফেলিবে না এবং উদ্ধ্বাস ত্যাগ করিবে না ।

শৌচবিধি ।

বিষ্ণুপুরাণে—

বসান্তক্রমস্বজ্জা-মূত্রবিট্-কর্ণবিধ্বাং ।

শ্লেষ্মাশ্রুদূষিকা স্বেদো দ্বাদশৈতে নৃণাং মলাঃ ॥

আদদীত মূদোপশ্চ যট্শ্চ পূর্বেষু শুদ্ধয়ে ।

উত্তরেষু তু যট্শ্চিঃ কেবলাভিবিশুদ্ধ্যতি ॥

মল-মূত্রত্যাগান্তে শৌচাচরণ করিবে । মানবদেহে মল দ্বাদশটি ;—বসা, গুরু, রক্ত, মজ্জা, মূত্র, বিষ্ঠা, কর্ণমল, নখ, শ্লেষ্মা, অশ্রু, দূষিক (পিচুটি) ও স্বেদ । এই দ্বাদশটি মলের মধ্যে প্রথম ছয়টির শুদ্ধার্থ মৃত্তিকা ও জল এবং শেষোক্ত ছয়টির শুদ্ধার্থ কেবলমাত্র জল আবশ্যক ।

বক্সীকম্বিকোৎখাতাং মৃদং নাত্তর্জলাং তথা ।

শৌচাবশিষ্টাং গেহাচ্চ নাদদ্যাভ্লেপসস্তবাং ।

অন্তঃপ্রাণ্যবপরাঞ্চ হলোৎখাতাঞ্চ পার্থিব ।

পরিত্যজেন্মৃদশ্চৈত্যাঃ সকলাঃ শৌচসাধনে ॥

উয়ের মাটি, ম্বিকোকৃত মাটি, জলমধ্যস্থ মাটি, অন্তঃপ্রাণ্যাবশিষ্ট মাটি, গৃহের লেপযোগ্য মাটি, মধ্যে জীববিশিষ্ট মাটি এবং হলোৎখাত মাটি শৌচার্থ গ্রহণ করিবে না। তন্তির অন্য মৃত্তিকা দ্বারা শৌচ সম্পাদন করিবে। *

* বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যে, শৌচার্থ শিশ্নে একবার, শুষ্কে তিনবার, বামহস্তে দশবার ও পুনরায় দুই হস্তে সাতবার মৃত্তিকা দিবে। যমস্মৃতিতে লিখিত আছে যে, পদদ্বয়ে তিনবার মৃত্তিকা দিতে হয়। স্বন্দপুরাণে বর্ণিত আছে যে, শুষ্কে একবার, পায়ুতে পাঁচবার, বাম হাতে দশবার, দুই হাতে সাতবার, প্রতিপদে এক একবার এবং পরে দুই হাতে তিনবার মৃত্তিকা দিবে। তর্জনী, মধ্যমা, অনামা এই তিনটি অঙ্গুলীর পরস্পর পূর্ণ হইতে পারে, এতৎপ্রমাণ মৃত্তিকা শৌচার্থ গ্রাহ্য। কেবলমাত্র মূত্রত্যাগান্তে শিশ্নে একবার, বামহাতে একবার এবং পরে দুই হাতে দুইবার মৃত্তিকা দিবে। ব্রহ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, দুই পদে দুইবার মৃত্তিকা দিয়া হস্তপদদ্বোতাতে আচমন পূর্বক বিষ্ণুস্মরণ করিয়া শুদ্ধ হইবে। এই যে সকল বিধি কথিত হইল, ইহা গৃহীর পক্ষে জানিবে। ব্রহ্মচারী প্রভৃতি অবশিষ্ট আশ্রমীর পক্ষে উত্তোরত্তর ইহার দ্বিগুণ ব্যবস্থ্যয়। রাত্রিকালে দিবা-শৌচের অর্দ্ধেক করিবে। রোগ হইলে তদর্দ্ধ, পথিমধ্যে চৌরাদিপীড়িত হইলে তাহার অর্দ্ধ এবং জীজাতির পক্ষে তদপেক্ষাও অর্দ্ধ ব্যবস্থা।

আচমন।

ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশুস্তি স্বয়ং দিবীং চক্ষু-
রাততম্।

করচরণ প্রক্ষালন পূর্বক পূর্বাস্য বা উত্তরাস্থ হইয়া বামকর
দ্বারা গোকর্ণাকার দক্ষিণহস্ততলের ব্রাহ্মতীর্থে একটি মাষ-
কলায় নিমগ্ন হইতে পারে এতৎপ্রমাণ জল লইয়া তিনবার পান
করিবে। পরে দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠমূল দ্বারা মিলিত ওষ্ঠযুগল দক্ষিণ
বাম পর্য্যায়ক্রমে বারদ্বয় মার্জনা পূর্বক দুই হাত ধোতাতে মস্তক-
দেশে ও চরণে জলের ছিটা দিবে। অনন্তর তর্জন্যাতি অঙ্গুল্যাগ্র-
ত্রয় দ্বারা ওষ্ঠাধর, অঙ্গুষ্ঠতর্জন্যাগ্র দ্বারা দক্ষিণক্রমে নাসাপুট-
যুগল, অনামাঙ্গুষ্ঠাগ্রযোগে নেত্রদ্বয় ও কর্ণযুগল, আর অঙ্গুষ্ঠ-
কনিষ্ঠাগ্র দ্বারা নাভি স্পর্শ পূর্বক হস্ত ধোতাতে হস্ততল দ্বারা
হৃদয় ও সর্বাঙ্গুলীযোগে মস্তক এবং অঙ্গুল্যাগ্র দ্বারা যথাক্রমে
বাহুমূলদ্বয় স্পর্শ করত বামহস্তস্থ জল ভূতলে ত্যাগ করিবে।
তৎপরে “ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ” ইত্যাদি বলিয়া বিষ্ণু স্মরণ করিতে
হয়। *

দন্তধাবন।

কাশীথণ্ডে—

অতো মুখবিশুদ্ধার্থং গৃহীয়াদন্তধাবনং ।

আচাত্তোপ্যশুচিষ্মাদকৃত্বা দন্তধাবনং ॥

* স্রোজাতি ও শূদ্রেরা দৈবতীর্থ দ্বারা ওষ্ঠে একবার জল স্পর্শ করাইয়া
পরে উপরোক্তবৎ মুখাদি স্পর্শ করিবে এবং “নমো বিষ্ণু” বলিয়া বিষ্ণু স্মরণ
করিবে। আচমনবিধি কথিত হইল বটে, কিন্তু দন্তধাবনের পূর্বে যে আচ-
মন করিতে হয়, তাহা সামান্য কুলিমাাত্র।

তৎপরে দন্তধাবন করিতে হয়। মুখবিশুদ্ধার্থ দন্তধাবন না করিয়া আচান্ত হইলেও অশুচি বলিয়া পরিগণিত হয় ।

খদিরশ্চ কদম্বশ্চ করঞ্জশ্চ তথা বটঃ ।

তিস্তিভী বেণুপৃষ্ঠঞ্চ আত্মনিধৌ তথৈব চ ।

অপামার্গশ্চ বিষশ্চ অর্কশ্চোড়ম্বরস্তথা ।

বর্জ্জয়িত্বা নিন্দিতানি গৃহীত্বৈকং যথোদিতং ॥

নিন্দিত কাষ্ঠ পরিভ্যাগ করিয়া খদির, কদম্ব, করঞ্জ, তিস্তিভী, বাথারি, আত্ম, নিম্ব, অপামার্গ, বিষ, আকন্দ ও ডুম্বুর ইহাদের মধ্যে যে কোন কাষ্ঠিকা লইয়া দন্তধাবন করিবে। *

প্রাতঃস্নান ।

প্রথমতঃ নাভিমগ্নজলে শ্রোতের অভিমুখে দাঁড়াইয়া দুই হস্ত দ্বারা মুখ, নাসিকা, চক্ষু ও কণ আচ্ছাদন পূর্বক একবার ডুব দিবে। পরে আচমন সঙ্কল্প ও মন্ত্রপাঠাদি করত পুনর্বার স্নান করিতে হয়। + সঙ্কল্পমন্ত্র যথা—

বিষ্ণুরোম্ তৎসদস্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ
অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ প্রাতঃস্নানমহং
করিষ্যে । ‡

* নিম্নলিখিত মন্ত্রে দন্তধাবন করিতে হয়, যথা—

“আয়ুর্কলং ষশৌ বর্ষ প্রজাঃ পশুরশুনিস্থ চ ।

ব্রহ্ম প্রজ্ঞাঞ্চ মেধাঞ্চ ত্বং নো ধেহি বনস্পতে ॥”

† কৃত্রিম জলাশয়ে স্নান করিতে হইলে তাহা হইতে তিনটি মৃত্তিকাপিণ্ড তীরে নিক্ষেপ পূর্বক স্নান করিতে হয়। যে জলাশয়ে শ্রোত নাই, তাহাতে উদজ্জ্বল হইয়া স্নান করিবে।

‡ সৌর, মুখ্যচান্দ্র ও গৌণচান্দ্র এই ত্রিবিধ মাসই সঙ্কল্পে

তৎপরে “ও নমো নারায়ণায়” উচ্চারণ পূর্বক চারিদিকে এক হস্ত করিয়া জল মাপিবে এবং অঙ্কুশমুদ্রাযোগে * তীর্থ আবাহন করিতে হইবে। যথা—

ও গঞ্জে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্ম্মদে সিন্ধু
কাবেরি জলেহস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥ †

অনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্রে স্নান করিবে; যথা—

ও বিষ্ণুপাদপ্রসূতাসি বৈষ্ণবী বিষ্ণুপূজিতা।

পাহি নম্ভেনসন্তস্মাদাজগন্মরণান্তিকায়।

ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সংক্রান্তি হইতে অন্য সংক্রান্তি পর্য্যন্ত মৌর, শুক্লা প্রতিপত্তি হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত মুখ্যচান্দ্র এবং কৃষ্ণা প্রতিপত্তি হইতে পৌর্ণমাসা যাবৎ গোণচান্দ্র। বিবাহাদি সংস্কারক্রিয়াসমূহে মৌর মাস ব্যবহৃত হয় এবং সে স্থলে রাশির উল্লেখ করিবে। তিথিক্রমে অর্থাৎ জন্মাষ্টম্যাদিক্রিয়ায় গোণচান্দ্র ব্যবহৃত হয় এবং তদ্ব্যতীত সমস্তকর্ম্মে প্রায়ই মুখ্যচান্দ্র মাস উল্লেখ হইয়া থাকে। কেহ কেহ সংক্রান্তিনিমিত্তক কার্য্যে মুখ্যচান্দ্র ব্যবহার করেন।

* দক্ষিণ হাতের মুষ্টি হইতে মধ্যমাঙ্গুলী অধোমুখ ও সরল এবং তর্জ্জনী বক্রভাবে নির্গত রাখিলেই তাহার নাম অঙ্কুশমুদ্রা।

† স্ত্রীজাতি ও শূদ্রগণ ওঙ্কার উচ্চারণ করিবে না। এতদ্ব্যতীত শ্রীং, স্বাহা, স্বধা, বেদ এ সমস্তও উচ্চারণ করিতে নাই। উহার পরিবর্তে “নমঃ” বলিবে এবং ব্রাহ্মণ ঐ সমস্ত পাঠ করিবেন। অধিকন্তু স্ত্রীজাতি ও শূদ্রেরা শ্রাদ্ধ, স্নান ও পঞ্চযজ্ঞ ব্যতীত পৌরাণিক মন্ত্র উচ্চারণ করিতে পারে। শ্রাদ্ধ ব্যতীত অগ্ন্যগ্ন্যহ্নে মন্ত্রাদি উচ্চারণে অনুপনীত বিপ্রকালকও শূদ্রের জ্ঞান অনধিকারী।

তিস্রঃ কোট্যর্দ্ধকোটি চ তীর্থানাং বায়ুরত্রবীং ।
 দিবি ভুব্যন্তরীক্ষে চ তানি তে সন্ত জাহ্নবি ।
 নন্দিনীত্যেব তে নাম দেবেষু নলিনীতি চ ।
 বৃন্দা পৃথ্বী চ স্তভগা বিশ্বকায় শিবামৃতা ।
 বিদ্যাধরী স্তপ্রসন্ন তথা লোকপ্রসাদিনী ।
 ক্ষেমা চ জাহ্নবী চৈব শাস্তা শাস্তিপ্রদায়িনী ।
 এতানি পুণ্যনামানি স্নানকালে প্রকীর্তয়েৎ ।
 ভবেৎ সন্নিহিতা তত্র গঙ্গা ত্রিপথগামিনী ॥ *

* গঙ্গায় স্নান করিতে হইলে নিম্নলিখিত বিশেষ মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

ওঁ বিষ্ণুপাদার্য্যসংভূতে গঙ্গে ত্রিপথগামিনি ।
 ধর্ম্মদ্রবীতি বিখ্যাতে পাপং মে হর জাহ্নবি ।
 শ্রদ্ধয়া ভক্তিসম্পন্নে শ্রীমাতর্দেবি জাহ্নবি ।
 অমৃতেনাম্বুনা দেবি ভাগীরথি পুনীতি মাং ॥

এতদ্ব্যতীত মাঘমাসীয় স্নান, কার্তিকমাসীয় স্নান, গ্রহণ-
 স্নান, ব্রহ্মপুত্র-স্নান, বারুণীস্নান, গঙ্গাসাগর-স্নান প্রভৃতিতে
 বিশেষ বিশেষ মন্ত্র ও সঙ্কল-বাক্যের বিভিন্নতা আছে। তাহা
 নিম্নে লিখিত হইল। যথা—

ব্রহ্মপুত্রস্নানে পূর্ববৎ বিষ্ণুরোম্ ইত্যাদি বলিয়া “মোক্ষপ্রাপ্তি-
 কায়ো ব্রহ্মপুত্রনদে স্নানমহং করিষ্যে” বাক্যে সঙ্কল করতঃ
 “ওঁ ব্রহ্মপুত্র মহাতাগ শাস্তনোঃ কুলনন্দন। অমোঘাগর্ভসমুত
 পাপং লৌহিত্য মে হর ॥” এই মন্ত্রে স্নান করিবে ।

গ্রহণস্নানে পূর্ববৎ বিষ্ণুরোম্ ইত্যাদির পর “রাহগ্রহান্তনিশা-

তদনন্তর সাতবার “ওঁ নমো নারায়ণায়” উচ্চারণ পূর্বক যুক্তকরাগ্রযোগে বারত্ৰয় শিরঃপ্রদেশে জল দিবে ।

করে অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা বহুশতচন্দ্রগ্রহণকালীন-
গঙ্গান্নানজন্য-ফলসম-ফলপ্রাপ্তিকামো গঙ্গায়াং ন্নানমহং করিষ্যে”
এই বাক্যে সঙ্কল্প করতঃ “ওঁ বিষ্ণুপাদপ্রস্থতাসি” ইত্যাদি
মন্ত্রে ন্নান করিবে । মুক্তিন্নানের পর, “ওঁ উত্তিষ্ঠ গম্যতাং
রাহো জ্যজ্ঞ্যতাং চন্দ্রসঙ্গমঃ । কশ্মচাণ্ডালযোগাখং কুরু পাপ-
ক্ষয়ং মম” এই মন্ত্র পাঠ করিবে । গ্রহণন্নান ও মুক্তিন্নান কৃপ
প্রভৃতিতেও হয় । গ্রহণ-অদর্শীর পক্ষেও মুক্তিন্নান কর্তব্য ।
মেঘ প্রভৃতি বশতঃ অদর্শন হইলেও তৎসময় অতিক্রম পূর্বক
ন্নান করিবে । রবিবারে সূর্যাগ্রহণ ও সোমবারে চন্দ্রগ্রহণ হইলে
চূড়ামণি যোগ বলে । তৎকালে অনন্তফল কামনা করিতে হয় ।

মাঘমাসীয় প্রাতঃন্নানের সময় অরুণোদয় হইতে অর্দ্ধ
ভাস্করোদয় যাবৎ চারিদণ্ড । তিনরূপ মাসেই মাঘন্নান হয় ।
সৌরমাসীয় মাসিক সংকল্পে বিষ্ণুরোম্ ইত্যাদি বলিয়া “অমুক-
তিথিমারভ্য মকরস্বরবিং যাবৎ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা
শ্রীবিষ্ণুপ্লীতিকামঃ প্রত্যহং (গঙ্গায় হইলে গঙ্গায়াং) প্রাতঃন্নান-
মহং করিষ্যে” ইত্যাদিরূপ বলিবে । চান্দ্রন্নানে “প্রতিপদি তিথি-
বারভ্য মাঘমাসং যাবৎ” ইত্যাদি । মেঘন্নান দৌরে ; কার্ত্তিক
ন্নান সৌর ও মূখ্যচান্দ্রে আর দৈনিক সংকল্পে চান্দ্রমাস উল্লেখ
হইবে । সঙ্কল্পান্তে পূর্বকথিত ন্নানমন্ত্র পাঠ করিয়া এই বিশেষ
মন্ত্র পাঠ করিবে ; যথা,—ওঁ মাঘমাসমিমং পুণ্যং ন্নান্যহং দেব
মাধব । তীর্থস্যাশ্য জলে নিত্যং প্রসাদ ভগবন্ হরে ॥ হঃথ-

নিম্নলিখিত মন্ত্রে গাত্রে মূর্ত্তিকা মাখিতে হয় ; যথা—

ওঁ অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বশুন্ধরে ।

মূর্ত্তিকে হর মে পাপং যন্ময়া হৃঙ্কতং কৃতং ।

উদ্ধৃতাসি বরাহেণ কৃষ্ণেন শতবাহনা ।

নমস্তে সৰ্বভূতানাং প্রভাবারিণি সুরতে ।

আকৃত্যমম গাত্ৰাণি সৰ্বং পাপং প্রমোচয় ॥

পারিজ্যানাশায় শ্রীবিষ্ণোস্তোষণায় চ । প্রাতঃস্নানং করোম্যদ্য
 মাষে পাপবিনাশনং ॥ মকরস্থে রবৌ মাষে গোবিন্দাচ্যুত মাধব ।
 নানেনানেন মে দেব যথোক্তফলদো ভব ॥ ওঁ দিবাকর জগন্নাথ
 প্রভাকর নমোস্ত তে । পরিপূর্ণং কুরুষেদং মাঘস্নানং মহাব্রতং ॥”
 এই মন্ত্রচতুষ্টয়ের মধ্যস্থ “মকরস্থে রবৌ” মন্ত্রটি চান্দ্রস্নানে অত্রমাসে
 পরিত্যাগ করিতে হয় । মাঘস্নানের শেষে বাসুদেব, হরি, কৃষ্ণ
 ও শ্রীধর ইহাদিগকে স্মরণ করিবে ।

মাকরী সপ্তমীস্নানে সঙ্কল্পে সৰ্বত্র মাঘমাসের উল্লেখ, বিষ্ণুরোম্
 অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশৰ্ম্মা বহুশতস্বর্ঘ্যাগ্রহণকালীন-গঙ্গাস্নান-
 স্তম্ভফলসমফলপ্রাপ্তিকামো গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে” এইরূপ
 বাক্যসঙ্গে সাতটি কুলপত্র ও সাতটি আকন্দপত্র মন্তকে লইয়া “ওঁ
 বদ্যজ্জন্মকৃতং পাপং ময়া সপ্তম্ জন্মম্ । তন্মে রোগঞ্চ শোকঞ্চ
 মাকরী হস্ত সপ্তমী ।” এই মন্ত্র পাঠান্তে স্নান করিবে ।

কার্ত্তিক মাসীয় প্রাতঃস্নানমন্ত্র যথা—“ওঁ কার্ত্তিকেহং করি-
 ষ্যামি প্রাতঃস্নানং জনাৰ্দ্দিন । প্রীত্যর্থং তব দেবেশ দামোদর
 ময়া সহ ॥”

গঙ্গাসাগরস্নানমন্ত্র যথা,—স্বং দেব সন্নিতাং নাথ স্বং দেবি
 সন্নিতাং বরে । উভয়োঃ সঙ্গমে স্নাত্বা মুঞ্চামি ত্রিভূতানি বৈ ॥

এই প্রকারে স্নান * করিয়া গঙ্গাস্তোত্রাদি পাঠ পূৰ্ব্বক
গঙ্গাকে প্রণাম করিবে ; যথা ।—

ওঁ সদ্যঃ পাতকসংহন্ত্রী সদ্যো দুঃখবিনাশিনী ।

সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমা গতিঃ ॥

তিলকধারণ ।

যজ্ঞো দানং তপো হোমঃ স্বাধ্যায়ঃ পিতৃতর্পণং ।

ব্যর্থং ভবতি তৎ সৰ্ব্বং উর্দ্ধপুণ্ড্রং বিনা কৃতং ॥

* স্নান সপ্তবিধ ;—মাস্ত্র, ভোম, আগ্নেয়, বায়ব্য, দিব্য,
বারুণ ও মানস । মন্ত্রোচ্চারণ পূৰ্ব্বক স্নানকে মাস্ত্র স্নান কহে এবং
মৃত্তিকা লেপন দ্বারা ভোম, হোমাগ্নিজ ভস্মলেপন দ্বারা আগ্নেয়,
গোপদরজঃ-প্রবহমান বায়ু দ্বারা বায়ব্য, সাতপরুষ্প্রিপাত দ্বারা
দিব্য, সলিলে মজ্জন দ্বারা বারুণ ও বিষ্ণুচিন্তন দ্বারা মানস স্নান
হইয়া থাকে যথা—

মাস্ত্রং ভোমং তথাগ্নেয়ং বায়ব্যং দিব্যমেব চ ।

বারুণং মানসঞ্চৈব সপ্তস্নানং প্রকীর্তিতং ॥

শয়নোত্তিত ব্যক্তি লালাস্বেদাদি-সমাকীর্ণ শরীরে অস্নাত
থাকিয়া জপাদি ক্রিয়া করিবেন না । নবচ্ছিদ্রাবৃত দেহ অতীব
অপবিত্র ; অহোরাত্র উহা হইতে কিছু না কিছু ক্ষরিত হই-
তেছে । প্রাতঃস্নান দ্বারা ঐ শরীরের বিশোধন হয় । প্রমাণ
যথা—

অস্নাত্বা নাচরেৎ কৰ্ম্ম জপহোমাদি কিঞ্চন ।

লালাস্বেদসমাকীর্ণঃ শয়নাচ্ছিত্তিতঃ পুমান্ ।

অত্যন্তমলিনঃ কায়ো নবচ্ছিদ্রসমম্বিতঃ ।

শ্রবত্যেব দিবারাত্রৌ প্রাতঃস্নানং বিশোধয়েৎ ॥

। স্নানান্তে ললাটাদিতে উর্দ্ধপুণ্ড্রাদি তিলক ধারণ পূর্বক তর্পণ করিবে। উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ না করিলে যজ্ঞ, দান, তপশ্চা, হোম, স্বাধ্যায়, পিতৃতর্পণ প্রভৃতি সকলই বিফল হয়। *

যস্যোর্দ্ধপুণ্ড্রং দৃশ্যেত ললাটে নো নরশ্চ হি ।

তদর্শনং ন কর্তব্যং দৃষ্ট্বা সূর্য্যং নিরীক্ষয়েৎ ॥

যে ব্রাহ্মণের ললাটে উর্দ্ধপুণ্ড্র দৃষ্ট না হয়, তাহাকে দেখিবে না। হঠাৎ দর্শন করিলে, সূর্য্যানিরীক্ষণ পূর্বক শুদ্ধিলাভ করিবে।

সামবেদীয়-তর্পণ ।

অত্র প্রথমং প্রাচীনাবীতী দক্ষিণামুখঃ কৃতাজ্জলিঃ পঠেৎ । ওঁ

সর্ব্বাগ্রে প্রাচীনাবীতী † হইয়া করবোড়ে দক্ষিণাশ্র হওত

* দশাঙ্গুলপ্রমাণ উর্দ্ধপুণ্ড্র, উত্তমোত্তম, নবাস্তুল মধ্যম ও অষ্টাঙ্গুলপ্রমাণ অধম। নখদ্বারা উর্দ্ধপুণ্ড্র করিবে না। নিরন্তরাল উর্দ্ধপুণ্ড্র করিলে শ্রীভ্রষ্ট হয়। পর্ব্বতাগ্র, নদীতীর, বিষ্ণুমূল, জলাশয় এবং যে স্থানে বিষ্ণুর স্নানজল থাকে এই সমস্ত স্থলের মৃত্তিকা দ্বারা তিলক ও উর্দ্ধপুণ্ড্রাদি রচনা করিতে হয়। অনামা অঙ্গুলী দ্বারা তিলক রচনা করিলে বাসনা পূর্ণ হয়, মধ্যমা দ্বারা দীর্ঘাযু লাভ, অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা পুষ্টি এবং তর্জ্জনী দ্বারা রচনা করিলে মোক্ষপ্রাপ্তি হয়। দ্বিজাদিরা তিলক রচনাকালে ললাটে কেশব, উদরে নারায়ণ, বক্ষে মাধব, কণ্ঠে গোবিন্দ, দক্ষিণ কুক্ষিতে বিষ্ণু, বাহুতে মধুসূদন, কঙ্করে ত্রিবিক্রম, বাম-পার্শ্বে বামন, বামবাহুতে শ্রীধর, পৃষ্ঠে পদ্মনাভ ও কটিদেশে দামোদরকে স্মরণ করিবে।

† তদনন্তর তর্পণ করিবে। এই স্থানেই যথাক্রমে ত্রিবে-

কুরুক্ষেত্রং গয়া গঙ্গা প্রভাসপুষ্করাণি চ । তীর্থাশ্চেতানি পুণ্যানি
| তর্পণকালে ভবস্তিহ ॥ ১ ॥ উপবীতী পূর্বাভিমুখঃ । ও ব্রহ্মা
তৃপ্যতাং ও বিষ্ণুস্তৃপ্যতাং ও রুদ্রস্তৃপ্যতাং ও প্রজাপতি-

“ও কুরুক্ষেত্রং” ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। ১। পরে

দায় তর্পণ লিখিত হইল। “জলমধ্যে থাকিয়া তর্পণ করিতে
হইলে আর্দ্রবস্ত্র এবং স্থলে হইলে শুষ্কবস্ত্র পরিধান করিয়া
তর্পণ করিবে। তীর্থে শুষ্ক বস্ত্র ধারণ করিয়া তর্পণ করিলে
তৎকালে জলমধ্যে একটী পদ স্থাপন করিবে। নিত্য স্নান-
কালে তর্পণ করিতে হয়। প্রেতপক্ষ ভীষ্মাষ্টমী প্রভৃতি
বিশেষ বিশেষ দিবসে তিলতর্পণ করিবে। স্নান না করিলে
মধ্যাহ্নসময়ে অর্থাৎ চতুর্গম্যার্ক্রে তর্পণ করিতে হয়। সন্ধ্যার
কাল উপস্থিত হইলে সামবেদীয়েরা সূর্য্যোপস্থাপনান্তে “ও
নমো ব্রহ্মণে” ইত্যাদি মন্ত্রে জল দিয়া তৎপরে তর্পণ করিবেন।
ষজুর্বেদীয়েরা সূর্য্যার্য্যের পরে তর্পণ করিবেন। শুক্র ও শনি-
বারে, দ্বাদশী, সপ্তমী, সংক্রান্তি, রাত্রি ও সন্ধ্যাকালে, আর অমা-
বস্ত্রানিমিত্তক শ্রাদ্ধ ব্যতীত শ্রাদ্ধাহে ও জন্মতিথ্যাদিতে তিলতর্প-
ণ নিষিদ্ধ। পরন্তু অয়ন ও বিষুবসংক্রান্তিতে, গ্রহণে, যুগাদিতে,
দাহাবসানে, প্রেতপক্ষে ও গঙ্গাদি তীর্থক্ষেত্রে নিষিদ্ধদিবসেও
তিলতর্পণ করিবে। তিলের অভাবে স্বর্ণ, রৌপ্য বা কুশস্পৃষ্ট
জল দ্বারা, তাহার অভাবে অথবা নিষিদ্ধ দিবসে কেবল মাত্র
সলিল দ্বারা তর্পণ কর্তব্য। তাম্রাদি পাত্রে তর্পণই প্রশস্ত। শূদ্র-
গণ ও স্ত্রীভাতিরা ব্রাহ্মণ দ্বারা তর্পণমন্ত্র পাঠ করাইয়া স্বয়ং জল
দিবে। জীবৎপিতৃক ও অহুপনীতের এবং স্ত্রীগণের প্রেততর্পণ

তৃত্যতাং ইতি প্রত্যেকেন দৈবতীর্থেন জলাঞ্জলিমেকং দদ্যাৎ ।
ততো জলাঞ্জলিং গৃহীত্বা । ওঁ দেবা যক্ষাস্থানা নাগা গন্ধৰ্বা-
সরসোহমরাঃ । ক্রূরাঃ সর্পাঃ সুপর্ণাশ্চ তরবো জন্তুগাঃ খগাঃ ।
বিদ্যাধরা জলাধারাস্তথৈবাকাশগামিনঃ । নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ
পাপে ধর্ম্মে রতাশ্চ যে । তেবামাপ্যায়নায়ৈতদ্ধায়তে সলিলং ময়া ।

উপবীতী হইয়া অর্থাৎ স্বতাবতঃ যে ভাবে গলদেশে যজ্ঞসূত্র
থাকে, সেই ভাবে রাখিয়া পূর্ব্বাশ্রে “ওঁ ব্রহ্মা তৃত্যতাং”
প্রভৃতি মূলের লিখিত মন্ত্র দ্বারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ও
প্রজাপতি ইহাদিগের প্রত্যেককে দৈবতীর্থযোগে * এক এক
মঞ্জলি সলিল দিতে হয় । তদনন্তর দৈবতীর্থযোগে একটি

ব্যতীত অগ্নি তর্পণে অধিকার নাই । তর্পণকালে জল আধার
ইতে অর্দ্ধহস্ত উচ্চ করিয়া একরূপভাবে ফেলিবে যেন মৃত্তিকায়
পড়ে । বৃষ্টির সময় আরত স্থলে তর্পণ করা কর্তব্য ।
কহ কেহ মরাচ্যাদি ঋষিতর্পণ বাবৎ অঘারক হইয়া (দক্ষিণহস্ত-
লপৃষ্ঠমূলে বামহস্ততল সংযোগ করতঃ) জল দেন । জলে
মকছুইয়ের নিকটবর্তী অলোমস্থলে তিল স্থাপন করতঃ দক্ষিণ
স্তের মধ্যম অঙ্গুলী দ্বারা গ্রহণ করিতে হয় । যজ্ঞসূত্র যে ভাবে
লদেশে থাকে, তাহার বিপরীতভাবে অর্থাৎ দক্ষিণ স্বন্ধের
পরি হইতে বাম পার্শ্ব দিয়া লম্বিত করিয়া দিলেই তাহার নাম
প্রাচীনাবীত ।

* অঙ্গুষ্ঠাগ্রকে দৈবতীর্থ, অঙ্গুষ্ঠমূলকে ব্রাহ্মতীর্থ, অঙ্গুষ্ঠ ও
জ্ঞানীর মধ্যভাগকে পিতৃতীর্থ এবং কনিষ্ঠা ও অনামিকামূলকে
মিত্রতীর্থ কহে ।

ইত্যনেন দৈবতীর্থেন জলাঞ্জলিমেকং দদ্যাৎ ॥ ২ ॥ ততো
 নিবাতী উত্তরাভিমুখঃ । ওঁ সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ ।
 কপিলশ্চাম্বারিশ্চৈব বোচুঃ পঞ্চশিখস্তথা । সর্বৈ তে তৃপ্তিমায়ান্ত
 মদন্তেনাম্বুনা সদা । ইত্যনেন কায়তার্থেন জলাঞ্জলিঞ্চ দদ্যাৎ ॥ ৩ ॥
 তত উপবীতী পূর্বাভিমুখঃ । ওঁ মরীচিস্তৃপ্যতাং ওঁ অত্রিস্তৃপ্যতাং
 ওঁ অঙ্গিরাস্তৃপ্যতাং ওঁ পুলস্ত্যস্তৃপ্যতাং ওঁ পুলহস্তৃপ্যতাং ওঁ ক্রতু-
 স্তৃপ্যতাং ওঁ প্রচেতাস্তৃপ্যতাং ওঁ বশিষ্ঠস্তৃপ্যতাং ওঁ ভৃগুস্তৃপ্যতাং
 ওঁ নারদস্তৃপ্যতাং ওঁ দেবাস্তৃপ্যন্তাং ওঁ ব্রহ্মর্ষিস্তৃপ্যন্তাং ইত্য-
 নেন প্রত্যেকেন দৈবতীর্থেন জলাঞ্জলিমেকং দদ্যাৎ ॥ ৪ ॥
 ততঃ প্রাচীনাবীতী দক্ষিণাভিমুখঃ । ওঁ অগ্নিষাঘ্নাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তা-
 মেতদ্বদকং তেভ্যঃ স্বধা । এবং ওঁ সোম্যাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামিত্যাদি

সলিলাঞ্জলি দিবে । ইহার মন্ত্র “ওঁ দেবা যক্ষা” ইত্যাদি মূলে
 দ্রষ্টব্য । ২ । তৎপরে নিবাতী হইয়া অর্থাৎ মালার ত্রায়
 যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া উত্তরাংশে “ওঁ সনকশ্চ সনন্দশ্চ”
 প্রভৃতি মূলের লিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া কায়তীর্থযোগে জলাঞ্জলি-
 দ্বয় প্রদান করিতে হয় । ৩ । * অনন্তর উপবীতী হইয়া
 পূর্বাংশে “ওঁ মরীচিস্তৃপ্যতাং” প্রভৃতি মূলের লিখিত মন্ত্র দ্বারা
 মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা, বশিষ্ঠ ভৃগু,
 নারদ, দেবর্ষি ও ব্রহ্মর্ষিবর্গ ইহাদিগের প্রত্যেককে পূর্ববৎ দৈব-
 তীর্থযোগে এক এক অঞ্জলি সলিল প্রদান করিবে । ৪ । তৎপরে
 প্রাচীনাবীতী হইয়া দক্ষিণাংশে “ওঁ অগ্নিষাঘ্নাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তা-
 মেতদ্বদকং তেভ্যঃ স্বধা” প্রভৃতি মূলের লিখিত মন্ত্র পাঠ পূর্বক

* যজুর্ষেদীয়গণ উদম্বুথ হইয়া এই তর্পণ করিবেন ।

ওঁ হবিষন্তঃ পিতরস্থপ্যস্তামিত্যাदि ওঁ উন্নপাঃ পিতরস্থপ্যস্তা-
মিত্যাदि ওঁ শৌকালিনঃ পিতরস্থপ্যস্তামিত্যাदि ওঁ বর্হিষদঃ
পিতরস্থপ্যস্তামিত্যাदि ওঁ আজ্যপাঃ পিতরস্থপ্যস্তামিত্যাदि ।
ইত্যেনেন প্রত্যেকেন জলাঞ্জলিত্রয়ং পিতৃতীর্থেন দদ্যাৎ ॥ ৫ ॥ ততো
যমতর্পণং যথা—ওঁ যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ । বৈবস্ব-
তায় কালায় সর্বভূতক্ষয়ায় চ । ওঁ দুশ্বরায় দম্নায় নীলায় পরমে-
ষ্ঠিনে । বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ । ইত্যেনেন অঞ্জলিত্রয়ং
দদ্যাৎ ॥ ৬ ॥ ততঃ কৃতাজ্জলির্কদেৎ,—ওঁ আগচ্ছন্ত মে পিতরঃ
ইমং গৃহস্থপোহঞ্জলিং ॥ ৭ ॥ ততঃ সতিলজলাঞ্জলিং গৃহীত্বা বিষ্ণু-
রোম্ অমুকগোত্রঃ পিতা অমুকদেবশর্ম্মা তৃপ্যন্তামেতং সতিলো-
দকং তস্মৈ স্বধা । ইত্যেনেন জলাঞ্জলিত্রয়ং দদ্যাৎ ॥ ৮ ॥ ততঃ এবং-

পিতৃগণের প্রত্যেককে পিতৃতীর্থযোগে তিন অঞ্জলি করিয়া জল
দিবে । ৫ । * তদনন্তর ‘ওঁ যমায় ধর্ম্মরাজায়’ প্রভৃতি মন্ত্রোচ্চারণ
পূর্ব্বক জলাঞ্জলিত্রয় প্রদান করিয়া করষোড়ে ‘ওঁ আগচ্ছন্ত মে
পিতরঃ’ ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে । ৬—৭ । পরে তিলমিশ্রিত
উদকাজ্জলি নাইয়া “বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্রঃ পিতা” প্রভৃতি মন্ত্রপাঠ

* অগ্নিষাঋাদি পিতৃগণের উদ্দেশে তর্পণ করিতে হইলে
পিতৃতীর্থ দিয়া জলাঞ্জলি পরিত্যাগ করিবে । যেখানে
সাধারণ সলিল দ্বারা তর্পণ করিবে, সে স্থানে “তৃপ্যন্তামেতং হৃদকং
স্বধা” এই প্রকার বাক্য উচ্চারণ করিতে হয়, কিন্তু তিলতর্পণ-
স্থলে “তৃপ্যন্তামেতং সতিলোদকং” এই প্রকার বাক্য উচ্চারণ
করিবে আর গঙ্গাজল দ্বারা তর্পণ করিতে হইলে, “তৃপ্যন্তামেতং
সতিলগঙ্গোদকং” ইত্যাদিরূপ বাক্য প্রয়োগ করাই বিধেয় ।

ক্রমেণ পিতামহ-প্রপিতামহ-মাতামহ-প্রমাতামহ-বৃদ্ধপ্রমাতামহেভ্য
মাতৃপিতামহী-প্রপিতামহীভ্যঃ প্রত্যেকং অঞ্জলিভয়ং দত্ত্বা মাতা-
মহী প্রভৃतीনাং প্রত্যেকমেকৈকাঞ্জলিনা তর্পণং কার্য্যং । এবং-
ক্রমেণ পিতৃব্য-মাতুল-পিতৃষস্ব-মাতৃষস্ব-ভ্রাতৃ-ভগিনীসপিণ্ডান্
একৈকাঞ্জলিনা তর্পয়েৎ । ৯ । ততঃ ওঁ নরকেষু সমস্তেষু যাতনাস্থ
চ যে স্থিতাঃ । তেষামাপ্যায়নায়ৈতদীয়তে সলিলং ময়া । ইত্যনেন
জলাঞ্জলিভয়ং নিৰ্ব্বপেৎ । ১০ । ততঃ ওঁ যে বান্ধবাবান্ধবা বা
যেহত্ৰজন্মনি বান্ধবাঃ । তে তৃপ্তিমথিলাং যাস্তু যে চান্মতোন্ন-
কাজ্জিণঃ । ইত্যঞ্জলিভয়ং দদ্যাৎ । ১১ । ওঁ আব্রহ্মভুবনা লোকা
দেবর্ষিপিতৃমানবাঃ । তৃপ্যন্তু পিতরঃ সূর্কে মাতৃমাতামহাদয়ঃ ।
অতীতকুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাং । ময়া দত্তেন তোয়েন
তৃপ্যন্তু ভুবনভয়ং । ইতি অঞ্জলিভয়ং দত্ত্বা । ওঁ আব্রহ্মস্তুষ্পর্য্যন্তঃ

পূর্ব্বক জলাঞ্জলিভয় প্রদান করিবে । ৮ । তৎপরে উল্লিখিত নিয়মে
পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধ প্রমাতামহ, মাতা,
পিতামহী, ইহাদিগের প্রত্যেকের উদ্দেশে তিন তিন সলিলাঞ্জলি
দিয়া মাতামহী প্রভৃতি প্রত্যেকের উদ্দেশে এক একটী উদকাঞ্জলি
অর্পণ করিবে । এইরূপ নিয়মানুসারেই পিতৃব্য, মাতুল, পিতৃষসা,
মাতৃষসা, ভ্রাতা, ভগিনী ও সপিণ্ড ইত্যাদির প্রত্যেকের উদ্দেশে
এক এক জলাঞ্জলি দিবে । ৯ । অনন্তর “ওঁ নরকেষু সমস্তেষু”
প্রভৃতি মন্ত্রোচ্চারণ করত তিনটী উদকাঞ্জলি অর্পণ করিবে । ১০ ।
তৎপরে “ওঁ যে বান্ধবাবান্ধবা” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া জলাঞ্জলি-
ভয় প্রদান করিতে হয় । ১১ । তদনন্তর “ওঁ আব্রহ্মভুবনা লোকা”
ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক তিনটী জলাঞ্জলি এবং “ওঁ আব্রহ্মস্তুষ্প-

জগত্পাতৃ ইতি ত্র্যজলিনা তর্পয়েৎ । ১২। ওঁ যে চান্মাকং
কুলে জাতা অপুত্রাগোত্রিণো মৃত্যুতঃ । তে তৃপ্যন্ত দয়া দত্তং বস্ত্রনি-
স্পীড়নোদকং । ইত্যনেন বস্ত্রং নিস্পীড়্য তজ্জলেন তর্পয়েৎ । ১৩।
ততঃ কৃতাজলিঃ । ওঁ পিতাঃ স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্যঃ পিতা হি পরমং
তপঃ । পিতরি প্রীতিমাপন্যে প্রীয়ন্তে সর্বদেবতাঃ ॥ ইতি নমস্কৃত্য
ওমদ্য কৃতৈতৎতর্পণকর্ম্মাচ্ছিত্রমস্ত । ওমদ্যোত্যাদি কৃতৈহস্মিন্ তর্পণ-
কর্ম্মণি যথেষ্টগুণ্যং জাতং তদোষপ্রশমনায় ওঁ শ্রীবিষ্ণুস্মরণমহং
করিস্যে । ততঃ ওঁ বিষ্ণুরিতি দশধা জপ্ত । ওঁ অজ্ঞানাদৃষ দি
বা মোহাৎ প্রচ্যবেতাক্ষরেষু যৎ । স্মরণাদেব তর্ষিষোঃ সম্পূর্ণঃ
ন্যাদিতি শ্রুতিঃ । ওঁ প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ সর্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ ।
তস্মিন্শব্দে জগত্পাতৃং প্রীগিতে প্রীগিতং জগৎ । ময়া যদিদং কর্ম্ম
কৃতং তৎ সর্বং ভগবতি বিষ্ণৌ স্মর্পিতমিতি ॥ ১৪ ॥

পর্যন্তং” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত জলাঞ্জলিত্রয় প্রদান করিয়া
“ওঁ যে চান্মাকং কুলে জাতা” প্রভৃতি মন্ত্রে বস্ত্রনিস্পীড়নোদক
দ্বারা তর্পণ করিবে । ১২—১৩। পরে কৃতাজলি হইয়া “ওঁ
পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্যঃ” ইত্যাদি পাঠ করিবে । অবশেষে
করযোড়ে “ওমদ্য কৃতৈতৎ” ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক বিষ্ণু
স্মরণ করিয়া দশবার বিষ্ণু নাম জপ করত “ওঁ অজ্ঞানাদৃষ দি
বা মোহাৎ” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিতে হয় । ১৪ । *

ইতি সামবেদীয় তর্পণ সমাপ্ত ।

*নিত্য তর্পণ করিতে অক্ষম হইলে “ওঁ আত্রক্ষন্ত-
পর্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু” বলিয়া যথাকালে অঞ্জলিত্রয় জল দিলেই
কার্য্য সম্পন্ন হয় । কেহ কেহ সমতর্পণ দৈবরীতিক্রমে করেন

যজুর্বেদীয়গণের ও শূদ্রের তর্পণ ।

যজুর্বেদীয়গণের তর্পণ প্রায়ই সামবেদীয়ের স্থায় ; কেবল “ওঁ উশন্তুত্বা নিধীমহ্যশস্তঃ সমিধীমহি উশনুশত আবহ পিতৃন্ হবিষে অত্তবে । ওঁ আগ্নাস্ত নঃ পিতরঃ সোম্যাসোহগ্নিস্থাশ্বাঃ পথিভির্দেবযানৈঃ । অশ্বান্ যজ্ঞে স্বধয়া মদন্তোহধিক্রবন্ত তেহ- ব্যস্তশ্বান্ ॥” এই মন্ত্রে পিতৃগণের আবাহন পূর্বক “বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশস্যংস্তুপ্যশ্বৈষতন্তে সতিলোদকং স্বধা” বালয়া জলাঞ্জলিত্রয় প্রদান করিবে । * আর “অমুকগোত্রে

এবং ভূতচতুর্দশী প্রভৃতিতে যমের প্রতি নামে তিন অঞ্জলি জল দিয়া থাকেন । ভীষ্মাষ্টমীতে ভীষ্মতর্পণ করিতে হয় । পিতৃ- ব্যাদির তর্পণের পর “ওঁ বৈয়াত্রপদ্যগোত্রায় সাংকৃতিপ্রবরায় চ । অপুত্রায় দদাম্যেতং সলিলং ভাঙ্গবশ্মণে ॥” এই মন্ত্রে ভীষ্মতর্পণ করত পিতৃরীতিক্রমে একাঞ্জলি জল দিবে । পরে “ওঁ ভাঙ্গ্যঃ শান্তনবো বীরঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ । আভিরাষ্ট্রবাপ্নোতু পুত্রপৌত্রোচিতাং ক্রিয়াং ॥” এই মন্ত্রে ভীষ্মদেবকে প্রণাম করিতে হয় । শূদ্রেরা পিতৃতর্পণের পূর্বে ভীষ্মতর্পণ করিবে । অনেকে ভীষ্মাষ্টমী কেন, প্রত্যহই ভীষ্মতর্পণের ব্যবস্থা দেন ও তদনুষ্ঠান করিয়া থাকেন ।

তর্পণের মধ্যে যে বস্ত্রনিপ্পীড়নোদক দ্বারা তর্পণ করার উল্লেখ- হইল, উহা সংক্রান্তি পক্ষান্ত দ্বাদশী ও শ্রাদ্ধাহে (যষ্ঠী ও শনিকুঞ্জ- বারে) নিবিদ্ধ ।

* গঙ্গাজলে “সতিলগঙ্গোদকং” উচ্চারণ পূর্বক তর্পণ করিতে হয় ।

মাতরমুকীদেবি তৃপ্যস্বৈতন্তে সতিলোদকং স্বধা” ইত্যাদি নিয়মে দিবে । শূদ্রগণের পক্ষেও তর্পণবিধি এইরূপ ।

ঋগ্বেদীয় তর্পণ ।

ঋগ্বেদীয়দিগের তর্পণও ঠিক সামবেদীয়বৎ, কেবল পিতৃ-গণকে “বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্রঃ পিতরং অমুকদেবশ্র্যাণং সতিলো-দকেন স্বধা নমস্তর্প্যামি” বলিয়া সতিলোদক দিবে, এইমাত্র প্রভেদ ।

সামবেদীয়-সঙ্ক্যাবিধিঃ । *

ওঁ তদ্বিকোঃ পরমং পদং সদা পশুস্তি সুরয়ঃ দিবীব চক্ষুরা-ততম্ । ইতি মন্ত্ৰেণ বিষ্ণুং স্বধা আচমনং কুর্যাৎ ॥ ১ ॥

“ওঁ তদ্বিকোঃ পরমং পদং” প্রভৃতি মন্ত্রপাঠ পূৰ্ব্বক সপ্রণব বিষ্ণু নাম বারত্ৰয় স্মরণ করত আচমন করিবে । ১ । আচমনান্তে

* মহর্ষি কশ্যপের উক্তি যথা,—মন্দেহনামক মহাবলবান্ ত্রিংশৎকোটি রাক্ষসেরা সমবেত হইয়া একদা দিবাকর সূর্যের বিনাশার্থ আগত হইয়াছিল ; পরন্তু দেবগণ ও ঋষিরা মিলিত হইয়া জলাঞ্জলি গ্রহণ পূর্বক সঙ্ক্যার উপাসনা করেন এবং সেই সঙ্ক্যোপাসনাকৃত বজ্রাভূত জল প্রক্ষেপ দ্বারা সমস্ত দৈত্যগণের বিনাশ সাধন করেন । এই জন্তই বিপ্রগণ নিত্য সঙ্ক্যোপাসনা করিয়া থাকেন । যথা—

ত্রিংশৎকোট্যো মহাবীৰ্য্যা মন্দেহা নাম রাক্ষসাঃ ।

কৃষ্ণাতিদারুণা ঘোরাঃ সূর্য্যমিচ্ছন্তি খাদিতুং ॥

ততো দেবগণাঃ সর্বৈ ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ ।

উপাসতেহত্র যে সঙ্ক্যাং প্রক্ষিপন্ত্যদকাঞ্জলিং ॥

আচম্য কালান্তিপাতে গায়ত্রীঃ দশধা জপ্ত্বা আপোমার্জনং
কুৰ্ধ্যাৎ ॥ ২ ॥

আপোমার্জন করিতে হয়। অর্থাৎ “শর আপো” ইত্যাদি মন্ত্র
পড়িয়া মাথার জল দিবে।—সন্ধ্যাকাল অতীত হইলে দশবার
গায়ত্রী জপ করিয়া সন্ধ্যার উপাসনা করিবে। ২।

দহন্তে তেন তে দৈত্যা বজ্রীভূতেন বারিণা ।

এতস্মাৎ কারণাদ্বিপ্রাঃ সন্ধ্যাং নিত্যমুপাসতে ॥

সন্ধ্যা অবশ্য কর্তব্য। সন্ধ্যার উপাসনা করিলে বিষ্ণুর
উপাসনা করা হয়। যিনি গায়ত্রী, তিনিই সন্ধ্যা। একেই
দ্বিধা হইয়া রহিয়াছেন। যিনি যাবজ্জীবন ত্রিসন্ধ্যা করেন,
তিনি তেজে ও তপস্যার সূর্য্যের তুল্য হইয়া থাকেন। তাঁহার
পদধূলি দ্বারা বহুক্ষর সন্ধ্যাপূতা হয়েন। সেই সন্ধ্যাপূত তেজস্বী
বিপ্র জীবন্ত সন্দেহ নাই। যথা—

যা সন্ধ্যা সা তু গায়ত্রী দ্বিধাভূতা প্রতিষ্ঠিতা ।

সন্ধ্যা উপাসিতা যেন বিষ্ণুস্তেন উপাসিতঃ ॥

স চ সূর্য্যাসমো বিপ্রস্তেজসা তপসা সদা ।

তৎপাদপদ্মরজসা সদাঃ পূতা বহুক্ষরা ।

জীবন্তু ক্লঃ স তেজস্বী সন্ধ্যাপূতো হি যো দ্বিজঃ ॥

পূর্বাংশ হইয়া প্রাতঃসন্ধ্যা এবং বায়ুকোণাভিমুখ হইয়া
সায়ংসন্ধ্যা করিতে হয়। জননমরণাশৌচ ভিন্ন সন্ধ্যার নিষেধ
নাই। যথাকাল অতীত হইলে দশধা গায়ত্রী-জপরূপ প্রায়-
শ্চিত্ত করিয়া সন্ধ্যারম্ভ করিবে।

অথাপোমার্জনং ।

ওঁ শন্ন আপো ধবত্বাঃ শমনঃ সন্ত নূপ্যা শন্নঃ সমুদ্রিয়া আপঃ
শমনঃ সন্ত কূপ্যাঃ ॥ ১ ॥ ওঁ দ্রুপদাদিব মুমূচানঃ স্নিন্নঃ স্নাতো
মলাদিব পূতং পবিত্রেণেবাজ্যমাপঃ শুক্লস্ত মৈনসঃ ॥ ২ ॥ ওঁ
আপো হি ঠা ময়োভুবস্তান উর্জে দধাতন মহেরণায় চক্ষসে ।
ওঁ যো বঃ শিবতমো রসস্তস্ত ভাজয়তেহ ন উশতীরিব মাতরঃ ।
ওঁ তস্মা অরজমামবো যুস্ত ক্ষয়ায় জিবথ আপো জনয়থা
চ নঃ ॥ ৩ ॥ ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীক্লান্তপসোহধ্যাজয়ত ততো
রাত্র্যাজয়ত ততঃ সমুদ্রোহর্ষবঃ সমুদ্রাদর্ণবান্ধিসম্বৎসরোহজায়ত ।
অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিস্য মিষতো বশী সূর্য্যাচক্রমসৌ ধাতা
যথাপূর্বমকল্পয়দ্বিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথো স্বঃ ॥ ৪ ॥

আপোমার্জন যথা ।—মরুদেশোৎপন্ন জল আমাদের মঙ্গল
বিধান করুন । অনুপদেশোৎপন্ন জল আমাদের কল্যাণদায়ী
হউন, সমুদ্রজল আমাদের মঙ্গল বিধান করুন এবং কূপজল
আমাদের কল্যাণদায়ী হউন । ১ । পরিশ্রমার্জিত ব্যক্তি বৃক্ষমূলে
অবস্থিতি করিয়া যে প্রকার স্বাস্থ্য লাভ করে, স্নাতব্যক্তি যেমন
দহের মল অপসারণ করে এবং মন্ত্রপাঠ দ্বারা যে প্রকার হবিঃ
পবিত্র হয়, জল আমাকে সেইরূপ পবিত্র করুন । ২ । * মহা-
প্রলয়সময়ে কেবলমাত্র ব্রহ্ম বর্তমান ছিলেন । তৎকালে
তুর্দিক্ তিমিরাবৃত ছিল, তৎপরে সৃষ্টির আরম্ভকালে অদৃষ্টবশে
সৃষ্টির মূলস্বরূপ জলপূর্ণ সমুদ্র সঞ্চারিত হইল । সেই সমুদ্রজল
ইতেঃজগৎসৃষ্টিকারী বিধি সমুৎপন্ন হইলেন । সেই বিধিই

* আপো হি ঠেতি মন্ত্রের অর্থ অঘমর্ষণে ঋষ্টবা ।

(সামগৈরশ্বিন্বেব সময়ে কালাতিপাতদোষনিবারণায় দশধা
গায়ত্রীজপঃ কার্য্যঃ । ইতি বৃদ্ধসম্মতং ।) ॥ ৪ ॥ (ইতি শার্জ্জনং)

(ততঃ প্রাতঃসন্ধ্যায়ামেব পঠেদ্যথা—)

ওঁ নম্রা তু পুণ্ডরীকাক্ষং উপাত্তাঘঃপ্রশান্তয়ে । ব্রহ্মবর্চস
কামার্থং প্রাতঃসন্ধ্যানুপান্মহে ॥

অথ প্রাণায়ামঃ । তত্র বন্ধাঞ্জলিঃ ।

ওঁ কারস্য ব্রহ্মঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোহগ্নিদেবতা সর্বকর্ম্মারম্ভে
বিনিয়োগঃ । ওঁ সপ্তবাহুতীনাং প্রজাপতিঋষির্গায়ত্র্যক্ষি-
গনুষ্ট্রব্-বৃহতী-পংক্তি-ত্রিষ্টুব্-জগতাশ্চন্দাংসি অগ্নি-বায়ু-সূর্য্য-

দাবাপ্রকাশক সূর্য্য ও রজনীপ্রকাশক শশধরের সৃষ্টি করিয়া
বৎসরের কল্পনা করেন অর্থাৎ তৎকাল হইতেই দিবা, রাত্রি, ঋতু,
অয়ন, বৎসর প্রভৃতি যথানিয়মে প্রবর্তিত হইল । তৎপরে ব্রহ্মা
ক্রমে ক্রমে মহাদাদি উর্দ্ধতন লোকচতুষ্টয় এবং ভূঃ প্রভৃতি
লোকত্রয় সমুৎপাদন করিলেন । (পূর্ব্বতন সূর্য্যগণ বলিয়া
থাকেন যে, এই সময়েই অর্থাৎ এইরূপে আপোমার্জ্জন করিয়া
সামবেদীয় দ্বিজগণ কালাতিপাত-দোষ বিদূরণার্থ দশবার
গায়ত্রী জপ করিবেন) । ৪ । তৎপরে “ওঁ নম্রা তু পুণ্ডরীকাক্ষং”
মন্ত্রটি পাঠ করিবে । *

অতঃপর প্রাণায়াম করিতে হয় । (সকল মন্ত্রই কোষ ঋষি
কর্তৃক প্রণীত, তাহাদিগের কি প্রকার ছন্দঃ, সেই সেই মন্ত্রের
অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কে আর কোন্ কর্ম্ম সাধনার্থ সেই সমস্ত
মন্ত্রের প্রয়োজন, এই সমস্ত অবগত থাকা কর্তব্য । এই হেতু মন্ত্র

* এই মন্ত্রটি কেবলমাত্র প্রাতঃকালে পাঠ্য ।

ব্রহ্মণ-বৃহস্পতীন্দ্রবিষ্ণুদেবতাঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ । ওঁ
গায়ত্রী বিশ্বামিত্রঋষির্গায়ত্রীছন্দঃ সবিতা দেবতা প্রাণায়ামে
বিনিয়োগঃ । ওঁ শিরসঃ প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীছন্দো ব্রহ্মবায়ুগ্নি-
হর্যাস্ততশ্চো দেবতাঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ ॥ ৫ ॥

(ইত্যুক্ত্বা জলেন শিরো বেষ্টয়িত্বা, অঙ্গুষ্ঠেন দক্ষিণনাসাপুটং
ধৃত্বা, বামননাসাপুটেন বায়ুং পূরয়ন্, নাভিদেশে ব্রহ্মাণং ধ্যয়েৎ ।)

ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং ওঁ
তৎসবিতুর্বরেন্যং, ভর্গো দেবস্য, ধীমহি, ধियो যো নঃ প্রচো-
দয়াৎ । ওঁ আপোজ্যোতী রসোহয়তং ব্রহ্মভূত্বংস্বরোম্ । ওঁ
রক্তবর্ণং চতুর্শূলং, দ্বিভুজং, অক্ষসূত্রকমণ্ডলুকরং, হংসাসনসমা-
রুঢ়ং ব্রহ্মাণং ধ্যয়েৎ ॥ ৬ ॥

পাঠ করিবার পূর্বে তাহাই কথিত হইতেছে) প্রণব অর্থাৎ
ওঙ্কারের ঋষি ব্রহ্মা, গায়ত্রী উহার ছন্দ, অগ্নি উহার দেবতা
এবং সমস্ত কন্দের প্রারম্ভে উহার প্রয়োগ হয় । সপ্ত ব্যাহতির
ঋষি প্রজাপতিঃ, উহার ছন্দঃ গায়ত্রী, উষিক, অহুষ্ঠুপ, বৃহতী,
পংক্তি, ত্রিষ্টুভ ও জগতী, উহার দেবতা অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য,
বৃহস্পতি, বরুণ, ইন্দ্র, ও বিষ্ণুদেব এবং প্রাণায়ামে উহার প্রয়োগ
হয় । বিশ্বামিত্র গায়ত্রী ঋষি, উহার ছন্দ গায়ত্রী, উহার অধি-
ষ্ঠাত্রী দেবতা সূর্য্য এবং প্রাণায়ামে উহার প্রয়োগ হয় । গায়ত্রী-
শিরের ঋষি প্রজাপতি, উহার ছন্দ গায়ত্রী, উহার অধিষ্ঠাত্রী
দেবতা ব্রহ্মা, বায়ু, অগ্নি ও সূর্য্য এবং প্রাণায়ামে প্রয়োগ হয় । (৫)
(তৎপরে জলধারা মস্তক বেষ্টন করত দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ-যোগে দক্ষিণ
নাসাপুট ধরিত্বা বামনাসা দ্বারা বায়ু পূরণ পূর্ব্বক নাভিদেশে

(ততঃ অনামিকাকনিষ্ঠাভ্যাং বামনাসাপুটং ধৃত্বা, বায়ুং সংস্তু-
ত্বয়ন, হৃদি কেশবং ধ্যায়েৎ । ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ
জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং ওঁ তৎসবিতুর্ভরগোমঃ, ভর্গো দেবস্যা,
ধীমহি, ধियो যো নঃ প্রচোদয়াৎ । ওঁ আপোজ্যোতী রসোহমৃতং
ব্রহ্মভূত্বঃস্বরোম্ ॥ ওঁ নীলোৎপলদলপ্রভং, চতুর্ভূজং, শঙ্খচক্র-
গদাপদ্মহস্তং, গরুড়াসনসমাক্রুতং কেশবং ধ্যায়েৎ ॥ ৭ ॥

(ততোহঙ্গুষ্ঠমুত্তোল্য, দক্ষিণনাসাপুটেন বায়ুং ত্যজন, ললাটে
শক্তুং ধ্যায়েৎ ।)

ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং ওঁ
তৎসবিতুর্ভরগোমঃ, ভর্গো দেবস্যা, ধীমহি, ধियो যো নঃ প্রচো-

ব্রহ্মাকে ধ্যান করিবে ।) ব্রহ্মা রক্তবর্ণ, চতুর্ভূজ, অক্ষসূত্র ও
কমণ্ডলুধারী বিভূজ এবং হংসবাহন । (এইরূপে নাভিদেশে
ব্রহ্মাকে ধ্যান করিয়া) সূর্য্যদেবের ভূঃ প্রভৃতি সপ্তলোকব্যাপী
অত্যন্তম জ্যোতিঃ চিন্তা করি । সেই জ্যোতিঃ আমাদিগের
বুদ্ধিকে সত্যমার্গে প্রবর্তিত করে । আপ, জ্যোতিঃ রস ও
অমৃতরূপ ব্রহ্ম ভূরাদি তিন লোকে বিরাজমান আছেন । ৬ ।
(এই প্রকারে থাকিয়া অনামা ও কনিষ্ঠা দ্বারা বামনাসিকাপুট
চাপিয়া ধরিয়া বায়ুনিরোধরূপ কুস্তক করত মন্ত্র পাঠ করিবে,)
যথা—নীলোৎপলদলবৎ বর্ণবিশিষ্ট, শঙ্খচক্র-গদাপদ্মবান, চতুর্ভূজ,
গরুড়াসন বিষ্ণু আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছেন । (এই প্রকার
ভাবনান্তে) পূর্ব্ববৎ চিন্তা করিতে হয় । ৭ । (তৎপরে বৃদ্ধাঙ্গুলী
উত্তোলন পূর্ব্বক দক্ষিণনাসাপুট দ্বারা বায়ু পরিত্যাগান্তে মন্ত্র পাঠ
করিবে,) যথা—শুভ্রবর্ণ, ত্রিশূলডমরুধারী, অর্দ্ধশশী-বিরাজিত,

দয়াৎ ॥ ওঁ আপোজ্যোতীরসোহমৃতং ব্রহ্মভূত্বং স্বরোম্ । ওঁ ষ্ঠেত-
বর্ণং, দ্বিভুজং, ত্রিশূলডমরুকারমর্দ্ধ্যস্ত্রবিভূষিতং, ত্রিনেত্রং, বৃষভস্থং
শস্ত্রং ধ্যায়েৎ ॥ ৮ ॥

(ইতি প্রাণায়ামঃ ।)

ততঃ আচমনং । তত্র প্রাতর্শুদ্ধিঃ ।

ওঁ সূর্য্যশ্চমেতি মন্ত্রস্ত ব্রহ্মঋষিঃ প্রকৃতিচ্ছন্দঃ আপো দেবতা
আচমনে বিনিয়োগঃ । ওঁ সূর্য্যশ্চ মা মনুশ্চ মনুষ্যপত্যশ্চ মনুষ্য-
কৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো ব্রহ্মভূতাং, বদ্রাভ্যাং পাপমকার্ষং, মনসা বাচা
হস্তাভ্যাং পদ্ম্যামুদরেণ শিশ্না, অহস্তদবলুপ্ততু বৎ কিঞ্চিদ্রূরিতং
ময়ি, ইদমহমাপোহমৃতযোনৌ সূর্য্যজ্যোতিষি পরমায়ুনি জুহোমি
স্বাহা ॥ ৯ ॥

ত্রিলোচন, বৃষাকৃৎ মহেশ্বর মদীয় ললাটদেশে অধিষ্ঠিত আছেন ।
(এই প্রকার ভাবনাতে) পূর্ব্ববৎ চিন্তা করিবে । ৮ । তৎপরে
হস্ততলে জল লইয়া আচমনমন্ত্র পড়িবে, যথা—প্রাতঃকালীন
আচমনমন্ত্রের ঋষি ব্রহ্মা, ছন্দঃ প্রকৃতি, দেবতা অপ্, আচমনে
ইহার বিনিয়োগ । ভাস্কর, বজ্র ও ইন্দ্রাদি দেবগণ আম্মকে
অসম্পূর্ণ বজ্রনিবন্ধন পাতক হইতে পরিত্রাণ করুন, আমি
রাত্রিবুদ্ধ হইয়া মন, বচন, চরণ, উদর ও শিশ্ন দ্বারা যে পাপানু-
ষ্ঠান করিয়াছি, দিবস তাহা ধ্বংস করুন । আমাতে অত্র যে
কোন পাতক বিদ্যমান আছে, এই বারিরূপ সেই পাপ
ধ্বংসকর স্বপ্রকাশরূপ সূর্য্যজ্যোতিতে আমি আছতি দিই,
ইহা স্তম্পন্ন হউক । ৯ । (ঐ জল দ্বারা আচমন করিবে, তদ-
নন্তর গায়ত্রীপাঠান্তে মন্তকে জল দিতে হয় ।)

মধ্যাহ্নাচমনমন্ত্রঃ ।

ওঁ আপঃ পুনস্ত্বিতিমন্তস্য বিষ্ণুঋষিরনুষ্ঠুপূছন্দঃ আপো দেবতা
আচমনে বিনিয়োগঃ । ওঁ আপঃ পুনস্ত্ব পৃথিবীং, পৃথ্বী পৃতা পুনাতু
মাং পুনস্ত্ব ব্রহ্মণঃ পতিং, ব্রহ্ম পৃতা পুনাতু মাং, যচ্ছিষ্টমভোজ্যঞ্চ
যদ্বা দৃশ্চরিতং মন, সর্বং পুনাতু মামাপোহসতাঞ্চ প্রতিগ্রহং
স্বাহা ॥ ১০ ॥

(সায়াহ্নে আচমনমন্ত্রঃ ।)

ওঁ অগ্নিশ্চমেতি মন্ত্রস্ত্র রুদ্রঋষিঃ প্রকৃতিচ্ছন্দ আপো দেবতা
আচমনে বিনিয়োগঃ । ওঁ অগ্নিশ্চ মা মন্যশ্চ মন্যুপতয়শ্চ মন্যু-
কৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষস্তাং, যদহা পাপমকার্ষং, মনসা বাচা
হস্তাভ্যাং পদ্ম্যামুদরেণ শিশ্না, রাত্রিস্তদবলুপ্ততু, যৎ কিকিদ্দুরতিং

মধ্যাহ্নাচমনমন্ত্রের ঋষি বিষ্ণু, অনুষ্ঠুপু ইহার ছন্দঃ, জল
ইহার দেবতা এবং আচমনে বিনিয়োগ । জল আমার পার্থিব
শরীর ও জ্ঞানাশ্রয় পরমাত্মাকে পূত করুন ; শরীর পূত হইয়া
আত্মাকে পবিত্র করুন ; ব্রহ্ম পূত হইয়া এই প্রকার শরীরপাবন
দ্বারা উচ্ছিষ্ট, অভোজ্য, অসং আচরণ ও অগ্রহণীয়-গ্রহণ জন্য
মদীয় যাবতীয় পাতক দূর করুন, এই আচমনরূপ হোম সুসিদ্ধ
হউক । ১০ । (ঐ জলে আচমনান্তে গায়ত্রী পাঠ করিয়া মন্তকে
জল দিবে ।)

সায়াহ্নাচমনমন্ত্রের ঋষি রুদ্র, প্রকৃতি ইহার ছন্দঃ, জল ইহার
দেবতা এবং আচমনে বিনিয়োগ । অগ্নি, যজ্ঞ ও ইন্দ্র প্রমুখ দেব-
গণ আমাকে অসম্পূর্ণ যজ্ঞনিবন্ধন পাতক হইতে পরিত্রাণ করুন ।
আমি দিবাযুক্ত হইয়া মন, বচন, কর, চরণ, উদর ও শিশ্ন দ্বারা
যে পাতক আচরণ করিয়াছি, নিশা তাহা ধ্বংস করুন । আমাতে

ময়ি, ইদমহমাপোহমৃতযোনৌ সত্যে জ্যোতিষি পরমাত্মনি
জুহোমি স্বাহা ॥ ১১ ॥

(ইতি মন্ত্রেণ জলগণ্ডুষত্রয়ং পীত্বা, বাথবিধি আচম্য, পুন-
শ্চার্জ্যনং কুর্য্যাৎ ।)

পুনশ্চার্জ্যনং ।

ওঁ আপো হি তেতি ঋক্‌ত্রয়স্য সিদ্ধদীপঞ্চবিগায়ত্রীছন্দঃ
আপো দেবতা আপোমার্জ্জনে বিনিয়োগঃ । ওঁ আপো হি ঠা ময়ো-
ভুবন্তা ন উর্জে দধাতন মহে রণার চক্ষসে । ওঁ যো বঃ শিবতমো
রসস্তন্য ভাজয়তেহ ন উশতীরিব মাতরঃ । ওঁ তস্মা অরঙ্গমাম বো
ষস্য ক্ষরায় জিবথ আপো জনয়থা চ নঃ । ১২ ॥

(ততো জলগণ্ডুষং নাসিকায়ামারোপ্য, অধর্মর্ষণং কুর্য্যাৎ ।)

অত্ৰ যে কোন পাতক বিদ্যমান আছে, এই বারিরূপ সেই
পাতক, সত্য ও জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মাতে আছতি দিই, উহা
সুসিদ্ধ হউক । ১১ । (ঐ জলে পূর্ববৎ আচমনান্তে গায়ত্রী পড়িয়া
মস্তকে জল দিবে ।)

অনন্তর পুনশ্চার্জ্জন ।—পুনশ্চার্জ্জন মন্ত্রতিনটির ঋষি সিদ্ধ-
দীপ, গায়ত্রী ছন্দঃ, জল দেবতা, মার্জ্জনে বিনিয়োগ । হে বারি !
তোমরা অতি সুখপ্রদ, সুতরাং ইহলোকে আমাদিগের অন্তবিধান
করিয়া দিও, আর পরলোকে পরমমনোহর পরব্রহ্ম সহ আমা-
দিগের সংযোজনা করিও । হে আপ ! তোমরা হিতৈষিণী
জননীর তুল্য ইহলোকে আমাদিগকে অতিমঙ্গলপ্রদ স্বীয় রসের
অংশী করিও । হে জল ! যে রস দ্বারা তোমরা জগতের তৃপ্তি
বিধান করিতেছ, আমরা যেন সেই রস দ্বারা তৃপ্ত হই । ১২ ।

ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চৈতি মন্ত্রস্যামঘমর্ষণঋষিরনুষ্ঠুপ্ছন্দো ভাববৃত্তো
দেবতা অশ্বমেধাবৃত্তে বিনিয়োগঃ । ১৩ ॥ ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীক্লান্ত-
পসোহধ্যাজায়ত, ততো রাত্র্যাজায়ত, ততঃ সমুদ্রোর্ণবঃ, সমুদ্রাদর্ণবা
দধিসম্বৎসরোহ্রজায়ত, অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশস্য মিবতো বশী
স্বর্য্যচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়াদিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথো
স্বঃ ॥ ১৪ ॥

(ইতি পঠিহ্মা, বামনাসয়া বায়ুমানুক্য, দক্ষিণনাসয়া কৃষ্ণবর্ণ-
পাপপুরুষেণ সহ তদ্বায়ুং নিঃসার্য্য, কল্পিতশিলারূপে বামহস্ততলে
নিক্ষিপেৎ । ইথমেব বারত্রয়ং কুর্য্যৎ । ততো গায়ত্র্যা জলাঞ্জলি-
ত্রয়ং স্বর্য্যায় দদ্যৎ । ততঃ স্বর্য্যোপস্থানং কুর্য্যৎ ।)

অথ স্বর্য্যোপস্থানং ।

ওঁ উহৃত্যমিত্যস্ত প্রহরঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ স্বর্য্যো দেবতা স্বর্য্যো-
পস্থানে বিনিয়োগঃ । ওঁ উহৃত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ

পরে জলগণ্ডুষ ভ্রাণ করত শ্বাসরোধ করিয়া পাঠ করিবে ।—
ঋতঞ্চ ইত্যাদি মন্ত্রের ঋষি অশ্বমর্ষণ, অনুষ্ঠুপ্ ইহার ছন্দঃ, ভাববৃত্ত
অর্থাৎ ব্রহ্মা ইহার দেবতা, অশ্বমেধমানে ইহার বিনিয়োগ । ১৩ । *
(একবার বা তিন বার এই মন্ত্র দ্বারা জল আভ্রাণ করিয়া
ভূতলে ফেলিবে । অনন্তর গায়ত্রী পাঠ পূর্ব্বক, মধ্যাহ্নে একবার,
সায়ং ও প্রাতে তিনবার স্বর্য্যদেবকে জল দিতে হয় । পরে
স্বর্য্যোপস্থান করিবে ।)

স্বর্য্যোপস্থান ।—সায়ং ও প্রভাতে সযজ্ঞোপবীত ও অধো-
মুখাঞ্জলি হইয়া এবং মধ্যাহ্নে আত্মাভিমুখে উদ্ধাকরাঞ্জলি হইয়া
মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—স্বর্য্যোপস্থানের প্রথম মন্ত্রের ঋষি

* ১৪নং মন্ত্রের অর্থ পূর্ব্ব লিখিত হইয়াছে ।

দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যং । ১৫ । ওঁ চিত্রমিত্যস্য কোৎসঋষিষ্টিপুচ্ছন্দঃ
সূর্য্যো দেবতা সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ । ওঁ চিত্রং দেবানামুদ-
গাদনৌকং চক্ষুর্শিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেরাপ্রাদ্যাবা পৃথিবীকাস্তরীক্ষং
সূর্য্য আত্মা জগতন্তুহুশ্চ ॥ ১৬ ॥ (ইতি সূর্য্যোপস্থানং ।)

ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ, ওঁ ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ, ওঁ আচার্য্যেভ্যো নমঃ,
ওঁ ঋষিভ্যো নমঃ, ওঁ দেবেভ্যো নমঃ, ওঁ মৃত্যবে নমঃ, ওঁ বায়বে
নমঃ, ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, ওঁ বৈশ্রবণায় নমঃ, ওঁ উপজায় নমঃ ।

(ইতি প্রত্যেকং জলাঞ্জলিনা প্রত্যাপস্থানং কুর্য্যাত্ । এতদন-
ন্তরং নিষ্পিতৃকস্ত পিত্রাদিতর্পণং ॥)

অথ গায়ত্র্যা আবাহনং । তত্র কৃতাজ্জলিঃ ।

আয়াহীত্যস্ত বিশ্বামিত্রঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সবিতা দেবতা জপো-
পনয়নে বিনিয়োগঃ ॥

প্রসন্ন, গায়ত্রী ইহার ছন্দঃ, সূর্য্য ইহার দেবতা এবং সূর্য্যোপস্থা-
পনে বিনিয়োগ । ঋষিসমূহ বিশ্বপ্রকাশনার্থ তেজস্বী সূর্য্য-
দেবকে বহন করিতেছে । ১৫ । কোৎস দ্বিতীয় মন্ত্রের ঋষি,
ষ্টিপু ইহার ছন্দঃ, সূর্য্য ইহার দেবতা এবং সূর্য্যোপস্থানে ইহার
বিনিয়োগ । মিত্র, বরুণ ও অগ্নি এই দেবত্রয়ের নেত্রস্বরূপ
এবং স্থাবর-জঙ্গম-সমূহের আত্মাস্বরূপ সর্বদেবাত্মক ভাস্কর
অত্যদ্ভুতরূপে সমুদিত হইয়া স্বীয় ঋষিসমূহ দ্বারা স্বর্গ, মর্ত্য ও
গগন পূর্ণ করিয়াছেন । ১৬ । তৎপরে “ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ”
ইত্যাদি প্রতি মন্ত্র দ্বারা এক একবার জল দিবে । এই সময়েই
নিষ্পিতৃক ব্যক্তি যথানিয়মে পিত্রাদি-তর্পণ করিবে । অনন্তর
করপুটে গায়ত্রীর আবাহন করিতে হয় । আয়াহি, মন্ত্রের ঋষি

ওঁ অগ্নাহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি। গায়ত্রি ছন্দসাং
মাতব্রহ্মণোনি নমোহস্তু তে ॥ ১৭ ॥ (ইত্যাবাহয়েৎ ।)

ততো ঋষ্যাদিভ্যাসং কুর্যাৎ । শিরসি বিশ্বামিত্রঋষয়ে নমঃ,
মুখে গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি সবিত্রে দেবতায়ৈ নমঃ ।

(ততঃ ষড়ঙ্গভ্যাসং কুর্যাৎ ।)

ওঁ হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ ভূঃ শিরসে স্বাহা, ওঁ ভুবঃ শিখায়ৈ বষট্,
ওঁ স্বঃ কবচায় হ্রীঃ ; ওঁ ভূভুবঃস্বঃ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ওঁ ভূভুবঃস্বঃ
বিশ্বামিত্র, গায়ত্রী ইহার ছন্দঃ, দেবতা সূর্য্য এবং জপে ও উপ-
নয়নে ইহার বিনিয়োগ। হে পরমার্থদায়িনি বরপ্রদে বেদ-
প্রকাশিনি ছন্দোমাতঃ ত্র্যক্ষরস্বরূপিণি গায়ত্রি দেবি ! সমাগত
হউন, আমি আপনাকে প্রণাম করি। ১৭। তৎপরে ঋষ্যাদিভ্যাস
এবং “ওঁ হৃদয়ায় নমঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে ষড়ঙ্গভ্যাস করিতে হয়। ঐ
সকল মন্ত্র পাঠও ব্যবহৃত আছে। শেষোক্ত মন্ত্র দ্বারা বামহস্ত-
তলে দক্ষিণ হস্তাঘাত করিবে। এই প্রকার আর বারবর করিতে
হয়। (এই প্রকারে গায়ত্রীকে আবাহন করত ঋষ্যাদিভ্যাস,
ষড়ঙ্গভ্যাস, দিগ্ধনন প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক কুর্শ্মমুদ্রা-
যোগে * ধ্যান করিতে হয়। উক্ত ভ্যাসাদির মন্ত্র মূলে স্পষ্টই
লিখিত আছে।

* সপুষ্প চিত্তভাবে অবস্থিত বামহস্ততলের অঙ্গুষ্ঠ তর্জ্জনী
মধ্যস্থলে, অধোমুখ দক্ষিণহাতের মধ্যমা ও অনামা যোগ করিবে;
দক্ষিণ তর্জ্জ্জগ্রা দ্বারা বামঙ্গুষ্ঠাগ্রযোগ আর দক্ষিণকনিষ্ঠাগ্রে
বামতর্জ্জ্জগ্রাযোগ করিবে। পরে বামমধ্যমা ও অনামা দক্ষিণ
হাতের কনিষ্ঠামূলে যোগ করিয়া কুর্শ্মকার করিবে। ইহারই নাম
কুর্শ্মমুদ্রা।

করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্মায় ফট, ইত্যঙ্গতাসং কৃতা, তালত্রয়ং দিগন্ধনঞ্চ
কুর্গ্যাং । ততঃ কুর্নমুদ্রাং বন্ধা ধ্যয়েৎ । প্রাতর্ধ্যানং যথা ।—ওঁ
প্রাতর্গায়ত্রী রবিমণ্ডলমধ্যস্থা, রক্তবর্ণা, দ্বিভূজা, অক্ষসূত্রকমণ্ডলু-
ধরা, হংসাসনমারুঢ়া, ব্রহ্মাণী, ব্রহ্মদৈবত্যা, কুমারী ঋগ্বেদোদাহত্যা
ধ্যোয়া ॥ ১৮ ॥ মধ্যাহ্নধ্যানং যথা ।—ওঁ মধ্যাহ্নে সাবিত্রী রবি-
মণ্ডলমধ্যস্থা, রক্তবর্ণা, চতুর্ভূজা, ত্রিনেত্রা, শঙ্খচক্রগদাপদ্মহস্তা,
যুবতী, গরুড়ারুঢ়া, বৈষ্ণবী, বিষ্ণুদৈবত্যা, যজুর্বেদোদাহত্যা
ধ্যোয়া ॥ ১৯ ॥ সায়াক্ষধ্যানং যথা ।—ওঁ সায়াক্ষে সরস্বতী রবিমণ্ডল-
মধ্যস্থা, গুরুবর্ণা, দ্বিভূজা, ত্রিশূলডমরুকরা, বৃষভাসনমারুঢ়া, ব্রহ্মা,
রুদ্রাণী, রুদ্রদৈবত্যা সামবেদোদাহত্যা ধ্যোয়া ॥ ২০ ।

(এবং প্রাতরাদিকালভেদেন যথাক্রমং গায়ত্রীং সাবিত্রীং
সরস্বতীং ধ্যানন, উর্দ্ধস্তিষ্ঠন, প্রাতরুর্দ্ধোত্তানকরো, মধ্যাহ্নে তথা

গায়ত্রীধ্যান ।—প্রভাতে গায়ত্রীকে কুমারী, ঋগ্বেদস্বরূপিণী,
ব্রহ্মরূপা, হংসবাহনা, কুশহস্তা ও সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থা চিন্তা করত
হৃদয়-সন্নিধানে চিত্তহস্ত হইয়া অষ্টাদশবার, সক্ষম হইলে একশত
আটবার বা সহস্রবার পুংদেবতা নাম-জপবৎ গায়ত্রী জপ
করিবে । মধ্যাহ্নকালে গায়ত্রীকে যুবতী, যজুর্বেদস্বরূপিণী,
বিষ্ণুরূপা, গরুড়াসনা, পীতবসনা ও সূর্য্যমণ্ডলমধ্যগতা চিন্তা
করত হৃদয়াভিমুখে বক্রহস্ত হইয়া পূর্ব্ববৎ জপ করিবে । ১৯ ।
সায়াক্ষকালে গায়ত্রীকে রুদ্ররূপা, রুদ্রদৈবত্যা, সামবেদরূপিণী,
গুরুবর্ণা, দ্বিভূজা ত্রিশূলডমরুকরা ব্রহ্মা, বৃষাকৃঢ়া, ও সূর্য্য-
মণ্ডলমধ্যগতা চিন্তা করত অধোহস্ত হইয়া পূর্ব্ববৎ জপ
করিবে । ২০ । (এই প্রকারে প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়াক্ষে

তিষ্ঠন্ তির্থাঙ্করৌ, সায়মুপবিষ্টোহধোমুখৌ করৌ কৃত্বা, অনা-
মিকামধ্য-মূল-পর্বদ্বয়-কনিষ্ঠামূলাদিপর্বত্রয়ানামিগ্ৰাপর্ব-মধ্য-
মাগ্ৰপর্বতর্জ্জ্বগ্ৰাদিপর্বত্রয়রূপদশপর্বস্থ অঙ্গুষ্ঠাগ্ৰপর্বযোগেন ।)

ওঁ ভূভূবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্ভরগ্যাং, ভর্গো দেবশ্চ, ধীমহি, ধियो
য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওম্ ।

(ইতি দশধা জপ্ত্বা, সমর্পশ্চেৎ শতধা সহস্রধা বাপি ।)

ওঁ মহেশবদনোংপন্ন। বিকোজ্জদয়সন্তন।। ব্রহ্মণা সমংজ্জাতা
গচ্ছ দেবি যথেক্ষয়া ॥ ২১ ॥ (ইতি বিসৃজেৎ) অনেন জপেন
ভগবন্তাবাদিত্যশুক্ৰৌ প্রীয়েতাং । ওঁ আদিত্যশুক্ৰাভ্যাং নমঃ
(ইতি জলাঞ্জলিং দদ্যাৎ) । ২২ ।

যথাক্রমে গায়ত্রী, সাবিত্রী ও সরস্বতীকে চিন্তা করিবে। প্রভাতে
উদ্বীকৃতভাবে থাকিয়া হস্তদ্বয় উদ্ধোত্তান, মধ্যাহ্নে তদনুরূপ অব-
স্থান করত হস্তদ্বয় তির্থাঙ্কগত এবং সায়াহ্নে উপবিষ্ট হইয়া হস্ত-
দ্বয়কে অধোমুখ করত অনামা অঙ্গুলীর মধ্যপর্ব, মূলপর্ব,
কনিষ্ঠাঙ্গুলীর মূলাদি তিনপর্ব, অনামার অগ্রপর্ব, মধ্যমার অগ্র-
পর্ব, আর তর্জ্জনীর তিনপর্ব এই দশপর্বের অঙ্গুষ্ঠাগ্ৰপর্বদ্বারা
গায়ত্রী জপ করিতে হয় ।) পরে বিসর্জ্জন করিবে, যথা—
হে গায়ত্রিদেবি ! আপনি মহেশ্বরের বদনকমল হইতে নিষ্ক্রান্ত
হইয়া ব্রহ্মার আদেশে বিষ্ণুর হৃদয়ে অবস্থিতি করিতেছেন ।
অধুনা স্বেচ্ছানুসারে প্রস্থান করুন । ২১ । (এই মন্ত্র দ্বারা কিঞ্চিৎ
জল দিয়া) “আমার এই জপ দ্বারা ভগবান্ আদিত্য ও শুক্র-
দেব প্রীতলাভ করুন” বলিয়া পুনরায় জল দিবে ।) ২২ ।

অথ আত্মরক্ষাং কুর্য্যাৎ ।

জাতবেদস ইত্যস্ত কাশ্যপঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্ছন্দোহগ্নিদেৱতা আত্মরক্ষায়াং জপে বিনিয়োগঃ । ওঁ জাতবেদসে স্তনবাম সোম-মরাতীয়তো নিদহাতি বেদঃ স নঃ পরিষদতি হুর্গাণি বিশ্বা নাবেব সিন্ধুং ছুরিতাত্যগ্নিঃ ॥ ২৩ ॥ (ইতি শিরসি রক্ষাং কুর্য্যাৎ ।) ঋতমিত্যস্ত কালাগ্নিরুদ্রঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দো রুদ্রো দেবতা রুদ্রো-পস্থানে বিনিয়োগঃ । ওঁ ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলং উর্দ্ধলিঙ্গং বিরূপাক্ষং বিশ্বরূপং নমো নমঃ ॥ (কুতাজ্জলির্জপেৎ) ॥ ২৪

ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ, ওঁ অদ্যো নমঃ, ওঁ বরুণায় নমঃ, ওঁ শিবায় নমঃ, ওঁ ঋষিভ্যো নমঃ, ওঁ দেবেভ্যো নমঃ, ওঁ বায়বে নমঃ, ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, ওঁ প্রজাপতয়ে নমঃ, ওঁ রুদ্রায় নমঃ, ওঁ সর্বেভ্যো নমঃ, ওঁ দেবেভ্যো নমঃ ॥ ২৫ ॥ (ইতি প্রত্যেকং জলাঞ্জলিং দত্ত্বা, সূর্য্যায় অর্ঘ্যং দদ্যাৎ ।)

তৎপরে আত্মরক্ষার্থ মন্ত্র পাঠ করিবে । সযজ্ঞসূত্র বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দক্ষিণকর্ণপৃষ্ঠে সংযোজিত করত পড়িবে।—আত্মরক্ষার্থ মন্ত্রের ঋষি কাশ্যপ, ত্রিষ্টুপ্ ইহার ছন্দঃ, অগ্নি ইহার দেবতা এবং আত্ম-রক্ষায় বিনিয়োগ । যে অগ্নি আমাদিগের অনিষ্টকারীগণকে ভস্মীভূত ও দেবতাকে বশ করেন, নৌকাযোগে নদীতরগবৎ যে অগ্নি দ্বারা হুর্গম বিশ্ব সমুত্তরণ করা যায়, আমরা সেই অগ্নির জন্ত যজ্ঞ অনুসন্ধান করিব । ২৩ । তৎপরে করপুটে প্রণাম করিবে, যথা—রুদ্রোপস্থানমন্ত্রের ঋষি কালাগ্নিরুদ্র, অনুষ্টুপ্ ইহার ছন্দঃ, দেবতা রুদ্র এবং রুদ্রোপস্থানে ইহার বিনিয়োগ । উর্দ্ধরেতা, ত্রিলোচন, বিশ্বময়, নীললোহিত পুরুষরূপ, নিত্য, সত্য পরব্রহ্মকে

ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে । জগৎসবিত্রে
শুচয়ে সবিত্রে কৰ্ম্মদায়িনে ॥ ইদমৰ্য্যং ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ ॥ ২৬ ॥

(ইতি সূর্য্যায় অৰ্য্যং দত্ত্বা ।)

ওঁ জ্বাকুসুমসন্ধাশং কাশ্রুপেয়ং মহাহ্যতিং । ধ্বান্তারিং সৰ্ব্ব-
পাপঘ্নং প্রণতোহস্মি দিবাকরং ॥ ২৭ ॥ (ইতি প্রণমেৎ ।)

(ততো বেদাদি-মন্ত্রচতুষ্টয়ং পঠেৎ ।)

মধুচ্ছন্দাধির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ অগ্নিদেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনি-
য়োগঃ । ওঁ অগ্নিমৌলে পুরোহিতং যজ্ঞশ্রু বেদমৃত্তিজং হোতারং
ব্রহ্মধাতমম্ ॥ যাজ্ঞবল্ক্যধিষত্বপুচ্ছন্দো বায়ুর্দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে
বিনিয়োগঃ । ওঁ ইষেত্বোর্জে হা বায়বঃ স্ব দেবো বঃ সবিতা প্রাপ-
তুয় শ্রেষ্ঠতমায় কৰ্ম্মণে । গোতমধিষিত্বপুচ্ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা
ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ । ওঁ অগ্ন আয়াহি বাতয়ে গৃণানো হব্য
দাতয়ে নিহোতা সংসি বর্হিষি ॥ পিপ্ললাদধিষিত্বপুচ্ছন্দো
বরুণো দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ । ওঁ শন্নো দেবীরভী-
ষ্টয়ে শন্নো ভবন্ত পীতয়ে শংষোরতিশ্রবন্ত নঃ ॥ (ইতি পঠেৎ) ॥ ২৮ ॥

ইতি সামবেদীয়সম্প্রদায়ঃ ।

প্রণাম করি। ২৪। অনন্তর “ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে
প্রত্যেককে এক এক অঞ্জলি জল দিবে এবং যথামন্ত্রে সূর্য্যদেবকে
অৰ্য্য দিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিবে। তৎপরে মূলের লিখিত
বেদাদি মন্ত্রচতুষ্টয় পড়িতে হয়। ২৫—২৮।

ইতি সামবেদীয়সম্প্রদায়ঃ ।

অথ যজুর্বেদীয়-সন্ধ্যাবিধিঃ ।

ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশুন্তি সুরয়ঃ দিবীং চক্ষুরাত-
তম্ । ইতি মন্ত্রেণ বিষ্ণুং স্মৃত্বা আচমনং কুর্যাৎ ।

কালান্তিপাতে পায়ত্রীং দশধা জপ্ত্বা আপোমার্জনং কুর্যাৎ ॥১॥

অথ আপোমার্জনং ।

ওঁ শন্ন আপো ধন্বতাঃ শমনঃ সন্ত নৃপ্যাঃ শন্নঃ সমুদ্রিয়া আপঃ
শমনঃ সন্ত কৃপ্যাঃ ॥ ২ ॥ ওঁ ঋপদাদিব যমুচানঃ স্থিন্নঃ স্নাতো
মলাদিব পূতং পবিত্রেণেবাজ্যমাপঃ শুক্লস্ত মৈনসঃ ॥ ৩ ॥ ওঁ আপো
হি ষ্ঠা ময়োভুবস্তা নঃ উর্জ্জৈ দধাতন মহে রণায় চক্ষসে । ওঁ যো বঃ
শিবতমো রসস্তশ্চ ভাজয়তেহ নঃ উশতীরিব মাতরঃ । তস্মা অরক্ষ-
মাম বো যশ্চ ক্ষণায় জিবথ আপো জনয়থা চ নঃ ॥ ৪ ॥ ওঁ ঋতঞ্চ
সত্যঞ্চাভীদ্ধাতপসোহধ্যজায়ত, ততো রাত্র্যজায়ত, ততঃ সমুদ্রোহ-
র্ণবঃ, সমুদ্রাদর্গবাদধিসস্বৎসরোহজায়ত । অহোরাত্রাণি বিদধদিশ্চশ্চ
মিষতো বশী সূর্য্যচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়দিবঞ্চ পৃথিবী-
ঞ্চান্তরীক্ষমথো স্বঃ ॥ ৫ ॥ (ইতি মার্জনং ।)

প্রথমতঃ “ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ” প্রভৃতি মন্ত্রে কিছু স্মরণ করিয়া
আচমন করিবে। সন্ধ্যাকাল বিগত হইলে দশবার গায়ত্রী
জপ করিয়া সন্ধ্যারন্ত করিবে। এইরূপে আচমন করিয়া
আপোমার্জন করিতে হয়। ১। “ওঁ শন্ন আপো ধন্বতাঃ”
ইত্যাদি মন্ত্রে আপোমার্জন করিবে। ২-৫। *

* মন্ত্রগুলির অর্থ সামবেদীয় সন্ধ্যায় লিখিত হইয়াছে।
আপোমার্জনের যেরূপ মন্ত্র মূলে লিখিত হইল, এতদ্ব্যতিরেকে
গ্রন্থান্তরে কিঞ্চিৎ প্রভেদ দৃষ্ট হয় এবং অনেকেও তদনুরূপ

অথ প্রাণায়ামঃ । তত্র বন্ধাঞ্জলিঃ ।

ওঁকারস্ত ব্রহ্মঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোহগ্নিদেবতা, সর্বকর্মান্নারহে
বিনিয়োগঃ । সপ্তব্যাহতীনাং প্রজাপতিঋষির্গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্ঠু
বৃহতী-পঙক্তিত্রিষ্টুজগত্যশ্বিন্দাংসি, অগ্নি-বায়ু সূর্য্য-বৃহস্পতীন্দ্র
বিশ্বেদেবা দেবতাঃ, প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ । গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্র
ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ, সবিতা দেবতা, প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ । ও
শিরসঃ প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো, ব্রহ্মবায়ুগ্নিসূর্য্যাস্ততশ্চে
দেবতাঃ, প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ ॥ ৬ ॥

(ইত্যুক্তা জলেন শিরো বেষ্টয়িত্বা, অঙ্গুষ্ঠেন দক্ষিণনাসাপুট
ধৃত্বা, বামননাসাপুটেন বায়ুং পূরয়ন্ত, নাভিদেশে ব্রহ্মাণং ধ্যয়েৎ ।

অনন্তর প্রাণায়াম ।—করযোড়ে “ওঁ ঋকারস্ত ব্রহ্মঋষি” ইত্যাদি
পাঠ পূর্ব্বক জল দ্বারা মস্তক বেষ্টন করত দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ
নাসাপুট ধরিয়া বাম নাসা দ্বারা বায়ু পূরণ করত নাভিদেশে ব্রহ্মা
ধ্যান করিবে । তিনি রক্তবর্ণ, অক্ষয়ত্ব ও কমণ্ডলুধারী, দ্বিভুজ ও

আচরণ করিয়া থাকেন, যথা—ওঁ দ্রুপদাদিব” এই মন্ত্রটি পাঠের
পূর্বে “ওঁ কোকিলো রাজপুত্র ঋষিরনুষ্ঠুপ্ছন্দ আপো দেবতা
মার্জ্জনে সৌত্রামণ্যবভূথে বিনিয়োগঃ ॥” পাঠ করিবে । “ওঁ ঋতঞ্চ
সত্যঞ্চ” মন্ত্র পাঠের পূর্বে “ওঁ অধমর্ষণঋষিরনুষ্ঠুপ্ছন্দো ভাব-
বৃত্তো দেবতা অশ্বমেধাবভূথে বিনিয়োগঃ” পাঠ করিয়া নাসিকাগ্র
দ্বারা জল আঘ্রাণ করিতে করিতে “ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ” ইত্যাদি
পাঠ করিবে । তৎপরে আঘ্রাত জল ফেলিয়া দিয়া “ওঁ অন্ত-
শরসি ভূতেষু গুহায়াং বিশ্বতোমুখ । স্বং যজ্ঞস্বং বযট্কার
আপোজ্যোতীরসোহমৃতং” এইটী পড়িয়া আচমন করিতে হয়

ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং
ওঁ তৎসবিতুর্ভরগেণ্যং, ভর্গো দেবশ্চ, ধীমহি, ধियो যো নঃ প্রচো-
দয়াৎ । ওঁ আপোজ্যোতীরসোহমৃতং ব্রহ্মভূভূবঃস্বরোম্ । ওঁ ব্রহ্ম-
বর্ণং, চতুর্শ্মুখং, দ্বিভুজং, অক্ষসূত্রকমণ্ডলুকরং, হংসাসনসমারুঢং
ব্রহ্মাণং ধ্যাম্যেৎ ॥ (ততঃ অনামিকাকনিষ্ঠাভ্যাং বামনাসাপুটং
ধৃদ্ধা, বায়ুং সংস্তম্ভন্ত্ৰুদী কেশবং ধ্যাম্যেৎ । ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ
ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং ওঁ তৎসবিতুর্ভরগেণ্যং, ভর্গো দেবশ্চ,
ধীমহি, ধियो যো নঃ প্রচোদয়াৎ । ওঁ আপোজ্যোতীরসোহ-
মৃতং ব্রহ্মভূভূবঃস্বরোম্ ॥ ওঁ নীলোৎপদলপ্রভং, চতুর্ভুজং শঙ্খ-
চক্রগদাপদ্বহস্তং, গরুড়াসনসমারুঢং কেশবং ধ্যাম্যেৎ । (ততোহ-
ঙ্গুষ্ঠভোলা, দক্ষিণনাসাপুটেন বায়ুং তাজন্, ললাটে শঙ্কুং ধ্যাম্যেৎ ।)

হংসবাহন । (এইরূপে নাভিদেবে ব্রহ্মার ধ্যান করিয়া) সূর্য্য-
দেবের ভূরাদি সপ্তলোকব্যাপী অত্যাশ্রম জ্যোতি চিন্তা করি,
সেই জ্যোতিঃ আমাদিগের মতিকে সত্যমার্গে প্রবর্তিত করে ।
অপ, জ্যোতিঃ, রস ও অমৃতরূপ ব্রহ্মা ভূরাদি লোকত্রয়ে বিরাজিত
আছেন ।

(তদনন্তর অনামা ও কনিষ্ঠা এই অঙ্গুলীদ্বয়-যোগে বামনাসা-
পুট ধরিয়া বায়ু স্তম্ভন করত হৃদয়ে কেশবের চিন্তা করিবে ।)
নীলোৎপদলসন্নিভ, চতুর্হস্ত, শঙ্খচক্রগদাপদ্বাহারী, গরুড়াসন
জনার্দন হৃদয়প্রদেশে বিরাজিত আছেন । (এইরূপে ধ্যান
করত) পূর্ববং মন্ত্র পাঠ করিবে ;

(তৎপরে অঙ্গুষ্ঠ উত্তোলন পূর্বক দক্ষিণনাসা দ্বারা বায়ু
বিসর্জন করিতে করিতে ললাটে শঙ্কুর চিন্তা করিবে ।) শুভ্রবর্ণ,

ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং ওঁ
 তৎসবিতুর্বরেন্যং, ভর্গো দেবশ্চ, ধীমহি, ধियो যো নঃ প্রচোদয়াৎ ।
 ওঁ আপোজ্যোতীরসোহমৃতং ব্রহ্মভূত্বং স্বরোম্ । ওঁ শ্বেতং,
 দ্বিভুজং, ত্রিশূলডমরুকরমর্দ্ধচন্দ্রবিভূষিতং, ত্রিনেত্রং, বৃষভাকৃৎ
 শঙ্খং ধ্যায়েৎ ॥ ৭ ॥ (ইতি প্রাণায়ামঃ ।

ততঃ আচমনং ।

প্রাতর্মন্ত্রঃ ।—ওঁ সূর্য্যশ্চ মা মন্যশ্চ মন্যুপতয়শ্চ মন্যুকৃতেভ্যঃ
 পাপেভ্যো ব্রহ্মভূত্যাং, ব্রহ্মাত্মা পাপমকার্ষং, মনসা বাচা হস্তাভ্যাম্
 পদ্ম্যামুদরেণ শিশ্না, অহস্তদবলুপ্তত্ব, যৎ কিঞ্চিদুরিতং ময়ি, ইদমহ-
 মাপোহমৃতযোনৌ সূর্য্যে জ্যোতিষি পরমাত্মনি জুহোমি সূহা ॥ ৮ ॥
 মধ্যাহ্নাচমনমন্ত্রঃ ।—ওঁ আপঃ পুনস্তু পৃথিবীং, পৃথ্বী পূতা পুনাতু

দ্বিভুজ, ত্রিশূল ও ডমরুধারী, চন্দ্রকলাবিরাজিত, ত্রিনেত্র, বৃষাশ-
 শঙ্খ ভাল-প্রদেশে বিরাজিত আছেন । (এইপ্রকার ধ্যানপূর্ব্বক
 পূর্ব্ববৎ মন্ত্র পাঠ করিতে হয় । ৭ ।

এই প্রকারে প্রাণায়াম করিয়া আচমন করিবে । প্রাতঃ
 কাণীন মন্ত্র যথা—সূর্য্য, যজ্ঞ ও ইন্দ্রাদি সুরগণ আমাৰে
 অসমাহিত যজ্ঞজ্ঞাত পাতক হইতে উদ্ধার করুন । আমি রাত্রি
 যোগে মন, বাক্য, হস্ত, পদ, উদর ও শিশ্ন দ্বারা যে সকল পাত
 কের অনুষ্ঠান করিয়াছি, দিবা তাহা বিনাশ করুন । এতদ্ব্যতি-
 রেকে আমাতে অল্প যে কোন পাতক আছে, আমি এই জলরূপ
 সেই পাপ হংপদ্বাহ স্বপ্রকাশস্বরূপ সূর্য্যজ্যোতিতে হোম করি
 উহা সূক্ষ্ম হউক । ৮ ।

মধ্যাহ্নাচমনমন্ত্র ।—জল মদীয় পার্থিব দেহকে ও জ্ঞানাত্ম

মাং, পুনস্ত ব্রহ্মণঃ পতিং, ব্রহ্ম পুত্রা পুনাতু মাং, যচ্ছিষ্টমভোজ্যঞ্চ
যদা দ্ধশ্চরিতং মম, সর্বং পুনস্ত মামাপোহসতাঞ্চ প্রতিগ্রহং
স্বাহা ॥ ৯ ॥

সায়াহ্নে আচমনমন্ত্রঃ ।—ওঁ অগ্নিঃ মা মাহ্ন্যশ্চ মন্যপতয়শ্চ
মনুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষস্তাং, যদহা পাপমকাৰ্ণং, মনসা বাচা
হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিখা, অহস্তদবলুপ্ততু, যৎ কিঞ্চিদদূরিতং
মগ্নি, ইদমহ-মাপোহমৃত-যোনৌ সত্যে জ্যোতিষি পরমায়নি
জুহোমি স্বাহা ॥ ১০ ॥

(ইতি মন্ত্রেণ জলগণ্ডু যত্রয়ং পীড়া যথাবিধি পুনর্দ্ব্যাজনং কুর্য্যাৎ ।)

ওঁ আপো হি ঠা ময়োভুবস্তা ন উর্জে দধাতন মহে রণায় চক্ষসে ।

পরমাত্মাকে পবিত্র করন্। দেহ পবিত্র হইয়া আত্মাকে বিশুদ্ধ
করন্। ব্রহ্ম পুত্র হইয়া এইরূপ দেহশুদ্ধি দ্বারা উচ্ছিষ্ট, অভোজ্য
অসদনুষ্ঠান ও আগ্রহ-গ্রহণজন্য পাতকরাশি বিনাশ করন্, এই
আচমনরূপ হোম সুসিদ্ধ হউক্ । ৯ ।

সায়াহ্নাচমনমন্ত্র ।—অগ্নি, যজ্ঞ ও ইন্দ্রপ্রমুখ অমরগণ
আমাকে অসাপ্ত যজ্ঞজনিত পাতক হইতে উত্তীর্ণ করন্। আমি
দিবাতে বাক্য, মন, কর, পদ, জঠর ও শিখ দ্বারা যে সকল
পাপ করিয়াছি, নিশা তাহা বিদূরিত করিয়া দিউন্। এতদ্ভিন্ন
আমাতে আর যে কিছু পাপ বিদ্যমান আছে, আমি এই
সলিলরূপ সেই পাতক সত্যজ্যোতিষরূপ পরমাত্মাতে হোম
করি, উহা সুসিদ্ধ হউক্ । ১০ । (এই প্রকারে তিন গণ্ডু
জলপান করিয়া বিধানে আচমন করতঃ পুনর্দ্ব্যাজন করিবে ।)
হে জল ! তোমরা অতীব সুখপ্রদ ; সুতরাং তোমরা ইহলোক

ওঁ যো বঃ শিবতমো রসস্তস্ত ভাজয়তেহ নঃ উশতীরিব মাতরঃ ।
 ওঁ তস্মা অরঙ্গমাম বো যস্ত ক্ষয়্য জিন্নথ আপো জনয়থা
 চ নঃ ॥ ১১ ॥

অথ অঘমৰ্ষণং ।

(জলগণ্ডুং নাসিকায়ামারোপ্য অঘমৰ্ষণং কুৰ্য্যাৎ ।)

ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোহধ্যাজায়ত, ততো রাজ্যাজায়ত, সমুদ্রোহবঃ, সমুদ্রাদর্ণাবাদধিসম্বৎসরোহজায়ত, অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্ত মিমতো বশী সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূৰ্ব্বমকল্পয়দ্বি-
 বঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথো সুঃ ॥ ১২ ॥ (ইতি পঠিত্বা বামনাসয়া বায়ুমাক্ষ্য দক্ষিণনাসয়া কৃষ্ণবর্ণপাপপুরুষেণ সহ তদ্বায়ুং নিঃসার্য্য

আমাদিদিগের জন্ত অন্তবিধান করিয়া দিও । তোমরা পরলোকে আমাদিগের সহিত পরমহুন্দর পরব্রহ্মের সংযোজনা করিয়া দিও । হে বারি ! জননী যেমন সন্তানের হিতৈষিণী, তজ্জপ তোমরাও হিতাকাজী হইয়া ইহলোকে আমাদিগকে মঙ্গলজনক স্বীয় রসের ভাগী করিও । হে জল ! যে রস দ্বারা তোমরা অখিল জগতের প্রীতি বিধান কর, আমরা যেন সেই রসে যার পর নাই তৃপ্তি লাভ করি । ১১ ।

তৎপরে অঘমৰ্ষণ করিবে ।—নাসিকাতে জলগণ্ডু আরো-
 পণ পূৰ্ব্বক “ওঁ ঋতঞ্চ” ইত্যাদি মন্ত্রে অঘমৰ্ষণ করিতে হয় । ১২ ।
 (উক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া বাম নাসাপট দ্বারা বায়ু আকর্ষণ পূৰ্ব্বক
 কৃষ্ণবর্ণ পাপপুরুষের সহিত সেই বায়ুকে দক্ষিণনাসাপট দ্বারা
 নিঃশ্বাস্ত করত কলিত শিলারূপ বামকরতলে ফেলিবে । এই

কল্পিতশিলারূপে বামহস্ততলে নিক্ষিপেৎ । ইথবেম বারত্ৰয়ং
কুৰ্ব্যাৎ । ততো গায়ত্র্যা জলাঞ্জলিত্ৰয়ং সূর্যায় দদ্যাৎ ॥ ১৩ ॥

স্বর্ঘ্যোপস্থানং ।

ওঁ উহুত্যাং জাতবেদমং দেবং বহন্তি কেতবঃ, দৃশে বিশ্বায়
সূর্য্যং ॥ ১৪ ॥ ওঁ চিত্রং দেবানামুদগাদনৌকং চক্ষুর্শ্রিত্রস্ত বরুণস্তা-
শ্নেরাপ্রাদ্যা বা পৃথিবীধাতুরীক্ষং সূর্য্য আত্মা জগতন্তুষ্ণশ্চ ॥ ১৫ ॥
ওঁ তচ্চক্ষুর্দেবহিতং পুরস্তাচ্ছক্রমুচ্চরৎ, পশ্যেম শরদঃ শতং, জীবেম
শরদঃ শতং, শৃণ্বাম শরদঃ শতং ॥ (ততঃ কৃতাজ্জলিঃ।) ওঁ
তেজোহসি, শুক্রমশ্রুতমসি, ধামনামসি । প্রিয়ন্দেবানামনাধুষ্টং

প্রকার তিনবার করিতে হয় । পরে গায়ত্রী পাঠ করিয়া
স্বর্ঘ্যদেবকে তিন অঞ্জলি জল দিয়া স্বর্ঘ্যোপস্থান করিবে) । ১৩ ।

স্বর্ঘ্যোপস্থান ।—“ওঁ উহুত্যাং” ইত্যাদি মন্ত্রে স্বর্ঘ্যোপস্থান
করিতে হয় । ১৪-১৫ । * তৎপরে “ওঁ তেজোহসি শুক্রমসি”

* যজুর্বেদীয় স্বর্ঘ্যোপস্থানে যে মন্ত্র লিখিত হইল, কোন
কোন গ্রন্থে এবং কোন কোন প্রাচীন পণ্ডিতের মতে নিম্নলিখিত
অতিরিক্ত মন্ত্রও দৃষ্ট হয় ; যথা—

“ওঁ প্রসন্নঋষিঃ স্বর্ঘ্যো দেবতা অনুষ্টুপ্ছন্দঃ সৌত্রামণ্যবভৃথে
স্বর্ঘ্যোপস্থানে বিনিরোগঃ । ওঁ উদ্বয়ং তমসঃ পরিশ্বঃ পশুস্ত উত্তরং
দেবং দেবত্রাঃ, স্বর্ঘ্যামগন্ম জ্যোতিরুক্তমং । স্বর্ঘ্যঋষিঃ স্বর্ঘ্যো দেবতা
স্বর্ঘ্যোপস্থানে বিনিরোগঃ । ওঁ স্বয়ন্তুরসি শ্রেষ্ঠো রশ্মিবর্চোদা
অসি বর্চো মে দেহি । ওঁ আকৃষ্ণেন রজসা বর্ভমানো নিবেশয়ন্ন-
মৃতং মর্ত্যঞ্চ হিরণ্যয়েন সবিতা রথেন দেবো যাতি ভুবন্যনি
পশুন্ ॥

দেবযজ্ঞনম্ । ওঁ আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি । গায়ত্রি
ছন্দসাং মাতব্রক্ষণোনি নমোহস্ত তে ॥ ১৬ ॥ (ইত্যাবাহয়েৎ ।)

ততঃ ঋষাদিত্যসং, ষড়ঙ্গত্বাসং, দিগ্বন্ধনং কুর্য্যাৎ ।

ওঁ হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ ভূঃশিরসে স্বাহা, ওঁ ভুবঃ শিখায়ৈ বষট্,
ওঁ স্বঃ কবচায় হং, ওঁ ভূভূবঃস্বঃ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ওঁ ভূভূবঃ
স্বঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্, ইত্যঙ্গত্বাসং কৃৎস্না কুর্ম্মমুদ্রাং
বদ্ধা ধ্যায়েৎ ।

প্রাতর্ধ্যানং যথা ।—ওঁ প্রাতর্গায়ত্রী রবিমণ্ডলমধ্যস্থা, রক্তবর্ণা,
দ্বিভূজা, অক্ষসূত্রকমণ্ডলুধরা, হংসাসনমাক্রুতা, ব্রহ্মাণী, ব্রহ্মদৈবত্যা
ঋগেদোদাহতা, ধ্যেয়া ॥ ১৭ ॥

মধ্যাহ্নধ্যানং যথা ।—ওঁ মধ্যাহ্নে সাবিত্রী রবিমণ্ডলমধ্যস্থা,
কৃষ্ণবর্ণা, চতুর্ভূজা, ত্রিনেত্রা, শঙ্খচক্রগদাপন্নহস্তা, যুবতী, গরুড়া-
ক্রুতা, বৈষ্ণবী, বিষ্ণুদৈবত্যা, যজুর্বেদোদাহতা ধ্যেয়া ॥ ১৮ ॥

সায়াহ্নধ্যানং যথা ।—ওঁ সায়াহ্নে সরস্বতী রবিমণ্ডলমধ্যস্থা,
গুরুবর্ণা, দ্বিভূজা, ত্রিশূলডমরুকরা, বৃষভাসনমাক্রুতা, বৃদ্ধা, রুদ্রাণী,
রুদ্রদৈবত্যা সামবেদোদাহতা ধ্যেয়া ॥ ১৯ ॥

(এবং প্রাতরাদিকালভেদেন যথাক্রমে গায়ত্রীং সাবিত্রীং সর-

ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া গায়ত্রীর আবাহন করিবে । ১৬ ।

এইরূপে গায়ত্রীর আবাহন পূর্ব্বক মূলের লিখিত “ওঁ
হৃদয়ায় নমঃ” ইত্যাদি নিয়মে ঋষাদিত্যসং, ষড়ঙ্গত্বাসং,
দিগ্বন্ধন প্রভৃতি সম্পাদন করত কুর্ম্মমুদ্রাযোগে ধ্যান
করিবে । প্রাতর্ধ্যান, মধ্যাহ্নধ্যান ও সায়াহ্নধ্যান মূলেই লিখিত
আছে । ১৭—১৯ । (এই প্রকারে প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যা-

স্বতীং ধ্যানন্ উর্দ্ধস্তিষ্ঠন্ প্রাতরুর্দ্ধোদ্ধানকরো, মধ্যাহ্নে তথা তিষ্ঠন্,
তির্য্যাক্করো, সায়মুপবিষ্টোহধোমুখো করো কৃত্বা, অনামিকামধ্য-
মূলাদিপর্ব্ব-ত্রয়ানামিকাগ্রপর্ব্বমধ্যমাগ্রপর্ব্ব-তর্জ্জগ্রাদি-পর্ব্বত্রয়রূপ-
দশপর্ব্বস্ব অঙ্গুষ্ঠাগ্রপর্ব্বযোগেন ।)

ওঁ ভূভূবঃস্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং, ভর্গো দেবশ্চ, ধীমহি, ধियो
য়ো নঃ প্রচেদয়াৎ ওম্ ।

(ইতি দশধা জপ্তু। সমর্থশ্চেৎ শতধা সহস্রধা বাপি জপং

কালে ক্রমাযয়ে গায়ত্রী, সাবিত্রী ও সরস্বতার ধ্যান করিবে।
প্রাতে উর্দ্ধভাবে থাকিয়া হস্তযুগল উর্দ্ধোদ্ধান, মধ্যাহ্নে উক্তভাবে
থাকিয়া হস্তদ্বয় তির্য্যাক্গত এবং সায়াহ্নে উপবিষ্ট হইয়া হস্ত-
দ্বয়কে অধোমুখ করত অনামার মধ্যপর্ব্ব, মূলপর্ব্ব, কনিষ্ঠার
মূলাদি তিন পর্ব্ব, অনামার অগ্রপর্ব্ব, মধ্যমার অগ্রপর্ব্ব, আর
তর্জ্জনীর অগ্রাদি তিন পর্ব্ব, এই দশ পর্ব্ব অঙ্গুষ্ঠাগ্রপর্ব্বযোগে
দশধা, সক্ষম হইল একশত বা সহস্রবার গায়ত্রী জপ করিবে।) *

* কোন কোন পদ্ধতিতে আবাহনের মন্ত্র এইরূপ আছে,
যথা—ওঁ শ্বেতবর্ণা সমুদ্ভিষ্টা কাষায়বসনা তথা। অক্ষহুত্রধরা
দেবী পদ্মাসনগতা শুভা। আদিত্যমণ্ডলাস্ত্বা ব্রহ্মলোক-
স্থিতাথবা। ঐতৈবিলেপনৈঃ পুষ্পৈরলঙ্কারৈশ্চ ভূষিতা ॥ ওঁ
তেজোসীত্যস্য দেবা ঋষয়ো গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শুক্রং দৈবতং গায়ত্র্যা-
বাহনে বিনিয়োগঃ। ওঁ তেজোহসি শুক্রমশ্রমৃতমসি ধামনামাসি
প্রিয়ং দেবানামনাধুঃ দেবযজনং দেবযজনমসি। গায়ত্র্যস্ত্রেকপদী
দ্বিপদী ত্রিপদী চতুষ্পদ্যপদসি নহি পদ্যসে। ওঁ নমস্তে তুরীয়ায়
দর্শতায় পরায় পরোরজসেহসাবদোমাপ্রাপৎ ॥

কৃত্বা, ওঁ উত্তরে শিখরে জাতা ভূম্যাং পর্বতবাসিনি । ব্রহ্মণা সম-
নুজ্জাতা গচ্ছ দেবি যথেষ্টরা । (ইতি মন্ত্রেণ জপং সমর্পয়েৎ) ॥২০॥

(মৃতপিতৃকঃ অগ্নিন্নেব সময়ে পিতৃতর্পণং কুর্যাৎ ।)

ততঃ সূর্যায় অর্ঘ্যং দদ্যাৎ ।

ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুভেজসে, জগৎসবিত্রে
শুচয়ে সবিত্রে কৰ্ম্মদায়িনে, এবোহর্য্যঃ ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ ॥ ২১ ॥

ইতি সূর্য্যায় অর্ঘ্যং দত্ত্বা ।—ওঁ জবাকুঁহুমসঙ্কাশং কাশ্রুপেয়ং
মহাত্মাতিং । ধাত্তারিং সৰ্ব্বপাপয়ঃ প্রণতোহস্মি দিবাকরং ॥২২॥
(ইতি প্রণমেৎ । ততো বেদাদি-মন্ত্ৰচতুষ্টয়ং পঠেৎ ।)

অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য বেদমৃজ্বিজং হোতারং বহুধা-
তমম্ । ওঁ ইষেদ্বোজ্জৈত্বা বায়ব স্তঃ দেবো বঃ সবিতা পাপয়তু
শ্রেষ্ঠতমায় কৰ্ম্মণে । অগ্ন আরাহি বীতয়ে গৃগানো হব্যদাতয়ে

তৎপরে “ ওঁ উত্তরে শিখরে জাতা ” ইত্যাদি মন্ত্রে বিসর্জ্জন
করিবে । ২৩ । (মৃতপিতৃক ব্যক্তির পক্ষে এই সময়েই পিতৃ-
তর্পণ করা বিধেয় ।) তদনন্তর “ওঁ নমো বিবস্বতে” * ইত্যাদি

* কোন কোন পদ্ধতিতে সূর্য্যার্ঘ্যপ্রদানের পূর্বে নিম্নলিখিত
মন্ত্রসমূহ উচ্চারণ পূর্ব্বক এক একবার জলদিবার নিয়ম আছে,
যথা—“ওঁ নমো দিগভ্যঃ, ওঁ নমো দিগ্গদেবতাভ্যঃ, ওঁ নমো
ব্রহ্মণে, ওঁ নমঃ পৃথিব্যৈ, ওঁ নমঃ ওষধিভ্যঃ, ওঁ নমোহগ্নয়ে, ওঁ
নমো বাচে, ওঁ নমো বাচস্পত্যে, ওঁ নমো বিষ্ণবে, ওঁ নমো
মহতে, ওঁ নমোহস্তাঃ, ওঁ নমোহপাং পত্যে, ওঁ নমো বরুণায় ॥

নিহোতা সংসি বহিষি । ও শমো দেবীরভীষ্টয়ে আপো ভবন্ত
পীতয়ে শংঘোরভিস্রবন্ত নঃ ॥ (ইতি পঠেৎ) ॥ ২৩ ॥

ইতি যজুর্বেদীয়সংখ্যা ॥

মন্ত্রে হৃদ্যার্ঘ্য প্রদান ও “জবাকুসুমসঙ্কাশং” ইত্যাদি মন্ত্রে প্রণাম
করিয়া * বেদাদি মন্ত্রচতুষ্টয় পাঠ করিবে ॥ ২২-২৩ ।

ইতি যজুর্বেদীয়-সংখ্যা ।

* কোন কোন পদ্ধতিতে “জবাকুসুমসঙ্কাশং” এই মন্ত্রটী
পাঠের পূর্বে আর একটি প্রণামমন্ত্র উচ্চারণের উল্লেখ দেখা যায়,
যথা—“ওঁ নমঃ সবিত্রে জগদেকচক্ষুষে, জগৎপ্রসূতিস্থিতিনাশ-
হেতবে । ত্রয়ীময়্যায় ত্রিগুণায়ধারিণে, বিরিক্খিনারায়ণশঙ্করা-
জ্ঞানে নমঃ ॥”

অথ ঋগ্বেদীয়-সম্ব্যাবিধিঃ ।*

ওম্ তৎসৎ ।

ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশুন্তি সুরয়ঃ, দিবীব চক্ষুরা-
ততম্ । (ইতি মন্ত্রেণ বিষ্ণুং স্তুত্বা যথাবিধি আচমনং কুর্য্যাৎ ।
কালান্তিপাতে দশধা গায়ত্রীজপরূপং প্রায়শ্চিত্তং করণীয়ং । ১ ।)

ওঁ কারন্ত ব্রহ্মধিষিত্বিদ্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সম্ব্যাকস্মি
সর্বকস্মারন্তে বিনিয়োগঃ । সপ্তবাহতীনাং প্রজাপতিধিষিত্বি-
র্বাযুজাদিত্যো বরুণো বৃহস্পতিরিত্রো বিষ্ণেদেবা দেবতা গায়ত্র্যক্ষি-
গনুষ্ঠুপব্হতীশক্তি-জগত্যশ্ছন্দাংসি অনাদিষ্টোপনয়নে প্রাণায়ামে
প্রায়শ্চিত্তে বিনিয়োগঃ । শিরসঃ প্রজাপতিধিষিত্বির্গায়ত্রীচ্ছন্দো
ব্রহ্মধিষিত্বি-স্বৰ্ঘ্যা দেবতাঃ প্রাণায়ামে প্রায়শ্চিত্তে বিনিয়োগঃ ।
গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্রধিষিত্বির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সবিতা দেবতা প্রাণায়ামে
প্রায়শ্চিত্তে বিনিয়োগঃ ॥ ২ ॥

(ইতি পঠিত্বা, জলেন শিরো বেষ্টয়িত্বা, অঙ্গুষ্ঠেন দক্ষিণনাসাপুটং
ধৃত্বা, বামনাসায়াং বায়ুং পূরয়ন, নাভিদেশে ব্রহ্মাণং ধ্যায়েৎ ।)
ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং ওঁ তৎ-
সবিতুর্বরুণ্যং, ভর্গো দেবশ্চ, ধীমহি, ধियो যো নঃ প্রচোদয়াৎ
ওম্ । ওঁ আপোজ্যোতীরসোহমৃতং ব্রহ্ম ভূভুবঃস্বরোম্ । ওঁ রক্ত-

* সামবেদীয়-সম্ব্যাবিধিতেই মন্ত্রের অর্থ পরিষ্কার লিখিত হইয়াছে
বিধায় বাহুল্যভয়ে ঋগ্বেদীয়-সম্ব্যাবিধি অর্থ লিখিত হইল না ; পরন্তু ।
যদিও মন্ত্রের মধ্যে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে, তথাপি অর্থ
স্বগম ।

বর্ণং, চতুর্ভুজং, দ্বিভুজং, অক্ষসূত্রকমণ্ডলুকরং, হংসাকৃৎ ত্রক্ষাণং
ধ্যায়েৎ ॥ ৩ ॥

(ততঃ কনিষ্ঠানামিকাভ্যাং বামনাসাপুটং ধৃত্বা, বায়ুং কুন্তয়ন্,
হৃদি কেশবং ধ্যায়েৎ ।) ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ
ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং ওঁ তৎসবিতুর্ভরগ্যাং, ভর্গো দেবস্যা, ধীমহি,
ধियो যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওম্ । ওঁ আপোজ্যোতীরসোহমৃতং
ব্রহ্মভূত্বঃ স্বরোম্ । ওঁ নীলোৎপলদলপ্রভং, চতুর্ভুজং, শঙ্খচক্র-
গদাপদ্মধরং, গরুড়াকৃৎ কেশবং ধ্যায়েৎ ॥ ৪ ॥

(ততো বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠমুত্তোলায়, দক্ষিণনাসাপুটেন বায়ুং রেচয়ন্, শঙ্খং
ধ্যায়েৎ ।) ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং
ওঁ তৎসবিতুর্ভরগ্যাং, ভর্গো দেবস্যা, ধীমহি, ধियो যো নঃ
প্রচোদয়াৎ ওম্ । ওঁ আপোজ্যোতীরসোহমৃতং ব্রহ্মভূত্বঃ-
স্বরোম্ । ওঁ ষেতবর্ণং, দ্বিভুজং, ত্রিশূলডমরুকরমর্দ্ধচন্দ্রবিভূষিতং,
ত্রিনেত্রং, বৃষভস্থং শঙ্খং ধ্যায়েৎ ॥ (ইতি প্রাণায়ামঃ) ॥ ৫ ॥

অথ আচমনং ।

তত্র প্রাতঃস্নানঃ ।—সূর্য্যশ্চ মেতি মন্ত্রস্য নারায়ণঋষিঃ সূর্য্যো
দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ আচমনে বিনিয়োগঃ । ওঁ সূর্য্যশ্চ মা মন্যশ্চ
ন্যাপত্যশ্চ মন্যকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো বক্ষস্তাং, যদ্রাত্যা পাপ-
দর্শং, মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশী, অহস্তদবলুপ্তভু,
ং কিঞ্চিদুরিতং ময়ি ইদমহমাপোহমৃতঘোনৌ সূর্য্যে জ্যোতিষি
পরমাত্মনি জুহোমি স্বাহা ॥ ৬ ॥

মধ্যাহ্নাচমনমন্ত্রঃ ।—আপঃ পুনর্জ্বিতি পৃথক্ ঋষিঃ পৃথ্বী দেবতা
গায়ত্রীচ্ছন্দঃ আচমনে বিনিয়োগঃ । ওঁ আপঃ পুনর্জ্ব পৃথিবীং

পৃথী পূতা পুনাতু মাং । যদুচ্ছিষ্টমভোজ্যঞ্চ যদা হুশ্চরিতং
মম । সৰ্বং পুনস্তু মামাপোহসতাঞ্চ প্রতিগ্রহং স্বাহা ॥ ৭ ॥

সায়াক্ষে আচমনমন্ত্রঃ ।—অগ্নিশ্চ মেতি মন্ত্রস্য নারায়ণঋষি-
রগ্নিদেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ আচমনে বিনিয়োগঃ । ওঁ অগ্নিশ্চ মা
মন্যশ্চ মন্যপতয়শ্চ মন্যকৃতভ্যাং পাপেভ্যো রক্ষস্তাং, যদহ্ন
পাপমকার্ষং, মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পশ্চ্যামুদরেণ শিশ্না, রাত্ৰিস্ত
দবলুপ্ততু, যৎকিঞ্চিদ্ দুরিতং ময়ি ইদমহীমাপোহমৃতযোনৌ সতে
জ্যোতিষি পরমায়ুনি জুহোমি স্বাহা ॥ ৮ ॥ (ইত্যনেন জল
গণ্ডু বত্রয়ং পৌত্ৰা যথাবিধি আচমনং কুর্য্যাৎ ।)

ততো মার্জনং ।

আপো হি ঠেতি সিন্ধুরীপঞ্চাষিরাপো দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দ
পঞ্চমী বর্জমানা সপ্তমী প্রতিষ্ঠা অষ্টম্যাদ্যানুষ্ঠুপ্ছন্দো মার্জনে
বিনিয়োগঃ ॥ ওঁ আপো হি ঠা যয়ো ভুবস্তা ন উর্জে দধাতন মঃ
রণায় চক্ষবে ॥ ওঁ যো বঃ শিবতমো রসস্তস্ত ভাজয়তেহনঃ উগতী
রিব মাতরঃ । ওঁ তস্মা অরক্ষমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিহ্বথ আপে
জনয়থা চ নঃ । ওঁ শনো দেবীরভীষ্টয়ে আপো ভবন্ত পীতয়ে শ
যোরভিশ্রবন্ত নঃ । ওঁ জ্ঞানো বাজানাং ক্ষয়স্তাশ্চর্যগীনাং আপে
যাচামি ভেষজং অপুত্ৰ মে সোমোহব্রবীদন্তি বিশ্বানি ভেষজ
অগ্নিঞ্চ বিশ্বস্তবং আপঃ প্রণীত ভেষজং বরুথং তন্মো ম
জ্যোচ্চ সূর্য্যং দৃশে । ওঁ ইদমাপঃ প্রবহত যৎকিঞ্চিদ্ দুরিতং মা
যদাহমভিজুহোহ যদা শেফ উতামৃতং আপোহদ্যানচাৰিষং রসে
সমগম্মহি পয়স্মান্নম আগহি তন্মা সংস্রজ বর্চসা মহস্রর্ষিস্তদ্রশে
দিবা নক্তঞ্চ মহস্রর্ষেৰ্ব্বরেণ্যং ক্রতুরহমা দেবীরবসে হবে । (ই
আপোমার্জনং কুর্য্যাৎ ॥ ৯ ॥)

অথ অঘমৰ্ষণং ।

(দক্ষিণহস্তে জলং গৃহীত্বা ।) ঋতমিত্যঘমৰ্ষণঋষির্ভাববৃত্তো দেবতা অন্নুষ্ঠুপুছন্দঃ অশ্বমেধাবভ্ৰথে অঘমৰ্ষণে বিনিয়োগঃ । ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাতপসোহধ্যাজায়ত, ততো রাত্র্যাজায়ত, ততঃ সমুদ্রোহর্ষবঃ, সমুদ্রাদর্ণবাদবিসম্বৎসরোহজায়ত, অহোরাত্রাণি বিদধবিশ্বস্য মিষতো বশী সূর্য্যচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূৰ্ব্বমকল্পয়-
দ্বিবঞ্চ পৃথিবীং চান্তরীক্ষমথো স্বঃ ॥ ১০ ॥

(ইতি পঠিত্বা, বামনাসয়া বায়ুমাক্রব্য, দক্ষিণনাসয়া কৃষ্ণবর্ণপাপ-
পুরুষণে সহ গৃহীতজলে তদ্বায়ুং নিঃসার্য্য, কল্পিতশিলারূপে বাম-
হস্ততলে নিক্ষিপেৎ । ইথমেব বারত্ৰয়ং কুর্য্যাৎ । ততো গায়ত্র্যা
জলাঞ্জলিত্ৰয়ং দত্ত্বা, সূর্য্যোপস্থানং কুর্য্যাৎ ।)

যথা প্রাতঃ ।—চিত্রং দেবনামিতি কুংসঋষিঃ সূর্য্যো দেবতাহ-
নুষ্ঠুপুছন্দঃ সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ । ওঁ চিত্রন্দেবানামুদ-
গাদনীকং চক্ষুর্শ্রিতস্য বরুণস্যাগ্নেরাপ্রাদ্যাবা পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষং
সূর্য্য আত্মা জগতন্তুভূবশ্চ । ওঁ সূর্য্যো দেবীমুষসং রোচমানা
মযোানয়েষামভ্যেতি পশ্চাদ্ যত্রানরো দেবয়ন্ যো যুগানি
ধিতনুতে প্রতিভদ্রায় ভদ্রং ভদ্রা অশ্বা হরিতস্বধঃস্বাঃ সূর্য্যস্য চিত্রা
এতগবা অহমদ্যাসন্ নমঃ সন্তো দিবঃ আলপৃষ্ঠে অস্বোয়ন্তিসদ্যন্তং
সূর্য্যন্ত দেবভুং তন্মোহিত্বং মধ্যাকত্রে ঐর্বিদধবম্ সজ্জধারং যদেতদ্রুতং
হরিতঃ স্বধঃস্বাদত্রিবাসন্তনুতেহতিমন্মৈ তন্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নের-
তিচক্ষে সূর্য্যো রূপং বৃণুতে দৌ রূপস্থে অনন্তমত্তদৃশদন্যপাঞ্চঃ
কৃষ্ণমত্তদ্রিতঃ সন্তবন্তি আদ্যা দেবা অদীতা সূর্য্যস্য নিরংহসঃ
প্রপৃতা নিরবদ্যাং তন্নো মৈত্রাবরুণো মাম হস্তা মদেতি সিদ্ধুঃ
পৃথি বী উত দে্যোঃ ॥ ১১ ॥

মধ্যাহ্নে।—উত্থামিতি প্রসন্নপুংস্বিঃ সূর্য্যো দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ
সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ । ওঁ উত্থাত্য জাতবেদসং দেবং বহন্তি
কেতবঃ দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যং । অপত্যোত্য বো যথা । নক্ষত্রা
যান্তর্য্যক্ৰতিঃ বিশ্বচক্ষুষে অদৃশ্যমস্যা কেতবো বীবস্বযোজনায়
অনুভ্রাজন্তো অথ্যো যথা তরগিঃ বিশ্বদর্শদো জ্যোতিষ্কদসি সূর্য্য
বিশ্বমাতাসি রোচনং প্রত্যঙ্ বিশ্বং স্বদৃশ বিধঃ প্রত্যঙ্ দিশি
মানুষান্ প্রত্যঙ্ বিশ্বং স্বদৃশে যেন্যপাবকচক্ষুষা হিরণ্যজং
বরুণং পশুসি বিদ্যামেবিহামিমানো অযুক্তিঃ পশুন্ জন্মানি
সূর্য্য সপ্তভা হরিতো রথেন অথো হারিদ্ভমে স্রমে হবিমানং
নিদধ্যাসি রোপণাকাস্থ দধ্যাসি উদগাদয় আদিত্যা বিঞ্ছেন
যশসা সহ দ্বিস্তং মহ্যং বন্দয়েন্মোহং দ্বিস্তেরধঃ ॥ ১২ ॥

সায়াহ্নে।—আকৃষেনেতি হিরণ্যস্তূপপুংস্বিঃ সবিতা দেবতা
গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ । ওঁ আকৃষেন রজসা
বর্ত্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্য্যঞ্চ হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা দেবো
যাতি ভুবনানি পশ্যন্ ॥ মোস্ব বরুণেতি বশিষ্ঠপুংস্বিঃ সবিতা দেবতা
গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ । ওঁ মোস্ব বরুণো মৃগয়ং
গৃহং রাজন্নহং গমং মূল্যস্থ ক্ষেত্রমূলয় যাদোমে প্রক্ষুরন্নিব
যাতা অদ্রিব কৃত্যং সমূহ দীনতা প্রদীপ ধৃতিনো জগমান্নরে
ক্ষেত্রমৃড়য় অপাং মধ্যে তস্থিবাংসং কৃষ্ণাবিজ্জরিতারং মূল্যস্থ
ক্ষেত্রমৃড়য় যৎ কিঞ্চিদং বরুণং জনোহভিজ্রোহমৃতঃ সঙ্গচ্চরমেসি
অচিন্তীয়ন্তব ধর্ম্মায়ুষোহপি সমানস্তস্মাদেনসো দেব রিরীষঃ ॥ ১৩ ॥

ততো ধ্যানং ।

প্রাতঃ।—হংসোপরি পদ্মাসনস্থ্যং, চতুর্শুধীং, রক্তবর্ণাং,
দ্বিভুজাং, ব্রহ্মণঃ সদৃশরূপাং, ব্রহ্মাণীং ধ্যায়ৈৎ ॥ ১৪ ॥

মধ্যাহ্নে ।—কৃষ্ণাং, চতুর্ভুজাং, শঙ্খচক্রগদাপদ্মাধরাং, বিষোঃ
সদৃশরূপাং, সাবিত্রীং ধ্যায়েৎ ॥ ১৫ ॥

সায়্নাহ্নে ।—শুক্লাং, বৃষাকৃতাং, ত্রিশূলডমরুকরামর্দ্ধচন্দ্রবিভূ-
ষিতাং, বৃষভস্থাং, শস্তোঃ সদৃশরূপাং, সরস্বতীং ধ্যায়েৎ ॥ ১৬ ॥

ততো ঋষ্যাদিন্যাসঃ ।

গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্রঋষিঃ সবিতা দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ দশধা
শতধা সহস্রধা বা গায়ত্রীজপে বিনিয়োগঃ ॥ ১৭ ॥

শিরসি বিশ্বামিত্রঋষয়ে নমঃ, মুখে গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি
সবিত্রে দেবতায়ৈ নমঃ । (ইতি ন্যাস্য আবাহনং কুর্য্যাৎ ।) যথা—

ওঁ আয়াহি বরদে দেবি জপে মে সন্নিধীভব । গায়ন্তং ত্রায়সে
যস্মাদ্ গায়ত্রী ত্বমতঃ স্তুতা । ওঁ আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্ম-
বাদিনি । গায়ত্রি ছন্দসাং মাতর্ক্ক্যযোনি নমোহিস্ত তে ॥ ১৮ ॥

মধ্যাহ্নে বিশেষঃ ।

ওঁ তেজোহসি, সহসি, বলমসি, ভ্রাজোহসি, বেদানাং ধামনা-
মসি, বিশ্বমসি, বিশ্বায়ুঃ সর্বমসি, সর্বাযুরসি ভুবন্ম গায়ত্র্যা-
মাবাহয়ামি ॥ ১৯ ॥

ততোহঙ্গন্যাসঃ ।

ওঁ ভূঃ হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ ভুবঃ শিরসে স্বাহা, ওঁ স্বঃ শিখায়ৈ
বষট্, ওঁ তৎসবিতুর্করৈণ্যং কবচায় হং, ওঁ ভর্গো দেবস্য ধীমহি
নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ওঁ ধিয়ৌ যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওম্ অঙ্গায় ফট্ ॥
(ইতি ষড়ঙ্গত্ৰাসং কৃত্বা যথাশক্তি গায়ত্রীং জপেৎ) ॥ ২০ ॥

(মৃতপিতৃকঃ অগ্নিনেব সময়ে পিতৃতর্পণং কুর্য্যাৎ ।)

ততো জপং সমর্পয়েৎ । যথা—

ওঁ উত্তরে শিখরে জাতে ভূম্যাং পর্বতবাসিনি । ব্রহ্মণা সমনু-
জ্ঞাতা গচ্ছ দেবি যথেষ্টয়া ॥ ২১ ॥

(ইতি প্রাতঃ সায়াহ্নে জলেন গোষোনিমুদ্রয়া জপং সমর্প-
য়েৎ ।) মধ্যাহ্নে বিশেষঃ ।

ওঁ মহার্ঘবঃ সরতা প্রচেতয়তি কেতনঃ । ধিয়ো বিশ্বা বিরা-
জতি । (ইতি বিসর্জয়েৎ) ॥ ২২ ॥

ততঃ আত্মরক্ষা ।

কাশ্চাপঞ্চাষিষ্ঠুপূছন্দোহগ্নিদেবতা আত্মরক্ষায়াং জপে বিনি-
য়োগঃ । ওঁ জাতবেদসে সুনবাম সোমমরাতীয়তো নিদহাতি
দেবঃ স নঃ পরিষদতি দুর্গাণি বিশ্বা নাবেব সিকুং ছরিতাত্যগ্নিঃ ।
(ইত্যনেন অঙ্গুষ্ঠেন কর্ণমূলং স্পৃশন্ আত্মরক্ষাং কুর্য্যাৎ) ॥ ২৩ ॥

ততঃ সূর্যায় অর্ঘ্যং দদ্যাৎ । জলাঞ্জলিং গৃহীত্বা, ওঁ নমো বিব-
স্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে, জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কশ্ম-
দাগ্নিনে । এহি সূর্য্য সহস্রাংশো তেজোরাশে জগৎপতে । অমু-
কম্পয় মাং নিত্যং গৃহাণাৰ্ঘ্যং দিবাকর । ওঁ হংসঃ শুচিঃ সবিস্মরন্ত-
রীক্ষং সন্ধোতা দেবীসদ তিথির্হরোনসদবসদৃতসদ্বজ্রা গোত্রা
ঋতজা আদিজা ঋতং ব্রহ্ম । ইদমর্ঘ্যং নমো ভগবতে শ্রীসূর্য্যায়
নমঃ । ইত্যনেন জলাঞ্জলিনা সূর্য্যায় অর্ঘ্যং দত্ত্বা, নমস্কারঃ
কুর্য্যাৎ ॥ ২৪ ॥

ওঁ নমঃ সবিত্রে জগদেকচক্ৰে জগৎপ্রস্থতিস্থিতিনাশহেতবে ।
ত্রয়ীময়্যত্র ত্রিগুণাধারিণে বিরিক্ণিনারায়ণশঙ্করাঅনে নমঃ ।
ওঁ জবাকুন্তুমসঙ্কাশং কাশ্যাপেয়ং মহাত্মাতিং । ধাত্তারিং সর্ব-
পাপঘ্নং প্রণতোহস্মি দিবাকরং । (ইত্যনেন নমস্কুর্য্যাৎ ॥ ২৫ ॥)

ততো বেদাদি-মন্ত্রচতুষ্টয়ং পঠেৎ ।

মধুচ্ছন্দঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ অগ্নিদেবতা ব্রহ্মষজ্জপে বিনিয়োগঃ ।
ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেদমুত্বিজং হোতারং রত্ন-
ধাতমম্ ॥ যাজ্ঞবল্ক্যঋষিস্তুষ্টপৃচ্ছন্দো বায়ুর্দেবতা ব্রহ্মষজ্জপে
বিনিয়োগঃ । ওঁ ইষেত্বোজ্জৈত্বা বায়বঃ স্থ দেবো বঃ সবিতা
প্রাপয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কশ্মণে । গোতমঋষিরত্নষ্টপৃচ্ছন্দঃ সূর্য্যো
দেবতা ব্রহ্মষজ্জপে বিনিয়োগঃ । ওঁ অগ্ন আয়্নাহি বীতয়ে
গৃণানো হব্যদাতয়ে নিহোতা সংসি বহর্ষি ॥ পিঙ্গলাদঋষি-
কৃষ্ণিকৃচ্ছন্দো বরুণো দেবতা ব্রহ্মষজ্জপে বিনিয়োগঃ । ওঁ শন্নো
দেবীরভীষ্টয়ে শন্নো ভবন্তু পীতয়ে শংযোরভিভ্রবন্ত নঃ ॥ ইতি
পঠেৎ ॥ ২৬ ॥

ইতি ঋগ্বেদীয় সন্ধ্যাবিধিঃ ।

অথ গায়ত্রী-কবচং ॥ *

ওঁ গায়ত্রী পূর্ব্বতঃ পাতু সাবিত্রী পাতু দক্ষিণে । ব্রহ্মসন্ধ্যা
তু মে পশ্চাত্তরে তু সরস্বতী । পাবকী মে দিশং পাতু পাবকী

* গায়ত্রীর কবচ ও শাপোদ্ধার না জানিয়া গায়ত্রী জপ
বিফল, সুতরাং কবচ ও শাপোদ্ধার লিখিত হইল । অধিকন্তু
গায়ত্রীর অর্থ ও মাহাত্ম্যও পরিজ্ঞাত থাকা বিশেষ আবশ্যক
বিধায় সংক্ষেপে এই স্থলে লিখিত হইতেছে, যথা—

মন্ত্ৰঃ ।—অকারঞ্চাপ্যকারঞ্চ মকারঞ্চ প্রজাপতিঃ ।

বেদত্রয়ান্নিরহদভুভু বঃস্বরিতীতি চ ।

ত্রিভ্য এব তু বেদেভ্যঃ পাদং পাদমদুহং ॥

জলশায়িনী । ষাতুধানী দিশং রক্ষেদ্বাতুধানী ভয়ঙ্করী । পাব-
মানী দিশং রক্ষেৎ পাপানাঞ্চ বিনাশিনী । দিশং রোদ্রৌ সদা পাতু

অকার, (বিষ্ণু), উকার, (ব্রহ্মা), মকার, (মহেশ্বর)
এই বর্ণত্রয় ; ভূঃ, (ভূলোক) ভুব, (পাতাল), স্বঃ, (স্বর্গ) এই
তিনটি ব্যাহতি ; এবং গায়ত্রীর এক এক পাদ ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ
ও সামবেদ ; পদ্মযোনি ব্রহ্মা এই বেদত্রয় হইতে সারাংশ গ্রহণ
পূর্বক স্তমধুর অথচ স্তপেয় এই গায়ত্রী দোহন করিয়াছেন ।

যমসংহিতায়াং ।—ওঙ্কারপূর্বিকাস্তিস্রো মহাব্যাহতয়ন্তথা ।

ত্রিপদা চৈব গায়ত্রী বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মণো মুখং ॥

ওঙ্কারপূর্ব ভূঃ ভুবঃ, স্বঃ এই তিন ব্যাহতি এবং ত্রিপাদযুক্ত
গায়ত্রী, ইহাই পরমেশ্বরের বদনকমল হইতে প্রথম বহির্গত
হয় ।

যোগিষাজ্জবক্ষ্যঃ ।—গায়ত্রীকৈব বেদাংশ্চ তুলয়া সমতোলয়ন্ ।

বেদা একত্র সাঙ্গাত্তু গায়ত্রী চৈকতঃ স্মৃতা ॥

সারভূতান্ত বেদানাং গুহ্যোপনিষদা মতাঃ ।

তাভ্যঃ সারস্ত গায়ত্রী তিস্রো ব্যাহতয়ন্তথা ॥

ব্রহ্মাদি দেবগণ তৌলদণ্ডের একদিকে সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ-
চতুষ্টয় এবং অস্ত্রদিকে গায়ত্রীকে রাখিয়া তৌলন করিয়াছিলেন ;
কিন্তু উভয়ই ওজনে সমান হইল । নিখিল বেদমধ্যে গুহ্য
উপনিষৎ-সমূহই সারভূত ; কিন্তু তাহা হইতেও গায়ত্রী ও
ব্যাহতিত্রয় শ্রেষ্ঠ ।

ওঙ্কারপূর্বিকাস্তিস্রো গায়ত্রীং যশ্চ বিন্দতি ।

চরিতব্রহ্মচর্যাশ্চ স বৈ শ্রোত্রিয় উচ্যতে ॥

রুদ্রাণী রুদ্ররূপিণী । উৰ্দ্ধং ব্রহ্মাণী মে রক্ষেদধস্তাঽদৈবঋতী তথা ।
এবং দশদিশো রক্ষেন্ত সৰ্ব্বাঙ্গে ভুবনেশ্বরী । তৎপদং পাতু মে পাদং ।

এতয়া জ্ঞাতয়া সৰ্ব্বং বাস্ময়ং বিদিতং ভবেৎ ।

উপাসিতং ভবেত্তেন বিশ্বং ভুবনসম্পদং ।

অজ্ঞাত্বা চৈব গায়ত্রীং ব্রাহ্মণ্যাং দেব হীয়তে ॥

যে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচর্য্য ধারণপূর্ব্বক ওঙ্কারপূর্ব্বিক ব্যাহতিত্রয় পাঠ করেন, তাহাকেই শ্রোত্রিয় বলা যায় । এই গায়ত্রী বিদিত হইলেই বেদাদি সৰ্ব্বশাস্ত্রজ্ঞাতা বলা হইয়া থাকে । অধিক কি, এই গায়ত্রী-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মোপাসনা করিলে সমুদ্রভবনাত্মক সংসার জ্ঞাত হওয়া যায় । গায়ত্রী বিদিত না থাকিলে সে ব্রাহ্মণ্য হইতে বর্জিত হয় ।

কৌশ্লে ।—ক্রিয়াহীনস্য মূৰ্খস্য মহারোগিণ এব চ ।

যথেষ্টাচরণস্যাহর্মরণাস্তমশৌচকং ॥

ক্রিয়াহীন, মূৰ্খ অর্থাৎ সার্থ গায়ত্রীবর্জিত, মহারোগী এবং যথেষ্টাচারী, এই কয় ব্যক্তি যাবজ্জীবন অশুচি অর্থাৎ তাহারা যতদিন জীবন ধারণ করে, ততদিন কোন ক্রিয়াকাণ্ডে তাহাদের অধিকার থাকে না ।

বাসঃ ।—প্রতিগ্রহান্নদোষাচ্চ পাতকাহুপপাতকাং ।

গায়ত্রী প্রোচ্যতে তস্মাৎ গায়ন্তং ত্রায়তে যতঃ ॥

অসৎপ্রতিগ্রহ, নিকৃষ্টান্ন-ভোজন, পাপ, উপপাপ প্রভৃতি হইতে পরিভ্রাণ করেন, এই জন্ত গায়ত্রী নাম হইয়াছে ; অর্থাৎ ঐ সকল পাপাচরণ করিয়া গায়ত্রী জপ করিলে পাতক হইতে পরিভ্রাণ পাওয়া যায় ।

জজ্বে মে সবিতুঃ পদং । বরেণ্যং কটদেশস্ত নাভিঃ ভৰ্গস্তথৈব
চ । দেবস্ত মে পাতৃ হৃদয়ং ধীমহীতি জলন্তথা । ধিয়ো যো ইতি

সবিতৃদ্যোতনাং সৈব সাবিত্রী পরিকীৰ্ত্তিতা ।

জগতঃ প্রসবিতৃত্বাং বাগ্‌রূপত্বাং সরস্বতী ॥

সূর্য্যের উপাসনা হেতু সাবিত্রী এবং জগতের প্রসবকর্তৃত্ব ও
বাগ্‌রূপত্ব হেতু ইহাঁর সরস্বতী নাম হইয়াছে ।

যোগিষাজ্জবক্ষ্যঃ ।—গায়ত্রী বেদজননী গায়ত্রী পাপনাশিনী ।

গায়ত্র্যাস্ত পরং নাস্তি দেবি চেহ চ পাবনম্ ॥

গায়ত্রী বেদের জননীস্বরূপা ও পাতকহারিণী । ইহা হইতে
পবিত্র বস্তু আর দ্বিতীয় নাই ।

হস্তত্ৰাণপ্রদা দেবী পততাং নরকার্ণবে ।

তস্মান্তামভাসেন্নিত্যং ব্রাহ্মণো হৃদয়ে শুচিঃ ॥

নরকার্ণবে পতিত ব্যক্তির পরিত্ৰাণার্থ একমাত্র গায়ত্রীই
হস্তাবলম্বনদাত্রী । এই জন্তই বিজগণ প্রত্যহ স্বহৃদয়ে ইহা
অভ্যাস করিবেন ।

গায়ত্রীনিরতং হব্যাকবোষু বিনিষোজয়েৎ ।

তস্মিন্ন তিষ্ঠতে পাপমবিন্দুরিব পুঙ্করে ॥

গায়ত্রীনিরত ব্যক্তিকেই দৈব ও পৈত্ৰ্য ক্রিয়ায় নিযুক্ত
করিবে ; কেন না, পদ্মপত্রে ঘেঁমন জলবিন্দু স্থান পায় না, সেই-
রূপ উক্তরূপ ব্যক্তিতেও পাতক আশ্রয় করিতে সমর্থ নহে ।

গায়ত্র্যাঃ পাদমর্দন্ত ঋচোর্দ্বিমৃচ এব বা ।

ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং গুরুদার্য্যভিমর্ষণম্ ।

যচ্চাশ্রয়ং দ্রুতং সৰ্ব্বং পুনাতীত্যাহ বৈ মনুঃ ॥

মে নেত্রং নঃ পদন্ত ললাটকং । এবং পাদাদি-মূর্দ্ধান্তং মূর্দ্ধানং
মে প্রচোদয়াৎ ॥ ইদন্ত কবচং পুণ্যং হত্যা-কোটিবিনাশনং ।

গায়ত্রীর এক চরণ কিম্বা পাদার্দ্ধ অথবা অর্দ্ধ কিম্বা সম্পূর্ণ
জপ দ্বারা ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, গুরুদ্বারা গমন প্রভৃতি জনিত ও
অশ্রান্ত যাবতীয় পাপ বিনষ্ট হয় ।

যজ্ঞাদানরতো বিদ্বান্ সাক্ষবেদস্য পাঠকঃ ।

গায়ত্রীধ্যানপূতস্য কলাং নারীতি ষোড়শীং ॥

যজ্ঞদানাদিরত এবং সাক্ষবেদাধ্যায়ী ব্যক্তিও গায়ত্রী ধ্যান
দ্বারা পবিত্র বিপ্রেত্র ষোড়শাংশের একাংশের সমান নহে ।

আগ্নেয়ে।—গায়ত্রীং জপতে যন্ত দ্বৌ কালৌ ব্রাহ্মণঃ সদা ।

অসংপ্রতিগৃহীতাপি স যাতি পরমাং গতিং ॥

যে ব্রাহ্মণ প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে গায়ত্রী জপ করেন,
তিনি অসংপ্রতিগৃহীতা হইলেও পরমা গতি প্রাপ্ত হন ।

গায়ত্রীব্যাখ্যা যথা—তৎ তস্য ভর্গঃ তেজঃ ধীমহি চিস্তয়ামঃ ।
কিস্তু তস্য ? সবিতুঃ সর্বভূতানাং প্রসবিতুরিত্যর্থঃ । তথা চ
যাজ্ঞবল্ক্যঃ—“সবিতা সর্বভূতানাং সর্বভাবান্ প্রস্থয়তে । সবনাং
প্রেরণাচ্চৈব সবিতা তেন চোচ্যতে ॥” পুনঃ কিস্তু তস্য ? দেবস্য
দীপ্তিক্রীড়াযুক্তস্য । তথা চ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—“দীপ্যতে ক্রীড়তে
যস্মাৎ রোচতে দ্যোততে দিবি । তস্মাদেব ইতি প্রোক্তঃ
সূর্যতে সর্বদৈবতৈঃ ॥” কিস্তু তং ? যো ভর্গো নোহস্মাকং
ধিয়ঃ বুদ্ধিবৃত্তীঃ প্রচোদয়াৎ প্রেরয়তি, ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু অস্মাকং
বুদ্ধিং যো ভর্গো নিযোজয়তীত্যর্থঃ । তথা চ স এব যাজ্ঞবল্ক্যঃ—
“চিস্তয়ামো বয়ং ভর্গং ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ । ধর্ম্মার্থ-

চতুষ্টিকলা বিদ্যা সৰ্বপাপপ্রণাশিনী । জপারম্ভে চ গায়ত্রী-
জপাস্তে কবচং পঠেৎ । গোত্রী-ব্রহ্মবধাদীনি মিত্রজোহাদি-

কামমোক্ষেষু বুদ্ধিবৃত্তীঃ পুনঃ পুনঃ ॥” তথাহি ভর্গশব্দেন বহু-
বিধান্নযুক্তঃ স বিত্বনগুণমধ্যগত-আদিত্যদেবতাস্বরূপপুরুষ উচ্যতে ।
তথাচ সএব—“ব্রাজতে দীপ্যতে ষম্মাজ্জগদন্তে হরতাপি ।
কালাগ্নিরূপমাস্থায় সপ্তার্চিঃসপ্তরশ্মিভিঃ ।। ব্রাজতে তৎস্বরূপেণ
তস্মাদ্ভর্গঃ স উচ্যতে ॥ ভেতি ভাসয়তে লোকান্ রেতি
রঞ্জয়তে প্রজাঃ । গ ইত্যাগচ্ছতেহজস্রং ভরগো ভর্গ
উচ্যতে ॥ অয়মেব তু ভর্গো বহিরাকাশে সূর্য্যমণ্ডলান্তঃস্থোপি
সকলপ্রাণিনাং হৃদয়মধ্যে জীবভূতঃ প্রতিবসতি । তথাচ
সএব ।—“আদিত্যাস্তর্গতং তচ্চ জ্যোতিবাং জ্যোতিরুত্তমং ।
হৃদয়ে সৰ্বভূতানাং জীবভূতঃ স তিষ্ঠতি ॥” তথা—
“হৃদ্যোগ্নি তপতি হেব বাহে সূর্য্যস্য চান্তরে । অগ্নৌ বা
ধূমকেতৌ চ জ্যোতিশ্চিত্রকরঞ্চ যৎ ॥” প্রাণিনাং হৃদয়ে জীব-
রূপতয়া য এব ভর্গস্তিষ্ঠতি স এব আকাশে আদিত্যমধ্যে
পুরুষরূপতয়া বিদ্যতে, অতো অনয়োর্ভেদো নাস্ত্যেব । তথাপি
‘ধিয়ৌ যো নঃ প্রচোদয়াৎ’ প্রাণিনাং বুদ্ধিপ্রেরকত্বাৎ যো হৃদ-
বর্তী স এব চিন্তনীয়ঃ অরন্ত বিশেষঃ । সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্তীভর্গেণ
সহ একীভূতচিন্তনীয়ঃ । পুনঃ কিস্তু তং ভর্গং ? বরেণ্যং বরণীয়ং
প্রার্থনীয়ং জন্মমৃত্যু-দুঃখাদিনাশায় ধ্যানেনোপাসনীয়মিত্যর্থঃ ।
তথাচ স এব—“বরেণ্যং বরণীয়ঞ্চ জন্মসংসারভীরুভিঃ । আদি-
ত্যাস্তর্গতং যচ্চ ভর্গাখ্যং বৈ মুমুকুভিঃ । জন্মমৃত্যুবিনাশায়
দুঃখস্যঃ ত্রিবিধস্য চ । ধ্যানেন পুরুষো যন্ত দ্রষ্টব্যঃ সূর্য্যমণ্ডলে ॥”

পাতকৈঃ । মৃত্যতে সৰ্ব্বপাপেভ্যঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥ ইতি
শ্রীব্রহ্মনারদসংবাদে গায়ত্রীকবচং সমাপ্তঃ ॥ ওম্ তৎ সদিত্যাदि ॥

পুংঃ কিস্তুতঃ স ভৰ্গঃ ? ভূভুবস্বরিত্তি ভূলোকান্তরিক্সলোক-
স্বৰ্গলোকান্তস্বরূপোপি স এব, দেবতাস্বক ভৰ্গ ইত্যর্থঃ ॥

অর্থাৎ আমরা সেই দেবতার ভৰ্গ (তেজঃ) চিন্তা করি।
ঐ দেবতা সকল ভূতের প্রসবকর্তা, এই জন্যই তাহাকে সবিতা
কহে।) এবং সৰ্বদা দীপ্তি ও ক্রীড়ায়ুক্ত। (হৃদয়াকাশে দ্যোত-
মান বলিয়াই তাহাকে দেবতা কহে।) ঐ ভৰ্গ (তেজঃ) আমা-
দিগের বুদ্ধিবৃত্তিকে ধর্মকামার্থ-মোক্ষরূপ চতুর্সর্গে প্রেরণ
(নিয়োজিত) করিতেছেন। (এই সমস্ত বিশেষণ দ্বারা
স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, সর্বভূতাস্বরূপ সবিতৃমণ্ডলমধ্যগত
আদিত্য-দেবতারূপী পুরুষই ভৰ্গ শব্দের অর্থ। ভূজিধাতুর
অর্থ পাক, যেহেতু তিনি সকল পদার্থকে পাক করেন, পুণ্যের
ফলও নিষ্পাদন করেন এবং সৰ্বদা ভ্রাজমান (দেদীপ্যমান)
ধাকিরা গ্লানকালে কালাধিরূপ গ্রহণ করত সপ্ত-রশ্মিসংযুক্ত
হইয়া জগৎ হরণ করেন, এই হেতু উক্ত তেজকে ভৰ্গ কহে।)
সকলকে প্রকাশিত করেন, এই জন্ত তাহাকে 'ভ' কহে।
[ভাসি ড] সকলকে রাগাবিত করেন, এই জন্ত তাহাকে 'র'
কহে। সৰ্বদা গমন করেন, এই জন্য 'গ' কহে; [গম ড]।
পশ্চাৎ উক্ত তিন পদের প্ৰবোধরাদির ন্যায় এখন এই সমস্ত
বিশেষণ দ্বারা বোধ হইতেছে যে, সর্বভূতাস্বরূপ সবিতৃমণ্ডল-
মধ্যগত আদিত্য-দেবতারূপী পুরুষই ভৰ্গশব্দের অর্থ।

অপিচ,—ওঙ্কারকেই প্রণব বা নাদ কহে। গায়ত্রীর

অথ গায়ত্রীশাপোদ্ধারঃ ।

অশ্রু ব্রহ্মশাপবিমোচনমন্ত্রশ্রু ব্রহ্মঋষিঃ কামহুবা গায়ত্রীচ্ছন্দো
ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরানাং বীজা ভুক্তিমুক্তিপ্রদা ব্রহ্মানুগৃহীতা গায়ত্রী-
শক্তির্দেবতা ব্রহ্মশাপবিমোচনার্থজপে বিনিয়োগঃ । ওঁ গায়ত্রী স্বং
ব্রহ্মাধ্যাপাসিতা যজ্ঞপং ব্রহ্মবিদো বিহস্তাং পশুন্তি ধীরাঃ স্তমনসা
বাচামগ্রতো গায়ত্রী স্বং ব্রহ্মশাপাধিমুক্তা ভব ॥১॥ অশ্রু বিশ্বামিত্র-
শাপবিমোচনমন্ত্রশ্রু নূতনসৃষ্টিকর্তা বিশ্বামিত্রঋষির্কাগ্ধহা গায়ত্রী-

আদিতে ও অন্তে এই প্রণব পাঠ করিতে হয়। অ+উ+ম=
ওঁ । অর্থাৎ অ, উ, ম এই বর্ণত্রয় মিলিত হইয়া ওঁ হইয়াছে ।
ওঁ শব্দের অর্থ সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারাত্মক ব্রহ্মা-বিষ্ণু রুদ্ররূপ
ত্রিগুণাত্মক পরব্রহ্ম । যিনি দিবাকরমণ্ডলাভ্যন্তরে তৎপ্রকা-
শক আদিত্যদেবস্বরূপ পরমপুরুষরূপে বিরাজিত আছেন, তিনিই
জীবের হৃদয়কমলে জীবাত্মাকারে প্রকাশমান হইতেছেন, এই
অভেদজ্ঞান দ্বারা (দেবশ্রু) দীপ্তি ও ক্রীড়াবিশিষ্ট, (সবিতুঃ)
সর্বভূতপ্রসবকারী সূর্য্যের (ভূভূবঃ স্বঃ) পৃথ্বী অন্তরীক্ষ ও স্বর্গ
এই ত্রিভুবনস্বরূপ (বরেণ্যঃ) জননমরণভীতিবিদূরগার্থ উপাস্য
(তৎভর্গঃ) সেই ভর্গনামক ব্রহ্মস্বরূপ যে জ্যোতিঃ, তাহাই
আমি (ধীমহি) চিন্তা করি । (যো) যে ভর্গ সর্বাস্তর্ধানী
জ্যোতিরূপী পরমেশ্বর (নঃ) সংসারী আমাদিগের (ধিযঃ) বুদ্ধি-
বৃত্তিকে (প্রচোদয়াৎ) ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ চতুর্ভুগে নিরন্তর
প্রেরণ করাইতেছেন । (এই প্রকারে অবৈতভাবে গায়ত্রীজপ
করত ব্রহ্মের আরাধনা করিলে নিশ্চয়ই পাতকপুঞ্জ বিধস্ত হইয়া
আধ্যাত্মিকভাবে উন্নতি হয় ।)

ছন্দো বিশ্বামিত্রানুগৃহীতা গায়ত্রীশক্তির্দেবতা বিশ্বামিত্রশাপ-
বিমোচনে বিনিয়োগঃ । ওঁ গায়ত্রী স্বং ভজাম্যগ্নিমুখীং বিশ্বগৰ্ভা
ঘৃহুত্বা দেবাশ্চক্রিরে বিশ্বসৃষ্টিং কল্যাণীমিষ্টকরীং প্রপদ্যে যম্মু-
খান্নিস্থতাখিলবেদগৰ্ভা গায়ত্রী স্বং বিশ্বামিত্রশাপাদ্বিমুক্তা ভব ॥২॥
অস্য শ্রীবশিষ্ঠশাপবিমোচনমন্ত্রস্য নিগ্রহানুগ্রহকর্তা বশিষ্ঠঋষি-
র্বিখোন্ত্বা গায়ত্রীছন্দো বশিষ্ঠানুগৃহীতাগায়ত্রীশক্তির্দেবতা
বশিষ্ঠশাপবিমোচনে বিনিয়োগঃ । ওঁ সোহমর্কমহং জ্যোতি-
রর্কজ্যোতিরহং শিবঃ । শিবজ্যোতিরহং বিষ্ণুঃ সর্বজ্যোতিরসৌ
মুহুঃ । অহো দেবী মহাদেবী দেবী সন্ধ্যা সরস্বতী । অজরে
অমরে চৈব হ্রীং হ্রীং গায়ত্রী স্বং বশিষ্ঠশাপাদ্বিমুক্তা ভব ॥

তান্ত্রিকীসন্ধ্যা । *

আচমনং ।

“ওঁ আশ্রিতস্য স্বাহা, ওঁ বিদ্যাতস্য স্বাহা, ওঁ শিবতস্য স্বাহা ।”

* বৈদিক কৰ্ম্মের পরে ক্রমান্বয়ে প্রতিদিন তান্ত্রিক কৰ্ম্মের
অনুষ্ঠান করাই বিপ্রগণের কর্তব্য । সন্ধ্যাকাল অতীত হইলে
দশধা দেবতার গায়ত্রী জপ করত সন্ধ্যারস্ত করিতে হয় ।
অশৌচাদি হইলেও প্রাণায়াম হইতে নমস্কার যাবৎ সাদ্র মূল-
মন্ত্র জপ করা এবং শিব ও কালী প্রভৃতি ইষ্টদেবতার অর্চনা
করা অবশ্য বিধেয় । শক্তিবিশয়ক সাধারণ সন্ধ্যার যে প্রণালী
এই স্থলে প্রদর্শিত হইল, প্রায় সমস্ত সন্ধ্যাই এইরূপ পদ্ধতিতে
করিতে হয় ; তবে যে কিছু প্রভেদ আছে, তাহা গুরুসকাশে
জ্ঞাত হইতে হয় ।

এই তিনটী মন্ত্র দ্বারা তিনবার জল পান করত আচমন পূর্বক মুখ প্রভৃতি স্পর্শ করিতে হয়। তৎপরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে জলগুদ্ধি করিবে ; যথা।—

“ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব শ্রোদাবরি সরস্বতি। নর্ষদে সিদ্ধু কাবেরি জলেহস্মিন্ সন্নিধিঃ কুরু।”

অনন্তর ধেনুমুদ্রা * দেখাইয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ করত তত্ব-মুদ্রাযোগে † বারত্সর ভূতলে ও সাতবার শিরঃপ্রদেশে জলের ছিটা দিতে হয়। তদনন্তর মূলমন্ত্র দ্বারা প্রাণায়াম ও বড়ঙ্গভাগ করত বামহস্ততলে জল গ্রহণ করিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা আবরণ পূর্বক “হং ষং বং লং রং” এই মন্ত্র বারত্সর উচ্চারণ করিবে এবং বামহস্তাঙ্গুলী-বিনির্গত ঐ জল প্রত্যেকবারে মূলমন্ত্রোচ্চারণ সহকারে তত্বমুদ্রাযোগে শিরঃপ্রদেশে সাতবার দিবে ; অবশিষ্ট জল দক্ষিণহস্ততলে গ্রহণ পূর্বক আঘ্রাণ করিয়া অন্ত্রমন্ত্রে অর্থাৎ

* ধেনুমুদ্রা যথা,—কুতাঞ্জলি হইয়া বামহস্তাঙ্গুলীর রন্ধু- (ফাঁক) চতুর্দৈর্ঘ্যের মধ্যে দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জুন্যাঙ্গুলি চারিটা অঙ্গুলী প্রবেশিত করত বামকরের মধ্যমাতে দক্ষিণ করের তর্জ্জুনী ও দক্ষিণ হাতের মধ্যমাতে বামহাতের তর্জ্জুনী যোগ করিবে। পরে দক্ষিণ হাতের অনামিকাতে বাম হাতের কনিষ্ঠা এবং বামহাতের অনামিকাতে দক্ষিণ হাতের কনিষ্ঠা যোগ করিবে। ইহারই নাম ধেনুমুদ্রা।

† তত্বমুদ্রা,—দক্ষিণ হস্ত অধোমুখ করিয়া উহার মধ্যমাঙ্গুলী ও অনামার অগ্রদেশে অঙ্গুষ্ঠ যোগ করিলেই তাহাকে তত্বমুদ্রা কহে।

“ফট্” এই মন্ত্রে ভূতলে নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর হস্ত ধৌত করত বৈদিক আচমন পূর্বক দেবতার গায়ত্রী উচ্চারণ সহকারে তিনবার জল দিবে আর প্রত্যেককে বারত্ৰয় তর্পণ করিবে । * তর্পণের মন্ত্র যথা,—

* সন্ধ্যাকালে তর্পণ নিষিদ্ধ, কোন কোন ব্যক্তি প্রভাতেও করেন না। এই স্থলে সাধারণের বিদিতার্থ কতিপয় দেবতার গায়ত্রী লিখিত হইল, যথা—

ভূর্গার গায়ত্রী।—মহাদেব্যে বিদ্মহে, ভূর্গায়ৈ ধীমহি, তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ ।

তারার গায়ত্রী।—তারায়ৈ বিদ্মহে, মহোগ্রায়ৈ ধীমহি, তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ ।

কালীর গায়ত্রী।—তারায়ৈ বিদ্মহে, শ্মশানবাসিন্যৈ ধীমহি, তন্নো ঘোরে প্রচোদয়াৎ ।

ভুবনেশ্বরীর গায়ত্রী।—নারায়ণ্যে বিদ্মহে, ভুবনেশ্বর্যৈ ধীমহি, তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ ।

অন্নপূর্ণার গায়ত্রী।—ভগবত্যা বিদ্মহে, মাহেশ্বর্যৈ ধীমহি, তন্নোহন্নপূর্ণে প্রচোদয়াৎ ।

সূর্য্যের গায়ত্রী।—আদিত্যায় বিদ্মহে, মার্ত্তণ্ডায় ধীমহি, তন্নঃ সূর্য্যঃ প্রচোদয়াৎ ।

বিষ্ণুর গায়ত্রী।—ত্রৈলোক্যরক্ষণায় বিদ্মহে, অরায় ধীমহি, তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ ।

শ্রীরামের গায়ত্রী।—দাশরথায় বিদ্মহে, নীতাবল্লভায় ধীমহি, তন্নো রামঃ প্রচোদয়েৎ ।

“ওঁ দেবাংস্তর্পয়ামি, ওঁ ঋষীংস্তর্পয়ামি, ওঁ পিতৃংস্তর্পয়ামি, ওঁ মনুষ্যাংস্তর্পয়ামি, ওঁ গুরুংস্তর্পয়ামি, ওঁ পরমগুরুংস্তর্পয়ামি, ওঁ পরাপরগুরুংস্তর্পয়ামি, ওঁ পরমেষ্ঠীগুরুংস্তর্পয়ামি ।”

প্রথমে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করত তৎপরে “অমুকদেবতাং তর্পয়ামি স্বাহা” বলিয়া বারত্ৰয় তর্পণ করিতে হয়। তদনন্তর দেবতার স্ব স্ব পটল-কথিত আবরণ-দেবতাগণকে এক একবার তর্পণ করিবে। তৎপরে সূর্য্যদেবকে অর্ঘ্য প্রদান করিতে হয়। মন্ত্র যথা,—

“ওঁ হ্রীং হংস মার্ত্ত ঔঠৈরবায় প্রকাশশক্তিসহিতায় ইদমর্ঘ্যং ত্রীসূর্য্যায় স্বাহা ।”

শূদ্রজাতি ও স্ত্রীজাতি নিম্নোক্ত মন্ত্রে সূর্য্যার্ঘ্য দিবে, যথা—
“ঘৃণি সূর্য্য আদিত্য ইদমর্ঘ্যং ত্রীসূর্য্যায় নমঃ ।”

ত্রীগোপালগায়ত্রী।—কৃষ্ণায় বিদ্মহে, দামোদরায় ধীমহি, তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ ।

নারায়ণগায়ত্রী।—নারায়ণায় বিদ্মহে, বাসুদেবায় ধীমহি, তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ ।

গণপতির গায়ত্রী।—তৎপুরুষায় বিদ্মহে, বজ্রভুগায় ধীমহি, তন্নো দন্তী প্রচোদয়াৎ ।

শিবের গায়ত্রী।—তৎপুরুষায় বিদ্মহে, মহাদেবায় ধীমহি, তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ ।

বিপ্রগণ প্রতি গায়ত্রীর প্রথমে প্রণব যোগ পূর্ব্বক উচ্চরণ করিবেন ।

তৎপরে দেবতাকে অর্ঘ্যপ্রদান করিবে। গায়ত্রী পাঠ করিয়া অথবা নিম্নোক্ত মন্ত্রে দেবতাকে অর্ঘ্য দিতে হয়,* যথা—

“সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থায়ৈ অমুকদেবতায়ৈ নমঃ ।”

অনন্তর গায়ত্রীর ধ্যান করিবে। † যথা—

প্রাতে ।—“উদাদ্যাদিত্যসঙ্কশাং পুস্তকাক্ককরাং অরেৎ ।
কৃষ্ণাজিনধরাং ব্রাহ্মীং ধ্যয়েত্তারকিতেহম্বরে ॥”

মধ্যাহ্নে ।—“শ্রামবর্ণাং চতুর্ভাং শঙ্খচক্রলসংকরাং । গদা-
পদ্মধরাং দেবীং সূর্য্যাসনকৃত্যশ্রয়াং ॥”

* বৈষ্ণবগণ সূর্য্যার্ঘ্য দিবার পূর্বে নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রত্যেকে তিন তিনবার তর্পণ করিবে, যথা—

“ও” নারদং তর্পয়ামি নমঃ, ও পর্ব্বতং তর্পয়ামি নমঃ, ও
বিষ্ণুং তর্পয়ামি নমঃ, ও নিশঠং তর্পয়ামি নমঃ, ও উদ্ধবং তর্পয়ামি
নমঃ, ও দারুকং তর্পয়ামি নমঃ, ও বিশ্বক্সেনং তর্পয়ামি নমঃ,
ও শৈলেশ্বরং তর্পয়ামি নমঃ, ও গুরুং তর্পয়ামি নমঃ ।”

এই প্রকারে তিন তিনবার তর্পণ করিয়া ইষ্টদেবতাকে তিনবার তর্পণ করত আবরণদেবতার তর্পণান্তে সূর্য্যার্ঘ্য দিবে।

† এই স্থলে প্রভাত, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন, এই ত্রিকালীন ধ্যানই লিখিত হইল ; কারণ তিন বারেই সন্ধ্যা একরূপ, কেবল ধ্যানের প্রভেদ মাত্র । এস্থলে ইহাও পরিজ্ঞাত থাকা কর্তব্য যে, প্রভাতকালে গায়ত্রীধ্যানকালে কুণ্ডলিনী শক্তিকে মূল্যধারকমলে গলিত-কাঞ্চনরাশিবৎ তরুণতপনপ্রভা ; মধ্যাহ্নকালে হৃদয়পদ্মে কোটিভাস্করসন্নিভা এবং সায়াহ্নসময়ে ক্রম্বয়াভাস্তরে কোটিশশাঙ্কসমপ্রভাবিশিষ্টা চিন্তা করত গায়ত্রীধ্যান করিবে ।

সায়াক্লে ।—“সায়াক্লে বরদাং দেবীং গায়ত্রীং সংস্মরেদ্বতিঃ ।
 শুক্রাং শুক্রাশ্বরধরাং বুধাসনকুতাপ্রয়াং । ত্রিনেত্রাং বরদাং পাশং
 শূলঞ্চ নূকরোটিকাং । সূর্য্যামণ্ডলমধ্যস্থং ধ্যায়েন্দেবীং সমভ্যাসেৎ ।”

এই প্রকারে ধ্যান করিয়া দেবতার গায়ত্রী দশধা জপ
 পূর্ব্বক “গুহ্যাতি” মন্ত্রে জল প্রদান করিতে হয়, যথা—

“ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্ত্রী ত্বং গৃহাণাম্মাকৃতং জপং । সিদ্ধি-
 র্ভবতু সে দেবি ত্বংপ্রসাদান্নহেশ্বরি ॥”

(পুংদেবতা হইলে নিম্নলিখিতরূপে মন্ত্র পাঠ করিতে হয়,
 যথা—

ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা ত্বং গৃহাণাম্মাকৃতং জপং । সিদ্ধির্ভবতু
 মে দেব ত্বংপ্রসাদান্নহেশ্বর ॥” (অথবা “ত্বংপ্রসাদাং সুরেশ্বর ।”)

অনন্তর “রং” এই মন্ত্র দ্বারা শিরোদেশে জল প্রদান পূর্ব্বক
 কুতাজ্জলি হইয়া যথাক্রমে বামনেত্রপ্রান্ত, দক্ষিণ-নেত্রপ্রান্ত ও
 ললাটদেশ স্পর্শ করত প্রণাম করিবে, যথা—

(বামে)—“ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ
 পরাপরগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমোষ্টিগুরুভ্যো নমঃ ।” (দক্ষিণে)—
 “ওঁ গণেশায় নমঃ ।” (মধ্যে)—“ওঁ অমুকদেবায় নমঃ ।”

অবশেষে প্রাণায়াম, শ্বাসাদিন্যাস, করান্ন্যাস প্রভৃতি
 সম্পাদন পূর্ব্বক দেবতার ধ্যান করত একশত আটবার বা
 সহস্রবার মূলমন্ত্র জপ করিবে। * পরে “গুহ্যাতি” মন্ত্রে জল

* সাধারণের বিদিতার্থ এই স্থলে জপের বিধান লিখিত
 হইল, যথা—“জপের স্থান নির্জন হওয়া চাই। অথবা যেখানে
 মনের একাগ্রতা জন্মে, তথায় জপ করিতে পারে। সুখাসনে

প্রদান পূর্বক পুনর্বার প্রাণায়াম করত দেবতার প্রণামমন্ত্রে দেবতাকে এবং গুরুপ্রণামমন্ত্রে গুরুদেবকে নমস্কার করিবে। গুরুপ্রণামমন্ত্র যথা,—

বসিয়া জপ করিবে। জপের আদিতে প্রাণায়াম করিতে হয়। দক্ষিণ হাতের তর্জ্জীদি চারিটা অঙ্গুলী পরস্পর লগ্ন করিবে এবং বক্ষঃস্থলের নিকটে বস্ত্রাভ্যন্তরে স্থাপন পূর্বক তৎপৃষ্ঠে বাম হস্ত উক্তভাবে রাখিবে। পরে সংযত মনসে হৃদয়কমলে পূজিত দেবতাকে ধ্যান পূর্বক মন্তুকস্থিত গুরু ও মন্ত্রসহ দেবতার ঐক্য করিয়া জপ করিবে। জপকালে মন্ত্র একরূপভাবে উচ্চারণ করিবে যেন, অত্র কাহারও শ্রুতি-গোচর না হয় এবং স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করিবে। অধিকন্তু মন্ত্রোচ্চারণ দ্রুত বা অতি বিলম্বে না হয়। অক্ষমালাতে জপ করাই প্রশস্ত। তাহার অভাবে অনামিকার মূল পর্বত্রয়, কনিষ্ঠার পর্বত্রয়, অনামা ও মধ্যমার অগ্র দুইপর্ব এবং তর্জ্জ-নীর পর্বত্রয়, এই দশ স্থলে ক্রমান্বয়ে অঙ্গুষ্ঠের অগ্র দ্বারা জপ করিবে। জ্বীদেবতা হইলে তর্জ্জনীর পর্বত্রয় পরিত্যাগ করিয়া মধ্যমার তিনপর্ব ও তর্জ্জনীর মূলপর্ব যাবৎ দশস্থলে জপ করিবে। এই প্রকার জপের প্রতি দশবার হইলে উক্তরূপ নিয়মে বাম হাতের পর্বে একবার জপ করা হইবে। এইরূপে বামকরে দশবার পূর্ণ হইলেই জানিবে যে শতসংখ্যা পূর্ণ হইল। অষ্টাদশবার বা একশত আটবার ইত্যাদিরূপ অষ্টাধিক করিয়া জপ করাই বিধেয়। শক্ত্যনুসারে ঐরূপে জপ করিবে। শিবার্চনা প্রভৃতিতে সচরাচর দশবার জপই ব্যবহৃত হয়।

“ওঁ অথগুমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং । তৎপদং
 দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ওঁ গুরুব্রহ্মা গুরুবিষ্ণু-
 গুরুদেবো মহেশ্বরঃ । গুরুরেব পরং ব্রহ্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
 ওঁ অজ্ঞানতিমিরাক্ষস্য জ্ঞানাজ্ঞনশলাকয়া । চক্ষুরুন্মীলিতং যেন
 তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥”

ইতি তান্ত্রিকী সন্ধ্যা ।

জপাবসানে “গুহ্যতি” মন্ত্রে হস্তে কিঞ্চিৎ জল গ্রহণ পূর্বক
 গোষোনি মুদ্রা দ্বারা জপফল সমর্পণ করত পুনর্বার প্রাণায়াম
 করিতে হয়। পুংদেবতা হইলে দক্ষিণ করে এবং স্ত্রীদেবতা
 হইলে বাম করে জল লইয়া জপফল সমর্পণ করিবে। অপকালে
 দস্ত বিকাশ করিতে নাই এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিও স্পন্দন করিবে
 না। (সাধারণের বিদিতার্থ উল্লিখিত গোষোনিমুদ্রাও এই স্থলে
 বিবৃত হইল, যথা—দক্ষিণ হস্তের মুষ্টির কনিষ্ঠামূলে যে সঙ্কুচিত
 স্থল, তাহারই নাম গোষোনিমুদ্রা অর্থাৎ দক্ষিণ হাত মুষ্টিবদ্ধ
 করিলে কনিষ্ঠাঙ্গুলীর মূলে যে সঙ্কুচিত স্থল দৃষ্ট হয়, তাহাকেই
 গোষোনিমুদ্রা কহে।)



পূর্বাঙ্কৃত্য ।

রাত্রি সাড়ে চারি ঘটিকা হইতে প্রভাত ছয়টা পর্য্যন্ত
প্রাতঃকৃত্যের সময় । তৎপরে দিনকৃত্যের আরম্ভ । দিনকৃত্যের
প্রথমে অর্থাৎ বেলা ছয়টা হইতে সাড়ে সাতটা পর্য্যন্ত প্রথম-
যামার্কে দেবায়তন-মার্জনাदि, গুরু ও মঙ্গলদ্রব্য দর্শন, কেশ-
প্রসাধন, দর্পণে মুখদর্শন,* ও পূজাচর্যন করিবে । যথা—

দেবগৃহমার্জনাदि । *

(তত্র মার্জনং ।)

বরাহপুরাণে,—“যাবৎকানি প্রহারাণি ভূমিসংমার্জনে দহুঃ ।

তাবদ্ব্যসহস্রাণি শাকদ্বীপে মহীয়তে ।”

মার্জনী দ্বারা দেবমন্দিরে যতগুলি প্রহার করা যায়, মার্জন-
কর্তা ততসহস্রবর্ষ শাকদ্বীপে সুখভোগ করে ।

নারসিংহে ।—“নরসিংহগৃহে নিত্যং যঃ সংমার্জনমাচরেৎ ।

সমস্তপাপনিশ্চুক্তো বিষ্ণুলোকে স মোদতে ।”

নরসিংহমন্দিরে সম্মার্জন করিলে সে ব্যক্তি সর্বপাপে মুক্ত
হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করে ।

বিষ্ণুধর্মোত্তরে ।—

“সংমার্জনন্ত যঃ কুর্যাৎ পুরুষঃ কেশবালয়ে ।

রজস্তমোভ্যাং নিশ্চুক্তঃ স ভবেন্নাত্র সংশয়ঃ ।

* দেবগৃহমার্জনাदि বলিতে দেবমন্দির সংমার্জন, সংস্কার,
টপলেপন, অভ্যক্ষণ, ধ্বজপতাকাদি আরোপণ, কদলীস্তম্ভা-
রোপণ, পীঠপাত্র ও বস্ত্রাদি সংস্কার প্রভৃতি বুঝিতে হইবে ।

পাংশুনাং যাবতাং রাজন্ কুর্য্যাং সংমার্জ্জনং নরঃ ।

তাবস্ত্যাকানি স সূখী নাকমাসাদ্য মোদতে ॥”

যে ব্যক্তি মন্দির সংমার্জ্জন করে, সে রজস্তুমঃশূণ্ণ হইয়া মুক্ত হয় সন্দেহ নাই । সংমার্জ্জনকালে যত সংখ্য ধূলিকণ মার্জ্জিত হয়, তত বর্ষ সেই ব্যক্তি স্বর্গে আনন্দ ভোগ করে ।

(তত্র সংস্কারঃ ।)

স্কান্দে ।—

“আচম্য বিধিবদ্ভ্রক্ষন্ মার্জ্জয়েদেবমন্দিরং ।

শুদ্ধং গোময়মাদায় ততো মৃৎস্নাং জলং তথা ।

ভক্ত্যা তৎপরিতো লিম্পেৎ অভ্যক্ষেচ্চ তদঙ্গনং ॥”

আচমন পূর্ব্বক বিধানে দেবমন্দির মার্জ্জন করিবে । বিগুহ্ব গোময়, মৃত্তিকা ও জল এই সমস্ত দ্বারা ভক্তিসহকারে লেপন করিয়া তৎপরে অভ্যক্ষণ করিবে ।

(উপলেপনং ।)

নৃসিংহপুরাণে ।—

“গোময়েন মুদা তোরৈর্যঃ কুর্য্যাহপলেপনং ।

চাক্ষায়ণফলং প্রাপ্য বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥”

গোময় ও জল দ্বারা দেবমন্দির উপলেপন করিলে সে ব্যক্তি চাক্ষায়ণফল প্রাপ্ত হয় এবং অস্তিমে বিষ্ণুলোকে গৌরবান্বিত হইয়া থাকে ।

বরাহপুরাণে—

“গোময়ং গৃহ্ণ বৈ ভূমি মম বেষ্ণোপলেপয়েৎ ।

যাবতস্ত পদাংস্তত্র সমস্তাহপলেপয়েৎ ।

তাবদ্বর্ষসহস্রাণি মন্ত্ৰতো জায়তে তথা ॥”

ভগবান্ হরি পৃথিবীকে সযোজন করিয়া বলিয়াছিলেন,
হে পৃথিবি ! গোময় গ্রহণ পূর্বক আমার মন্দির লেপন করিবে ।
চারিদিকে ষত সংখ্য পদ উপলেপন করিবে, তত সহস্রবর্ষ
মন্তক হইয়া জন্ম গ্রহণ করিবে ।

“সমীপে যদি বা দূরে যশ্চালয়তি গোময়ং ।

বাবস্ত্রস্ত পদাগ্রাণি তাবৎ স্বর্গে মহীয়তে ।

শাল্মলৌ তৎপরিভ্রষ্টো রাজা ভবতি ধার্মিকঃ ।

মন্তকশৈব জায়েত সর্বশাস্ত্রবিশারদঃ ।

যশ্চালেপয়তে ভূমিং গোময়েন দৃঢ়ব্রতঃ ।

তস্ত দৃষ্টান্নলেপস্ত মম তুষ্টিঃ প্রজায়তে ॥”

দেবমূর্তির সমীপে বা দূরে যে ব্যক্তি গোময় লেপন করে,
তদীয় ষতসংখ্য পদাগ্র লেপিত হয়, তত সহস্র বর্ষ সেই ব্যক্তি
স্বর্গলোকে গৌরবান্বিত হয় । তৎপরে সে ব্যক্তি স্বর্গ হইতে
পরিভ্রষ্ট হইয়া শাল্মলি দ্বীপে জন্মগ্রহণ করে এবং পরমধার্মিক,
হরিভক্ত ও সর্বশাস্ত্রবিশারদ হয় । যে ব্যক্তি দৃঢ়ব্রত হইয়া গোময়
দ্বারা দেবমন্দির লেপন করে, তাহার সেই অন্মলেপন দর্শনে
হরি স্বয়ং তুষ্ট হইয়া থাকেন । প্রভু নিজমুখে এই কথা
বলিয়াছেন ।

বিষ্ণুধর্মোত্তরে ।—

“কৃত্বোপলেপনং বিষ্ণোর্নরস্থায়তনে সদা ।

গোময়েন শুভালোকানবত্বাদেব গচ্ছতি ॥”

যিনি গোময় দ্বারা হরিমন্দির লেপন করেন, তিনি অবহেলে
শুভলোক প্রাপ্ত হন সন্দেহ নাই ।

“হস্তপ্রমাণং ভূভাগমনুলিপ্য প্রযত্নতঃ ।

দেবরামাশতং নাকে লভতে সততং নরঃ ॥”

যত্ন সহকারে দেবমন্দিরের হস্তপ্রমাণ স্থান গোময় দ্বারা লেপন করিলে সে ব্যক্তি স্বর্গে গমন পূর্বক শতসংখ্য দেবনারী প্রাপ্ত হয়।

“যাবন্তি জলবিন্দুনি লিপ্যমানশ্চ সূন্দরি ।

তাবদ্বর্ষসহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥”

ভগবান্ হরি ধরণীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, হে সূন্দরি ! লেপনকালে যতসংখ্য জলবিন্দু নিপতিত হয়, তত সহস্রবর্ষ সেই লেপনকর্তা স্বর্গলোকে সুখভোগ করে।

“যাবন্তো বিন্দবঃ কেচিৎ পানীয়শ্চ বস্করে ।

তাবদ্বর্ষসহস্রাণি ক্রৌঞ্চদ্বীপে মহীয়তে ।

ক্রৌঞ্চদ্বীপাৎ পরিভ্রষ্টঃ সর্বধর্ম্মপরায়ণঃ ।

সর্বসঙ্গান্ পরিত্যজ্য মম লোকঞ্চ গচ্ছতি ॥”

হে বস্করে ! লেপনকালে যতসংখ্য পানীয়বিন্দু নিপতিত হয়, তত সহস্র বর্ষ সে ব্যক্তি ক্রৌঞ্চদ্বীপে পূজিত হয়। পরে ক্রৌঞ্চ দ্বীপ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া সর্বসঙ্গ বিসর্জন পূর্বক সর্বধর্ম্মপরায়ণ হইয়া মদীয় লোকে গমন করে।

দূতান্ প্রতি যমানুশাসনং ।—

“সংমার্জনং যঃ কুরুতে গোময়েনোপলেপনং ।

করোতি ভবনে বিষ্ণোস্ত্যাজ্যং তেবাং কুলত্রয়ং ॥”

যমরাজ কোন সময়ে তদীয় দূতগণকে বলিয়াছিলেন যে, হে দূতগণ ! যে ব্যক্তি গোময় দ্বারা দেবমন্দির লেপন করে,

তামরা তাহাদিগের কুলত্বয় পরিত্যাগ করিবে অর্থাৎ তাহাদিগকে কদাচ আমার আশ্রয়ে আনয়ন করিও না ।

(অভ্যক্ষণঃ ।)

“অভ্যক্ষণস্ত যঃ কুর্য্যাৎ দেবদেবাজিরে নরঃ ।

সর্বপাপবিনিমুক্তো বাক্ষণং লোকমশ্নতে ॥”

যে ব্যক্তি দেবমন্দির অভ্যক্ষণ করে, সে সর্বপাপে মুক্ত হইয়া বাক্ষণলোকে প্রয়াণ করে ।

অপি চ শাস্ত্রান্তরে—

“অভ্যক্ষণস্ত যঃ কুর্য্যাৎ পানীয়েন সুরালয়ে ।

স শাস্ত্রতাপো ভবতি নাত্র কার্য্য বিচরণা ॥”

যে ব্যক্তি জল দ্বারা দেবায়তন অভ্যক্ষণ করে, সে ব্যক্তি আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আবিদৈবিক এই ত্রিবিধ তাপ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া থাকে সন্দেহ নাই ।

(ধ্বজারোপণঃ ।)

স্কান্দে ।—

“ততো ধ্বজপতাকাদি বিজ্ঞাস্য দেবমন্দিরে ।

ভূষয়েদ্বিধিবত্তচ্চ ভক্তিমান্ বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥”

তদনন্তর দেবমন্দিরে ধ্বজপতাকাদি বিজ্ঞাস করিতে হয় । জিতেন্দ্রিয় ও ভক্তিমান্ হইয়া বিধানে ধ্বজপতাকাদি দ্বারা দেবমন্দির বিভূষিত করিবে ।

“ধ্বজমারোপষেদ্যন্ত প্রাসাদোপরি ভক্তিতঃ ।

তন্ত ব্রহ্মপদে বাসঃ ক্রীড়তে ব্রহ্মণা সহ ॥”

ভক্তি সহকারে দেবপ্রাসাদোপরি ধ্বজারোপণ করিলে তাহার ব্রহ্মপদে বাস হয় এবং সে ব্রহ্মার সহিত ক্রীড়া করে ।

“পাতকৈৰ্ব্বা মহাপাপৈরুপপাতকৈরেব চ ।

প্রমুচ্যাতে ধ্বজং কৃত্বা যত্নতো দেবমন্দিরে ॥”

যত্ন সহকারে দেবমন্দিরে ধ্বজারোপণ করিলে সেই ব্যক্তি পাপ, মহাপাপ ও উপপাপ সমস্ত হইতে মুক্তি পাত করে ।

বৃহন্নারদায়ে ।—

“যঃ কুর্য্যাৎ বিষ্ণুভবনে ধ্বজারোপণমুত্তমং ।

স পূজ্যতে বিরঞ্চ্যাদৈব্যঃ কিমনৈর্বার্ষহুভাষিতৈঃ ॥”

যিনি বিষ্ণুমন্দিরে অভ্যুত্তম ধ্বজারোপণ করেন, অধিক কি বলিব, তিনি ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্তৃক পূজিত হইয়া থাকেন ।

“আরোপিতং ধ্বজং দৃষ্ট্বা যেহভিনন্দন্তি ধার্ম্মিকাস্ ।

তেহপি সদ্যো বিমুচ্যন্তে হ্যপপাতককোটিভিঃ ॥

দেবমন্দিরে ধ্বজারোপণ দর্শন পূর্বক যে সমস্ত ধার্ম্মিক আনন্দ প্রকাশ করেন, তাঁহারা সদ্য কোটি কোটি উপপাতক হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকেন ।

(পতাকারোপণং ।)

“দেবালয়ং যঃ কুরুতে পতাকাভিবিভূষিতং ।

ইহলোকে স্মৃৎ স্থিত্বা বায়ুলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥”

যে ব্যক্তি পতাকা দ্বারা দেবমন্দির বিভূষিত করে, সে ইহলোকে স্মৃৎ থাকিয়া দেহান্তে বায়ুলোকে প্রস্থিত হয় ।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ।—

“পতাকাঞ্চ শুভাং দত্ত্বা তথা কেশববেশ্মনি ।

বায়ুলোকমবাপ্নোতি বহুনঙ্গগগান্ দ্বিজাঃ ॥

“দোধুয়তে যথা সা তু বায়ুনা কেশবালয়ে ।

তথা তস্যাপি সকলং দেহাৎ পাপং বিধুয়তে ॥”

বিষ্ণুধর্মোত্তরেও লিখিত আছে যে, হরিমন্দিরে শুভকরী পতাকারোপণ করিলে সেই ব্যক্তি বহুবর্ষ ষাৰং বায়ুলোকে অবস্থিতি করে। সেই পতাকা যেমন বায়ুবশে মন্দিরে দোখুয়-মান হয়, সেইরূপ তাহার দেহ হইতেও অখিল পাপপুঞ্জ দূর হইয়া যায়।

(কদলীস্তম্ভারোপণঃ ।)

“দেবালয়ঃ যঃ কুরুতে কদলীস্তম্ভভূষিতং ।

সুরকন্যাশতৈঃ সোপি সেব্যতে ত্রিদশালয়ে ॥”

যিনি কদলীস্তম্ভারোপণ পূর্বক দেবালয় সূশোভিত করেন, তিনি দেহান্তে সুরধামে গমন পূর্বক শত শত দেবনারা কর্তৃক সেবিত হইয়া থাকেন।

(গুরুদর্শনং মঙ্গলদ্রব্যদর্শনঞ্চ ।)

এই প্রকারে দেবগৃহমার্জনাदि করিয়া গুরু ও মঙ্গলদ্রব্য দর্শন করিবে। গুরু ও মঙ্গলদ্রব্য দর্শন করিলে তাহার অতীষ্ট-সিদ্ধি হয় সন্দেহ নাই, যথা।—

“গুরুন্ বীক্ষেত্ততো ধীমান্ পুষ্পানি বিবিধানি চ ।

দেবানাং বিগ্রহাংশ্চৈব সাধবীং পতিপরায়ণাং ।

কদলীস্তম্ভকান্ পূর্ণকুম্ভাদীন্ মালামেব চ ।

অন্ত্যানি যানি দেবেশি মঙ্গলানি শুভানি চ ॥”

তৎপরে গুরু সকল, * নানাবিধ পুষ্প, দেবমূর্তি, পতি-

* এখানে গুরুশব্দে যে মঙ্গলদাতা গুরু বুঝাইবে, তাহা নহে ; মঙ্গলদাতা, বিদ্যাদাতা, পিতা, মাতা, প্রভৃতি সমস্ত গুরুজন বুঝিতে হয়।

পরায়ণা রমণী, কদলীস্তম্ভ, পূর্ণকুম্ভ, মালা প্রভৃতি মঙ্গলদ্রব্য
দর্শন কারাই ধীমান ব্যক্তির কর্তব্য ।

(কেশ প্রসাধনং ।)

তদনন্তর যথাবিধানে কেশপ্রসাধন করিবে । ওঙ্কার ও
গায়ত্রী স্মরণ পূর্বক শিখা বন্ধন করিতে হয় । দক্ষিণমুখ হইয়া
উর্দ্ধভাবে কেশপ্রসাধন করিতে নাই । যথা—

“ন দক্ষিণামুখো নোর্দ্ধিং কুর্য্যাৎ কেশপ্রসাধনং ।

স্বস্তোঁকারঞ্চ গায়ত্রীং নবদ্বীয়াচ্ছিতাস্ততঃ ॥”

(দর্পণে মুখদর্শনং পুষ্পচয়নঞ্চ ।)

“মুখবিম্বং ততো পশ্যেদর্পণে হৃষ্টমাননঃ ।

হৃদি স্মৃত্বা তু দেবেশং পুষ্পাদানাহরেত্ততঃ ॥”

তদনন্তর প্রকৃষ্টাচত্রে দর্পণে আত্মমুখ দর্শন করিয়া হৃদয়ে
ঈশ্বরকে স্মরণ পূর্বক পুষ্পাদি অর্থাৎ পুষ্প, তুলসী ইত্যাদি
চয়ন করিবে ।

“জ্ঞানং কৃত্বা তু যে কেচিৎ পুষ্পং গৃহ্ণন্তি বৈ বিজ্ঞাঃ ।

দেবতাস্তন্ন গৃহ্ণন্তি ভাস্মীভবতি কাষ্ঠবৎ ॥”

যে সকল ব্রাহ্মণ জ্ঞান করিয়া পরে পুষ্পচয়ন করেন, তাঁহা-
দিগের সেই পুষ্প দেবতার প্রার্থন্য গ্রহণ করেন না; উহা কাষ্ঠবৎ
ভাস্মীভূত হয় । *

দ্বিতীয়যামার্ককৃতাং ।

এই প্রকারে প্রথমযামার্কক্রিয়া শেষ করিয়া দ্বিতীয়-যামার্ক

* ইহা মধ্যাহ্নজ্ঞানবিষয়ে জানিবে, অর্থাৎ মধ্যাহ্নজ্ঞানের পর
পুষ্পচয়ন করিতে নাই ।

অর্থাৎ সাড়ে সাতটা হইতে নয়টা পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে বেদাভ্যাস করিবে। যথা।—

“ততোহভ্যাসেদ্বিধানেন বেদান্ বিপ্র অনন্যাধীঃ।”

অর্থাৎ তৎপরে যথাবিধানে অনন্যমনা হইয়া বেদাভ্যাস করিবে। * বেদাভ্যাসই বিপ্রজাতির পক্ষে পরম তপস্যাস্বরূপ। বড়ঙ্গ সহিত বেদাভ্যাসকে ব্রহ্মযজ্ঞ বলা যায়। যথা—

* বেদাভ্যাস পাঁচভাগে বিভক্ত ;—(১) বেদস্মীকরণ, (২) বেদবিচার, (৩) বেদের অভ্যাস, (৪) বেদের জপ এবং (৫) বেদের ধ্যান। গুরুসকাশে শ্রবণকে দেবস্মীকরণ, তর্ক করিয়া আলোচনাকে বেদবিচার, পুনঃ পুনঃ আবৃত্তিকে বেদের অভ্যাস, মানসচিন্তাকে বেদের জপ এবং অধ্যাপনকেই বেদের ধ্যান বলা যায়। এখানে “বেদাভ্যাস করিবে” বলাতে কেবল যে উক্ত পঞ্চধারূপে বেদের আলোচনা বুঝাইবে, তাহা নহে। বেদ ব্যতীত অন্যান্য বেদামূলক শাস্ত্রের আলোচনা ও অভ্যাসাদিও করিবে। তবে যে বিপ্র যে বেদের এবং যে বেদশাখার অন্তর্ভূত, তাহার দৈনিক পাঠ্যাংশ বা স্বাধ্যায় অধ্যয়ন না করিয়া অগ্রে অন্য শাস্ত্রের আলোচনা করিতে নাই। ফলতঃ অসম্মদেশে এখন আর এ নিয়ম নাই ; কারণ আমাদের দেশ হইতে বেদপাঠ এক প্রকার উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। তৎপরিবর্তে এখন গায়ত্রীপাঠ উহার অনুকল্প হইয়াছে। স্বাধ্যায় পাঠ শেষ হইলে তৎপরে স্মৃতি অথবা ধর্ম্মশাস্ত্র এবং বেদশাখা ব্যাকরণাদি অধ্যয়ন করাই বিধেয়। ফল কথা, আর্য্য ঋষিগণ স্মৃতিবিবেচনা করিয়াই শাস্ত্রাধ্যয়নের পক্ষে এই দ্বিতীয়-যামার্ক কালটি নিরূপণ করিয়া

“বেদাভ্যাসো হি বিপ্রাণাং পরমং তপ উচ্যতে ।

ব্রহ্মযজ্ঞঃ স বিজ্ঞেয়ঃ ষড়ঙ্গসহিতশ্চ যঃ ॥”

যথাবিধি বেদাভ্যাসের পর অন্যান্য বিদ্যার আলোচনা করিবে। বিদ্যার তুল্য আদরের বস্তু আর কিছুই নাই। *

গিয়াছেন। কেন না, দেহ পবিত্র, মনোবৃত্তি সতেজ আর নান-সন্ধ্যাদি দ্বারা ঐ সময়ে মনের সম্পূর্ণ উদারতা সাধিত হইয়াছে, এরূপ সুসময়ে শাস্ত্রালোচনা করিলে যে তাহাতে বিশেষরূপে মনঃসংযোগ হইবে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। বিশেষতঃ ঐ সময়ে মেধাশক্তি ও স্মৃতিশক্তির বলবত্তা জন্মে, সুতরাং যাহা কিছু অভ্যাস বা আলোচনা করা যায়, তাহাই উত্তমরূপ স্মরণ থাকে, শাস্ত্রকথিত উদারভাবগুলি হৃদয়কন্দরে স্থান প্রাপ্ত হয় এবং শাস্ত্রচিন্তনজনিত ক্লেশেরও লাঘব হইয়া থাকে। সুতরাং বিশেষ অনুধাবন করিলে স্পষ্টই হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, শাস্ত্রালোচনার পক্ষে এইরূপ উপযুক্ত সময় আর নাই।

* বিদ্যাশিক্ষা করিয়া তদ্বারা জীবিকা অর্জন করিলে অর্থাৎ বেতন গ্রহণ করত ছাত্র পড়াইলে তাঁহার পরলোক বিকল হয় আর বিদ্যা দ্বারা অপরের যশের হানি করিলেও পরলোকে সুগতি হয় না, যথা—

“বশ্চ বিদ্যামাসাদ্য তয়া জীবের তস্য পরলোকে কলপ্রদা ভবতি, যশ্চ-বিদ্যয়া পরেষাং যশো হন্তি ॥”

বিদ্যা শিক্ষা করত বিদ্যার্থীকে তাহা দান অবশ্য কর্তব্য।

যাহা কিছু হইতে বেদার্থ পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তাহারই গৌরব করা কর্তব্য। ফলতঃ বিদ্যা দ্বারা যেমন সুগতি লাভ হয়, কি দান, কি তপঃ, কি যজ্ঞ, কি উপবাস, কি ব্রত, কিছুতেই সেরূপ সুগতির প্রত্যাশা নাই, যথা—

“দানেন তপসা যজ্ঞৈরুপবাসৈব তৈস্তথা ।

ন তাং গতিমপ্যাপ্নোতি বিদ্যায়া যামবাগ্নুয়াং ॥”

তৃতীয়যামার্কিকৃত্যং ।

(অর্থসাধনং ।)

তৎপরে তৃতীয়যামার্কি অর্থাৎ বেলা নয়টা হইতে সাড়েদশ

তাহা না দিলে সেই ব্যক্তি কার্য্যবিঘ্নকারী বলিয়া গণ্য হয় এবং আপনিই আপনার মঙ্গলের দ্বার রুদ্ধ করে। এ বিষয়ে শ্রুতি যথা,—

“বোহহরহরধীত্য বিদ্যামর্থিত্যো ন প্রযচ্চেৎ, স কার্য্যহা
স্তাৎ, শ্রেয়সো দারমাব্গুয়াং ॥”

ইতিহাস-পুরাণাদি গ্রন্থ লিখিয়া দান করিলে বেদপ্রদানের
দ্বিগুণ ফল হইয়া থাকে, যথা—

“ইতিহাসপুরাণাদি লিখিত্বা যঃ প্রযচ্ছতি ।

ব্রহ্মদানসমং পুণ্যং প্রাপ্নোতি দ্বিগুণীকৃতং ॥”

মূর্থতা নিবন্ধন গ্রন্থ লিখিয়া বা পড়িয়া যদি পুনরায় ভুলিয়া
যায়, তাহা হইলে তাহাকে ঘোর নরকে পড়িতে হয়, যথা—

“বিস্মরেচ্চ তথা মৌঢ্যাৎ বোহপি শাস্ত্রমহুভ্রমং ।

স যাতি নরকং ঘোরং অক্ষয়ং ভীমদর্শনং ॥”

যটিকা পর্য্যন্ত পোষ্যবর্ণের জন্য অর্থোপায়ের চেষ্টা করিবে । *

* “মাতা পিতা গুরুভার্য্যা প্রজা দীনাঃ সমাশ্রিতাঃ ।

অভ্যাগতোহতিথিচান্নিঃ পোষ্যবর্ণ উদাহৃতঃ ॥”

মাতা, পিতা, গুরু, দারা, অপত্য, দরিদ্র, আশ্রিত ব্যক্তি, অভ্যাগত ব্যক্তি, অতিথি ও অগ্নি ইহাদিগকেই পোষ্যবর্ণ বলা যায় । পরন্তু অগ্নি কেবল সাময়িক ব্যক্তির পক্ষে জানিবে । পোষ্যবর্ণ সম্বন্ধে মনু একটী বিশেষ কথা বলিয়া গিয়াছেন, যথা—

“বৃদ্ধৌ চ মাতাপিতরৌ সাক্ষী ভার্য্যা সূতঃ শিশুঃ ।

অপ্যাকার্য্যশতং কৃত্বা ভর্তব্য্য মনুরব্রবীৎ ॥”

অর্থাৎ শত অকার্য্য করিয়া ও বৃদ্ধ পিতা মাতা, সাক্ষী ভার্য্যা ও শিশু সন্তানকে পালন করিবে । অনেকের এইরূপ ধারণা আছে যে, শত শত অকার্য্য অর্থাৎ দস্যবৃত্তি, চৌর্য্যবৃত্তি প্রভৃতি করিয়া ও বৃদ্ধ মাতাপিতাদির প্রতিপালন করিতে হয়, কিন্তু তাহা নহে । এখানে “অকার্য্য” শব্দে চৌর্য্যাদি কুক্রিয়া নহে । পোষ্যবর্ণের পরিপালনার্থ ব্রাহ্মণের পক্ষে যেরূপ বৃত্তি অবলম্বনের ব্যবস্থা শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে, তদ্বারা জীবিকা নির্বাহ না হইলে নিম্নশ্রেণীর অর্থাৎ ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাদির বৃত্তি অবলম্বন করিয়াও জীবিকা নির্বাহ করিতে পারে । সাধারণের বিদিতার্থ ব্রাহ্মণের বৃত্তির স্থূল স্থূল মর্ম্ম এই স্থলে লিখিত হইল, যথা—

অধ্যাপনঞ্চাধ্যয়নং যজ্ঞনং যাজনং তথা ।

দানং অতিগ্রহশ্চৈব যটুকর্ম্মাণ্যগ্রজন্মনঃ ॥

পোষ্যবর্গের ভরণপোষণার্থ যত্ন করা যে কর্তব্য, তাহা শাস্ত্রোক্ত
বচনেই প্রমাণীকৃত হইতেছে, যথা—

যগ্নাং তু কৰ্ম্মণাং মধ্যে ত্রাণ কৰ্ম্মাণি জীবিকা ।

যাজনাধ্যাপনে চৈব বিত্তদ্বাচ্চ প্রতিগ্রহঃ ॥”

অথাৎ ব্রাহ্মণের কৰ্ম্ম ছয়টি ;—অধ্যাপন, অধ্যয়ন, যজন,
যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ। তন্মধ্যে যাজন, অধ্যাপন ও সংপ্রতি-
গ্রহ এই তিনটিই তাঁহাদিগের জীবিকা।

“কুৰ্ব্বীদকৃষিবাণিজ্যং প্রকুৰ্ব্বীতাম্বয়ংকৃতং ।

আপংকালে স্বয়ং কুৰ্ব্বন্নৈনসা যুজ্যতে বিজঃ ॥”

বিপ্রেয়া অপরের দ্বারা কৃষি, বাণিজ্য ও কুৰ্ব্বীদগ্রহণ কৰ্ম্ম
চালাইয়াও জীবিকা নির্বাহ করিতে পারেন। বিশেষতঃ
আপংকাল সমুপস্থিত হইলে নিজেও ঐ সমস্ত ক্রিয়া করিতে
পারেন। কৃষিকৰ্ম্মের কথা যাহা উল্লেখ করা গেল, তদ্বিষয়ে
শাস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে যথা—

“অষ্টাগবং ধম্মহলং বড়্গবং জীবিতাথিনাং ।

চতুর্গবং নৃশংসানাং ঐগবং ব্রহ্মঘাতিনাং ॥”

অর্থাৎ আটটি হেলিয়া গরুর দ্বারা সমস্ত দিন হল চালনা
করিলে তাহাকেই ধম্মহল বলা যায় ; জীবিকার্থীরা ছয়টি দ্বারা
হল চালনা করিবে অথাৎ ছয়টি দ্বারা চালাইলে তাহাকে
জীবিকার্থীর হল বলে। চারিটির দ্বারা চালনা করিলে নৃশংসের
হল কহে আর দুইটিমাত্র দ্বারা চালাইলে তাহাকে ব্রহ্মহত্যা-
কারীর হল কহে।

“বহবো বর্ত্তনোপায়্য ঋষিভিঃ পরিকীৰ্ত্তিতাঃ ।

সর্ব্বেষামপি বৈ তেষাং কুৰ্ব্বীদমধিকং বিদুঃ ॥”

“স জীবতি বরশৈচকো বহুভির্যোপজীবতি ।

জীবন্তো মৃতকাস্চাত্তে পুরুষাঃ স্যোদরন্তরাঃ ॥”

অর্থাৎ যে মহান পুরুষ বহুজনের উপজীব্য হয়েন, তাঁহাকেই প্রকৃত জীবিত বলা যায় আর যাহারা কেবল আত্মোদর-পূরণ্য ব্যস্ত, তাহারা জীবিত থাকিলেও মৃতস্বরূপ ।

আর্য্য-ঋষিগণ আপংকালে জীবিকার বহুবিধ উপায় কীৰ্ত্তন করিয়া গিয়াছেন ; তন্মধ্যে কুষীদগ্রহণই শ্রেষ্ঠ ।

ব্রাহ্মণেরা বাণিজ্যও করিতে পারেন, কিন্তু লৌহ, লাক্ষা লবণ ও ছন্ধ এই সমস্ত বস্তুর ব্যবসায় অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয় করিলে দিবসত্রয়মধ্যে শূদ্র প্রাপ্ত হইতে হয়, যথা—

“সদ্যঃ পততি লৌহেন লাক্ষয়া লবণেন চ ।

ত্র্যহেণ শূদ্রীভবতি ব্রাহ্মণঃ ক্ষীরবিক্রয়াং ॥”

এই প্রকারে ক্ষত্রিয়াদি অন্ত্য জাতিরাও স্ব স্ব নির্দিষ্ট ক্রিয় দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিবে । ক্ষত্রিয়াদির কর্ম্ম প্রকীর্ণ অংশে দ্রষ্টব্য । পরন্তু শূদ্রজাতি সকল প্রকার দ্রব্যের ব্যবসায় করিতে পারে ; কিন্তু মধু, চর্ম্ম, সূরা, লাক্ষা, মাংস এই কয় দ্রব্যের ব্যবসায় করিবে না, যথা।—

“বিক্রয়ং সর্ব্ববস্তূনাং কুর্কন্ শূদ্রো ন দোষভাক্ ।

মধু চর্ম্ম সূরাং লাক্ষাং ত্যক্ত্বা মাংসঞ্চ পঞ্চমং ॥”

এই বিধির তাৎপর্য্যে বোধ হয় যে, ঐ সমস্ত বস্তুর ক্রয়, বিক্রয়াদি হেতুবহুলাদি-দোষপূর্ণ বলিয়া শবর, কিরাত, ব্যাধ প্রভৃতি বন্য জাতিকে ছাড়িয়া দেওয়ার জন্যই আর্য্য ঋষিরা বিধি নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন ।

“পাদেন তত্ত্ব পারক্যাং কুর্যাং সঞ্চয়মাশ্রুবান্ ।

অর্দ্ধেন চাত্তভরণং নিত্যং নৈমিত্তিকং তথা ।

পাদস্যার্দ্ধাৰ্দ্ধমস্তিস্য মূলভূতং বিবৰ্দ্ধয়েৎ ।

এবমারভতঃ পুংসশ্চাৰ্থং সাফল্যমুচ্ছতি ॥”

স্ববুদ্ধি ব্যক্তি যথাবিধানে অর্থ উপার্জন করিয়া তাহার এক-চতুর্থাংশ পারলৌকিক হিত সাধনার্থ নিযোজিত করিবে, অর্দ্ধাংশ দ্বারা নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়া সম্পাদন ও আত্মভরণ করিবে এবং অবশিষ্ট এক-চতুর্থাংশের অর্দ্ধাৰ্দ্ধ মূলধনরূপে দ্বিত করিবে। এই প্রকার করিলেই সেই অর্থ সফল লিয়া গণনীয় হয়। এইরূপে তৃতীয়বার্দ্ধকৃত্য * শেষ করিয়া চতুর্থবার্দ্ধকের ক্রিয়া অর্থাৎ বলা সাড়ে দশ ঘটিকা হিতে বারোটা পর্য্যন্ত যাহা যাহা কর্তব্য, তাহা সম্পাদন করিবে।

* প্রাচীন আৰ্য্যঋষিগণ দেড় ঘটিকাকালমাত্র অর্থোপায়ের সময় নিরূপণ করিয়াছিলেন ; বস্তুতঃ পূর্বে ঐ সময়েই তত্তৎ-কার্য্য সম্যক্রূপে সুসম্পন্ন হইত। এখন অহোরাত্র যত্ন করিলও কুলায় না। ইহার কারণ এই যে, ইদানীন্তন কালের যায় তখন তত ধনলোভ ছিল না। এখন দিন দিন ধনলোভ ভোগবিলাসেচ্ছা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতেছে। তখন আৰ্য্য ঋষিগণ এই প্রকার উপদেশ ও শিক্ষা দিতেন যে, আপনার অন্য কোন কাজই করিতে নাই ; কিন্তু এখনকার শিক্ষা এইরূপ হইয়াছে যে, “নিজের জন্ত ভিন্ন পরের জন্য কোন কার্য্যই করিবে না।”

চতুর্থযামার্ককৃত্যম্ ।

চতুর্থ যামার্কের অর্থাৎ বেলা সাড়ে দশ ঘটিকা হইতে দ্বাদশ ঘটিকা পর্য্যন্ত মধ্যাহ্ন স্নান, তর্পণ ও মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা আদি করিবে। তন্মধ্যে স্নান, তর্পণ ও সন্ধ্যার প্রণালী পূর্বেই লিখিত হইয়াছে ; কেবল স্নানের কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে, তাহাই কথিত হইতেছে।

মধ্যাহ্নস্নান।

যে নিয়মে প্রাতঃস্নান করিতে হয়, সেই নিয়মেই মধ্যাহ্নস্নান সম্পন্ন করিবে, তবে প্রভেদ এই যে, প্রাতঃকালে তৈলাভ্যঙ্গের কথা নাই, কিন্তু মধ্যাহ্নস্নানে তৈলাভ্যঙ্গের বিধি আছে।

“প্রাতঃস্নানে ব্রতে শ্রাদ্ধে দ্বাদশাং গ্রহণে তথা।

মদ্যালেপসমং তৈলং তস্মাত্তৈলং বিবর্জয়েৎ ॥”

প্রাতঃস্নানের সময় গাত্রে তৈল মাখিবে না। প্রাতঃস্নানে ব্রতদিনে, শ্রাদ্ধাহ্নে, দ্বাদশীতে ও গ্রহণদিবসে তৈল মাখিবে উহা মদ্যালেপনের সদৃশ হয় ; সুতরাং তৈল বর্জন করিবে

“শিরোভ্যাঙ্গাবশিষ্টেন তৈলেনাঙ্গং ন লেপয়েৎ ॥”

যখন তৈল মাখিতে হয়, তখন দেহের নিম্নদিক্ হইতে উপরের দিকে মাখিবে অর্থাৎ প্রথমতঃ মস্তকে দিয়া সেই তৈলের অবশিষ্ট অংশ দ্বারা অন্ত্রাত্ম অঙ্গপ্রত্যঙ্গ লেপন করিবে না।।

* রবিবারে ও মঙ্গলবারে তৈল ব্যবহার নিষিদ্ধ। চতুর্দশী অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও রবিসংক্রান্তিদিনেও তৈলাভ্যঙ্গ করিতে নাই। এতদ্ভিন্ন বধী ও নবমীতে মস্তকে ও পর্কসন্ধিতে তৈল মাখিবে না। তৈলাভ্যঙ্গ করিলে শ্রম, শতদোষ, জ্বর

তৈলাভ্যঙ্গের নিষেধ কেবল তিল-তৈলেরই প্রতি সন্দেহ নাই। ঘৃত, সর্ষপতৈল, পুষ্পবাসিত তৈল আর পক্ষু তৈল এই সমস্ত প্রত্যহ ব্যবহার করা দোষাবহ নহে। তবে দেহে শ্লেষ্মদোষ উৎপন্ন হইলে অথবা স্নানাদি দ্বারা বিগুণ্ডি লাভান্তে কিম্বা অজীর্ণদোষ জন্মিলে তৈলাভ্যঙ্গ করিতে নাই; যথা—

“তৈলাভ্যঙ্গনিষেধে তু তিলতৈলং নিষিধ্যতে ।

ঘৃতঞ্চ সার্ষপং তৈলং ঘটতৈলং পুষ্পবাসিতং ।

প্রভৃতি বিনাশ পায়। মস্তকে, কর্ণে ও পদে বিশেষরূপে তৈল দিতে হয়। আয়ুর্কর্মে ইহার প্রমাণ আছে, যথা—

“অভ্যঙ্গমাচরেন্নিত্যং স জরাশ্রমবাতহা ।

শিরঃশ্রবণপাদেবু তং বিশেষেণ শীলয়েৎ ॥”

আমাদিগের দেশের অধুনা তন লোকেরা ইংরাজীশিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া তৈল-ব্যবহার এক প্রকার ছাড়িয়া দিয়াছেন বলিলেই হয়; কিন্তু তাহাতে স্বাস্থ্যের হানি ব্যতীত অত্র কোন উপকারের প্রত্যাশা নাই। ইউরোপখণ্ডের উত্তরাংশ অত্যন্ত শীতপ্রধান দেশ। তত্রত্য বাসীরা গাত্রবস্ত্র খুলিয়া থাকিতে পারে না। সুতরাং তথায় কোনরূপ তৈলের ব্যবহার প্রচলিত নাই। পরন্তু ইউরোপখণ্ডের প্রায় সর্বস্থানেই সাবান ব্যবহার প্রচলিত। সাবানে তৈল কিম্বা বসা ইত্যাদি তৈলবৎ পদার্থ এবং ক্ষারমুক্তিকা উভয়ই আছে; সুতরাং উহার ব্যবহারে এক প্রকার তৈলব্যবহার করাই হয়; কাজে কাজেই তাহাদিগের স্বাস্থ্যের হানি হয় না। পূর্বকালে যিহুদি, গ্রীক ও রোমীয়গণও তৈল এবং বেসন গাত্রে ব্যবহার করিত।

অদৃষ্টং পক্ষতৈলঞ্চ স্নানাভ্যাঙ্গে চ নিত্যশঃ ॥

বর্জ্যাহভ্যাঙ্গঃ কফগ্রস্তৈঃ কৃতসংগৃহ্যজীর্ণিভিঃ ॥”

তৈলাভ্যাঙ্গের পর অবগাহন স্নান, জলাদি দ্বারা তিলক তৎপরে তর্পণ, আর্দ্রবস্ত্র ত্যাগ প্রভৃতি সম্পাদন করিয়া মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা করিবে। বৈধকর্ম্মের সময় পরিহিত বস্ত্র সর্ব্বথা পবিত্র হওয়া উচিত। যথা—

“স্বয়ং ধৌতেন কর্তব্যঃ ক্রিয়াধর্ম্ম্যা বিপশ্চিতা ।

ন চ রাজকধৌতেন ন চাধৌতেন কর্হিচিং ।

পুত্রমিত্রকলত্রেণ স্বজ্ঞাতিবান্ধবেন চ ।

দাসবর্গেণ যদৌতং তৎ পবিত্রমিতি স্মৃতং ॥”

অর্থাৎ পণ্ডিতগণ ধর্ম্মকর্ম্মসাধনার্থ বস্ত্রাদি আপনারাই ধৌত করিয়া লইয়া থাকেন। রাজকধৌত বা অধৌত বস্ত্র ব্যবহা করেন না; পরন্তু পুত্র, কলত্র, মিত্র, জ্ঞাতি, বান্ধব বা ভৃত্য দ্বারা ধৌত বস্ত্র পবিত্র বলিয়া গ্রহণীয়। তদনন্তর যথানিয়মে মধ্যাহ্নসন্ধ্যা করিবে।

মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যার শেষে “ব্রহ্মবজ্র” নামে একটি অনুষ্ঠান আছে। অনেকের ধারণা আছে যে, ইহাও সন্ধ্যার একা অঙ্গস্বরূপ; বস্তুতঃ তাহা নহে। উহার উপাদান স্বাধ্যায় পাঠ (অনুকল্পে গায়ত্রী পাঠ) এবং বেদচতুষ্টয়ের চারিটি মন্ত্রের জপ ঐ চারিটি মন্ত্র সন্ধ্যার শেষভাগে পূর্বেই লিখিত হইয়াছে। মন্ত্র চারিটির মধ্যে ঋগ্বেদীয় প্রথমটিতে বহ্নির, যজুর্বেদীয় দ্বিতীয়টিতে বায়ুর, সামবেদীয় তৃতীয়টিতে অগ্নির এবং অথর্ববেদীয় চতুর্থটিতে জলের আবাহন ও স্তুতি করা হয়।

দেবপূজা ।

ব্রহ্মযজ্ঞের পর দেবতাদিগের পূজা করিবে। দেবার্চনার মধ্যে পার্থিব শিবলিঙ্গে অথবা বাণলিঙ্গে মহাদেবের; শাল-গ্রামশিলায় বিষ্ণুর এবং (গৃহীতদীক্ষের পক্ষে) কুলদেবতার অথবা ইষ্টদেবতার পূজাই প্রধান। পঞ্চদেবতার পূজাই মুখ্য পূজা। পঞ্চদেবতার পূজার ক্রমও শাস্ত্রে উক্ত আছে, যথা—

“আদিত্যং গগনাথঞ্চ দেবীং রুদ্রং যথাক্রমং ।

নারায়ণং বিষ্ণুঙ্কাখ্যমস্তে চ কুলদেবতাং ।”

সূর্য্য, গণেশ, দেবী, রুদ্র, বিষ্ণুঙ্কাখ্য নারায়ণ এবং অবশেষে কুলদেবতার অর্চনা করিতে হয়।

“সামিৎপুষ্পকুশাদীনি ব্রাহ্মণঃ স্মরমাহরেৎ ।

শূদ্রানীতৈঃ ক্রয়ক্ৰীতৈঃ কৰ্ম্ম কুৰ্ব্বন্ পতত্যাধঃ ॥”

দেবপূজার্থ হোমকাষ্ঠ, পুষ্প, কুশাদি সমস্তই ব্রাহ্মণ নিজে আহরণ করিয়া আনিবেন। শূদ্র দ্বারা আনীত কিম্বা মূল্য দিয়া ক্রীত দ্রব্যাদি দ্বারা কার্য্য করিলে পূজককে আধোগামী হইতে হয়। *

* প্রাচীন ঋষিগণ বিশেষ বিবেচনা করিয়া নিজ হস্তে এই সকল আহরণের বিধি নির্দিষ্ট করিয়াছেন। কেন না, লোককে পবিত্র করা যেরূপ শাস্ত্রের উদ্দেশ্য, সেইরূপ লোককে আলস্যশূন্য, কৰ্ম্মঠ ও সর্বদা জীবনের কার্য্যে ভক্তিসহ অবহিত করিয়া রাখাও একটি প্রধান উদ্দেশ্য। পূজাকালে দেবগৃহটী ও পূজোপকরণ সকল সাধামত পরিষ্কার রাখিবে এবং সুন্দররূপে ব্যবহৃত করিয়া পরিচ্ছন্নভাবে স্থাপন করিবে। পূজাকালে কাম, দ্বন্দ্ব,

(পূজার প্রকৃত অধিকারী) ।

কোন ব্যক্তি দেবপূজায় প্রকৃত অধিকারী, তাহাও শাস্ত্রে বর্ণিত আছে. যথা—

ভয়, রাগ, মাৎসর্য প্রভৃতিকে হৃদয়ে স্থান দিবে না ; মৌনভাবে ধ্যানপরারণ হইয়া পূজা করিবে। এইরূপ করিলেই ভক্তির উন্মেষ হইবে ।

চতুর্গম্যমার্গের কৃত্য বাহা কথিত হইল, অনেকের বিবেচনায় দেড় ঘণ্টার মধ্যে এতগুলি কার্য্য নির্বাহিত হওয়া কঠিন ; কিন্তু তাহা নহে। অভ্যস্ত হইলে দেড় ঘণ্টা কেন, এক ঘণ্টার মধ্যেও সুসমাহিত হইতে পারে। তবে এ স্থলে আরও একটি কথা আছে যে, এক্ষণে সহরাদিতে চাকুরিয়া লোকের ভাগই অধিক। বেলা সাড়ে দশ ঘটিকার মধ্যেই তাঁহাদিগকে আহা-রাদি করিয়া কর্ম্মস্থলে বাহিতে হয়। সুতরাং তাঁহারা তৃতীয় যামার্কি হইতেই আরম্ভ করিয়া মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা ও দেবপূজাদি সম্পন্ন করিয়া থাকেন। ফলতঃ এক যামার্কিকৃত্য অত্র যামার্কি নির্বাহিত হইলে ততদূর দোষাবহ হয় না। স্মার্ত-শিরোমণি রঘুনন্দনও বলিয়া গিয়াছেন যে, “অত্রাপ্রত্যাখ্যেয়কর্ম্মানু-রোধেন প্রধানকালদত্ত্বাপি কালান্তরে কর্ম্মানুষ্ঠানমিতি।” অর্থাৎ যে কার্য্যের প্রত্যাখ্যান করা যায় না, তদনুরোধে মুখ্য কাল বর্জন পূর্ব্বক গোণকালেও বৈধকার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে। বস্তুতঃ সন্ধ্যা-পূজাদির জন্ত কখনই লোকের কার্য্যের হানি হয় না। তবে বাহারা অলস ও নাস্তিক, তাহাদিগের কথা স্বতন্ত্র।

“ক্ষমা শৌচং দমঃ সত্যং দানমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ ।

অহিংসা গুরুশ্রদ্ধা তীর্থানুসরণং দয়া ।

আৰ্জবং লোভশূন্যং দেবব্রাহ্মণপূজনং ।

অনভ্যস্যা চ তথা ধর্মঃ সামান্ত্র উচ্যতে ॥”

ক্ষমা, শৌচ, দম, সত্যনিষ্ঠা, দান, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, অহিংসা, গুরুসেবা, তীর্থগমন, দয়া, সরলতা, অলোভ, দেবতা ও বিপ্র-পূজা, অনস্যা এই সকলই পরম ধর্ম । যে ব্যক্তি এই সকল গুণে বিভূষিত, তিনি দেবতা-পূজায় প্রকৃত অধিকারী । অর্থব্যয় ব্যতিরেক্যে কেবলমাত্র জল দ্বারাও দেবপূজা হইতে পারে ; কিন্তু গৃহীর পক্ষে সে বিধি নহে ।

“অগ্নেন সূমনোভিচ্চ গন্ধৈধূপৈঃ প্রদীপকৈঃ ।

গৃহস্থঃ পূজয়েন্নিত্যং স্বগৃহে গৃহদেবতাং ॥”

গৃহী ব্যক্তিস্বীয় গৃহে অন্ন, পুষ্প, গন্ধ, ধূপ, দীপ প্রভৃতি দ্বারা গৃহদেবতার অর্চনা করিবেন ।

বিষ্ণুপূজাবিধিঃ । *

“প্রথমং আচম্য শুদ্ধাসনে উপবিষ্টা শালগ্রামং স্নাপয়েৎ ॥”

যথা—

“ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ । স ভূমিং সর্বত-
স্পৃষ্টা অত্যতিষ্ঠদঙ্গুলং ॥ ১ ॥ ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞশ্চ
দেবমুত্বিজং হোতারং রত্নধাতমম্ ॥ ২ ॥ ওঁ ইষেতোর্জেক্ষা বায়বঃ
স্ব দেবো বঃ সবিতা প্রাপয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কশ্মণে ॥ ৩ ॥ ওঁ অগ্ন

* এই বিষ্ণুপূজা-বিধির মধ্যেই সাধারণতঃ সূর্য্যপূজা গণেশপূজা প্রভৃতি লিখিত হইল ।

আগ্নাহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে নিহেতা সৎষি বর্হিষি ॥ ৪ ॥
 ওঁ শন্নো দেবীরভীষ্টয়ে শন্নো ভবন্ত পীতয়ে শংযোরভিস্রবন্ত
 নঃ ॥ ৫ ॥ গায়ত্র্যা চ । কেচিৎ পুরুষস্তুতমন্ত্ৰেণাপি ।”

প্রথমে আচমন পূর্বক শুদ্ধাসনে উপবেশন করিয়া “ওঁ
 সহস্রাধীর্ষা” ইত্যাদি উপরোক্ত মন্ত্ৰে এবং গায়ত্রী পাঠ করত
 নারায়ণকে স্নান করাইবেন । কেহ কেহ পুরুষস্তুত মন্ত্ৰও
 পাঠ করিয়া থাকেন । স্নপনান্তে অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী দ্বারা শ্বেত-
 চন্দনত্র্যক্ষিত তুলসী লইয়া উহা চিত কর্ত নারায়ণকে দিতে
 হয়, মন্ত্ৰ যথা—

“ইদং সচন্দনতুলসীপত্রং ওঁ নমস্তে বহুরুপায় বিষ্ণবে
 পরমায়ুর্নৈ স্বাহা ।”

“ততঃ সূর্য্যায়ার্ঘ্যং দত্ত্বা, স্বস্তিবাচনপূর্বকং “ওঁ সূর্য্যঃ সোম”
 ইতি পঠেৎ ।”

তৎপরে “নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্” ইত্যাদি মন্ত্ৰে সজল দুর্ধ্বা-
 ক্ষত গন্ধ পুষ্প দ্বারা সূর্য্যার্ঘ্য দিয়া স্বস্তিবাচন করত নিম্নোক্ত
 মন্ত্ৰ পাঠ করিবে, যথা—

“ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ সন্ধ্যো ভূতান্ধঃ ক্ষপা ।

পবনো দিকৃপতিভূমিরাকাশং খচরামরাঃ ।

ব্রাহ্মণঃ শাসনমাস্থায় কলধ্বমিহ সন্নিধিং ॥”

“ততঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বিঘ্ননাশায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে
 ওঁ আদিত্যাদি-নবগ্রহেভ্যো নমঃ, ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ নমো
 নারায়ণায় নমঃ । ইতি পূজয়িষ্বা “ওঁ ত্রৈলোক্যপূজিত শ্রীমন্
 সদা বিজয়বর্দ্ধন । শান্তিঃ কুরু গদাপাণে নারায়ণ নমোহস্ত তে ॥
 ইতি প্রণমেৎ ।”

পরে “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বিঘ্ননাশায় নমঃ” ইত্যাদিরূপে এক একটি গন্ধ পুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া “ওঁ ত্রৈলোক্যপূজিত শ্রীমন্” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্বক প্রণাম করিবে ।

“ততঃ সামান্যার্থ্যং কুর্যাৎ । যথা স্ববামে ত্রিকোণমণ্ডলং কৃৎবা, তত্র ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, ওঁ কুর্মায় নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ, ইতি গন্ধাক্ষতৈঃ পূজয়িত্বা, ‘ফট্’ ইতি মন্ত্রেণ অৰ্ঘ্যপাত্রং সংস্থাপ্য, ‘নম’ ইতি মন্ত্রেণ জলেনাৰ্ঘ্য, তত্র দূৰ্ব্বাক্ষতগন্ধপুষ্পাদিকং নিক্ষিপ্য, অঙ্কুশমুদ্রয়া ‘গঙ্গে চ যমুনে চৈব’ ইত্যাদিনা জলং সংশোধ্য, ‘বং’ ইতি ধেনুমুদ্রাং প্রদর্শ্য, প্রণবং জপ্ত্বা, তজ্জলেন আত্মানং পূজোপকরণঞ্চ প্রোক্ষয়েৎ ।”

তৎপরে সামান্যার্থ্য স্থাপন করিবে, যথা—বামদিকে ভূমিতে ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া তাহার উপরে “ওঁ আধার-শক্তয়ে নমঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে পূজা করিবে । পরে “ফট্” মন্ত্রে কোশাকুশি ধুইয়া তত্‌পরি স্থাপন করত “নমঃ” মন্ত্রে উহা জল-পূর্ণ করিবে । তৎপরে উহাতে দূৰ্ব্বা, অক্ষত, গন্ধ, পুষ্প ইত্যাদি প্রদান পূর্বক অঙ্কুশমুদ্রাবোধে “ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব” মন্ত্রে জলশুদ্ধি করিবে । উদনন্তর “বং” মন্ত্রে ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন পূর্বক দশধা প্রণব জপ করিয়া ঐ জল দ্বারা আপনার মস্তক ও পূজোপকরণাদি প্রোক্ষিত করিবে ।

“ততঃ আসনশুদ্ধিঃ । এতে গন্ধপুষ্পে আধারশক্তিকম-লাসনায় নমঃ । ইতি আসনং সংপূজ্য আসনং ত্বয়া পঠেৎ যথা—ওঁ আসনমন্তস্য মেরুপৃষ্ঠধ্বজিঃ সূতলং ছন্দঃ কূর্মো দেবতা আসনপরিগ্রহে বিনিয়োগঃ । ওঁ পৃথিৱী ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা । ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনং ॥”

“ততো ওঁ বামে গুরুভ্যো নমঃ, দক্ষিণে ওঁ গণেশায় নমঃ, উর্দ্ধে ওঁ ব্রহ্মাণে নমঃ, অধো ওঁ অনন্তায় নমঃ, মধ্যে ওঁ নারায়ণায় নমঃ । ইতি যথাস্থামং স্পর্শ্ণা প্রণমেৎ ।”

তৎপরে আসনশুদ্ধি করিবে অর্থাৎ ভূমিতে আসনের নিম্নে ত্রিকোণ মণ্ডল অঁকিয়া একটা গন্ধ পুষ্প লইয়া “হ্রীং আধার-শক্তিকমলসনায় নমঃ” মন্ত্রে আসনের পূজা করিবে। পরে আসন ধরিয়া “ওঁ আসনমন্তস্য মেরুপৃষ্ঠধ্বজিঃ” ইত্যাদি মন্ত্র পড়িতে হয়। তৎপরে “বামে ওঁ গুরুভ্যো নমঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে যথাযথ স্থান স্পর্শ পূর্বক প্রণাম করিবে। *

“ততঃ পুষ্পশুদ্ধিঃ। পুষ্পাণি ধৃত্বা পঠেৎ—ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্প সন্তবে। পুষ্পচয়াবকীর্ণে চ হুং ফট্ স্বাহা। ততঃ পুষ্পকং গৃহীত্বা ঐং রং অস্ত্রায় ফট্ ইত্যনেন করদ্বয়েন সংপিষ্য বামতো নিক্ষিপেৎ। জলেন পুষ্পাণি চ প্রোক্ষয়েৎ।”

অর্থাৎ তৎপরে পুষ্পশুদ্ধি করিবে। পুষ্প ধরিয়া “ওঁ পুষ্পে পুষ্পে” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্বক একটা পুষ্প লইয়া ঐং রং অস্ত্রায় ফট্ এই মন্ত্রে দুই হস্তে পেষণ করত বামদিকে নিক্ষেপ করিবে। পুষ্পে কিঞ্চিৎ জলের ছিটাও দিতে হয়।

“ততো ভূতানপসার্য্য দশদিক্বকনং কৃত্বা ভূতশুদ্ধি-প্রাণা-য়ামৌ কুর্য্যাৎ।”

তদনন্তর ভূতাপসরণ, দশদিক বকন, ভূতশুদ্ধি ও প্রাণায়াম

* এই সময়ে অনেকে সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান ও সূর্য্যপ্রণাম করিয়া থাকেন।

করিবে, যথা—“ওঁ অপসর্পস্ত তে ভূতা যে ভূতা ভূবি সংস্থিতা ।
 যে ভূতা বিয়কর্তারস্তে নশ্বস্ত মমাজ্জরা ।” এই মন্ত্রে অক্ষত-
 বিকীরণ করিবে । পরে ভূমিতে বামপদের তিনটি আঘাত
 করিয়া মন্তকোপরি তিনবার ফট্ মন্ত্রে করতালি প্রদান করত
 তুড়ি দ্বারা দশদিগ্ধন করিবে । তৎপরে সংক্ষেপে ভূতশুদ্ধি
 করিবে অর্থাৎ “ওঁ ভূতশৃঙ্গাটাচ্ছিরঃ সুষুম্নপথেন জীব শিবঃ
 পরমশিবপদে যোজয়ামি স্বাহা । ১ । ওঁ যং লিঙ্গশরীরং শোষয়
 শোষয় স্বাহা ॥ ২ ॥ ওঁ রং সঙ্কোচশরীরং দহ দহ স্বাহা । ৩ । ওঁ
 পরমাশিব-সুষুম্ন-পথেন মূলশৃঙ্গাটমূলসোল্লস জল জল প্রজ্জল
 প্রজ্জল সোহং হংসঃ স্বাহা । ৪ ।” এই মন্ত্রচতুষ্টয় পাঠ করি-
 লেই ভূতশুদ্ধি হয় । পরে প্রাণায়াম করিবে অর্থাৎ সূতাসনে
 উপবেশন করিয়া মূলাধার হইতে মেরুদণ্ড ঠিক সমান-
 ভাবে রাখিতে হয় । পরে অতি মৃদুভাবে পুরক, (শ্বাসবায়ুর
 আকর্ষণ), কুস্তক, (রোধ) ও রেচক (ত্যাগ) করিতে করিতে
 হৃদয়ে দেবমূর্তির ধ্যান করিবে । তৎপরে দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ-
 নাসিকাপুট রোধ করত বামকরে চারি বার দেবতার বীজমন্ত্র
 জপ করিতে করিতে বামনাসিকাপুট দ্বারা বায়ু পূরণ করিবে ;
 এবং অঙ্গুষ্ঠ ও অনামা দ্বারা নাসিকাপুটদ্বয় ধরিয়া পূর্ববৎ উক্ত
 বীজমন্ত্র ষোড়শবার জপ করিতে করিতে কুস্তক করিবে ।
 পরে অনামা ও কনিষ্ঠা দ্বারা বামনাসিকাপুট ধরিয়া অষ্টবার
 উক্ত মন্ত্র জপ করিতে করিতে শ্বাসবায়ু বিসর্জনের
 এই প্রকারে থাকিয়া পুনর্বার বিপরীতক্রমে শ্বাস বিসর্জনের
 পর দক্ষিণনাসিকাপুট দ্বারা পূর্বের ছায়া চারিবার জপ করিতে
 করিতে বায়ু পূরণ ও নাসাপুটদ্বয় ধরিয়া কুস্তক, অবশেষে রেচন

করিবে। তৎপরে পুনরায় প্রথমবারবৎ দক্ষিণনাসিকাপূট ধারণাদিক্রমে পূরক, কুম্ভক ও রেচক করিতে হয়। ইহারই নাম প্রাণায়াম। ইহা অভ্যস্ত হইলে চারিগুণ অর্থাৎ, ষোড়শ, চতুঃ-ষষ্টি ও দ্বাত্রিংশৎবারাদিক্রমে অভ্যাস করা যায়।

“ততঃ করান্ধ্র্যাসৌ কৃত্বা গণেশং পূজয়েৎ, যথা—গাং অঙ্কু-
ষ্ঠাভ্যাং নমঃ, গীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, গুংমধ্যমাভ্যাং বষট্, গৈং
অনামিকাভ্যাং হ্রুং, গোং কানিষ্ঠাভ্যাং কোষট্, গঃ করতলপৃ-
ষ্ঠাভ্যাং অন্ত্রায় ফট্। গাং হৃদয়ায় নমঃ, গীং শিরসে স্বাহা,
গুং শিখায়ৈ বষট্, গৈং কবচায় হ্রুং, গোং নেত্রাভ্যাং বোষট্, গঃ
করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অন্ত্রায় ফট্।” *

উক্ত প্রকারে করান্ধ্র্যাস করিয়া ধ্যান করিবে ; যথা —

গণেশধ্যানং।—কুর্শ্মমূদ্রয়া পুষ্পং গৃহীত্বা, ওঁ ধ্বং স্থলতল্লং
গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরং, প্রসাদমদগন্ধলুক মধুপ-
ব্যালোলগণ্ডস্থলং। দন্তাঘাতবিদারিতারিকৃষিরৈঃ সিন্দূর-

* এই প্রকারে দেবতার নামের আদি অক্ষরে দীর্ঘস্বরাদি যোগ করিয়া গ্রাস করিবে অথবা যে দেবতার যে বীজমন্ত্র, সেই মন্ত্রে দীর্ঘস্বরাদি যোগ করিলেও হইতে পারে। অধিকন্তু সাধা-
রণতঃ পুংদেবতার ওঙ্কার এবং স্ত্রী-দেবতার হ্রীং এই বীজ ঘারাও
গ্রাস হইয়া থাকে। ন্যাসের মধ্যে যেখানে “নেত্রাভ্যাং বোষট্”
আছে, ত্রিনেত্রা দেবতা হইলে সেই স্থলে “নেত্রত্রয়ায় বোষট্”
বলিয়া ন্যাস করিতে হয়। কেহ কেহ সর্বত্র গণেশের পূজা
না করিয়া প্রথমে সূর্য ও তৎপরে গণেশের পূজা করিয়া
থাকেন।

শাভাকরং, বন্দে শৈলসুতাশ্রুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কৰ্ম্মশু ।”
 তি ধাত্বা স্বশিরসি পুষ্পং দত্ত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য পুনর্ধাত্বা শাল-
 ামে পুষ্পং দদ্যাং । প্রতিমাদৌ তু ওঁ গণেশ ইহাগচ্ছাগচ্ছ ইহ
 ত্তি তিষ্ঠ অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ, ইত্যাবাহ পূজ-
 য়ং । এতং পাদ্যাং ওঁ গণেশায় নমঃ, এবং ইদমৰ্ঘ্যং ইদমাম্ৰ-
 নীয়ং, এষ গন্ধঃ, এতং পুষ্পং, এষ ধূপঃ, এষ দীপঃ, এতন্নৈবেদ্যং,
 ানার্থজলং, ইদং পুনরাম্ৰনীয়ং, এতত্তাম্বূলং । সৰ্ব্বত্র ওঁ গণে-
 ায় নমঃ ইতি নিবেদ্য যথাশক্তি জপিত্বা জপং সমৰ্প্য প্রার্থ-
 য়ং প্রণমেচ্চ । তত্র প্রার্থনা যথা—ওঁ দেবেন্দ্র মোলিমন্দার-
 করন্দকণাকণাঃ । বিম্বং হরন্তু হেরষ চরণাম্বুজরেণবঃ ।
 প্রণামমন্ত্র যথা—ওঁ একদন্তং মহাকায়াং লম্বোদরং গজাননং ।
 বম্বনাশকরং দেবং হেরষং প্রণমাম্যহং ॥”

সৰ্ব্বত্র পূজাতেই কৰ্ম্মমুদ্রাবোগে প্রথম ধ্যানান্তে পুষ্পাদি
 নেজমস্তকে দিয়া প্রার্থনামুদ্রা করত * দেবতা ও আত্মাকে
 ম্ভেদজ্ঞানে হৃদয়কমলে ধ্যানকথিত তেজোময় মূর্তি চিন্তা
 রিতে করিতে তৎপদে মনে মনে পাদ্যাদি দ্বারা মানসার্চনা
 রিবে এবং সুষুম্নাপথযোগে তত্তেজ ব্রহ্মরূপে আনাইয়া পুন-
 ায় ধ্যানান্তে বামনাসিকারন্ধ্র হইতে প্রস্থাসবায়ু সহ হস্ততলস্থ
 মুপ্পে আরোপণ করাইয়া পূজাধারে সংস্থাপন পূৰ্ব্বক বাহু পূজা
 করিতে হয় । প্রতিমাদিতে পূজা করিতে হইলে “ওঁ গণেশ

* প্রার্থনামুদ্রা যথা—বাম হস্তের তলোপরি দক্ষিণহাত
 চিতভাবে রাখিয়া বিপরীতভাবে বক্ষ-সমীপে স্থাপন করিলেই
 গাহার নাম প্রার্থনা মুদ্রা ।

ইহাগচ্ছাগচ্ছ” ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করিয়া পূজা করিবে । (অন্যান্য দেবতার আবাহনে তত্তদেবতার নাম গ্রহণ পূর্বক আবাহন করিবে ।) “এতৎপাদ্যং ওঁ গণেশায় নমঃ” ইত্যাদি ক্রমে দশোপচারে অথবা গন্ধ পুষ্প দ্বারা যথাশক্তি পূজা করিবে । * এই প্রকারে যথানিয়মে পূজা, জপ ও জপসমর্পণ পূর্বক উপরোক্ত প্রার্থনামন্ত্রে প্রার্থনা ও প্রণামমন্ত্রে প্রণাম করিবে । তৎপরে সূর্য্যের পূজা করিতে হয় ।—

* পূজাকালে স্তবসন ধারণ পূর্বক শুচি, মোনী, তন্মনা ও চিত্তবিশোধনার্থ নিষ্কামী হইবে । তৎকালে আসন ত্যাগ করিতে নাই । ত্যাগ করিলে পুনরায় প্রণাম্যাম করিতে হয় । দণ্ডায়মান হইলে আচমন ও অঙ্গনাশ করিবে ; অন্য কথা উচ্চারণ করিলে পুনরায় আচমন করিবে ; ক্ষুৎ (হাঁচি) বা কাস হইলে অথবা অধোবায়ু নির্গত হইলে দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ করিতে হয় এবং শ্রীবিক্ষু স্মরণ করিবে । কোন উপচারদ্রব্য দানে অসমর্থ হইলে গন্ধ পুষ্প দ্বারাও পূজা হইতে পারে অর্থাৎ যে উপচারদ্রব্যের অভাব হইবে, জল দ্বারা তাহা পূরণ করিতে হয় । মনে কর, দীপের অভাব হইয়াছে, সে স্থলে “দীপার্থোদকং অমুকদেবায় নমঃ” বলিয়া জল দিবে । গজাজল হইলে “দীপার্থগজোদকং” ইত্যাদি রূপ বলিবে । কেবলমাত্র জল দ্বারাও অর্চনা হয় অর্থাৎ পুষ্পের ন্যায় হাতে জল লইয়া ধ্যানাদি করত “ওঁ ইদং অর্থ্যার্থোদকং অমুকদেবায় নমঃ” ইত্যাদি রীতিক্রমে দিতে হয় । পুষ্পের অভাব হইলে পুষ্পবৃক্ষের পাতা অথবা আতপতণ্ডুলও তৎপ্রতিনিধিস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে সমস্ত দ্রব্যের অর্থাৎ জল পর্য্যন্তেরও অভাব হইলে মানস পূজা

সূর্য্যধ্যানঃ ।—“ওঁ রক্তাসুজাসনমশেষভূগৈকসিদ্ধুং, ভানুং
মন্তজগতামধিপং ভজামি । পদ্মদ্বয়াভয়বরং দধতং করাজৈ-
পিক্যামৌলিমরুণাঙ্গরুচিং ত্রিনেত্রং ॥”

এই প্রকার ধ্যানে যথানিয়মে পাদ্যার্থ্য * দ্বারা সূর্য্যের পূজা
রিয়া প্রণাম করিবে । তৎপরে নিম্নলিখিতরূপে গন্ধপুষ্প দ্বারা
পূজা করিতে হয়, যথা—

“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শিবাদিপঞ্চদেবতাভ্যো নমঃ । এতে
রূপুষ্পে ওঁ আদিত্যাদিনবগ্রহেভ্যো নমঃ । এতে গন্ধপুষ্পে
ইন্দ্রাদিদশদিকৃপালেভ্যো নমঃ । এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সর্বেভ্যো
নমোভ্যো নমঃ । এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সর্কাভ্যো দেবীভ্যো নমঃ ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গুরবে নমঃ ॥” +

তৎপরে “নাং অসুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, নীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা!”

রিবে । পূজার সাধারণতঃ যে প্রণালী লিখিত হইল, এই
নয়মেই সকল দেবতার পূজা করিবে ; কেবল নাম, ধ্যান,
প্রণামমন্ত্র ইত্যাদি বিভিন্ন মাত্র ।

* সূর্য্যদেবকে রক্তচন্দন ও সূচন্দন বিষপত্র দিবে ! গণ-
পতিকেও বিষপত্র দিতে পারে, কিন্তু স্থানবিশেষে সূর্য্যদেবকে
ও গণপতিকে বিষপত্রদানে নিষেধ আছে ।

+ শিব, ভাস্কর, অগ্নি, কেশব, কোশিকী এই পাঁচকেই পঞ্চ-
দেবতা কহে । সক্ষম হইলে পৃথক্ পৃথক্‌রূপে উহাদের পূজা
করিতে পারে । সমস্ত কার্য্যের প্রারম্ভেই গণেশাদি গুরু দ্বা-
দেবতাগণের পূজা যথাশক্তি করিবে ।

ইত্যাদি নিয়মে অঙ্গষ্ঠাস করন্যাস করিয়া * বামে “ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরাপরগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমেষ্ঠীগুরুভ্যো নমঃ ।” দক্ষিণে “ওঁ গণেশায় নমঃ” মধ্যে “ওঁ নারায়ণায় নমঃ” ইত্যাদি নিয়মে গুরুপংক্তির পূজা করিয়া কুর্ম্মমুদ্রাযোগে পুষ্প গ্রহণ করত নারায়ণের ধ্যান করিবে ।

নারায়ণধ্যাম ।—“ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্তী, নারায়ণঃ সরসিজাসনঃ সন্নিবিষ্টঃ । কেয়ুরবান্ কনককুণ্ডলরান্ কিরীটী, হারী হিরণ্যবপুর্ষ্ তশঙ্খচক্রঃ ॥” /

এই প্রকারে ধ্যানপূর্ব্বক স্বীয় মন্তকে পুষ্প দিয়া মানসোপ-চারে অর্চনা করত বিশেষার্থ্য স্থাপন করিবে, যথা ।—

বিশেষার্থ্যস্থাপনং ।—স্ববামে হংগর্ভং ত্রিকোণবৃত্তচতুরস্ত্র-মণ্ডলং কৃৎবা, তত্র ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ কুর্ম্মায় নমঃ, ইতি গন্ধাক্ষতৈঃ সংপূজ্য ত্রিপদিকামারোপ্য, নমঃ ইতি মস্ত্রেণ শঙ্খং প্রক্ষালা আধারে স্থাপয়েৎ । ততো বিলোম মাতৃকয়া ত্রিভাগং জলেনাপূর্য্য ওঁ বহ্নিমণ্ডলায় দশকলায়নে নমঃ ইতি ত্রিপদিকায়্যং, অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলায়নে নমঃ ইতি শঙ্খে, উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলায়নে নমঃ ইতি জলে পূজয়িত্বা, দূর্ক্সাক্তগন্ধপুষ্পাদিকং দত্ত্বা, জলে গন্ধপুষ্পে নিক্ষিপ্য ধেনুমুদ্রয়া অমৃতীকৃত্য, ওঁ ইত্যষ্টধা জপ্ত্বা, ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব ইত্যাদি মস্ত্রেণ সূর্য্যমণ্ডলাভীর্থমাবাহ্য, তজ্জলেনাগ্ন্যানং পূজোপ-করণঞ্চাত্মক্ষ্য, পুনর্ধ্যাত্বা, শালগ্রামে পুষ্পং দত্ত্বা, পূর্ব্ববদ্বিধানেন পাদ্যাদিনা যথাশক্তি পূজয়েৎ ।”

* নারায়ণপূজার করঙ্গন্যাস “আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ঙ্গ তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা” ইত্যাদিরূপে দীর্ঘস্বর দ্বারাও হয় ।

এই প্রকারে বিশেষার্থ্য স্থাপন * করত পুনরায় ধ্যান করিয়া শালগ্রামে পুষ্প প্রদান পূর্বক পূর্ববন্ধিধানে নারায়ণের পূজা করিবে। সমস্ত উপচার প্রদানান্তে করাক্ষন্যাস করিয়া “ওঁ নমো নারায়ণায়” এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র যথাশক্তি জপ করত “গুহ্যতি” মন্ত্রে গোধোনিমুদ্রাযোগে জপ সমর্পণ করিবে। তৎপরে নিম্নলিখিত প্রণামমন্ত্রগুলি পাঠ করিতে হয়, যথা। -

“ধোয়ং সদা পরিভবন্নমস্তীষ্টদোহং,
তীর্থাস্পদং শিববিরিক্খিতুং শরণ্যং ।
ভৃত্যর্জিহং প্রণতপালভবাক্ষিপোতং,
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥ ১ ॥
তাক্তা স্তূতস্ত্যজস্বরেপ্সিতরাজ্যলক্ষ্মীং,
ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্যবচসা যদগাদয়গ্যং ।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমম্বধাবৎ ।
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দং ॥ ২ ॥
নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোত্রাক্ষণহিতায় চ ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ৩ ॥

* নারায়ণের অর্থ্য স্থাপনের ন্যায় অতীত দেবতারও তত্ব-
নুলমন্ত্র দ্বারা অর্থ্য সংস্থাপন করিতে হয়। ষোড়শোপচার,
বাহুল্যরূপ দশোপচার এবং তান্ত্রিকী পূজায় এই অর্থ্য ব্যবহৃত
হয়। সক্ষম হইলে প্রথম অর্থ্যস্থাপনান্তে আত্মসমর্পণার্থ দ্বিতীয়ার্থ্য
স্থাপন করিবে। পাদ্য দিবার পর দেবতাকে এই অর্থ্যই দিতে
হয়। পূজাকালে নারায়ণকে যে মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক তুলসী প্রদান
করিতে হয়, তাহা পূর্বেই লিখিত হইয়াছে।

ওঁ পাপোহং পাপকর্ম্মহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ ।

ব্রাহ্মি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্কপাপহরৌ ভব ॥ ৪ ॥

প্রপন্নং পাহি মামৌশ ভীতং মৃত্যুগ্রহার্ণবাৎ ।

যৎ কিঞ্চিৎ ক্রিয়তে দেব ময়া স্কৃততদ্বৃক্ তং ।

তৎ সর্কং ত্বয়ি সংন্যস্তং ত্বৎপ্রযুক্তঃ করোম্যহং ॥ ৫ ॥

মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং তক্তিহীনং জনার্দন ।

যৎ পূজিতং ময়া দেব পরিপূর্ণং তদন্ত মে ॥ ৬ ॥

ইতি প্রণম্য স্তবাদিকং পঠেৎ ॥”

এই প্রকারে প্রণাম করিয়া স্তবাদি পাঠ করিতে হয় । * তৎ পরে লক্ষ্মী-সরস্বত্যাদির পূজা করিবে । (পূজার প্রণালী এক-রূপ, কেবল ধ্যান ও প্রণামাদি বিভিন্ন । যথা—

লক্ষ্মীধ্যানং ।—“ওঁ পাশাক্ষমালিকাশ্চোজ শৃণিভির্ধাম্যসৌ-
ময়োঃ, পদ্মাসনস্থাং ধ্যায়ৈচ্চ শ্রিয়ং ত্রৈলোক্যমাতরং । গৌরবর্ণাং
স্বরূপাঞ্চ সর্কালঙ্কারভূষিতাং, রৌদ্রপদ্মবাগ্রকরাং বরদাং দক্ষি-
ণেন তু ॥”

পুষ্পাজলপ্রদান মন্ত্র ।—“ওঁ নমস্তে সর্কভূতানাং বরদাসি
হরিপ্রিয়ে । যা গতিস্ত্বৎপ্রপন্নানাং সা মে ভূয়াত্তদর্চনাৎ ॥”

প্রণামমন্ত্র ।—“ওঁ বিশ্বরূপস্য ভার্ঘ্যাসি পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে ।
সর্কতঃ পাহি মাং দেবি মহালক্ষ্মি নমোহস্ত তে ॥”

সরস্বতীধ্যানং ।—“ওঁ তরুণশকলমিন্দোবিলতী শুভ্রকান্তিঃ,

* দেব-দেবীর স্তবককচ মৎপ্রকাশিত “স্তবকবচমালায়”
দ্রষ্টব্য ।

কুচভরনমিতাঙ্গী সন্নিধয়া সিতাজ্জে । নিজকরকমলোদ্যল্লেন্থনী-
পুস্তক-শ্রীঃ, সকলবিভবসিদ্ধৌ পাতু বাগ্‌দেবতা নঃ ॥”

পুষ্পাঞ্জলিমন্ত্র ।—“ওঁ ভদ্রকাল্যে নমো নিত্যং সরস্বতৌ নমো-
নমঃ । বেদবেদাঙ্গবেদান্তবিদ্যাস্থানেভ্য এব চ স্বাহা ॥”

প্রণাম ।—“ওঁ সরস্বতি মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে ।
বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোহস্ত তে ॥”

মনসাধ্যানাং ।—“দেবীমধ্যমহীনাং শশধরবদনাং চাক্র-
চাক্তিং বদাত্মাং, হংসারুঢামুদারাং সুললিতনয়নাং সেবিতাং
সিদ্ধিকামৈঃ । স্মেরাস্যাং মণ্ডিতাঙ্গীং কনকমলিগণৈর্নাগরত্নৈ-
রনেকৈর্বন্দেহং সাষ্টনাগামুরুকুচযুগলাং ভোগিনীং কামরূপাং ॥”

মনসার প্রণাম ।—“ওঁ আস্তীকশ্চ মুনেশ্বাতা, ভগিনী বাসুকে-
তথা । জরংকারুমুনেঃ পত্নী মনসাদেবি নমোহস্ত তে ॥”

ইতি গণেশ-সূর্য্য-নারায়ণ-লক্ষ্মী-সরস্বতী-মনসা-পূজা ।

শিবপূজাপদ্ধতিঃ ।

(তত্র পার্শ্ববলিঙ্গপূজনং ।)

তত্র প্রথমং শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট আচমনং কৃৎবা ওঁ নমো বিব-
স্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে, জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কৰ্ম্ম-
দায়িনে, ইদমৰ্য্যং ওঁ নমো ভগবতে শ্রীসূর্য্যায় নমঃ । ইত্যনেন
সূর্য্যায় অৰ্য্যং দদ্যাৎ । ততঃ পূৰ্ব্ববৎ সামান্তাৰ্য্যং কুৰ্য্যাৎ । ত :

প্রথমে শুদ্ধাসনে উপবেশন পূৰ্ব্বক আচমন করিয়া সূর্য্যার্য্য
প্রদান করত পূৰ্ব্ববৎ সামান্তাৰ্য্য স্থাপন করিবে । তৎপরে “ওঁ
হরায় নমঃ” মন্ত্রে মূৰ্ত্তিকাহরণ ও “ওঁ মহেশ্বরায় নমঃ” মন্ত্রে লিঙ্গ
মার্জন করিয়া অথও বিষ্ণুপত্রোপরি উত্তরাভিমুখে স্থাপন

ওঁ হরায় নমঃ ইতি মন্ত্ৰেণ মৃদাহরণং কৃৎস্বা, ওঁ মহেশ্বরায় নমঃ ইত্য-
 নেন লিঙ্গং সম্ভার্জ্য, অথওবিষপত্রোপরি উত্তরাভিমুখং স্থাপয়েৎ ।
 ততঃ ইদং স্নানীয়ং ওঁ পশুপতয়ে নমঃ ইতি স্নাপয়িত্বা, ওঁ শূলপাণে
 ইহ স্প্রতিষ্ঠিতো ভব, ইতি প্রাণপ্রতিষ্ঠাং কুৰ্ব্বাৎ । ১ ।

ততঃ ওঁ হৃদয়ায় নমঃ, নং শিরসে স্বাহা, মং শিখায়ৈ বষট্,
 শিং কবচায় হং, বাং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, যঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং
 ফট্ । এবং ওঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ইত্যাধিনা অথবা শাং হৃদয়ায়
 নমঃ, শীং শিরসে স্বাহা ইত্যাদিক্রমেণ কৃৎস্বা বামে ওঁ গুরুভ্যো
 নমঃ, ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরাপরগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমেষ্ট্রি-

করিবে । * পরে “ইদং স্নানীয়ং ওঁ পশুপতয়ে নমঃ” মন্ত্ৰে স্নান
 করাইয়া “ওঁ শূলপাণে ইহ স্প্রতিষ্ঠিতো ভব” মন্ত্ৰে লিঙ্গোপরি
 আতপতগুল দিয়া প্রতিষ্ঠা করিবে । ১ ।

তৎপরে মূলের লিখিত নিয়মে ষড়ঙ্গস্থাস করিয়া গুরু-

* অঙ্গুষ্ঠের অন্যান্য প্রমাণ সবজ্জ শিবলিঙ্গ উত্তরদিকে পিণাক
 করাইয়া ও বিষপত্র দ্বারা তদগাত্র মার্জ্জন করত মধ্যদলের
 সোজা পৃষ্ঠের উপর বসাইতে হয় । স্বয়ং উদযুথ হইয়া উপবেশন
 করিবে । পার্শ্ববেতর শিবলিঙ্গ বিষপত্রোপরি বসাইতে নাই ।
 স্বর্ণ, রক্তত, তাম্র বা কাংশুপাত্রে পূজা করাই প্রশস্ত । ভস্ম দ্বারা
 অথবা মৃত্তিকা দ্বারা কপালে অর্দ্ধচন্দ্রাকার ত্রিপুণ্ড্র ক করিয়া
 এবং রুদ্রাঙ্কমালা ধারণ করত শিবপূজা করাই কৰ্ত্তব্য । আচা-
 ঙ্গাল সকলেই শিবপূজায় অধিকারী । রুদ্রাঙ্কমালা ধারণ করি-
 বার সময় প্রত্যেক রুদ্রাঙ্কে “ওঁ হং নমঃ” মন্ত্ৰ অষ্টোত্তরশত জপ
 করিয়া শিবচরণামৃত দ্বারা প্রক্ষালন করত ধারণ করাই বিধি ।

গুরুভ্যো নমঃ, দক্ষিণে ওঁ গণেশায় নমঃ, মধ্যে ওঁ নমঃ শিবায়
নমঃ, ইতি গুরুপংক্তিনমস্কারপূর্বকং ধ্যায়েৎ । ২ ।

অথ ধ্যানং ।—ওঁ ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চাক-
চক্রাবতংসং, রত্নাকল্লোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতিহন্তং প্রসন্নং ।
পদ্মাসীনং সমস্তাং স্তুতমমরগণৈর্ব্যাস্রকৃষ্টিং বসানং, বিশ্বাদাং বিশ্ব-
বীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রং ॥ এবং ধ্যান্বা মানসৈঃ
সংপূজ্য পূর্ববৎ বিশেষার্থ্যস্থাপনং কৃত্বা আবাহয়েৎ । ৩ ।

ওঁ পিণাকধ্বক্ ইহাগচ্ছাগচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ, তিষ্ঠ, অত্রাধিষ্ঠানং
কুরু, মম পূজাং গৃহাণ, ইত্যাবাহ কৃতাজ্জলিঃ পঠেৎ ।—স্বাং স্বীং
স্তিরীভব, যাবৎ পূজাং করোম্যহং । ততঃ পাদ্যাদিনা পূজয়েৎ ।
এতৎ পাদ্যং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ, এবংক্রমেণ ইদমর্ঘ্যং, ইদ-মাচ-
মনীয়ং, ইদং স্নানীয়ং, ইদং পুনরাচমনীয়ং, এষ গন্ধঃ, এতৎ পুষ্পং,
এতদ্বিষ্পত্রং, এষ ধূপঃ, এষ দীপঃ, এতন্মৈবেদ্যং, ইদং পুনরাচমনীয়ং,
এতৎ তাম্বূলং, সর্বত্র ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ ইতি মন্ত্রেণ নিবে-
দয়েৎ । ৪ ।

পংক্তিকে নমস্কার পূর্বক ধ্যান করিবে । ২ । ধ্যানান্তে মানস-
পূজা করিয়া পূর্ববৎ বিশেষার্থ্য স্থাপন পূর্বক আবাহন
করিবে । ৩ । ওঁ পিণাকধ্বক্ ইহাগচ্ছ ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন
করিয়া করষোড়ে “স্বাং স্বীং স্তিরীভব” ইত্যাদি পাঠ করত
পাদ্যাদি দ্বারা যথানিয়মে পূজা করিবে । “এতৎ পাদ্যং ওঁ
নমঃ শিবায় নমঃ” ইত্যাদি নিয়মে সমস্ত উপাচারে অর্চনা
করিতে হয় । ৪ । *

* সাধারণতঃ সকলে দশোপচারেই পূজা করিয়া থাকে ।

ততঃ শিবস্ত্র অষ্টমূর্তীঃ পূজয়েৎ ।—পূর্ব্বস্তাং এতে গন্ধপুষ্পে
ওঁ শর্কায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নমঃ, এবং দীপানে ওঁ তবায় জলমূর্ত্তয়ে
নমঃ, উত্তরস্তাং ওঁ রক্তায় অগ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ, বায়ুকোণে ওঁ উগ্রায়
বায়ুমূর্ত্তয়ে নমঃ, পশ্চিমস্তাং ওঁ ভীমায় আকাশমূর্ত্তয়ে নমঃ,

তদনন্তর উপরোক্তনিয়মে শিবের অষ্টমূর্ত্তির পূজা করিবে ।
পুনরায় অঙ্গস্তাসাদি করিয়া যথাশক্তি . মূলমন্ত্র জপ পূর্ব্বক

তন্মধ্যে দেবতার পাদমূলে পাদ্য, মস্তকে অর্ঘ্য ও মখে আচ-
মনীয় প্রদান করিতে হয় । পুষ্প, চন্দন, অক্ষত, দুর্কা, বিষ্ণপত্র
এই সমস্ত দ্বারা অর্ঘ্য দিবে । শিব ও সূর্য্য এই দুই দেব ব্যতীত
অত্যাশ্র দেবতার উদ্দেশে শঙ্খে করিয়া অর্ঘ্যদানই প্রশস্ত । বিষ্ণু-
পূজায় বিষ্ণপত্রের পরিবর্তে তুলসী দিয়া অর্ঘ্য সজ্জিত করিবে ।
অর্ঘ্যে ত্রিপত্রা দুর্কাই প্রশস্ত । স্নানীয়ের পরিবর্তে মধুপর্কও
প্রদান করা যায় । ঘৃত, দধি, চিনি ও মধু একত্রিত করিয়া মধু-
পর্ক প্রস্তুত করিবে ; উহা কাংশুপাত্রে রাখিয়া অপর একখানি
কাংশুপাত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিতে হয় । পুংদেবতাকে প্রায়শঃ
রক্তচন্দন প্রদান করিবে না । অঙ্গুষ্ঠ যোগ রাখিয়া পুংদেবতাকে
কনিষ্ঠাঙ্গুল্যাগ্র দ্বারা আর স্ত্রীদেবতাকে অনামিকা ও মধ্যমাঙ্গুল্যাগ্র
দ্বারা চন্দন প্রদান করিতে হয় । অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা পুষ্প
বিষ্ণপত্র প্রভৃতি দিবে । বিষ্ণপত্রের রস্তুমূলে যে বজ্র আছে, তাহা
ফেলিয়া দিয়া শিবপূজায় ব্যবহার করিবে । ধূপ ও দীপ প্রদান-
কালে আধারে স্থাপন পূর্ব্বক পূজা করত নিবেদন করিয়া
আরত্রিকের ত্রায় তিন তিনবার ঘুরাইবে । সমস্ত উপচারই

নৈঋতে ওঁ পশুপতয়ে যজমানমূর্তয়ে নমঃ, দক্ষিণায়াং ওঁ জৈশানায়
সূর্য্যমূর্তয়ে নমঃ, অগ্নিকোণে ওঁ মহাদেবায় সোমমূর্তয়ে নমঃ,
মধ্যে ওঁ নন্দিনে নমঃ, ওঁ ভূপ্তিণে নমঃ, ওঁ ক্ষেত্রপালায় নমঃ, ওঁ
বামদেবায় নমঃ। ইতি পূজয়িত্বা ওঁ গুহ্যতিগুহ্যগোপ্তা স্বং
গৃহাণাম্ভংকৃতং জপং। সিদ্ধির্ভবতু মে দেব স্বংপ্রসাদান্মহেশ্বর।
ইতি মন্ত্রেণ জপং সমপ্নয়েৎ। ৫।

ততঃ প্রণমেৎ।—নমস্তভ্যং বিরূপাক্ষ নমস্তে দিব্যচক্ষুষে।
নমঃ পিনাকহস্তায় বজ্রাহস্তায় বৈ নমঃ। নমস্তে শূলহস্তায় দণ্ড-

গুহ্যতি মন্ত্রে জপ সমর্পণ করিতে হয়। গোবোনি মুদ্রা দ্বারা
অর্ঘ্য লইয়া দেবতার দক্ষিণ হস্তে জপ সমর্পণ করিবে; অর্ঘ্যের
অভাবে জল লইয়া দিবে। ৫।

তৎপরে “ওঁ নমস্তভ্যং বিরূপাক্ষ” ইত্যাদি মন্ত্র কয়টি পাঠ

লিঙ্গোপরি পূর্বভাগ অশ্রয় করত প্রদান করিবে। শিবনৈবে-
দ্যাদি গ্রহণ নিষিদ্ধ; কিন্তু কোন কোন মতে এইরূপ নিয়ম
আছে, যে, শালগ্রামে পূজিত শিবনৈবেদ্যাদি গ্রহণ করিতে
পারে আর কেহ কেহ বলেন যে, শিবের জৈশাননামক প্রধানমুখে
যে নৈবেদ্যাদি দেওয়া যায়, কেবল তাহাই অগ্রাহ্য। কেহ কেহ
এইরূপ মত দিয়া থাকেন যে, শিবপূজা সর্বাগ্রে করিয়া তৎপরে
অন্যান্য দেবতার পূজা করিবে। আবার কোন কোন ব্যক্তি
এইরূপ ব্যবস্থা দেন যে, সমস্ত দেবতার পূজান্তে শিবপূজা
করিবে; কেননা, অধিকাংশ পুরাণাদি শাস্ত্রে এইরূপ প্রমাণ
পাওয়া যায় যে, শিবের পূজা করিলে সমস্ত দেবতারই পূজা করা
হয়, এই জন্য সর্বশেষে শিবপূজাই ব্যবস্থেয়।

পাশাসিপাণয়ে । নমস্তৈলোক্যানাথায় ভূতানাং পতয়ে নমঃ ॥”
 ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে । নিবেদয়ামি চাক্ষানং
 ত্বং গতিঃ পরমেশ্বরঃ । ওঁ বাণেশ্বরায় নরকার্ণবতারকায়, জ্ঞান-
 প্রদায় কৰুণাময়সাগরায় । কর্পূরকুন্দধবলেন্দুজটাধরায় দারিদ্র্য-
 হৃৎখদহনায় নমঃ শিবায় ॥ ইতি নমস্কৃত্য স্তবাদিকং পঠেৎ । ৬ ॥

ততঃ মুখবাদ্যং কৃত্বা ঐশাখ্যাং ত্রিকোণমণ্ডলং কৃৎস্বা সংহারমুদ্রয়া
 সহৃদয়ান্তেজোরূপদেবতয়া সহ নির্মাণ্যামাদায় মণ্ডলে স্থাপয়িত্বা
 তত্র ওঁ চণ্ডেশ্বরায় নমঃ ইতি সংপূজ্য নৈবেদ্যাদিকং কিঞ্চিৎ

পূর্বক প্রণাম করিবে । * পরে স্তবাদি পাঠ করিতে হয় । ৬ ।

পরে মুখবাদ্য করিবে অর্থাৎ দক্ষিণ হাতের অঙ্গুষ্ঠ ও তজ্জনী
 দ্বারা দক্ষিণ গণ্ডস্থলে আঘাত করত “বম্ বম্ বম্” শব্দে মুখ-
 বাদ্য করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবে । তৎপরে ঈশানকোণে
 ত্রিকোণমণ্ডল করিয়া সংহারমুদ্রাযোগে সহৃদয় হইতে তেজো-
 রূপদেবতা সহ নির্মাণ্য লইয়া আঘ্রাণ করতঃ মণ্ডলে স্থাপন
 পূর্বক “ওঁ চণ্ডেশ্বরায় নমঃ” মন্ত্রে পূজন ও কিঞ্চিৎ নৈবেদ্যাদি

* পুং-দেবতাকে বামাঙ্গ দেখাইয়া প্রণাম করাই বিধেয় ;
 কিন্তু শিবকে দক্ষিণাঙ্গ দেখাইয়া প্রণাম করিবে । জীদেব-
 তাকেও দক্ষিণাঙ্গ দেখাইয়া প্রণাম করিতে হয় । প্রণাম
 ত্রিবিধ ;—উত্তম, মধ্যম ও অধম । দণ্ডবৎ ভূমিষ্ঠ হইয়া জাম্বু,
 বক্ষ ও শিরোদেশ দ্বারা ভূতল লুণ্ঠন করত অষ্টাঙ্গে প্রণতি করি-
 লেই তাহাকে উত্তম প্রণাম কহে ; জাম্বুযুগল ও মস্তক দ্বারা
 ভূতল স্পর্শ করিলে মধ্যম প্রণাম এবং কেবলমাত্র করণটে
 প্রণাম করিলেই অধম প্রণাম বলা যায় ।

দদ্যাৎ । ততঃ আবাহনং ন জানামি নৈব জানামি পূজনং ।
বিসর্জনং ন জানামি ক্ষমস্ব পরমেশ্বর ॥” ইতি পঠিত্বা ওঁ মহাদেব
ক্ষমস্ব ইতি দেবং বিসৃজ্য নিষ্ঠালাং পাদোদকঞ্চ গৃহীত্বা
বিহরেদिति ॥ ৭ ॥

প্রদান করিবে। তদনন্তর “আবাহনং ন জানামি” ইত্যাদি পাঠ
করত “ওঁ মহাদেব ক্ষমস্ব” বলিয়া বিসর্জন পূর্বক শিবের
মস্তকে জল দিয়া শিবটীকে শয়ানভাবে অর্থাৎ “কাত” করিয়া
রাখিতে হয়। ৭।

ইতি পার্শ্ববিশিবপূজাপদ্ধতিঃ ।

কতিপয়*দেবতার ধ্যান ।*

বাণলিঙ্গধ্যান ।—প্রমত্তং শক্তিসংযুক্তং বাণাখ্যঞ্চ মহাপ্রভং ।
কামবাণাব্রিতং দেবং সংসারদহনক্ষমং । শৃঙ্গারাদিরসোল্লাসং
বাণাখ্যং পরমেশ্বরং ॥†

মঙ্গলচণ্ডীধ্যান ।—যৈষা ললিতকাস্তাখ্যা দেবী মঙ্গল-
গুণিকা । বরদাভয়হস্তা চ দ্বিভুজা গৌরদেহিকা । রক্তপদ্মাসনস্থা
চ মুকুটোজ্জ্বলমণ্ডিতা । রক্তকৌষেয়বসনা স্মিতবক্ত্রা শুভা-
মনা । নববৌবনসম্পন্না চার্কস্বী ললিতপ্রভা ॥

* পূজার পদ্ধতি সাধারণতঃ সকল দেবতারাই প্রায় একরূপ,
এই জন্য পৃথক্ পৃথক্ রূপে বৃথা লিখিয়া গ্রন্থবিস্তার করা অনা-
বশ্যক বোধে, কেবলমাত্র সাধারণতঃ কতিপয় প্রধান প্রধান
দেবতার ধ্যান ও প্রণামমন্ত্র এই স্থলে লিখিত হইল ।

† পার্শ্ববিশিবলিঙ্গ ব্যতীত বাণলিঙ্গেও শিবের পূজা হইয়া

মঙ্গলচণ্ডীর প্রণাম ।—সৰ্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সৰ্বার্থসাধিকে ।
শরণ্যে ত্রাশ্বকে গৌরি নারায়ণি নমোস্তু তে ॥ *

চণ্ডীর ধ্যান ।—বন্ধু ককুসুমভাসাং পঞ্চমুণ্ডাধিবাসিনীং ।
ক্ষুরচক্রকলারত্নমুকুটাং মুণ্ডমালিনীং । ত্রিনেত্রাং রক্তবসনাং
পীনোরতবটন্তনীং । পুস্তকধাক্ষমালাধা বরধাভয়কং ক্রমাং ।
দধতীং সংস্মরেন্নিত্যমুত্তরান্নায়মানিতাং ॥

জগদ্ধাত্রীধ্যান ।—ওঁ সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াং নানালঙ্কারভূষিতাং ।
চতুর্ভুজাং মহাদেবীং নাগযজ্ঞোপবীতিনীং । রক্তবস্ত্র-
পরীধানাং বালার্কসদৃশীতনুং । নারদাদ্যৈশ্মুনিগণৈঃ সেবিতাং
ভবসুন্দরীং । ত্রিবলৌবলয়োপেতাং নাভিনালমৃণালিনীং । রত্ন-
দ্বীপে মহাদ্বীপে সিংহাসনসমন্বিতে । প্রকুল্লকমলারূঢ়াং ধ্যায়ন্তাং
ভবগেহিনীং ॥

দুর্গাধ্যান ।—কালাব্ৰাভাং কটাক্ষৈ রবিকুলভয়দাং মৌলি-
বদ্ধেন্দুখণ্ডাং, শঙ্খং চক্রং কুপাণং ত্রিশিখমপি কঠোরবহন্তীং
ত্রিনেত্রাং । সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াং ত্রিভুবনমখিলং তেজসা পূরয়ন্তীং,
ধ্যায়েন্দুর্গাং জয়াখ্যাং ত্রিদশপরিবৃতাং সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ ॥

থাকে ; কিন্তু ইহাঁর প্রতিষ্ঠাদি নাই, কেবলমাত্র ধ্যান, স্নান ও
পূজা আছে। অনেকে বেদীবিহীন শিবলিঙ্গ-পূজা-স্থলে অষ্ট-
মূর্তির পূজা পরিত্যাগ করিয়া থাকেন।

* মঙ্গলচণ্ডীর ধ্যান ও প্রণাম দ্বারাই শুভচণ্ডী, কুলুইচণ্ডী,
[সুসুটচণ্ডী, প্রভৃতির পূজা করিতে হয়। শুক্লাষ্টমীতে ও মঙ্গলরাতে
মঙ্গলচণ্ডীপূজাই প্রশস্ত।

ভগবতীধ্যান ।—বর্তনস্থঃ জগদ্ধাত্রীং কৃষ্ণবর্ণাং ত্রিলোচনাং ।

দ্বিভুজাং বেষ্টিতাং গোভির্বদনাং চৌতচন্দনাং ॥ *

তারার ধ্যান ।—প্রত্যালীড়পদার্পিভাজ্জিশ্ববহুংঘোরাষ্ট্র-
হাসা পরা, খড়্গেন্দীবরকর্তৃথর্পরভুজা হৃদ্ধারবীজোত্তবা । থর্কী
নীলবিশালপৈঙ্গলজটাজুটোগ্রনাগৈগুতা, জাড্যং ব্রহ্ম কপালকে
ত্রিজগতাং হস্ত্যগ্রতারা স্বয়ং ॥

দক্ষিণকালিকাধ্যান ।—ওঁ মেঘাক্ষীং বিগতাহরাং শবশিবা-
ক্ষতাং ত্রিনেত্রাং পরাং, কর্ণালম্বিতবাণযুগ্মভয়দাং মুক্তলজ্জাং
মালিনীং । বামাধোদ্ধকরাষুজে নরশিরঃ খড়্গাঞ্চ সব্যোতরে, দানা-
ভীতিবিমুক্তকেশনিচরাং বন্দে সদা কালিকাং ॥

অন্নপূর্ণাধ্যান ।—রক্তাং বিচিত্রবসনাং নবচন্দ্রচূড়াং, অন্ন-
প্রদাননিরতাং স্তনভারনম্রাং । নৃত্যন্তমিন্দুশকলাভরণং বিলোক্য,
হৃষ্টাং ভজে ভগবতীং ভবহঃখহরীং ॥

বগলামুখীধ্যান ।—ওঁ মধ্যে সুধাক্রিমণিমণ্ডপরত্নবেদিসিংহা-
সনোপরিগতাং পরিপীতবর্ণাং, পীতাঙ্ঘরাভরণরত্নবিভূষিতাক্ষীং
দেবীং নমামি ধৃতমুদগরবৈরিজিহ্বাং । জিহ্বাগ্রমাদায় করেণ
দেবীং বামেন শত্রূন্ পরিপীড়য়ন্তীং, গদাতিঘাতেন চ দক্ষিণেন
পীতাঙ্ঘরাচ্যাং দ্বিভুজাং ভজামি ॥

* সৌর বৈশাখের প্রথমদিবসে গোষ্ঠে গিয়া তথায় সাত্রপল্লব
দ্রুতভাবে সিন্দূরাঙ্কিত করত পূজা করিতে হয় । হ্রীং ওঁ ভগবতৌ
নমঃ এই বীজমন্ত্রে পূজা করিবে । “ওঁ গবে নমঃ” মন্ত্রে গো-
পূজাও করিয়া “নমো গোভ্যঃ শ্রীমতীভ্যঃ সৌরভৈরীভ্য এব চ ।
নমো ব্রহ্মহুতাভ্যশ্চ পবিত্রাত্যো নমো নমঃ ॥” এই মন্ত্রে প্রণাম
করিবে ।

ভুবনেশ্বরীধ্যান ।—শ্রীমাক্ষীং শশিশেখরাং নিজকরৈর্দানঞ্চ
রক্তোৎপলং, রত্নাঢ্যং চসকং বরং ভয়হরং সংবিভ্রতীং শাস্ত্রতীং ।
মুক্তাহারলসৎপয়োধরনতাং নেত্রত্রয়োম্বাসিনীং, বন্দেহং সুর-
পূজিতাং হরবধুং রক্তারবিন্দস্থিতাং ॥

ব্রহ্মার ধ্যান ।—ওঁ পদ্মাসনস্থো জটিলো ব্রহ্মা ধোয়শ্চতুর্ভুজঃ ।
অক্ষমালাং ঋবং বিভ্রং পুস্তকঞ্চ কমণ্ডলুং । বাসঃ কৃষ্ণাজিনং
তস্ত পার্শ্বে হংসস্তথৈব চ ॥

ব্রহ্মার প্রণাম ।—বেদাধারায় বেদ্যায় জ্ঞানগম্যায় সুরয়ে ।
কমণ্ডলুকমালা ঋক্-ঋবহস্তায় তে নমঃ ॥

বাস্তুধ্যান ।—অরুণিতমনিবর্ণং কুণ্ডলশ্রেষ্ঠকর্ণং, সুসিতসুভগ-
সাম্যং দণ্ডপাণিং সুবেশং । নিখিলজননিবাসং বিশ্ববীজস্বরূপং,
নতজনভয়নাশং বাস্তুদেবং ভজামি ॥

বকালাত্মকধ্যান ।—উদ্যানার্ভণ্ড-কোটি প্রতিম-তনু-রুচিং
সোমস্বর্য়্যগ্নিনেত্র-বিহ্যজ্জালাকলাপোজ্জলবিপুলজটাজুটবজ্জেন্দু-
ধণ্ডং । ঘণ্টাটঙ্কাভয়াষ্টাভ্যপি নিজকভুজৈর্বিভ্রতং ভীষণাঙ্গং,
শ্রীমৎকালাত্মকদ্রুং প্রণতভয়হরং সাট্টিহাসং ভজামঃ ॥

সীতার ধ্যান ।—নীলাস্তোজদলাভিরামনয়নাং নীলাম্বরাল-
ঙ্কতাং, গৌরাক্ষীং শরদিন্দুসুন্দরমুখীং বিশ্বেশ্বরবিশ্বাধরাং । কারুণ্যা-
মৃতবর্ষিণীং হরিহরব্রহ্মাদিভিবন্দিতাং, ধ্যায়েৎ সর্বজনেপ্সিতার্থ-
ফলদাং রামপ্রিয়াং জানকীং ॥

যজ্ঞীর ধ্যান ।—ওঁ বিভূজাং হেমগৌরাক্ষীং রত্নালঙ্কারভূষিতাং ।
বরদাভয়হস্তাঞ্চ শরচ্ছন্দ্রনিভাননাং । পট্টবস্ত্রপরীধানাং পীনো-
ন্নতপয়োধরাং । অক্ষাপিতসুতাং যজ্ঞীমম্বুজস্থাং বিচিত্তয়েৎ ॥

ষষ্ঠীর প্রণাম ।—জয় জয় জগন্নাথার্জ্জগদানন্দকারিণি । প্রসীদ
মম কল্যাণি নমস্তে ষষ্ঠীদেবিকে ॥

কার্ত্তিকের ধ্যান ।—ওঁ কার্ত্তিকেয়ঃ মহাভাগঃ ময়ূরোপরি
সংস্থিতঃ । তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভঃ শক্তিহন্তঃ বরপ্রদঃ । দ্বিতুঙ্গঃ
শত্রুহন্তারং নানালঙ্কারভূষিতঃ ॥

মার্কণ্ডেয়ধ্যান ।—দ্বিতুঙ্গঃ জটিলঃ সৌম্যঃ সুবৃদ্ধঃ চিরজী-
বিনঃ । মার্কণ্ডেয়ং নরো ভক্ত্যা পূজয়েৎ প্রবতন্তথা ॥

মার্কণ্ডেয়প্রার্থনা ।—চিরজীবী যথা ত্বং ভো ভবিষ্যামি তথা
মুনে । রূপবান্ বিত্তবাংশৈশ্চ বশিষ্ঠা যুক্তশ্চ সর্বদা ॥

মার্কণ্ডেয়ের প্রণাম ।—মার্কণ্ডেয় মহাভাগ সপ্তকল্মাশুজীবন ।
আয়ুরিষ্টার্থসিদ্ধার্থমস্মাকং বরদো ভব ॥

রাধিকার ধ্যান ।—অমলকমলকান্তিঃ নীলবস্ত্রাঃ স্নকেশীঃ,
শশধরসমবস্ত্রাঃ খঞ্জনাক্ষাঃ মনোজ্ঞাঃ । স্তনয়ুগগতমূল্যাদাম-
দীপ্তাঃ কিশোরীঃ, ব্রজপতিসুতকান্তাঃ রাধিকামাশ্রয়েহং ॥

রাধিকার প্রণাম ।—রাধাং রাসেশ্বরীং রম্যাং কনককুণ্ডলা-
ঘ্রিতাং, বৃকভানুসুতাং দেবীং তাং নমামি হরিপ্রিয়াং ॥

গঙ্গার ধ্যান ।—ওঁ সুরূপাং চারুনেত্রীং চন্দ্রায়ুতসমপ্রভাং ।
চামরৈর্বীজ্যমানাং শ্বেতচ্ছত্রোপশোভিতাং । সুপ্রসঙ্গাং সুবদনাং
করুণার্দ্ৰনিজাস্তরাং । সুধাপ্লাবিতভূপৃষ্ঠামার্দ্রগন্ধানুলেপনাং ।
ত্রৈলোক্যনমিতাং গঙ্গাং দেবাদিভিরিভিষ্টুতাং ॥

শীতলাধ্যান ।—ওঁ সূর্পালঙ্কারমস্তকাং সুরগণৈঃ সংস্তুতমানাং
মুদা, বামে কুন্তধরাং পদ্মোদবদনাং বন্দে ধরন্থাং সদা । দিগ্বাসামুরু-
হাসসুন্দরমুখীং সংমার্জনীং দক্ষিণে, পাণৌ তাং দধতৌ ভবার্তি-
শমনীং সংসারবিদ্রাবণীং ॥

শীতলার প্রণাম ।—ওঁ নমামি শীতলাং দেবীং রাসভৃগুং দিগ-
ধরীং । মার্জ্জনীকলসোপেতাং সুপালঙ্কৃতমস্তকাং ।

কুবেরের ধ্যান ।—ওঁ কুবেরং ধনদং ধর্মং দ্বিভূজং পীতবা-
সসং । প্রসন্নবদনং দেবং যক্ষগুহকসেবিতং ॥

কুবেরের পুষ্পাঞ্জলিমন্ত্র ।—ধনদায় নমস্তভ্যং নিধিপদ্মাধিপায়
চ । ভবন্তু ত্বংপ্রসাদান্নে ধনধাত্বাদিসম্পদঃ ॥

বিষ্ণুধ্যান ।—বিষ্ণুং শারদচন্দ্রকোটিসদৃশং শঙ্খং রথাজং
গদামস্তোজং দধতং সিতাজ্জনিয়ং কাস্তী জগন্মোহনং । আবদ্ধা-
ঙ্গদহার-কুণ্ডল-মহামৌলিং ক্ষুরংকঙ্কণং, শ্রীবৎসাক্ষমুদারকৌস্তভ-
ধরং বন্দে মুনীন্দ্রেস্ততং ॥

রামের ধ্যান ।—কোমলাঙ্গং বিশালাক্ষমিল্লনীলসমপ্রভং ।
দক্ষিণাংশে দশরথং পুত্রাবেক্ষণতৎপরং । পৃষ্ঠতো লক্ষ্মণং দেবং
সচ্ছত্রং কনকপ্রভং । পার্শ্বে ভরতশক্রলৌ তালবৃন্তকরাবুভৌ ।
অগ্রে ব্যগ্রং হনুমন্তং রামানুগ্রহকাজ্জিহ্বং ॥

রামের প্রণাম ।—ওঁ রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বেধসে ।
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ ॥

কৃষ্ণের ধ্যান ।—ওঁ কুলেন্দীবরকান্তিমিন্দুবদনং বর্হাবতং-
সপ্রিয়ং, শ্রীবৎসাক্ষমুদারকৌস্তভধরং পীতাস্বরং সুন্দরং ।
গোপীনাং নয়নোৎপলাচ্চিততনুং গোগোপসংঘাবৃতং, গোবিন্দং
কলবেণুবাদনপরং দিব্যাক্ষভূষণং ভজে ।

গোপালধ্যান ।—ওঁ শ্রীমৎকল্পদ্রুমলোদগতকমলসংকর্ণিকা-
সংস্থিতো যন্তচ্ছাখালম্বিপদ্মোদরবিসরদসংখ্যাত-রত্নাভিষিক্তঃ ।
হেমাতঃ স্বপ্রভাভিস্তিভুবনমখিলং ভাসয়ন্ বাসুদেবঃ, পায়াদঃ
পায়সাদোহনবরতনবনীতামৃতাসী বশী সঃ ॥

তাত্ত্বিকী পূজা ।

এই প্রকারে সন্ধ্যা-পূজা সমাপনান্তে তাত্ত্বিকী পূজা করিবে অর্থাৎ বাহারা দীক্ষিত, তাহাদিগকে এই সময়েই তাত্ত্বিকী পূজা করিতে হয়। বিপ্রগণ সামান্যার্থ্য হইতে লক্ষ্মীপূজা পর্য্যন্ত আর শূদ্র বা জীজাতিরা শিবপূজা পর্য্যন্ত করিয়া তাত্ত্বিক পূজায় প্রবৃত্ত হইবেন। সংক্ষেপার্থ্য কেহ কেহ নিত্যপূজায় সামান্যার্থ্য হইতে ভূতশুদ্ধি পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া গৌরানিক পূজা সমাধা করেন। তদনন্তর তাত্ত্বিকী পূজায় যথাস্থলে ধ্যানাদি গ্রাস ও করান্দগ্রাসাদি করিয়া থাকেন। গ্রাস প্রভৃতি দ্বারা আপনাকে দেবসদৃশ জ্ঞান করত পূজা আরম্ভ করিতে হয়। *

* তাত্ত্বিকী পূজার গ্রাস তাত্ত্বিক জ্ঞানেরও বিধি আছে। ভ্রমবশতঃ যথাস্থানে তাহার উল্লেখ না হওয়াতে এই স্থানে লিখিত হইল, যথা—

নিত্যজ্ঞানান্তে দীক্ষাজ্ঞান অর্থাৎ তাত্ত্বিক জ্ঞান করিতে হয়। প্রথমতঃ আচমন পূর্ব্বক “বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকতিথৌ অমুকদেবতাপ্রীতয়ে জ্ঞানমহং করিষ্যে” বাক্যে সংকল্প করিয়া প্রাণায়াম ও ষড়ঙ্গগ্রাস করত সম্মুখস্থ জলে “ওঁ গঙ্গে চ যমুনে” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা অঙ্কুশমুদ্রা-যোগে তীর্থ আবাহন করিবে। তৎপরে ধেনুশ্রী প্রদর্শন পূর্ব্বক কবচমুদ্রা দ্বারা ঐ জল বেষ্টন করত অস্ত্রমুদ্রা দ্বারা উহার রক্ষা করিবে। তৎপরে উহার উপর একাদশবার মূলমন্ত্র জপ করিয়া তজ্জল হইতে সূর্য্যাভিमुखে দ্বাদশবার জল নিক্ষেপ করিবে। পরে ঐ জলকে নিজ ইষ্টদেবতার পাদপদ্মনিঃসৃত জ্ঞান করিয়া যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ করিতে হয়। পরে ডুব দিয়া জলের উপর

তাত্ত্বিকী পূজায় প্রথমতঃ মন্ত্রাচমন পূর্বক “এতে গন্ধপুষ্পে
ওঁ দ্বারদেবতাভ্যো নমঃ” বলিয়া পূজা করিবে। পরে ঋষ্যাদি-
ন্তাস করিতে হয়। দক্ষম হইলে পাঠন্তাসও করিতে পারে।
ঋষ্যাদিন্তাস যথা—

“অমুকমন্ত্রস্ত্র অমুক-ঋষিঃ অমুকচ্ছন্দঃ অমুকদেবতা অমুক-
বীজং অমুকশক্তিঃ অমুককীলকং মম ইষ্টসিদ্ধ্যর্থৈ বিনিয়োগঃ ।
(শিরসি) অমুকঋষয়ে নমঃ, (মুখে) অমুকচ্ছন্দসে নমঃ,
(হৃদি) অমুকদেবতায়ৈ নমঃ, (গুহ্যে) অমুকবীজায় নমঃ,
(পাদয়োঃ) অমুকশক্তয়ে নমঃ, (সর্ব্বাঙ্গে) অমুককীলকায়
নমঃ ।”

এই সমস্ত মন্ত্র দ্বারা যথাযথ স্থান স্পর্শ করিতে হয়। তদ-
নন্তর মূলমন্ত্রে করন্তাস, অঙ্গন্তাস ও প্রাণায়াম করিবে। পরে
ব্যাপক স্তাস করিবে, যথা—মূলমন্ত্র প্রত্যেকে উচ্চারণ করত
সাতবার বাহ্যুগল দ্বারা হৃদয়াভিমুখে শিরঃপ্রদেশ হইতে পাদা-
বধি বায়ু বিতাড়িত করিয়া আকর্ষণ করিবে। দেবতাভেদে
যথাবিহিত মুদ্রা প্রদর্শন পূর্বক দেবতার প্রথমধ্যানান্তে বিশে-
ষার্থ্য স্থাপন করিতে হয়, যথা—

প্রথমধ্যানের পর মন্ত্রকোপরি পুষ্প প্রদান করত মনে মনে
পাদ্যাদি দ্বারা মানসোপচারে দেবমূর্ত্তির অর্চনা করিবে। তদ-
নন্তর অর্থ্য স্থাপন পূর্বক পুনরায় ধ্যান করিয়া পাদ্যপ্রদানান্তে

তিনবার মূলমন্ত্র জপ করিয়া স্বীয় শিরোদেশে তিনবার ছিটাইয়া
দিবে। শূদ্রজাতি ও দ্রোগণ সঙ্কলকালে বিষ্ণুর্নমঃ তৎসং ইত্যাদি
পাঠ করিবে। অদাক্ষিতের তাত্ত্বিক জ্ঞান নাই।

এই অর্ঘ্য দিতে হয় । পূজকের বামপার্শ্বে ভূতলে দেবতার বীজ-
মন্ত্র লিখিয়া তাহার উপর ত্রিকোণমণ্ডল অঙ্কিত করিবে । পরে
তদুপরি একটা গোল বৃত্ত ও চতুষ্কোণ মণ্ডল অঙ্কিত করত “ওঁ
আধারশক্তয়ে নমঃ, ওঁ কুণ্ডায় নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ
পৃথিব্যৈ নমঃ” মন্ত্রে অঙ্কিত প্রদান করিবে । তাহার উপর
ত্রিপদিকা স্থাপন পূর্বক “ফট্” মন্ত্রে অর্ঘ্যপাত্র প্রক্ষালন করত
প্রণবমন্ত্রে তিনবারে শঙ্খের তিনভাগ জলপূর্ণ করিবে । পরে
প্রণবমন্ত্রে শঙ্খের অগ্রে অর্ঘ্য সাজাইয়া “মং বহিমণ্ডলায় দশক-
লাত্ননে নমঃ” মন্ত্রে ত্রিপদিকায়, “অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্ননে
নমঃ” মন্ত্রে শঙ্খে এবং “উং সৌমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্ননে নমঃ”
মন্ত্রে শঙ্খস্থজলে অঙ্কিত প্রদান করিবে এবং মূলমন্ত্রে একটা পুষ্প
দিতে হইবে । পরে “ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব” ইত্যাদি মন্ত্রে
জলপ্তুষ্কি করত “ওঁ অমুকদেব ইহাগচ্ছাগচ্ছ” ইত্যাদি মন্ত্রে
আত্মহৃদয় হইতে তেজোময় দেবতাকে শঙ্খস্থ জলে আবাহন
করিয়া “হুং” মন্ত্রে অর্ঘ্যোপরি অবগুণ্ঠনমুদ্রা প্রদর্শন করিবে ।
পরে “বষট্” বলিয়া গালিনী মুদ্রা * সঞ্চালন করত “বৌষট্”

* অবগুণ্ঠনমুদ্রা যথা—বাম করের মুষ্টি হইতে অধোমুখ
সরল তর্জনীকে “হুং” মন্ত্রে একবার দক্ষিণাবর্তে ঘুরাইলেই
তাহার মাম অবগুণ্ঠন মুদ্রা । গালিনী মুদ্রা ।—সরল বামহস্ত-
তলে দক্ষিণ হস্তাঙ্গুলী আর দক্ষিণ হস্ততলে বামকরাঙ্গুলিসমূহ
স্থাপন করত বামাঙ্গুষ্ঠ সহ দক্ষিণ কনিষ্ঠাঙ্গ এবং দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠাঙ্গ
সহ বাম কনিষ্ঠাঙ্গ সংযোগ করিলেই গালিনী মুদ্রা হয় ।

মস্ত্রে অর্ঘ্য দর্শন করিয়া “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আং হৃদয়ায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ওঁ নেত্রোভ্যাং বৌষট্, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অঃ করত-লপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্” বলিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা তত্ক্ষণে পূজা করিতে হয়। * তদনন্তর মংস্মুদ্রা দ্বারা আচ্ছাদন করত তাহার উপর দশধা “ওঁ অমুকদেবতায়ৈ নমঃ” জপ করিয়া ধোমুদ্রা প্রদর্শন করিবে। কাল্যাণাদি বিষয়ে ষোনিমুদ্রা ও ভূতনীর মুদ্রা প্রভৃতি দেখাইতে হয়। + তৎপরে কোশায় কিঞ্চিৎ জল ঢালিয়া কোশাশ্চ জলের কিঞ্চিৎ লইয়া পূজাদ্রব্যে প্রক্ষেপ করিবে। তদনন্তর গুরুর ধ্যান করিতে হয়, যথা—

* সক্ষম হইলে ষড়ঙ্গেরই অর্চনা করিতে পারে।

মংস্মুদ্রা যথা। অধোমুখ দক্ষিণহস্তপৃষ্ঠোপরি বামহস্ততল স্থাপন পূর্বক অঙ্গুষ্ঠের মংস্যের ডানার ন্যায় নির্গত রাখিলেই তাহার নাম মংস্মুদ্রা।

+ কৃতাজলি হইয়া বামহস্তাঙ্গুলীর রক্ত-(ফাঁকে) চতুর্থে দক্ষিণহস্তের তর্জ্জিহাদি চারিটি অঙ্গুলী প্রবেশ করাইয়া দিবে। তদনন্তর তর্জ্জিনীদ্বয় খুলিয়া লইয়া চিত্তভাবে বক্র করত বাম-অনামিকা-পৃষ্ঠে দক্ষিণ তর্জ্জিনী আর দক্ষিণ-অনামিকাপৃষ্ঠে বাম-তর্জ্জিনী সংযোজিত করিবে। এইরূপ করিলেই অবশিষ্ট দক্ষিণ হস্তাঙ্গুলীসমূহের পৃষ্ঠে স্ব-স্ব-জাতীয় বামহস্তাঙ্গুলী সংলগ্ন হইবে। তৎপরে সর্বোপরি উভয় অঙ্গুষ্ঠ অধোমুখে রাখিবে। ইহার নাম ভূতনীর মুদ্রা।

ষোনি মুদ্রা—ভূতনীর মুদ্রা করত নিম্ন হইতে উভয় কনিষ্ঠাঙ্গুলী সর্বোপরি উভয় অঙ্গুষ্ঠের নিম্নে পূর্বের ন্যায় স্থাপন করিলেই ষোনিমুদ্রা হয়।

গুরুধ্যানং । — গুরুক্ষটিকসঙ্কশং গুরুক্ষৌমবিরাজিতং ।
গন্ধানুলেপনং শান্তং বরাভয়করামুজং । মন্দস্মিতং নিজগুরুং
কার্ণ্যেনাবলোকিতং । বামোরুশক্তিসংযুক্তং গুরুভরণভূষিতং ।
স্বশক্ত্যা দক্ষহস্তেন ধৃতচারুকলেবরং । বামে ধৃতোৎপলান্যাস্ত
সুরভায়া সুশোভনং । পরানন্দরসোল্লাস-লোচনদয়-পঙ্কজং ।

স্ত্রীগুরুধ্যানং । —সহস্রারে মহাপদ্মে কিঙ্করুগগশোভিতে ।
প্রক্লপদ্বপত্রাঙ্কীং ঘনপীনপয়োধরাং । প্রসন্নবদনাং ক্ষীণমধ্যাং
ধ্যাদ্রেচ্ছিবাং গুরুং । পদ্মরাগসমভাসাং রক্তবস্ত্রসুশোভনাং ।
রক্তকঙ্কণপাণিঞ্চ রক্তনুপুরশোভিতাং । শরদিন্দুপ্রতীকশাং
রক্তোদ্ভাসিতকুণ্ডলাং । স্বনাথবামভাগস্থাং বরাভয়করামুজাং ॥

পরে “এতৎপাদ্যং ত্রৈং শ্রীগুরবে নমঃ” তদনন্তর “এতে
গুরুপুষ্পে ও গুরুভ্যো নমঃ” এই প্রকার নিয়মে পরমগুরু,
পরাপরগুরু ও পরমেষ্টীগুরুর অর্চনা করিবে। অনন্তর
“এতে গুরুপুষ্পে ও আধারশক্ত্যাদিপীঠদেবতাভ্যো নমঃ”
বলিয়া পূজা করিতে হয়। সক্ষম হইলে পৃথক্ পৃথক্‌রূপে
পীঠদেবতাগণের পূজা করিবে। তৎপরে মূলমন্ত্রে পূজাধারে
যন্ত্র অথবা পুষ্প প্রভৃতি স্থাপন করত পুনরায় দেবতার
ধ্যানান্তে শক্ত্যানুসারে উপচার দ্বারা অর্চনা করিবে।*
অবশেষে মূলমন্ত্রে তিনবার পুষ্পাজলি দিয়া আরবণদেবতাদির
অর্চনা, প্রাণায়াম, ঋষ্যাদিন্যাস, করান্নন্যাস, যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ,

* কালী প্রভৃতি শক্তিবিশয়ে অর্ঘ্যে স্বাহা, ধূপ দীপ মধুপর্ক
ও আচমনীয়ে স্বধা, বস্ত্র ও আভরণে নিবেদয়ামি এবং পুষ্পদানে
বৌষ্ট-মন্ত্র মন্ত্র উচ্চারণ করিবে ; আর অন্যত্র নমঃশব্দান্ত
করিয়া মন্ত্র পাঠ করিতে হয়।

ঔহাতিমন্ত্ৰে জপ সমৰ্পণ ও পুনৰ্কার প্রাণায়াম এই সমস্ত সমাপন করত দেবতাকে ও ঔরুদেবকে প্রণাম করিবে। তৎপরে কৃতাজলি হইয়া আত্মসমৰ্পণ করিতে হয়, যথা—

“ইতঃ পূৰ্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধৰ্মাদিকারতো জাগ্রৎস্বপ্নহুযুপ্ত্য-
বস্থাস্থ মনসা বাচা হস্তাত্যাং পড্যামুদরেণ শিল্পা যৎ স্মৃতং যত্নং
যৎ কৃতং তৎ সৰ্বং ব্রহ্মার্পণমস্তু। মাং মদীয়ং সকলং সম্যক্
অমুকদেবতায়ৈ সমৰ্পয়ে। ও তৎসং।”

দেবতার শরীরে আররণদেবতার লয় চিন্তা করিতে হয়।
তৎপরে বিসৰ্জন করিবে, যথা—ঈশানকোণে ত্রিকোণ মণ্ডল
অঙ্কন করত পূজাধার হইতে সংহারমূদ্রা-যোগে একটা নিৰ্ম্মাণ্য
গ্রহণপূৰ্বক আত্মাণ্ডে পূৰ্বকৃত মণ্ডলে রাখিবে। তৎকালে
তেজোময় দেবতাকে স্বাসপথদ্বারা হৃদয়কমলে পূৰ্ণের ন্যায়
পুনঃসংস্থাপিত চিন্তা করিতে হয়। পরে কালিকাদিবিষয়ে
“উচ্ছিষ্টচাণালিনৈ নমঃ” শক্তিবিশয়ে “শোষিকায়ৈ নমঃ,”
শিববিষয়ে “চণ্ডেশ্বরায় নমঃ” এবং বিষ্ণুবিষয়ে “বিশ্বক্সেনায়
নমঃ” এই প্রকারে নিৰ্ম্মাণ্য দ্বারা অৰ্চনা করিতে হয়।

ইতি তান্ত্রিকীপূজা।

মধ্যাহ্নকৃত্যম্।

(পঞ্চমবামার্ককৃত্যম্।)

দেবপূজার অন্তে পঞ্চমাবামার্ক অর্থাৎ বেলা ১২ টা হইতে
দেড় ঘটিকা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে হোম, বৈশ্বদেব, বলি, অতিথি-
সেবন, নিত্যশ্রাদ্ধ, গোপ্রাসদান ও ভোজন এই সমস্ত কার্য
সম্পন্ন করিতে হয়। যথাক্রমে ঐ অনুষ্ঠানগুলির সংক্ষেপ
বর্ণন হইতেছে।

(হোম ।)

ইদানীন্তন কালে আমাদিগের দেশে সামিক ব্রাহ্মণ এক প্রকার নাই বলিলেই হয় । নিত্যহোমীও অতি বিরল । বিশেষতঃ নিত্যহোমের অনুষ্ঠানও তাদৃশ বৃহৎ বা কঠিন নহে । আহুতির সংখ্যাও অল্প এবং আহবনীয় বস্তুও মহার্ঘ্য বা হ্যাপ্রপ্য নহে । শাস্ত্রেও কথিত আছে যথা—

“গৃহমেধিনা যদশনীয়ং তত্ত্ব

হোমাবলয়শ্চ স্বস্বপুষ্টিসংযুক্তাঃ ।”

অর্থাৎ গৃহীর খাদ্য বাহা, তাহার হবনীয় পোষণকারী বস্তুও তাহাই হইবে । বিশেষতঃ জলেও আহুতি-প্রদান হোম-কার্যের স্থানীয় হইতে পারে ; কেননা, শাস্ত্রেও আছে যে, “জুহুয়াদমুনাপি চ ।” সুতরাং এরূপ অনাগ্নাসসাধ্য অনুষ্ঠানটী যে লোপ হইয়া যায়, ইহার প্রতি যে প্রায় কেহই সেরূপ আস্থা প্রদর্শন করেন না, ইহা বাহার পর নাই দুঃখের বিষয় । বাহা হউক, নিত্য হোম যে প্রকারে করিতে হয়, তাহা নিম্নে লিখিত হইল * যথা—

“দ্বিজাতিভবনাদ্বাপি বহিমানীয় সাধকঃ । বৌষড়ন্তেন মূলেন মন্ত্রিতং তং বিলোকয়েৎ ॥”

প্রথমতঃ দ্বিজাতিগৃহ হইতে অগ্নি আনয়ন পূর্বক বৌষড়ন্ত মূলমন্ত্র উচ্চারণ করত উহা অভিমন্ত্রিত করিবে ও নিরীক্ষণ করিবে ।

* নিত্য হোমের প্রণালী অনেক প্রকার আছে, আমাদিগের বিবেচনায় যেটী অনাগ্নাসসাধ্য ও ক্ষুদ্র বোধ হইল, তাহাই প্রকাশিত করিলাম ।

“অগ্নিবাহয়েদস্তমস্ত্রেণ তদনন্তরং ।

হুং ফড়ন্তেন মূলেন ক্রব্যাদাংশং পরিত্যজেৎ ॥”

তৎপরে “ফট্” এই মন্ত্রে অগ্নির আবাহন করিয়া হুং ফড়ন্তেন মূলমন্ত্র দ্বারা ক্রব্যাদাংশ ত্যাগ করিবে অর্থাৎ মূলমন্ত্র বলিয়া হুং ফট্ ক্রব্যাদেভ্যো নমঃ বলিয়া ক্রব্যাদাংশ ত্যাগ করিতে হয় ।

“ততঃ ওঁ বহ্নেৰ্যোগপীঠায় নমঃ । চতুর্দিক্চ ওঁ বামায়ৈ নমঃ । এবং জ্যেষ্ঠায়ৈ, রৌদ্র্যৈ, অশ্বিকায়ৈ ।”

তৎপরে “ওঁ বহ্নেৰ্যোগপীঠায় নমঃ” বলিয়া পূজা করত চতুর্দিকে উপরোক্ত মন্ত্রে বাম-জ্যেষ্ঠাদির পূজা করিবে ।

“ততো মূলমুচ্চার্য্য অমুকদেবতাকুণ্ডায় নমঃ । ইতি কুণ্ডং সম্পূজ্য তদধো বাগীশ্বরীং তন্তদেবতারূপাং ঋতুমতীং ধ্যানত্বে যথোক্তবহ্নিমানীয় বীক্ষণাদিভিঃ সংস্কৃত্য রমিতি তস্মাৎ বহ্নি-মুক্ত্য মূলমুচ্চার্য্য হুং ফট্ ক্রব্যাদেভ্যঃ স্বাহা ইত্যনেন ক্রব্যাদাংশং পরিত্যজ্য বহ্নিবীজেন সংরক্ষ্য হুং ইত্যবশুষ্ঠ্য ধেনুমুদ্রয়া অমৃতীকৃত্য বাহুভ্যাং সমুদৃত্য কুণ্ডোপরি ত্রিঃ পরিত্রাময়েৎ ॥”

পরে মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক “অমুকদেবতাকুণ্ডায় নমঃ” বলিয়া কুণ্ডের পূজা করত তদধোদেশে বাগীশ্বরীকে তন্তদেবতারূপা ঋতুমতী ধ্যান করিয়া যথোক্ত বহ্নি আনয়ন করিবে এবং বীক্ষণাদি দ্বারা সংস্করণ, “রং” বীজে তাহা হইতে বহ্নি উদ্ধরণ, মূলমন্ত্র উচ্চারণ করত হুং ফট্ ইত্যাদি মন্ত্রে ক্রব্যাদাংশ পরিত্যাগ, বহ্নিবীজ দ্বারা সংরক্ষণ, হুং মন্ত্রে অবশুষ্ঠন, ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ, এবং অবশেষে বাহুদ্বয় দ্বারা উত্তোলন পূর্বক কুণ্ডোপরি তিনবার ত্র্যমিত করিবে ।

“ততো ব্রীঃ বহ্নিমূর্তয়ে নমঃ ইত্যভ্যর্চ্য্য, রং বহ্নিচৈতন্যায়

নমঃ ইতি চৈতন্যং সংযোজ্য, ওঁ চিং পিঙ্গল হন হন দহ দহ পচ পচ সর্বং জ্ঞাপয় জ্ঞাপয় স্বাহা ইতি জ্ঞালয়েৎ ।”

অনন্তর হ্রীং বহ্নিমূর্তয়ে নমঃ” মন্ত্রে পূজন, “রং” ইত্যাদি মন্ত্রে চৈতন্য সংযোজন এবং “ওঁ চিং পিঙ্গল” ইত্যাদি মন্ত্রে প্রজ্জলিত করিবে ।

“ততঃ অগ্নিং প্রজ্জলিতং বন্দে জাতবেদং হতাশনং । সূবর্ণ-বর্ণমমলং সমিদ্ধং বিশ্বভোমুখং । ইতু্যপতিষ্ঠেৎ ।”

পরে “অগ্নিং প্রজ্জলিতং” ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্ন্যুপস্থান করিতে হইবে ।

“ততো অগ্নে ত্বমুকনামাসীতি নাম কৃত্বা ওঁ বৈশ্বানর জাত-বেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্বকর্মাণি সধায় স্বাহা । অনেনা-র্যাদিভিঃ সংপূজ্য ওঁ অগ্নেহিরণ্যাদিসপ্তজিহ্বাভ্যো নমঃ । ওঁ সহস্রার্চিষে হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি অগ্নিষড়্ভ্যো নমঃ । ওঁ অগ্নয়ে জাতবেদসে ইত্যাদ্যষ্টমূর্ত্তিভ্যো নমঃ । তদ্বাহে ব্রাহ্মাষ্ট-শক্তিভ্যো নমঃ । তদ্বহিঃ ওঁ পদ্মাদ্যষ্টশক্তিভ্যো নমঃ । তদ্বহ্নিঃ ওঁ ইন্দ্রাদিলোকপালেভ্যো নমঃ । তদ্বাহে ওঁ বজ্রদ্যস্ত্রেভ্যো নমঃ । ইত্যনেন পূজয়েৎ ।”

তদনন্তর “অগ্নে ত্বং অমুকনামাসি” বলিয়া অগ্নির নামকরণ এবং “ওঁ বৈশ্বানর” ইত্যাদি মন্ত্রে অর্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া “ওঁ অগ্নেহিরণ্যাদিসপ্তজিহ্বাভ্যো নমঃ” ইত্যাদি মন্ত্র সমূহ দ্বারা যথাক্রমে উপরি উক্ত নিয়মে পূজা করিবে ।

তৎপরে প্রাদেশপ্রমাণ দুইটী কুশপত্র স্তম্ভমধ্যে নিক্ষেপ পূর্বক সবা, অপসবা ও মধ্যভাগে ইড়া, পিঙ্গলা ও সূর্য্যাকে ধ্যান করত হোম করিতে প্রবৃত্ত হইবে । শ্রব দ্বারা দক্ষিণ-

ভাগ হইতে স্নত লইয়া “ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা” মন্ত্রে অগ্নির দক্ষিণ
 নেত্রে এবং বামভাগ হইতে স্নত লইয়া “ওঁ সোমায় স্বাহা” মন্ত্রে
 বামনেত্রে হোম করিবে। তদনন্তর মধ্যভাগ হইতে স্নত লইয়া
 “ওঁ অগ্নীসোমাত্যাং স্বাহা” মন্ত্রে অগ্নির ললাটস্থ নেত্রে হোম
 করিতে হয় ; পুনরায় “নমঃ” মন্ত্রে দক্ষিণভাগ হইতে স্নত
 লইয়া “ওঁ অগ্নয়ে সিষ্টিকৃতে সুাহা” মন্ত্রে অগ্নির মুখদেশে
 আহুতি দিবে। তৎপরে “ওঁ ভূঃ স্বাহা, ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ওঁ স্বঃ
 স্বাহা, ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্বকর্মাণি
 সাধয় স্বাহা” এই মন্ত্রে তিনবার আহুতি দিতে হয়। পরে মূল-
 মন্ত্র দ্বারা অগ্নিতে পীঠদেবতার পূজা করিয়া অগ্নিমুখে মূল-
 মন্ত্র দ্বারা পঞ্চবিংশতি স্নতাহুতি প্রদান করিবে। অনন্তর বহি
 ও দেবতার সহ আত্মার ঐক্য চিন্তা করিয়া মূলমন্ত্র দ্বারা একা-
 দশ আহুতি দিতে হয়। তৎপরে “মূলমন্ত্রস্য অগ্নদেবতাভ্যঃ
 স্বাহা” বলিয়া একটা আহুতি দিবে। পরে সঙ্কল্প করিয়া তত্ত্ব-
 কলোক্ত দ্রব্য দ্বারা হোম করত মূলমন্ত্র দ্বারা পূর্ণাহুতি
 দিবে। তৎপরে সংহার মুদ্রা দ্বারা স্বেষ্ট দেবতাকে হৃদয়ে আন-
 য়ন পূর্বক “ক্ষমস্ব” বলিয়া বিসর্জন, পরে দক্ষিণা ও তৎপরে
 অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে।

ইতি নিত্যাহোমবিধিঃ ।

(বৈশ্বদেব ।)

ভংগরে বৈশ্বদেব-পূজা করিবে । “ও বিশ্বদেবার নমঃ”
এই মন্ত্রে যথাবিধি পূজা করিলেই বৈশ্বদেবক্রিয়া সমাহিত
হয় । *

(বলিকৰ্ম ।)

তদনন্তর বলিকৰ্ম করিবে অর্থাৎ এই ক্রিয়ায় বিশ্বব্যাপক
যাবতীয় প্রাণীদিগকে অন্ন প্রদান করিতে হয় । মন্ত্র যথা,—

“দেবা মানুষ্যাঃ পশবো বয়াংসি

সিদ্ধাঃ সযক্ষোরগদৈত্যসংঘাঃ ।

প্রেতাঃ পিশাচান্তবরঃ সমস্তা

যে চান্নমিচ্ছন্তি ময়া প্রদত্তং ॥

পিপীলিকাকীটপতঙ্গকাদ্যা

বুভুক্ষিতাঃ কৰ্ম্মনিবদ্ধবদ্ধাঃ ।

প্রায়স্তু তে তৃপ্তিমিদং ময়ান্নং

ভেভ্যো বিসৃষ্টং মুদিতা ভবন্তু ॥

* সন্ধ্যাকালে ও প্রাতে বৈশ্বদেবের পূজা ও বলিকৰ্ম না
করিয়া আহার করিলে পাপী হইতে হয়, যথা—

“সায়ং প্রাতর্বৈশ্বদেবঃ কর্তব্যো বলিকৰ্ম চ ।

অনন্ততাপি কর্তব্যমগ্রথা কিমিষৌ ভবেৎ ॥”

এই বৈশ্বদেব কৰ্ম্ম আর কিছুই নহে, ইহাও প্রকারান্তরে
এক প্রকার বিষ্ণুর আরাধনা । যাহা সমষ্টিভাবে বিষ্ণু বাল্য
কথিত, তাহাই ব্যষ্টিভাবে বৈশ্বদেব শব্দে অভিহিত ।

যেষাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধু-

নৈবান্নসিদ্ধির্ন তথান্নমস্তি ।

ভক্তপুণ্যেহ্নং ভূবি দত্তমেতৎ

প্রয়াস্ত তৃপ্তিং মুদিতা ভবন্ত ॥

যে চাত্তে পতিতাঃ কেচিদ-

পাত্রাঃ পাপধোনয়ঃ ॥

বলিশ্রদানকালে মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে হয় ও পাঠ করিতে হয়, * যথা—

“ভূতানি সর্বাণি তথান্নমেত-

দহঞ্চ বিষ্ণুর্ন যতোনুদন্তি ।

তস্মাদহং ভূতনিকায়ভূত-

ম্নং প্রযচ্ছামি ভবায় তেষাং ॥

* গৃহীই সকল জীবের আশ্রয়রূপ, সুতরাং সকলকে আহার না দিয়া কদাচ স্বয়ং ভোজন করিতে পারে না। এই জন্যই বলিকর্মেয় ব্যবস্থা হইয়াছে যথা—

“ভূবি ভূতোপকারায় গৃহী সর্বাশ্রয়ো যতঃ ।

স্ব-চণ্ডালবিহঙ্গানামন্নং দদ্যাত্ততো নরঃ ॥”

পুরুষানুক্রমিক এই প্রকার সদানুষ্ঠানের ফলেই ভারতবাসী আর্য্যজাতিরা অন্ত্যাত্ম জাতির অপেক্ষা দয়াদ্র, পরার্থজীবী ও হিংসাবর্জিত হইয়াছেন সন্দেহ নাই। এইরূপ শাস্ত্রশিক্ষিত অনুষ্ঠানের দ্বারা সর্বভূতে দয়ার ও পরোপকারিতার অভ্যাস যে প্রকার সাধিত হয়, অন্ত্র জাতির পক্ষে তাহা কল্পনাশক্তিরও অগোচর।

(অতিথিসংস্কারঃ)।

বলিসমাধানান্তে অতিথি সংস্কার করাই আৰ্য্যজ্ঞাতির প্রধান ভূম নিত্যকৰ্ম্ম । অভ্যাগত ব্যক্তিকে ব্রহ্মার স্বরূপ জ্ঞান করাই গৃহীর কর্তব্য । যথা—

“হিরণ্যগৰ্ভবুদ্ধ্যা ভং মন্যোভ্যাভ্যাগতং গৃহী ।”

অতিথি প্রিয় হউক, ঘেষ্য হউক, মূৰ্খ হউক, বিদ্বান্ হউক, ঘেরূপই হউক না কেন, বৈশ্বদেবক্রিয়ার অন্তে যে অতিথি লাভ করা যায়, তাঁহা হইতে স্বৰ্গলাভ হইয়া থাকে, যথা—

“প্রিয়ো বা যদি বা ঘেষ্যো মূৰ্খঃ পণ্ডিত এব বা ।

সংপ্রাপ্তো বৈশ্বদেবান্তে সোহাতথিঃ স্বৰ্গসংক্রমঃ ॥”

অতিথি সমাগত হইলে তাঁহার নিবাস, নাম, কুল, বিদ্যা প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিতে নাই । ঐ সমস্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া অন্ন প্রদান করিলে অন্নদান নিষ্ফল হয় এবং দাতার স্বৰ্গলাভের আশা থাকে না, যথা—

“দেশং নাম কুলং বিদ্যাং পৃষ্ট্বা যোন্নং প্রযচ্ছতি ।

ন স তৎফলমাপ্নোতি দত্ত্বা স্বৰ্গং ন গচ্ছতি ॥”

(নিত্যশ্রাদ্ধঃ)।*

প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা আমাদিগকে ধৰ্ম্মশীল করিবার জন্য যে সমস্ত উপায় উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে পূৰ্ব্বপুরুষগণের

* শাস্ত্রোক্ত বিধানে পিতৃকৰ্ম্মকেই শ্রাদ্ধ বলা যায় অর্থাৎ পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ সহকারে যে অন্নাদি দান, তাহাকেই শ্রাদ্ধ কহে । অসংস্কৃত ব্যঞ্জন, দধি, ছন্ধ, ঘৃত এই সমস্ত দ্রব্য

স্মৃতি জাগরুক করাও একটি প্রধানতম উপায় সন্দেহ নাই। এই কারণেই পূর্বপুরুষগণের স্মারক শ্রাদ্ধক্রিয়া বৎসরে বৎসরে সাধনের যেকোন একটি প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে, তজ্জন্য মাসে মাসে, বিশেষ পর্বদিবসে এবং প্রতি দিনেও কন্দিবার নিয়ম আছে। তবে নিত্যশ্রাদ্ধে বিশেষ বাহ্যিকানুষ্ঠানের আবশ্যক করে না। এই শ্রাদ্ধে পিণ্ডদান, ভোজ্য উৎসর্গ, বিশ্বদেবাবাহন,

শ্রদ্ধা সহকারে পিতৃগণকে প্রদান করা যায়, এই হেতুই ঐ কর্ম্মকে শ্রাদ্ধ কহে, যথা—

“সংস্কৃতব্যঞ্জনাত্যক পয়োদধিস্বতাষিতং ।

শ্রদ্ধয়া দীয়তে যস্মাৎ শ্রাদ্ধং তেন নিগদ্যতে ॥”

শ্রাদ্ধ দ্বাদশবিধ ;—(১) নিত্য, (২) নৈমিত্তিক, (৩) কাম্য, (৪) বৃদ্ধি (৫) সপিণ্ডন, (৬) পার্শ্বণ, (৭) গোষ্ঠীশ্রাদ্ধ, (৮) শুদ্ধার্থক, (৯) কস্মীন্দ্র, (১০) দৈবিক, (১১) যাত্রার্থ এবং (১২) পুষ্ট্যর্থ । প্রতিদিন যে-শ্রাদ্ধ করা যায়, তাহার নাম নিত্য । একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধকে নৈমিত্তিক কহে ; কামনা করিয়া অতিশ্রেষ্ঠার্থ সিদ্ধির জন্ত যে শ্রাদ্ধ করা যায়, তাহার নাম কাম্য ; বিবাহাদি কর্ম্মকালে কৃত শ্রাদ্ধকে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ কহে ; পূর্ণসম্বৎসর-ক্রিয়মান-পার্কণে-কোদ্দিষ্টৈতিকর্তব্যতাকশ্রাদ্ধের নাম সপিণ্ডন অর্থাৎ মৃত্যুর পর একবর্ষ পূর্ণ হইলে পিতৃপিতৃগণের সহিত শ্রেতপিতৃগণের মিত্রীকরণরূপ শ্রাদ্ধকেই সপিণ্ডনশ্রাদ্ধ বলা যায় ; অমাবস্তা অথবা পর্বদিনকৃত শ্রাদ্ধের নাম পার্কণ ; বহুবিশ্রামগুলার সম্পৎ-সুখকামনায় পিতৃগণের তৃপ্ত্যর্থ গোষ্ঠীতে যে শ্রাদ্ধ করা যায়, তাহাকে গোষ্ঠীশ্রাদ্ধ কহে ; শুদ্ধার্থ শ্রাদ্ধ ও ব্রাহ্মণ ভোজনের

বলিক্রিয়া কিছুই করিতে হয় না। কেবলমাত্র ষট্‌পিতৃগণকে অর্থাৎ পিতৃপক্ষীয় তিন ও মাতামহপক্ষীয় তিন পুরুষকে স্মরণ করত কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অন্ন দিলেই যথেষ্ট হয়। কিঞ্চিৎ জল দিলেও কার্য্য সমাহিত হইতে পারে, যথা—

“অহন্ত্ৰহনি যৎ শ্রাদ্ধং তন্নিত্যমভিধীরতে ।

বৈশ্বদেববিহীনং তদশক্তাবুদ্ধকেন তু ॥”

(গোত্রাসদান।)

“সৌরভেষ্যঃ সর্ব্বহিতাঃ পবিত্রাঃ পুণ্যরাশয়ঃ ।

প্রতিগৃহস্তু মে গ্রাসং গাবস্ত্রৈলোক্যমাতরঃ ॥”

অর্থাৎ “সকলের হিতকারিণী, পুণ্যতমা, পুণ্যরাশিস্বরূপিণী, ত্রৈলোক্যজননীরূপা সুরভিনন্দিনীগণ মদন্ত এই গ্রাস গ্রহণ করুন” এই মন্ত্রে গোত্রাস প্রদান করিতে হয় ! *

নাম শুদ্ধার্থ শ্রাদ্ধ ; নিবেদককালে, সীমস্তোত্রয়নে ও পুংসনবনসময়ে কৃত শ্রাদ্ধকে কৰ্ম্মাঙ্গ শ্রাদ্ধ কহে, দেবতার উদ্দেশে শ্রাদ্ধের নাম দৈবিক ; দেশান্তরে গমনকালে স্মৃতদ্বারা কৃত শ্রাদ্ধকে ষাট্‌দ্বার্থ শ্রাদ্ধ কহে এবং আর্থোপচয় ও শরীরোপচয়ের জন্ত যে শ্রাদ্ধ করা যায় তাহার নাম পুণ্ড্রার্থ শ্রাদ্ধ। বৃহস্পতির মতে শ্রাদ্ধ পঞ্চবিধ ;—নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, বৃদ্ধি, পার্শ্বণ। কুৰ্ম্মপুরাণে লিখিত আছে যে, নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, বৃদ্ধি ও পার্শ্বণ, শ্রাদ্ধ এই পঞ্চবিধ। মৎস্যপুরাণে নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য এই ত্রিবিধ শ্রাদ্ধের উল্লেখ আছে।

* সুরভিকণ্ঠা গাভীর প্রতি ভারতবাসী আৰ্য্যজাতির যে ঐকান্তিকী ভক্তি, ইহা দ্বারা তাহাই প্রকাশ পাইতেছে। গোজা-

(ভোজন ।)

পঞ্চমযামার্কি যতগুলি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে হয়, তন্মধ্যে ভোজনই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ব্যাপার বলিতে হইবে। এই যামার্কি হোম, বৈশ্বদেব, বলি, অতিথিসেবা, নিত্য শ্রাদ্ধ, গোগ্রাসদান এই সকল কার্য্য শেষ করিয়া তৎপরে অন্ত্যেষ্টেয় ভোজন ব্যাপার নির্বাহ করিতে হইবে। পরন্তু যজ্ঞাশী হওয়াই শাস্ত্রের বিধি অর্থাৎ যজ্ঞের অবশিষ্টাংশ ভোজন করিবে। আবার বিধি হইল যে, “পঞ্চযজ্ঞানং হাপয়েৎ” দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃ-যজ্ঞ, ও নরযজ্ঞ * নির্বাহিত না করিলে গৃহীর ভোজন শাস্ত্রমতে হইতে পারে না। কিন্তু ভোজন করিতে হইবে বলিয়া যে যাহা তাহা আহার করিবে অথবা যেমন তেমন করিয়া খাইবে, তাহা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। যাহাতে আহারকালেও পাশব ভাব বিদ্যমান না থাকে, আর্য্য ঋষিগণ সেইরূপেই উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। যথা—

“ইন্দ্রিয়প্রীতিজননং বৃথাপাকং বিবর্জ্জয়েৎ ।”

অর্থাৎ যাহা কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়গ্রামের প্রীতিজনক, তাদৃশ বৃথা পাক পরিত্যাগ করিবে।

তির সম্বন্ধে একটু বিশেষ করিবার জন্তই ভৌতবলি প্রদানের পর এই গোগ্রাসদানের বিধি নিবদ্ধ হইয়াছে।

* অধ্যাপনাকে ব্রহ্মযজ্ঞ, তর্পণকে পিতৃযজ্ঞ, হোমকে দেব-যজ্ঞ, বলিকে ভূতযজ্ঞ এবং অতিথিসংস্কারকেই নৃযজ্ঞ কহে, যথা—

“অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণং ।

হোমো দেবো বলিভৌতো নৃযজ্ঞোহতিথিপূজনং ॥”

“প্রাজ্ঞুখোরানি ভুঞ্জীত শুচিঃ পীঠমধিষ্ঠিতঃ ।

বিশুদ্ধবদনঃ শ্রীতো ভুঞ্জীত ন বিদিশ্মুখঃ ॥”

পূর্বাস্য হইয়া অন্নসেবন করিবে ; তৎকালে পবিত্র আসনে বসিবে, মুখ পরিষ্কার রাখিবে, শ্রীতিপূর্ণচিত্তে ভোজন করিবে এবং বিদিশ্মুখে বসিবে না অর্থাৎ কোণাকূর্ণিভাবে বসিতে নাই ।

অপিচ—“পঞ্চার্দ্ধো ভোজনং কুর্য্যাৎ প্রাজ্ঞুখো মৌনমাস্থিতঃ”।

হস্তৌ পাদৌ তথৈকাস্যামেবা পঞ্চার্দ্রতা মতা ॥”

আবার এইরূপ বিধিও নির্দিষ্ট আছে যে, প্রথমতঃ দেহের পাঁচটি অংশ আর্দ্র করিয়া তৎপরে পূর্বাস্য হইয়া উপবেশন পূর্বক আহার করিবে । হস্তদ্বয়, পদদ্বয় ও মুখ, ইহাকেই পঞ্চ অংশ থাকে । এই কয়টি অঙ্গ ধৌত করিয়া ভোজনে প্রবৃত্ত হইবেন ।*

* আর্য্যশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, আহারের সময়ে মৌন-ভাবে থাকিবে, কিন্তু ইউরোপ খণ্ডে ইহার বিপরীতাচরণ দৃষ্ট হয় । তাঁহারা এইরূপ মত প্রকাশ করেন যে, আহারের সময় কথোপকথন করিলে পরিপাকাদি ক্রিয়া সুন্দররূপে সমা-হিত হইয়া থাকে । আমাদিগের যুক্তিতে ও বিবেচনায় স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, কথোপকথন করিলে মুখের লাল-নিস্রাব কম হইয়া জিহ্বা শুষ্ক হইয়া উঠে । এই কারণেই বোধ হয়, ইউ-রোপবাসীরা আহারকালে ঘন ঘন সুরা বা জল পান করিয়া থাকেন । মুখের লাল শুষ্ক হওয়া আর মধ্যে মধ্যে জল পান করা কখনই পরিপাকক্রিয়ার অনুকূল নহে । তবে কথা এই যে, মাংস পরিপাক করিবার জন্য তত লালের আবশ্যক করে

“প্রাগ্‌দ্রবং পুরুষোন্নং বৈ মধ্যো চ কঠিনানি চ ।

পুনরন্তে দ্রবাশী তু বলারোগ্যো ন মুঞ্চতি ॥”

আহারকালে প্রথমতঃ দ্রব পদার্থ ভোজন করিবে, মধ্যো কঠিন দ্রব্য এবং সর্বশেষে পুনরায় দ্রব পদার্থ ভোজন করিতে হয় । এই প্রকার করিলে বলের বা স্বাস্থ্যের হানি হয় না । এতদ্ব্যতীত কোন্‌ রস কোন্‌ সময়ে সেবন করিতে হয়, তাহারও বিধি শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে, যথা—

“অগ্নীয়াত্তন্মনা ভৃগ্না পূর্ব্বস্ত মধুরং রসং ।

লবণাম্নৌ তথা মধ্যো কটুতিক্তাদিকং তথা ॥”

অর্থাৎ তন্মনা হইয়া প্রথমে মধুররস সেবন করিবে, তৎপরে লবণ, তদনন্তর অন্ন এবং অবশেষে কটু ও তিক্তরস সেবন করিবে । *

“পূজয়েদশনং নিত্যং দদ্যাদৈতদকুংসয়ন্ ।

দৃষ্ট্বা হৃষ্যেৎ প্রসীদেচ্চ প্রতিনন্দেচ্চ সর্ব্বশঃ ॥”

না । ইহার আরও একটি স্পষ্ট দৃষ্টান্ত দেখা গিয়া থাকে যে, মাংসাশী জন্তুরা আহারকালে গর গর করিয়া শব্দ করে, কিন্তু উদ্ভিজ্জভোজীরা সেরূপ শব্দ করে না, বরং নিঃশব্দে আহার করিয়া থাকে ।

* আমাদিগের দেশে আহারের নিয়ম ঠিক ইহার বিপরীত অর্থাৎ অস্বদেশে প্রথমতঃ তিক্ত, তৎপরে কটু, তদনন্তর লবণ ও অন্ন এবং অবশেষে মধুর রস সেবন করা হয় ; কিন্তু পঞ্জাব-প্রদেশের ব্রাহ্মণেরা অদ্যাপি উপরোক্ত শাস্ত্রবিধির অনুবর্তী হইয়া ভোজন-ক্রিয়া সমাহিত করেন ।

আহারীয় দ্রব্য সম্মুখভাগে উপস্থিত হইলে মনের ভাব যেরূপ হওয়া উচিত, এই শ্লোকে তাহাও স্পষ্ট উপলব্ধি হইতেছে । অর্থাৎ প্রত্যহ আহারীয় দ্রব্যের আদর করিবে, ভক্ষ্য দ্রব্যের নিন্দা করিতে নাই, আহারীয় দর্শনমাত্র পুলকিত হইবে এবং সর্বথা হর্ষযুক্ত হইয়া থাকিবে । ভোজনের পাত্র যে প্রকারে রাখিতে হয়, তাহাও শাস্ত্রে উক্ত আছে, যথা—

“উপলিপ্তে স্মমে স্থানে শুচৌ লঘাসনাব্রিতঃ ।

চতুরশ্রং ত্রিকোণঞ্চ মণ্ডলঞ্চাৰ্দ্ধচন্দ্রকং ।

কৰ্ভব্যমানুপূৰ্বেণ ব্রাহ্মণাদিষু মণ্ডলং ॥”

অর্থাৎ গোময় দ্বারা উপলিপ্ত, সম ও পবিত্র স্থলে লঘু আসনোপরি সমাসীন হইবে এবং চতুরশ্র অথবা ত্রিকোণ কিম্বা বৃত্ত বা অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি মণ্ডল আঁকিয়া আনুপূর্বিক ক্রমে বিপ্র, ক্ষত্র, বৈশ্য ও শূদ্র ভোজন করিবে ।

“অপ্যেকপংক্ত্যা নানীয়াং সংবৃতঃ স্বজনৈরপি ।

ভস্মস্তম্বজলদ্বারমার্গৈঃ পঙ্ক্তিক্ ভেদয়েৎ ॥”

আত্মীয়জনের সহিতও একপঙ্ক্তি হইয়া আহার করিতে নাই । ভস্ম, তৃণ কিম্বা জলের অঙ্ক দিয়া পঙ্ক্তিভেদ করিয়া লহবে । *

আহারের সময় প্রথমতঃ পঞ্চ বাহ্য বায়ুর উদ্দেশে ভূতলে

* এখানে ভস্ম শব্দে হোমজাত ভস্ম বুঝিবে । অত্র কোন-রূপ ভস্ম হইলে চলিবে না । মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণেরা জলের অঙ্ক দিয়া তদুপরি পঞ্চগুড়ি বিস্তার করত পঙ্ক্তিভেদের চিহ্নগুলি পরম সুন্দর করিয়া থাকেন ।

কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অন্ন দিয়া গণ্ডূষ গ্রহণ করত অন্তর্বায়ু-পঞ্চকের
আহতি দিয়া উৎসর্গীকৃত অন্ন ধীরে ধীরে অঙ্গুলীর পর্বমাত্র-
যোগে আহার করিবে এবং তৎকালে বাগ্‌মত হইয়া থাকিবে ।

“লগুনং গৃজ্জনৈকৈব পলাণ্ডুং করকাণি চ ।

অভক্ষ্যাণি দ্বিজাতীনাং অমেধ্যপ্রভবাণি চ ॥”

লগুন, গাজোর, পলাণ্ডু, (পেঁয়াজ), ছত্রাক এবং অমেধ্য
দ্রব্য ভক্ষণ করা বিপ্রগণের অকর্তব্য । *

* ভোজনের দোষ-গুণে মানুষের স্বভাবেরও পরিবর্তন
হইয়া থাকে । বস্তুতঃ দেহযন্ত্রে পাকক্রিয়ার দ্বারা মথিত হই
য়াই অন্তঃকরণাদি সংঘটিত হইয়া থাকে ; সুতরাং ভক্ষ্যাদ্রব্যের
গুণ-দোষ যে অন্তঃকরণবৃত্তিতে সংক্রামিত হইবে, তাহাতে
সন্দেহ নাই । আহারের দোষ-গুণ এক পুরুষ হইতে তৎপরবর্তী
পুরুষান্তরেও সংক্রামিত হইবার সম্ভব । এই জন্তই আর্য্যশাস্ত্র
সহগুণবিরোধী কতকগুলি দ্রব্যের আহার বিজ্ঞাপ্তিগণের পক্ষে
নিষেধ করিয়া রাখিয়াছেন । প্রসবের পর দশদিনের মধ্যে
ছাগীর, মেঘীর, গোবর, সন্ধিনীর, (বৃষের জন্ত ইচ্ছাবর্ত
গেকর), উষ্ট্রীর, মৃতবৎসা বা দূরস্থবৎসা খেজুর, মহিষীর
রাসভাদি একশফের দ্রব্য সেবন করিতে নাই । কেন না
ঐ সকল দ্রব্য রোগোৎপত্তিকর, মনের অপকর্ষজনক এবং তাহা
দ্রব্যগ্রহণ স্বল্পবয়স্ক বৎসের প্রতি নৃশংসতাপ্রকাশক । ব্যভি
চারিণী, বার্কীষিক, পতিত, গণিকা, মত্ত, ক্রুদ্ধ, ক্রুর, আতু
পিশুন, শত্রু, স্ত্রীজিত, ব্যাধ, হৃদয়, চোর, গায়ক, মিথ্যাবাদী
উচ্ছিষ্টভোজী, ইহাদিগের অন্ন ভোজন করিবে না । অবশ্য

“বৃথা-কৃষর-সংঘাবপায়সাপূপমেব চ ।

অনুপাকৃত-মাংসানি দেবান্নানি হবীংশি চ ॥”

বৃথা কৃষর, অর্থাৎ কেবলমাত্র আশ্বপ্রীতিসাধনার্থ প্রস্তুত কৃষর, (তিলতণ্ডুলপক বস্ত্র), কিংবা সংঘাব, (গুড়, ঘৃত, ক্ষীর ও গোধূমাদিচূর্ণ-পক বস্ত্র) অথবা পায়স, বা পিষ্টক আহার করিতে নাই । অসংস্কৃত মাংস অর্থাৎ বাহা দেবতাকে নিবেদন করা হয় নাই তাদৃশ মটুস, দেবতার নৈবেদ্য ও হবিও ভোজন করিবে না । *

দন্ত, ভাবহৃষ্ট, বাগ্‌হৃষ্ট, জ্ঞানী কর্তৃক দৃষ্ট, রজস্বল্যাস্পৃষ্ট, ভুলো-
চ্ছিষ্ট, পদ দ্বারা মর্দিত, এই সমস্ত অন্ন ভোজনও নিষিদ্ধ । মৎ-
গাশৌচান্ন, জননাশৌচান্ন, বাহার উপর হাঁচিয়াছে একপ অন্ন,
হৃতিকান্ন, বারোয়ারির অন্ন এবং উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া দেওয়া
অন্নও গ্রহণ করিবে না । অর্থাৎ দাতার ক্লেণকর, অথবা
সন্দেহজনক, ঘৃণাকর, উদেগকর ও অপবিত্রতাজনক দ্রব্য
ভোজন করিতে নাই, উহাতে মনোমালিন্ত জন্মিবার অবশ্যই
সম্ভব । কালবশে বিকৃতিপ্রাপ্ত দ্রব্যও ভক্ষণ করিবে না ।
উহা দ্বারা সত্ত্বগুণের বিনাশ এবং তমোগুণের বৃদ্ধি হইয়া থাকে ।
এই কারণে দধি ও দধিজাত দ্রব্যাদি ব্যতীত সকল প্রকার
শুক্লই পরিত্যজ্য । মধুর রস কালবশে অম্লরস হইলেই
তাহার নাম শুক্ল । যেমন কাঁজি, বিনিগার ইত্যাদি । ফল,
মূল, কন্দ ও পুষ্পাদি হইতে প্রস্তুত শুক্ল মত্ততাসাধক না হই-
লেই ভক্ষ্য ।

* এই সমস্ত দ্রব্য অত্যন্ত ইন্দ্রিয়প্রীতিজনক ও অতি-

“দিবা পুনর্ভুক্তীভাগ্যে ফলমূলয়োঃ ॥”

দিবাভাগে দুইবার আহার করিতে নাই। একাধিকবার আহারের অভিলাষ হইলে ফল-মূলাদি ভক্ষণ করিবে।

রুচিকর। ঐ সমস্ত বস্তু অতিথি বা দেবতার জন্ত প্রস্তুত হইলে উহারা লালসার উদ্রেক করিয়া প্রকৃতির ক্ষুদ্রতা সম্পাদন করিতে পারে না, এই কারণেই আর্ঘ্যশাস্ত্র অতিথি ও দেবতার উদ্দেশে ঐ সমস্ত প্রস্তুতের বিধান করিয়াছেন।

তিথি, বার ও মাসাদিভেদেও কতকগুলি দ্রব্য ভোজনের নিষেধ আছে, সাধারণের বিদিতার্থ এস্থলে তাহা উদ্ধৃত হইল, যথা—প্রতিপদাদি পঞ্চদশী যাবৎ তিথিসমূহে ক্রমাঘ্যে কুম্ভাণ্ড, বৃহতী, পটোল, মূলা, বেল, নিম্ব, তাল, মাংস ও নারিকেল, লাউ, কলম্বী, শিম, পুঁই, বেগুন, মাষকলায় ও মাংস এবং মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ। মঙ্গলবারে মাংস নিষিদ্ধ। রবিবারে মাষকলায়, আমিষ, মসুর, রাজাশাক, নিম্ব, আদা, এই সমস্ত ভোজন করিতে নাই। কার্তিক মাসে মৎস্য ও মাংস সেবন নিষিদ্ধ। কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষীয়া একাদশী তিথি হইতে পূর্ণিমা যাবৎ কয় দিনকে বকপঞ্চক কহে। ঐ কয়দিন মৎস্য বা মাংস আহার করিতে নাই। মাঘ মাসে মূলা ভক্ষণ নিষিদ্ধ। শরৎ অর্থাৎ আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষীয়া একাদশী হইতে কার্তিক মাসের শুক্লা দ্বাদশী যাবৎ পটোল, বেগুন, কলম্বী, শ্বেতশিখী বরবটী ও কদম্ব ভক্ষণ নিষিদ্ধ। ভাদ্রমাসে অলাবু ভক্ষণ করিবে না। শ্বেতবর্ণ তাল, গোলাকার অলাবু, কুন্দপুষ্পবৎ শুভ্রবর্ণ বেগুন, শ্বেত কলমী এবং শ্বেতবর্ণ কুমুদ

ভোজনের সময় স্বীয় অতীষ্ট-দেবকে অন্ন নিবেদন করিয়া দিবে। স্বয়ং যাহা ভোজন করিবে, স্বীয় দেবতাকেও তাহা নিবেদন করিবে। শাস্ত্রেও আছে, যথা—

“যদন্নঃ পুরুষো রাজন্ তদন্নস্তস্য দেবতাঃ ।”

“লবণং ব্যঞ্জনকৈব স্নাতং তৈলং তথৈব চ ।

লেহং পেয়ঞ্চ বিবিধং হস্তদত্তং ন ভক্ষয়েৎ ॥”

লবণ, ব্যঞ্জন, ঘৃষ্ঠ, তৈল, লেহ বা পেয় ইহার কিছু হস্তে লইয়া পরিবেশন করিলে তাহার দত্ত দ্রব্য ভোজন করিবে না।

“যো ভুঙ্তে বেষ্টিতশিরা যশ্চ ভুঙ্তে বিদিশুখঃ ।

সোপানাৎকশ্চ যো ভুঙ্তে দক্ষং বিদ্যাত্তদাহরং ॥”

বেষ্টিতশিরা হইয়া অর্থাৎ মস্তকে বস্ত্র বান্ধিয়া কিম্বা বিদিশুখ হইয়া অথবা উপানহ (জুতা) পায়ে দিয়া ভোজন করিলে তাহাকে আহর ভোজন কহে। সূতরাং ঐরূপে ভোজন করিবে না। *

“অনারোগ্যমনাহ্ব্যমস্বর্গ্যাতিভোজনং ।

অপুণ্যং লোকবিধিষ্টং তস্মাত্তং পরিবর্জয়েৎ ॥”

অতিভোজন করিলে রোগ জন্মে, আয়ুর হ্রাস হয়, স্বর্গ-

শাক ভক্ষণ করিতে নাই। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাংস ভক্ষণ একেবারে নিষিদ্ধ।

* মাথায় কাপড় বান্ধিয়া কিম্বা কোণাকুণি বসিয়া অথবা জুতা পায়ে দিয়া ভোজন করিলে রজোগুণের বৃদ্ধি হয় ও সাম্বিকগুণের লোপ পায়, এই দ্বন্দ্বই উহা নিষিদ্ধ।

লাভের ব্যাঘাত জন্মে, এবং উহা অপবিত্র, সর্বজনবিদ্বেষকর ;
সুতরাং অতিভোজন পরিত্যজ্য । *

“ভুক্তাচামেদ্ যথোক্তেন বিধানেন সমাহিতঃ ।

শোধয়েন্মুখহস্তৌ চ মৃদন্তির্ঘর্ষণৈরপি ॥”

আহার শেষ হইলে যথাবিধানে আচমন করিতে হয় । মুখে
ও হস্তে মৃত্তিকা এবং জল দিয়া ঘর্ষণ করত শোধন করিবে । †

“আচান্তোহ্যপ্যশুচিস্তাবৎ যাবৎ পাত্রমমুদুতং ।

উদ্ধৃত্যপ্যশুচিস্তাবৎ যাবন্মোচ্ছিষ্টমার্জনং ॥”

আচমন করিলেও যাবৎ উচ্ছিষ্টপাত্র উত্তোলন করিয়া মার্জন
করা না যায় এবং উচ্ছিষ্ট স্থান লেপিত না হয়, তাবৎ ভোজন-
কর্তার শুচিতা জন্মে না । এই জন্ত আহার সমাপ্তমাত্র উচ্ছিষ্টপাত্র
মার্জন ও তৎস্থান লেপন করিবে । আমাদের দেশের অনেকে
রাত্রিযোগে আহারের উচ্ছিষ্টপাত্র তৎপরদিন মার্জন করিয়া
থাকেন ; কিন্তু তাহা হিন্দু-আচারের সম্পূর্ণবিরুদ্ধ ।

“পণমূলে ভবেদ্ব্যধিপর্ণাগ্রে পাপসম্ভবঃ ।

জীর্ণং পর্ণং হরেদাযুঃ শিরা বুদ্ধিপ্ৰণাশিনী ॥”

আচমনের পর তাস্বূল সেবন করিবে । কিন্তু পানের মূলে
ব্যাধি জন্মে, উহার অগ্রে অর্থাৎ ডগা সেবন করিলে পাপ হয়,

* অধিক আহার করা ঘোর তমোগুণের আশ্রয়ীভূত এবং
উহা অতীব ঘৃণিত ও অপবিত্র আচরণ ; এই জন্ত শাস্ত্রে উহার
নিবেধ উল্লেখ হইয়াছে ।

† সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মুখের ও হাতের আর পরম্পরাসম্বন্ধে
মনের বিস্তৃক্ততা রক্ষার্থই এই বিধান বিধিবদ্ধ হইয়াছে ।

জীর্ণ অর্থাৎ পচা পান ভক্ষণ করিলে পরমাণু হ্রাস পায় আর পানের শিরা বৃদ্ধি বিনাশ করে। এই জন্তই পানের মূল, অগ্র-ভাগ ও শিরা ফেলিয়া দিয়া পান প্রস্তুত করিবার প্রথা আমা-দিগের দেশে প্রচলিত আছে। *

“অনায়াসপ্রদায়ীনি কুখ্যাৎ কৰ্ম্মাণ্যতদ্ব্রিতঃ।”

তাম্বূল ভক্ষণের পর অতদ্ব্রিত হইয়া অনায়াসপ্রদায়ী কৰ্ম্ম করিবে অর্থাৎ বেদমন্ত কার্য্য বিনা ক্রেশে সম্পাদিত করা যায়, ভাহাতেই মনোনিবেশ করিবে।

(বিরুদ্ধ ভোজ্য।)

আহার সম্বন্ধে খাদ্যাখাদ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা সর্ব্বথা কর্তব্য। কোনটী উপযুক্ত ভোজ্য, কোনটী বিরুদ্ধ ভোজ্য, কোন দ্রব্যের কি গুণ, এ সমস্ত পরিজ্ঞাত না হইয়া ভোজন-ব্যাপার সম্পাদন করিলে পদে পদে রোগ, শোক প্রভৃতি নানা-বিধ বিষজ্বালে আবদ্ধ হইতে হয়। এই জন্ত সংক্ষেপে ঐ সম্বন্ধের স্থূল স্থূল বিষয় লিখিত হইতেছে।

নারিকেল, তেঁতুল, জাম, কুল, কাঁঠাল, কয়েতবেল, আক-রোট, চালিতা, আমলকী, দাড়িম্ব, কামরাঙ্গা, আমড়া, মাদার ফল, মোচা, গোঁড়ালেবু, করমচা এবং অন্যান্য বাবতীয় দ্রব্য বা অদ্রব্য অম্লদ্রব্য ছন্ধের সহিত মিশ্রিত করতঃ সেবন করিলে উহাকে বিরুদ্ধ ভোজ্য বলা যায়; সুতরাং তদ্রূপ আহার ত্যাগ করিবে। কাংশপাত্রে দশদিন ঘৃত রাখিলেই উহা বিরুদ্ধভোজ্য

* অনেকে পানের সমস্ত শিরা বাদ দিয়া ভক্ষণ করেন। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণেরাও সেইরূপ বিধি পালন করিয়া থাকেন।

হয়। শীতল অন্ন পুনরুষ্ণাকৃত হইলেই বিরুদ্ধ। মাষকলায়, সজিনাশাক, মূলা, মংশ, গ্রাম্য পশুর মাংস, অধিক জলযুক্ত দেশোৎপন্ন মাংস, গুড় এই সমস্ত দ্রব্য পরস্পর একটীর সহিত অপরটা মিশ্রিত করিলে অথবা যে কোনটীর সহিত দুগ্ধ মিশাইলেই বিরুদ্ধ হয়। কদলীর সহিত দধি বোল, দুগ্ধ বা তালকল মিশাইলেই বিরুদ্ধ ভোজ্য হইয়া থাকে। মূলা, স্নাত, মধু বা মাংসের সহিত পাক করিলেই বিরুদ্ধ হয়। মধু উষ্ণ হইলেই বিরুদ্ধ। দুগ্ধের সহিত পরিপক্ব মাদারকল মিশ্রিত করিলেই বিরুদ্ধ আহার হয়। মংশের সহিত মধু বা ইক্ষুরদ মিশ্রিত হইলেই বিরুদ্ধ হইয়া থাকে।

(দুগ্ধাদির গুণ।)

গোধূগ্ধ।—রসায়ন, আয়ুর্ভিক্ষিকর, জীবন, বাতপিত্তহারক, বলা, বায়ুনাশক ও পুষ্টিবর্দ্ধক।

অজাধূগ্ধ।—ক্ষয়কাসহারক, গ্রাহা, বাতপিত্তনাশক, শীতল ও মধুর।

মহিবীধূগ্ধ।—অগ্নিমান্যকর, অতিশীতল, নিদ্রাজনক, গুরু ও মধুর। উষ্ণ শীত ও শীতল হইলে পিত্তহারক এবং শূতোষ্ণ হইলে কফবাত-নাশক হইয়া থাকে।

বিগত-বৎসার মুগ্ধ, বালবৎসার দুগ্ধ, ছেঁড়া দুগ্ধ এবং লবণযুক্ত দুগ্ধ সেবন নিষিদ্ধ।

(দধ্যাদির গুণ।)

প্ৰবাদধি।—বলকর, স্নিগ্ধ, বাতনাশক এবং পাকে দীপক।

মহিবাদধি।—রক্তপিত্তপ্রসাদক, অতিশয় স্নিগ্ধ এবং পাকে

কফবর্দ্ধক, গুরু, বৃষা ও মধুর। ইহা অধিক অন্ন হইলে কফদোষ, পিত্তদোষ ও রক্তদোষ উৎপাদন করে।

গব্যস্বত ।—বলকর ও চক্ষুর তেজোবর্দ্ধক এবং পাকে বাত-পিত্তর, শীতল ও মধুর।

মাহিষ স্তুত ।—কফকর, গুরু, রক্তপিত্তহর, স্বাদ, শীতল, বাতপিত্তনাশক ও মধুর।

তক্র ।—এক চতুর্থাংশ জলমিশ্রিত করিলে দীপন, লঘু, অন্ন ও কষায়। ত্রিকটু ও ক্ষারের সহিত সেবন করিলে কফ বিনাশ পায়, সৈন্ধবের সহিত সেবন করিলে বাত ধ্বংস হয় এবং চিনির সহিত সেবন করিলে পিত্ত বিনাশ পায়।

ঘোল ।—নির্জল হইলে কফবৃদ্ধিকর এবং বাতপিত্তনাশক।

(কলাদির গুণ।)

“সিন্ধু-খ-শর্করা-গুঞ্জী-কণা-মধু-গুড়ৈঃ ক্রমাৎ ।

বর্ষাদিষতয়া সেব্য৷ রসায়নশুণৈষিণা ॥”

হরীতকী ।—ঋতুবিশেষে সৈন্ধব, শর্করা, গুঞ্জী, পিপ্পলী, মধু ও গুড় ইত্যাদির সহিত বর্ষাকাল হইতে পর পর ঋতুতে ব্যবহার করিলে সর্ব দোষ বিনষ্ট হয়। অর্থাৎ বর্ষা ঋতুতে সৈন্ধবের সহিত, শরতে চিনির সহিত, হেমন্তে গুঞ্জীর সহিত, শীতে পিপ্পলীর সহিত, বসন্তে মধুর সহিত এবং গ্রীষ্মকালে গুড়ের সহিত সেবন করিবে।

আমলকী ।—“হরীতকী সমং ধাত্রীফলং কিন্তু বিশেষতঃ ।

রক্তপিত্তপ্রমেহস্তং পরং বৃষাং রসায়নং ।

। হস্তি বাতং তদন্নত্বাং পিত্তং মাধুর্য্যশৈত্যতঃ ।

কফং কৃষ্ণকষায়ত্বাং ফলং ধাত্রীদ্বিদোষজিৎ ॥

হরীতকীতে যে গুণ আছে, আমলকীতেও সেই গুণ বর্তমান ।
বিশেষ এই যে, আমলকী রক্তপিত্ত ও প্রমেহদোষের উপশম
করে এবং উষ্ণা বীৰ্য্যাকরী, আয়ুর্বৃদ্ধিকরী, অম্লত্ব নিবন্ধন
বাতাপহরী ; মাধুৰ্য্য এবং শৈত্য নিবন্ধন পিত্তনাশিনী আর
কষায়ত্ব ও অক্ষয়ত্ব বশতঃ কফনাশিনী । সুতরাং স্পষ্টই প্রত্যত
হইল যে, আমলকী ত্রিদোষ বিনাশ করিতে পটীগন্য ।

দাড়িম্ব।—বৃষ্য, হৃদ্য, কফপিত্তবিরোধী, উষ্ণ, মধুর, বাত-
নাশক, কষায়, দীপন, অম্ল ও গ্রাহী ।

পিয়ারা।—সারক, অম্ল ও মধুর ।

কাঁঠাল।—শীতল, শুষ্ক ও কফ-বর্ধক, মধুর, গুরুপাক,
স্নিগ্ধ ও কষায় ।

ইক্ষু।—শ্লেষ্মবৃদ্ধিকর, বলজনক, রক্তপিত্তহারক ও বৃষ্য ।
পাকে মূত্রল, স্নিগ্ধ, মধুর ও গুরু ।

তৈঁতুল।—পাকা হইলে বাতহর, অগ্নিবৃদ্ধিকর, জ্বং উষ্ণ,
কফনাশক, রুক্ষ । কাঁচা হইলে কলপিত্তনাশক ও বাতহর ।

কদলী।—গুরু, রুচ্য, মধুর, রক্তপিত্তনাশক, অম্ল, হৃদ্য,
শীতল, কষায় ও বৃষ্য ।

আম্র।—পাকা হইলে অগ্নিবৃদ্ধিকর, বলকর, মাংসগুরু-
বর্ধক, বাতহর, গুরু, রুচ্য ও হৃদ্য । অত্যন্ত কচি হইলে রক্ত-
পিত্তজনক । মধ্যবিধ হইলে পিত্তবর্ধক । আম্রশী হইলে শ্লেষ্ম-
বাতহর, কষায়, ভেদক ও উষ্ণ ।

নারিকেল।—কোমল অর্থাৎ নেম্বাপাতি হইলে পিত্ত এবং
পিত্তজ্বরনাশক আর দাহ-ভুক্ষাহারক । কুমানারিকেল হইলে
বলকর, শীতল, পিত্তনাশক ও স্বাদু ।

কেণ্ডুর ।—শীতল, বাতপত্তিনাশক ও গুরুবদ্ধক ।

পাতি ও কাগজিলেবু ।—শ্বাসনিবারক, পিত্তকর, অম্ল, কফ-
বায়ু-তৃষ্ণা-শূলছর্দিনাশক, মধুর, অধিকর, গুরু ও স্নিগ্ধ ।

পানিফল ।—পিত্তজনক, ধারক, গুরু ও শীতল ।

আমড়া ।—মলবদ্ধকর, গুরুবৃদ্ধিকর, শ্লেষ্মল, মধুর, স্নিগ্ধ,
শীতল ও গুরু ।

নারান্জালেবু ।—পিপাসানাশক, কোষ্ঠশোধক, অরুচিনাশক,
অগ্নিবৃদ্ধিকর ও হৃদয় ।

বিষ ।—পাকা হইলে গ্রাহী, হৃষ্পচ, স্নিগ্ধ ও মধুর । কচি
হইলে কফবিনাশক, মলসংগ্রাহী, কষায়, কটু, পাচক, বাত-
নাশক, অগ্নিবৃদ্ধিকর, উষ্ণ ও তিক্ত ।

(শাকাদির গুণ ।)

“শাকেষু সর্বৈ নিবসন্তি রোগা

রোগো হি দেহস্ত বিনাশহেতুঃ ।

তস্মাদুদৈঃ শাকবিবর্জজনঞ্চ

কার্যং তথ্যস্নেযু ত এব দোষাঃ ॥”

শাকে সমস্ত রোগই বিদ্যমান আছে, এবং রোগ হইতেই
দেহ ধ্বংস প্রাপ্ত হয় । এই কারণেই বুদ্ধিমান ব্যক্তির শাক
ত্যাগ করিবেন আর স্নেহও ঐ সমস্ত দোষ বিদ্যমান, সুতরাং
অম্ল বর্জন করাও সর্বথা কর্তব্য ।

“স্নিগ্ধং নিস্পীড়িতরসং স্নেহাক্তঞ্চ প্রশস্ততে ।

সর্বশাকমচক্ষুষ্যমজ্ঞাত্বেয়মমৈথুনং ।

ঋতে পটোলবাস্তুকাকমাচৌপূর্ননবাঃ ॥”

যদি শাকের জল গালিয়া স্নেহের সহিত উত্তমরূপে পক

করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে শাকের দোষ নষ্ট হইয়া থাকে ।
পলতা, বেতুয়া, কাকমাটী ও পুনর্নবা এই কয়টা শাক ব্যতীত
সমস্ত শাকেই চক্ষুর তেজোনাশক এবং শুক্রতেজহর ।

ব্রাহ্মীশাক ।—স্বরশক্তিবর্দ্ধক, জরাদোষনাশক, আয়ুর্বর্দ্ধক,
স্বতিশক্তিবর্দ্ধক, মেধাকর ও কফপিত্তনাশক ।

শুষ্ণিশাক ।—গাত্রদাহনাশক, ত্রিদোষহারক ও ধারক ।

নিম্ব ।—হৃৎসানিবারক এবং ইহা ব্রণ, কুষ্ঠ, কফ, পিত্ত
ছর্দি প্রভৃতি নাশ করে ।

পালস্তশাক ।—রুক্ষ, কফনাশক, বায়ুবর্দ্ধক ও পিত্তহর ।

পলতা ।—পিত্তনাশক । পটোলফল ত্রিদোষ নষ্ট করে ।

ইহার ডাঁটা দ্বারা কফদোষ ধ্বংস হয় । ইহার মূল বিরোচক ।

নটীয়াশাক ।—গুরু, শীতল, মধুর, পিত্তহর ও অজীর্ণকর ।

বাস্তুক অর্গাৎ বেতুয়া শাক ।—পাকে অগ্নি ও বলবৃদ্ধিকর,
এবং লঘু । যবক্ষার যোগে সেবন করিলে শুক্রবৃদ্ধি হয় এবং
কৃমি নাশ পায় ।

মূলাশাক । ত্রিদোষকর, গুরু ও কোষ্ঠবদ্ধকর । সিদ্ধ
হইলে পিত্তজনক এবং কফবায়ুনাশক ।

(ধাত্যাদির গুণ ।)

হৈমন্তিক ধাত্য ।—সাধারণতঃ স্বল্পশুক্রবৃদ্ধিকর, কিঞ্চিৎ বায়ু
ও কফবৃদ্ধিকর, মধুর রস ও স্থায়ী ।

হৈমন্তিক নূতন ধাত্য ।—গুরু, স্নিগ্ধ, শ্লেষকর, স্বাদু ও শুক্র-
বৃদ্ধিকর ।

হৈমন্তিক পুরাতন ধাত্য ।—অগ্ন্যাদীপক ও রুক্ষ

শারদীয় ধাতু ও গ্রীষ্মকালীন ধাতু ।—গুরু, পিত্তজনক ও কক্ষ ।

শ্রামাধাতু ।—কফপিত্তহারী, শোষক, বাতবৃদ্ধিকর ও কক্ষ ।

বোরোধাতু ।—গুরুপাক, মধুর ও অন্নরস এবং পিত্তবৃদ্ধিকর ।

খই ।—অগ্নিবৃদ্ধিকর, লঘুপাক । ইহা দ্বারা বমনরোগে, তৃষ্ণা, কফ, পিত্ত, কাস, মেহ, অতিসার প্রভৃতি নষ্ট হয় ।

গোধূম ।—মলশোধক, বাতপিত্তহর, শ্লেষ্মাবৃদ্ধিকর, মধুর, শুক্রজনক, বল্য, গুরু ও স্থির ।

যব ।—পাকে পিত্তকফনাশক এবং কটু । অপকে স্নিগ্ধ, মধুর ও কষায় ।

তিল ।—“স্নিগ্ধো বল্যোন্নমূত্রোক্ষো ব্রণলেপহিতশ্চ সঃ ।

সমাধূর্য্যাত্তথোক্ষাচ্চ স্নেহাচ্চানিলনাশনঃ ।

কষায়ভাবান্নাধূর্য্যাত্তিক্তত্বাচ্চাপি পিত্তহা ।

ঔষ্যাং কষায়ভাবাচ্চ তিক্তত্বাচ্চ কফে হিতঃ ॥”

তিল স্নিগ্ধ, বল্য, মূত্রলাঘবকর, উষ্ণ, ব্রণলেপে হিতকর, মধুর, উষ্ণ ও স্নেহগুণবশতঃ বায়ুহারক, কষায়ত্ব ও তিক্তত্ব বশতঃ পিত্তত্ব এবং উষ্ণত্ব কষায়ত্ব ও তিক্তত্ব হেতু শ্লেষ্মদোষনাশক ।

মসুর ।—পীতবর্ণ হইলে কৃমিজনক । রক্তবর্ণ হইলে বল-
কর ও সংগ্রাহী ।

সর্ষপ ।—উষ্ণ, কটু ও বাতহর ।

মাষকলায় ।—মাংসবর্দ্ধক, কফবৃদ্ধিকর, বায়ুবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ এবং মেহকর ।

ছোলা ।—পুষ্কষত্বনাশক, মধুর, শীতল, বাতবর্দ্ধক, রক্তপিত্ত
ও কফনাশক ।

মুগ ।—ঈষৎ বায়ুবর্জক, চক্ষুর তেজোরুদ্ধিকর, মধুর, কষায়, শীতল এবং পিত্তশ্লেষ্মানাশক ।

অড়হর ।—কফপিত্তহারক ।

ডাইল ।—সাধারণতঃ সমস্ত ডাইলই পাকে পিত্তহর, বলকর ও মধুর ।

সৈন্ধব ।—রেচক, ধাতুপোষক, দীপক, ত্রিদোষহারক, স্নিগ্ধ ও চক্ষুর তেজঃসম্পাদক ।

মরিচ ।—শুষ্ক হইলে শুক্রক্ষয়কর, রুক্ষ, লঘু ও আগ্নেয় ।

তৈল ।—পিত্তকর, বল্য, উষ্ণ, দীপক, কষায়, অন্ন ও রুক্ষ ।

হিঙ্গু ।—লঘু, শূলহারক, উষ্ণ, পাচক, কফবায়ুনাশক, তীক্ষ্ণ, অজীর্ণহারক ।

আদ্রক ।—ধাতুপোষক, অগ্নিবৃদ্ধিকর এবং মলবদ্ধ-আম-বাত-কফনাশক ।

ধনিয়া ।—শুষ্ক হইলে ইহা দ্বারা দাহ পিপাসা বায়ু কফ বমন প্রভৃতি নাশ পায় ।

হরিদ্রা ।—ইহা দ্বারা রক্ত পরিষ্কার হয় এবং বাত, ব্রণ, শোথ, কফ ও গাত্রকণ্ডু ধ্বংস হয় ।

লবঙ্গ ।—লঘু, উষ্ণ, দীপক এবং শূল ও আধ্বাননাশক ।

কুমদ উৎপল ও পদ্ম ।—ইহাদিগের নাল দ্বারা পিত্ত ও বায়ু বিনষ্ট হয় । ইহা পাকে মধুর ।

ছোট এলাইচ ।—অর্শ, কাস, শ্বাস, কফ ও মূত্রকৃচ্ছ্রে হিতকর ।

বড় এলাইচ ।—ইহা দ্বারা বায়ু, শুক্ররোগ, পিপাসা, কাস ও তৃষ্ণা বিনষ্ট হয় ।

(তরকারি প্রভৃতির গুণ ।)

বার্তাকু ।—“বার্তাকুরেষা গুণসম্পৃক্তা

বহ্নিপ্রদা মারুতনাশিনী চ ।

গুরুপ্রদা শোণিতবর্দ্ধিনী চ

হল্লাসকাসারুচিনাশিনী চ ॥

মা বালা কফপিত্তা পক্ষা কক্ষা চ পিত্তলা ।

সদাফলা ত্রিদোষা রক্তপিত্তপ্রণাশিনী ॥”

বলিতে গেলে যাবতীয় তরকারির মধ্যে বার্তাকুই শ্রেষ্ঠ । ইহার গুণ সমুদ্র প্রকার যথা—(১) অগ্নিবর্দ্ধক, (২) বায়ুদোষ-নাশক, (৩) গুরুপ্রদ, (৪) রক্তবর্দ্ধক, (৫) হল্লাসনাশক, (৬) অরুচি-হারক এবং (৭) কাসনাশক । বেগুণ কচি হইলে কাসপিত্ত ধ্বংস করে এবং পক হইলে পিত্তকর ও কক্ষ হয় ।

শিখী ।—গুরুবর্ণের শিমই উত্তম । অত্যাশ্র বর্ণের হইলে কক্ষ ।

মানকচু ।—কটু, স্বাদু, শোথনাশক, শীতল ও গুরু ।

কুম্মাণ্ড ।—দেশী কুমড়া পাকা হইলে সর্কদোষনাশক, পথ্য, হৃদা, উষ্ণ, বস্তিশোধক, লঘু ও দীপন । মধ্যবিধ হইলে শ্লেষ্ম-নাশক । কচি হইলে পিত্তনাশক । উহার ডাঁটা কাস ও বাত নষ্ট করে এবং গুরু ।

বিঙা ।—বাতবৃদ্ধিকর, গুরু, কফপিত্তনাশক ও মলবৃদ্ধিকর ।

কচু ।—পিত্তবর্দ্ধক, আমবাতজনক ও গুরু ।

অলাবু ।—বাতশ্লেষ্মকর, পিত্তকর, কফনাশক, শীতল, মধুর ও গুরু ।

ওল ।—লঘু, অর্শরোগে হিতকর, দীপন, কোষ্ঠপরিষ্কারক, শ্লেষ্মহর ।

কদলীমূল ।—থোড় বা এঁটে অত্যন্ত বলকর, কফপিত্ত-নাশক এবং গুরু ।

করোলা ও উচ্ছে ।—পিত্ত ও কাস নাশ করে ।

মোচা ।—দীপক, কুমিনাশক, শ্লেষ্মহারক এবং কুষ্ঠ ও শ্লীহাজ্বরনাশক ।

মংস্তাদির গুণ ।

মংস্য ।—সাধারণতঃ কফপিত্তবৃদ্ধিকর, গুরুপাক, মধুর, স্নিগ্ধ ও গুরুবৃদ্ধিকর ।

ক্ষুদ্র মংস্য ।—গ্রহণী রোগে হিতকর, গ্রাহী ও লঘু ।

মাংস ।—সাধারণতঃ মাংসবৃদ্ধিকর, গুরু, বল্য, বাতনাশক ও বৃষ্য ।

ইতি মধ্যাহ্নকৃত্য ।

অপরাহ্ন-সায়াহ্ন-রাত্রিকৃত্যানি ।

(বৃষ্ঠ-সপ্তমাদি-যামার্ককৃত্যম্)

মধ্যাহ্নে-আহারান্তে প্রশান্তভাবে অবলম্বন পূর্বক আসনে সমাসীন হইয়া বৃষ্ঠ-সপ্তমাদি-যামার্ককৃত্যে প্রবৃত্ত হইতে হয় । যে সকল ক্রিয়া দ্বারা ধর্ম্ম ও জ্ঞানের পরিবৃদ্ধি হয় এবং যে সমস্ত ক্রিয়া চিত্তের প্রসাদজনক, এই যামার্কগুলিতে তত্তৎ-ক্রিয়ারই অনুষ্ঠান করিবে । আজি কালি আমাদের দেশে অনেক ব্যক্তি মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ করিয়া শয়ন করিয়া থাকেন কিন্তু তাহা শাস্ত্রে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, যথা—

“দিবা স্বপ্নং ন কুর্বাতি জিহ্মৈধৈব পরিত্যজেৎ ।

আয়ুক্ষীণা দিবানিদ্ৰা দিবাজ্ঞী পুণ্যনাশিনী ॥”

অর্থাৎ দিবাভাগে নিদ্ৰা যাইবে না এবং জ্ঞীসংসর্গও পরি-

ভাগ করিবে; কেন না, দিবানিত্রা আয়ুক্ষয়করী এবং দিবাতে নারীসহবাস পুণ্যরাশির ক্ষয় করে । *

“ইতিহাসপুরাণানি সৰ্ব্বশাস্ত্রাণি চাভ্যাসেৎ ।

বৃথাবিবাদবাক্যানি পরীবাদঞ্চ বর্জয়েৎ ॥”

আহারের পর ইতিহাস, পুরাণ ও অত্যাশ্চর্য্যশাস্ত্র প্রভৃতির আলোচনা করিবে। বৃথা বিবাদ অথবা পরনিন্দা এ সমস্তের আলোচনা করা সৰ্ব্বথা অকর্তব্য ।

“অহঃশেষং সমাসাত শিষ্টৈরিষ্টৈশ্চ বদ্ধুভিঃ ।”

এই প্রকারে থাকিয়া তৎপরে দিবার শেষভাগে কিঞ্চিৎ ভ্রমণ করিবে এবং শিষ্টজন ও আত্মীয় বন্ধুগণের সহিত সদালাপ

* অস্বদেশে অনেকে দিবানিত্রা শাস্ত্র নিষিদ্ধ বলিয়া তাহা পরিত্যাগ করেন সত্য, কিন্তু সেই সময়টী তাস-ক্রীড়াদি ব্যসনে বৃথা নষ্ট করিয়া থাকেন । ব্রাহ্মণের পক্ষে সেটীও একথা নিষিদ্ধ, যথা—

“দ্যুতমেতৎ পুরাকল্পে দৃষ্টং বৈরকরং মহৎ ।

তস্মাদ্দ্যুতং ন সেবেত হাস্য্যাত্মমপি বুদ্ধমান্ ॥”

অর্থাৎ পুরাকালে এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে যে, দ্যুত দ্বারা বহুবিধ শত্রুতার উৎপত্তি হয়; সুতরাং হাস্যার্থও অর্থাৎ আমোদ করিয়াও দ্যুতক্রীড়া করা বুদ্ধিমানের কর্তব্য নহে । আৰ্য্যশাস্ত্র সৰ্ব্বত্রই সৰ্ব্বগুণের পক্ষপাতী । দ্যুতক্রীড়াদি দ্বারা কেবলমাত্র তমোগুণের পোষণ হয় সন্দেহ নাই । এই জন্তই ভোজনের পর নিত্রাদি বা দ্যুতক্রীড়াদি ত্যাগ করত করণীয় বিষয়ের ব্যবস্থা নির্দিষ্ট হইয়াছে ।

করিবে। এই প্রকারে ষষ্ঠযামার্কি, সপ্তমযামার্কি ও অষ্টম যামার্কির কিয়দংশ অতীত হইলে সূর্য্যাস্তের এক দণ্ড বিলম্ব থাকিতে সায়াংসন্ধ্যায় প্রবৃত্ত হইতে হয় ও সায়াংসন্ধ্যা পশ্চিমাভিমুখ বা বায়ুকোণাভিমুখ হইয়া করিবে এবং সম্মুখ আকাশে তারকাদর্শন বাবৎ গায়ত্রী জপ করিবে । *

(রাত্রৌ প্রথমযামার্কিকৃতাম্ ।)

রাত্রির প্রথম যামার্কি অর্থাৎ ছয়টা হইতে নয়টা পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে দিবাকৃত সকল কর্ম্মের আলোচনা করিবে, অর্থাৎ দিবাভাগে কি কি কার্য্য করা হইয়াছে, তাহাই মনে মনে চিন্তা করিবে এবং প্রমাদবশে যে সকল কার্য্য দিবাভাগে অনুষ্ঠিত হয় নাই, সেই সকল বৈধকর্ম্মগুলির সম্পাদন করিবে ; † যথা—

* সন্ধ্যোপাসনা যে নিত্যক্রিয়া এবং অবশ্য কর্তব্য, তাহা পূর্বেই কথিত হইয়াছে এবং ইহা দ্বারা যে পরম ফলের উৎপত্তি হয়, তাহাতেও সন্দেহ নাই, যথা—

“সন্ধ্যামুপাসতে যে তু সততং সংঘতব্রতাঃ ।

বিধূতপাপাস্তে বাস্তি ব্রহ্মলোকমনাময়ং ॥”

অর্থাৎ সংঘতব্রত হইয়া সন্ধ্যোপাসনা করিলে বিগতপাপ হইয়া অনায়াসে ব্রহ্মলোকে গমন করে ।

† কল কথা, নিত্যাচারের যাবতীয় অনুষ্ঠানগুলি যাহাতে যথাকালে অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে যত্নবান্ থাকি অবশ্য কর্তব্য । অনুষ্ঠানের দ্বারা শিক্ষণীয় বিষয়ের সংস্কার দৃঢ়ীভূত হইয়া থাকে । বিশেষতঃ এই সকল বৈধকর্ম্মের অনুষ্ঠানের পরিণাম-ফল যে কতদূর সুখাবহ ও অনির্ব্বচনীয়, তাহা বলা বাহুল্য

“দিবোদিতানি কৰ্ম্মানি প্রমাদাদকৃতানি চ ।

শৰ্কৰ্যাঃ প্রথমে যামে তানি কুর্যাদতজ্জিতঃ ॥”

অর্থাৎ প্রমাদতঃ দিবাবিহিত যে কার্য্য অকৃত রহিয়াছে, শৰ্করীর প্রথম যামে অতজ্জিত হইয়া সেই গুলি সম্পাদন করিবে ।

এই প্রকারে রাত্রির প্রথম যামার্দ্ধে উপরোক্ত কার্য্যগুলি সম্পাদন পূর্বক রাত্রিভোজনের পূর্বকৃত্যস্বরূপ বৈশ্বদেব, বলি ও ও অতিথিসংকার করিয়া স্বয়ং আহার করিবে । শাস্ত্রে কথিত আছে যে, দিবার অতিথি অপেক্ষা রাত্রির অতিথিকে অধিকতর সম্মাননা করিলে অধিকতর পুণ্যলাভ হইয়া থাকে ।

মাত্র । বহুকাল যাবৎ অনুষ্ঠানের অনুসরণ দ্বারা অভ্যাস দৃঢ়ীভূত হইলে উচ্চ অধিকারীকে বাহ্য অনুষ্ঠান বিসর্জনপূর্বক শুদ্ধমানসকার্য্যে প্রবৃতি দিবার জন্ত শাস্ত্রে মানসক্রিয়ার ভূরি ভূরি প্রশংসা দৃষ্ট হইয়া থাকে । মানসস্নান, মানসার্চনা ও মানস জপ এই তিনটীই বাহ্যস্নান, বাহ্যপূজা ও বাহ্যজপ হইতে শ্রেষ্ঠ । ইহার কয়েকটি শাস্ত্রোক্ত উদাহরণ এই স্থলে প্রদত্ত হইল, ইহা দ্বারাই শাস্ত্রের গভীরতম তাৎপর্য্য উপলব্ধি হইবে ।
যথা—

“বায়ব্যাং মানসক্ষেহ সৰ্ব্বস্নানাং পরং বরং ।

মর্ত্যশ্চেৎ মানসস্নাতঃ সৰ্বত্র বিজয়ী ভবেৎ ॥”

অর্থাৎ স্নান সম্বন্ধে বায়ব্য স্নানই সমস্ত স্নানাপেক্ষা প্রধান বলিয়া কথিত ; কিন্তু সেই বায়ব্য স্নান হইতেও আবার মানস স্নান শ্রেষ্ঠ । মানব মানসস্নাত হইলেই সৰ্বত্র বিজয়ী হইয়া থাকে । পূজা সম্বন্ধেও শাস্ত্রে কথিত আছে, যথা ।—

(রাত্রিভোজনং ।)

আর্য্যশাস্ত্রে এইরূপ নিয়ম নির্দিষ্ট আছে যে, রাত্রিকালে
আহারবিষয়ে অতিতৃপ্তি পরিত্যাগ করিবে, অর্থাৎ রাত্রিযোগে
উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিতে নাই। অনেকের এইরূপ

“বাহুপূজা প্রকর্তব্য। গুরুবাক্যানুসারতঃ ।

অন্তর্বাগাশ্রিত্য পূজা সর্বপূজোত্তমোত্তমা ॥

বহিঃপূজা বিধাতব্য। যাবজ্জ্ঞানং ন জায়তে ।

জাতে জ্ঞানে চ দেবেশি দেবতামূর্ত্তিভাবনা ॥”

অর্থাৎ গুরুর আদেশে বাহুপূজা করিবে। যাবতীয় পূজা
অপেক্ষাই অন্তর্বাগ অর্থাৎ মানসিক পূজা প্রধান। যতদিন
জ্ঞানোদয় না হয়, ততদিনই বাহুপূজার অনুষ্ঠান করিবে।
জ্ঞানোদয় হইলে কেবলমাত্র দেবমূর্ত্তি চিন্তা করিতে হয়। বজ্র-
সম্বন্ধেও শাস্ত্রের উক্তি যথা—

“যাবন্তঃ কন্ম্বযজ্ঞাঃ স্ম্যঃ প্রদিত্তানি তপাংসি চ ।

সর্বৈ তে জপযজ্ঞস্ত কলাং নারহন্তি ঘোড়শীং ।

মাহাত্ম্যং বাচিকশ্চেতৎ জপযজ্ঞস্য কীর্ত্তিতং ।

তস্মাচ্ছতশ্চপাংগুঃ সহস্রো মানসঃ স্মৃতঃ ॥”

অর্থাৎ যতরূপ কন্ম্বযজ্ঞ ও তপোবিধি আছে, তৎসমস্ত
জপযজ্ঞের কলামাত্রও নহে। বাচিক জপের মাহাত্ম্যও তদ্রূপ।
উপাংগুজপে অর্থাৎ ওষ্ঠমাত্র নড়িবে, শব্দ শ্রুত হইবে না এরূপ
জপে পূর্বোক্ত অপেক্ষা শতগুণ ফল এবং মানসজপে তদপেক্ষাও
সহস্রগুণ ফল হইয়া থাকে। শৌচসম্বন্ধেও কথিত আছে,
যথা—

সংস্কার ও ধারণা আছে যে, রাত্রিযোগে আহারের পর পরিপাক উত্তম হয়, সুতরাং দিবা অপেক্ষা রাত্রিকালে অধিক আহার করাই উচিত ; কিন্তু সেটা তাঁহাদের সম্পূর্ণ ভ্রম। শাস্ত্রের বিধি মানিয়া রাত্রির আহারটা অতিতৃপ্তিকর না করাই উচিত।

“গঙ্গাতোয়েন কুংসেন মৃন্ডারৈশ্চ নাগোপমৈঃ ।

আমৃত্যোঃ স্নাতকশ্চৈব ভাবদ্রুষ্টো ন শুধ্যতি ॥”

অর্থাৎ সমস্ত গঙ্গোদক, গিরিপ্রমাণ মৃত্তিকা এবং আমরণ-কাল পর্য্যন্ত স্নান, এই সমস্ত দ্বারাও ভাবদ্রুষ্ট ব্যক্তি পবিত্র হইতে পারে না। সুতরাং বাহ্য অনুষ্ঠান অপেক্ষা যে মানসক্রিয়া শ্রেষ্ঠ, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। ফল কথা, নিত্যকৃত্যসম্বন্ধে যে সকল অনুষ্ঠান নির্দিষ্ট আছে, তৎসমস্তই মানসকার্য্যের দ্বারা অনুকল্পিত হইতে পারে। এ বিষয়ে গৌতম ঋষিও বলিয়া গিয়াছেন, যথা—

“যদাহিসমর্থস্তদা মনসা সমগ্রমাচারমহুপালয়েৎ ॥”

অর্থাৎ যাহারা কার্য্যতঃ সম্পাদনে অসমর্থ, তাঁহারা সমস্ত আচার মনে মনেই নির্বাহিত করিতে পারেন। সুতরাং এটা একপ্রকার সংক্ষিপ্ত নিত্যকর্ম্মের মধ্যেই পরিগণিত বলিতে হইবে। কেননা, যাহারা চাকরী করিয়া জীবিকা নির্বাহ করেন অথবা যাহারা অন্যান্য বিশেষ কারণে যথাকালে যথানিয়মে ক্রিয়াগুলির অনুষ্ঠানে অক্ষম, তাঁহারা রাত্রির প্রথম যামার্কে করিতে পারেন, অথবা মনে মনে সমস্তগুলি স্মরণ করিলেও কার্য্য নির্বাহিত হইতে পারে।

শাস্ত্রে আরও উক্ত আছে যে, রাত্রিযোগে আহারের পরক্ষণেই শয়ন করিবে না, কিঞ্চিৎ বিলম্বে শয়ন করিতে হয়। ভৃত্য-স্বৰ্গকে ভাহাদিগের রাত্রিতে করণায় সম্বন্ধে আজ্ঞা প্রদান করিয়া পরে যথানিয়মে শয়ন করিবে ।

(শয়ন ।)

“শুচৌ দেশে বিবিক্তেষু গোময়েনোপলিপ্তকে ।

প্রাণ্ডদক্পবনে চৈব সম্বিশেতু সদা বৃধঃ ।

মাঙ্গল্যং পূর্ণকুম্ভঞ্চ শিরঃস্থানে নিধাপয়েৎ ।

বৈদিতৈর্গাকৃদৈর্মন্ত্রৈরক্ষাং কৃত্বা স্বপেত্ততঃ ॥”

অসংলগ্নভাবে অর্থাৎ প্রাচীরাদিতে শয্যা স্পর্শ না হয়, এক্রপে গোময়লিপ্ত, পবিত্র, নির্জ্জন স্থানে শিরেরে জলপূর্ণ কলস স্থাপন করত বৈদিক মন্ত্র ও গাকৃড় মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া শয়ন করাই ধীমান্ ব্যক্তির কর্তব্য ।

“নাবিশালাং ন বৈ ভগ্নাং নাসমাং মলিনাং ন চ ।

ন চ জন্তুময়ীং শয্যামধিগচ্ছেদনাস্তৃতাং ॥

ন শুক্রেণাপবিত্রে চ ন ভূগে ন চ ভূতলে ।

ভূলিকারাং তথা বস্ত্রে শয্যাতাবে স্বপেদগৃহী ।

স্বপেন পটুবস্ত্রে চ কলঙ্ক-কঞ্চলেষু চ ॥”

ক্ষুদ্র, ভগ্ন, উচ্চাবচ, মলিন, জন্তুময় অর্থাৎ যে বিছানায় ছারপোকা ইত্যাদি থাকে, আন্তরণহীন ও অপবিত্র শয্যায় শয়ন করিবে না। ভূগের উপর, কেবলমাত্র মাটিতে, পটুবস্ত্রে অথবা দাগযুক্ত কঞ্চলে শয়ন নিষিদ্ধ। শয্যার অভাব হইলে ভূতলে কার্পাস বস্ত্র আশ্রিত করত শয়ন করাই গৃহীর কর্তব্য ।

“ত্রিদোষশমনী খট্টা তুলী বাতকফাপহা ।

ভূশয্যা বাতলাতীব রুক্ষা পিত্তাশ্রনাশিনী ।

কুশয্যা শয়নং হৃদ্যং পুষ্টিনিদ্রাস্থতিপ্রদং ।

শ্রমানিলহরং ব্যাং বিপরীতমতোহত্থা ॥”

খট্টা অর্থাৎ খাট বা তক্তপোষের উপর শয্যা প্রস্তুত করিয়া শয়ন করিলে ত্রিদোষ বিনাশ প্রাপ্ত হয় । তুলানিশ্চিত শয্যা বাতহরী এ কফবিনাশিনী । ভূতলে শয়ন করিলে বাতবৃদ্ধি হয় এবং উহা রুক্ষ, কিস্ত পিত্তহর আর চক্ষুজলনাশক । উত্তম শয্যায় শয়ন করিলে তৃপ্তি, পুষ্টি, নিদ্রা ও বৈধৰ্য্য সঞ্চার হয়, শ্রম ও বায়ু নাশ পায় এবং বলবৃদ্ধি হইয়া থাকে । কুশয্যা ইহার বিপরীত জানিবে ।

“যাত্ৰগোবিপ্রদেবানাং গুরুণাঞ্চ তথোপরি ।

ন চাপি ভগ্নশয়নে নাশুচৌ নাশুচিঃ স্বয়ং ।

আর্দ্রবাসা ন নগ্নশ্চ নোত্তরাপরমস্তকঃ ॥”

যাত্ৰ, গো, বিপ্র ও দেবতা ইহাদিগের উপরিতলে শয়ন করিবে না অর্থাৎ যে গৃহে ঐ সমস্তের কোন একটীও থাকে, তাহার উপরিতলে শয়ন নিষিদ্ধ । ভগ্ন বা অপবিত্র শয্যায় শয়ন করিবে না, স্বয়ং অশুচি থাকিলেও তদবস্থায় শয্যায় শয়ন করিতে নাই । উলঙ্গ হইয়া, আর্দ্রবস্ত্র পরিধান করিয়া অথবা উত্তরশিরা বা পশ্চিমশিরা হইয়া শয়ন করিবে না ।

(দারোপগমন ।)

রাত্তিকৃত্যমধ্যে দারোপগমনও একটা অনুর্ত্তেয় বলিয়া নির্দিষ্ট । তদ্বিষয়ে শাস্ত্রে যেরূপ নিয়ম নিকৃপিত আছে, তাহারই স্থূল স্থূল মৰ্ম্মগুলি এই স্থানে উদ্ধৃত হইল, যথা—

“পরদাবরতিঃ পুংসামুভয়ত্রাপি ভীতিনা।

মৃতো নরকমভ্যতি হীয়তেহত্রাপি চাযুষঃ।

ইতি মত্ৰা স্বদারেষু ঋতুমংস্ব বুধো ব্রজেৎ ॥”

অর্থাৎ পরদাররতি কি ইহ কি পর উভয় লোকেই ভীতি-
প্রদা, উহা দ্বারা পরমায়ুঃ হ্রাস প্রাপ্ত হয় এবং মরণান্তে
নরকগামী হইতে হইয়া থাকে ; এই জন্তই এ বিষয় বিশেষ
বিদিত হইয়া ঋতুকালে আপন জীতে সঙ্গত হওয়াই বুধব্যক্তির
কর্তব্য।

“ষোড়শর্ত্ব নিশা স্ত্রীণাং তান্ন যুগ্মান্ন সংবিশেৎ ॥”

প্রতিমাসে রজোদর্শন হইলে রজোদর্শন হইতে ষোড়শ রাত্রি
পর্যন্তই নারীগণের ঋতুকাল অর্থাৎ গর্ভধারণের উপযুক্তকাল।
তন্মধ্যে যুগ্মরাত্রিতেই সহবাস কর্তব্য।

“ষষ্ঠ্যষ্টমৌমবাবাস্ত্রামুভে পক্ষে চতুর্দশী।

মৈথুনং নোপসেবেত দ্বাদশীঞ্চ মম প্রিয়াং ॥”

ষষ্ঠী, অষ্টমী, অমাবাস্ত্রা, পূর্ণিমা, কৃষ্ণ বা শুক্লপক্ষীয়া
চতুর্দশী, দ্বাদশী এই সকল তিথিতে মৈথুন সেবন নিষিদ্ধ। এত-
দ্ব্যতীত রবিসংক্রান্তিতেও স্ত্রীসঙ্গ করিতে নাই।

“চতুর্থী প্রভৃত্যন্তরোত্তরা প্রজা নিশ্চেষসার্থং।”

রজোদর্শনের চতুর্থ দিন হইতে যত পর দিনে গর্ভাধান
হয়, সন্তান ততই মঙ্গলের কারণ হইয়া থাকে। *

* যিহুদীদিগের শাস্ত্রেও এই নিয়ম আছে। উহারা নবম
দিনের পর নারীসঙ্গ করিয়া থাকে। এই জন্তই উহাদিগের
সন্তান-সন্ততি-সকল হৃষ্টপুষ্ট ও দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে।

“রজস্ব্যপরতে সাধ্বী স্নানেন স্ত্রী রজস্বলা ।”

রজঃস্রাব নিবৃত্তি প্রাপ্ত হইলে সেই রজস্বলা নারী স্নানান্তে সাধ্বী হয় অর্থাৎ গর্ভধারণের উপযুক্তা হইয়া থাকে । তৎপরেই পতিসহবাস করা উপযুক্ত । রজোনিবৃত্তি না হইলে এবং স্নাতা না হইলে তাহার সহিত সংসর্গ করিবে না ।

“ঋতুকালভিগামী স্যাৎ যাবৎ পুত্রো ন জায়তে ॥”

যাবৎ পুত্রোৎপত্তি^১ না হয়, ততদিনই ঋতুসময়ে নারীসহবাসের কর্তব্যতা জানিবে । * পরন্তু রমণীর মনস্তপ্তি বিধানার্থ

* পুত্রকামনাতেই নারীসহবাস করিবে, ইহাই আমাদিগের শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য । পরন্তু প্রধানতঃ একটী মাত্র পুত্রই প্রার্থনীয় । জ্যেষ্ঠ পুত্রই পুত্রমধ্যে গণ্য, অপরেরা তাহা নহে ; যথা—

“যস্মিন্ধৃৎ সন্নয়তি যেন চানন্ত্যমশ্রুতে ।

স এব ধর্ম্মজঃ পুত্রঃ কামজানিতরান্ বিতুঃ ॥”

অর্থাৎ বাহার জন্ম হইলে জন্মদাতা পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হন এবং আনন্ত্য প্রাপ্তি অর্থাৎ বংশরক্ষা হয়, সেই জ্যেষ্ঠ পুত্রকেই ধর্ম্মজ পুত্র কহে, অন্য সকলকে কামজ পুত্র বলা যায় । শাস্ত্রকারগণের মত মূলতঃ এইরূপ বটে, কিন্তু পরে তাঁহারা দেখিলেন যে, মানুষ যতগুলি সন্তান লাভ করে, তাহাদিগের মধ্যে প্রায় অর্দ্ধাংশই শৈশবে কালগ্রাসে নিপতিত হয় । এই হেতুই মহাত্মারতের সময়ে একাধিক পুত্রোৎপাদনের ব্যবস্থা নির্দিষ্ট হইয়াছে, যথা—

“একপুত্রো হুপুত্রো মে মতঃ কোরবনন্দন ॥”

অন্ত্র সময়েও তৎসহবাস করিতে পারা যায় বটে, কিন্তু ইচ্ছা-পূর্ব্বক নারীগমন বিপ্রের পক্ষে অকর্তব্য । যাহা হউক, শাস্ত্রোক্ত যথাযোগ্য ঋতুর লক্ষণ বুঝিয়া গর্ভাধানের ব্যবস্থা যদি সম্যক রক্ষিত হয় এবং প্রাজাপত্যাদি বৈদিক ব্রত সম্যক আচ-রিত হয়, তাহা হইলে পিতৃ-মাতৃ-দেহের ও তাহাদিগের চিত্তের ভাব এ প্রকার পরিশুদ্ধ হয় যে, সহজাত দোষ বশতঃ সন্তান কদাচ অকালে মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত হয় না ; সুতরাং বংশ-রক্ষার্থ বহু সন্তানোৎপাদনেরও আবশ্যক করে না ।

ইতি নিত্যকৃত্য সমাপ্ত ।

অতীত পুরাণাদিতেও বহু পুত্রোৎপাদনসম্বন্ধীয় ব্যবস্থা দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাহা বহুপুত্রজননের প্রশংসার জন্ত নহে, অপরাপর বিষয়ের অর্থবাদ মাত্র । যেমন—

“ইষ্টব্য বহবঃ পুত্রা যদ্যপ্যেকো গয়াং ব্রজেৎ ॥”

অর্থাৎ মানুষেরা বহু পুত্রের কামনা করিবে, কেন না, তাহা-দিগের মধ্যে একজনও গয়ায় গিয়া পিতৃ দান করিতে পারে । এখানে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, শ্রীগয়াক্ষেত্রের মাহাত্ম্য প্রচা-রই এই প্রমাণের মুখ্য উদ্দেশ্য ।

পঞ্চম অধ্যায় ।

মাসিক ও বার্ষিক কৃত্য ।

দৈনন্দিন ভিন্ন যে সমস্ত শাস্ত্রবিহিত কৰ্ম্ম সময়বিশেষে অনুষ্ঠেয়, তাহাই সাধারণতঃ প্রায় মাসিক ও বার্ষিক কৃত্যের অন্তর্ভূত । ঐ গুলিকেই নৈমিত্তিক কৰ্ম্ম বলা যায় অর্থাৎ কোন নিমিত্ত (হেতু) অবলম্বনে অথবা উপলক্ষে যে সমস্ত অনুষ্ঠান করণীয়, তাহাই নৈমিত্তিক শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে । ঐ সমস্ত অনুষ্ঠানের মধ্যে কতকগুলিকে সংস্কার, কতকগুলিকে পূজা, কতকগুলিকে ব্রত, কতকগুলিকে শ্রাদ্ধ এবং কতকগুলিকে সাধন কহে । তন্মধ্যে সংস্কারগুলি প্রথম অধ্যায়েই লিখিত হইয়াছে ; সেইগুলি স্মৃতিশাস্ত্রের দ্বারা আদিষ্ট এবং তাহাতে বৈদিক মন্ত্রাদির প্রয়োগই দৃষ্ট হইয়া থাকে । পূজাগুলির অধিকাংশই স্মৃতিশাস্ত্রের আদিষ্ট এবং পৌরাণিক মন্ত্রের দ্বারা সম্পাদিত । ব্রতগুলিরও অধিকাংশই স্মৃতি ও পুরাণমূলক । শ্রাদ্ধ বৈদিক ও পৌরাণিক মন্ত্রদ্বারা নিষ্পাদিত এবং সাধনগুলি প্রায় সমস্তই তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত । এতদ্ভিন্ন কোন কোন পূজাও অস্বদেশে তন্ত্রবিধির অনুসারে নিষ্পাদিত হয় । প্রথমতঃ বৈশাখাদি মাসানুসারে অস্বদেশপ্রচলিত পূজা ও ব্রতগুলির তালিকা নিম্নে প্রকাশিত হইল, যথা—

প্রচলিত-পূজা ।

বৈশাখকৃত্য ।

গোষ্ঠবিহার ।—১লা বৈশাখ, এই উপলক্ষে গৃহে ধ্বজারোপণ ও বিষ্ণুপূজাদি করিতে হয় ।

চন্দনযাত্রা ।—ইহাকেই চলিত কথায় “ফুলদোল” বলে । ইহার উপলক্ষ্য দেবতা বিষ্ণু অর্থাৎ বিষ্ণুপূজাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য । *

জ্যৈষ্ঠকৃত্য ।

দশহরা ।—জ্যৈষ্ঠের শুক্লাদশমী তিথিতে করণীয় । ইহার উপলক্ষ্য দেবতা গঙ্গা । †

স্নানযাত্রা ।—জ্যৈষ্ঠের পূর্ণিমাতে কর্তব্য । ইহার উপলক্ষ্য দেবতা বিষ্ণু অর্থাৎ জগন্নাথরূপী বিষ্ণুকে বিধানে স্নান ও পূজা করাইতে হয় । ‡

ফলাহারী পূজা ।—অমাবাস্যায় কর্তব্য ।

আষাঢ়কৃত্য ।

শুরুপূর্ণিমা ।—পূর্ণিমাতে করণীয় । শুরুপূজাই ইহার উদ্দেশ্য । পশ্চিম দেশে সাদরে ইহা প্রতিপালিত হয় ।

* মহারাষ্ট্র ও গুজরাটদেশে ইহাকে কুর্জয়ন্তী কহে । ঐ দিনে সেই স্থানে বিষ্ণুর অর্চনা হয় । ত্রৈলোক্য ও দ্রাবিড় দেশে এই তিথি ব্যাসপূর্ণিমা বলিয়া অভিহিত । ঐ দুই স্থানে ব্যাসদেবের অর্চনা ও দধান্ন দান হয় ।

† বঙ্গদেশে ও উড়িষ্যাপ্রদেশে এই দিনে গঙ্গাপূজার সঙ্গে সঙ্গে মনসাপূজাও হইয়া থাকে । ঐ দিন গঙ্গা মর্ত্যে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন । এই দিনে গঙ্গাস্নান করিলে দশবিধ পাপের ক্ষয় হয় ।

‡ দ্রাবিড় প্রভৃতি অম্মাত্মদেশে এই তিথি মম্বাদি বলিয়া

রথযাত্রা ।—আষাঢ় মাসের শুক্লাদ্বিতীয়াতে কর্তব্য । বিষ্ণু-
পূজাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য । এই দিনে জগন্নাথদেবের রথারো-
হণ হয় । *

শ্রাবণকৃত্য ।

ঝুলনযাত্রা ।—শ্রাবণের শুক্লা একাদশীতে করণীয় । মুখ্য
উদ্দেশ্য রাধাকৃষ্ণের অর্চনা ।

রাখীপূর্ণিমা ।—শ্রাবণীপূর্ণিমায় করণীয় । কাশ্মীরে অমর-
নাথ দেবের নিকট মহা সমারোহ হয় ।

ভাদ্রকৃত্য ।

স্বর্ণগোরী ।—ভাদ্র শুক্লাদ্বিতীয়ায় গোরীর উদ্দেশে পূজা
করিতে হয় ।

গণেশচতুর্থী ।—ভাদ্রশুক্লাচতুর্থীতে গণেশপূজা কর্তব্য ।

সম্পৎষষ্ঠী ।—ভাদ্রশুক্লাষষ্ঠীতে সম্পৎকামনায় ষষ্ঠী দেবীর
পূজা করণীয় ।

মনোমহেশষাত্রী ।—ভাদ্রপূর্ণিমায় মহেশ্বরের উদ্দেশে করণীয় ।
চম্পানগরে ইহা প্রচলিত আছে ।

বিশ্বকর্মাপূজা ।—ভাদ্রমাসের সংক্রান্তি দিনে করণীয় ।
দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার পূজাই মুখ্য উদ্দেশ্য ।

প্রথিত । এই দিনে শ্রীক্ষেত্রতীর্থে মহামহোৎসব হয় ; বঙ্গদেশে
পুরুষোত্তম উদ্দেশে সমারোহ হইয়া থাকে ।

* এই উৎসব মহারাত্রি, উড়িয়া, বাঙ্গলা ও জম্মুতে প্রচলিত ।
এই উৎসব যে দিবাকরের উত্তরায়ণের সীমাপ্রাপ্ত্যন্তে দক্ষিণায়নে
সঞ্চরণশুচক, তাহার সন্দেহ নাই ।

আখিনকৃত্য।

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা।—আখিনের শুক্লা সপ্তমী হইতে নবমী যাবৎ তিনদিন করণীয়।* ভগবতী দুর্গার পূজাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য।*

* এই দুর্গাপূজা উপলক্ষে আখিনের শুক্লা প্রতিপদ হইতে নবমী পর্যন্ত নয়দিন নবরাত্রি নামে অভিহিত। এই কয় দিন ঘট স্থাপন, দেবীপূজা ও চণ্ডীপাঠ প্রভৃতি হইয়া থাকে। এই নবরাত্রি উপলক্ষে মিথিলাপ্রদেশে প্রতিপদদিনে কুন্তস্থাপন, দ্বিতীয়াতে রেমন্তের অর্চন, ষষ্ঠীতে গজপূজা ও বিদ্যাভিমন্ত্রণ, সপ্তমীতে পত্রিকা প্রবেশ, অষ্টমীতে মহাষ্টমীব্রত এবং মহানবমীতে ত্রিশুলিনীর পূজা হইয়া থাকে। দশমীদিনে মিথিলাতে অপরা-জিতার পূজা হয়। দ্রাবিড়দেশে দশমীতে হিঙ্গল নামক প্রসিদ্ধ ব্রত আরম্ভ হয়। গুজরাটে ও মহারাষ্ট্রে বিজয়া দশমী বৈজয়ন্তী নামে প্রসিদ্ধ। নবরাত্রি উপলক্ষে দ্রাবিড় দেশে বেক্টেখরের অর্চনা, সপ্তমীতে পুস্তক ও সরস্বতীর পূজা, অষ্টমীতে দুর্গার পূজা ও মহানবমীতে অশ্ব আয়ুধ প্রভৃতির অর্চনা হয়। জম্মুতে এই নব-রাত্রির মধ্যে সরস্বতীশয়ন নামে একটি পর্ব হয়, আর অষ্টমীর দিনে দুর্গাপূজা হইয়া থাকে। নেপালে সপ্তমীতে পত্রিকা প্রবেশ এবং অষ্টমী ও নবমীতে দুর্গাপূজা হইয়া থাকে। কর্ণাট দেশে বেদপাঠ, এবং সরস্বতী, দুর্গা, অশ্ব ও অস্ত্রাদির পূজা হয়। পঞ্জাবে ও কাশ্মীরে সরস্বতী এবং দুর্গার পূজা হইয়া থাকে। মহারাষ্ট্রদেশে দুর্গাপূজা ও সরস্বতী-পূজা হয় এবং সরস্বতীর নিকটে বলিদান দিয়া সরস্বতীকে বিসর্জন করা হইয়া থাকে। বিশেষতঃ ঐ দিনে তথায় মাতামহের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ সম্পাদিত

কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা।—আশ্বিনমাসের পূর্ণিমাতে করণীয় ।
লক্ষ্মীদেবীর অর্চনাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য । *

শ্যামাপূজা।—আশ্বিন মাসের আমাবস্যাতে করণীয় ।
লক্ষ্মীদেবীর আরাধনাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য । এই দিন অশ্বদেবে
দীপস্বিতাকৃত্য হইয়া থাকে ।

দীপাস্বিতা লক্ষ্মীপূজা।—শ্যামাপূজার দিনে সন্ধ্যাকালে
লক্ষ্মীদেবীর পূজা প্রচলিত আছে । দ্রাবিড় প্রদেশে ইহাকে
ধনলক্ষ্মীপূজা কহে ।

কার্তিককৃত্য ।

জগদ্ধাত্রীপূজা।—কার্তিকের শুক্লা নবমী তিথিতে করণীয় ।
জগদ্ধাত্রী দুর্গাই ইহার উপলক্ষ্য দেবী অর্থাৎ তাঁহার পূজা
করাই মুখ্য উদ্দেশ্য । †

হয় । উৎকলপ্রদেশে দুর্গার্চনা ও মহাষ্টমীদিনে মহানিশাতে
বলিদানের প্রথা প্রচলিত আছে ।

* এই দিনে রাত্রিকালে লক্ষ্মীদেবীর পূজা, নারিকেলো-
দক ও চিপিটক ভক্ষণ এবং রাত্রিজাগরণ করিতে হয় । এই
দিনে রাত্রে অক্ষত্রীড়ায় লক্ষ্মীরূদ্ধি হইয়া থাকে ।

† মিথিলা দেশে এই নবমীকে ধাত্রীনবমী অথবা অমলক
নবমী কহে । দাক্ষিণাত্যে এই দিনে বিষ্ণুপূজা ও কুশ্মাণ্ড
দান হয় । কর্ণাট, ত্রৈলোক্য, গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে দেশে
এই দিনকে কৃতযুগাদি বলে । নেপালে এই তিথির নাম
কুশ্মাণ্ড নবমী । উৎকল প্রদেশে এই দিনে রাসঘাত্রা আরম্ভ
হইয়া থাকে । এই দিনে কাশ্মীর, পঞ্জাব ও জম্মুতে একটা পর্ব
হয়, তাহার নাম “পরিক্রমণ” ।

ৰাসযাত্ৰা।—কাৰ্ত্তিকী পূৰ্ণিমাতে প্ৰচলিত। বিষ্ণুই ইহাৰ উপলক্ষ্য দেবতা। *

কাৰ্ত্তিক পূজা।—কাৰ্ত্তিক মাসেৰ সংক্ৰান্তিতে কৰণীয়। উপলক্ষ্য দেবতা কাৰ্ত্তিকেয়। অপুত্ৰক ব্যক্তি পুত্ৰলাভার্থ এই পূজা কৰিয়া থাকেন।

অগ্ৰহায়ণকৃত্য।

কাত্যায়নী পূজা।—অগ্ৰহায়ণ মাসেৰ শুক্লা সপ্তমী তিথিতে কৰণীয়। কাত্যায়নীৰ পূজাই মুখ্য উদ্দেশ্য। †

পৌষকৃত্য।

ৰটন্তী পূজা।—কৃষ্ণপক্ষীয় চতুৰ্দশীতে কৰণীয়। কালি-
কাৰ উদ্দেশে পূজাই ইহাৰ মুখ্য উদ্দেশ্য। অস্বদেশ ও উৎকল
প্ৰদেশ ভিন্ন অথ কুত্ৰাপি ইহা প্ৰচলিত নাই।

* দাক্ষিণাত্য প্ৰদেশে এই দিনে ত্ৰিপুৰোৎসব হয়; তদুপ-
লক্ষে শিবেৰ অৰ্চনা হইয়া থাকে এবং প্ৰদোষে দীপমালা দান
হয়। উৎকলপ্ৰদেশে এই দিনেই ৰাসযাত্ৰাৰ শেষ হয়।
মিথিলাবাসীরা এই দিনকে “সৰ্বদেবেৰ উত্থানদিন” বলিয়া
কীৰ্ত্তন করেন। ত্ৰৈলিঙ্গ ও ড্ৰাবিড় দেশে এই তিথিৰ নাম
বাস পূৰ্ণিমা। তথায় ব্যাসদেবেৰ অৰ্চনা হয়। এতদ্ভিন্ন
মিথিলা, কৰ্ণাট, ত্ৰৈলিঙ্গ ও মহাৰাষ্ট্ৰবাসীরা এই দিনকে মৰাদি
বলিয়া থাকেন।

† অগ্ৰহায়ণেৰ শুক্লাষষ্ঠীতে অধিবাসাদি কৰিয়া তৎপরে
সপ্তম্যাদি তিন দিন ষথাবিধানে কাত্যায়নী দেবীৰ পূজা কৰিতে
হয়।

এতদ্বিন্ন পৌষমাসে নীলহুগাপূজাও প্রায় অনেক দেশে প্রচলিত আছে ।

মাঘকৃত্য ।

সরস্বতীপূজা ।—মাঘমাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে করণীয় ।
বিদ্যালোভার্থ সরস্বতীর উদ্দেশে পূজা করিতে হয় । *

ফাল্গুনকৃত্য ।

দোলঘাতা ।—ফাল্গুনের পূর্ণিমাতে কর্তব্য । শ্রীকৃষ্ণ ইহার মুখ্য দেবতা । †

চৈত্রকৃত্য ।

বাসন্তী পূজা ।—চৈত্রমাসের শুক্লা সপ্তমী হইতে নবমী
যাবৎ তিনদিন করণীয় । দুর্গা দেবী ইহার মুখ্য দেবতা । ‡

অন্নপূর্ণা পূজা ।—চৈত্রমাসের শুক্লাষ্টমীতে করণীয় । অন্নপূর্ণা
দেবীর উদ্দেশে পূজা করিতে হয় । §

* দ্রাবিড় দেশে ও ত্রৈলিঙ্গ দেশে এই দিনের নাম লক্ষ্মী-
পঞ্চমী । অনেক স্থানে ইহাকে বসন্তপঞ্চমী কহে এবং বিষ্ণুর
অর্চনা করে ।

† উৎকল, মহারাষ্ট্র, মৈথিল, গুজরাট ও কর্ণাট দেশে এই
দিনের নাম মঘাদি ; মিথিলাতে কলিযুগান্তও বলে । অনেক
স্থলে এই দিন হোলিকোৎসব বলিয়া প্রথিত ।

‡ জম্মু, পঞ্জাব ও কাশ্মীর প্রদেশে এই দিনের নাম
গঙ্গাসপ্তমী । ত্রৈলিঙ্গ, কর্ণাট ও দ্রাবিড়দেশে ইহাকে
সন্তান সপ্তমী বলে ।

§ কাশ্মীর ও জম্মু প্রদেশে ইহাকে দুর্গাষ্টমী বলে । আমা-

চড়কপূজা।—চৈত্রমাসের সংক্রান্তিদিনে কর্তব্য। উপলক্ষ্য
দেবতা মহাদেব।

সাধারণদেবদেবীপূজাপদ্ধতি। *

তত্র প্রথমং পুণ্যাহং বাচয়েৎ, তদযথা—কর্তা ব্রাহ্মণান্
প্রতি। ওঁ কর্তব্যোহস্মিন্ অমুককর্ম্মণি পুণ্যাহং ভবন্তোহবি-
ক্রবন্ত ইতি বদেৎ। ওঁ পুণ্যাহং ওঁ পুণ্যাহং ওঁ পুণ্যাহং
ইতি ব্রাহ্মণৈরুক্তে। কর্তা ওঁ কর্তব্যোহস্মিন্ অমুককর্ম্মণি ওঁ
স্বস্তি ভবন্তোহবিক্রবন্ত। ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ইতি
ব্রাহ্মণাঃ। কর্তা ওঁ কর্তব্যোহস্মিন্ অমুককর্ম্মণি ওঁ ঋদ্ধিং ভব-
ন্তোহবিক্রবন্ত ইতি। ওঁ ঋদ্ধতাং ওঁ ঋদ্ধতাং ওঁ ঋদ্ধতাম্। ইতি
ব্রাহ্মণাঃ। ওঁ সোমং রাজানং বরুণমগ্নিমবারভামহে আদিত্যং
বিষ্ণুং সূর্য্যং ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিং। ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি।
যজুর্বেদী তু। স্বস্তিঋদ্ধিক্রমেণ। ওঁ স্তুতি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ
স্বস্তি নঃ পৃষা বিশ্ববেদা স্বস্তি নস্তার্কোহরিষ্টেনেমিঃ স্বস্তি নো
বৃহস্পতির্দধাতু। ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি। ঋগ্বেদীতু। ওঁ স্বস্তি
নোমিমীতামগ্নিনাভগঃ স্বস্তি দেবাদিতিরথর্কণঃ। স্বস্তি পৃষা
অসুরো দধাতু নঃ স্বস্তি দ্যাভা পৃথিবী সৃচেতনা। স্বস্তি নো বায়ু

দিগের দেশে এবং উৎকল, মিথিলা, জাবিড়, কর্ণাট ও ত্রৈলজ
দেশে উহার নাম অশোকাষ্টমী। এই দিবসে শোকবিনাশার্থ
অশোককলিকা পান ও ব্রহ্মপুত্রনদে স্নান করিতে হয়।

* সকলের বিদিতার্থ এই স্থানে সাধারণ পূজাপদ্ধতি
লিখিত হইল। সমস্ত দেবদেবীর পূজাপদ্ধতি বিস্তার মৎ
প্রকাশিত “দেবদেবীপূজা” নামক গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

মুপক্রবামহে । সোমং স্বস্তি ভুবনশ্রয়স্পতিঃ । বৃহস্পতিং সৰ্বগণং
 স্বস্তয়ে স্বস্তয় আদিত্যাশো ভবন্তু নঃ । বিশ্বদেবা নো অদ্যাঃ স্বস্তয়ে
 বৈশ্বানরো বসুরগিঃ স্বস্তয়ে । দেবা অবন্ধুভবঃ স্বস্তয়ে স্বস্তি
 নো রুদ্রঃ পাতংহসঃ । স্বস্তি মিত্রাবরুণা স্বস্তি পথ্যেরেবতি ।
 স্বস্তি ন ইন্দ্রশ্চাগ্নিচ স্বস্তি নো অদিতয়ে কুধি । স্বস্তি পহা মনু
 চরেম সূর্য্যচন্দ্রমসাবিব । পুনর্দদতান্নতাজানতাসঙ্গমেমহি ।
 স্বস্ত্যয়নং তাক্ষমরিষ্টনেমিঃ মহভূতং বায়সং দেবানাং । অশ্বর-
 য়মিन्द्रসথং সমুংসু বৃহদ্যশো নাবমিবারুহেম । অজ্যোমূঢ়
 মাদ্ধিরসঙ্গয়ঞ্চ স্বস্ত্যাভ্রয়ং মনসাচ তাক্ষাং প্রেমতপাণিঃ শরণং
 প্রপদ্যে । স্বস্তি সন্ধ্যাধে স্বভয়ং নোহন্তু ॥ ওঁ সূর্য্যঃ সোমো
 যমঃ কালঃ সন্ধ্যো ভূতান্নহঃ ক্ষপা । পবনো দিক্‌পতির্ভূমিরা-
 কাশং খচরামরাঃ । ব্রাহ্মং শাসনমাস্ত্রায় কল্পধ্বমিহ সন্নিধিম্ ॥
 ইতি পঠিত্বা । এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গণেশাদিপঞ্চদেবতাতো নমঃ ।
 এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আদিত্যাদিনবগ্রহেভ্যো নমঃ ইতি পূজয়েৎ ॥
 অথ সঙ্কলনঃ । শ্রীবিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে
 অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা পরার্থে অমুক-
 গোত্রস্ত্র অমুকদেবশর্মাঃ অমুকপ্রীতিকামঃ অমুককামো বা
 অমুককর্মাং করিষ্যে পরার্থে তু করিষ্যামি । ইতি । সঙ্কলনসূত্রং
 পঠেৎ । সামবেদীনাং । ওঁ দেবো বা দ্রবিণোদা পূর্ণং বিবটাসিচং
 উদ্বা সিঞ্চধ্বমুপবা প্রাণুধ্বমাদিষো দেবোহতে ইতি ॥ যজুর্বেদী তু ।
 ওঁ যজ্ঞাগ্রতো দূরমুদৈতি দৈবং তদস্তুশ্রুত তথৈবেতি দূরং গমং
 জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং তন্মে মনঃ শিবসঙ্কলনমন্তু ॥ ঋগ্বেদীনাং
 সূত্রং যথা ।—ওঁ বাগসূর্য্য্য সিনীবালী যা রাঁকা যা সরস্বতী । ইন্দ্রাণী
 বাবুয়ে চান্নিনু বরুণানীহ স্বস্তয়ে ॥ ইতি সূত্রং ॥ স্বয়ং কক্ষ-

করণাভাবে ত্রাক্ষণান্ রণুয়াৎ যথা । — ওঁ কর্তা ত্রাক্ষণমুখমবলোক্য
ওঁ সাধু ভবানাস্তাং ইতি বদেৎ । ওঁ সাধবহমাসে ইতি প্রতিবচনম্ ।
কর্তা ওঁ অর্চয়িষ্যামো ভবন্তু ইতি বদেৎ । ওঁ অর্চয় ইতি প্রতি-
বচনং । বস্ত্রালঙ্কারাদীন্ দত্ত্বা তণ্ডুলৈর্দক্ষিণজালুং গৃহীত্বা ওম্
অদ্যোত্যাদি অমুককর্ম্মণি পূজাদিকর্ম্মকরণায় অমুকগোত্রং অমুক-
দেবশর্ম্মণামেভিঃ পাদ্যাদিভিরভ্যর্চ্য ভবন্তুমহং বৃণে । 'ওঁ'
বৃতোন্মি ইতি প্রতিবচনং । কর্তা ওঁ যথাবিহিতং পূজাদি কর্ম্ম
কুরু । যথাজ্ঞানং করবাণীতি প্রতিবচনং ॥ অথ ঘটস্থাপন-
মন্ত্ৰাঃ । সামগানান্ । — ভূমৌ হস্তং দত্ত্বা পঠেৎ । ওঁ ভূমিরন্ত-
রীক্ষং দ্বৌ দ্বৌভূতায়াঃ । ধান্যং ধৃত্বা পঠেৎ । ধান্যবস্ত্রং করন্তি-
নমপূবস্ত্রমুক্থিনং ইন্দ্রপ্রাতুর্ঘুষশ্বন্ । ঘটং ধৃত্বা । ওঁ আবিষং
কলসং সূতো বিশ্বা অর্হন্নভিঃ শ্রিয়ঃ ইন্দোরিন্দ্রায় ধীয়তে । জলং
ধৃত্বা ওঁ আগো মিত্রা বরুণা স্মৃতের্গব্যূতিমুক্থতং মধবারজাংসি
সুক্রতুম্ । পল্লবং ধৃত্বা । ওঁ অয়মূর্জাবতো বৃক্ষ উর্জীব ফলিনী
ভব । পর্ণং বনস্পতে নুত্বা নুত্বা চ স্মৃত্যং রয়ি । ফলং ধৃত্বা
ওঁ ইন্দ্রং নরোণেমধিতা হবন্তে যৎপার্ষ্যায়ুনয়তে দিয়ন্তা সুরো
নৃষাতাং শ্রবসশ্চ কাম । আগো মতিব্রজে ভজন্তরঃ । পুষ্পং
ধৃত্বা । — ওঁ শ্রীরসি ময়ি রমস্ব । সিন্দূরং ধৃত্বা পঠেৎ । — সিন্ধো-
কৃষ্ণাসে পতরন্তমুক্থিনং হিরণ্যপাবা পশুমপ্সু গৃভ্রতে । স্থিরীক-
রণং । — ওঁ স্বাবতঃ পুরুবসো বরমিহং প্রণেতঃ সিংহা তর্হরীণাং ।
ওঁ স্থাং স্থীং স্থিরো ভব । ততঃ কৃতাজলিঃ পঠেৎ । ওঁ সর্ষ-
তীর্থোত্তবং বারি সর্ষদেবসমম্বিতং । ইমং ঘটং সমারুহ্য তিষ্ঠ
দেবগণৈঃ সহ । ততো ঘটে গায়ত্রীং পঠেৎ ॥ যজুর্বেদী তু । ভূমিঃ
স্পষ্টা । — ওঁ ভূরসি ভূমিরস্যাদিত্রিসি বিশ্বধায়া বিশ্বস্য ভুবনস্য

ধর্তীং পৃথিবীং যজ্ঞ পৃথিবীং দৃঃহঃ পৃথিবীং মা হিংসীঃ ।
 ধান্যং স্পৃষ্ট্বা । ৩° ধান্যমসি ধিনুহি দেবান্ ধিনুহি যজ্ঞং
 ধিনুহি যজ্ঞপতিং ধিনুহি মাং যজ্ঞনাং । কলসং স্পৃষ্ট্বা ।
 ৩° আজিষ্ম কলসং নহাভা বিশম্বিন্দবঃ পুনরুজ্জানিবর্ত্ত স্বসানঃ
 সহস্রং ধুক্কোরধারা । পয়স্বতৌ পুনর্মাণিশতাদ্রয়ি । জলং স্পৃষ্ট্বা
 পঠেৎ । ৩° বরুণশ্রোতন্তনমসি বরুণস্য স্কন্তঃ সর্জনীস্থঃ বরুণস্য
 ঋত সদনাসি বরুণস্য ঋত সদনমসি বরুণস্য ঋত সদনীমাসীদ ।
 পল্লবং স্পৃষ্ট্বা পঠেৎ ।—৩° ধন্ননাগা ধন্ননাজিঃ জয়েম ধন্ননা তীত্রাঃ
 সমদো জয়েম ধনুঃ শত্রোরপকামং কৃণোতু ধন্ননা সর্বাঃ প্রদিশো
 জয়েম । ফলং স্পৃষ্ট্বা পঠেৎ ।—৩° ষাঃ ফলিনীর্ধা অফলা অপুপ্পা
 ষাশ্চ পুস্পিণীঃ বৃহস্পতি প্রস্থতাস্তা নো মুঞ্চস্বংহসঃ । সিন্দুরং
 স্পৃষ্ট্বা পঠেৎ ।—৩° সিন্ধোরিব প্রাধ্বনেহশূঘনাসো বাতপ্রমিরঃ
 পতয়ন্তিরিহ্মা স্বতস্য ধারা অরুঘোন বাজী কাষ্ঠাভিন্দন্নুশ্চিভিঃ ।
 পিণ্ডমানঃ । ৩° হিরো ভব বীড়ঙ্গ আশুভব বাজার্কন্ পৃথুভব
 স্তসদস্থমগ্নে পুরীষ বাহন ॥ ঋগ্বেদী তু ।—৩° উর্বা সদলী
 বহুগতেন হবে দেবানামসা অনিত্রী দধাতে স্তভগে স্তপ্রতিকে
 দ্যাভা রক্ষিতং পৃথিবী নো অহ্বা । ইতি ভূমেঃ । ৩° ধান্যবস্তং
 করন্তিনমপুণবস্তমুক্থিনং ইজ্রতাদাতু মিহমঃ । ইতি ধাতস্য ।
 ৩° এতানি ভদ্রা কলস ক্রিয়া মাকুশ্রবন্দধতোদান ইজ্রো মঘবান্
 সোমস্বধ সোমো হৃদয়ং বিমর্শি । ইতি কলসস্য । ৩° বরুণস্যো-
 ত্তন্তনমসি বরুণস্য স্কন্তঃ সর্জনীস্থঃ বরুণস্য ঋত সদনাসি বরুণস্য
 ঋত সদনমসি বরুণস্য ঋত সদনীমাসীদ । ইতি জলস্য । ৩° ষাঃ
 ফলিনীর্ধাফলা অপুপ্পা ষাশ্চ পুস্পিণী বৃহস্পতি প্রস্থতাস্তা নো
 মুঞ্চস্বংহসঃ । ইতি ফলস্য । ৩° হিরো ভব বীড়ঙ্গ আশুভব পৃথুভব

বাহুর্কন স্তসদঙ্কমগ্নে পুরীষবাহন । ইতি পঠিত্বা স্থিরীকৃত্যাং ।
 অথ সামাগ্রার্থাং । যথা ।—স্ববামে ত্রিকোণব্রহ্মচতুষ্কোণমণ্ডলং
 বিলিখ্য তত্র ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ । ওঁ অনন্তায় নমঃ । ওঁ
 কৃষ্ণায় নমঃ । ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ । ইতি অক্ষতৈঃ সম্পূজ্য অন্ত্রায়
 ফট্ ইতি তাম্রপাত্রং প্রক্ষালা সাধাবং পাত্রং নিধায় নমঃ ইতি
 মন্ত্ৰেণ জলেন সংপূর্য্য দূর্বাঙ্কতগন্ধপুষ্পনির্ম্মিতার্থ্যং সংস্থাপ্য অঙ্কুশ-
 মুদ্রয়া ওঁ গঙ্কে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি । নর্ম্মদে সিঙ্কু-
 কাবেরি জলেহস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥ ইতি সূর্য্যমণ্ডলাভীর্মা-
 বাহু ওঁ ইতি প্রণবেন গন্ধপুষ্পাভ্যাং তত্র সম্পূজ্য বং ইতি ধেনু-
 মুদ্রাং প্রদর্শ্য তত্চপরি ওঁ ইতি প্রণবমষ্টধা দশধা বা জপেৎ । ততঃ
 ফট্ ইতি মন্ত্ৰেণ তজ্জলেন দ্বারমভ্যক্ষ্য ওঁ দ্বারদেবতাভ্যো নমঃ
 ইতি সম্পূজ্য । ওঁ বাস্তপুরুষায় নমঃ ওঁ নমঃ ব্রহ্মণে নমঃ ইতি
 নৈঋত্যাং পূজয়েৎ । ততো মূলমন্ত্ৰেণ দিব্যদৃষ্ট্যাবলোকনাং দিব্যান্
 বিঘ্নান্ উৎসার্য্য অন্ত্রায় ফট্ ইতি মন্ত্ৰেণ জলেনান্তরীক্ষগান্ বিঘ্নান্
 উৎসার্য্য বামপাক্ষিঘাতত্ৰয়েণ ভৌমান্ বিঘ্নানুসার্য্য ফট্
 ইতি সপ্তজপ্তান্ লাজচন্দনসিদ্ধার্থভস্মদূর্বাঙ্কশাক্তান্ বিকীরান্
 কেবলতণ্ডুলান্ বা গৃহীত্বা । ওঁ অপসর্পন্ত তে ভূতা যে ভূতা
 ভূবি সংস্থিতাঃ । যে ভূতা বিশ্বকর্তারন্তে নশন্ত শিবাজ্জয়া ॥ ইতি
 পঠিত্বা তান্ বিকিরেৎ । আসনশুদ্ধির্থা—ওঁ হ্রীং আধারশক্তয়ে
 কমলাদনায় নমঃ । ইতি আসনং সম্পূজ্য । আসনমন্ত্ৰস্ত
 'মেরুপৃষ্ঠাধিঃ স্রুতলং ছন্দঃ কৃষ্ণো দেবতা আসনপরিগ্রহে
 বিনিয়োগঃ । ওঁ পৃথি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা
 ধৃতা । ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনম্ ॥ ইতি
 পঠিত্বা স্বস্তিকাদিক্রমেণ উপবেশেৎ । ততঃ কৃতাজ্জলিঃ বামে

ওঁ গুরুভ্যো নমঃ ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ ওঁ পরাপরগুরুভ্যো
 নমঃ ওঁ পরমেশ্টিগুরুভ্যো নমঃ দক্ষিণে ওঁ গণেশায় নমঃ
 মধ্যে অম্বুদেবতায়ৈ নমঃ । ইতি নমস্কুর্য্যাং ॥ অথ ভূত-
 শুদ্ধিঃ যথা ।—ফট্ ইতি মন্ত্ৰেণ গন্ধপুষ্পাভ্যাং করৌ সংশোধ্য
 উক্কৌদ্ধিতালত্রয়ং দত্ত্বা ছোটিকাভির্দশদিগ্‌বন্ধনং কৃত্বা রং
 ইতি জলধারয়। বহিঃপ্রাকারং বিচিন্ত্য স্বাক্ষে উত্তানৌ
 করৌ কৃত্বা নোহহমিতি জীবাশ্মানং হৃদয়স্থং দীপকলিকা-
 কারং মূলাধারকুলকুণ্ডলিত্বা সহ সূক্ষ্মাবঅনা মূলাধারস্বাধিষ্ঠান-
 মণিপূরানাহতবিগুদ্বাজ্জাখ্যবট্‌চক্রাণি ভিত্ত্বা শিরোবস্থিতাধোমুখ-
 সহস্রদলকমলকর্ণিকান্তর্গতপরমায়নি সংযোজ্য তত্রৈব পৃথিব্যন্তে-
 জোবায্যাকাশগন্ধরসরূপস্পর্শকনাসিকাজিহ্বাচক্ষুশ্চক্‌শ্রোত্রবাক্-
 পাণি-পাদ-পায়ুপশ্চ প্রকৃতিমনোবুদ্ধ্যহঙ্কাররূপচতুর্বিংশতিতত্ত্বানি
 লীনানি বিভাব্য যমিতি বায়ুবীজং ধূম্রবর্ণং বামনাসাপুটে বিচিন্ত্য
 তস্য ষোড়শবারজপেন বায়ুনা দেহমাপূর্য্য নাসাপুটৌ ধৃত্বা
 তস্য চতুঃষষ্টিবারজপেন কুন্তকং কৃত্বা বামকুক্ষিস্থকৃষ্ণবর্ণপাপ-
 পুরুষেণ সহ দেহং সংশোষ্য তস্য দ্বাত্রিংশদ্বারজপেন দক্ষিণনাসয়া
 বায়ুং রেচয়েৎ । দক্ষিণনাসাপুটে রমিতি বহুবীজং রক্তবর্ণং
 ধাত্বা তস্য ষোড়শবারজপেন বায়ুনা দেহমাপূর্য্য নাসাপুটৌ ধৃত্বা
 তস্য চতুঃষষ্টিবারজপেন কুন্তকং কৃত্বা পাপপুরুষেণ সহ দেহং মূলা-
 ধারোখিতবহ্নিনা দধ্বা তস্য দ্বাত্রিংশদ্বারজপেন বামনাসয়া ভাস্মনা
 সহ বায়ুং রেচয়েৎ । ঠমিতি চন্দ্রবীজং শুক্লবর্ণং বামনাসায়াং ধাত্বা
 তস্ত ষোড়শবারজপেন ললাটে চন্দ্রং নীত্বা নাসাপুটৌ ধৃত্বা রমিতি
 বরুণবীজস্য চতুঃষষ্টিবারজপেন তস্মাল্ললাটস্থচন্দ্রাদালিতসুধয়া
 মাতৃকাবর্ণাঙ্কিকয়া সমস্তদেহং বিরচ্য লমিতি পৃথ্বীবীজস্য দ্বাত্রিংশ-

দ্বারজপেন দেহং সূদৃঢ়ং বিচিস্ত্য দক্ষিণেন বায়ুং রেচয়েৎ । ততঃ
 হংসঃ ইতি মন্ত্ৰেণ জীবং স্বস্থানে সংস্থাপ্য দেবীৰূপমাত্মনং চিস্ত-
 য়েৎ । মাত্রাসংখ্যায়া বা ॥ তত্ৰুক্তং গৌতমীয়ে । - সুবুয়্যাবস্ত্রনা
 সোহহমিতি মন্ত্ৰেণ যোজয়েৎ । সহস্রারে শিরঃস্থানে পরমাত্মনি
 দেশিকঃ । ধূম্রবর্ণং ততো বায়ুবীজং ষড়্ বিন্দুলাঙ্ঘ্রিতম্ । পূরয়েদিড়য়া
 বায়ুং স্রবীঃ ষোড়শমাত্রয়া ॥ মাত্রয়া তু চতুষ্টয়া কুস্তয়েচ্চ সুবুয়্যা ।
 ষাট্ৰিংশমাত্রয়া মন্ত্ৰী রেচয়েৎ পিঙ্গলাখ্যয়া ॥ পূরয়েদনয়া চৈব
 সক্ষিস্ত্য নীলমারুতম্ । রক্তবর্ণং বহ্নিবীজং ত্রিকোণং স্তম্ভিকাধি-
 তম্ ॥ তেন পূরকযোগেন মাত্রয়া ষোড়শাখ্যয়া । চতুষ্টয়া
 মাত্রয়া চ নির্দেহং কুস্তকেন চ ॥ বামপার্শ্বস্থিতং পাপপুরুষং
 কজ্জলপ্রভম্ । ব্রহ্মহত্যা শিরস্কঞ্চ স্বৰ্গস্তেয়ভূজঘয়ম্ ॥ সুরাপান-
 হৃদায়ুক্তং গুরুতল্লকটিঘয়ম্ । তংসংসর্গি-পদবন্দমঙ্গপ্রত্যঙ্গপাতকম্ ॥
 উপপাতকরোমাণং রক্তশ্মশ্রুবিলোচনম্ । খড়্গচৰ্ম্মধরং ক্রুদ্ধমেবং
 কুক্ষৌ বিচিস্তয়েৎ ॥ মূলাধারোখিতেনৈব বহ্নিনা নির্দেহেচ্চ তম্ ।
 এবং সংদহ্য পরিতো ষাট্ৰিংশমাত্রয়া ততঃ । ভস্মনা সহিতং মন্ত্ৰী
 রেচয়েদিড়য়া পুনঃ । বামনাড্যাং চন্দ্রবীজং কুন্দেন্দুঘৃতমপ্রভম্ ।
 ভালেন্দুরাজে সংযোজ্য ততঃ ষোড়শমাত্রয়া । সুবুয়্যা চতুষ্টি
 মাত্রয়া তোয়বীজকম্ ॥ ধাত্বামৃতময়ীং বৃষ্টিং পঞ্চাশদ্বর্ণরূপিণীম্ ।
 তয়া দেহং বিচিষ্ট্যেবং মনসা পিঙ্গলাধ্বনা ॥ ষাট্ৰিংশমাত্রয়া
 মন্ত্ৰী লংবীজেন দৃঢ়ং নয়েৎ । স্বস্থানে হংসমন্ত্ৰেণ পুনস্তেনৈব
 বস্ত্রনা ॥ জীবং তদ্বানি চানীয় স্বস্থানে স্থাপয়েত্ততঃ । ইতি
 ভূতগুক্তিং কৃৎস্না মাতৃকাত্মাসমাচরেৎ ॥ সংক্ষেপভূতগুক্তির্থা । - পুর-
 শ্চরণচক্রিকায়াং । অথবা ত্র্যপ্রকারেণ ভূতগুক্তির্বিধীয়তে । ধর্ম্ম-
 কন্দসমুদ্ভূতং জ্ঞানানলসুশোভনম্ । ঐশ্বর্য্যাপ্টদলোপেতং পরং

বৈরাগ্যকর্ণিকম্ । স্বীয়হৃৎকমলে ধ্যায়েৎ প্রণবেন বিকাসিতম্ ।
 কৃদ্বা তৎকর্ণিকাসংস্থং প্রদোপকলিকানিভম্ । জীবাত্মানং হৃদি
 ধ্যাত্বা মূলে সঞ্চিন্ত্য কুণ্ডলীম্ ॥ সুষুম্নাবত্ননাট্মানং পরমাট্মনি
 যোজয়েৎ ॥ ইতি তন্ত্রসারঃ ॥ অথ মাতৃকাষ্টাসঃ ।—অস্যা
 মাতৃকামন্ত্রস্য ব্রহ্মঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো মাতৃকা সরস্বতী দেবতা
 হলো বীজানি স্বরাঃ শক্তয়ো মাতৃকালিপিষ্ঠাসে বিনিয়োগঃ ।
 শিরসি ওঁ ব্রহ্মণে ঋক্রে নমঃ । মুখে ওঁ গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ ।
 হৃদি ওঁ মাতৃকাসরস্বতৌ নমঃ । গুহে ওঁ ব্যঞ্জনভ্যো বীজেভ্যো
 নমঃ । পাদয়োঃ সরেভ্যঃ শক্তিভ্যো নমঃ । তথাচ জ্ঞানার্ণবে ।
 মাতৃকাং শৃণু দেবেশি ত্রসেৎ পাপনিকৃন্তনৌম্ । ঋষিব্রহ্মান্য মন্ত্রস্য
 গায়ত্রীচ্ছন্দ উচ্যতে । দেবতা মাতৃকাদেবী বীজং ব্যঞ্জন-
 সঞ্চয়ম্ । শক্তয়স্ত স্বরা দেবি ষড়ঙ্গাঃসমাচরেৎ ॥ ততঃ ষড়ঙ্গ-
 ত্রাসৌ । অং কং খং গং ঘং ঙং আং অঙ্কুষ্ঠাভ্যাং নমঃ । ইং
 চং ছং জং বং ঐং ঈং তর্জনীভ্যাং স্বাহা । উং টং ঠং ডং ঢং
 ণং উং মধ্যমাভ্যাং বষট্ । এং তং থং দং ধং নং ঐং অনামি-
 কাভ্যাং ছং ॥ ওং পং ফং বং ভং মং ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ ।
 অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং
 অন্ত্রায় ফট্ । এবং হৃদয়াদিষু । অং কং খং গং ঘং ঙং আং
 হৃদয়ায় নমঃ । ইত্যাদি । তথাচ জ্ঞানার্ণবে । অং আং মধ্যো
 কবর্গস্ত ইং ঐং মধ্যো চবর্গকং । উং উং মধ্যো টবর্গস্ত এং ঐং
 মধ্যো তবর্গকং ॥ ওং ঔং মধ্যো পবর্গস্ত বিন্দুযুক্তং ত্রসেৎ প্রিয়ে ।
 অনুস্মারবিসর্গান্তৌ যশবর্গৌ সলক্ষকৌ । হৃদয়স্ত শিরো দেবি
 শিখা করচকং তথা । নেত্রমন্ত্রং ত্রসেৎ গুপ্তং নমঃ স্বাহা ক্রমেণ
 তু । বষট্ ছং বৌষড়ন্তু ফড়ন্তু যোজয়েৎ প্রিয়ে । ষড়ঙ্গোহয়ং

মাতৃকায়াঃ সৰ্ব্বপাপহরঃ স্মৃতঃ ॥ অথাস্তমাতৃকাত্ৰয়াঃ । অকা-
 রাদিষোড়শস্বরান্ সবিন্দুন্ যোড়শদলকমলে কণ্ঠমূলে ত্রসেৎ ।
 ককারাদিদ্বাদশবর্ণান্ সবিন্দুন্ দ্বাদশদলকমলে হৃদয়ে ত্রসেৎ ।
 ডকারাদি দশবর্ণান্ সবিন্দুন্ দশদলকমলে নাভৌ ত্রসেৎ ।
 বকারাদি ষড়্‌বর্ণান্ সবিন্দুন্ ষড়্‌দলকমলে লিঙ্গমূলে ত্রসেৎ ।
 বকারাদিচতুরো বর্ণান্ সবিন্দুন্ চতুর্দলকমলে মূলাধারে ত্রসেৎ ।
 হক্ষবর্ণদ্বয়ং সবিন্দুং দ্বিদলকমলে ক্রমধ্যে ত্রসেৎ । তথাচ জ্ঞান-
 র্গবে ।— দ্ব্যষ্টপত্রাশ্বজে কণ্ঠে স্বরান্ যোড়শ বিত্সেৎ । দ্বাদশচ্ছদ-
 হুংপদ্মে কাদীন দ্বাদশ বিত্সেৎ ॥ দশপত্রাশ্বজে নাভৌ ডকা-
 রাদীন্ম্যসেদশ । ষট্‌পত্রমধ্যে লিঙ্গস্থে বকারাদীন্ম্যসেচ্চ ষট্ ।
 আধারে চতুরো বর্ণান্ ত্রসেদ্বাদীন চতুর্দলে । হক্ষৌ ক্রম্যাগে
 পদ্মে দ্বিদলে বিত্সেৎ প্রিয়ে ॥ অগস্ত্যসংহিতায়াং । একৈকবর্ণ
 মেকৈকপত্রান্তে বিত্সেৎ প্রিয়ে । এবমন্তঃ প্রবিষ্টস্য মনসাতো
 বহির্গ্যসেৎ ॥ বৈষ্ণবে তু ।— একৈকবর্ণমুচ্চার্য্য মূলাধারাঙ্ঘি-
 রোস্তকম্ । নমোস্তুমিতি বিত্সাস আন্তরঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ অথাস্ত-
 মাতৃকান্যাসো মূলাধারে চতুর্দলে । স্রবর্ণাভে ব শ ব স
 চতুর্কর্ণ বিভূষিতে । ষড়্‌দলে বৈহ্যতনিভে স্বাধিষ্ঠানে
 হনলত্ৰিবি । ব ভ মৈ ষ্য ব লৈ যুক্তে বর্ণৈঃ ষড়্‌ভাষ্য স্রবতে ।
 মণিপূরে দশদলে নীলজীমূতসন্নিভে । ডাদিফাস্তদলৈর্যুক্তে
 বিন্দুস্তাসিতমস্তকৈঃ । অনাহতে দ্বাদশারে প্রবালকচিসন্নিভে ।
 কাদিঠ তদলৈর্যুক্তে যোগিনাং হৃদয়ঙ্গমে ॥ বিস্তক্ষে যোড়শদলে
 ধূত্ৰাভে স্বরভূষিতে । আঞ্জাচক্রে তু চক্রাভে দ্বিদলে হক্ষ-
 লাঙ্ঘিতে ॥ সহস্রারে হিমনিভে সর্ববর্ণবিভূষিতে । অকথা-
 দিত্রিখেদাশ্ব হ ল ক্ষ ত্রয়ভূষিতে ॥ তন্মধ্যে পরবিন্দুঞ্চ সৃষ্টিস্থিতি-

লয়াত্মকম্ । এবং সমাহিতমনা ধ্যায়েন্ন্যাসোহয়মান্তরঃ ॥
 বাহুমাতৃকান্যাসঃ । তন্ত্ৰাঃ ধ্যানং যথা ।—পঞ্চাশল্লিপিভি-
 বিভক্তমুখদোঃপন্মধ্যবক্ষঃস্থলাং ভাষমৌলিনিবদ্ধচন্দ্রশকলামাপী-
 নতুঙ্গন্তনীম্ । মুদামক্ষগুণং সুধাত্যকলসং বিদ্যাঞ্চ হস্তাশুজৈ-
 বিভ্রাণাং বিষদপ্রভাং ত্রিনয়নাং বাদেণবতামাশ্রয়ে ॥ এবং ধ্যাত্বা
 ত্রসেৎ । তত্রাজুলিনিয়মস্তত্ত্বে ।—ললাটে নাসিকামধ্যে বিত্বসে-
 ন্মুখপঙ্কজে । তর্জ্জনীমধ্যমানামা বৃদ্ধানামা চ নেত্রয়োঃ । বৃদ্ধান্ত
 কর্ণয়োর্ন্যাস্য কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠকৌ নসোঃ । মধ্যান্ত্রিযো গণ্ডয়োশ্চ
 মধ্যমাঞ্চোষ্ঠয়োর্ন্যাসেৎ । অনাগাং দন্তয়োর্ন্যাস্য মধ্যমামুত্তমাঙ্গকে ।
 মুখেহনামাং মধ্যমাঞ্চ হস্তপাদেষু পার্শ্বয়োঃ । কনিষ্ঠানামিকাম-
 ধ্যাত্তান্ত পৃষ্ঠে চ বিত্বসেৎ । তাঃ সান্ধুষ্ঠা নাভিদেহে সর্বাঃ কুক্ষৌ
 চ বিত্বসেৎ । হৃদয়ে চ তলং সর্বমংশয়োশ্চ ককুংস্থলে । হৃৎ-
 পূর্বং হস্তপংকুক্ষিমুখেষু তলমেব চ । এতান্ত মাতৃকামুদ্রাঃ ক্রমেণ
 পরিকীর্তিতাঃ । অজ্ঞাত্বা বিত্বসেদ্যস্ত ন্যাসঃ স্যাত্তস্য নিফলঃ ॥
 স্থাননিয়মঃ গোতমীয়ে ।—ললাটমুখবৃত্তাক্ষিশ্রতিভ্রাণেষু গণ্ডয়োঃ ।
 ওষ্ঠদন্তোত্তমাঙ্গাস্যদোঃপংস্ক্যাগ্রকেষু চ । পার্শ্বয়োঃ পৃষ্ঠতো নাভৌ
 জঠরে হৃদয়েহংসকে । ককুদ্যাংশে চ হৃৎপূর্বং পাণিপাদযুগে
 তথা । জঠরাননয়োগস্যোন্মাতৃবর্নান্ যথাক্রমাৎ ॥ তদযথা ।
 অং নমো ললাটে । আং নমো মুখবৃত্তে । ইং জিং চক্ষুষোঃ ।
 উং উং কর্ণয়োঃ । ঋং ঙ্গং নসোঃ । ঞং ঙং গণ্ডয়োঃ । এং ওষ্ঠে ।
 ঐং অধরে । ওং উর্দ্ধদন্তে । ঔং অধোদন্তে । অং ব্রহ্মরন্ধ্রে ।
 অঃ মুখে । কং দক্ষবাহুমূলে । খং কূর্ণরে । গং মণিবন্ধে ।
 ঘং অঙ্গুলিমূলে । ঙং অঙ্গুলাগ্রে । এবং চং ও বামবাহুমূলস-
 ক্যাগ্রকেষু । এবং টং ও দক্ষিণপাদমূলসক্যাগ্রকেষু । তং ও বাম-

পাদমূলসন্ধ্যাগ্রকেষু । পং দক্ষিণপার্শ্বে । ফং বামপার্শ্বে । বং
পৃষ্ঠে । ভং নাভৌ । মং উদরে । ষং হৃদি । রং দক্ষিণবাহুমূলে ।
লং ককুদি । বং বামবাহুমূলে । শং হৃদাদিদক্ষিণহস্তে । ষং
হৃদাদিবামহস্তে । সং হৃদাদিদক্ষপদে । হং হৃদাদিবামপদে ।
লং হৃদাহৃদরে । ক্ষং হৃদাদিমুখে । সর্বত্র নমোত্তেন ন্যাসেৎ ।
তথাচ । ওমাদ্যন্তো নমোন্তো বা সবিন্দুর্বিন্দুবর্জিতঃ । পঞ্চাশদ্বর্ণ-
বিন্যাসঃ ক্রমাচ্ছতো মনৌষিভিঃ ॥ ইতি ভট্টঃ ॥ অথ সংহার-
মাতৃকান্যাসঃ ।—তস্যা ধ্যানং যথা । অক্ষপ্রজং হরিণপোতমুদগ্র-
টঙ্কবিদ্যাং কঠৈরবিরতং দধতীং ত্রিনেত্রাং । অর্দ্ধেন্দুমৌলিমক্-
ণামরবিন্দরামাং বর্ণেশ্বরীং প্রণমতস্তনভারনাম্ ॥ ন্যাসস্ত
ক্ষকারাদ্যকারান্তঃ । যথা ।—ক্ষং নমো হৃদাদিমুখে ইত্যাদি ॥
অপরঞ্চ । চতুর্ধা মাতৃকা প্রোক্তা কেবলা বিন্দুসংযুতা ।
সবিসর্গা সোভয়া চ রহস্যং শৃণু কথ্যতে । বিদ্যাকরী কেবলা
চ সোভয়া ভক্তিদায়িনী । পুত্রদা সবিসর্গা তু সবিন্দুবিন্দদায়িনী ॥
বিগুদেধরে ।—বাগ্ভবাদ্যা চ বাক্সিকৈ রমাদ্যা শ্রীপ্রবুদ্ধয়ে ।
হল্লৈধাদ্যা সর্বসিদ্ধৈ কামাদ্যা লোকবশ্যদা । শ্রীকাষ্ঠদ্যানিমানু
হ্রস্ত সর্বমন্তঃ প্রদীদতি ॥ শ্রীবিদ্যাবিষয়ে নবরত্নেশ্বরে । বাগ্ভ-
বাদ্যা নমোস্তাশ্চ হ্রস্তব্য মাতৃকাক্ষরাঃ । শ্রীবিদ্যাবিষয়ে মন্ত্রী
বাগ্ভবাদ্যষ্টসিদ্ধয়ে ॥ জামলে ।—ভূতশুদ্ধিলপিছাসৌ বিনা
যস্ত প্রপূজয়েৎ । বিপরীতফলং দদ্যাদভক্ত্যা পূজনং যথা ।
সামান্যন্যাসে অঙ্গুলিনিয়মো গোতমোয়ে ।—মনসা বিন্যাসে-
নাসানু পুষ্পৈণেবাথ বা মূনে । অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাং বা চান্যাথা
বিফলং ভবেৎ ॥ বিশেষন্যাসে তু নায়ং নিয়মঃ ॥ অথ পীঠ-
ন্যাসঃ । ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ ওঁ প্রকৃতয়ে নমঃ ওঁ কুর্মাঃ

নমঃ ও অনন্তায় নমঃ ও পৃথিব্যৈ নমঃ ও কীরসমুদ্রায় নমঃ ও
 শ্বেতদ্বীপায় নমঃ এবং মণিমণ্ডপায় কল্পবৃক্ষায় মণিবেদিকায়ৈ
 রত্নসিংহাসনায় এতৎ সৰ্ব্বকৃত্য হৃদি । ততো দক্ষিণস্কন্ধে ও ধর্ম্মায়
 নমঃ বামস্কন্ধে ও জ্ঞানায় নমঃ । এবং বামারৌ বৈরাগ্যায় ।
 দক্ষিণারৌ ঐশ্বর্য্যায় । মুখে অধর্ম্মায় । বামপার্শ্বে অজ্ঞানায় । নাভৌ
 অবৈরাগ্যায় । দক্ষিণপার্শ্বে অনৈশ্বর্য্যায় । সৰ্ব্বত্র প্রণবাদিনমোন্তেন
 ন্যাসেৎ । তথাচ সারদায়ঃ—অংশোকযুগ্ময়োর্বিহান্ প্রাদক্ষিণেন
 সাধকঃ । ধর্ম্মং জ্ঞানঞ্চ বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যং ক্রমশঃ সূচীঃ ॥ মুখপার্শ্ব-
 নাভিপার্শ্বেষধর্ম্মাদীন্ প্রকল্পয়েৎ । পুনর্জদি । ও অনন্তায় নমঃ ।
 এবং পদ্মায় নমঃ । অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলায়ানে নমঃ । উং
 সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলায়ানে নমঃ । ইতি । ঋষিচ্ছন্দোহ-
 পরিজ্ঞানং মন্ত্রফলভাগ্ভবেৎ ॥ দৌর্বল্যং বাতি মন্ত্রাণাং বিনি-
 যোগমজ্ঞানতাম্ । তন্ত্রান্তরে ।—ঋষিং ন্যাসেন্মূর্দ্ধি দেশে চন্দ্রস্ত
 মুখপঙ্কজে । দেবতাং হৃদয়ে চৈব বীজস্ত শুভদেশকে ।
 শক্তিক পাদয়োঃচৈব সৰ্ব্বাঙ্গে কীলকং ন্যাসেৎ ॥ অথাজন্যাসঃ ।
 তন্ত্রাজুলিনিয়মঃ । ত্রিদ্ব্যেকদশকদ্বিত্রিসংখ্যায় শৈলসম্ভবে ।
 অঙ্গুলীনামিতি বচনাৎ ॥ ইতি সৰ্ব্বসাধারণম্ ॥ জামলে ।
 হৃদয়ং মধ্যমানামাতর্জ্জনীভিঃ স্মৃতং শিরঃ । মধ্যমাতর্জ্জনীভ্যাং
 স্যাদঙ্গুষ্ঠেন শিখা স্মৃতা ॥ দশভিঃ কবচং প্রোক্তং তিস্তি-
 নেত্রমীরিতম্ । প্রোক্তাঙ্গুলীভ্যামঙ্গং সাদঙ্গু-প্তিরিয়ং মতা ॥
 তিস্তিত্তর্জ্জনীমধ্যমানামাভিঃ ॥ তর্জ্জনীমধ্যমানামা প্রোক্তা
 নেত্রত্রয়ে ক্রমাৎ । যদি নেত্রদ্বয়ং প্রোক্তং তদা তর্জ্জনীমধ্যমে ।
 ইতি ভট্টধৃতবচনাৎ ॥ হৃদয়াদিষু বিস্ত্রসেদঙ্গমন্ত্রাংস্ততঃ সূচীঃ ।
 হৃদয়ায় নমঃ পূর্ব্বং শিরসে বহুবল্লভা ॥ শিখায়ৈ বষড়িত্যুক্ত

কবচায় হুমীরিতম্ । নেত্রত্রয়ায় বৌষ্ট স্যাদঙ্গায় ফড়িতি ক্রমাৎ ॥
 ষড়ঙ্গমন্ত্রানিত্য তান্ ষড়ঙ্গেষু নিষোজয়েৎ । পঞ্চাঙ্গানি মনোর্যত্র
 তত্র নেত্রমনুং ত্যজেৎ ॥ ইতি সারদাবচনং ॥ বৈষ্ণবে তু ।
 অনঙ্গুষ্ঠা ঋজবো হস্তশাখা ভবেনুদ্রা হৃদয়ে শীর্ষকে চ । অধোঙ্গুষ্ঠা
 খলু মুষ্টিঃ শিখায়াং করদন্দাঙ্গুলয়ো বর্ষ্মণি স্মাঃ ॥ নারাচমুষ্ট্য-
 কৃতবাহুযুগ্মকাসুষ্ঠতর্জ্জহ্মাদিতো ধ্বনিস্ত । বিশ্বখিশক্তা কথিতাস্ত্র-
 মুদ্রা যত্রাঙ্গিণী তর্জ্জনীমধ্যমে চ । সারদায়াং ।— ন্যাসক্রমেণ
 দেহেষু ধর্ম্মাদীন পূজয়েত্ততঃ । পুষ্পাদৈঃ পীঠমবস্থং তস্মিংশ্চ
 পরদেবতাং । ইতি দর্শনাৎ শরীরে পীমপূজা ॥ অঙ্গহীনস্য
 মন্ত্রস্য স্বেনৈবান্ধানি কল্পয়েৎ । তথা ব্রহ্মজামলে ।— স্বনামাদ্য-
 ক্ষরং বীজং সর্ব্ববামভিবীযতে ॥ অথ ব্যাপকন্যাসঃ । নবধা
 সপ্তধা বাপি মূলেণ পঞ্চধা ত্রিধেতি ভৈরবতত্ত্ববচনাৎ । নবধা
 করণে শিরস্তঃ পাদান্তং পাদতঃ শিরোহস্তম্ । এবং চতুর্ধা
 সপ্তধা করণে তাদৃশং ত্রিধা । পঞ্চধা করণে তাদৃশং দ্বিধা । ত্রিধা
 করণেপি তাদৃশমেকধা । হৃদাদিমুখান্তস্ত শেষে একধা সর্ব্বত্রৈব ।
 শতধা করণে তু তাদৃশং পঞ্চাশদ্বারং হৃদাদিমুখান্তং নাস্তীতি
 ব্যাপকন্যাসঃ । ইত্যাগমতত্ত্ববিলাসঃ ॥ নিত্যং ন্যাসকরণ-
 ফলং যথা— আগমোক্তেন বিধিনা নিত্যং ন্যাসং করোতি ষঃ ।
 দেবতাভাবমাপ্নোতি মন্ত্রসিদ্ধিঃ প্রজায়তে । যো ন্যাসকবচচ্ছন্দা
 মন্ত্রং জপতি তং প্রিয়ে । বিদ্বা দৃষ্ট্য পলায়ন্তে সিংহং দৃষ্ট্য যথা
 গজাঃ ॥ ন্যাসাকরণে দোষো যথা ।— অকৃত্বা ন্যাসজালং যো
 মূঢ়স্তাং প্রজপেন্নহুম্ । সর্ব্ববিদ্বৈঃ স বাধ্যঃ স্যাদ্যাত্ৰৈমুর্গশিশু-
 র্যথা ॥ ইতি তত্ত্বসারঃ ॥ এতে ন্যাসাঃ সামান্যপূজাপ্রকর-
 ণোক্তাঃ । অন্যে চ দেবতাবিশেষে বহবঃ সন্তি । বাহুল্যভিরা

তেষাং প্রমাণাদিকমলিখিত্বা কেবলং নামানি লিখ্যন্তে । তত্র
 বিষ্ণুবিষয়ে কেশবকীর্ত্যাদি ১ মূর্ত্তিপঞ্জর ২ তত্ত্ব ৩ ভূতিপঞ্জর
 ৪ দশাঙ্গ ৫ পঞ্চাঙ্গ ৬ ন্যাসাঃ । শিববিষয়ে শ্রীকণ্ঠাদি ১ ঙ্গণা-
 নাদিপঞ্চমূর্ত্তি ২ মন্ত্র ৩ মূর্ত্তি ৪ গোলক ৫ স্তম্ভগাদি ৬ ভূষণ ৭
 ন্যাসাঃ । অন্নপূর্ণাবিষয়ে পদন্যাসঃ ১ । শ্রীবিদ্যাবিষয়ে বশিন্যাদি
 ১ নবযোন্যাঙ্ক ২ পীঠ ৩ তত্ত্ব ৪ পঞ্চদশী ৪ ষোড়শী ৬
 সংহার ৭ স্থিতি ৮ সৃষ্টি ৯ নাদ ১০ ষোঢ়া ১১ গণেশ ১২ গ্রহ
 ১৩ নক্ষত্র ১৪ যোগিন ১৫ রাশি ১৬ ত্রিপুরা ১৭ ষোড়শনিতা
 ১৮ কামরতি ১৯ সৃষ্টিস্থিতি ২০ প্রকটযোগিনী ২১ আয়ুধ ২২
 ন্যাসাঃ । তারাবিষয়ে রুদ্র ১ গ্রহ ২ লোকপাল ৩ ন্যাসাঃ ।
 এতেষাং প্রমাণানি তন্ত্রসারাদৌ জ্ঞেয়ানি ॥ ততো দেবতানাং
 যথাবিধি ধ্যানং কৃত্বা স্বশিরসি পুষ্পং দত্ত্বা মানসোপচারৈঃ
 সম্পূজ্য বিশেষার্থ্যাং কুর্যাৎ যথা ।—স্ববামে ত্রিকোণমণ্ডলং কৃত্বা
 তত্র ত্রিপদিকামারোপ্য অস্ত্রেণ শজ্ঞং প্রক্ষাল্য তত্‌পরি সংস্থাপ্য
 নম ইতি মন্ত্রেণ গন্ধপুষ্পাঙ্কতদূর্ব্বাদি তত্র নিঃক্ষিপ্য বিলোমমাতৃ-
 কয়া মূলেন চ পূরয়েৎ । ততস্ত্রিপদিকায়াং বহ্নিমণ্ডলপূজা, জলে
 সোমমণ্ডলপূজা, ততো গন্ধে চ ইত্যাদিমন্ত্রেণাঙ্কশমুদ্রয়া সূর্য্যামণ্ড-
 লাত্তীর্ণমাবাহ মূলমন্ত্রেণ স্বহৃদয়াদেবতাং তত্রাবাহ কূর্চমন্ত্রেণাব-
 ঞ্চষ্ঠ্যাক্তমন্ত্রেণ গালিনীমুদ্রাং প্রদর্শ্য মূলেন তজ্জলং বীক্ষ্য অন্তর্মন্ত্রৈঃ
 সকলীকৃত্য গন্ধপুষ্পাভ্যাং দেবতাং সম্পূজ্য তত্‌পরি মংসামুদ্রয়া-
 চ্ছাদ্য মূলমন্ত্রমষ্টধা জপ্ত্বা বেষুর্মুদ্রাং প্রদর্শ্যাস্ত্রেণ সংরক্ষ্য তস্মাৎ
 কিঞ্চিৎ জলং প্রোক্ষণীপাত্রে নিঃক্ষিপেৎ । ইতি তন্ত্রসারঃ ॥
 অথ পীঠপূজা ।—পীঠন্যাসক্রমেণ পীঠপূজাং কুর্যাৎ । ততঃ
 পুনর্ধাত্বা ঘটাদৌ পুষ্পং দত্ত্বা দেবং দেবীং বা আবাহ ষোড়শোপ-

চারপঞ্চপোচারাদিভির্বা যথাশক্তি দেবং দেবীং বা পূজয়েৎ ।
 ততো আবরণদেবতাপূজাং কৃৎবা অৰ্ঘ্যসহিতোদকমাদায় ওঁ
 ইতঃপূৰ্ব্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধৰ্ম্মাধিকারতো জাগ্রৎ-স্বপ্ন-স্বষুপ্ত্যবস্থানু
 কৰ্ম্মণা মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্মাসুদরেণ শিলা যৎ কৃতং
 তৎ সৰ্বং ব্রহ্মার্পণং ভবতু স্বাহা । মাং মদীয়ং সকলং
 সম্যক্ শ্রীঅমুকদেবতায়ৈ সমৰ্পিতং । ওঁ তৎ সৎ । ইত্যা-
 ত্মানং সমৰ্পয়েৎ । ততঃ সমাভ্যর্থ্যাং জয় ॥ জয়েতুক্ত্বা পাদ-
 পদ্মে দদ্যাৎ । প্রাণায়ামং কৃৎবা শান্তিং কুৰ্য্যাৎ । তত্র মন্ত্ৰো
 যথা।—ওঁ উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে দেবা যজন্তস্তেমহে উপপ্রয়াস্ত
 মরুতঃ স্বদানব ইন্দ্র প্রাপ্তুর্ভবাসচা ॥ ওঁ সুরাস্বামভিষিক্ত
 ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ । বাসুদেবো জগন্নাথস্তথা সৰ্ব্বধনঃ প্রভুঃ ॥
 প্রহ্মস্চানিরুদ্ধশ্চ ভবন্ত বিজয়ায় তে । আখণ্ডলোহগ্নিৰ্ভগবান্
 যমো বৈ নিঋতিস্তথা । বরুণঃ পবনশ্চৈব ধনাধ্যক্ষস্তথা শিবঃ ॥
 ব্রহ্মণ্যসহিতঃ শেবো দিক্‌পালাঃ পশন্ত তে সদা ॥ কীৰ্ত্তিলক্ষ্মীধ্বতি-
 শ্ৰেষ্ঠা পুষ্টিঃ শ্রদ্ধা ক্ষমা মতিঃ । বুদ্ধিলজ্জা বপুঃ শান্তিস্তুষ্টিঃ
 ক্রান্তিশ্চ মাতরঃ ॥ এতাস্বামভিষিক্ত ধৰ্ম্মপত্ন্যাঃ স্তবসংযুতাঃ ।
 আদিত্যশ্চন্দ্রমা ভৌমো বুধজীবসিতার্কজাঃ । গ্রহাস্বামভিষিক্ত
 রাহুঃ শ্বেতুশ্চ তৰ্পিতাঃ ॥ ঋষয়ো মুনয়ো গাবো দেবমাতর এব
 চ । দেবপত্ন্যোহধ্বরা নাগা দৈত্যান্চাপ্সরসাং গণাঃ । অস্ত্রাণি
 সৰ্ব্বশস্ত্রাণি রাজানো বাহনানি চ । ঔষধানি চ রত্নানি কালসা-
 রয়বাশ্চ য়ে । সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাস্তীর্থানি জলদা হৃদাঃ ।
 দেবদানবগন্ধৰ্ব্বা যক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ । এতে স্বামভিষিক্ত ধৰ্ম্ম-
 ক্রমার্থসিদ্ধয়ে ॥ ইতি সাধারণবৃহস্পদিকেশ্বরপুরোক্তশান্তি-
 মন্ত্ৰাঃ ॥ বিশেষশান্তিমন্ত্ৰো যথা ।—ঋগ্বেদীনাং । ওঁ সদ্দগী

পাবয়ন্তে তন্মুঞ্চয়ন্তি বচো যথা । আভ্যাবন্তং যমাবন্তং যত্র
বেদমিতি ক্রবন্ । বায়াকেতুং পুরস্পৃহং ভারতী ব্রহ্মবর্দ্ধিনী । সঞ্জ-
মানামভিহিতো যত্র বেদমিতি ক্রবন্ । ইন্দ্রস্তং কিং বিভূং প্রভূং
ভানুনাগং সরস্বতীং । তেন সূর্য্যমবোচয়ং যেনোমে রোদসি উভে
যুষস্বাগ্নে অঙ্গীরসঃ কানং মেদ্যাতিথি মাআ মোমস্য ববৃহং
শোতস্ম্যর্মধুমোভমঃ । যুষস্বাগ্নে অঙ্গিরসঃ শোতস্ম্যার্দেবরীতমঃ
আশান্ত মাসান্তজাভিঃ শান্তে সস্তিমকুর্বতঃ শন্নঃ কনিকুদন্দেব
পর্য্যন্তোহভিবর্ষতু ওষধয়ঃ প্রদীপস্তাং শন্নো দ্যাভা পৃথিবী
সংপ্রজাভাঃ শন্নোহস্ত দ্বিপদেশঞ্চতুস্পদে । ওঁ স্তি ন ইন্দ্রো
বুদ্ধশ্রবাঃ স্তি নঃ পৃষা বিশ্ববেদাঃ স্তি নস্তাক্ষোহরিষ্টনেমি
স্তুস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু ॥ যজুষাং ।—ওঁ ঋচং বাচং
প্রপদ্যে মনোযজুঃ প্রপদ্যে সামপ্রাণং প্রপদ্যে চক্ষুঃ
শ্রোত্রং প্রপদ্যে বাগোষঃ সহজো ময়ি প্রাণাপানয়োর্ম্মে
ছিদ্রং চক্ষুষো হৃদস্য বাতিতীর্ণং বৃহস্পতির্ম্মেত দধাতু শন্নো
ভবতু ভুবনস্যস্পতি । ওঁ স্তি ন ইন্দ্র ইত্যাদি ॥ সাম-
গানাং ।—কয়ানশ্চিত্রেত্যস্য মহাবামদেব্যাক্ষবির্বিরাড্ গায়ত্রী-
চ্ছন্দ ইন্দ্রো দেবতা শাস্তিকর্ম্মণি বিনিয়োগঃ । ওঁ কয়ানশ্চিত্রা
আভূব দূতী সদারুধঃ সথাকয়া সৃচিষ্টয়াবতা ওঁ কস্তা সত্যো
মদানাং মংহিষ্টো মংসদক্সস দৃঢ়াচি দারুজৈবস্ব । ওঁ অভীষুগঃ
সখীনামবিভা জরিত্রীগাং সত্যস্তবাঃ স্যাতয়ে । ওঁ স্তি ন ইন্দ্র
ইত্যাদি ॥ ততো দক্ষিণান্তং কুর্যাৎ যথা ।—ওঁ বিষ্ণুনমোদ্য
অমুকে মাস্যমুকে পক্ষে অমুকতিথাবমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা
পরার্থে অমুকগোত্রস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ কৃতৈতং অমুকপূজাকর্ম্মণঃ
সাক্ষ্যতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং তন্মূল্যং বা যথাসম্ভবগোত্রনায়ে

ব্রাহ্মণায়াহং দদে। পরার্থে দদানীতি। কৃতৈতৎ অমুকপূজাকর্ম্মাচ্ছি-
 দ্রমস্ত। বিষ্ণুঃ ঔ তৎ সৎ ঔ অদ্যামুকে মাস্যামুকে পক্ষেহমুক-
 তিথৌ অমুকগোত্রঃ অমুকদেবশর্ম্মা কৃতৈহস্মিন্ অমুকপূজাকর্ম্মপি
 ষট্শতগুণং জাতং তদ্রোষপ্রশমনায় শ্রীবিষ্ণুস্মরণমহং করিষ্যে।
 ঔ তদ্বিষ্ণোঃ পরমঃ পদং সদা পশুন্তি সুরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততং ॥

ইতি সাধারণপূজাপদ্ধতিঃ ।

প্রচলিত ব্রত ।

(বৈশাখকৃত।)

ক্ষীর প্রতিপদব্রত।—বৈশাখ মাসের শুক্লা প্রতিপত্তিথিতে
 এই ব্রত করণীয়। এই ব্রতের উদ্দেশ্য ব্রাহ্মণপূজন। পূর্ণ
 একবর্ষ পর্য্যন্ত প্রতিমাসের শুক্লা প্রতিপত্তিথিতে ব্রাহ্মণকে
 ক্ষীর ভোজন করাইতে হয়। জীজাতিরা বিশেষতঃ নিকৃষ্ট-
 জাতীরা রমণীরা উৎকর্ষলাভার্থ এই ব্রতের অনুষ্ঠান করে।

অক্ষয়তৃতীয়াব্রত।—বৈশাখশুক্লা তৃতীয়াতে করণীয়। উপ-
 লক্ষ্য দেবতা বিষ্ণু। জম্বু, ত্রৈলোক্য, মহারাষ্ট্র ও গুজরাটবাসীরা
 এই দিনে ত্রেতাযুগের উৎপত্তি ও পরশুরামের জন্মতিথি বলিয়া
 ভৃগুরামের উদ্দেশে অর্ঘ্য দিয়া থাকেন। অশ্বদ্দেশে ও মিথি-
 লায় সংস্কার এই যে, এই দিনে সত্যযুগের উৎপত্তি, হিমগিরিতে
 সুরগন্ধার পতন ও বিষ্ণু কর্তৃক যব সৃজন হয় ; এই জন্তু আমা-
 দিগের দেশে ঐ দিনে ব্রাহ্মণকে যব ভোজন করাইয়া থাকে
 এবং যবশ্রাদ্ধ ও পার্শ্বশ্রাদ্ধও অনুষ্ঠিত হয়। কণাটবাসীরা এই
 পর্বেকে "বলরামজয়ন্তী" বলেন এবং বলরামের পূজা করিয়া
 থাকেন।

জক্ষু সপ্তমী ব্রত ।—বৈশাখ-শুক্লাসপ্তমীতে করণীয় । ইহার উপলক্ষ্য দেবতা গন্ধা । নেপাল ও কাশ্মীর ব্যতীত ভারতের সর্বত্র এই ব্রত চলিত ।

সীতানবমী ব্রত ।—বৈশাখশুক্লা নবমীতে করণীয় । এই দিনে সীতার জন্ম হয়, এই হেতু তহুদ্দেশে ব্রত ও তাঁহার পূজা কর্তব্য ।

পিপীতকী ব্রত ।—বৈশাখ শুক্লা দ্বাদশীতে করণীয় । ইহার উপলক্ষ্য দেবতা বিষ্ণু । চারি বৎসরে এই ব্রত সংপূর্ণ হয় । তৃষ্ণারহিত ও ধনধান্য-পুত্রাদিবান্ হইয়া বিষ্ণুলোকগমনকাম-নায় এই ব্রত করিবে ।

বৈষ্ণবী দ্বাদশী ।—এই ব্রতও দ্বাদশীতে কর্তব্য । উপলক্ষ্য দেবতা বিষ্ণু ।

কল্লিণী ব্রত ।—উক্ত দিনেই করণীয় । উপলক্ষ্য দেবতা বিষ্ণু ।

নৃসিংহচতুর্দশী ।—বৈশাখ-শুক্লাচতুর্দশীতে করণীয় । উপলক্ষ্য দেবতা নৃসিংহরূপী বিষ্ণু । মিথিলা, দ্রাবিড় ও নেপাল ব্যতীত ভারতের সর্বত্র প্রচলিত ।

ত্রিলোচনাষ্টমী ।—বৈশাখকৃষ্ণাষ্টমীতে করণীয় । উপলক্ষ্য দেবতা শিব । মহারাষ্ট্রবাসীরা ইহাকে শীতলাষ্টমী বলিয়া শীতলার পূজা এবং গুজরাটবাসীরা কালাষ্টমী বলিয়া শিবের অর্চনা করেন ।

(জ্যৈষ্ঠকৃত্য ।)

রস্তাতৃতীয়া ।—জ্যৈষ্ঠা শুক্লা তৃতীয়াতে করণীয় । উপলক্ষ্য দেবতা হরগৌরী ।

উমাচতুর্থী ।—শুক্লাচতুর্থীতে করণীয় । উপাস্য দেবতা উমা ।

আরণ্যষষ্ঠী ।—শুক্লাষষ্ঠীতে করণীয় । উপাস্য দেবতা ষষ্ঠী । উৎকলদেশে এই ষষ্ঠীকে শীতলষষ্ঠী কহে । অস্বদেশে এই দিনে জামাতার আদর প্রসিদ্ধ ।

নির্জলৈকাদশীব্রত ।—শুক্লা একাদশীতে করণীয় । উপাস্য দেবতা বিষ্ণু ।

চম্পকচতুর্দশী ব্রত ।—শুক্লাচতুর্দশীতে করণীয় ; উপাস্য দেবতা শিব ।

মঙ্গলচণ্ডিকাব্রত ।—শুক্লা অষ্টমী বা নবমীতে করণীয় । উপাস্য দেবতা চণ্ডী ।

বটসাবিত্রী ।—জ্যৈষ্ঠ্যপূর্ণিমায় করণীয় । উপাস্য দেবতা সাবিত্রী সত্যবান । এ ব্রত কেবল গুজরাট, কর্ণাট, দ্রাবিড় ও মহারাষ্ট্র দেশে প্রচলিত ।

(আষাঢ়কৃত্য ।)

মনোরথদ্বিতীয়া ব্রত ।—আষাঢ়-শুক্লা দ্বিতীয়াতে করণীয় । উপাস্য দেবতা বিষ্ণু ও চন্দ্র ।

আশা দশমী ।—শুক্লাদশমীতে করণীয় । উপাস্য দেবতা আশাদেবী । দময়ন্তী নল রাজাকে পুনরায় পাইবার জন্ত এই ব্রত করিয়াছিলেন । এ ব্রত কেবলমাত্র দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত ।

শয়নৈকাদশী ।—শুক্লােকাদশীতে করণীয় । উপাস্য দেবতা বিষ্ণু ।

গোপদ্য ব্রত ।—উক্ত দিনে করণীয় । উপাস্য দেবতা বিষ্ণু । জৈলিঙ্গ, কর্ণাট ও দ্রাবিড়ে এই ব্রত প্রচলিত ।

কোকিলাব্রত ।—উক্ত দিনে করণীয় । উপাস্য দেবতা গৌরী । কেবলমাত্র মহারাষ্ট্র দেশে প্রচলিত ।

চাতুর্মাস্য ব্রত ।—শুক্লাদ্বাদশীতে আরম্ভ করিয়া কার্তিকের দ্বাদশীতে সমাপন করিবে । উপাস্য দেবতা বিষ্ণু ।

(শ্রাবণকৃত্য ।)

নাগপঞ্চমী ।—শ্রাবণ-শুক্লাপঞ্চমীতে কর্তব্য । উপাস্য দেবতা মনসা ।

অশূন্যশয়ন ব্রত ।—কৃষ্ণাদ্বিতীয়ায় করণীয় । উপাস্য দেবতা বিষ্ণু । মহারাষ্ট্র, ত্রৈলোক্য ও জাবিড় দেশে এই ব্রত ভাদ্রকৃষ্ণাদ্বিতীয়ায় হইয়া থাকে ।

জন্মাষ্টমীব্রত ।—শ্রাবণের কৃষ্ণাষ্টমীতে কর্তব্য । উপাস্য দেবতা শ্রীকৃষ্ণ এবং তদাবরণদেবসমূহ ।

অঘোর চতুর্দশী ।—কৃষ্ণচতুর্দশীতে করণীয় । উপাস্য দেবতা মহাদেব ।

ভদ্রকালী চতুর্দশী ।—উক্ত দিনে করণীয় । উপাস্য দেবতা কালী । কেবল কাশ্মীর ও জম্মুতে এই ব্রত চলিত ।

মহাভৈরবচতুর্দশী ।—উক্ত দিনে কর্তব্য । উপাস্য দেবতা মহাভৈরব । কেবলমাত্র মিথিলা প্রদেশে প্রচলিত ।

অলোকামাবস্যা ।—শ্রাবণের অমাবস্তায় (কোন কোন মতে গোণভাদ্রীয় অমাবস্যায়) করণীয় । উপাস্য দেবতা লক্ষ্মী নারায়ণ ।

(ভাদ্রকৃত্য ।)

হরিতালিকা ব্রত ।—ভাদ্রশুক্লাতৃতীয়াতে করণীয় । উপাস্য দেবতা ভবানী ও শঙ্কর । মহারাষ্ট্রদেশে ইহার নাম বরাহজ-য়ন্তী এবং উৎকলে ইহাকে গৌরীব্রত কহে ।

শিবচতুর্থীব্রত।—শুক্লাচতুর্থীতে করণীয়। উপাস্য দেবতা শিব ও শিবানী । *

ঋষিপঞ্চমী।—শুক্লাপঞ্চমীতে করণীয়। উপাস্য দেবতা সপ্তর্ষি ।

চপেটাবষ্টী।—শুক্লাষষ্টীতে করণীয়। উপাস্ত দেবতা ষষ্টী ।

কুকুটী বা ললিতা সপ্তমী।—শুক্লা সপ্তমীতে করণীয়। উপাস্ত দেবতা দুর্গা ও শিব ।

গৌরীব্রত।—কেবলমাত্র ঐ দিনে গৌরীর উদ্দেশে মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে প্রচলিত। দাক্ষিণাত্যে ঐ দিনে অনন্তফলসপ্তমী, ও অচলাসপ্তমী নামে ব্রত হয়। দেবকী মৃতবৎসা-দোষ-শাস্ত্যর্থ ঐ দিনে অমৃতভরণ নামক ব্রত করিয়াছিলেন।

দূর্ক্যষ্টমী।—ভাদ্রশুক্লাষ্টমীতে করণীয়। উপাস্ত দেবতা লক্ষ্মী নারায়ণ ও দূর্কা ।

রাধাষ্টমী। ঐ দিনে করণীয়। উপাস্ত দেবতা রাধা ।

তালনবমী—শুক্লানবমীতে করণীয়। উপাস্ত দেবতা লক্ষ্মী ও নারায়ণ ।

দশাবতাব ব্রত।—শুক্লা দশমীতে করণীয়। উপাস্ত দেবতা দশাবতার ।

পার্বপরিবর্তন ব্রত। শুক্লা একাদশীতে কর্তব্য। উপাস্ত দেবতা বিষ্ণু ।

শ্রবণাদ্বাদশী। শুক্লাদ্বাদশীতে করণীয়। উপাস্ত দেবতা বিষ্ণু ।

* ভাদ্র মাসের এই চতুর্থী ও তৎপরবর্ত্তী চতুর্থীর নাম নষ্ট-চন্দ্র । ঐ দিনে চন্দ্রদর্শন নিষিদ্ধ ।

বামনব্রত ।—শুক্রাদ্বাদশীতে করণীয় । উপাস্ত দেবতা
বামনদেব ।

অনন্ত ।—শুক্রাচতুর্দশীতে করণীয় । উপাস্ত দেবতা অনন্ত-
দেব বিষ্ণু ।

উমামহেশ্বর ব্রত ।—পূর্ণিমাতে করণীয় । উপাস্ত দেবতা-
শিব-গৌরী ।

জিতাষ্টমী ।—(গৌণ আশ্বিন কৃষ্ণাষ্টমীতে করণীয় ।)
উপাস্ত দেব জীমূতবাহন ।

(আশ্বিনকৃত্য ।)

মানচতুর্থী ।—শুক্রাচতুর্থীতে করণীয় । উপাস্ত দেবতা
গৌরী ও শিব ।

উপাস্তললিতাব্রত ।—শুক্রাপঞ্চমীতে করণীয় । উপাস্ত দেবতা
ললিতা দেবী ।

দুর্গাব্রত ।—শুক্রাষ্টমীতে করণীয় । উপাস্ত দেবতা দুর্গা ।

বীরাষ্টমী ।—উক্ত দিনেই করণীয় । উপাস্ত দেবতা দুর্গা ।

কোজাগরব্রত ।—পূর্ণিমায় করণীয় । উপাস্ত দেবতা লক্ষ্মী ।

ভূতচতুর্দশী ।—কৃষ্ণা চতুর্দশীতে করণীয় । উপাস্ত দেব
চতুর্দশ ষম ।

(কার্তিককৃত্য ।)

উথানৈকাদশী ব্রত ।—কার্তিক-শুক্রা একাদশীতে কর্তব্য ।
উপাস্ত দেব বিষ্ণু ।

ভীষ্মপঞ্চক ।—উক্তদিনে করণীয় । উপাস্ত দেবতা বিষ্ণু ।

বকপঞ্চক ।—উক্ত দিনেই করণীয় । উপাস্ত দেবতা বিষ্ণু ।

দূতপ্রতিপদা—শুক্রা তৃতীয়াতে করণীয়। উপলক্ষ্য বলিরাজ ।

ব্রাহ্মবিভীয়া ব্রত। শুক্রা বিতীয়াতে করণীয়। উপাস্য দেবতা যম, যমুনা ও চিত্রগুপ্ত ।

গোষ্ঠাষ্টমী।—শুক্রাষ্টমীতে করণীয়। উপাস্য। ধেনু ।

হর্গানবমী ও পিষ্টান্ন ব্রত।—শুক্রা নবমীতে কর্তব্য। উপাস্য দেবতা জগদ্ধাত্রী ।

অক্ষয়া নবমী।—ঐ দিনে জগদ্ধাত্রীর উদ্দেশেই করণীয় ।

পাষাণচতুর্দশী।—শুক্রা চতুর্দশীতে করণীয়। উপাস্য দেবতা গৌরী ।

রাসপূর্ণিমা ব্রত।—পূর্ণিমাতে কর্তব্য। উপাস্য দেব বিষ্ণু ।
ধাত্রীব্রত।—উক্ত দিনেই করণীয় ।

কার্ত্তিকেয়ব্রত।—কার্ত্তিক সংক্রান্তিতে করণীয়। উপাস্য দেবতা কার্ত্তিকেয় ।

(অগ্রহায়ণকৃত্য ।)

সর্বজয়া ব্রত।—বিষ্ণুপদীসংক্রান্তিতে আরম্ভ করিতে হয় ।
উপাস্য দেবতা হরগৌরী ।

উমামহেশ্বর ব্রত।—চতুর্দশীতে করণীয়। উপাস্য দেবতা উমা ও শিব ।

শুহবঙ্গী।—শুক্রাষষ্ঠীতে কর্তব্য। উপাস্য দেবতা কার্ত্তিকেয় ।

চিত্রভানুব্রত।—শুক্রাসপ্তমীতে করণীয়। উপাস্য দেবতা অগ্নি চন্দ্র ও সূর্য্য ।

শৈলব্রত সারস্বত ব্রত ও মূনিব্রত।—ঐ দিনে করণীয়।
উপাস্য শৈল, নদী বা মুনি ।

বায়ুব্রত ।—ঐ দিনে করণীয় । উপাস্ত্র বায়ু ।

স্নগতিব্রত ।—ঐ দিনে করণীয় । উপাস্য দেব ইন্দ্র ।

সপ্তমীলোক ব্রত ।—ঐ দিনে করণীয় । উপাস্য সপ্তলোক ।

ভাস্করব্রত ।—ঐ দিনে কর্তব্য । উপাস্য সূর্য্য ।

পাষাণ চতুর্দশী ব্রত ।—শুক্লা চতুর্দশী গোবীর উদ্দেশে
প্রচলিত ।

অথগুহাদশীব্রত ।—শুক্লাদ্বাদশীতে করণীয় । উপাস্য বিষ্ণু ।

অন্নপূর্ণাষ্টমীব্রত ।—শুক্লাষ্টমীতে করণীয় । উপাস্য দেবতা
অন্নপূর্ণা ।

নানষাত্রাব্রত ।—পূর্ণিমাতে কর্তব্য । উপাস্য বিষ্ণু ।

(মাঘকৃত্য ।)

দধিসংক্রান্তিব্রত ।—উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে আরম্ভ করিবে ।
উপাস্য নারায়ণ ।

বরদাচতুর্থী ।—শুক্লাচতুর্থীতে কর্তব্য । উপাস্ত্র দেবতা গোবী ।

ষট্‌পঞ্চমীব্রত ।—শুক্লাপঞ্চমীতে কর্তব্য । উপাস্য দেবতা
লক্ষ্মী ও সরস্বতী ।

শীতলাষ্টমী ।—শুক্লষষ্ঠীতে কর্তব্য । উপাস্য দেবতা ষষ্ঠী ।

বিধানসপ্তমী ।—শুক্লাসপ্তমীতে করণীয় । উপাস্য দেবতা
সূর্য্য ।

আরোগ্যসপ্তমী ।—ঐ দিনে করণীয় । উপাস্য দেবতা সূর্য্য ।

ভীষ্মাষ্টমী ।—শুক্লাষ্টমীতে কর্তব্য । উপাস্য ভীষ্ম ।

বুধাষ্টমী ।—ঐ দিনে করণীয় । উপাস্য ভূর্গা ও শিব ।

ভৈমী একাদশী ব্রত ।—শুক্লা দ্বাদশীতে করণীয় । উপাস্য
বিষ্ণু ।

আমলকী দ্বাদশী ব্রত । - শুক্লা দ্বাদশীতে করণীয় । উপাস্য
বিষ্ণু ও লক্ষ্মী ।

সন্তান দ্বাদশী । - ঐ দিনে কর্তব্য । উপাস্য বামুদেব ।
পুণ্যক ব্রত । - শুক্লা ত্রয়োদশীতে করণীয় । উপাস্য কৃষ্ণ ।
সোম ব্রত । - পূর্ণিমাতে কর্তব্য । উপাস্য চন্দ্র ।

(ফাল্গুনকৃত্য ।)

ত্রিগতি সপ্তমী । - শুক্লাসপ্তমীতে কর্তব্য । উপাস্য সূর্য্য ।
সুগতি ব্রত । - শুক্লা দ্বাদশীতে করণীয় । উপাস্য বিষ্ণু ।
ত্রয়োদশী ব্রত । - শুক্লাত্রয়োদশীতে কর্তব্য । উপাস্য বিষ্ণু
ও লক্ষ্মী ।

শিবরাত্রি ব্রত । - কৃষ্ণাচতুর্দশীতে করণীয় । উপাস্য শিব ।
গোবিন্দ দ্বাদশী । - শুক্লাদ্বাদশীতে করণীয় । উপাস্য বিষ্ণু ।

(চৈত্রকৃত্য ।)

নবরাত্রি ব্রত । - শুক্লাপ্রতিপদে করণীয় । উপাস্য গৌরী ।

অনন্তব্রতং । *

ভাদ্রশুক্লচতুর্দশ্যাং কর্তব্যমনন্তদেবশ্চ ব্রতং । তবিধির্থা !
তবিষ্যে । - অনন্তব্রতমেতদ্ধি সর্বপাপহরং শুভম্ । সর্বকাম-
প্রদং নৃণাং জীণাকৈব যুধিষ্ঠির ॥ তথা শুক্লচতুর্দশ্যাং মাসি
ভাদ্রপদে ভবেৎ । তস্মানুষ্ঠানমাত্রেণ সর্বপাপং প্রণশ্ততি ।
ব্রতারম্ভপ্রতিষ্ঠয়োবর্জ্যকালমাহ জ্যোতিষে । - গুরোভৃগোর-

* সাধারণের অবগতির জন্য অনন্তব্রতপদ্ধতি এই স্থানে
প্রদত্ত হইল । অন্যান্য ব্রতপদ্ধতি সন্নিহার মৎপ্রকাশিত "ব্রত"
নামক গ্রন্থে দ্রষ্টব্য ।

বাল্যে বার্ষিকে সিংহগে গুরো । বক্রিজীবষ্টিবিশেষে গুরাদিত্যে
দশাহিকে ॥ পূর্বরাশাবনায়তাতিচারি গুরুবৎসরে । প্রাগ্-
শিগন্তু জীবন্ত চাতিচারে ত্রিপক্ষকে ॥ কল্লাদ্যন্তু তসপ্তাহে নীচ-
স্তেজ্যে মলিন্মুচে । ভানুলজ্বিতকে মাসি ক্ষয়ে রাহুযুতে গুরো ॥
পৌষাদিকচতুর্মাसे চরণাঙ্কিতবর্ষণে । একেনাঙ্ক চৈকদিনে
দ্বিতীয়ে ন দিনত্রয়ে ॥ তৃতীয়েন তু সপ্তাহে মঙ্গল্যানি শুভান্বিতাঃ ।
বিদ্যারম্ভকর্ণবেধে চূড়োপনয়নোদাহান্ ॥ তীর্থস্নানমনাবৃত্তং তথা-
নাদিসুরক্ষণম্ । পরীক্ষারামযজ্ঞাংশ্চ পুরশ্চরণদীক্ষণে ॥ ব্রতারণ-
প্রতিষ্ঠে চ গৃহারম্ভ প্রবেশনে ॥ প্রতিষ্ঠারম্ভণে দেব কুপাদেকর্জ-
য়ন্তি হি ॥ দ্বাত্রিংশদ্বিবস্যাশ্চাত্তে জীবস্য ভাগবন্ত চ । দ্বাসপ্ততি-
শ্চহত্যস্তে পাদান্তে দ্বাদশক্রমাং ॥ অস্তাং প্রাক্ পরয়োঃ পক্ষং
গুরোর্বীর্জিকবালতে । পক্ষং বুদ্ধো মহান্তে তু ভৃগুর্বালা
দশাহিকঃ ॥ পাদান্তে তু দশাহানি বুদ্ধো বালো দিনত্রয়ং ॥
অথ ব্যবস্থা ।—অস্য পূর্বাঙ্ক এব মুখ্যকালঃ । তত্রাসামর্থ্যে
মধ্যাহ্নে এব তৎ কার্য্যং । তত্র যদিহ পূর্বাঙ্কে চতুর্দশীভক্তত্র
ব্রতং । উভয়দিনে তথা পরদিনে যুগ্মাং ॥ ন চ মধ্যাহ্নে ভোজ্য-
বেলায়াং সমুত্তীর্ণ্য সরিত্তটে । দদর্শ শীলা সা স্ত্রীণাং সমূহং রক্ত-
বাসসাম্ ॥ চতুর্দশ্যামর্চয়ন্তং ভক্ত্যা দেবঃ পৃথক্ পৃথক্ । ইতি
ভবিষ্যোত্তরীয়াশ্রমধ্যাহ্নব্যাপিনৌ তিথিগ্রাহেতি বাচ্যং । পূর্বাঙ্কে
বৈ দেবানামিতি শ্রুত্যাতিভিঃ পূর্বাঙ্কে দৈবকৃত্যবিধানাং ।
বিদ্যাসমভিব্যবহৃতার্থবাদেন তদ্বাধ্যোগাং । কিন্তু তন্ত্বেব
গৌণকালবোধকমেতৎ । কালমাধবীয়োপোৎসবঃ । ভবিষ্যোহপি
পূজাবিধায়কো মধ্যাহ্নো নোক্তঃ যথা ।—কৃদ্ধা দর্ভময়ানন্তং
বারিধাত্মাং নিবেশ্য চ । পূজয়েদগন্ধপুষ্পাদৈর্নৈবৈদৈর্বিবিধৈরপি ॥

চতুর্দশফলৈর্মূলৈর্জলজৈঃ কুম্ভমৈরপি । যবগোধূমশালীনাং চূর্ণে-
 নৈকতরস্য চ ॥ কৃত্বা পূপদ্বয়ং তস্মৈ দদ্যাদেকং যতাবিতম্ ।
 স্বয়মেকস্ত ভূঞ্জীত করে বন্ধা স্তডোরকম্ ॥ চতুর্দশগ্রন্থিযুক্তং কুঙ্ক-
 মেন বিলেপিতম্ । স্তবিত্তং বিষ্ণুনাং প্রতিগ্রন্থিসমম্বিতম্ ।
 চতুর্দশস্ত্রময়ং স্তবং কার্পাসমেব চ ॥ পূজাদোরকবন্ধন-
 মস্তস্ত রত্নাকরে ।—অনন্ত সংসারমহাসমুদ্রে মগ্নান্ সমভ্যাক্ষর
 বাসুদেব । অনন্তরূপিন্ বিনিয়োজয়স্ব অনন্তরূপায় নমো
 নমস্তে ॥ ইতি মন্ত্রমুক্ত্বা । অনেন ডোরকং বন্ধা ভোক্তব্যং
 স্তস্থমানসৈঃ । ইত্যর্কং ভবিষ্যোত্তরীয়ং কালকৌমুদ্যাং লিখিত-
 মिति ॥ তথা ।—পাপোহহং পাপকর্ম্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ ।
 ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্বপাপহরো ভব ॥ অদ্য মে সফলং জন্ম
 জীবিতঞ্চ সৃজীবিতম্ । যত্ত্বাংত্রিযুগাজ্ঞাগ্রে মূর্তী মে ভ্রমরায়তে ॥
 ইত্যাভ্যাং নমস্কুর্যাৎ । অনন্তকথামপ্যত্র শৃণতি ! ইতি ত্রিখ্যাদি-
 তত্ত্বং ॥ অথ প্রয়োগঃ । আচম্য স্বস্তিবাচ্য সঙ্কল্প্য কুর্যাৎ । অদ্য
 ভাদ্রে মাসে শুক্লপক্ষে চতুর্দশ্যাং তিথিবারভ্য অমুকগোত্রঃ
 শ্রীঅমুকঃ ধনধাতৃপুত্রপৌত্রাদানবচ্ছিন্নসত্ত্বতিপ্রাপ্তিকামঃ শ্রীবিষ্ণু-
 প্রীতিকামো বা চতুর্দশবর্ষপর্য্যন্তং ভগবদনন্তভট্টারকপূজাচতু-
 র্দশগ্রন্থিযুক্তডোরকরমূলবন্ধনকথাশ্রবণরাক্ষণসম্প্রদানকাতপসিত-
 তঙুলগ্রন্থদ্বয়ঘটিতপৃথাক্কোপকল্পনতদর্কীত্বকর্তৃকভোজনরূপমনস্ত-
 ব্রতমহং করিষ্যে । ইতি সঙ্কল্য স্তব্রং পঠেৎ যথা—ওঁ ইদং ব্রতং
 ময়া দেব গৃহীতং পুরতস্তব । নির্বিঘ্নাং সিদ্ধিমাপ্নোতু প্রসাদাত্তব
 কেশব ॥ গৃহীতেহস্মিন্ ব্রতে দেব যদ্যপূর্ণে ম্রিয়ে ভূহম্ । তথাপি
 ত্বৎপ্রসাদেন পরিপূর্ণং মমাস্তিদম্ ॥ ইতি প্রার্থ্যাসনশুদ্ধাদি কৃত্বা
 মানসোপচারৈঃ সংপূজ্যার্য্যাদিকং কৃত্বা ॥ সমুদ্রং পূজয়েদযথা ।—

দক্ষিণে পাত্ৰহুজলে হুঙ্কমিশ্রিতজলে ওঁ আয়র্গে সৰ্ব্বপাপঘ্নাঃ সৰ্ব্ব-
লোকসুখবহাঃ । সমুদ্রাশ্চ তথৈবাত্মে গিরয়ঃ সরিতন্তথা ॥ ইতি
পঠিত্বা ওঁ সমুদ্রায় নম ইত্যানেন পূজয়েৎ । ততঃ পশ্চিমায়াং
বরুণং পূজয়েদ্বথা - ওঁ এহোহি বাদোগণনায়কস্বং গণেন সম্পূজ্য
সহাস্মরোভিঃ । বিদ্যাধরেন্দ্রামরগায়মানঃ পাহি ত্বমস্মান্ ভগবন্ন-
মস্তে ॥ ইত্যাবাহ এতৎ পাদ্যং ওঁ বরুণায় পাশহস্তায় মকরধ্বজায়
জলাধিপতয়ে নমঃ ইত্যানেন পূজয়েৎ ॥ ততো শুণ্ডিকয়া
অষ্টদলপদ্মং নিৰ্ম্ময় তন্মধ্যে ষট্‌মারোপ্য শালগ্রামং বা চতুর্দিক্
স্বজান্ তোরণানি চ নিবেশ্য যথোক্তবিধিনা গণেশনবগ্রহদিক্-
পালশিবহুর্গালক্ষ্মানারায়ণপূজাং কৃত্বা ততঃ পূর্বস্য্যাং ইন্দ্রমাবাহ-
য়েদ্বথা ।—ওঁ যস্য হস্তগতো বজ্রো গজো যস্য চ বাহনঃ । তমিমে
দেবরাজানিমিত্রমাবাহয়াম্যহম্ ॥ ওঁ এহোহি সৰ্ব্বামরসিদ্ধসংঘৈর-
ভিষ্টুতো বজ্রধরো মহেন্দ্রঃ । সমুখিতস্বং শ্রবণাজ্যপাদে গৃহাণ
পূজাং ভগবন্নমস্তে ॥ ইত্যাবাহ এতৎ পাদ্যং ওঁ ইন্দ্রায় নম ইতি
সম্পূজ্য শক্রং ধ্যায়েৎ যথা - ওঁ মহেন্দ্রং মতৈরাবতস্কন্ধস্থং সহস্র-
নয়নোজ্জ্বলং মণিকাঞ্চনঘটিনানালঙ্কারভূষিতং বজ্রহস্তং শচ্যম্বিতং
দেবং গন্ধর্ব্বগণৈর্কৃতং মুনিগণৈঃ স্তুয়মানম্ । এবং ধ্যাত্বা মহেন্দ্রায়
নমঃ এবংক্রমেণ সম্পূজ্য প্রণমেৎ । ওঁ শক্রঃ সুরপতিশ্চৈব বজ্রহস্তো
মহাবলঃ । ঐরাবতগজারূঢ়ঃ সহস্রাক্ষো নমোহস্তু তে ॥ ততো
দক্ষিণে বৃহৎপাত্রে হুঙ্কমিশ্রিতজলং সংস্থাপ্য হস্তং দত্ত্বা সমুদ্রমাবাহ-
য়েৎ । ওঁ গঙ্গেচেত্যাদিনাবাহ সমুদ্রং পূজয়েৎ ॥ ততো ভূত-
শুদ্ধাদিপ্রাণায়ামাস্তং কৃত্বা অনন্তং ধ্যায়েৎ ।—ওঁ দিব্যসিংহাসনা-
লীনং দেবেশং গরুড়ধ্বজম্ । গুরুবর্ণং চতুর্কীহং নাগযজ্ঞোপবী-
তিনম্ ॥ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধরং পীতাম্বরং বিভূম্ । শ্রিয়া বাণ্যা চ

সংল্লিষ্টং কিরীটাদিসমুজ্জ্বলম্ ॥ ফণাশতসমায়ুক্তং জগন্নাথং
জগদগুরুম্ । অনন্তং চিন্তয়েদেবং নারদাদৈরুপস্তুতম্ ॥ এবং
ধ্যাত্বা স্বশিরসি পুষ্পং দত্ত্বা মানসোপচারৈঃ সংপূজ্য অর্ঘ্যং
সংস্থাপ্য । আং হৃদয়ায় নমঃ এবং ষড়ঙ্গানি বিন্যস্য পূনর্ধ্যাত্বা-
বাহয়েৎ । ওঁ আগচ্ছানন্ত দেবেশ পত্নীভ্যাং বাহনাবিত ।
গন্ধর্ব্বাদিগণোপেত সান্নিধ্যমিহ কল্পয় ॥ ইতি ষোড়শোপচারৈঃ
পূজয়েদ্বথা ।—স্বতশর্করাদিযুক্তং পূপাদিকুং দদ্যাৎ । কদলী
লবণী ধাত্রী কক্কোলং নাগরঙ্গকম্ । নারিকেলং তথা পূগং
শ্রীফলং দাড়িমং তথা । হরীতকী কামরঙ্গং তালং কুম্ভাণ্ডমেব চ ।
জাতিফলং তথা দেয়ং চতুর্দশফলং নৃপ ॥ এতানি চ দদ্যাৎ ।
ওঁ অনন্তায় নমঃ ॥ আসনং গৃহীত্বা । ওঁ আসনং গৃহ্ণ দেবেশ
রজতাদিবিনির্ম্মিতম্ । ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা গৃহাণ পরমেশ্বর ॥
ওঁ আং অনন্তায় স্বাগতং সুস্বাগতম্ । পাদ্যং গৃহীত্বা । ওঁ পাদ্যং
গৃহাণ দেবেশ সুরাসুরমনোহরং । তুষ্টো মে ভব দেবেশ
নরসিংহ নমোস্তু তে ॥ অর্ঘ্যং গৃহীত্বা ।—অর্ঘ্যং গৃহাণ দেবেশ
সুগন্ধিকুসুমাবিতম্ । দূর্লভতসমায়ুক্তং নমস্তে বিশ্বমূর্ত্তয়ে ॥
আচমনীয়ং গৃহীত্বা । ওমিদমাচমনীয়ন্তে দিব্যতোয়োত্ত্বং
প্রভো । ভক্ত্যা দত্তং ময়ানন্ত নমস্তে পত্নগাধিপ ॥ মধুপকং
গৃহীত্বা ।—ওঁ মধুপকো মহাদেব ব্রহ্মাদ্যোঃ পরিকল্পিতঃ । ময়া
নিবেদিতো ভক্ত্যা গৃহতাঞ্চ জনার্দিন ॥ আচমনীয়ং পূর্ব্ববৎ ।
স্থানীয়ং গৃহীত্বা ।—ওঁ গন্ধপুষ্পঞ্চ তোয়ঞ্চ শঙ্খাদিপাত্রসংস্থিতম্ ।
ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা স্থানীয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ বস্ত্রং গৃহীত্বা ।—
ওঁ তত্ত্বসন্তানসংযুক্তং নানাচিত্রসমবিতম্ । ভক্ত্যা নিবেদিতং দেব
বসনং পরিগৃহ্যতাম্ ॥ আভরণং গৃহীত্বা ।—ওঁ অঙ্গুরীয়ং মহারত্ন-

নির্দিষ্টং কাঞ্চনাদিনা । ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা গৃহাণ পরমেশ্বর ।
 গন্ধঃ ।—ওম্ গন্ধোহয়ং দেবদেবেশ কুক্ষুমাঙ্করসম্ভবঃ । যথাশক্ত্যা
 ময়া দত্তো দেবেশ প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ পুষ্পং ।—ওম্ পুষ্পং গৃহাণ
 ভৌহনস্ত স্নগন্ধিজব্যমুত্তমম্ । পদ্মনাত নমস্তেহস্ত কুশলং কুরু
 সর্বদা ॥ ধূপঃ ।—ওম্ ধূপোহয়ং তে মহাভাগ দশাঙ্গোহঙ্করণা
 সহ । ময়া দত্তঃ প্রভো বিষ্ণো গৃহ্যতাং সুরনায়ক ॥ দীপঃ ।—
 ওম্ দীপং গৃহাণ ভৌহনস্ত জাজ্জল্যমানমদ্ভুতম । ত্বং গৃহাণ
 সদা দেব রক্ষ মাং ঘোরসাগরাৎ ॥ যজ্ঞোপবীতং ।—ওম্ ঋগ্-
 যজুঃসামমন্ত্রেণ ত্রিযুক্তং পদ্মযোনিনা । সাবিত্রীগ্রহিসংযুক্তম্পবীতং
 তবানঘ । নৈবেদ্যং ।—ওম্ নানাতক্ষ্যসমায়ুক্তং চতুর্দশফলৈযুক্তম্ ।
 ভক্ত্যা সম্পাদিতং দেব চাপ্পং গৃহ্যতাং বিভো ॥ তাম্বূলং ।—
 তাম্বূলং সর্বভোগানাং দেবানাং প্রিয়কারকম্ । ত্রয়োদশগুণৈযুক্তং
 গৃহাণ পরমেশ্বর ॥ ততো বলভদ্রং সংপূজ্য স্তুতিং কুর্য্যাৎ । ওম্ বল-
 ভদ্রং মহাভানং হলিনং লাক্সলায়ুধম্ । কাদম্বরীমদোন্নতং নমামি
 বলদেবকম্ ॥ তত আবরণদেবতাঃ পূজয়েৎ । ওম্ গণেশায় নমঃ ।
 এবং লোকপালেভ্যঃ । নবগ্রহেভ্যঃ । অষ্টবসুভ্যঃ । একাদশ-
 রুদ্রেভ্যঃ । দ্বাদশাদিত্যেভ্যঃ । অনস্তাদিনাগেভ্যঃ । মন্ত্রাদিদিশা-
 বতারেভ্যঃ । ঋতুভ্যঃ । বৎসরেভ্যঃ । ধর্ম্মায় । অধর্ম্মায় । জ্ঞানায়
 অজ্ঞানায় । বৈরাগ্যায় । অবৈরাগ্যায় । ঐশ্বর্য্যায় । অনৈশ্বর্য্যায় ।
 শিবায় । দ্বৈর্গায়ৈ । পৃথিব্যৈ । গঙ্গায়ৈ । যমুনায়ৈ । মহালক্ষ্ম্যৈ ।
 সরস্বত্যৈ । গরুড়ায় । শঙ্খায় । চক্রায় । গদায়ৈ । পদ্মায় । কোস্ত-
 ভায় । সূর্য্যমণ্ডলায় । সোমমণ্ডলায় । বহ্নিমণ্ডলায় । বায়ুমণ্ডলায় ।
 সর্কেভ্যো দেবভ্যঃ । সর্কাভ্যো দেবীভ্যঃ ॥ ততঃ যথাশক্তি
 জপ্ত্বা কৃতাজলিঃ স্তুতিং পঠেৎ । দেবদৈত্যোরগৈঃ সিদ্ধৈর্ষক্ষরাঙ্কস-

কিন্নরৈঃ । সংপূজিতো ময়া দেব সৰ্বসিদ্ধিঞ্চ দেহি মে ॥ অনন্তঃ
 সৰ্বকামানামনন্তো ভগবান্ প্রভুঃ । দেহি বিত্তমনন্তস্তং মম জন্মানি
 জন্মানি ॥ অসারসংসারবিমোচনায় সৰ্বাঙ্ঘনে সৰ্বসুখপ্রদায় ।
 নমোহনন্তায় মহেশ্বরায় ত্রৈলোক্যনাথায় বরপ্রদায় ॥ অনন্ত-
 সংসারমহাসমুদ্রে মগ্নান্ সমভ্যাক্তর বাহুদেব । অনন্তরূপিন্ বিনি-
 বোজয়স্ব চানন্তরূপায় নমো নমস্তে ॥ নমোহনন্তায় সহস্রমূ-
 র্ত্তয়ে সহস্রপাদাক্ষিশিরোরুবাহবে । সহস্রনাম্যে পুরুষায় শাস্ত্রে
 সহস্রকোটিবুগধারিণে নমঃ ॥ হৃদিস্থং সৰ্বদেবানামিচ্ছিয়াণাং
 গুণাতিগম্ । সৰ্বপাহরং দেবং প্রণমামি জনাদনম্ ॥ অনন্তরূপেণ
 বিভৰ্ষি পৃথ্বীমনন্তলক্ষ্মীং বিদধাসি তুষ্টঃ । অনন্তভোগান্ প্রদদাসি
 তুষ্টো হনন্তমোক্ষং পুরুষে প্রহৃষ্টঃ ॥ প্রণমামি হৃষীকেশং বাহুদেবং
 জগদগুরুম্ । সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং কৰ্ত্তারং প্রণমাম্যহম্ ॥ রাক্ষ-
 সানামরিং নোমি নোমি দৈত্যবিমর্দকম্ । জগতাং হিতকৰ্ত্তারং
 নোমি পঙ্কেকহেক্ষণম্ ॥ জন্মজন্মকৃতং যচ্চ বাল্যবৌবনবার্দ্ধিকে ।
 বৃদ্ধিমাপ্নোতু তৎ পুণ্যং পাপং হর হলায়ুধ ॥ ত্রিবিক্রমায় রামায়
 নমঃ কৃষ্ণায় বিষ্ণবে । কৃপাং কুরু জগন্নাথ ময়ি ভক্তিপরায়ণে ॥
 নমো মৎস্তায় কুৰ্ম্মায় নমো বরাহরূপিণে । হরিনে নরসিংহায়
 বামনায় মহাত্মনে ॥ কৃষ্ণ বিষ্ণো হৃষীকেশ পদ্মনাত নমোহস্ত তে ।
 দামোদর নমস্তেহস্ত নমস্তে মোক্ষদায় চ ॥ নমস্তে চক্ৰহস্তায় নমস্তে
 বনমালিনে ॥ ভক্তিহীনং ক্রিয়াহীনং মন্ত্রহীনং যদর্চিতম্ । যথোদ্দি-
 ষ্টামিমাং পূজাং পরিপূর্ণাং কুরুষ মে ॥ পাপোহহং পাপকৰ্ম্মাহং
 পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ । ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ হরে সংসারসাগরাং ॥
 ততঃ ওঁ অনন্ত কামদেবেশ সৰ্বকামফলপ্রদ । অনন্তডোররূপেণ
 পুজ্যপোজ্যান্ বিবৰ্দ্ধয় ॥ ইতি মন্ত্রেণ গুরুপুষ্পাদিনা ওঁ অনন্ত-

সংসারমহেতি মন্ত্ৰেণ চতুর্দশগ্রন্থিযুক্তং কুঙ্কুমাক্তং হরিদ্রাক্তং বা
সম্পূজ্য ওঁ অনন্তগুণরত্নায় বিশ্বরূপধরায় চ । সূত্রগ্রন্থিষু সংস্থায়
কামরূপায় তে নমঃ । ইতি মন্ত্ৰেণ ডোরাভিমর্ষণং কৃত্বা । ইতি
স্তব্ধা পুরাতনডোরকং ছগ্নপাত্রে নিঃক্ষিপ্য নিবেদয়েৎ । ওঁ ইন্দ্রা-
দয়ৌ লোকপালাঃ সোমসূর্য্যামাদয়ঃ । ভবন্তু সাক্ষিণঃ সর্বৈ পূর্ব-
ডোরসমর্পণে । পুরাতনডোরকং আং অনন্তায় নমঃ । ততঃ
সর্পাকৃতি চতুর্দশগ্রন্থিযুক্তমভিনবডোরকং ঘটস্থজলেন সংপ্রোক্ষ্য
করমূলে ডোরকং সমর্পয়েৎ । ওঁ ইদং ডোরমনস্তাখ্যচতুর্দশ-
গুণান্বকম্ । সর্বদেবময়ং বিশেষা স্বকরে ধারয়াম্যহং ॥ দারিদ্র্য-
নাশনার্থায় পুঞ্জপোজ্জবিবুদ্ধয়ে । অনন্তায় ইদং তুভ্যং ধারয়াম্যহম-
চ্যুত ॥ ইতি মন্ত্ৰেণ ডোরং ধারয়িত্বা ইতি পুরুষেণ দক্ষিণকরে স্থিয়া
বামকরে বরীয়াৎ ॥ ততো ফলভোগ্যমুৎসৃজেৎ ॥ ততঃ কথ্যং
শৃণুয়াৎ । যথা—অরণ্যবাসমুষিতো বুদ্ধিষ্টিরনৃপোবলী । প্রাপ্ত-
স্ত্রৈলোক্যনাথেন কৃষ্ণেন পরমায়ন্যন । কথোপকথনং জাতং
তয়োস্তত্র প্রিয়াপ্রিয়ং । বিশেষেণ চ গোবিন্দং প্রপ্রচ্ছ চ
যুধিষ্টিরঃ । যুধিষ্টির উবাচ । কেন ব্রতেন দেবেশ বাঞ্ছিতং
প্রাপ্যতে ফলম্ । নিম্পাপাঃ সকলা লোকাঃ ভবন্তি জন্মজন্মনি ॥
শ্রীকৃষ্ণ উবাচ । অস্তি ব্রতমনস্তাখ্যং যং কৃতং সুরসদ্বনি ।
ইন্দ্রাদ্যৈর্লোকপালৈশ্চ তন্মে কথয়তঃ শৃণু ॥ গুরুপক্ষে চতুর্দশাং
মাসি ভাদ্রপদে তথা । তস্তানুষ্ঠানমাত্রেণ সর্বপাপং প্রণশ্ণতি ॥
যুধিষ্টির উবাচ । কৃষ্ণ কোয়ং তয়াখ্যাতো যোহনন্ত ইতি সংজ্ঞিতঃ ।
কোহয়ং শেষশ্চ নাগশ্চ অনন্তস্তক্ষকঃ স্মৃতঃ ॥ পরমকোভমং
বাপি হ্যতাহো ব্রহ্ম উচ্যতে । ক এযোহনন্তসংজ্ঞো বৈ তন্মে ব্রহ্মি
জনার্দন ॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ । অনন্ত ইত্যহং পার্থ মম রূপং নিবোধ

তৎ । আদিত্যগতিরূপেণ যঃ কাল উপপদ্যতে ॥ কলাকান্ধা-
মুহূর্তাদিদিনরাত্রিব্যবস্থয়া । পক্ষমাসৰ্ত্তুসম্বৰ্ষযুগকল্পব্যবস্থয়া ॥ সোহং
কালোহবতীর্ণোহস্মি ভুবো ভারাবতারণাৎ । দানবানাং বিনাশায়
বসুদেবতনুত্তবঃ ॥ অনন্তং বিদ্ধি মাং পার্থ কৃষ্ণং বিষ্ণুং হরিং
শিবম্ । ব্রহ্মাণং ভাস্করং শেষং সৰ্বব্যাপিনমীশ্বরম্ ॥ প্রত্যয়ার্থং
মম পার্থ বিশ্বরূপং নিবোধ তৎ । পূৰ্বমেব মহাবাহো যোগিধ্যে-
য়মনুপমম্ ॥ বিশ্বরূপং মহাত্মানং সৃষ্টিসংহারকারণম্ । বিশ্বরূপো
হনন্তোহস্মি যস্মিন্দিদ্রাশ্চতুর্দশ ॥ বসবোহষ্টৌ দ্বাদশাৰ্কা ক্রদ্রা
একাদশ স্তুতাঃ । সপ্তর্ষয়ঃ সমুদ্রাশ্চ পৰ্বতাঃ সরিতো দ্রমাঃ ॥
নক্ষত্রাণি দিশো ভূমিং পাতালং ভূত্বাদিকম্ । মা কুরুষাত্র
সন্দেহঃ সোহহং পার্থ ন সংশয়ঃ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ । অনন্ত-
ব্রতমাহীত্ৰ্যং বিধিং বিধিবিদাশ্বয় । কিং পুণ্যং কিং ফলং তন্তু চানু-
ষ্ঠানঞ্চ তন্তু কিম্ ॥ কেন বা তৎ কৃতং পূৰ্বং লোকে কেন প্রকা-
শিতম্ । তৎ সৰ্বং বহু বিস্তীৰ্ণ্য ক্রুহি নারায়ণ প্রভো ॥
শ্রীকৃষ্ণ উবাচ । অসীৎ পুরা কৃতযুগে স্মমন্তনাম বৈ দ্বিজঃ । বশিষ্ঠ
গোত্রজো বিদ্বান্ শীলবান্ বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ পত্নী তন্ত্ৰাভবদীক্ষা
সতী সত্যব্রতে স্থিতা । চরিত্রশীলসম্পন্নাস্থরূপা ভৃগুবংশজা ॥
তন্ত্ৰা কালেন সংজাতা ছহিতা সৰ্বলক্ষণা । শীলা নান্না
সুশীলা সা বর্দ্ধতে পিতৃবেশ্মনি ॥ মাতা তন্ত্ৰাস্ত কালেন জরদাহ-
প্রপীড়িতা । সমাগত্য নদীতোয়ে মৃত্যু স্বৰ্গপুরং যযৌ ॥ কৃতং
স্মমন্তনা তন্ত্ৰাঃ কৰ্ম্ম যৎ পারলৌকিকম্ । ততঃ স্মমন্তঃ সংতাজ্য
হংখং শোকং ক্রমাৎ পুনঃ ॥ নাপত্নীকো গৃহী ধৰ্ম্মং
কর্ত্তুমর্হতি বৈ কচিৎ । ইতি সন্ধিস্ত্য মনসা বিবাহোৎসুকমা-
নসঃ ॥ দেবলন্ত মুনেঃ কন্তাং কৰ্কশাং পরিণীতবান্ । সা কৰ্ক-

শাতিহুঃশীলা সদা নিষ্ঠুরভাবিণী ॥ কোপনা প্রতিকূলা চ নিলজ্জা
কলহপ্রিয়া । অদক্ষা গৃহকৃত্যেষু দক্ষা ভোজনকৰ্ম্মণি ॥ কলহেন
তু সন্তুষ্টা রুষ্টা বন্ধুজনান্ প্রতি । সা তু শীলা পিতুর্গেহে বর্দ্ধিতা
চ দিনে দিনে । করোতি সখিভিঃ সার্কিং শিশুকীড়ামনুত্তমাম্ ।
গৃহান্তরস্থলদ্বারদেহলীতোরণাদিষু ॥ চতুরঙ্গকবর্ণৈশ্চ রক্তপীত-
সিতাসিতৈঃ । স্বস্তিকং পদ্মশঙ্খৌ চ মণ্ডয়ন্তী পুনঃ পুনঃ ॥
কুর্কন্তী প্রত্যহং বালা দেবতাতিথিপূজনম্ । গৃহকৃত্যে সদা
দক্ষা পিতুরত্যন্তবল্লভা ॥ কালেন ক্রিয়তা বিপ্রস্তাং দৃষ্ট্বা
যৌবনোল্লাসাম্ । কষ্টে দেয়া ময়া কথ্য ইতি চিন্তায়িতোহ-
ভবৎ ॥ ততো দৈববশাত্তত্র কোণ্ডীগ্রঃ সমুপাগতঃ । মুনি-
শ্রেষ্ঠো মহাভাগঃ কুলীনো ধর্ম্মতৎপরঃ ॥ মনসা চিন্তয়া-
মাস স্মমন্তঃ স্নতপাঃ স্নবীঃ । অস্মৈ ভাগ্যবশাচ্ছালাং প্রতি-
পাদ্য প্রযত্নতঃ ॥ ইতি কৃত্বা মতিং বিপ্রো দদৌ কথ্যঃ
শুভে দিনে । কথ্যামলকৃতাং সাক্ষীং শীলাং চন্দ্রনিভাননাম্ ॥
গৃহোক্তবেদবিধিনা বিবাহমকরোত্তদা । ততো হোমাদিকং কৰ্ম্ম
সমাপ্য সময়ে মুনিঃ । স্মমন্তঃ কর্কশাং গ্রাহ জামাত্রে দেহি দক্ষি-
ণাম্ । সফলং কুরু মে দানং প্রিয়ে মুনিকুলোদ্ভবে ॥ দক্ষিণা-
রহিতং কৰ্ম্ম নিফলং জায়তে যতঃ । সা তু তদ্বচনং শ্রুত্বা কর্কশা
কুপিভাবৎ । স্মমন্তঃ তৎসম্যামাস কর্কশৈকর্কচনৈঃ পতিম্ । অল-
ঙ্কারং সমানীয় স্বকীয়কাপি যত্ননং ॥ নিঃক্ষিপ্য নিভূতে স্থানে
কর্কশাগ্ৰগৃহং যযৌ । স্মমন্তুচ্চাতিদীনাত্মা লজ্জিতশ্চাবত্তদা ॥
যৎকিঞ্চিদর্থযোগ্যঞ্চ দ্রব্যমানীয় যৌতুকম্ । জামাত্রে প্রদদৌ
বিপ্রঃ পরিচর্যা পুনঃ পুনঃ ॥ ততো বিবাহং নিরুভ্য কোণ্ডীগ্রোপি
নিজাশ্রমম্ । গোষানে তাং সমারোপ্য শীলামাদায় বৈ যযৌ ॥

ততঃ স পথি গচ্ছন্তী শীলা চন্দ্রনিতাননা । মধ্যাহ্নে
 তোজ্যবেলায়াং সমুত্তীৰ্ণ্য সরিত্তটে ॥ দদর্শ শীলা নারীগাং সমূহং
 ব্রতচারিণাম্ । পুংসাং বৃন্দঞ্চ তত্রৈব রক্তপীতাস্বরাসনম্ ॥
 চতুর্দশামর্চরন্তং তক্ত্যানন্তং পৃথক্ পৃথক্ । দৃষ্ট্বা সমূহং নারীগাং
 সতী পপ্রচ্ছ সাদরম্ ॥ বিনয়াবনতা সাধবী প্রণিপত্য সুরেশ্বরম্ ॥
 কিমিদং ক্রিয়তে কার্য্যং ভবতীতিস্তুহ্যচ্যুতাম্ ॥ স্ত্রিয় উচুঃ ।
 ভাদ্রে মাসি সিতে পক্ষে উথিতে বাসবধ্বজৈঃ । আরাধিতে মহেজ্রে
 চ ধ্বজাকারাস্থ যন্তিষু ॥ নত্বা সরসি যঃ স্নাত্বা চানন্তার্চনমারভেৎ ।
 কৃত্বা দর্ভময়ং দেবং বারিবাজসমন্বিতম্ ॥ অনন্তং দেবদেবেশং
 চতুর্কীহং কিরীটিনম্ । অতনৌপুস্পসংকাশং কাঞ্চনান্নদভূষণম্ ॥
 শঙ্খচক্রগদাশাঙ্গবিবিধায়ুধধারণম্ । এহেহি ভগবন্ কৃষ্ণ তব
 যজ্ঞঃ প্রবর্ততে ॥ বারিধাত্মাং তথানন্তং ভাবয়েচ্চ নিবোজয়েৎ ।
 মণ্ডলে পুষ্পনৈবেদ্যং ধূপবন্তাস্থলেপনম্ ॥ দত্বা চ পূজয়েদ্ভক্ত্যা
 চানন্তং বিশ্বরূপিণম্ । পিষ্টকার্থং ত্রৌহিচূর্ণং যবগোধূময়োশ্চ বা ॥
 এতেষাং প্রাপ্যতে যত্ত্ব তদ্ গ্রাহং প্রস্থসংমিতম্ । অর্দ্ধং বিপ্রার
 দাতব্যং অর্দ্ধমাগ্নিনি বোজয়েৎ ॥ পূজয়িত্বা তথা দেবং গন্ধপুষ্পৈ-
 র্যথাক্রমম্ । শ্রুত্বা কথাং ততস্তত্ত্ব কুঙ্কুমাভং স্ত্রডোরকম্ ॥
 চতুর্দশগ্রন্থিবুক্তং নারী বামকরে হৃদয়ে ॥ পুমাংস্ত দক্ষিণে বাহৌ
 তদানন্তং প্রপূজয়েৎ ॥ নির্বর্ত্য পূজাং দেবস্য পূপং ভুক্ত্বা
 যথাস্থখম্ । বিস্মৃত্য দক্ষিণাং দত্বা প্রণম্য চ যথাস্থখম্ ॥ শীলা শ্রুত্বা
 বচস্তাসাং যথা তাভিরুদাহৃতম্ । ব্রতং চকার সা বাহৌ বন্ধু
 ডোরকযুক্তমম্ ॥ পূপপ্রস্থঞ্চ সা কৃত্বা ভুক্ত্বা চৈব তথৈব চ । পুন-
 র্জগাম তেনৈব গোরথেন সমন্বিতা ॥ তেনানন্তপ্রসাদেন গৃহং
 গোদধনসম্বলম্ । তদাশ্রমং শ্রিয়া যুক্তং ধনধাত্তসমন্বিতম্ ॥ বিবিধা-

তিথিসম্পূর্ণং নানারত্নৈর্বিভূষিতম্ । বরাশ্রমত্নমাতঙ্গমহিবৈর্গো-
 ধনাস্থিতম্ ॥ শীলা চ মণিকাক্ষীভিমুক্তাভরণভূষিতা । দিব্যাক্ষী
 শীলসম্পন্ন সাবিদ্রী প্রতিমা যথা ॥ কদাচিৎপবিষ্টা সা বহ্নিকুণ্ডং
 সমাগতা । কোণ্ডীত্বোপি বিশেষদ্রোষাৎ দৃষ্টা ডোরমনস্তকম্ ।
 শীলায়াঃ করমূলে চ বদ্ধমেব প্রযত্নতঃ । পপ্রচ্ছ ক্রোধবচসা ত্রকুটী-
 কুটিলং যুধম্ ॥ কিমিদং ডোরকং হস্তে বদ্ধা ভার্য্যেহত্ন তিষ্ঠসি ।
 প্রমেয়ঃ কস্ত দেবস্ত তুর্ক্বুদ্বৈ ক্রহি সত্বরম্ ॥ শীলোবাচ । অনন্তং
 দেবদেবেস্ত প্রমেয়ং ডোরকং শুভম্ । করে বদ্ধা বিধানেন শৃণু
 মে বচনং প্রভো ॥ প্রসাদাদ্বেশ দেবস্ত ভূজ্ঞসে বিপুলং ধনম্ ।
 ন জানাসি কথং নাথ তং দেবং জগদীশ্বরম্ । শীলাবাক্যং
 ততঃ শ্রুত্বা কোণ্ডীত্নঃ কুপিতোহভবৎ । কোহসাবনস্তসংজ্ঞো বৈ
 ন শ্রুতোপি বরাননে ॥ ইত্যুক্তাক্ষয্য কুপিতো ভূজাদ্ডোরমনস্তকং ।
 ক্ষিপ্তং জ্বালাকূলে বহ্নৌ নির্ভৎশ্চ বহুধা প্রিয়াম্ ॥ ততঃ সা
 সংলমাচ্ছীলা হাহা কৃত্বা প্রধাবিতা । বহ্নেঃ সত্রং সমাদায়
 ক্ষীরমধ্যে ততোহক্ষিপৎ ॥ ততস্তয়া করে বামে পুনর্বদ্ধং স্রডো-
 রকম্ । অনন্তাক্ষেপদোষণ দারিद्र্যং পতितং গৃহে ॥ ন কৈশ্চিৎ
 বর্ণ্যতে শোভকৈঃ সোপি বিপ্রো যুধিষ্ঠির । গাত্রে মলিনতা প্রাপ্তা
 চক্ষুর্নিদ্রাং তথৈব ন ॥ শূত্ৰানি গৃহরূপাণি দগ্ধানি বহ্নিনা কচিৎ ।
 নিরীক্ষ্য স্বপুরুষং বিপ্রশ্চিস্তয়ামাস চেতসা ॥ অথ শীলা বিবর্ণা
 সা হুঃখিতা পতিদোষতঃ । বিচচার পুরীঃ সর্ব্বাঃ শূত্ৰাগারসমষ্টি-
 তাম্ ॥ অথ কোণ্ডীত্নবিপ্রস্য সংজ্ঞাতা বুদ্ধিকৃতমা । মমাপি
 হৃদ্রুতং কন্ম কৃতং বা মে বিগর্হিতম্ ॥ অনন্তাক্ষেপদোষণ মমাপি
 গতিরীদৃশী । অনন্তং যত্র পশ্যামি তত্র যাঁস্যামি হৃদ্ব্যতিঃ ॥ ততো
 জগাম কোণ্ডীত্নো বনং ব্যাজ্রাদিসংকুলম্ । ব্রতস্যাশ্বেষণং কর্ত্তুং

পাদৌ দ্রষ্টুং তথা হরেঃ ॥ বিহ্বলঃ স যযৌ মার্গে জনজন্তুবি-
 জ্জিতে । তত্রাপশুচ তং বৃক্ষং ফলপুষ্পসমবিতম্ ॥ বর্জিতং পক্ষি-
 সংঘাতেঃ কীটৈশ্চৈব বিশেষতঃ । তমপৃচ্ছৎ ত্রয়ানন্তঃ কচিদৃষ্টৌ
 মহাক্রম ॥ স চোবাচ মহাবৃক্ষো নানন্তং বেদ্বি ভো দ্বিজ । ততো
 গচ্ছন্ দদর্শাগ্রে তৃণমধ্যে সবৎসিকাম্ ॥ তৃণমধ্যে প্রধাবন্তী ন খাদতি
 ন জিঘ্রতি । হে মহাধেনুকে ক্রহি কিমনন্তস্ত্বয়েক্ষিতঃ ॥ সবৎসা
 তমুবাচাথ নানন্তং বেদ্বি হে দ্বিজ । ততো গচ্ছন্ দদর্শাগ্রে বৃষ-
 শ্রেষ্ঠং বনে স্থিতম্ ॥ তমপৃচ্ছদয়ং বিপ্রশ্চানন্তো বীক্ষিতস্তয়া ।
 বৃষভস্তমুবাচেদং বিষগ্নং ব্রাহ্মণং প্রতি ॥ যদ্যনন্তমহং জানে
 তদা মে গতিরীদৃশী । ততো ব্রজন্ দদর্শাগ্রে গদভং কুঞ্জরং
 তথা ॥ নানামায়াপ্রচরন্তং মদগর্জ্জনদর্পিতম্ । স তং দৃষ্ট্বা
 দ্বিজোহপৃচ্ছদনন্তং দৃষ্টবান্ কিমু ॥ প্রহৃত্তরমুবাচেদং নানন্তং
 বেদ্বি হে দ্বিজ ॥ ততো ব্রজন্ দদর্শাগ্রে রমাং পুষ্করিণীধয়ম্ ॥
 অন্তোত্তমজলসংঘাতেবর্ষাচিভিরুপশোভিতম্ । শুভৈঃ কুমুদকল্লারৈঃ
 কমলোৎপলশোভিতম্ ॥ ভ্রমরৈশ্চক্রবাকৈশ্চ হংসকারঙবৈযুতম্ ।
 তমপৃচ্ছৎ দ্বিজোহনন্তো ভবতীভ্যাঞ্চ লক্ষিতঃ ॥ পুষ্করিণ্যাবূচ-
 তুস্তং ন জানীবো হরিং কচিৎ । নিপপাত ততো বিপ্রো হাহা
 কৃহ্মা রুদন্ ভুবি ॥ কিং করোমি ক গচ্ছামি কথং পশ্যামি তং
 বিভূম্ ॥ ততঃ কৃপালুহৃদয়ো দেবেশো দেবপূজিতঃ । তৎক্ষ-
 ণান্তগবান্ বিষ্ণুর্দ্বিজপ্রত্যক্ষমাগতঃ ॥ বৃদ্ধব্রাহ্মণরূপেণ প্রোবাচ
 বচনং দ্বিজম্ ॥ উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ বিপ্রেন্দ্র ত্যজ হুংখং স্মখীভব ।
 অনন্তং দর্শয়িষ্যামি কৃষ্ণং বিষ্ণুং হরিং শিবম্ ॥ ব্রাহ্মণং তং সমা-
 দায় পাতালবস্ত্রনা পুরীম্ । তাং পুরীং দর্শয়ামাস ততশ্চান্তর্দধে
 দ্বিজঃ ॥ স তাং দদর্শ কোণ্ডীত্তঃ পুরীং তৈলোকাহ্লভাম্ । দিব্য-

নারীনরৈষুক্তাং মণিরত্নবিভূষিতাম্ ॥ সুবর্ণরচিতাং সর্বাং বেষ্টিতাং
 তক্ষকাদিভিঃ । তত্রাপশুং স কোণ্ডীত্বো দেবদেবমনস্তকম্ ॥ বিশ্ব-
 রূপং জগন্নাথং চতুর্ভাং কীরীটিনম্ । শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণং
 গরুড়ধ্বজম্ ॥ দক্ষিণে বিলসলক্ষ্মীং বামে ক্রীড়াসরস্বতীম্ । সপ্ত-
 ফণাসমায়ুক্তং দিব্যসিংহাসনে স্থিতম্ ॥ এবংরূপং জগন্নাথং দৃষ্ট্বা
 ভক্ত্যা স্তুতিঃ কৃতা ॥ জগাম ভূমৌ শিরসা চানন্তস্য সমীপতঃ ॥
 নমোহস্তনস্তায় সহস্রমূর্তয়ে সহস্রপাদাক্ষিশিরোরুবাহবে ।
 সহস্রনায়ে পুরুষায় শাশ্বতে সহস্রকোটিযুগধারিণে নমঃ ॥
 অজ্ঞানেন ময়া দেব যং কৃতং পাপকর্মণা । তং সর্বং
 কৃপয়ানন্ত ক্ষমস্ব মধুহৃদন ॥ অথ কোণ্ডীত্ববিপ্রস্য স্তুতিঃ
 শ্রুত্বা জনার্দনঃ । প্রসন্নো ভগবান্দেবশ্চানন্তোহনন্তরূপধ্বক্ ॥
 অনন্ত উবাচ । তুষ্টোহং ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ভক্ত্যা তব বিশেষতঃ ।
 বরং গৃহাণ বিপ্রেন্দ্র তুষ্টোহস্মি ত্যজ বিস্ময়ম্ ॥ কোণ্ডীত্ব
 উবাচ । স্বকর্মফলভোগেন যাং যাং যোনিং ব্রজাম্যহম্ ।
 তন্যাং তস্যাং হৃষীকেশ হরিভক্তিদূর্তাস্ত মে ॥ অতিপ্রমাদা-
 ন্মোহাদা যন্ময়া দ্রুতং কৃতম্ । তদাগঃ ক্ষম্যতাং নাথ প্রণ-
 মামি পুনঃ পুনঃ ॥ শ্রুত্বানন্তস্ত তদ্বাক্যং দদৌ তস্মৈ বরব্র-
 যম্ । দারিদ্র্যনাশনং ধর্ম্যং বিষ্ণুলোকং তথাক্ষয়ম্ ॥ কোণ্ডীত্ব
 উবাচ । পুণ্যে মনোরথো দেব মম চাদ্য বিশেষতঃ । কিঞ্চিং
 পৃচ্ছামি দেবেশ তন্মে ব্রুহি জগৎপতে ॥ কশ্চূতঃ কো বৃষঃ
 কা গোঃ কিস্তং পুষ্করিণীদ্বয়ম্ । কঃ খরঃ কুঞ্জরঃ কো বা কো বা
 বৃদ্ধদ্বিজোত্তমঃ ॥ কৃপয়া কথয়স্বাদ্য পথি দৃষ্টো ময়া বিভো ॥
 শ্রীঅনন্ত উবাচ । যশ্চাস্ত্রবৃক্ষো দৃষ্টোসি বিপ্রো বিদ্যাস্তু গর্ভিতঃ ।
 উপস্থিতায় শিষ্যায় বিদ্যাং যস্মান্ন দত্তবান্ ॥ তেন কর্মবিপাকেন

ব্রহ্মং প্রাপ্য তিষ্ঠতি । ব্রহ্মভো ব্রহ্ময়া দৃষ্টৌ লোভকর্মকৃতঃ পুরা ॥
 দত্তং পর্য্যবিতং দ্রব্যং স্বাহ ভুক্তং স্বয়ং যতঃ । ব্রহ্মতত্ত্বং সমাসাদ্য
 ততস্তিষ্ঠতি নির্জনে । বিপ্রায় ব্রহ্মধাং দত্তা নিষ্ফলাঃ শসাবজ্জি-
 তাম্ । তেনাসৌ গোত্বমাসাদ্য তৃণমধ্যে প্রধাবতি ॥ ধৰ্ম্মাধর্মৌ
 বিজানীয়াৎ যত্তং পুষ্করিণীদ্বয়ম্ । গদ্যভোহজ্ঞানসম্পন্নঃ কুঞ্জরো
 মদগর্ভিতঃ ॥ ব্রাহ্মণোহসাবনস্তোহং ব্রহ্ময়া দর্শিতো যুনে ।
 এতত্তে কথিতং সর্বং গচ্ছ বিপ্র নিজাশ্রমম্ ॥ পুনঃ সমৃদ্ধিস্তে বিপ্র
 ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ভুক্তা ভোগাংশ্চ বিপুলান্ সম্ভ্রাপ্যাসি
 মহৎপদম্ ॥ ইতি দত্তা বরং তস্মৈ তত্রৈবাস্তরধীয়ত । কোণ্ঠী-
 ত্রোপি গৃহং গত্ত্বা করোতি ব্রতমুত্তমম্ ॥ অনন্তাখ্যং মহাপুণ্যং
 বর্ষাণাঞ্চ চতুর্দশম্ । শীলয়া সহ ধৰ্ম্মাত্মা যুথং ভুক্তা মনোরথান্ ॥
 বিষ্ণুলোকং সমাসাদ্য ররাজ শীলয়া সহ । অনন্তাখ্যব্রতেনেহ
 সমাপ্তেনৈব পার্থিব ॥ সর্বপাপবিনিষ্টু ক্তা যাসান্তি পরমাং গতিম্ ।
 এবমেবং হি নিয়মাং স্থিরোহনন্তব্রতান্ ॥ পুত্রপৌত্রধনৈষু ক্তা
 ভুক্তা গোগান্ মনোরথান্ । বিষ্ণুলোকমাপ্নুবন্তি যাবচ্ছত্রদিবা-
 করৌ ॥

ইতি ভবিষ্যপুরাণোক্তং অনন্তব্রতং সমাপ্তং ॥

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

অশৌচ ।

যথানিয়মে গার্হস্থ্য ধর্মচর্য্যার পর বাণপ্রস্থ ও তৎপরে ভিক্ষু-
কাশ্ম গ্রহণ করাই শ্রাদ্ধোক্ত বিধি। পরন্তু যিনি গার্হস্থ্য ধর্ম্মান্তে
অন্ত্র আশ্রম গ্রহণ না করিয়া আমরণ গৃহেই অবস্থিতি করেন,
তাহার পক্ষে বিষয়বাসনা ও বিলাসভোগেচ্ছা বিসর্জন পূর্ব্বক
নির্লিপ্তভাবে ঈশ্বরে তন্ময় হইয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল
অতিবাহিত করাই কর্তব্য। অর্থাৎ গৃহস্থধর্ম্মে থাকিয়া পুত্রোৎ-
পাদন ও যথাবিধানে পোষ্যবর্গকে লালন-পালনাদি করতঃ
পঞ্চাশৎ বর্ষ বয়ঃক্রমের পর সংসারে থাকিয়াও নির্লিপ্ত ভাবে
ঈশ্বরপরায়ণ হইয়া অবস্থিতি করিবে। তদনন্তর দেহাবসান-
সময়ে যে সকল ক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত এবং জীবনান্তে পুত্রাদিরা মৃতের
উদ্দেশে যে যেরূপ ক্রিয়া সম্পাদন ও অশৌচাদি গ্রহণ করিবে,
অধুনা সংক্ষেপে তাহাই কথিত হইতেছে। পরন্তু অশৌচ
দ্বিবিধ;—মৃতশৌচ ও জননাশৌচ। মৃতশৌচব্যবস্থা লিখিতে
হইলে প্রথমতঃ দাহাধিকার, মুমূর্ষুকৃত্য, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াপদ্ধতি ও
সপিণ্ডবিচার জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। এই জ্ঞত অগ্রে দাহাধিকার
কথিত হইতেছে।—

দাহাধিকার।

মৃত্যুর পর দাহ হইতে সপিণ্ডীকরণ যাবৎ যত ক্রিয়া আছে,
জ্যেষ্ঠপুত্রই সমস্ত ক্রিয়ার অধিকারী হয়। জ্যেষ্ঠ পুত্র না থাকিলে

কনিষ্ঠ পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, অপুত্রা ভাৰ্য্যা অথবা সপুত্রা ভাৰ্য্যা ক্রিয়া সম্পাদন করিবে। তাহার অভাবে অদত্তা কন্যা, অদত্তা কন্যার অভাবে দত্তা কন্যা, দৌহিত্র, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, কনিষ্ঠ ভ্রাতা, বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, তাহার অভাবে সহোদর ভ্রাতার পুত্র, তদভাবে বৈমাত্রেয় ভ্রাতার পুত্র, তাহার অভাবে পিতা, মাতা, পুত্রবধূ, তদভাবে অদত্তা পৌত্রী, তদভাবে দত্তা পৌত্রী, তাহার অভাবে অদত্তা প্রপৌত্রী, দত্তা প্রপৌত্রী, তদভাবে পিতৃব্য, পিতামহ, তদভাবে সপিও জ্ঞাতি, সমানোদক, তদভাবে সগোত্র, মাতামহ, মাতামহী, মাতুল, ভাগিনেয়, মাতামহসপিও ও তৎসমানোদক, তদভাবে বাগদত্তা পত্নী, স্বশুর, তদভাবে জামাতা, তদভাবে পিতামহীভ্রাতা, তদভাবে গুরু, শিষ্য, পুরোহিত, আচার্য্য, মিত্র, সখা, তদভাবে একগ্রামস্থ স্বজাতি ও বেতনভুক্ত স্বজাতি ক্রিয়াধিকারী হইয়া থাকে। পুরুষের দাহাদি কার্য্যের অধিকারী ব্যবস্থাশাস্ত্রে এইরূপই নির্দিষ্ট আছে।

স্ত্রীজাতির দাহাদি কার্য্যের অধিকারী যথা—জ্যেষ্ঠ পুত্রই স্ত্রীলোকের দাহাদি যাবতীয় কার্য্যে অধিকারী। তদভাবে যথাক্রমে কনিষ্ঠ পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, অদত্তা কন্যা, বাগদত্তা কন্যা, দত্তা কন্যা, দৌহিত্র, সপত্নীর পুত্র, স্বামী, পুত্রবধূ, সপিও ও সমানোদক স্বগোত্র, পিতা, ভ্রাতা, সহোদরা, ভ্রাতৃভগিনীপুত্র, স্বামীর ভ্রাতা, তৎপুত্র, পতির ভাগিনেয়, জামাতা, স্বামীর মাতুল, স্বামীর শিষ্য প্রভৃতি পিতৃ-মাতৃ-বংশীয়-গণ যথাক্রমে দাহাদিক্রিয়ার অধিকারী হয়।

কি অসগোত্র, কি সগোত্র, কি স্ত্রী, কি পুরুষ, যে কেহই হউক না কেন, যে ব্যক্তি অগ্নিদাতা, সেই ব্যক্তিই প্রেতের

পিণ্ড দান করিবে। দানকর্তা অসমর্থ হইলে মৃতের পুত্রাদিরা পূরক পিণ্ড দিবে। অশৌচমধ্যেই পূরকাদি দান করা কৰ্ত্তব্য। কোন কারণে তাহা না হইলে আদ্য শ্রাদ্ধের পূর্ব দিন দিবে।

মুমূর্কতা।

দেহত্যাগের অব্যবহিত পূর্বক্ষণে নরক হইতে পরিত্রাণের জন্ত বৈতরণী করা কৰ্ত্তব্য। অপবিত্র থাকিলেও বৈতরণী করিবে। নিজ অসমর্থ হইলে অথবা কোন পবিত্র ব্যক্তি দ্বারা কার্য সম্পন্ন করিতে হয়। বৈতরণীকার্যে যথাবিহিত সবৎসা দেখু দানই কৰ্ত্তব্য। তাহাতে অসমর্থ হইলে একটীমাত্র দেখু দিবে। সবৎসা দেখু দানকালে স্বর্ণশৃঙ্গ, রজতক্ষুর, কাংস্যকোড়, তাত্রপৃষ্ঠ প্রভৃতি দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া সবস্ত্র করত দান করা উচিত। দেখুর পরিবর্তে তাম্বুলাস্বরূপ এক কাহন কপদক, দিলেও কার্য সম্পূর্ণ হয়।

অষ্টোষ্টিক্রিয়া।

দাহাধিকারী ব্যক্তি স্নান পূর্বক মৃত ব্যক্তিকে স্নান করাইয়া তদীয় সৰ্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত করিবে এবং তাহাকে দক্ষিণশিরা করিয়া কুশোপরি শয়ন করাইবে। পরে তদীয় সৰ্ব্বাঙ্গে স্মৃত মাথাইয়া “ওঁ গয়াদীন চ” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত পুনরায় স্নান করাইবে। পরে নূতন বস্ত্র পরিধান করাইয়া চন্দনাদি লেপন করত চক্ষু, কর্ণ, নাসা ও মুখ, এই সপ্তবন্ধে সপ্তখণ্ড সুবর্ণ অথবা অক্ষম হইলে সপ্তখণ্ড কাংস্য দিবে। তৎপরে শব বহন পূর্বক শ্মশানে লইয়া যাইবে এবং গমনকালে কাঁচা মৃত্তিকাপত্রে তণ্ডুল লইয়া তাহা ছড়াইতে

ছড়াইতে গমন করিবে। যখন অর্দ্ধাংশ বাকী থাকিবে, তখন তাহা আর না ছড়াইয়া পিণ্ড পাকার্থ রাখিয়া দিবে। সেই তণ্ডুল দ্বারা শ্মশানে অন্ন পাক করিবে। পিণ্ডদানার্থ শ্মশান-ভূমি গোময় দ্বারা লেপন পূর্বক বিপরীতোপবীতী হইয়া বাম-জাহ্নু পাতিয়া উপবেশন করিবে এবং “অপহতাস্তরারক্ষাংসি বেদী সদঃ” এই মন্ত্রে একটা চতুষ্কোণ রেখা করিয়া তহুপরি কুশাচ্ছাদন করিবে। পরে “এহি প্রেত সৌম্য গন্তীরেতিঃ পথিভিঃ পূর্বেণেতিঃ দেহস্বভ্যাং দ্রবিণেহ ভদ্রং রয়িঞ্চ নঃ সর্ব-শরীরং নিষচ্ছ” এই মন্ত্রে প্রেতের আবাহন পূর্বক আন্তীর্ণ কুশোপরি তিল প্রদান করতঃ বামহস্তে কুশমূল ও দক্ষিণ হস্তে তিলসহিত জলগণ্ডুষ লইয়া কুশোপরি নিক্ষেপ করিবে অর্থাৎ “অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্নবনেনিনিক্ষু” মন্ত্রে ঐ অবনে-জল দিয়া দক্ষিণ হস্তে পিণ্ড গ্রহণ পূর্বক বাম হস্তে আম-পাত্রে তিলসহিত জল লইয়া পিণ্ড দিবে। “অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্নৈতত্তেহন্নমুপতিষ্ঠতাং” মন্ত্রে আন্তীর্ণ কুশোপরি পিণ্ড দিয়া পিণ্ডপাত্রপ্রক্ষালনজল পিণ্ডের উপর দিবে। সামবেদী ভিন্ন অগ্ন্যগ্ন বেদীয়েরা সমস্ত কার্য্যই করিবে, কিন্তু আবাহন করিবে না। অনন্তর ক্রিয়াধিকারীরা স্নান পূর্বক কাষ্ঠরাশি দ্বারা চিতা রচনা করিবে এবং চিতাকাষ্ঠের উপর ছইখানি বস্ত্রসহ শবকে শয়ন করাইবে। সামবেদীয়েরা দক্ষিণ-শিরা ও উপুড় করিয়া পুরুষকে এবং দক্ষিণশিরা ও চিৎ করিয়া স্ত্রীলোককে শয়ন করাইবে। অগ্ন্যগ্নবেদীয়ের পক্ষে উত্তর-শিরা করিয়া শয়নই ব্যবস্থের। তৎপরে “দেবাশ্চাগ্নিমুখা এনং দহন্তু” মন্ত্রে অগ্নি লইয়া চিতা প্রদক্ষিণ করিতে করিতে “কুত্বা

তু হৃদয়ং কৰ্ম জানতা বাপ্যজানতা। মৃত্যুকালবশং প্রাপ্য
নরং পঞ্চদ্ব্যমাগতং। ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মসমায়ুক্তং লোভমোহসমাবৃতং।
দহেয়ং সৰ্বগাত্রাণি দিব্যান্ লোকান্ স গচ্ছতু।” এই মন্ত্র পাঠ
পূৰ্ব্বক দক্ষিণাভিমুখ হওত শবের শিরঃস্থলে অগ্নিসংযোগ
করিবে। * পরে দাহশেষে দ্বাদশাঙ্গুলীপ্রমাণ সপ্ত কাষ্ঠিকা লইয়া
প্রদক্ষিণ করত সাতটা কাষ্ঠিকা চিতাগ্নিতে ফেলিয়া দিবে। এই
সপ্ত কাষ্ঠিকা বিনা, মন্ত্রেই অগ্নিতে দিবে। পরে “ক্রব্যাদায়
নমস্তভ্যং” মন্ত্রে কুঠার দ্বারা চিতাস্থিত জলন্ত কাষ্ঠের উপর
প্রহার করত অগ্নিকে বামে রাখিয়া বিমুখভাবে নদী প্রভৃতিতে
স্নানার্থ বাইবে। আর চিতার দিকে দৃষ্টিপাত করিবে না।
কোন কোন দেশে এইরূপ ব্যবহার আছে যে, দাহকর্তা চিতায়
সাত কলসী জল সেচন করে এবং অপরাপর ব্যক্তির এক এক
কলসী সেচন করিয়া থাকে আর চিতার উপর পূর্ণ কুন্ত স্থাপন
পূৰ্ব্বক কুঠার দ্বারা আঘাত করত দাহকর্তা স্নানার্থ প্রস্থান
করিবে। শবকে নগ্নবেশে দাহ করিতে নাই, শবসম্বন্ধীয় বস্ত্র
বা অস্ত্রাণ্ড যে কোন দ্রব্য থাকে, তাহা স্নানবাসী চণ্ডালকে
সমর্পণ করিবে। স্ত্রী বা ঋতুমতী নারী মরিলে তিল
সহ পঞ্চগবাজলে কলসী পূর্ণ করিয়া “আপোহিষ্ঠা ময়ো ভুবন্তা
ন উর্জে দধাত নঃ মহেরণায় চক্ষুষে” এই মন্ত্র এবং “বামদেব্য
ঋষিঃ” ইত্যাদি শাস্তিমন্ত্র উচ্চারণ করতঃ দাহ করিতে হয়।
গর্ভবতী স্ত্রী মরিলে গর্ভস্থ শিশুকে বহির্গত করিয়া ভূগর্ভে

* মন্ত্রের মধ্যে যে স্থানে “নরং পঞ্চদ্ব্যমাগতং” আছে,
স্ত্রীলোক মরিলে তথায় “নারীং পঞ্চদ্ব্যমাগতং” পাঠ করিতে হয়।

পুতিবে এবং প্রসূতিকে দাহ করিবে। তৎপরে নদী প্রভৃতি জলাশয়ে গমন করিয়া দাহকারীর শ্রালক প্রভৃতিতে অমুক্তা লইতে হয়। “উদকং করিষ্যামঃ” এই বলিয়া অমুক্তা প্রার্থনা করিলে “কুরুধ্বং” বাক্যে অমুক্তা দিবে। পরে স্নানান্তে বস্ত্রাদি ধারণ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে বাম হস্তে জল লইয়া বাম হাতের অনামা দ্বারা ঘর্ষণ করত “আপ নঃ শুশোচদঘং” এই বাক্য বলিবে। পরে একবস্ত্রে স্নান করত আচমন পূর্বক একাজলি বা অঞ্জলিদ্বয় জলে তর্পণ করিবে। সামবেদীয়েরা, “অমুক-গোত্রং প্রেতং অমুকদেবশর্মাং তর্পর্যামি” এবং যজুর্বেদীয় ও ঋগ্বেদীয়েরা “অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্মন্ এতাভিলো-দকং তূপ্যস্ব” বলিয়া তর্পণ করিবে। তৎপরে গৃহে গমন পূর্বক * গৃহদ্বারস্থ অগ্নি, বি, তণ্ডুল, ডাইল ও নিষপত্র দস্তে কাটিয়া দাহকারী নকলেই মৃত ব্যক্তির বাটিতে প্রবেশ পূর্বক কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন সেবন করিবে। তৎপরে বাটিস্থিত ব্যক্তিগণ ব্যতীত অপরাপর ব্যক্তির। নিজ নিজ গৃহে যাইবে।

কুশপুত্তলিদাহ।

বাহার দাহ হয় নাই এবং অস্থিও পাওয়া যায় নাই, সে স্থলে কুশপুত্তলি দাহন করিতে হয়। শরপত্র দ্বারা একটা

* দেশবিশেষে এইরূপ প্রথা আছে যে, রাজ্রিতে দাহ হইলে দিবাভাগে গৃহে যাইবে এবং দিবাভাগে দাহ হইলে রাজ্রিতে গৃহে যাইবে। কোন কোন স্থানে এইরূপ প্রথাও দেখা যায় যে, রাজ্রিতে দাহ হইলে পুনর্ব্বার রাজ্রি না হইলে গৃহে গমন করিবে না এবং দিবাভাগে দাহ হইলে পুনরায় পরদিন আগত না হইলে গৃহে যাইবে না।

পুতুলি প্রস্তুত করিয়া তাহার মস্তকে ৪০ টী, গলদেশে ১০ টী, বক্ষে ৩০ টী, উদরে ২০ টী, বাহুতে ১০০ টী, অঙ্গুলীতে ১০ টী, ঋণ্ডকোষে ৬ টী, উপস্থে ৪টী, উরুদেশে ১০০ টী, জাহ্নজজ্বার ৩০টী এবং পদাঙ্গুলীতে ১০টী এই সর্বসমেত ৩৬০ টি পলাশপত্র দিয়া মেঘরোমের সূত্র দ্বারা বেষ্টন পূর্বক যবপিষ্ট দ্বারা লেপন করিবে এবং পুতুলির মস্তকে একটি তরুণ নারিকেল দিয়া দাহন করিবে।

অগ্নিযোগব্যবস্থা ।

কি বালক, কি বালিকা, যাহার বয়ঃক্রম দুই বৎসর পূর্ণ হয় নাই, তাহার মৃত্যু হইলে দাহ না করিয়া চন্দনাদি দ্বারা ভূষিত করত গ্রামের বহির্ভাগে বিশুদ্ধ স্থানে প্রোথিত করিবে।

সপিণ্ডাদিবিচার ।

আপনা হইতে তিন পুরুষ পিণ্ডভাগী ও তিন পুরুষ লেপভাগী, এই সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্তকেই সপিণ্ড বলা যায়। অর্থাৎ পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, এই তিন পুরুষ পিণ্ডভাগী আর বৃদ্ধ প্রপিতামহ, অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ ও অত্যতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ এই পুরুষত্রয় লেপভাগী এবং স্বয়ং পিণ্ডদ। পিণ্ডপ্রদানান্তে যাহা হস্তে লগ্ন থাকে, তাহারই নান লেপ। সপিণ্ডের অনন্তর যে তিন পুরুষ, তাহাদিগকে এবং “এই বংশে অমুক জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল” এইরূপ নামস্মৃতি তাবৎকে সমানোদক বলা যায়। কোন কোন ব্যক্তি চতুর্দশ পুরুষ যাবৎকে সমানোদক বলিয়া নির্ণয় করেন এবং তৎপরে গোত্রজ সঙ্ঘাত মাত্র নির্দেশ করিয়া থাকেন। বিবাহবিষয়ে অবিবাহিতা কন্তার সপিণ্ডতা সাত পুরুষ যাবৎ নির্দিষ্ট আছে। কিন্তু বিবাহান্তে

পতিকূলে সপিণ্ডতা হইয়া থাকে । তর্জ্জসপিণ্ডই জ্ঞীজাতির সপিণ্ড । অবিবাহিতা কন্তার পিতৃকূলে তিন পুরুষ যাবৎ সপিণ্ডত্ব থাকে, কিন্তু তাহা অশোচবিষয়ে জানিবে ।

সপিণ্ডাদ্যশোচ ।

কি জননে, কি মরণে সপিণ্ড ব্যক্তির সম্পূর্ণ অশোচ হয় অর্থাৎ দশ দিন অশোচ থাকে আর সকুলোর তিন রাত্রি এবং গোত্রজ ব্যক্তি স্নানমাত্রে শুদ্ধ হয় । সুমানোদকের নিবৃত্তি-ভাব অর্থাৎ নামস্মরণ পর্য্যন্তকেই সকূলা কহে । *

চাতুর্কর্ণ্যশোচ ।

বিপ্রের পক্ষে দশদিন, ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশাহ, বৈশ্যের এক পক্ষ এবং শূদ্রের পক্ষে একমাস পূর্থাশোচ নিরূপিত আছে । † বিদেশে মৃত্যু বা জন্ম হইলে যে দিন সংবাদ পাওয়া যায়, জ্ঞাতি-গণ সেই দিন হইতে আরম্ভ করিয়া অশোচের অবশিষ্ট কয় দিন অশোচ গ্রহণ করিবে । জননাশোচ অতীত হইবার পর সংবাদ পাইলে আর অশোচ গ্রহণের আবশ্যক নাই । কিন্তু স্বীয় পুত্র-জন্ম-সংবাদ অশোচান্তে পাইলে ধৃতবস্ত্র সহ অবগাহন স্নান করিয়া শুদ্ধ হইবে । সপিণ্ড ব্যক্তির মৃত্যুসংবাদ অশোচ-

* এখানে ব্রাহ্মণের পক্ষের ব্যবস্থাই লিখিত হইল । ক্ষত্রিয় প্রভৃতির স্ব স্ব জাত্যুক্ত শোচের বিভাগমতে ব্যবস্থা হইবে ।

† স্বর্ঘ্যোদয়ের পূর্বে অশোচ হইলে পূর্বদিন হইতে গণনা করিতে হয় ; কারণ অশোচের দিন নির্ণয় না হইলে অশোচ গ্রহণ অকর্তব্য ।

চান্তে শুনিলে তিন রাত্রি অশৌচ গ্রহণ করিবে অর্থাৎ অশৌচান্তে এক বৎসরের মধ্যে মপিণ্ডের মৃত্যুসংবাদ পাইলে তিন রাত্রি অশৌচ গ্রহণ করিবে আর এক বৎসর পরে শুনিলে সদ্যঃশৌচ গ্রহণ ব্যবস্থেয় । কিন্তু মহাশুরু অর্থাৎ পিতা, মাতা অথবা পতির মৃত্যুসংবাদ এক বৎসরের পর শুনিলেও তিন রাত্রি অশৌচ গ্রহণ কর্তব্য ।

নারীবিসয়কাদ্যশৌচ ।

দুই বর্ষের ন্যূনবয়স্ক বালিকার মৃত্যু হইলে সদ্যঃশৌচ ব্যবস্থেয় । বাগদত্তা কন্যার মৃত্যু হইলে একরাত্রি অশৌচ হয় । বাগদান স্মিদ্ধ হইবার পর বিবাহ যাবৎ সময়ে মৃত্যু ঘটিলে পিতৃকুল পতিকুল উভয়কূলেই ত্রিরাত্রি অশৌচ গ্রহণ ব্যবস্থেয় । * বিবাহান্তে মৃত্যু হইলে পতিকূলে পূর্ণাশৌচ গ্রহণীয় । বিবাহিতা কন্যা পিতৃগৃহে থাকিয়া মরিলে বা প্রসূতা হইলে পিতা মাতার ত্রিরাত্রি এবং ভ্রাতৃগণের একরাত্রি অশৌচ হয় । অজাতদন্তা কন্যা মরিলে তাহার ভ্রাতার সদ্যঃশৌচ হয় । জাতদন্তা কন্যা মরিলে তৎসহোদর একরাত্রি অশৌচ গ্রহণ করিবে । + বিবাহের পর মরিলে আর ভ্রাতার অশৌচ হয় না, তখন কেবল পতিকূলেরই পূর্ণাশৌচ হইয়া থাকে ।

পুত্র বা কন্যা জন্মিলে বিপ্রাণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ইহাদিগের পক্ষে দশাহাবৎ আর শূদ্রাণীর ত্রয়োদশদিন অঙ্গাম্পৃশ্য থাকে ।

* বিবাহের পূর্কক্ষণ পর্য্যন্তকেই বাগদান কালে কহে ।

+ ইহার তাৎপর্য্য এই যে, চূড়াকরণ যাবৎ একরাত্রি অশৌচ ।

পুত্র জন্মিলে দশদিন যাবৎ মাতার অঙ্গাস্পৃশ্যত্ব থাকে এবং পিতার পক্ষে ঐ অঙ্গাস্পৃশ্যত্ব জ্ঞানের পূর্বক্ষণ পর্য্যন্ত জানিবে।

ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া বা বৈশ্যা পুত্র প্রসবান্তে বিংশতি দিনের পর এবং কৃত্যপ্রসবান্তে এক মাসের পর স্নান করিয়া সর্ব্বকর্মে অধিকারিণী হইবে। * শূদ্রাণীর পক্ষে পুত্র-কৃত্যর জাতাশৌচ একমাস এবং অঙ্গাস্পৃশ্যত্ব ত্রয়োদশ দিন।

বালকাদিমরণাশৌচ ।

নবম বা দশম মাসে বালক জন্মিয়া সেই জননাশৌচের মধ্যেই মরিলে পিতামাতার অঙ্গাস্পৃশ্যজাতাশৌচ এবং সপিণ্ড-বর্গের সদ্যঃশৌচ হয়। জননাশৌচান্তে মরিলে সহোদর ভ্রাতার একাচ অশৌচ হইয়া থাকে।

গর্ভমধ্যে মৃত হইয়া পুত্র বা কৃত্য ভূমিষ্ঠ হইলে সকলেরই পূর্ণাশৌচ।

জননাশৌচের পর যাবৎ দন্ত না জন্মে, তৎকালের মধ্যে মরিলে পিতামাতার এক রাত্রি অশৌচ আর দন্তোদগমের পর মৃত্যু হইলে তিন রাত্রি অশৌচ হইয়া থাকে। জাতদন্ত বালক মরিলে সপিণ্ডব্যক্তির একদিন অশৌচ এবং চূড়াকরণান্তে মরিলে তিন রাত্রি অশৌচ ব্যবস্থেয়।

মতান্তরে একুপণ্ড নির্দিষ্ট আছে যে, দন্তজনন যাবৎ অর্থাৎ

* ইতিপূর্বে ব্রাহ্মণীর পক্ষে দশ দিন অশৌচের বিধি বলিয়া আবার বিংশতিদিনের উল্লেখ করাতে এই বুঝাইল যে, পূর্বে যাহা বলা হইয়াছে, উহা অঙ্গাস্পৃশ্যত্ববিষয়ক আর এই বিংশতি দিন অশৌচবিষয়ক।

জননশৌচান্তে ছয় মাস মধ্যে বালক মরিলে সপিণ্ড ব্যক্তি সদ্যঃ আশৌচ গ্রহণ করিবে। ছয় মাস পরে দুই বৎসরের মধ্যে মরিলে একাহ এবং দুই বৎসরের পর ছয় বর্ষ তিন মাস মধ্যে মরিলে তিন রাত্রি অশৌচ গ্রহণীয়।

অনুপনীত ব্রাহ্মণবালক মরিলে তিন রাত্রি অশৌচ গ্রহণীয় ; কিন্তু পঞ্চ বর্ষ বয়সে উপনয়ন হইয়া মৃত্যু ঘটিলে পূর্ণাশৌচ ব্যবস্থেয়।

মতান্তরে এই প্রকার নির্দিষ্ট আছে যে, অপূর্ণ দ্বিবর্ষবয়সের মধ্যে যে ব্রাহ্মণশিশুর চূড়াকরণ হইয়াছে, তাহার মৃত্যুতে সকলেই ত্রিরাত্রাশৌচ গ্রহণ করিবে।

জাবালি এই প্রকার মত প্রকাশ করেন যে, ছয় মাস মধ্যে বাহার দন্তোদগম হইয়াছে, একবর্ষ বয়সের সময় চূড়াকরণ হইয়াছে এবং পাঁচ বৎসর বয়সের সময় উপনয়ন হইয়াছে,* সে মরিলে জ্ঞাতিবর্গ তদনুরূপ দশাহ, ত্র্যাহ ও একাহ অশৌচ গ্রহণ করিবে। *

অপূর্ণ যথাস মধ্যে শূদ্রশিশু মরিলে তাহার পিতা মাতা ও সপিণ্ডবর্গ ত্রিরাত্রি অশৌচ গ্রহণ করিবে।

অঙ্গিরার মতে দুই বৎসরের নূনবয়স্ক শূদ্রবালকের মৃত্যু হইলে পঞ্চাহ, তদূর্দ্ধবয়স্ক হইয়া ছয় বৎসরের মধ্যে মৃত্যু হইলে দ্বাদশাহ এবং ছয় বর্ষ অতীত হইয়া তৎপর মরিলে পূর্ণাশৌচ

* এ নিয়মটী ব্রাহ্মণের পক্ষে। শূদ্রের তাদৃশ নহে, কারণ তাহাদের পূর্ণাশৌচ একমাস। তাহারা সেই সংখ্যা অনুসারে অশৌচ গ্রহণ করিবে।

গ্রহণীয় । পরন্তু বিগ্ৰেহ উপনয়নবৎ শূদ্রজাতির পক্ষে বিবাহই প্রধান সংস্কার । এই হেতু ছয় বর্ষ বয়ঃক্রমের মধ্যে শূদ্রজাতির বিবাহ হইয়া মরিলে সে স্থলে এক মাস অশৌচ গ্রহণ ব্যবস্থ্যেয় । বর্ণসঙ্করেরা শূদ্রবৎ অশৌচ গ্রহণ করিবে ।

সদ্যঃশৌচ ।

হুতিক্কে, রাজবিপ্লবে, রাজশূত্র যুদ্ধে, বিদ্যুতান্বিতে ও শাপাদি দ্বারা মৃত্যু ঘটিলে সপিণ্ড ব্যক্তির সত্যঃশৌচ গ্রহণ করিবে ।

রাজার রাজকার্য্যে, ব্রতীর ব্রতে, যাজ্ঞিকের যজ্ঞে, শিল্পীর শিল্পকর্মে, রাজাজ্ঞাকারীর রাজার ইচ্ছাতে, দেবপ্রতিষ্ঠা ও বিবাহকালে, পূর্বসঙ্কলিত কোন ব্রতকালে, চিকিৎসকের চিকিৎসাতে, দাস-দাসীর দাস্তকরণকালে সপিণ্ডের মৃত্যু হইলে অশৌচ হয় না । কোন কোন মতে সদ্যঃশৌচের বিধি আছে ।

উপসর্গবশতঃ মরিলে সদ্যঃশৌচ হয় । আপদে মৃত্যু ঘটিলে কিম্বা বহু যন্ত্রণাতে মরিলে সদ্যঃশৌচ গ্রহণীয় ।

গর্ভস্রাবশৌচ ।

গর্ভস্রাবের কাল অষ্টম মাস পর্য্যন্ত নির্দিষ্ট আছে । ছয় মাস মধ্যে গর্ভস্রাব হইলে ষত মাস গর্ভ হইয়াছে, ততদিন সেই নারীর অশৌচ হয় । ছয় মাসান্তে আট মাস মধ্যে গর্ভস্রাব হইলে সেই স্ত্রী নিজ নিজ জাত্যুক্ত পূর্ণাশৌচ গ্রহণ করিবে এবং সপিণ্ডবর্ণের সদ্যঃশৌচ, নিগুণের একদিন এবং যথেষ্টাচারীর ত্রিরাত্রি অশৌচ ব্যবস্থ্যেয় ।

দ্বিতীয় মাসে, তৃতীয় মাসে, চতুর্থ মাসে, পঞ্চম মাসে কিম্বা

ষষ্ঠ মাসে গর্ভাশ্রাব হইলে যে কয় মাস গর্ভ হইয়াছে, তৎসম-
সংখ্য দিন অশৌচ গ্রহণের পরেও ব্রাহ্মণীয় একদিন, ক্ষত্রিয়
দুই দিন, বৈশ্য তিন দিন এবং শূদ্রাণীয়া ছয় দিন অতিরিক্ত
থাকে অর্থাৎ ততদিনের পর সে দৈব ও পৈত্র ক্রিয়ায়
অধিকারিণী হয়, কিন্তু লৌকিক কার্যে কোন বাধা নাই ।

সপ্তম বা অষ্টম মাসে গর্ভে মৃত হইয়া ভূমিষ্ঠ হইলে, সকলকেই
পূর্ণাশৌচ গ্রহণ করিতে হয় । নবম দশম মাসেও ঐ বিধি
নিরূপিত আছে ।

অঙ্গাস্পৃশ্যাদাশৌচ ।

পূর্ণাশৌচ স্থলে ব্রাহ্মণের পক্ষে অঙ্গাস্পৃশ্য তিন দিন, ক্ষত্রি-
য়ের ছয় দিন, বৈশ্যের অষ্টাহ এবং শূদ্রের দশ দিন থাকে ।

খণ্ডাশৌচ স্থলে অশৌচদিনকে তিন ভাগ করিয়া এক ভাগে
ষত সময় হয়, ততকাল অঙ্গাস্পৃশ্য গ্রহণীয় । অশৌচকাল
অতীত হইলে স্নানান্তেই শুদ্ধ হওয়া যায় ।

বালক বা বালিকা জন্মিলে যদি তৎপিতা বা বিমাতা
স্মৃতিকা স্পর্শ করে, তাহা হইলে মাতার তুল্য অঙ্গাস্পৃশ্য হয় ;
কিন্তু অপরের হয় না ।

আদিপুরাণের মতে এইরূপ নির্দিষ্ট আছে যে, পুত্র
বা কন্যা জন্মিলে বিপ্রাণী, ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্য দশাহ এবং শূদ্র
ত্রয়োদশাহ অঙ্গাস্পৃশ্য হয় । অশৌচান্তে শ্রবণ করিলে সব্ধ
স্নান দ্বারা ই উক্ত দোষের শাস্তি হইয়া থাকে ।

পুত্রকন্যা জন্মিলে কেবল পিতা-মাতারই অঙ্গাস্পৃশ্য হয়,
সপিণ্ডগণের হয় না ।

মৃতের চিতাধুম অঙ্গে লাগিলে সর্ববর্ণই স্নানান্তে শুদ্ধি লাভ করিবে।

শূদ্রের মৃত্যু হইলে যত দিন অঙ্গানুষ্ঠান থাকে, তৎকাল-মধ্যে কোন ব্রাহ্মণ সেই শূদ্রের বাটীতে গিয়া অশ্রুপাত করিলে তাঁহাকেও ত্রিরাত্রি অশৌচ গ্রহণ করিতে হয়।

অঙ্গানুষ্ঠান শান্তির পর এক মাস মধ্যে শূদ্রালয়ে গমন পূর্বক অশ্রুপাত করিলে সেই ব্রাহ্মণকে একদিন অশৌচ গ্রহণ করত সচেল স্নান করিতে হয়।

অহিসংকল্পনের পূর্বে স্ব স্ব জাতির গৃহে গিয়া অশ্রুত্যাগ করিলে দুই দিন অশৌচ গ্রহণ কর্তব্য। ব্রাহ্মণ হইয়া ক্ষত্রিয়ালয়ে বা বৈশ্যালয়ে অশ্রুপাত করিলে দুই দিনান্তে শুদ্ধ হইয়া থাকে আর শূদ্রের স্থলে সকলেরই উপবাস ব্যবস্থা। মৃত ব্যক্তির বান্ধবের সহিত অশ্রুপাত করিলেও একাধি অশৌচ গ্রহণীয়। সর্বত্রই এক দিন দান ও অধ্যয়নাদি নিষিদ্ধ।

খণ্ডাশৌচ।

যদি মাতুল, শিষ্য, পুরোহিত ও আত্মবান্ধব * ইহাদিগের দাহাদি না হয়, তবে পক্ষিণী অশৌচ হইবে; কিন্তু দাহাদি করিলে ত্রিরাত্রি ব্যবস্থেয়।

পিতৃবন্ধু † মরিলে পক্ষিণী অশৌচ, কিন্তু দাহাদি হইলে

* আত্মবান্ধব।—মাসীর পুত্র ও কন্যা এবং মাতুলপুত্রকেই আত্মবান্ধব কহে।

† পিতামহের ভগ্নীর পুত্র, পিতামহীর ভগ্নীর পুত্র এবং পিতার মাতুলপুত্র, ইহারাই পিতৃবন্ধু নামে অভিহিত।

ত্রিরাত্রি ব্যবস্থেয় । গুরু ও সহাধ্যায়ী মরিলে একরাত্রি অশৌচ হয় ।

বাহার সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, তাহার দাহাদি করিলে সদ্যঃশৌচ বিধি । বাহার সহিত কোন সম্বন্ধ আছে, তাহাকে দাহন করিলে ত্রিরাত্রাশৌচ হয় । পরিণীতা কন্তার পক্ষে সর্বত্রই ত্রিরাত্রি অশৌচ ব্যবস্থেয় ।

মাসী, মাতুল, স্বশুর, শাশুড়ী, গুরু, পুরোহিত ও শিষ্য নিজ গৃহে বা নিকটে মরিলে ত্রিরাত্র অশৌচ গ্রহণীয় ।

স্বশুর, শাশুড়ী, ভগিনী, মাতুলানী, মাতুল, পিসী ও মাসী ইহারা দূরে মরিলে পক্ষিণী অশৌচ হয় । *

গুরুপুত্র, গুরুদারা, উপাধ্যায়, মাতুল, স্বশুর, শাশুড়ী, শ্রালক, সহাধ্যায়ী ও শিষ্য ইহারা অত্র মরিলে একদিন অশৌচ হয় ; কিন্তু স্বগৃহে মরিলে ত্র্যহ এবং একগ্রামে মরিলে পক্ষিণী অশৌচ হইয়া থাকে ।

দৌহিত্র ও ভাগিনেয় মরিলে পক্ষিণী অশৌচ ব্যবস্থেয়, কিন্তু দাহাদি করিলে তিন রাত্রি হইবে ।

পিতা মাতার মরণান্তে বিবাহিতা কন্তা দাহাদি না করিলেও ত্রিরাত্রি অশৌচ গ্রহণ করিবে ।

সমানোদকের মৃত্যু হইলে তিন রাত্রি আর পোত্রজের মৃত্যু হইলে এক দিন অশৌচ হয় । মাতৃবন্ধু, † গুরু, মিত্র ও নৃপতির মৃত্যু হইলে ঐ প্রকার একদিন অশৌচ হয় ।

* আগামী-বর্ত্তমানদিন বিশিষ্ট রাত্রির নাম পক্ষিণী ।

† মাতৃবন্ধু ।—মাতামহীর ভগ্নীর পুত্র, মাতামহের ভগ্নীর পুত্র এবং মাতার মাতুলপুত্র, ইহাদিগকেই মাতৃবন্ধু কহে ।

যে ব্যক্তি অশাজীৱরূপে আত্মহত্যা করে, তাহার মৃত্যুতে অশৌচ নাই। শাজীৱরূপে আত্মঘাতী কিম্বা প্রমাদবশতঃ অনাহারে মৃত, বজ্রপাতে মৃত, অগ্নিতে পতিত হইয়া মৃত, জল-মগ্ন হইয়া মৃত, উন্নতস্থল হইতে পড়িয়া মৃত, শূঙ্গী দ্বারা হত, দংশ্ত্রী দ্বারা হত, সর্পদষ্ট হইয়া মৃত, বিষপ্রয়োগে মৃত, চণ্ডাল দ্বারা মৃত এবং চৌর প্রভৃতি দ্বারা হত হইয়া মরিলে তিন রাত্রি অশৌচ হয়। যে সকল ব্যক্তি ছক্ষুর্মা, মহাপাপী ও পতিত, তাহাদিগের দাহ বা অশৌচ নাই। পক্ষী, মংস্ত্র, শূঙ্গী, দংশ্ত্রী, নখী ইত্যাদি দ্বারা হত, উচ্চস্থান হইতে পতন, উপবাস, প্রায়োপ-বেশন, বজ্র, বহ্নি, বিষপ্রয়োগ, বন্ধন ও জলমজ্জনরূপ পারি-ভাবিক শাস্তাঘাত এবং ক্ষত ব্যতীত শাস্তাঘাতে যদি তিন দিবসের মধ্যে মৃত্যু হয়, তাহা হইলে তিন রাত্রি অশৌচ হইবে; কিন্তু তিন দিন পরে অথবা সপ্তাহ পরে মরিলে পূর্ণাশৌচ গ্রহণীয়।

সহমরণাশৌচ ।

জীজাতির সহমরণে কিম্বা অনুমরণে তাহার জ্ঞাতি পুত্র প্রভৃতির তিন রাত্রি অশৌচ হইয়া থাকে। পরন্তু ব্রাহ্মণীর সহমরণ ব্যতীত অনুমরণ হয় না।

সহমরণাশৌচ অপেক্ষা পতিমরণাশৌচ শ্রেষ্ঠ; স্মৃতরাং গুরু অশৌচে লঘু অশৌচের নিরাস হয়। যদি যুদ্ধাদিতে হত পতির লঘু অশৌচ হইলেও সহগমন করিলে সহমরণাশৌচ হইবে না। কিন্তু পৃথক্ চিতায় আরোহণ করিলে তিন রাত্রি অশৌচ হইবে।

মৃত্যুবিশেষাশৌচ ।

অনাহারে, বজ্রপাতে, অগ্নিতে, জলপ্রবেশে, উচ্চস্থান

হইতে পতনে, যুদ্ধে, দেশান্তরে মরিলে তিন রাত্রি অশৌচ হইয়া থাকে ।

যদি প্রমাদ বশতঃ হঠাৎ শূঙ্গী, দস্তী, নখী, সর্প, বিষ, বিছা-
তায়ি, জল, চণ্ডাল, চোর ইত্যাদি দ্বারা হত হয়, তাহা হইলে
তাদৃশ মৃত ব্যক্তির দাহাদি করণীয় । ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ সমস্তের
মুখে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিলে দাহাদি, শ্রাদ্ধাদি বা অশৌচ
কিছুই নাই । . .

ক্রোধাক্ত হইয়া অনাহার অথবা জল বা অগ্নিতে প্রবেশ করত
মরিলে তাহার অগ্নিদানাদি কার্য্য, শ্রাদ্ধতর্পণাদি ও অশৌচ
কিছুই নাই ।

পরদারাগমনকালে যদি তৎপতিকর্ত্ত্বক বা অন্য কর্ত্ত্বক
নিহত হয়, অসমান সঙ্করজাতি বা চণ্ডাল প্রভৃতির সঙ্গে ক্রৌড়া
করিতে করিতে কলহ উপস্থিত হইয়া যদি তাহাদিগের দ্বারা নিহত
হয়, যে ব্যক্তি বিষদান করে, যে বিষ সেবন করাইয়া বধ করে, যে
ব্যক্তি অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া মারে, যে বিধিনিয়মতিরিক্ত মুণ্ডনাদি
করে, যাহারা পরের অনিষ্টসাধনে ইচ্ছুক, যাহারা রোষাক্ত হইয়া
বিষপান অনাহার অগ্নিপ্রবেশ জলমজ্জন অস্ত্রশস্ত্রাঘাত উচ্চস্থান
হইতে পতন বা রজ্জুবন্ধন প্রভৃতি দ্বারা দেহত্যাগ করে, যে
ব্যক্তি সজ্জাতীয় হইয়া স্নেহবৎ চন্দ্রাঙ্গিনির্দ্দিত পাত্র ব্যবহার
করে, যে ব্যক্তি লোভপরায়ণ হইয়া পরের বিনাশার্থ উপায় ও
স্থানাদি স্থির করে, যাহার মুখে যোনিচিহ্ন বিদ্যমান, যে ব্যক্তি
ব্রাহ্মণদত্ত অভিশাপে বিনষ্ট, যে ব্রাহ্মণ কর্ত্ত্বক অভিচারাদি দ্বারা
নিহত, যে ব্যক্তি ক্লীব এবং যাহারা মহাপাতকী, তাহারা পতিত
বলিয়া পরিগণিত । ইহাদিগের দাহ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, অহিসংকল্প,

অশ্রপাত, পিণ্ড ও শ্রাদ্ধাদি কিছুই নাই । যদি ঐ সকল ব্যক্তিকে দাহ করা যায়, তাহা হইলে দাহকর্ত্তা তপ্তকৃচ্ছ্রব্রতদ্বয় করিয়া শুদ্ধ হইবে । উক্ত ব্রতে অসমর্থ হইলে সার্ক্কাবিংশতি কার্ষাপণী দানরূপ প্রায়শ্চিত্ত করণীয় ।

কুষ্ঠরোগী মরিলে যদি স্নেহনিবন্ধন তাহার দাহাদি করা যায়, তাহা হইলে দাহাদিকারীকে যতিচান্দ্রায়ণ ব্রত বা ধেনুচতুষ্টয় দান করিয়া শুদ্ধ হইতে হয় । * রোগী স্বয়ং প্রায়শ্চিত্ত করিয়া মরিলে আর দাহাদিকারীর প্রায়শ্চিত্ত করিবার আবশ্যক নাই । যতিচান্দ্রায়ণব্রতে অক্ষম হইলে সপাদ একাদশকর্ষাপণীদানরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবে ।

যে ব্যক্তি অস্ত্রাঘাত প্রাপ্ত হইয়া তিন দিবস পরে মরে, সে যে কোন বর্ণই হউক না কেন, পূর্ণাশৌচ হইবে । তিনদিনের মধ্যে মরিলে ত্রিরাত্রি অশৌচ হয় । অনেকে এইরূপ ব্যবস্থা দিয়া থাকেন ।

শাস্ত্রান্তরে এইরূপ ব্যবস্থাও দৃষ্ট হয় যে, রোগ ব্যতীত যুদ্ধাদিতে ক্ষত হইয়া মরিলে তজ্জন্তু দ্বিবিধ অশৌচ হয় অর্থাৎ সপ্তাহমধ্যে মরিলে তিনরাত্রি এবং তৎপর মরিলে স্ব স্ব জাত্যুক্ত নিয়মে অশৌচ গ্রহণীয় ।

* সাধারণতঃ কুষ্ঠ অষ্টবিধ ;—(১) বিচর্চ্চিকা, (২) কুশ্মা, (৩) চর্চ্চরায়, (৪) বিকচু', (৫) ব্রণ, (৬) তাম্র, (৭) কৃষ্ণ ও (৮) শ্বেত । এই সকল কুষ্ঠ উত্তোরোত্তর শ্রেষ্ঠ । ইহার মধ্যে যে কোনরূপ কুষ্ঠরোগী হউক না কেন, সে সর্বকর্মে অনাধিকারী । কুষ্ঠরোগী মরিলে তাহাকে তীর্থে বা বৃক্ষমূলে প্রোথিত করিবে । তাহার দাহ, পিণ্ড বা শ্রাদ্ধতর্পণাদি নাই ।

শবানুগমনাশৌচ । *

অসপিণ্ডের মরণে যদি কোন ব্রাহ্মণ বন্ধুবৎ তাহার বহন বা দাহাদি করে, তাহা হইলে তিন রাত্রি অশৌচ গ্রহণীয় । মাতার সহোদর প্রভৃতির বহনদাহাদি করিলেও স্বরূপ অশৌচ ব্যবস্থেয় । কোন অসপিণ্ড বিপ্র কোন ব্যক্তির বাটীতে শবদাহনান্তে তদন্ন সেবন করিলে তাহাকে দশ দিন অশৌচ গ্রহণ করিতে হইবে । কিন্তু অন্ন ভক্ষণ না করিয়া তাহার গৃহে বাস করিলে একাহ অশৌচ ব্যবস্থেয় । • •

কোন অনাথ বা দরিদ্র ব্রাহ্মণ মরিলে যদি অপরাপর

* জগৎপাতার এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্রই সকলজাতিতেই শবানুগমন প্রথা প্রচলিত আছে, কিন্তু হুঃখের বিষয় এই যে, আমাদিগের বঙ্গদেশের অধম বাঙ্গালীজাতির ইহার প্রতি কোনরূপ আস্থাই প্রদর্শন করেন না । বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে স্পষ্টই লক্ষিত হইয়া থাকে যে, পশুপক্ষ্যাদি তির্যাক্-জাতির মধ্যেও শবানুগমন ও সহানুভূতি আছে, কিন্তু আমরা এরূপ নরাধম ও পশ্বাদি হইতেও হেয় যে, তৎপ্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত করি না । আমাদিগের শাস্ত্রে এরূপ কোন বিশেষ প্রমাণ বা যুক্তি পাওয়া যায় না যে, সজাতীয় শবের অনুগমন করিতে নাই । শবানুগমনভেদে অশৌচগ্রহণের ব্যবস্থা আছে সত্য, কিন্তু সজাতীয় শবের অনুগমন করিবে না বা থাকিতে নাই, এরূপ যুক্তি কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না । শবানুগমন দ্বারা সহানুভূতি প্রকাশ করা অথবা আর্থিকাদি নানা উপায়ে বিজাতীয় শবদাহনের আনুকূল্য করা যে সর্বতোভাবে বিধেয় ও ধর্ম্মসঙ্গত, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র ।

ব্রাহ্মণেরা তাহার বহনদাহনাদি করে, তাহা হইলে সবজ্ঞ জ্ঞান পূর্বক স্নাত সেবন দ্বারা শুদ্ধ হইবে । কিন্তু এই যে নিয়ম লিখিত হইল, ইহা অসম্বন্ধস্থলে বুঝিবে অর্থাৎ যদি মৃত ব্যক্তির সহিত কোন সম্বন্ধ না থাকে, তাহা হইলে সদ্যঃশৌচ হইবে, পরন্তু কোনরূপ সম্বন্ধ থাকিলে ত্রিরাত্রি অশৌচ গ্রহণীয় ।

ব্রাহ্মণ হইয়া কদাচ শূদ্রের শবানুগমন করিবে না । ইষ্ঠাং গমন করিলে জ্ঞান পূর্বক অগ্নিস্পর্শ ও স্নাতপ্রাশন করিয়া বিশুদ্ধ হইবে ।

শ্রেষ্ঠ জাতি হীনজাতীয়ের শব এবং হীন জাতি শ্রেষ্ঠজাতির দাহাদি করিলে মৃত ব্যক্তি যে জাতির, সেই জাতিবিহিত অশৌচ গ্রহণ করিবে ।

লোভবশতঃ ভিন্নগোত্রীয় শবদাহাদি করিলে ব্রাহ্মণের দশাহ, ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশাহ, বৈশ্যের এক পক্ষ এবং শূদ্রের একমাস অশৌচ হয় ।

ব্রাহ্মণ হইয়া শবের সরস অস্থি স্পর্শ করিলে সবজ্ঞ জ্ঞান করিয়া শুদ্ধ হইবে এবং নীরস অস্থি স্পর্শ করিলে গোম্পর্শ ও সূর্য্য দর্শন করিয়া শুদ্ধি লাভ করিবে । *

কুর্শ্য পুরাণের মতে এইরূপ দৃষ্ট হয় যে, ব্রাহ্মণ হইয়া ইচ্ছা-পূর্বক বিপ্রশবের অনুগমন করিলে সবজ্ঞ জ্ঞান পূর্বক অগ্নি ও স্নাত সেবন করিয়া শুদ্ধ হইবে । ক্ষত্রিয় হইয়া ক্ষত্রিয়শরের

* বশিষ্ঠসংহিতায় লিখিত আছে যে, মানবের স্নিগ্ধ অস্থি স্পর্শ করিলে তিন রাত্রি এবং অস্নিগ্ধ অস্থি স্পর্শ করিলে অহো-রাত্রি অশৌচ গ্রহণীয় ।

অনুগামী হইলে সবজ্ঞ স্নান, ঘৃত সেবন ও একাহ উপবাস করিবে। বৈশ্য হইয়া বৈশ্যশবের অনুগামী হইলে দুই রাত্রি উপবাস এবং স্নান ও ঘৃত প্রাশন ব্যবস্ত্যে। শূদ্র হইয়া শূদ্র-শবের অনুগমন করিলে স্নান, ঘৃত সেবন, ত্রিরাত্র উপবাস ও এক শত প্রাণায়াম করিয়া শুদ্ধ হইতে হয়।

অশৌচশব্দবাবস্থা।

কি জননাশৌচ, কি মরণাশৌচ বাহার মধ্যেই হউক না কেন, যদি অল্প কোন জননাশৌচ বা মরণাশৌচ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে পূর্ক অশৌচের শেষদিনেই দ্বিতীয় অশৌচের শেষ হইয়া যাইবে।

অশৌচের গুরুতা ত্রিবিধ;—প্রথম জননাশৌচ অপেক্ষা মরণাশৌচ গুরু, দ্বিতীয় জাতির পুত্রাদিজন্ম অপেক্ষা আপনার পুত্রাদিজননাশৌচ গুরু, তৃতীয় সপিণ্ডের মরণাশৌচ অপেক্ষা আপনার পিতা মাতা ও পতির মরণাশৌচ গুরু। সপিণ্ডের জনন-মরণে সপিণ্ডের সমান অশৌচ হয়। এই উভয় সমানের মধ্যে সমানাশৌচ হইলে পূর্কশৌচে বিগুদ্ধ হওয়া যায়। পূর্ক অশৌচের শেষ দিবসে অল্প সপিণ্ড মরিলে দুই দিবস অতিরিক্ত গ্রহণ করিতে হইবে। অশৌচান্ত-দ্বিতীয় দিনে অল্পদয়ে সপিণ্ড মরিলে তিন দিন অতিরিক্ত গ্রহণ করিবে। গুরু অশৌচমধ্যে লঘু অশৌচ ঘটিলে অথবা লঘু অশৌচমধ্যে গুরু অশৌচ উপস্থিত হইলে প্রথম অশৌচের শুদ্ধিতেই সমস্ত শুদ্ধ হয়। যদি লঘুর পূর্কাদ্ধে গুরু অশৌচ হয়, তাহা হইলে ঐ পূর্কাদ্ধ লঘু অশৌচেই শুদ্ধ হইবে। লঘুর দ্বিতীয়াধ্ধে গুরু অশৌচ হইলে গুরুর দ্বিতী-
য়াধ্ধে শুদ্ধ হয়। পিতার মৃত্যুর পর মাতা মরিলে অথবা মাতার

মৃত্যুর পর পিতা মরিলে উভয়ের গুরুত্ব নিবন্ধন প্রথম অশৌচ-
চেই শুদ্ধি হইবে। কিন্তু যদি দশদিবসে মরণ হয়, তবে দুই
দিন অতিরিক্ত হইবে। আর রাত্রিশেষে মৃত্যু হইলে তিন
দিন অতিরিক্ত হয়।

জনন্যশৌচের মধ্যে প্রসূতা স্ত্রীর পতি মরিলে জনন্যশৌচের
শুদ্ধিতেই মরণ্যশৌচ শুদ্ধ হইবে। যদি সপিণ্ডের অশৌচান্ত-
দিনে পিতার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে সেই সপিণ্ড্যশৌচ পিতৃমরণ-
জনিত অশৌচান্তদিবসে সমাপ্ত হইবে। কেননা, এ স্থানে
মহাগুরুনিপাত বৃদ্ধিতে হইবে। যদি পিতার মরণ্যশৌচের মধ্যে
মাতার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে পূর্ব অশৌচান্তদিবসেই শেষ
অশৌচের সমাপ্তি হয়। কেননা উভয় অশৌচই তুল্য। স্ত্রীর
পুত্র বা কন্যা ভূমিষ্ঠ হইলে যদি সেই অশৌচের মধ্যেই সপিণ্ডের
পুত্র বা কন্যা জন্মে, তাহা হইলে স্ত্রীর পুত্র-কন্যা-জন্মজনিত অশৌ-
চান্তদিনে পরাশৌচের সমাপ্তি হইবে। যদি একদিনে উভয়
সপিণ্ডের মৃত্যু হইয়া তৎপরে মাতৃ-পিতৃ-বিয়োগ হয় অথবা
পতির মৃত্যু ঘটে, তবে পূর্ব অশৌচান্তদিনেই সমস্ত অশৌচের
শেষ হয়। যদি জনন্যশৌচের মধ্যে অথ কোন জনন্যশৌচ পড়ে
আর পূর্বজাত সন্তানের উল্লিখিত অশৌচান্তান্তরে মরণ ঘটে,
তাহা হইলে পিতা-মাতার জনন্যশৌচ ও সপিণ্ডগণ স্বানমাত্রে
শুদ্ধ হইবে। যদি পরে সজ্জাত বালক অশৌচান্তান্তরে মরে, তাহা
হইলে সকলেরই জনন্যশৌচ তুল্যভাবে হইবে। সপিণ্ডের
জাত্যশৌচের প্রথমার্দ্ধে আপনার পুত্র জন্মিলে সপিণ্ডের অশৌ-
চের শুদ্ধিতেই শুদ্ধি হইবে। যদি পরার্দ্ধে মৃত্যু হয়, তাহা হইলে
আপন শুদ্ধিতে শুদ্ধি জানিবে। যদি বিহ্যত্যাগি প্রভৃতিতে মরণ

বটে, তাহা হইলে তিন রাত্রি অশৌচ ব্যবস্থায় আর যদি তন্মধ্যে অন্য খণ্ডাশৌচ পড়ে, তাহা হইলে পূর্ব অশৌচেই সমস্ত শেষ হইবে। ফল কথা, লঘু গুরু বিবেচনা পূর্বক অশৌচব্যবস্থা নির্ণয় করিতে হয়।

অশৌচমধ্যে কর্তব্যতা।

অশৌচমধ্যে সন্ধ্যা, অধ্যয়ন, হোম, আতিথ্য, তর্পণ, বৈশ্ব-দেবপূজন ও শ্রতিবিহিত কার্য্য করিবে না। অশৌচমধ্যে দেবতা ও পিতৃগণের উদ্দেশে তর্পণ করিতে নাই আর ব্রাহ্মণ-দিগকে অভিবাদন বা তাহাদিগের প্রণামাদি গ্রহণ করিবে না। অশৌচাভ্যন্তরে ইষ্টপূজা করিতে হইলে স্নানাদি সমাধা করত কেবল মানসোপচারে পূজা করিবে। বাহ্যিক উপকরণযোগে না করিয়া কেবলমাত্র ধ্যানযোগে অর্চনাই কর্তব্য। *

অযাচিতভাবে কোন বস্তু প্রদান করিলে অশুচি ব্যক্তি তাহা গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু কুলটা, ছত্রিয়াসক্ত, পাষণ্ড ও পতিত ব্যক্তির দিলে তাহা গ্রহণ নিষিদ্ধ। অশৌচ অবস্থায় অশুচি ব্যক্তি যদি লবণ, মধু, মাংস, পুষ্প, মূল, ফল, শাক, কাষ্ঠ, তৃণ, জল, দধি, ঘৃত, দুগ্ধ, তৈল, ঔষধ, অজিন, তণ্ডুল ও বাব-তীয় পণ্য দ্রব্য স্পর্শ করে, তাহা হইলে তাহা গ্রহণ করা যায়।

* এই যে ব্যবস্থার উল্লেখ হইল, ইহা সকলের পক্ষে নহে। কারণ, যাহারা প্রথম হইতে সঙ্কলকারক অর্থাৎ যখন প্রথম দীক্ষা গ্রহণ করা হয়, তখন যাহারা এইরূপ সঙ্কল করিয়া থাকেন যে, যাবজ্জীবন প্রতিদিন পূজা করিব, তাহাদের পক্ষেই এই ব্যবস্থা নির্দিষ্ট আছে। তাহারাই অশৌচাভ্যন্তরে নিত্য-পূজার অনুষ্ঠান করিতে পারেন।

পূরকপিণ্ডদান ।

অশৌচমধ্যেই পূরকপিণ্ড দিতে হয়, এই জ্ঞাত সাধারণের বিদিতার্থ এই স্থলেই তদ্বিসয় লিখিত হইল, যথা—দশপিণ্ডকেই পূরকপিণ্ড বলা যায়। অশৌচমধ্যেই ঐ দশ পিণ্ড দিবে। অক্ষম হইলে অশৌচান্তদিনে দিতে পারে।

ত্রাহাশৌচে।—প্রথম দিনে এক, দ্বিতীয় দিনে চারি এবং তৃতীয় দিনে পাঁচ অথবা প্রথম দিনে তিন, দ্বিতীয় দিনে চারি ও তৃতীয় দিনে তিন অর্থাৎ প্রথম দিনে এক পিণ্ড দিবে, দ্বিতীয় দিনে চারি ও তৃতীয় দিনে পাঁচ পিণ্ড দিবে কিম্বা প্রথম দিনে তিন পিণ্ড দিয়া দ্বিতীয় দিনে চারি পিণ্ড ও তৃতীয় দিনে তিনটা পূরকপিণ্ড দিতে হয়।

চতুরহাশৌচে। প্রথম দিনে দুই, দ্বিতীয় দিনে তিন, তৃতীয় দিনে তিন ও চতুর্থ দিনে দুই পিণ্ড দিবে।

পঞ্চাহাশৌচে।—প্রথম দিনে এক, দ্বিতীয় দিনে দুই, তৃতীয় দিনে চারি, চতুর্থ দিনে দুই এবং পঞ্চম দিনে এক পিণ্ড দিবে।

ষড়হাশৌচে।—প্রথম দিনে এক, দ্বিতীয় দিনে তিন, তৃতীয় দিনে এক, চতুর্থ দিনে তিন, পঞ্চম দিনে এক এবং ষষ্ঠ দিনে এক পিণ্ড দিবে।

সপ্তাহাশৌচে। প্রথম দিনে এক, দ্বিতীয় দিনে এক, তৃতীয় দিনে দুই, চতুর্থ দিনে দুই, পঞ্চমদিনে দুই, ষষ্ঠদিনে এক, সপ্তম দিনে এক পিণ্ড দিবে।

অষ্টাহাশৌচে। প্রথম দিনে এক, দ্বিতীয় দিনে এক, তৃতীয় দিনে এক, চতুর্থ দিনে দুই, পঞ্চম দিনে দুই, ষষ্ঠ দিনে এক, সপ্তম দিনে এক ও অষ্টম দিনে এক পিণ্ড দিবে।

নবাহাশৌচে ।—প্রথমদিনে এক, দ্বিতীয়দিনে এক, তৃতীয় দিনে এক, চতুর্থ দিনে এক, পঞ্চমদিনে দুই, ষষ্ঠদিনে এক, সপ্তম দিনে এক, অষ্টমদিনে এক ও নবম দিনে এক পিণ্ড দিবে ।

দশাহাশৌচে । প্রথম হইতে দশদিন পর্য্যন্ত প্রতিদিন এক এক পিণ্ড দিবে ।

পক্ষিণী অশৌচে ।—দুই দিনেই পঞ্চ পঞ্চ এবং স্বাহাশৌচেও একরূপ পিণ্ড দিবে । . .

দ্বাদশাহাদ্যশৌচে ।—প্রথম দিন হইতে নবমদিবস যাবৎ নয় পিণ্ড আর অশৌচান্ত দিনে এক পিণ্ড দিবে । বৈশ্ব ও শূদ্রের পক্ষে এই নিয়ম । সদ্যঃশৌচ স্থলে বা একাহাশৌচ স্থলে ঐসই দিবসেই সকল পিণ্ড দিতে হয় ।

দাহাদির শেষে এই নিয়মে পূরক পিণ্ড দিবে যে, দুই মুষ্টি তণ্ডুল দুই বার প্রক্ষালন করত মৃৎপাত্রে উত্তমরূপে পাক করিবে । জ্ঞানদিকে পাক করাই কর্তব্য । পরে পবিত্রহস্ত ও বিপরী-
তোত্তরীয় হইয়া ভূতলে জাহ্নু পাতিয়া দক্ষিণাভিমুখে বসিবে । পরে চারিদিকে একহস্তপরিমাণ ও চতুরঙ্গুল উন্নত এবং দক্ষিণদিক্ নিম্ন বেদী করিয়া কুশজল নিক্ষেপ করিবে । অন-
ন্তর তদুপরি নৈঋতক্রমে চতুষ্কোণ রেখা করিয়া কুশ বিস্তৃত করত “অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মবনেনিনিক্ষু” মন্ত্রে সতিল জল দিবে । তৎপরে তিল, মধু ও স্নতযুক্ত বিষপরিমিত তণ্ডুপিণ্ড লইয়া “অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্তামুকদেব-
শর্ম্মঃ এতন্তে প্রথমং পিণ্ডপূরকং” এই মন্ত্রে কুশোপরি প্রদান করিবে । তদনন্তর পুনরায় হস্তদ্ব্যুত জল উক্ত অবনেনিক্ষু মন্ত্রে পিণ্ডোপরি দিতে হয় । তৎপরে উর্গাতস্তময় বাস লইয়া

“অমুকগোত্র প্রেতামুকদেবশস্য্নেততে উর্ণাতন্তুময়স্বাস” মন্ত্রে পিণ্ডোপরি দিবে। পরে কাঁচা মৃগায় পাত্রে পিণ্ড-সমীপে জল রাখিবে। যথাসাধ্য গন্ধ ও পুষ্প পিণ্ডোপরি দিয়া যাবৎ ধূম উত্থিত না হয়, তাবৎ পিণ্ডের নিকট অবস্থান করত দর্শন করিবে। অনন্তর সলিলে বিসর্জন করত গৃহে গমন করিতে হয়। যাহার উপনয়ন হয় নাই কিম্বা যে কত্থা অবিবাহিতা, তাহার কুশান্তরণ ব্যতীত পিণ্ড দিবে। অষ্টমবর্ষ বয়ঃক্রমের পর কুশোপরি পিণ্ড দিতে পারে। যদিপি ঐ সময়ের মধ্যে যজ্ঞোপবীত ও কত্থার বিবাহ হয়, তাহা হইলে কুশান্তরণের উপরিভাগে পিণ্ড দিবে।

নীরক্ষীরদান।

কাষ্ঠময় ত্রিপদী প্রস্তুত করিয়া তাহার উপর মৃত্তিকাপাত্রে জল ও অন্নপাত্রে দুধ রাখিয়া ভূতলে জানু পাতিয়া বসিবে এবং বিপরীত উত্তরীয় করিয়া “প্রেতাত্ন স্নাহি পিব চেদং ক্ষীরং” এই মন্ত্রে পিণ্ডের উপর দিবে। যদি দশ দিন দেয়, তাহা হইলে অধিক ফল হয়, নতুবা শেষে এক দিনে দিলেও চলিতে পারে। কোন কোন ব্যক্তি পিণ্ডোপরি না দিয়া নিবেদন করিয়া দিয়া থাকেন। পরন্তু পিণ্ডোপরি দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। প্রতি পিণ্ডে এক একটা করিয়া ক্ষীরপাত্র দিতে হয় আর জলপাত্রও প্রথম পিণ্ডে এক, দ্বিতীয় পিণ্ডে দুই, তৃতীয় পিণ্ডে তিন এই নিয়মে দশ পিণ্ডে পঞ্চপঞ্চাশৎসংখ্য নীরপাত্র দিবে। যে ব্যক্তি অস্ত্যোষ্টি-ক্রিয়া করে, সেই ব্যক্তিই পূরকপিণ্ড দিবে। জ্যেষ্ঠ পুত্র বিদ্যমানের কোন কারণে অস্ত্যোষ্টিক্রিয়া করিতে না পারিলে যে ব্যক্তি অস্ত্যোষ্টিক্রিয়া করিবে, সেই পূরকপিণ্ড দিবে।

আদ্য শ্রাদ্ধে, পূরকপিণ্ডে, প্রেততর্পণে ও মাসিক শ্রাদ্ধকালে সামবেদীয়গণ কদাচ স্বধা শব্দ প্রয়োগ করিবে না। অত্যাশ্রিত বেদীয়েরা পূরক ভিন্ন অত্যাশ্রিত স্বধা ব্যবহার করিবে।

গঙ্গাজলে অস্থিনিষ্ক্ষেপ ।

মৃত ব্যক্তির অস্থি গঙ্গাজলে দিব্য আবশ্যক হইলে উক্তরা-
ভিমুখ হইয়া আচমন পূর্বক কুশ জল লইয়া সঙ্কলন করত অস্থিকে
পঞ্চগব্যে অভিষেক করিবে। পরে স্বর্ণ, মধু, ঘৃত ও তিল-
মিশ্রিত বাটীর মধ্যে আবৃত করত দক্ষিণ দিক্ দর্শন পূর্বক
“নমো ধর্ম্মরাজায়” বলিয়া জলে অবতরণ করিবে। পরে “স মে
প্রীতো ভবতু” বলিয়া দূরস্থ জলমধ্যে ফেলিয়া দিবে। তৎপরে
জ্ঞান করিয়া দক্ষিণা প্রদান করিবে।

শ্রাদ্ধ ।

নিত্যকৃত্যাদ্যায়ে নিত্যশ্রাদ্ধস্থলে শ্রাদ্ধের প্রকারভেদ
কথিত হইয়াছে। অধুনা সাধারণের বিদিতার্থ একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ-
বিধি নিম্নে প্রদত্ত হইল। অত্যাশ্রিত শ্রাদ্ধসমূহের পদ্ধতি মৎপ্রকা-
শিতব্য “শ্রাদ্ধ” নামক গ্রন্থে দৃষ্টি করিলেই সবিস্তার জ্ঞাত হইতে
পারিবেন।

সাধ্বৎসরিকৈকোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধপ্রয়োগঃ ।

তত্র পূর্বদিনে নিরামিষং স্কৃতস্তোজনং কৃত্বা পরদিনে দেবপূজান্তং
কর্ষ কৃত্বা দক্ষিণাভিমুখীভূয় পাদৌ প্রক্ষাল্য দর্ভহস্তঃ প্রাঙ্গুধ
উদঙ্গুখো বা দ্বিরাচম্য গোময়েনোপলিপ্তায়াং ভূমৌ মধ্যাহ্নে
শ্রাদ্ধপর্য্যাদন্তেতরকালে বা দর্ভাসনে চোপবিষ্ট তিলতৈলেন দীপং
প্রজ্জ্বল্য ভোজ্যাদিকমুৎসৃজেৎ । তদ্বথা ।—ভোজ্যাদিকমানীয়
এতে গন্ধপুষ্পে ও সোপকরণভোজ্যায় নমঃ । ইতি ত্রিঃ সম্পূজ্য

এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ । এতে গন্ধপুষ্পে
 এতৎসম্প্রদানায় ওঁ ব্রাহ্মণায় নমঃ ইতি সম্পূজ্য কুশত্রয়সহিত-
 জলমাদায় ওঁ অদ্যামুকে মাস্ত্রমুকপক্ষেহমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্ত
 পিতুরমুকদেবশর্মাণঃ সাধ্বৎসরিকশ্রাদ্ধবাসরে অমুকগোত্রস্ত
 পিতুরমুকদেবশর্মাণঃ স্বর্গকাম ইদং সোপকরণভোজ্যং বিষ্ণুদৈবতং
 যথানামগোত্রায় ব্রাহ্মণায়াহং দদানি । ততো দক্ষিণা । যথা,—
 এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ফলায় নমঃ ইতি ত্রিঃ সম্পূজ্য ওঁ অদ্যোত্যাদি
 কৃতৈতৎসোপকরণভোজ্যাদানকর্মাণঃ সাজ্ঞতাং দক্ষিণামিদং
 ফলং বিষ্ণুদৈবতং যথানামগোত্রায় ব্রাহ্মণায়াহং দদানি । ততঃ
 দক্ষিণপাণৌ কোশদ্বিদলরূপবিভ্রং বামে বহুতরকুশান্ ধৃষ্টা ওঁ
 বাস্তপুরুষায় নমঃ । ইতি গন্ধাদিনা বাস্তং সম্পূজ্যানং দত্ত্বা ওঁ
 তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশুন্তি সুরয়ঃ দিবীষ চক্ষুরাততম্ ।
 ইত্যনেন হরিং স্তুত্বা ষজ্জেশ্বরং গন্ধাদিনা সম্পূজ্য এতৎ শ্রাদ্ধীয়াগ্র-
 ভাগসম্বৃতসোপকরণাং ষজ্জেশ্বরায় ওঁ বিষ্ণবে নমঃ । ইত্যনেন
 শ্রাদ্ধীয়াগ্রভাগং দত্ত্বা পয়কৌরভূমৌ চেৎ তং স্বামিনে মূল্যমথবা
 পিতৃরীত্যা এতদন্নং সোপকরণং এতদৃহৃষামিপিতৃভ্যাঃ স্বধা
 ইত্যগ্রভাগং দদ্যাৎ । ততঃ উপবীতী দর্ভবটুং স্নাপয়িত্বা এতে
 গন্ধপুষ্পে ওঁ কুশময়ব্রাহ্মণায় নমঃ । ইতি সম্পূজ্য দক্ষিণামুখঃ
 প্রাচীনাবীতী পাতিতবামজাহ্নুস্তিলপ্রোক্ষিতদক্ষিণাগ্রে কদর্ভযুক্তা-
 সনে দর্ভবটুং সংস্থাপ্য জলগণ্ডুষং দত্ত্বা ওঁ অদ্যোত্যাদি অমুক-
 গোত্রস্ত পিতুরমুকদেবশর্মাণঃ একোদ্বিষ্টবিধিকসাধ্বৎসরিকশ্রাদ্ধ
 দর্ভময়ব্রাহ্মণেহং করিষ্যে । ওঁ কুরুষেতি প্রতিবচনম্ । ততঃ
 সপ্রণবব্যাহৃতিকাং গায়ত্রীং জপেৎ । ততঃ ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃ-
 ভ্যশ্চ মহাষোগিত্য এব চ । নমঃ স্বধায়ৈ স্বাহায়ৈ নিত্যমেব

ভবন্তি ত্রিঃ পঠেৎ । ততঃ পুণ্ডরীকাকং স্মরেৎ । ততো
মুজ্জলেন শ্রাদ্ধীয়দ্রব্যপ্রোক্ষণং কৰ্ত্তব্যম্ । রক্ষার্থমুদকপাত্রমেক-
দেশে স্থাপয়েৎ । ততো ব্রাহ্মণায় জলং দত্ত্বা ওঁ অমুকগোত্র
পিতরমুকদেবশৰ্ম্মনৈতত্তে দৰ্ভাসনং স্বধা ইত্যুৎসৃজ্য ব্রাহ্মণবাম-
পার্শ্বে মোটকং দদ্যাৎ । ততঃ ওঁ অপহতাসুরারক্ষাংসি বেদি-
ষদঃ ইতি তিলান্ বিকীৰ্ণ্য ব্রাহ্মণাগ্রভূমৌ কুশপত্রমেকং
দক্ষিণাগ্রং পাতরিত্বা তত্ৰপরি পাত্রং সংস্থাপ্য ওঁ পবিত্রাসি
বৈষ্ণবী ইত্যনেনানথচ্ছিন্নং প্রাদেশমাত্রং ওঁ বিষ্ণুৰ্ম্মনসা পুতম-
সীত্যনেন প্রোক্ষিতৈকদলকং পবিত্রং তৎপাত্রে নিধায় ওঁ শন্নো
দেবীরভীষ্টয়ে শন্নো ভবন্তু পীতয়ে শং যোরভিষন্তু নঃ ॥
ইত্যনেন জলং তৎপাত্রে দদ্যাৎ । ততঃ ওঁ তিলোহসি সোম-
দেবতো গোষবো দেবনিষ্মিতঃ । প্রত্নমন্দিঃ পুত্নঃ স্বধয়া পিতৃন্
লোকান্ প্রাণাহি নঃ স্বাহা । ইত্যনেন তিলা দেয়াঃ । তুষ্ণীঃ
গন্ধপুষ্পে চ দত্ত্বা পাত্রং কুশেন পিধায় ওঁ অচ্ছিন্নমিদমৰ্ম্ম্যপাত্রমস্ত
ইত্যবধারয়েৎ । ওঁ অস্তিত্যন্তরম্ । ব্রাহ্মণহস্তে দক্ষিণাগ্রং
অৰ্ঘ্যপাত্রীয়পবিত্রং দত্ত্বা জলান্তরং পুষ্পান্তরঞ্চ দত্ত্বা পুষ্পান্তরেণ
ওঁ শিরঃপ্রভৃতি সৰ্ব্বগাত্রেভ্যো নমঃ । ইতি পূজয়েৎ । ততস্তৎ-
পাত্রং বামহস্ততলে কৃত্বা দক্ষিণহস্তেনাচ্ছাদ্য ওঁ বা দিব্যা আপঃ
পয়সা সংবভূবুৰ্ধা অন্তরীক্ষা উত পার্থিবীৰ্ধা হিরণ্যবর্ণা ষজ্জিহাস্তা
ন আপঃ শিবঃ শং শ্রোনাঃ সুহবা ভবন্তু ॥ ওঁ অমুকগোত্র
পিতরমুকদেবশৰ্ম্মনৈতত্তেহৰ্ম্ম্যং স্বধেতি দদ্যাৎ । সংস্রবগ্রহণ্যজী-
করণং ন কৰ্ত্তব্যম্ । ততস্তৎ পাত্রং পরিত্যজ্য গন্ধাদিকমুৎসৃজ্য
ওঁ অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশৰ্ম্মনৈতানি তে গন্ধপুষ্পধূপদীপা-
চ্ছাদনানি স্বধেত্যুৎসৃজ্য এষ তে গন্ধঃ এতত্তে পুষ্পং এষ তে

দীপঃ এতত্ত্ব আচ্ছাদনম্ । ইতি প্রত্যেকং নিবেদয়েৎ । ওঁ
 গন্ধাদিদানমিদমচ্ছিদ্রমস্ত্ব ইত্যবধারয়েৎ । ওঁ অস্থিত্যন্তরম্ ।
 ততঃ বস্ত্রযজ্ঞোপবীতস্বাপ্রিয়পিতৃপ্রিয়ং দ্রব্যং যথাশক্তি দদ্যাৎ ।
 ততো ব্রাহ্মণাগ্রস্থিতং কুশাদিকমমন্ত্রকমেবাপনীয় নৈঋতী-
 মারভ্য দক্ষিণাগ্রায় জলধারণা বামাবর্তেন চতুষ্কোণমণ্ডলং
 কৃৎস্না অনপাত্রং পাতয়িত্বা সৰ্বমন্নাদিকং পাত্রান্তরিতহস্তাভ্যাং
 পত্নী স্বয়ম্ভা পরিবেশয়েৎ । তত ওঁ ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রেমে ত্রেধা
 নিদধে পদং সমুচমশ্চ পাংঙলে ॥ বিষ্ণো কব্যমিদং রক্ষস্ব
 ইতি চ পঠিত্বানথমঙ্গুষ্ঠং ক্ষিপেৎ । ততঃ ওঁ অপহতাসুরারক্ষাংসি
 বোদধদ ইতি তিলান্ বিকীৰ্ণ্য ব্রাহ্মণায় জলগণ্ডুং দত্ত্বা গায়ত্রীং
 জপেৎ । ততোহন্নে মধু দেয়ং তদভাবে শুড়ং দেয়ম্ । ততঃ
 সপ্রণবব্যাহৃতিকাং গায়ত্রীং ওঁ মধুবাতেতি পঠিত্বা ওঁ মধু মধু
 মধ্বতি চ জপেৎ । ততো বামহস্তেনান্নপাত্রং ধৃত্বা ওঁ অমুক-
 গোত্র পিতরমুকদেবশস্মেন্নেত্তেহন্নং সোপকরণং স্বধেতু্যংসৃজ্য
 জলগণ্ডুং দত্ত্বা ওঁ ইদমন্নং ইমা আপঃ ইদং হবিঃ এতান্যপকর-
 গানি যথাস্থং বাগ্ধতঃ সদ ইতি ক্রয়াৎ । ততঃ সপ্রণবব্য-
 হৃতিকাং গায়ত্রীং মধুবাতেত্যাচং ওঁ মধু মধু মধ্বতি চ । ওঁ
 অন্নহীনং ক্রিয়াহীনং বিধীহীনঞ্চ যত্তবেৎ । তং সৰ্বমচ্ছিদ্রমস্থি-
 ত্যাক্ত্বা শ্রব্যং পঠেৎ । তদ্যথা,—সপ্রণবব্যাহৃতিকাং গায়ত্রীং মধু-
 বাতেত্যাচং ওঁ মধু মধু মধ্বতি চ যজ্ঞেশ্বরো হব্য ইতি ওঁ ষোগী-
 স্বরামিতি । ওঁ মধ্বত্রিবিষ্ণুহারীতেতি ওঁ তদ্রিষ্ণোঃ পরমং পদমিতি
 ওঁ হুৰ্য্যোধনো মহ্যময় ইতি । ওঁ যুধিষ্ঠিরো ধৰ্ম্মময় ইতি ওঁ সপ্ত
 ব্যাধা ইতি । ততো দক্ষিণাগ্রান্ কুশানান্তোৰ্য্য হস্তদ্বয়ং ওঁ
 অগ্নিদধ্বাশ্চ যে জীবা বেহপ্যদধ্বাঃ কুলে মম । ভূমৌ দত্তেন

তৃপ্যন্ত তৃপ্তা যাস্ত পরাং গতিম্ । ওঁ যেষাং ন মাতা ন পিতা
ন বন্ধুনৈবান্নসিদ্ধির্ন তথান্নমন্তি তত্প্রয়েহমং ভুবি দত্তমেতৎ
প্রয়াস্ত লোকাং সুখায় তৎ ॥ ইতি মন্ত্রাভ্যাং ব্রাহ্মণাগ্রভূমৌ
সতিলজ্জলপ্রোক্ষিতদক্ষিণাগ্রকুশোপরি বিকীরেৎ । ততো হস্তৌ
প্রক্ষাল্যাচম্য হরিং স্তুত্বা ব্রাহ্মণায় জলগণ্ডুষং দদ্যাৎ । ততঃ
পূর্ববদগায়ত্রীং পঠিত্বা ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্ত সিন্ধবঃ
নাধ্বীর্নঃ সন্তোষবীঃ ওঁ মধু নক্তমুতোষসো মধুমং পার্থিবং রজঃ
মধু দ্যৌরন্ত নঃ পিতা ওঁ মধুমান্নো বনস্পতিশ্চুমাংস্ত্ব সূর্য্যো
নাধ্বীর্গাবো ভবন্ত নঃ ॥ ইতি পঠিত্বা ওঁ শেষমন্নং ক দেয়মিতি
পৃচ্ছেৎ । ওঁ ইষ্টেভ্যো দীয়তামিত্যন্তরম্ । তত ওঁ পিণ্ডদানমহং
করিষ্যে ইতি পৃচ্ছেৎ । ওঁ কুরুষেত্যন্তরম্ । তত উচ্ছিষ্টসন্নিধৌ
যত্রাচমনবিদ্ববো ন প্রাপ্নুবন্তি তত্র নিহন্মি সর্বং যদমেধ্যবস্তবেদ্ব-
তাশ্চ সর্বৈহস্বরদানবা ময়া । ব্রাহ্মাংসি যক্ষাঃ সপিশাচসজ্জবা
হতা ময়া যাতুধানাশ্চ সর্বৈ । ইত্যনেন নৈঋতীমারভ্য জল-
রেখায়া বামাবর্তেন চতুষ্কোণমণ্ডলং কৃত্বা প্রাদেশমাত্রং সাগ্রকুশ
পত্রদ্বয়ং গৃহীত্বা বামহস্তাঘারক্চদক্ষিণহস্তেন দক্ষিণাগ্রাং রেখাং
মধ্যস্থানে অপহতানিহন্মিভ্যাং কুৰ্যাৎ । তদর্ভদ্বয়মুত্তরশ্চান্দিশি
ক্ষিপেৎ । ততঃ রেখোপরি সমূলাগ্রান্ কুশানাস্তীৰ্য্য ওঁ এত
পিতরঃ সোম্যাসো গন্তীরেভিঃ পথিভিঃ পূর্বিণেভির্দত্তান্নভ্যাং
দ্রবিণেহ ভদ্রং বৈষ্ণ নঃ সর্ববীরং নিযচ্ছত ॥ ইত্যাবাহ
তिलांश्चास्तीर्णकुशोपরি विकीरेत् । ततः सतिलजलपात्रं
दक्षिणहस्तेन गृहीत्वा ओं अमुकगोत्र पितरमुकदेवशर्मन्नेतदेह-
वर्णेनिक्षु स्वाहा । इति कुशमूलेहवनेजयेत् । ततो मध्वज्या-
तिलयुक्तं पिण्डं कृत्वा दक्षिणहस्तेन गृहीत्वा वामहस्तगृहीतजल-

পাত্রোপরি হরিং স্মৃতা ওঁ মধুবাভা ইত্যাদিনা মধু মধু মধ্বিত্যস্তং
পঠিত্বা ওঁ অক্ষন্নমীমদন্ত হবপ্রিয়া অধুষত অন্তোষত স্তুতানবো
বিপ্রান্ বিষ্ঠয়া মতীয়ো যান্নিক্তে হরী । ইতি পঠিত্বা ওঁ
অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশর্ম্মনেষ তে পিণ্ডঃ স্বধা ইত্যবনেজন-
স্থানে বামহস্তাধারকৃদক্ষিণহস্তেন দদ্যাৎ । ততঃ পিণ্ডশেষঞ্চ
পিণ্ডান্তিকে দত্ত্বা অমন্ত্রকং করং নিঘৃষ্যাচম্য হরিং স্মৃতা পিণ্ডপাত্র-
প্রক্ষালনজলেন ওঁ অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশর্ম্মনেষ তেহবনে-
নিক্সু স্বধোত্যানেন পিণ্ডমবনেজয়েৎ । ততঃ ওঁ অত্র পিতর্শ্রাদাদায়
যথাভাগমাবধায়স্ব ॥ ইতি জপেৎ । ততো বামাবর্তেনোদ-
জুথো ভূত্বা গ্রানিপর্য্যন্তং শ্বাসং ধৃত্বা পিতরং ভাস্করমূর্ত্তিকং
ধ্যায়ন্ দক্ষিণামুখো ভবন্ ওঁ অমীমদং পিতা যথাভাগমাবধায়িষ্ট
ইতি জপেৎ । ততঃ শ্বাসং তাজেৎ । ততঃ ওঁ নমস্তে পিতঃ
পিতর্গমস্তে ইতি কৃতাজলির্কদেৎ । ওঁ গৃহান্নঃ পিতর্দেহীতি
গৃহিণীং পশ্চেৎ । ওঁ সদন্তে পিতর্দেহী ॥ ইতি পিণ্ডং পশ্চেৎ ।
ততো নবমনবদ্বা শুক্লবস্ত্রদশাভবং সূত্রং দ্বিগুণকুণসহিতং বাম-
হস্তাদক্ষিণহস্তেন গৃহীত্বা ওঁ এতদ্বঃ পিতরো বাস ইতি পঠিত্বা ওঁ
অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশর্ম্মনেষ তে বাসঃ স্বধা ইতি পিণ্ডে
দদ্যাৎ । ওঁ উজ্জ্বং বহন্তীরমৃতং ঘৃতং পয়ঃ কীলালং পরিশ্রুতং
স্বধা স্ত তর্পয়ত মে পিতরম্ ॥ ততস্তৃণীং গন্ধাদিনা পিণ্ডং
পূজয়েৎ । ততঃ কৃতাজলিঃ । ওঁ বসন্তায় নমস্তভ্যং গ্রীষ্মায় চ
নমো নমঃ । বর্ষাভ্যশ্চ শরৎসংক্রান্তবে চ নমঃ সদা ।
হেমন্তায় নমস্তভ্যং নমস্তে শিশিরায় চ । মাসসম্বৎসরেভ্যশ্চ
দিবসেভ্যো নমো নমঃ ॥ ইতি জপেৎ । তত ওঁ স্মৃশুপ্রোক্ষি-
তমস্ত ॥ ইতি ব্রাহ্মণাগ্রভূমিমাসিক্ষেৎ । ওঁ অস্থিতি প্রতি-

বচনম্ । ততঃ ব্রাহ্মণহস্তে ওঁ শিবা আপঃ সন্ত ॥ ইতি
 জলং দদ্যাৎ । ওঁ সঙ্ঘিতি প্রতিবচনম্ । সৌমেনশ্রমস্বিতি
 পুষ্পং দদ্যাৎ । ওঁ অস্বিতি প্রতিবচনম্ । ওঁ অক্ষতঞ্চারিষ্ট-
 ঞ্চাস্ত ॥ ইতি দুর্বাক্ষতং দদ্যাৎ । ওঁ অস্বিতি প্রতিবচনম্ ।
 ততস্তিলাজ্যমধুষুভং জলং গৃহীত্বা ওঁ অমুকগোত্রস্ত পিতুরমুক-
 দেবশর্মাণঃ কৃতেহস্মিন্ শ্রাদ্ধে দত্তমিদমন্নপানাদিকমুপতিষ্ঠতামি-
 ত্যেনে ব্রাহ্মণহস্তে পিণ্ডে চ দদ্যাৎ । ওঁ উপতিষ্ঠতামিতি প্রতি-
 বচনম্ । ওঁ অঘোরঃ পিতাস্ত ॥ ইতি বদেৎ । ওঁ অস্বিতি
 প্রতিবচনম্ । ওঁ গোত্রং নো বর্দ্ধতামিতি বদেৎ । ওঁ
 বর্দ্ধতামিত্যন্তরম্ । ততঃ সপবিত্রকুশান্ পিণ্ডোপরি দত্ত্বা ওঁ উর্জঃ
 বহন্তীরমৃতং স্তুতং পয়ঃ কীলালং পরিষ্কৃতং স্বধা স্ত তর্পয়ত মে
 পিতরম্ । ইতি পিণ্ডং সিঞ্জেৎ । ততো দক্ষিণাং কুর্যাৎ ।
 ততঃ ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্ত পিতুরমুকদেবশর্মাণঃ কৃতে-
 তদেকোদ্দিষ্টবিধিকসাম্বৎসরিকশ্রাদ্ধকর্মাণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং
 রজতং তন্মূল্যং বা বিষ্ণুদৈবতং যথানামগোত্রায় ব্রাহ্মণায়াহং
 দদানি । ততঃ কৃতাজ্জলিঃ । স্তমনাস্তমনা ভূত্বা দক্ষিণাং দিশং
 পশ্যান্ পিতরং যাচেত । ওঁ দাতারো নোহভিবর্দ্ধন্তাং বেদাঃ
 সঙ্ঘতিরেব চ । শ্রদ্ধা চ নো মা ব্যগমদত্ত দেয়ঞ্চ নোহস্বিতি ।
 অন্নঞ্চ নো বহু ভবেদতিথীংশ্চ লভেমহি । যাচিতারশ্চ নঃ সন্ত মা
 চ যাচিস্মঃ কঞ্চন । অন্নং প্রবর্দ্ধতাং নিত্যং দাতা শতং জীবতু ।
 যস্যৈ সঙ্ঘরিতো দ্বিজস্তশ্রাক্ষয়া তৃপ্তিরস্ত । এতাঃ সত্যাশিযঃ সন্ত ।
 ওঁ সঙ্ঘিতি প্রতিবচনম্ । পিতৃবরপ্রসাদোহস্ত । ওঁ অস্বিতি
 প্রতিবচনম্ । ততঃ ওঁ দেবতাভাঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগিত্য এব
 । চ নমঃ স্বধায়ৈ স্বাহায়ৈ নিত্যমেব ভবস্বিতি । ইতি ত্রিঃ

পঠেৎ । ততঃ ওঁ অভিরম্যতাঃ ইতি বিসর্জনম্ । ওঁ অভির-
তোহস্মীতি উত্তরম্ । ততঃ ওঁ আ মা বাজস্ত্র প্রসবো জগম্যা-
দ্যা বা পৃথিবী বিশ্বরূপে আ মা গন্তং পিতরা মাতর যুদমা মা
সৌম্যাহমৃতভার গম্যাৎ ॥ ইতি মন্ত্রেণ প্রদক্ষিণবারিধারয়া
ব্রাহ্মণং বেষ্টয়ন পিতরং প্রণমেৎ । ততঃ পিণ্ডস্ত গোহজ-
বিপ্রেষ্টো দদ্যাৎ । জলে বা ক্ষিপেৎ । শ্রাদ্ধীয়দ্রব্যঃ ব্রাহ্মণায়
দদ্যাৎ জলে বা ক্ষিপেৎ । ততো বামদেব্যঃ গীহা অশক্তৌ ঋক্-
চতুষ্টয়ং ত্রিধা পঠেৎ । ততো দক্ষিণপাণিনা দীপং প্রচ্ছাদ্য হস্তে
প্রক্ষাল্যাচম্য কৃতৈতৎ কৰ্ম্মাচ্ছিদ্রমস্ত ইতি পৃচ্ছেৎ । ওঁ অস্থিতা-
ভরম্ । ততঃ ওঁ অদ্যোত্যা দি কৃতৈতদেকোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধকৰ্ম্মণি
যদৈশ্বৰ্য্যং জাতং তদ্যোষপ্রশমনায় ত্রীবিষ্ণুশ্রবণমহং করিষ্যে ।
ইতি সঙ্কল্য ওঁ তদ্বিষ্ণোরিত্যেনৈ বিষ্ণুং স্মরেৎ ইতি ॥

প্রায়শ্চিত্ত ।

মহাপাপ ও উপপাপাদিবিনাশার্থে যে কৰ্ম্ম করা যায়,
তাহাকেই প্রায়শ্চিত্ত কহে । প্রায়শ্চিত্তের অপর এক নামই
ব্রত । ব্রত অনেক প্রকার ; তন্মধ্যে কতিপয় প্রধান প্রধান
ব্রতের বিষয় লিখিত হইতেছে :—

প্রাজাপত্য ব্রত ।

দ্বাদশ দিনে এই ব্রত শেষ হয় । প্রথমদিন কুকুটের অণ্ড
প্রমাণ ষড়্বিংশ গ্রাসমাত্র আহার করিবে । তৎপরে তিন দিন
রাত্রিকালে দ্বাবিংশগ্রাস, তদনন্তর তিনদিন অষাচিতভাবে
চতুর্বিংশ গ্রাস ভক্ষণ করিবে । অবশেষে তিনদিন অনাহারে
ধারিবে । এই ব্রতে অক্ষম হইলে পয়ষিানী ধেনু দিবে, তাহা-
তেও অক্ষম হইলে ধেনুমূল্য দিবে । ধনীর পক্ষে ধেনুর মূল্য

পঞ্চকাহন, মধ্যবিধের পক্ষে তিন কাহন আর দরিদ্রের পক্ষে এক কাহন ব্যবস্থেয় ।

চান্দ্রায়ণ ।

পিপীলিকাকৃতি, যতি, শিশু, প্রকৃত প্রভৃতিভেদে চান্দ্রায়ণ অনেকপ্রকার । তন্মধ্যে প্রকৃত চান্দ্রায়ণে সার্ব্ববিংশতি কার্ষাপণী বরাটক এবং এবং যতিচান্দ্রায়ণাদিতে সপাদ একাদশ কার্ষাপণী বরাটক দিতে হয় ।

• • পরাক ব্রত ।

ইন্দ্রিয়সংযম পূর্বক দ্বাদশদিন উপবাস করিবে । অসমর্থ হইলে পঞ্চসংখ্য ধেনুদান অথবা তন্মূল্য পঞ্চদশ কাহন বরাটক দান ব্যবস্থেয় ।

অতিকৃচ্ছ ব্রত ।

এই ব্রত দ্বাদশদিনে সম্পন্ন হয় । প্রথম তিনদিন প্রত্যহ এক এক গ্রাস মাত্র আহার করিবে । পরে তিন দিন সন্ধ্যাকালে এক এক গ্রাস ভোজন, তৎপর তিনদিন অযাচিতভাবে এক এক গ্রাস, অবশেষে তিন দিন উপবাস করিবে । অক্ষম হইলে ছইটী ধেনুদান বা তন্মূল্য ষট্কাহন কুপদিক দিবে ।

প্রায়শ্চিত্ত-পূর্বদিনকৃত ।

প্রায়শ্চিত্তের পূর্বদিন নখ কর্জন, কেশমুণ্ডন প্রভৃতি করত দিবাতে তিন বার স্নান ও ত্রিসন্ধ্যা করত স্মৃতমাত্র সেবন পূর্বক সংযত হইয়া মোনভাবে থাকিবে ।*

* স্মৃত তেজোময় ব্রহ্মস্বরূপ, স্মৃতমধ্যে ব্রহ্মের অধিষ্ঠান আছে, এই হেতু স্মৃত পাপ দূর করে বলিয়া উহা সেবন করিতে হয় । কেশনখাদিবিষয়ে এইরূপ বিধি আছে যে, রাজা, রাজপুত্র, ব্রাহ্মণ ইহারা প্রায়শ্চিত্ত করিবার পূর্বদিনে কেশ নখ প্রভৃতি

ହইয়াছে । ପାଞ୍ଚ ହইତେ ଦଶ ବର୍ଷର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ବାଳକେରା ଏକଚତୁର୍ଥାଂଶ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ କରିବେ ।

। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତାକରଣେ ପାପ ।

ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତାର୍ହ ହইয়া ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ ନା କରିଲେ ହইଲୋକେ ନିନ୍ଦନୀୟ ହইତେ হয়, ଆର ଅନ୍ତିମେ ସୋରତର ନରକେ ପଡ଼େ ।

ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତକାଳାତିକ୍ରମେ ବିଧି ।

ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ କରିତେ କାଳାତିପାତ ହইଲେ ଦ୍ଵିଗୁଣ ରାଜଦଣ୍ଡ ଦିତେ হয়, ଆର ଦ୍ଵିଗୁଣ ଦକ୍ଷିଣା সহ ଦ୍ଵିଗୁଣ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ କରିବେ । ଏକବର୍ଷମଧ୍ୟେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ କରିଲେ କାଳାତିପାତଜନ୍ତ୍ର ଦୋଷ ହୟ ନା । ତଦୁର୍ଦ୍ଦେହି ଉକ୍ତ ବିଧି ।

ସଞ୍ଜୋପବୀତଛେଦନପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ ।

ଶୁଦ୍ର ଦ୍ଵାରା ବ୍ରାହ୍ମଣେର ସଞ୍ଜସୂତ୍ର ଛିନ୍ନ ହইଲେ, ବିପ୍ର ଅନ୍ତ ସଞ୍ଜସୂତ୍ର ଦ୍ଵାରା ପୂର୍ବକ ଗାୟତ୍ରୀ ଜପ କରତ ଏକଦିନ ଉପବାସୀ ଥାକିବେ । ଚଣ୍ଡାଳ, ପୁକ୍ଷ, ସ୍ଵେଚ୍ଛ, ଅନ୍ତ୍ୟାଜ୍ଞ ଓ କାପାଳିକ ଦ୍ଵାରା ଛିନ୍ନ ହইଲେ, ଅତିକ୍ରୁଦ୍ଧବ୍ରତ କରିବେ, ତାହାତେ ଅକ୍ଷୟ ହইତେ ତିନଟି ଧେନ୍ଵ ବା ତନ୍ମୂଲ୍ୟ ୯ କାହନ ବରାଟକ ଦାନ କରିବେ । ମତାନ୍ତରେ ଏହିରୂପ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆছে ଯେ, ଚଣ୍ଡାଳ ବା ଶ୍ଵପଚ ଦ୍ଵାରା ସଞ୍ଜସୂତ୍ର ଛିନ୍ନ ହইଲେ, ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାସାନ୍ତପନ ବ୍ରତ କରିବେ, ଅଥବା ଛୁଇଁଟି ଧେନ୍ଵ ବା ତନ୍ମୂଲ୍ୟ ୬ କାହନ ବରାଟକ ଦିବେ । ଦୈବାଂ ବ୍ରାହ୍ମଣେର ଉପବୀତ ଛିନ୍ନ ହইଲେ, ମନସ୍ତାପ ଦ୍ଵାରାହି ବିଶୁଦ୍ଧି ହୟ ଏବଂ ତିନ ବାର ପ୍ରାଣାୟାମପୂର୍ବକ ଏକଦିନ ଉପବାସୀ ଥାକିବେ ।

ଶୁଦ୍ର ହইয়া ବ୍ରାହ୍ମଣେର ସଞ୍ଜସୂତ୍ର ଛେଦନ କରିଲେ, ସେହି ଶୁଦ୍ର ନୂପତିକେ ତ୍ରିଂଶଂ ପଣ ଦଣ୍ଡ ଦିଆ ସ୍ଵୟଂ ପ୍ରାଞ୍ଜାପତ୍ୟ ବ୍ରତେର ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବେ ।

সুরাপানপ্রায়শ্চিত্ত ।

স্মার্তমতে নির্দিষ্ট আছে যে, সুরাপান পূর্বক তাম্র, রৌপ্য, সীসক এই কয়েকটির মধ্যে যে কোন একটা ধাতু দ্রবীভূত করিয়া পান করিলে পাপ দূর হইয়া থাকে । বৃহস্পতির মতে এইরূপ নির্দিষ্ট আছে যে, সুরাপানকারীকে অগ্নিমধ্যে ফেলিয়া দিবে এবং তাহার মুখ বহুদিক হইলেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় ।

রজস্বলানারীস্পর্শ-প্রায়শ্চিত্ত ।

ব্রাহ্মণী হইয়া রজস্বলা ব্রাহ্মণীকে, ক্ষত্রিয়াকে, বৈশ্যাকে বা শূদ্রাকে স্পর্শ করিলে যথাক্রমে একরাত্র, ত্রিরাত্র, পঞ্চরাত্র ও ষড়্রাত্র অনাহার ও সকলপক্ষেই পঞ্চগব্য পান ব্যবস্থা । এইরূপ ব্যবস্থা সকলের পক্ষেই তুল্য অর্থাৎ ক্ষত্রিয়াদিরা স্পর্শ করিলেও এই ব্যবস্থা । পরন্তু ইহা জ্ঞানকৃত বলিয়া জানিবে । অজ্ঞানে স্পর্শ করিলে অর্দ্ধ ব্যবস্থা । চণ্ডাল ও ঋপচ-নারীকে রজস্বলা-বস্থায় স্পর্শ করিলে সকল বর্ণকেই তিন রাত্রি উপবাস পূর্বক পঞ্চগব্য পান করিয়া শুদ্ধ হইতে হয় ।

রজস্বলা নারীকে রজস্বলা নারী স্পর্শ করিলে, যদি সেই নারী সবাণী হয়, তবে পঞ্চগব্য পান করিবে । কিন্তু অসবাণী হইলে, ব্রহ্মকূর্চ করিতে হয় । *

অভক্ষ্য ভক্ষণে—

অজ্ঞানে একবারমাত্র গোমাংস ভক্ষণ করিলে প্রাজাপত্য ব্রত, তদক্ষমে ৩ কাহন বরাটক দান করিবে । জ্ঞানে একবার ভোজন করিলে দুইটা প্রাজাপত্য অথবা ৬ কাহন বরাটক দান

* ব্রহ্মকূর্চ ।—এক অহোরাত্র উপবাস পূর্বক প্রাতঃকালে পঞ্চগব্য পান করিলে, তাহার নাম ব্রহ্মকূর্চ ।

করিতে হয়। একবর্ষ বাবৎ গোমাংস ভোজন করিলে এক বৎসর ব্রত করিবে। তাহাতে অক্ষম হইলে ১৫টী খেঁর বা তাম্বুল ৪৫ কাহন বরাটক দান ব্যবস্থেয়। দক্ষিণা সাধানুসারে দেয়। মতান্তরে এইরূপ ব্যবস্থা আছে যে, গ্রাম্য কুকুট ও গোমাংস ভক্ষণ করিলে ব্রাহ্মণ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনরায় উপনয়ন গ্রহণ করিবে। অসমর্থ হইলে ২২৥০ কাহন বরাটক দান দিবে। শঙ্খসংহিতায় লিখিত আছে যে, গো, অশ্ব, হস্তী, উষ্ট্র, সর্ষপ প্রকার পঞ্চনথ * এবং গ্রাম্যকুকুট এই সকলের মাংস ভক্ষণ করিলে সষৎসর বাবৎ ব্রতচরণ করিবে। অক্ষম হইলে ৪৫ কাহন বরাটক দান করিবে। কিন্তু ইহা জ্ঞানকৃত, অজ্ঞানে ভোজন করিলে অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্তান্তে পুনরায় উপনয়ন গ্রহণ করিতে হয়।

অমেধ্য বা অলেহু, অপেয়, অখাদ্য, রেত, মূত্র, মল প্রভৃতি জ্ঞানত ভক্ষণ করিলে চান্দ্রায়ণব্রত করিবে, অসমর্থ হইলে ২২৥০ কাহন বরাটকদান দিবে। অজ্ঞানে করিলে উহার অর্দ্ধ ব্যবস্থা।

মীন, কণ্টক, শব্দক, শঙ্খ, শুক্রি, কপদক ও বৃষ্টির জল সেবন করিলে পঞ্চগব্য পানরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

অশ্বুবাচীদিনে স্বয়ংপক বা পরপক কিছু আহার করিলে চণ্ডালান্নভোজনের প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

চণ্ডালাদি—অন্নভোজনে—

অন্ত্যাবসায়ীদিগের + জ্ঞানতঃ ভক্ষণ করিলে চান্দ্রায়ণব্রত

* পঞ্চনথ—নর, বানর, কুঞ্জর, ব্যাঘ্র।

+ চণ্ডাল, শ্বপচ, ক্ষত্ৰা, মৃত, বৈদেহিক, মাগধ ও আয়োগব এই কয় জাতির নাম অন্ত্যাবসায়ী।

অথবা তদনুকূল ২২॥০ কাহন বরাটক দান করিবে। অজ্ঞানে ভোজন করিলে তপ্তকৃচ্ছ ব্রত বা তদনুকূল ১১ কাহন বরাটক দান করিবে।

ভূতিকাদি বিপদ উপস্থিত হইলে তৎকালে ব্রাহ্মণাদি বর্ণভ্রম শূদ্রাগারে অন্নভক্ষণ করিলে মনস্তাপ ও দ্রুপদাদিমন্ত্র জপ করিবে।

দিবামৈথুনে—

দিবাভাগে মৈথুন করিলে, নগ্ন হইয়া জলে স্নান করিলে এবং নগ্না পরস্পরকে দেখিলে একদিন উপবাস করিয়া শুদ্ধিলাভ করিবে।

পৰ্বমৈথুনে—

চতুর্দশী, অষ্টমী, অমাবস্তা, পূর্ণিমা ও সংক্রান্তি এই কয় পৰ্বদিনে নারীসঙ্গ করিলে চান্দ্রায়ণ ব্রত অথবা ২২॥০ কাহন, বরাটকদানরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। পৰ্ব ব্যতীত অন্ত সময়ে ঋতুমতী নারীতে উপগত না হইলে প্রাজাপত্য-ব্রতের অর্দ্ধ অথবা ১১॥০ কাহন বরাটক দান করিতে হয়। অজ্ঞানে হইলে শত প্রাণায়াম করিবে।

আত্মোচ্ছিষ্ট-ভোজনে—

আহার করিতে করিতে উঠিয়া পুনর্বার সেই পাত্রে উচ্ছিষ্ট দ্রব্য ভোজন করিলে ব্রাহ্মণ চান্দ্রায়ণব্রত বা তদনুকূল ২২॥০ কাহন বরাটক দান করিবে। যদি ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য ঐরূপ আত্ম-উচ্ছিষ্ট ভোজন করে, তাহা হইলে তপ্তকৃচ্ছ ব্রত বা তদনুকূল ৯ কাহন বরাটক দান করিবে। শূদ্রজাতি হইলে ৪॥০ কাহন বরাটক দান করিবে।

চণ্ডালাদি-স্পৃষ্ট-জলপান-প্রায়শ্চিত্ত ।

অজ্ঞানে চণ্ডালাদি-স্পৃষ্ট জল পান করিলে কুচ্ছ সান্তপন ব্রত করিবে আর জ্ঞানে করিলে দ্বিগুণ ব্রত করিতে হয় । বতে অক্ষম হইলে ৬ কাহন বরাটকদানরূপ প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থেয় ।

চণ্ডালাদি-উচ্ছিষ্ট-ভোজনে—

কি বিপ্র, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য যদি চণ্ডাল বা পতিতাদির উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করে, তাহা হইলে পরাক্রমভেদে অনুষ্ঠান করিবে । কিম্বা তদনুকূল ১৫ কাহন বরাটকদানরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় । শূদ্র উহা ভোজন করিলে প্রাজাপত্য ব্রত বা ৩ কাহন বরাটক দান করিবে । যদি অজ্ঞানে ভোজন করে, তাহা হইলে অর্ধেক ব্যবস্থা । আহারান্তে বমন করিয়া ফেলিয়া দিলেও উক্তরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে ।

সংসর্গ—

পতিত ব্যক্তির সহিত সংসর্গ করিলে পতিতের ঘেমন প্রায়শ্চিত্তের বিধি আছে, তদ্রূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবে ।

বৃক্ষছেদনে—

সাধারণ বৃক্ষ বা লতা ছেদন করিলে ব্রাহ্মণের হাতে কিঞ্চিৎ দান করিতে হয় । ফলবান্ বৃক্ষ বা ফলবতী লতা ছেদন করিলে প্রাজাপত্য ব্রত বা তদনুকূল ৩ কাহন বরাটক দিবে । স্বল্প-ফলবান্ বৃক্ষ বা স্বল্পফলবতী লতা ছেদন করিলে “আপো হি ষ্ঠা” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিতে হয় ।

চৌর্য্যে—

ব্রাহ্মণ হইয়া স্বর্ণ চুরি করিলে বহুল ধারণ পূর্বক অজ্ঞান-কৃত ব্রহ্মহত্যার ব্রত আচরণ করিবে অর্থাৎ দ্বাদশবার্ষিকী ব্রত

করিবে। অক্ষম হইলে করাটকদান ব্যবস্থেয়। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র হইয়া কোন ব্যক্তির স্বর্ণ-হীরকাদি চুরি করিলে মরণশস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

গুরুদারাগমনপ্রায়শ্চিত্ত ।

নিজ ভার্ঘ্যাক্রমে গুরুপত্নীতে উপগত হইলে জটাবক্লল ধারণ ও শাশ্রুকেশ প্রভৃতি ধারণ করত একবর্ষমধ্যে ত্রিংশৎ প্রজাপত্য করিবে, অক্ষম হইলে ৯০ কাহন বরাটক দান এবং ত্রিংশৎ কাৰ্বাপণী দক্ষিণা দিতে হয়। বিমাতা প্রভৃতি গুরুপত্নীতে গমন করিলে স্নতপ্ত শয্যাতে শয়ন পূর্বক লৌহময়ী জলন্ত নারীমূর্ত্তি করিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করত প্রাণ বিসর্জন করিলেই শুদ্ধি হইবে।

অথবা গুরুদারাগামী পাপী স্বীয় শিশু কর্তন পূর্বক অঙ্গলিতে ধরিয়া মৃত্যুকাল যাবৎ নৈঋত কোণে প্রধাবিত হইবে।

অসবর্ণাগুরুপত্নীগমনপ্রায়শ্চিত্ত।

অসবর্ণা গুরুপত্নী হরণ করিলে জলাদি দ্বারা ষাউ পাক করত ভক্ষণ পূর্বক তিন মাসে তিনটী চান্দ্রায়ণ করিবে। অক্ষম হইলে প্রতি চান্দ্রায়ণে ২২৥ কাহন বরাটকদানরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

স্বভাৰ্য্যার প্রতি মাতৃদ্বাদিবাচ্যপ্রয়োগের প্রায়শ্চিত্ত।

যদি ক্রোধবশে গুণবতী বয়স্থা পত্নীকে মাতৃ বা ভগিনী সম্বোধন করত ত্যাগ করে এবং পুনশ্চ তাহাকে উপভোগ করিতে হয়, তাহা হইলে ঋষিচান্দ্রায়ণ ব্রত করিয়া তৎপরে গ্রহণ করিবে। ঐ ব্রতেয় নিয়ম এই যে, একমাস প্রত্যহ তিন তিন গ্রাস অন্নমাত্র ভক্ষণ করিতে হয়। অক্ষম হইলে ২৩ টী ধেনু দান অথবা ৬৭১০ বরাটকদান করিবে।

অথবা ক্রোধবশে বা মোহনিবন্ধন স্বীয় পত্নীকে মাতা বা ভগিনী সম্বোধন করিলে বিপ্রাদি বর্ণচতুষ্টয়ের পক্ষেই প্রাজাপত্য ব্রত বা ৩ কাহন বরাটকদানরূপ প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থায় ।

উচ্ছিষ্টমুখে চণ্ডালাদি স্পর্শজনিত প্রায়শ্চিত্ত ।

উচ্ছিষ্টমুখ ব্রাহ্মণকে চণ্ডাল বা ঋপচজ্ঞাতি স্পর্শ করিলে এক সহস্র আটবার গায়ত্রী জপ ও একশতবার দ্রুপদাদি মন্ত্র জপ করিলেই শুদ্ধ হয় । যদি উচ্ছিষ্টমুখ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য অথবা শূদ্রকে উক্ত চণ্ডালাদি স্পর্শ করে, তাহা হইলে তিন দিন অনাহারে থাকিয়া পঞ্চগব্য পান করিবে । যদি অন্ত্যজ জাতিকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে বিপ্র প্রাজাপত্য ব্রত আর ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয় পাদহীন উক্ত ব্রত করিবে । ব্রতে অক্ষম হইলে ব্রাহ্মণ ৩ কাহন বরাটক দান করিবেন । যদি আমদ্রব্য আহার ও স্পর্শ করে, তবে পাদ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা নির্দিষ্ট আছে ।

সূতিকাদান্নভোজন ও তদগৃহবাসপ্রায়শ্চিত্ত ।

যদি শূদ্র, চিকিৎসক, ক্রুরব্যক্তি, নারীজীবী, মৃগজীবী, চণ্ডাল, ভূমিপাল, অজাজীবী, সারমেয়জীবী, শুঁড়ী ও সূতিকা ইত্যাদির অন্ন ভোজন করে, তবে সেই ব্রাহ্মণকে একমাস ব্রতচরণ করিতে হয় । কিন্তু উহা জ্ঞানকৃত ভোজনে জানিবে । অজ্ঞানে ভোজন করিলে চণ্ডালাদির অন্ন ভোজনে ধেরূপ প্রায়শ্চিত্তের বিধি আছে, সেইরূপ করিবে ।

চণ্ডালাদির গৃহে বাস করা হইয়াছে ইহা জানিতে পারিলে ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়েরই চাক্ষায়ণ ব্রত করা উচিত । অক্ষম হইলে ২২।০ কাহন বরাটকদান করিবে । শূদ্র হইলে তাহাকে প্রাজাপত্য ব্রত অথবা তিন কাহন বরাটক দান করিতে হয় ।

অজ্ঞানকৃত বাসস্থলে সকলকেই পরাক্রমত বা ১৫ কাহন বরাটক দান করিতে হইবে। যাহারা উহাদিগের সংসর্গ করে, তাহাদিগকে প্রাজাপত্য বা ৩ কাহন বরাটক দান করিতে হয়। সংসর্গীর সহিত সংসর্গ করিলে অর্দ্ধ প্রাজাপত্য বা ১৫ কাহন বরাটক দিবে। আর যদি সংসর্গকারীর সংসর্গীর সংসর্গী হয়, তাহা হইলে এক চতুর্থাংশ প্রাজাপত্য বা ৫০ পণ বরাটক দান করিবে।

ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত ।*

যে পিতৃমাতৃরহিত দরিদ্র, যথাকালে তাহার উপনয়ন না হইলে তিনটি প্রাজাপত্য বা ৯ কাহন বরাটক দান ও ১ কাহন দক্ষিণা দিবে।

মনুসংহিতার মতে এইরূপ নির্দিষ্ট আছে, যে, ব্রাত্যকে ৩টি কচ্ছত্র করিয়া পরে উপনয়ন গ্রহণ করিতে হয়।

অনাশ্রমিকপ্রায়শ্চিত্ত ।

যদি অপতিত পিতা, পুত্র, বন্ধু, ভ্রাতা, ভাৰ্য্যা, আচার্য্য ও শিষ্য ইহাদিগকে পরিত্যাগ পূর্বক আশ্রম পরিহার করে, তাহা হইলে এক শত পণ বরাটকদানরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

মতান্তরে এইরূপ নিয়ম আছে যে, একবর্ষ অনাশ্রমী হইয়া থাকিলে প্রাজাপত্য বা ৩ কাহন বরাটক, দুই বর্ষ অনাশ্রমী থাকিলে অতিকচ্ছ বা ৯ কাহন বরাটক, তিনবর্ষ অনাশ্রমী হইয়া থাকিলে কচ্ছত্রতিকচ্ছত্র বা ১৮ কাহন বরাটক এবং তদুর্দ্ধ অনাশ্রমী থাকিলে চাক্ষায়ণ বা ২২৫০ কাহন বরাটকাদানরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

* যথাকালে উপনয়ন না হইলেই তাহাকে ব্রাত্য কহে।

শ্লেচ্ছদাস্ত-শ্লেচ্ছভোজনাদিপ্রায়শ্চিত্ত ।

যদি নিরগ্নি ব্রাহ্মণ শ্লেচ্ছের, চণ্ডালাদির অথবা যবনের উচ্ছিষ্ট মার্জ্জন করে বা আহার করে, অথবা উষ্ট্র, মার্জ্জার, বিট, বরাহ প্রভৃতির মাংস খায় কিম্বা শ্লেচ্ছাদির নারী সহ বিহার করে অথবা সেই নারীতে যুক্ত হইয়া তাহার অন্নাদি সেবন করে আর তৎসহ একমাস যাবৎ কুকর্মে রত থাকে, তাহা হইলে প্রাজ্ঞাপত্য ব্রত করিবে। সাগ্নিক বিপ্রের পক্ষে চান্দ্রায়ণ ব্যবস্থেয়। নিরগ্নি ব্রাহ্মণ একবর্ষ যাবৎ শ্লেচ্ছের দাসত্ব করিলে চান্দ্রায়ণ করিতে হয়। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের প্রতি পরাক্রতই ব্যবস্থা। শূদ্র একমাস যাবৎ দাসত্ব করিলে ক্রচ্ছ ব্রতের এক চতুর্থাংশ করিবে, কিন্ত একবর্ষ দাসত্ব করিলে অর্দ্ধমাস যবঘাতি ভক্ষণ করিতে হয়। এতস্তিন্ন বিপ্র চারিবর্ষ করিলে চতুঃসংখ্য চান্দ্রায়ণ, ক্ষত্রিয়-বৈশ্যেরা চতুঃসংখ্য পরাক্রত এবং শূদ্র চতুঃসংখ্য প্রাজ্ঞাপত্য করিবে। চারি বর্ষের উর্দ্ধ দাসত্ব করিলে মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থেয়।

ব্রাহ্মণবধপ্রায়শ্চিত্ত ।

যে ব্যক্তি ইচ্ছা পূর্বক জ্ঞানকৃত ব্রাহ্মণবধরূপ মহাপাপ করে, তাহাকে অগ্নিপ্রবেশ করিতে হয়; নচেৎ তাহার অন্ত কোনরূপ প্রায়শ্চিত্তে শুদ্ধি নাই।

যে ব্যক্তি অজ্ঞানে ব্রহ্মহত্যা করে, সে দ্বাদশ বর্ষ যাবৎ বন মধ্যে কুটীর নির্মাণ পূর্বক নিহত বিপ্রের শিরোদেশ স্বীয় পাপের চিহ্নরূপ ধারণ করিয়া অবস্থিতি করিবে। আর সেই শবের মস্তকে করিয়া ভিক্ষা আহরণ পূর্বক তদ্বারা আহারাদি নিষ্পন্ন করিতে হয়। যদি নিহত বিপ্রের মস্তক না পাওয়া

যায়, তবে অত্র কোন মৃত বিপ্রেয় মস্তক সংগ্রহ করিয়া লইবে। এই যে বিধি নির্দিষ্ট হইল, ইহা নিগূণ বিপ্রেয় পক্ষে জানিবে। যদি সগুণ হয়, তবে দ্বিগুণ ব্যবস্থেয়। আর নিগূণ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে দ্বিগুণ, নিগূণ বৈশ্যের পক্ষে ত্রিগুণ, নিগূণ শূদ্রের পক্ষে চতুগুণ এবং সগুণ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে দ্বিগুণ, সগুণ বৈশ্যের পক্ষে ত্রিগুণ, সগুণ শূদ্রের পক্ষে চতুগুণ। উপরে যে ব্রতের কথা বলা হইল, তাহাতে অক্ষম হইলে ব্রাহ্মণ এক শত অশীতি প্রাজাপত্য করিবে অথবা একশত অশীতি ধেনু দান করিতে হয়, যদি তাহাতেও অক্ষম হয়, তবে এক শত অশীতি ধেনুর মূল্য ৫৪০ কাহন বরাটক দান ও ১০০ কাহন দক্ষিণা দিবে। ক্ষত্রিয়াদির পক্ষে উপরে যে রূপ প্রমাণ বলা হইয়াছে, তদনুরূপই করিতে হয় এবং যদি জ্ঞানত বধ করে, তবে চতুর্বিংশতি বার্ষিকব্রতের অনুষ্ঠান করিবে। তাহাতে অক্ষম হইলে ১০৮০ কাহন বরাটক দিবে।

বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী, শূদ্র ইহারা অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত করিবে অর্থাৎ বিপ্র হইলে বিপ্রেয় অর্দ্ধ, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়ের অর্দ্ধ, বৈশ্য বৈশ্যের অর্দ্ধ এবং শূদ্র হইলে শূদ্রের নিরূপিত প্রায়শ্চিত্তের অর্দ্ধ করিবে।

ক্ষত্রিয়াদিবধপ্রায়শ্চিত্ত।

ব্রাহ্মণাদিরা জ্ঞানতঃ ব্রহ্মহ্ম ক্ষত্রিয়কে বধ করিলে অজ্ঞান-কৃত ব্রাহ্মণবধের একপাদ ব্রত করিবে অর্থাৎ তদ্রূপ শব-মস্তক ধারণাদি পূর্বক ত্রৈবার্ষিক ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে হয়। ঐ প্রকার বৈশ্য বধ করিলে সার্ববার্ষিক এবং শূদ্রহত্যা করিলে নবমাসিক ব্রতের আচরণ করিবে। যদি অজ্ঞানকৃত বধ হয়, তাহা

হইলে শবমস্তক ধারণ করিবার আবশ্যক করে না। ক্ষত্রিয় হত্যা হইলে জটাধারণ করিবে আর শবের কেশ অলঙ্কারস্বরূপ ধরিয়া বকল পরিধান পূর্বক তীর্থ ভ্রমণ করিবে এবং গ্রামে অবস্থিতি করিবে না, তরুমূলে বাস করিবে। উহাতে অক্ষম হইলে একটি বৃষ সহ সহস্র ধেনু দান করিতে হয়। তাহাতে অক্ষম হইলে ১০০ ৫ কাহন বরাটক দান ব্যবস্থেয় এবং বৈশ্য ও শূদ্রহত্যায় ১০০ কাহন বরাটক দিবে।

চণ্ডালাদিনারীগমনপ্রায়শ্চিত্ত ।

ব্রাহ্মণ হইয়া চণ্ডাল প্রভৃতির গৃহে ভোজন বা চণ্ডালিনী গমন করিলে অথবা চণ্ডালের দান লইলে পতিত হয় আর জ্ঞানে করিলে তজ্জাতিত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই পাপ অজ্ঞান-কৃত হইলে ৪৫ প্রাজাপত্য অথবা ১৩৫ কাহন বরাটক দান আবশ্য। জ্ঞানকৃত হইলে ব্রহ্মহত্যার সম্পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত করণীয়।

অন্ত্যজানারীগমনপ্রায়শ্চিত্ত ।

রজক, চর্ম্মকার, নট, বরুড়, কৈবর্ত, মেধি, ভিল্ল, অন্ত্যজ জাতি এই সপ্তবিধ। অজ্ঞানে এই সকল জাতির নারীতে উপগত হইলে, তাহাদের গৃহে আহার বা দান গ্রহণ করিলে পতিত হইতে হয় এবং জ্ঞানে করিলে তজ্জাতিত্ব পাইয়া থাকে। ঐ সকল জাতির নারীতে অথবা শৈলূষিকী ও ডোমপত্নীতে উপগত হইলে একটি চাক্ষায়ণ করিবে। চাক্ষায়ণে অক্ষম হইলে ৪৫ কাহন বরাটক দান আর অজ্ঞানকৃত হইলে ২২৪০ কাহন দান করিবে।

গর্ভপাতপ্রায়শ্চিত্ত ।

সজ্ঞানে গর্ভ নষ্ট করিলে ব্রহ্মহত্যার সমান প্রায়শ্চিত্ত করণীয়। অজ্ঞানবধ হইলে নরহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

নারীবধপ্রায়শ্চিত্ত ।

জ্ঞানে নারীবধ করিলে মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত, তাহাতে অনু-
কল্প নাই । অজ্ঞানকৃত ব্রাহ্মণীবধে ষড়্ বর্ষ, ক্ষত্রিয়বধে তিন বর্ষ,
বৈশ্যাবধে একবর্ষ ও শূদ্রাণীবধেও একবর্ষ নিয়মিত ব্রতচরণ
করিবে । ব্রতে অক্ষম হইলে ব্রাহ্মণীস্থলে ৯০ টী ধেনু বা তন্মূল্য
২৭০ কাহন বরাটক, ক্ষত্রিয়াস্থলে ৪৫ ধেনু বা তন্মূল্য ১৩৫
কাহন আর বৈশ্যা ও শূদ্রাস্থলে ১৫টী ধেনু বা ও তন্মূল্য ৪৫
কাহন বরাটক দান কর্তব্য ।

নাচবর্ণা দ্বারা উত্তমবর্ণা স্ত্রী বধ হইলে বহুদোষ বশতঃ স্ব-
স্বজাত্যুক্ত প্রায়শ্চিত্তের বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত কর্তব্য । বৃদ্ধ, বালক,
রোগী প্রভৃতির পক্ষে অধিক ব্যবস্থেয় ।

ব্যভিচারিণীবধপ্রায়শ্চিত্ত ।

একবার পরপুরুষরতা নারীকে বধ করিলে একটী শূদ্র-
হত্যার প্রায়শ্চিত্ত করিবে অর্থাৎ ৯ মাস ব্রতানুষ্ঠান বা একশত
কাহন বরাটক দান ব্যবস্থা । ব্যভিচারিণী ব্রাহ্মণী বধ করিলে
ছয় মাস, ক্ষত্রিয়া বধ করিলে ৪ মাস ১৫ দিন, বৈশ্যাবধ করিলে
৩ মাস, শূদ্রাণীবধে দেড় মাস ব্রতানুষ্ঠান করিতে হয় । অক্ষম
হইলে ১০০ কাহন বরাটক দান করিবে ।

অসবর্ণগতাব্যভিচারিণীবধে—

যে স্ত্রী অধমবর্ণ পুরুষ সহ ব্যভিচারে রতা থাকে, তাহাকে
হত্যা করিলে বিপ্র চন্দ্রপুট দান করিবে এবং ক্ষত্রিয় কাশ্মুক,
বৈশ্য ছাগ ও শূদ্র মেঘ দিবে ।

জ্ঞানাজ্ঞানকৃতগোবধ নির্ণয় ।

“বধ করিব” সঙ্কল্প করত ইচ্ছা পূর্বক বধ করিলেই তাহার

নাম জ্ঞানকৃত বধ । সেই ব্যক্তিই জ্ঞানকৃত বধজন্তু প্রায়শ্চিত্তার্থ ।
আর অত্র পশু বধার্থ নিষ্কিপ্ত শরাদি দৈবাৎ লাগিয়া গোবধ
হইলে অজ্ঞানকৃত বধজন্তু প্রায়শ্চিত্ত করিবে ।

গোবধে—

জ্ঞানে ব্রাহ্মণস্বামিক গো বধ করিলে এক মাস যাবৎ
গোমূত্র সহ যবগ্রাস পান করিতে হয় এবং গোচর্ম্ম ধারণ
পূর্বক তদ্বারা দেহাচ্ছাদন করিয়া গোষ্ঠে বাস করিবে । পর
মাসে সন্ধ্যাকালে গোমূত্রে স্নান করত সৈন্ধব সহ উপরোক্ত যব
ভোজন পূর্বক সংযত হইয়া থাকিবে । দিবাতে গোগণ সহ
গোষ্ঠে থাকিয়া গোচরণ-উত্তীর্ণ ধূলি সেবন করিবে । রাত্রিতে
গোসমূহকে আশ্রমে আনিয়া সেবা করিবে । পরে প্রণাম
পূর্বক বীরাসনে বসিয়া তাহাদিগকে চৌরাদিভয় হইতে রক্ষা
করিবে । যখন গোগণ উঠিবে, তখন উঠিতে হইবে, বসিলে
বসিতে হইবে, গমন করিলে অনুগামী হইতে হইবে । শীত,
জল, রোদ্র, ঝড় ইত্যাদিতে গো পড়িলে তাহাদের রক্ষার্থ যত্ন
করিবে । যদি তাহারা নিজের বা অপরের গৃহে অথবা শস্ত্র-
ক্ষেত্রে পড়ে কিম্বা অসময়ে বৎস স্তনপান করে, তাহা হইলে
নিবারণ করিবে না । এইরূপে তিন মাস অতীত হইলে পাপ
দূর হয় । তিন মাসান্তে একটী বুধ সহ দশটী ধেনু দান করিতে
হয় । তাহাতে অক্ষম হইলে স্থায় যথাসর্ব্বশ্ব ব্রাহ্মণকে দিবে ।
অথবা একপঞ্চাশৎ কাহন কপর্দক দান ও দক্ষিণা পঞ্চদশ
কাহন দিবে ।

যদি বিপ্রের গো অজ্ঞানবশতঃ বধ করে, তাহা হইলে সার্ক
পঞ্চবিংশ কাষ্যাপণী কপর্দক এবং দক্ষিণা সার্ক সপ্ত কাষ্যাপণী
দান করিবে ।

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের প্রায়শ্চিত্ত বিধির সমান । নারী, শূদ্র, বালক, বৃদ্ধ, রোগী ইহাদিগের পক্ষে অজ্ঞানকৃত বধে ১২৫০ দান ও দক্ষিণা ৩৫০ কাহন বিধি ।

যাহার বয়ঃক্রম একাদশ বর্ষ পূর্ণ হয় নাই, এরূপ বালক বালিকা অথবা রোগযুক্ত বালক বালিকা জ্ঞানকৃত বধ করিলে ১২৫০ কাহন দান আর দক্ষিণা ৩৫০ কাহন দিবে । কিন্তু অজ্ঞানকৃত হইলে ৬৮০ কাহন দান আর ১৮০ দক্ষিণা দিতে হয় ।

যদি শূদ্র, বৃদ্ধ ও রোগী হয় অথবা জ্ঞীজাতি হয় কিম্বা অপূর্ণ ষোড়শ বর্ষের হয়, তাহা হইলে জ্ঞানকৃতবধে ১২৫০ কাহন দান ও দক্ষিণা ৩৫০ কাহন দিবে এবং অজ্ঞানকৃত বধে ৬৮০ কাহন দান ও দক্ষিণা ১৫৮০ কাহন দিবে ।

উনৈকাদশবর্ষীয় শূদ্রবালক বা শূদ্রবালিকা হইলে অথবা রোগী বা ষ্রোগিণী শূদ্রা হইলে ৬৮০ কাহন দান ও ১৫৮০ কাহন দক্ষিণা দিবে ।

বিপ্রশ্রামিক একবর্ষবয়স্ক গোবৎস জ্ঞানে বধ করিলে নিয়মিত প্রায়শ্চিত্তের একপাদ, দ্বিবর্ষের বৎস হইলে দ্বিপাদ, তিন বর্ষের হইলে তিন পাদ আর চারি বর্ষের হইলে প্রাজাপত্য অর্থাৎ পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় ।

ব্রাহ্মণের গর্ভবতী কপিলা দুগ্ধবতী স্তূত্রতা হোমধেহু যোষাদি দ্বারা হত হইলে নিয়মিত প্রায়শ্চিত্তের দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত বিধি অর্থাৎ ১০২ কাহন দান আর ৩০ কাহন দক্ষিণা দিবে । পরন্তু অজ্ঞানে বধ হইলে উহার অর্দ্ধ ব্যবস্থা । বৃদ্ধ, বালক, শূদ্র বা জ্ঞী জ্ঞানে বধ করিলে ৫১ কাহন দান ও দক্ষিণা ১৫ কাহন এবং অজ্ঞানে হইলে ২৫ ৥০ কাহন দান ও ৭৥০ কাহন দক্ষিণা দিবে ।

গর্ভিণী বধ না হইয়া কেবল গর্ভপাত হইলে ১২৫০ কাহন দান ও ৩৫০ কাহন দক্ষিণা দেয়।

যে গো অতি বুদ্ধ, অতি ক্লশ, রোগিণী, তাহাকে উক্তরূপে বধ করিলে ১৫৥০ কাহন দান ও ৭৥০ কাহন দক্ষিণা দিবে। শূদ্র ও নারীপক্ষে অর্ধেক ব্যবস্থা এবং একাদশবর্ষীয়ের ন্যূনপক্ষে পাদব্যবস্থা।

গৃহদাহ প্রভৃতি দ্বারা একের অধিক গোবধ হইলে ১০২ কাহন দান ও ৩০ কাহন দক্ষিণা দিবে। উভয়ের অধিক ব্যক্তি একটি গোকে বিনাশ করিলে যে কয়জন মানুষ, তত সংখ্যার পাদ পাদ ব্যবস্থা।

একবর্ষীয় বৎসকে বালা ও দ্বিবর্ষীয়কে অতিবালা কহে। তৎপরে দন্ত জন্মিলে তরুণী গো বলা যায়। তরুণী বধে পূর্ণ-প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা।

ক্ষত্রিয়স্বামিক গো জ্ঞানে বধ করিলে বর্ণত্রয়ই ছয় মাস পর্য্যন্ত গোচর্য্যে দেহাচ্ছাদন করত গোগ্রাস আহার করিবে এবং গোব্রত ধারণ করিয়া রহিবে। গোমূত্র দ্বারা যব পক করিয়া তাহাই ভক্ষণ কর্তব্য। এতদ্ব্যতীত গলদেশে রজ্জু বন্ধন পূর্ব্বক গোশব্দতুল্য বাক্য প্রয়োগ করিবে, গোর চায় গোষ্ঠে বেড়াইবে। এইরূপ করিতে অক্ষম হইলে ৩৬ কাহন ধেনুমূল্য ও দক্ষিণা যথাসাধ্য দিবে। অজ্ঞানকৃত বধে ধেনুমূল্য ১৮ কাহন ও যথাশক্তি দক্ষিণা দেয়।

শূদ্র, স্ত্রী, শূদ্রস্ত্রী, অথবা বালক বা রোগী কিম্বা বুদ্ধ ব্যক্তি জ্ঞানত বধ করিলে ১৮ কাহন দান ও যথাশক্তি দক্ষিণা এবং অজ্ঞানত বধ করিলে ৯ কাহন দান ও যথাশক্তি দক্ষিণা দিবে।

অপূর্ণ একাদশবর্ষের বালক-বালিকা হইলে জ্ঞানকৃতবধে ৯ কাহন এবং অজ্ঞানকৃতবধে ৪৥০ কাহন ও দক্ষিণা সাধ্যমতে দেয়।

কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য যদি বৈশ্বস্বামিক গোবধ করে, তবে গোমতীবিদ্যা জপ পূর্বক গোষ্ঠে থাকিবে এবং পঞ্চ-গব্য পান করিবে। একমাস এই নিয়মে থাকিতে হয়।*

জ্ঞানে শূদ্রস্বামিক গোবধ করিলে চতুঃসংখ্য কৃচ্ছ্রব্রত অথবা তদনুক্রম দ্বাদশকার্ষাপশীদান এবং যথাসাধ্য দক্ষিণা দিবে। অজ্ঞানে হইলে অর্দ্ধ ব্যবস্থা। বৃদ্ধ, বালক, স্ত্রী ও শূদ্র ইহারা জ্ঞানে বধ করিলে ৬ কাহন দান, যথাশক্তি দক্ষিণা এবং অজ্ঞানবধ হইলে ৩ কাহন দান ও যথাসাধ্য দক্ষিণা দিবে। যাহার বয়ঃক্রম পাঁচবর্ষের উর্দ্ধ ও একাদশ বর্ষের ন্যূন, সে জ্ঞানে বধ করিলে ৩ কাহন দান ও যথাশক্তি দক্ষিণা এবং অজ্ঞানে হইলে ১৥০ কাহন দান ও যথাসাধ্য দক্ষিণা দিবে।

ব্রাহ্মণাদি যে কোন বর্ণই হউক না কেন, অধমশূদ্রস্বামিক গোবধ করিলে ছয় কাহন দান ও যথাসাধ্য দক্ষিণা দিবে।

শীতে, বায়ুতে, উত্তরনে অথবা শূণ্যগৃহে রক্ষণনিবন্ধন যদি বিপ্রস্বামিক গোর মৃত্যু হয়, অপালননিমিত্ত মরে, বৃহৎ জলাশয়ে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করে, ক্ষুদ্র জলাশয়ে পড়িয়া মরে, সর্প-দষ্ট হইয়া প্রাণ হারায়, বিদ্যুতায়িতে মরে, গর্ভে পড়িয়া মরে, কিম্বা স্বাপদ কর্তৃক ভক্ষিত হয়, তাহা হইলে তৎস্বামী অনুত্তম

* গোময়ের দ্বিগুণ গোমূত্র, গোমূত্রের চতুর্গুণ ঘৃত, ঘৃতের আটগুণ দুগ্ধ এবং দুগ্ধের আটগুণ দধি, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিলেই পঞ্চগব্য প্রস্তুত হয়।

প্রাজাপত্য করিবে। সশিখ মন্তক মুণ্ডন, ত্রিসন্ধ্যা স্নান পূর্বক মৃত গোর শৃঙ্গ খুর পুচ্ছ ও কর্ণ সহ সরস চর্ম্ম পরিধান করত দিবাতে গো সহ ভ্রমণ করিয়া সন্ধ্যাতীতে গোগণ গোশালায় উপস্থিত হইলে তাহাদিগের সেবা করিবে এবং সমস্ত নিশা তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হয়। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের পক্ষেই এই বিধি। এরূপ ব্রতে অক্ষম হইলে দুইটী প্রাজাপত্য করিবে। তাহাতেও অসমর্থ হইলে ৬ কাহন বরাটক দান ও দক্ষিণা এক বৃষমূল্য পঞ্চকাহন ও এক ধেনুমূল্য এককাহন দিবে।

বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী, শূদ্র ও রোগীর পক্ষে ৩ কাহন ও দক্ষিণা ৩ কাহন ব্যবস্থা। যদি উভয়ই ঘটে ও একাদশোদ্যমবর্ষ বালক হয়, তবে ১১০ কাহন দান ও ১১০ কাহন দক্ষিণা দিবে।

যে ব্রাহ্মণাদিস্বামিক গোবৎসের বয়ঃক্রম ত্রিবর্ষ অপূর্ণ, তাহার অপালনাদি হেতু বধ হইলে ১১০ কাহন দান ও ১১০ কাহন দক্ষিণা দিবে। যদি বৎসস্বামী রাখালের করে সংপূর্ণ ভার দিয়া থাকে, তবে সেই রাখাল প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

রাত্রিকালে গোস্বামীর বাটীতে যদি কোন মহা বিপদ ঘটে ও তজ্জন্য গোবধ হয়, তবে গোস্বামীকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। প্রাতঃকালে রাখালের হস্তে অর্পিত হইবার পূর্ব মরিলে রাখাল প্রায়শ্চিত্ত করিবে। রাখাল অর্থাভাবাদি বশতঃ প্রায়শ্চিত্ত করিতে অক্ষম হইলে গোস্বামী স্বীয় গৃহ হইতে সমস্ত দিয়া রাখালকে প্রায়শ্চিত্ত করাইবেন। বহু রাখালের প্রতি ভার থাকিলে প্রত্যেককে ঐরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। যদি রাখাল ন্মেচ্ছ হয়, তবে গোস্বামী নিজে প্রায়শ্চিত্ত করিবে। অপালন হেতু বহু গো নষ্ট হইলে আর বহু গোস্বামী হইলে

প্রত্যেকে দ্বিগুণ দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। যদি বহু গো অপালননিমিত্ত মরে আর তাহাদের স্বামী একবাক্তি মাত্র হয়, তাহা হইলে সেই গোস্বামী নিকৃষ্ট প্রায়শ্চিত্তের দ্বিগুণ করিবে।

যদি গো রুগ্ন থাকে অথচ তৎস্বামী অজ্ঞাতে অর্থাৎ না জানিয়া তাহাকে অবরুদ্ধ করে এবং তজ্জন্তু সেই গোর মৃত্যু হয়, তবে এক চতুর্থাংশ প্রাজাপত্য অর্থাৎ ৮০ পণ বরাটক দান করিবে। যদি উক্তরূপ গো বন্ধনদশায় থাকিয়া মরে, তবে ১৥০ কাহন দান আর যদি উক্তরূপে গো ভাৱাধিক্য বশতঃ শকটাদিতে যোজিত হইয়া মরে, তাহা হইলে ২৥০ কাহন দান ই ব্যবস্থা। যদি উক্ত প্রকারের গো দণ্ডাঘাতে * প্রাণত্যাগ করে তবে ৩ কাহন দান ও যথাসাধ্য দক্ষিণা দিবে। এই বে ব্যবস্থা কথিত হইল, ইহা অজ্ঞানকৃত। যদি ক্ষীণতাজ্ঞানে রোধাদি দ্বারা মরণ ঘটে, তবে একপাদ চান্দ্রায়ণ অর্থাৎ রোধজন্তু বধে ১৬৮০ কাহন, দণ্ডনিপাতনজন্তু বধে ২২৥০ কাহন ও যথাসক্তি দক্ষিণা দেয়। অতিরিক্ত দণ্ডাঘাত জন্তু বধে ৪৫ কাহন ব্যবস্থা। স্ত্রী, শূদ্র, বালক ও বৃদ্ধ হইলে অর্ধেক এবং অত্যন্ত বালক হইলে একপাদ ব্যবস্থা।

নাসাচ্ছেদন, কর্ণচ্ছেদন, বন্ধন, অধিক ভার বাহন, অধিক দোহন ইত্যাদিতে গোবধ হইলে কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ বা ২২৥০ কাহন

* যাহার দৈর্ঘ্য বাহুপ্রমাণ, স্থোত্র্য অক্ষুণ্ণপরিমিত, যাহা সরস ও পত্রসমম্বিত, তাহারই নাম প্রকৃত দণ্ড। ইহার অন্তর্থা করিয়া অন্তরূপ দণ্ড দ্বারা আঘাত পূর্বক গোবধ করিলে দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

দান ও যথাশক্তি দক্ষিণা দিবে। বর্গচতুষ্টয়ের প্রতিই এই ব্যবস্থা, কেবল শূদ্র, স্ত্রী, বালক ও বৃদ্ধের পক্ষে অর্দ্ধ ব্যবস্থেয়।

গোরওমোচন করিলে সর্ববর্ণের পক্ষেই চান্দ্রায়ণ বা ২২।০ কাহন দান ব্যবস্থা। অশ্ব দ্বারা ঐ কার্য্য করাইলে ১১।০ কাহন দিবে। দক্ষিণা যথাশক্তি দেয়। বৃদ্ধ, স্ত্রী, বালক হইলে অর্দ্ধেক ব্যবস্থা।

হলশকটে যোজনাদিতে—

বৃষোৎসর্গে যে বৃষকে উৎসর্গ করা যায়, যদি তাহাকে লইয়া শকটে বা হলে যোজনা করে, তাহা হইলে প্রাজাপত্যদ্বয় করিবে। স্রুতে অসমর্থ হইলে ৬ কাহন বরাটক দান ব্যবস্থা। যদি গাভীকে হলাদিতে যোজনা করে, তবে ১২ কাহন দান করিবে।

মতান্তরে এরূপ নির্দিষ্ট আছে যে, বৃষোৎসর্গে উৎসর্গীকৃত বৃষকে বা কপিলা ধেনুকে শকটাদিতে যোজনা করিলে চান্দ্রায়ণদ্বয় ব্রত বা ৪৫ কাহন বরাটক দান করিবে।

অস্থাদিতঙ্গজন্তে—

কর্ণ ও লাক্ষ্মীল উৎপাটন করিলে কিম্বা অস্থাদি ভাঙ্গিলে বর্গচতুষ্টয়কেই প্রাজাপত্য ব্রতের আচরণ করিতে হয়। অক্ষম হইলে ৬ কাহন কপর্দক দান ও যথাসাধ্য দক্ষিণা দেয়।

গোবধাপবাদ।

যে গোর পূর্বে রোগ ছিল, পরে সুস্থ হইয়াছে আর এখন ব্যাধি নাই, তাহাকে তাহার প্রভু হলে বা শকটে যোজনা করিলে যদি তাহাকে তদবস্থায় অন্ন পরিমাণে প্রহার করা যায় এবং সেই প্রহারজন্য সে মুচ্ছিত হইয়া পড়ে আর মুচ্ছা-

ভক্ষান্তে পাঁচ পদ সাত পদ বা দশ পদ গমন করত কিঞ্চিৎ তৃণ জল সেরন পূর্বক মরে, তবে সেই গোস্থামীকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না। সম্বন্ধে চিকিৎসা করিতে গিয়া তাহার যাতনা নিবারণার্থ, মৃতবৎস বাহির করিবার নিমিত্ত, বা তাহার হিতের জন্ত প্রাণরক্ষার্থ যদি অগ্নিতাপ দেওয়া যায়, অথবা শিরাভেদাদি করা যায়, তাহাতে গোর মৃত্যু ঘটিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না।

গবেতর-পশুপক্ষীবধে—

ষোটক বধ করিলে বজ্র দান করিবে, গজবধে পঞ্চসংখ্য বৃষ দান করিবে, অজ বা মেঘবধে একটী একবর্ষবয়স্ক বৃষ দিবে এবং গর্দভবধে একবর্ষবয়স্ক একটী বৎস দিবে। যজ্ঞার্থ ছাগমেঘবধে প্রায়শ্চিত্ত নাই।

সান্ধি-অস্থিহীনবধে—

অস্থিযুক্ত জন্তু অর্থাৎ কৃকলাসাদি সহস্র সংখ্য বধ করিলে আর নিরস্থি অর্থাৎ পিপীলিকাদির শকটপ্রমাণ বধ করিলে শূদ্রহত্যাজনিত ব্রত করিবে। স্বল্পপ্রমাণ অস্থিযুক্ত জীব হইলে ব্রাহ্মণের হস্তে সাধ্যমত কিঞ্চিৎ দিবে আর স্বল্পপ্রমাণ নিরস্থি জীববধ হইলে একবার প্রাণায়াম করিতে হয়।

কুষ্ঠরোগে—

কুষ্ঠ বহুবিধ ; তন্মধ্যে বৃহৎ কুষ্ঠরোগে পরাকব্রত বা তদনু-কল্প ত্রিংশৎ কাষাপণী দান ব্যবস্থেয়।

সর্বস্থিত্রিতে পরাকদ্বয় ও অল্পপরিমাণে হইলে একটী পরাক-ব্রত করিবে।

স্বল্প কুষ্ঠস্থলে ১৫ কাহন বরাটক দান করিতে হয়।

যক্ষাপ্রায়শ্চিত্ত ।

যক্ষারোগে পরাক্রান্ত বা পঞ্চসংখ্য ধেনু অথবা তন্মূল্য ১৫ কাহন বরাটক দান ব্যবস্থেয় ।

অশোরোগে—

অকৃতপ্রায়শ্চিত্ত অশুচি শুক্লজাত পুত্র কন্তাও প্রায়শ্চিত্ত করিবে । তাহাদের পক্ষে ১০ কাহন বরাটক দানের ব্যবস্থা আছে । কন্তার পক্ষে তৃতীয় ভাগের এক ভাগ বিধি ।

উপপাতক প্রায়শ্চিত্ত ।

জ্বর, ছর্দি, জলোদর, অজীর্ণ, মোহ, ভ্রম এই সমস্ত রোগ পূর্বজন্মান্তরীণ উপপাপ হইতে জন্মে । এই সকল রোগে ৭১০ কাহন বরাটক দান ব্যবস্থেয় ।

অনুপাতকে—

মহাপাতকের সমান অনুপাতকী প্রায়শ্চিত্ত করিবে । *
তত্ত্বিন্ন গায়ত্রী জপ দ্বারাও অনুপাতকী শুদ্ধ হয় ।

প্রকীর্ণ পাপপ্রায়শ্চিত্ত ।

প্রকীর্ণ পাপক্ষয়ার্থ ৮ পণ বরাটক দান করিবে ।

* সাধারণের বিদিতার্থ এই স্থানে মহাপাতকাদিনিরূপণ বিবৃত হইল, যথা—

ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, চৌর্য্য, গুরুদারাগমন, এই চারিটি মহাপাপ বলিয়া পরিগণিত । মাতা, হৃহিতা ও পুত্রবধূগমন করিলে অতিপাতক হয় । পিতৃব্যপত্নী, রজস্বলা নারী, পরিত্যক্তানারী, সন্ন্যাসিনী, বিপ্রকন্তা, চণ্ডালী, ভয়ীর সখী, উত্তমবর্ণা রমণী, সগোত্রা নারী, উপাধ্যায়পত্নী, পুরোহিতপত্নী, রাজমহিষী, শাণ্ডী, মাতৃশ্বসা, মাতার মাতামহী, মাতুলানী, পিসী প্রভৃতিতে

প্রায়শ্চিত্তান্তে পাপনাশজ্ঞান ।

যথাবিধানে প্রায়শ্চিত্ত শেষ করিয়া গোগণকে যবাদি দিলে যদি তাহারা না খায়, তবে পুনর্বার প্রায়শ্চিত্ত করিবে। তাহারা আহার করিলে জানিবে যে, পাপের শাস্তি হইল ।

পাপজরোগের প্রায়শ্চিত্ত ।

কোন পাপে পরজন্মে কি রোগ জন্মে এবং সেই রোগে কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থেয়, নিম্নলিখিত তালিকা দৃষ্টি করিলেই তাহা বোধগম্য হইবে যথা—

গমন করিলে অল্পপাতক হয় । শোষণ, অযাজ্যযাজন, সামান্যাত্মী গমন, আত্মবিক্রয়, জনকজননী গুরুপুত্র সহাধ্যায়ী ও অগ্নিহোত্র বর্জন, পরিবেত্তার যাজন, পরিবেত্তা বা পরিবিত্তিকে কন্যা দান, অঙ্গুলী দ্বারা ভাষ্যার বা কস্তার যোনিবিদারণ, কর্জ দিয়া বৃদ্ধি গ্রহণ, ব্রতভঙ্গকরণ, পুষ্করিণী প্রভৃতি বিক্রয়, উদ্যানাদি বিক্রয়, পুত্রাদি বিক্রয়, আজন্ম সংস্কারহীনতা, ত্রিসন্ধ্যাবর্জন, নিকৃষ্ট ব্যক্তিকে অধ্যয়ন করান, নিকৃষ্ট ব্যক্তির নিকট শিক্ষা গ্রহণ, লৌহাদি, বিক্রয়, সমগ্র স্থান ও কর প্রভৃতি গ্রহণ, মানবপ্রাণহিংসার্থ অভিচারাদি মন্ত্র প্রবর্তন, নারী-উপ-জীবিকা, ঔষধ বিক্রয়, পরহিংসা, জীবিত বৃক্ষচ্ছেদন, ইত্যাদিকে উপপাতক কহে। কুমিকীটাদিনাশ, মদ্যাদিগত ফল ভক্ষণ, ফলপুষ্পহরণ, কাষ্ঠহরণ, অগ্নিদোষে অধিক শাস্তিদান, ইত্যাদিকে প্রকৌর্গ পাপ কহে ।

পাপজনিত রোগ ।

প্রায়শ্চিত্তবিধি ।

তাম্রহরণ জনিত ষ্টিত্ররোগে ... প্রাজাপত্যব্রতানুষ্ঠান ও একশত
পল তাম্রদান ।

তাম্রহরণজনিত ষ্টিত্রোষ্ঠে ... দক্ষিণা সহ প্রবালদান ।
রাজহত্যাজনিত ক্ষররোগে ... গো, ভূমি, স্বর্ণ, মিষ্টান্ন সামগ্রী,
জল, বস্ত্র, তিলধেনু ও ঘৃতধেনু
দান ।

মেঘবধজনিত পাণ্ডুরোগে ... একপল কস্তুরিকা দান ।
দুগ্ধহরণজনিত বহুমূত্ররোগে ... দুগ্ধবতী গাভীদান ।
ঘৃতহরণজনিত নেত্ররোগে ... দুগ্ধবতী গাভীদান ।
সৌদহরণজন্ত শীর্ষরোগে ... একদিন উপবাস পূর্বক শতপল
সৌসকদান ।

রক্তহরণজন্ত শ্লেষ্মারোগে ... একদিন উপবাস পূর্বক শতপল
রক্ত দান ।

তৈলহরণ জন্ত কণ্ডুরোগে ... উপবাসী থাকিয়া দুইটি তৈল-
পূর্ণ কুম্ভদান ।

ফলহরণজন্য অঙ্গুলিভ্রণরোগে ... দশসহস্র নানাক্রপ ফল দান ।

শুড়হরণজন্ত গুল্মরোগে ... শুড়ধেনু দান ।

বিপ্ররত্ন হরণজন্য অনপত্যে ... মহারত্নমস্ত্র জপ ।

বিবিধ দ্রব্য হরণজন্য গ্রহণীতে ... অন্ন, জল, বস্ত্র ও স্বর্ণদান ।

রক্তবস্ত্র ও প্রবাল হরণজন্য রক্তবাত্তে ... মণিরাগযুক্তা সবস্ত্রা
মহিবীদান ।

কাষ্ঠহরণ জন্য স্নিগ্ধহস্তে ... দুই পল রক্তচন্দন দান ।

কন্দমূলহরণজন্য কৃষ্ণপাণি রোগে ... দেবমন্দির ও উদ্যান দান ।

পুস্তক হরণজন্য মুকরোগে ... ন্যায়শাস্ত্র বা ইতিহাস লেখাইয়া
সদক্ষিণ দান ।

পরনিন্দা জনিত টাকরোগে ... কাঞ্চন সহ দুগ্ধবতী ধেনুদান ।

দেবমন্দিরে মলমূত্রতাগ জন্য গুহরোগে ... একমাস দেবার্চনা,
দুইটী গোদান এবং প্রাজাপত্য বা তম্বুলাদান ।

দ্বাবাগ্নিদায়কের রক্তাভীসারে ... জলাশয় খনন, অন্নদান ও
বটবৃক্ষ রোপণ ।

গর্ভপাতজন্য যকৃৎ-প্লীহাদিরোগে ... যকৃতে ৩ পল স্বর্ণ, প্লীহাতে
৩ পল রোপ্য ও জলোদরে ৩ পল তাম্র সহ জলধেনু দান ।

পক্ষপাতজন্য পক্ষাঘাতে ... তিন নিষ্ক কাঞ্চন দান ।

মদাপানজন্য রক্তপিত্তে ... ঘৃতপূর্ণ কুন্ত এবং স্বর্ণযুক্ত অর্দ্ধ
কুন্তপূরিত মধু দান । *

বিষদান জন্য ছদ্মিরোগে ... দশটী দুগ্ধবতী ধেনু দান ।

পরোপতাপদান জন্য শূলে ... অন্নদান এবং দশ সহস্র
কদ্রমস্ত্র জপ ।

কুপরামর্শদানজন্য শ্বাসকাসে ... সহস্রপল ঘৃতদান ।

অনিবেদিত ভোজনজন্তু অলসরোগে ... সহস্র বা অক্ষমস্থলে
দুইশত ব্রাহ্মণ ভোজন ।

পুত্রবধজন্য মৃতবৎস রোগে ... প্রথমতঃ একটী বিপ্রের
বিবাহ দিবে, পরে হরিবংশ শ্রবণ, মহারুদ্রপূজা, দূর্বা ছারা
অযুত হোম, একাদশনিষ্কপ্রমাণ স্বর্ণপুত্রিকা সদক্ষিণ দান,
তৎপরে অন্য ব্রাহ্মণকে সাধ্যমত দক্ষিণা দিয়া বরুণমন্ত্রে
স্ত্রীপুরুষকে স্নান করাইয়া বসনভূষণাদি দিবে ।

* গোড়ী পোষ্ট ব্যতীত বারুণীষস্ত্রোক্ত বমাদকদ্রব্যের নাম মদ্য ।

মাতৃপিতৃবধজন্তু জড় জন্মাক্রোশে ... মাতাকে বধ করিলে
 অন্ধ এবং পিতাকে বধ করিলে জড় হয় । তৎপাপমোচনার্থ
 ত্রিশটি প্রাজাপত্য বা ত্রিশটি ধেনু দান পূর্বক একপলপ্রমাণ
 স্বর্ণনৌকা ও রৌপ্যকুন্ত প্রস্তুত করিয়া তাত্রভাণ্ডোপরি
 রাখিবে । পরে নিক্র প্রমাণ হিরণ্ময় কৃষ্ণমূর্তি পট্‌বস্ত্রে বেষ্টিত
 করিয়া তদুপরি স্থাপন পূর্বক পূজা ও হোম করিবে ।
 অনন্তর বিসর্জন করিয়া অন্যান্য ব্রাহ্মণকেও দক্ষিণা দিবে ।
 বিধবাগমনজন্য প্রমেহে ... একমাস রুদ্রমন্ত্র জপ ও ষথাশক্তি
 স্বর্ণদান ।

স্বরাপানজন্য শ্রাবদন্তে ... একটি প্রাজাপত্য বা তদনুক্রম,
 তৎপরে সাতটি শর্করার তুলাপুরুষদান, পরে অযুত মহারুদ্র
 মন্ত্র জপ ও তাহার দশাংশ হোম ।

সুগোত্রাগমনজন্য ভগন্দরে ... মহিষা দান ।

সজাতীয়াগমন জন্য হৃদ্রণে ... দুইটি প্রাজাপত্য ।

পশুবোনি গমন জন্য মূত্রাঘাতে ... দুইটি তিলপাত্র দান ।

তুরগী গমনজন্য গুহরোগে ... সহস্র কুন্ত জল দ্বারা একমাস
 শিবলিঙ্গ স্তপন ।

মাতুলানী গমন জন্য পৃষ্ঠকুচ্ছে ... কৃষ্ণাজিন দান ।

পিতৃস্বস্ত্রগমন জন্য সর্বাঙ্গাবচ্ছিন্নব্রণে ... সম্যকরূপ বিবিধদান ।

শুক্লপদ্মগমন জন্য মূত্রকুচ্ছে ... অগ্রে বেদী নির্মাণ করিয়া
 তাহার পশ্চিমে একটি কুন্ত নীলবস্ত্রে আবৃত ও নীলমালাল-
 কৃত করিয়া স্থাপন করিবে । তদুপরি তাত্রভাণ্ডস্থিত ষট্-
 নিক্রপ্রমাণ কাঞ্চননির্মিত বিশ্বরূপী বরুণমূর্তি স্থাপন
 পূর্বক পুরুষস্বস্ত্রমন্ত্রে পূজা করিবে । পরে জপ ও জপের

দশাংশ হোম করিবে । তৎপরে সামবেদজ্ঞ বিপ্র সামবেদ পাঠ করিবে । পরে বিংশনিকপ্রমাণ স্বর্ণপুত্রিকা ব্রাহ্মণকে দিবে । তৎপরে আচার্য্যাকে স্তুতি করত বরুণপ্রতিমা দান করিবে ।

মার্ত্তগমনজন্য লিঙ্গনাশে ... বেদীর উত্তরে কুস্ত স্থাপন পূর্ব্বক কৃষ্ণবস্ত্রে আবৃত করিবে । তত্‌পরি কুবেরমূর্ত্তি রাপিণী পুরুষহৃত মস্ত্রে পূজা করিবে । অনন্তর অথর্ববেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ অথর্ববেদ পাঠ করিবে । পরে বিংশতি নিকপ্রমাণ স্বর্ণ-পুত্রিকা দান করিতে হয় । উক্ত প্রতিমা আচার্য্যাকে দেয় । (চাণ্ডালীগমনজন্ত) হীনমুক্ষরোগেও এই বিধি ।)

কদম্বদান জন্ত মন্দোদরে ... তিনটী ধেনু বা তন্মূলা দান
এবং এক শত ব্রাহ্মণ ভোজন ।

শুকরবধ জন্ত দন্তরোগে ... সদক্ষিণ ঘৃতকুস্ত দান । ; .

ঘোটকবধ জন্ত বক্রমুখে ... শতপল চন্দন দান ।

হরিণশৃগালবধজন্ত খঞ্জরোগে ... এক পল স্বর্ণময় অশ্বদান ।

বায়নবধজন্ত কণ্ঠহীনরোগে ... কৃষ্ণবর্ণ গোদান ।

উপহাসজন্ত কাণরোগে ... মুক্তাসহ গোদান ।

সৌগন্ধহরণজন্ত দুর্গন্ধরোগে ... লক্ষ পদ্মহোম ।

দেবতাহরণ জন্ত বিবিধজ্বরে ... জ্বরে কর্ণে রুদ্রমন্ত্র জপ, মহাজ্বরে
মহারুদ্র মন্ত্র, রুদ্রজ্বরে অতিরুদ্রমন্ত্র, বৈষ্ণবজ্বরে রুদ্রমন্ত্র ও
মহারুদ্রমন্ত্রজপ ।

পক্ষ্মহরণ জন্ত জিহ্বারোগে ... এক লক্ষ গায়ত্রী জপ ও তদ-
শাংশ তিলহোম ।

দধিচৌর্য্যজন্ত উন্মাদরোগে ... দধিধেনু দান ।

বস্ত্রহরণজ্ঞাতু লুলিরোগে নিষ্কপ্রমাণ স্বর্ণ দ্বারা প্রজ্ঞা-
পতির মূর্ত্তি নির্মাণ করিয়া দুইখানি বস্ত্র সহ দান ।

ব্রাহ্মণবধজ্ঞাতু কুষ্ঠে ... যে ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যা করে, সে
নরক-ভোগের পর পাণ্ডুবর্ণ কুষ্ঠরোগযুক্ত হইয়া জন্মগ্রহণ
করে । তাহার প্রায়শ্চিত্ত এইরূপ,—সর্বাগ্রে পীতবস্ত্রাবৃত
কুম্ভচতুষ্টয় পঞ্চপল্লাবাদিসমন্বিত করত তাহার উপরে মধ্যকুস্ত্রে
রজতময় অষ্টদলপদ্ম স্থাপন পূর্ব্বক ডহপরি প্রতিমা স্থাপন
করিবে । প্রতিমা অর্দ্ধপল স্বর্ণদ্বারা নির্মাণ করিবে এবং
তাহার চারি মুখ ও দশ হাত হইবে । তৎপরে ষোড়শোপ-
চারে কিস্বা পুরুষসূক্তমস্ত্রে প্রতিদিন তিনবার পূজা করিয়া
ঋগ্বেদাদি চতুর্বেদোক্ত মন্ত্র উক্ত কুম্ভচতুষ্টয়ের উপর উচ্চা-
রণ করিবে । অনন্তর অবৃত পুরুষসূক্ত জপান্তে গ্রহশাস্তি
করত তদঙ্গাংশ সংখ্যায় পলাশসমিধ দ্বারা হোম করিবে ।
হোমাবশিষ্ট দ্রব্য মধ্যকুস্ত্রে রাখিবে । এইরূপ দ্বাদশদিন
বাগ করত আচার্য্যকে গো ভূমি স্বর্ণ ও তিল দক্ষিণা দিতে
হয় । তৎপরে আচার্য্য যজ্ঞমানকে অভিষেক করিবেন ।

প্রকীর্ত্ত অংশ ।

পঞ্চমবর্ণশুঁড়ি ।

হরিদ্রাচূর্ণ পীতবর্ণ, তণ্ডুলচূর্ণ শ্বেত, কুম্ভমফলচূর্ণ অরুণ, চিতি
ধানপোড়াচূর্ণ কৃষ্ণ এবং বিষাদিপত্রচূর্ণ শ্রামল ।

হবিষ্যাম্ জব্য।

ষেত আমোন ধাত্তের আতপততুল, মৃগ, বেতুয়া শাক, কাল শাক, সামুদ্রিক লবণ, বব, তিল, সৈন্ধব, কোতধাত্ত, হিঞ্চাশাক, কেউ ব্যতীত সমস্ত মূল, দধি, ছন্ধ, স্বত, আম্র, তেঁতুল, কাঁঠাল, জীরক, নারাপ্পা লেবু, পিপ্পলী, আমলকী, হরীতকী, কদলী, শুড় ব্যতীত ইক্ষুসম্বন্ধীয় মিষ্টজব্য, নারিকেল ।

আরত্ৰিক বিধি।

কোশার বামে ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কিত করত তত্পরি দীপ রাধিয়া বারত্ৰয় “আরত্ৰিকদীপায় নমঃ” বলিয়া অর্চনা করিবে। পরে “অমুকদেবায় নমঃ” বলিয়া দশবার জপ করত আসনের প্রান্তে দক্ষপদ ও বামপার্শ্বস্থ ভূতলে বামচরণ রাধিয়া দণ্ডায়মান হওত যজ্ঞসূত্র সহ উত্তরীয় ধারণ পূর্বক ঘণ্টা বাজাইতে বাজা- ইতে আরত্ৰিক করিতে হয়। প্রথমতঃ দীপমালা দ্বারা দেব- তার পদসমীপে চারিবার, নাভিদেশে দুইবার, মুখমণ্ডলে তিনবার ও সর্বাঙ্গে সাতবার আরত্ৰিক করিবে। তদনন্তর জল- পূর্ণ শঙ্খ দ্বারা নয় বার আরত্ৰিক করিতে হয় এবং প্রতিদিন- বারের পর মাটিতে একটু জল ফেলিবে। অনন্তর বসন দ্বারা, বিশ্বপত্র ও পুষ্প এবং চামরাদি দ্বারা প্রত্যেকে তিন তিনবার আরত্ৰিক করত সাতাঙ্গে প্রণাম করিবে।

অচ্ছিদ্রাবধারণ ।

করপুটে কহিবে যে, “বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যা অমুকে নাদি অমুকে পক্ষেহমুকতিথৌ কৃতৈতৎ কস্মাচ্ছিদ্রমন্ত ।”

বৈষ্ণব্যসাধন ।

হাতে জল লইয়া বিষ্ণুরোম্ ইত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক-
দেবশর্মা কৃতেহস্মিন্ অমুককস্মিণি ষং বৈষ্ণব্যং জাতং তদোষ-
প্রশমনায় শ্রীবিষ্ণুস্মরণমহং করিষ্যে ।

শাস্তিদান মন্ত্র ।

ওঁ মহাবামদেব্যঋষিকীরাদ্ গায়ত্রীচ্ছন্দ ইচ্ছো দেবতা
শাস্তিকস্মিণি বিনিয়োগঃ । ওঁ কয়ানশিচ্ছ আভূব দূতীঃ সদাবৃধঃ
সধাকর্য্য সচীষ্টয়া বৃতা ; ওঁ কস্তাসত্যো মদানাং মংহিষ্টো মংস-
দক্শসঃ দৃঢ়াচিদা রুজ্জিবহ্ ; ওঁ অতীষুণঃ সখীনামবিভা জরীতৃণাং
সত্যং ভবাঃ স্যত্যয়ে ; ওঁ স্বস্তি ন ইচ্ছো বৃক্শ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পৃষা
বিশ্বদেবাঃ স্বস্তি নস্তাক্ষ্যোরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু
ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ।

বিষ্ণুপাদোদক ধারণ মন্ত্র ।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহো ভক্তানামার্তিনাশন । সর্বপাপপ্রশমনং
পাদোদকং প্রযচ্ছ মে ॥ অকালমৃত্যুহরণং সর্বব্যাবিধিনাশনং ।
বিষ্ণুপাদোদকং পীত্বা শিরসা ধারয়াম্যহং ॥

বিপ্রপাদোদক ধারণ মন্ত্র ।

ব্রহ্মাণ্ডোদরমধ্যে তু যানি তীর্থানি সন্তি বৈ । তানি সর্বানি
তীর্থানি সন্তি বিপ্রপাদোদকে । বিপ্রপাদোদকং পীত্বা যাব-
ন্তিষ্ঠতি মেদিনী । তাবৎ পুরুষমাত্রেণ পিবন্তি পিতরোদকং ॥

অশ্বখরান মন্ত্র ।

চক্ষুঃস্পন্দং ভুজস্পন্দং তথা হৃঃস্পন্দদর্শনং । শত্রুণাঞ্চ সমুখানং
অশ্বখ শময়াশু মে । অশ্বখরূপী ভগবান্ প্রীয়তাং মে জনার্দন ॥

দ্বাদশদানের ও ষোড়শদানের দ্রব্য ।

(১) সভূমি ধাত্ত, (২) আসন, (৩) জলপাত্ত, (৪) অন্ন-পাত্ত, (৫) বস্ত্র, (৬) তাম্বূলপাত্ত, (৭) ফলপাত্ত, (৮) চন্দন-পাত্ত, (৯) ছত্র, (১০) পাত্তকা, (১১) শয্যা, (১২) কড়ি এক কাহন । (তৈজসসাধার সহ দীপ, তৈজসসাধার সহ মালা, স্বর্ণ ও রৌপ্য, এই চারিটি দ্রব্য ষোড়শে অধিক দিতে হয় ।)

ক্ষৌরকর্ম্ম ।

জন্মমাসে ক্ষৌরকর্ম্ম সম্পাদন করিলে রোগ ও ধনপুত্র নাশ পায় । নাপিতের গৃহে গিয়া ক্ষৌরকর্ম্ম সম্পাদন করিলে শ্রীহীন হইতে হয় । রবিবারে ক্ষৌর নির্বাহ করিলে দুঃখ, সোমবারে সূখ, মঙ্গলে মৃত্যু, বুধে ধনলাভ, বৃহস্পতিতে মানহানি, শুক্রবারে শুক্রক্ষয় এবং শনিবারে সর্বপ্রকার দোষের কারণ হয় । প্রথমে শ্মশ্রুকেশাদি কর্ত্তন করিয়া পরে নখ কর্ত্তন করিবে । রোহিণী, বিশাখা, উত্তরভাদ্রপদ, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, মঘা ও কৃত্তিকা, এই সকল নক্ষত্রে ক্ষৌর বর্জন করিবে । মৈথুনান্তে ক্ষৌর নিষিদ্ধ । ক্ষৌরকার্য্যকালে কেশব, দিতি ও অদিতি এই কয়জনকে এবং পাটলিপুত্র, মহীচ্ছত্রা ও আনন্ডপুর এই তিন নগরকে স্মরণ করিলে মঙ্গল হইয়া থাকে । দেবকার্য্যে, পিতৃশ্রাদ্ধে, জন্মমাসে, জন্মনক্ষত্রে ও রবির অংশ-ক্ষয়ে ক্ষৌরকর্ম্ম বর্জনীয় । পূর্বাশ্ব বা উত্তরাশ্ব হইয়া ক্ষৌরকর্ম্ম করণীয় । স্নানান্তে, সন্ধ্যাকালে ও রাত্রিতে ক্ষৌর করিবে না ।

গৃহগুচ্ছিত্ত ও দ্রব্যগুচ্ছিত্ত

বিপ্র, ক্ষত্র অথবা বৈশ্যের গৃহে কুকুর প্রভৃতির মৃত্যু হইলে দশ দিনান্তে সেই গৃহ শুদ্ধ হয় । শূদ্র মরিলে এক মাসের পর

বিপ্রাদি বর্ণত্রয়ের গৃহ শুদ্ধ হয় আর পতিত ব্যক্তি মরিলে হুই মাসান্তে শুদ্ধ হইবে। বিপ্রাদি বর্ণত্রয়ের গৃহে স্নেহ ব্যক্তি মরিলে চারিমাসান্তে গৃহ শুদ্ধ হয় এবং চণ্ডালাদি মরিলে সে গৃহ আর শুদ্ধ হয় না। ব্রাহ্মণের গৃহে ব্রাহ্মণ মরিলে তিন দিন, ক্ষত্রের গৃহে ক্ষত্রিয় মরিলে পাঁচ দিন, বৈশ্যের গৃহে বৈশ্য মরিলে আট দিন এবং শূদ্রের গৃহে শূদ্র মরিলে একপক্ষ পরে গৃহ শুদ্ধ হয়। গৃহমধ্যে কেহ মরিলে সেই গৃহাভ্যন্তরস্থ মৃত্তিকাপাত্র ও পক্ষ অনাদি ফেলিয়া দিবে। পরে গোময় দ্বারা গৃহ ঘেপন করত ছাগ দ্বারা আব্রাণ করাইবে। অনন্তর বিপ্র স্বর্ণ ও কুশনম্বিত জল দ্বারা সেই গৃহ অভিষিক্ত করিবেন।

স্বর্ণ, রোপ্য, শঙ্খ, প্রস্তর, শুক্ল, রত্নময় পাত্র আর অনুচ্ছিষ্ট কাংস্য, তাম্র, পিত্তল, লৌহ, রঙ্গ ও সীসময় বস্তু জল দ্বারা ধৌত হইলেই শুদ্ধি লাভ হয়।

উল্লিখিত ধাতুপাত্র বা পাষাণপাত্র শূদ্র কর্তৃক উচ্ছিষ্ট হইলে তিনবার ক্ষার, অম্ল ও জল দ্বারা ধৌত করিয়া লইবে। ঐ সকল পাত্র সূতিকার, রজস্বলা, শব, মল ও মূত্র দ্বারা স্পৃষ্ট হইলে যাবৎ তাপ সহ্য হয়, তাবৎকাল অগ্নিমধ্যে দিয়া শুদ্ধ করিবে।

যে জীবের মাংস অখাদ্য, যদি তাদৃশ কোন জীবের মৃত দেহ বাপী কূপ ও তড়াগাদি জলাশয়ে পড়ে, তাহা হইলে সেই জল অশুদ্ধ হয়। উহা শুদ্ধ করিতে হইলে কূপ হইতে ত্রিশ কলসী, তড়াগ বা পুষ্করিণী হইতে ষাট কুন্ত এবং সরোবর হইতে একশত কুন্ত জল তুলিয়া মন্ত্রপূত পঞ্চগব্য দিলেই শুদ্ধ হয়।

কাঁচা মাংস, ঘৃত, মধু, তৈল আর ফল এই সমস্ত দ্রব্য স্নেহ-পাত্রে রাখিলে শুদ্ধ হয়, কিন্তু পাত্রান্তর করিলেই শুদ্ধ হইবে ।

জল দ্বারা স্বর্ণ ও রজত, ভস্ম দ্বারা কাংস্ত, অম্ল দ্বারা পিত্তল ও তাম্র এবং অগ্নিযোগে মুগ্ধয় পাত্র শুদ্ধ হয় ।

যে ব্যক্তি ভগ্ন কাংস্তপাত্রে আহার করে, সে অশুদ্ধ হয় । যদি সেই ব্যক্তি নদীতে স্নান পূর্ব্বক এক সহস্র অষ্টাধিক গায়ত্রী জপ করত একাহারী হইয়া থাকে, তবে শুদ্ধ হইবে ।

কোন কোন মতে এইরূপ নির্দিষ্ট আছে যে, তাম্র, স্বর্ণ, রৌপ্য, প্রস্তর ও স্ফটিক এই সকল ভগ্ন বা অভগ্ন হউক সর্ব্বদাই শুদ্ধ ।

বিবাহের সম্বন্ধ বিবেচনা ।

বরের সহিত কন্ডার কোনরূপ বৈজিক সম্বন্ধ আছে কি না, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে হইলে বরের পক্ষ হইতে দেখাই কর্তব্য ।* বরের পিতা এবং পিতার মামাতো ভাই, মাসীতো ভাই ও পিসীতো ভাই এই চতুষ্টয় ব্যক্তি পিতৃপক্ষে অর্থাৎ পিতৃসম্বন্ধেই ইহাদিগের সহিত সম্বন্ধ আর বরের মাতামহ এবং মাতার মামাতো ভাই, মাসীতো ভাই ও পিসীতো ভাই এই চতুষ্টয়

* বৈজিক সম্বন্ধ দূরবর্তী হইলেই সেই বংশোৎপন্ন কন্ডাকে বিবাহ করিতে হয় । ইহার কারণ এই যে, এইরূপ করিলে দম্পতীর স্বাস্থ্যোন্নতি হয় এবং দীর্ঘজীবী বুদ্ধিমান সন্তান জন্মে । ভার্গ্যার সহিত বংশের নিকট সম্বন্ধ থাকিলে দম্পতীর দেহান্ত-গত শোগিতের বিকৃতি দ্বারা উৎপাদিকাশক্তি ক্ষয় হওয়াতে নানারূপ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে ।

ব্যক্তি মাতৃপক্ষে অর্থাৎ মাতৃসম্বন্ধেই ইহাদিগের সহিত সম্বন্ধ । ইহাদিগকেই গণনার প্রতিযোগী বলা যায় অর্থাৎ ইহাদিগকে লইয়া উর্দ্ধ বা অধঃ পিতৃপক্ষে সাত পুরুষ এবং মাতৃপক্ষে পাঁচ পুরুষ পর্য্যন্ত গণনা করিতে হয় । প্রথমতঃ দেখা কর্তব্য যে, পূর্ব্বকথিত প্রতিযোগী অষ্ট ব্যক্তির মধ্যে কাহারও সঙ্গে বীজসংশ্রবাধীন কন্তার কোন সম্বন্ধ আছে কিনা ? থাকিলে কোন্ প্রতিযোগীর সঙ্গে আছে, তাহা প্রথমে বিবেচনা করিয়া সেই প্রতিযোগী ধরিয়া গণনা করিতে হয় ।

সমানপ্রবরা ও সগোত্রা * কন্যা বিবাহ নিষিদ্ধ । শূদ্রেরা আপনা হইতে উর্দ্ধতন চতুর্দশ পুরুষের মধ্যবর্ত্তিনী কন্যা ভিন্ন সগোত্রা কন্তাও বিবাহ করিতে পারেন ।

মাতামহগোত্রে ব্রাহ্মণের বিবাহ করা উচিত নহে অর্থাৎ এই ব্যক্তি মদীয় মাতামহবংশে উৎপন্ন হইয়াছে, এই প্রকার স্মরণ হওয়া অবধি (একবিংশ পুরুষ পর্য্যন্ত) বিবাহ করা নিষিদ্ধ ।

* বংশপরম্পরাপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণরূপ আদি পুরুষেরই নাম গোত্র । যেমন ভরদ্বাজ যে বংশের আদিপুরুষ, তাহার ভরদ্বাজ গোত্র । শূদ্রপক্ষে যে বিপ্র আদি পুরোহিত ছিলেন, তাঁহার গোত্রানুসারেই শূদ্রের গোত্র হইয়াছে । এইরূপ অনুমান হয় যে, প্রথমতঃ বৈজিক সম্বন্ধ না থাকা প্রযুক্ত মুনিগণ শূদ্রের সগোত্রা-বিবাহ এককালে নিষেধ করেন নাই । বহুসংখ্য অধম শূদ্রজাতির উপজাতির মধ্যে সগোত্রা বিবাহের প্রথা আছে । গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষিদিগের পরিচয়বিধায়ক শিষ্যাধিক্রম যে সকল মুনি, তাঁহাদিগের নামই প্রবর ।

বাৎস্য গোত্রে ও সাবর্ণ গোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ, কেন না, গোত্রের প্রভেদ থাকিলেও প্রবরের ঐক্য আছে।

ভিন্নগোত্রোৎপন্ন হইলেও যে সকল কন্যা পিতৃসপিণ্ড অর্থাৎ বরের পিতাকে লইয়া পিতামহাদি উর্দ্ধতন সাত পুরুষ যাবৎ গণনা করত সেই সপ্তপুরুষের প্রত্যেকের বংশীয় পুত্র বা তনয়া-পরম্পরায় উৎপন্না অধস্তন (বীজপুরুষ হইতে) সপ্তম পুরুষ-মধ্য-বর্তিনী যে সকল কন্যা, তাহাদিগকে বিবাহ করিতে নাই। ঐ প্রকার পিতৃসপিণ্ডার ছায় মাতামহসপিণ্ডা কন্যাও পরিত্যাগ করিবে অর্থাৎ বরের মাতামহকে লইয়া প্রমাতামহাদি উর্দ্ধতন পঞ্চম পুরুষের প্রত্যেকের পুত্র বা তনয়ার পরম্পরায় উৎপন্না নিম্ন-পঞ্চম-পুরুষের মধ্যবর্তিনী যে সকল কন্যা, তাহারা পরিত্যজ্য।

বিবাহবিষয়ে মাতামহসপিণ্ড্য পঞ্চম এবং পিতৃসপিণ্ড্য সপ্তম পুরুষ যাবৎ। সর্বত্র বরের পিতৃপক্ষে সপ্তমী কন্যা পর্যন্ত অবিবাহা আর বরের মাতৃপক্ষে পঞ্চমী কন্যা যাবৎ অবিবাহা! সুতরাং তৎপরবর্তিনীকে বিবাহ করা যায়। কোন কোন ধর্ম্মের মধ্যে পিতৃপক্ষে ষষ্ঠী ও মাতৃপক্ষে চতুর্থী কন্যা বিবাহা। পিতার ও মাতার মাসী পিসী আর মামার বংশপরম্পরোৎপন্না অধস্তন সপ্তমী ও পঞ্চমী কন্যা যাবৎ বিবাহ করা যায়। পিতার পিসীর তনয়, পিতার মাসীর তনয় ও পিতার মামার তনয়রূপ পিতৃবন্ধুত্রয় হইতে পরম্পরাক্রমে উৎপন্না সপ্তমী কন্যা যাবৎ অবিবাহা। এই প্রকার মাতার পিসীর তনয়, মাতার মাসীর তনয় আর মাতার মামার তনয়রূপ মাতৃবন্ধুত্রয় হইতে অধস্তন বংশপরম্পরাক্রমে উৎপন্না পঞ্চমী কন্যা যাবৎ পরিত্যজ্য।

পিতার ও মাতার পিসীতনয়ের ও মাসীতনয়ের পিতাদি উদ্ধতন পুরুষের সঙ্গে বৈজ্ঞিক সম্বন্ধ না থাকা হেতু তৎকালে অর্থাৎ পূর্বকথিত পিতার ও মাতার পিসী বা মাসীর মপত্নীর কন্যাদির সঙ্গে বিবাহ হইতে পারে ।

পূর্বকথিত সপিণ্ডাদি নিষিদ্ধা কন্যা সকল ত্রিগোত্রাস্থিতা হইলে বিবাহ করা যাইতে পারে । ত্রিগোত্রাস্থিতা কন্যা গণনার প্রণালী এই যে, প্রতিযোগী গোত্রচতুষ্টয় গ্রহণ পূর্বক উদ্ধতন গণনায় (সপ্তমী পঞ্চমী মধ্যগত নিবন্ধন) কন্যা পরিত্যজ্যা বলিয়া গণনীয় হইলে সেই প্রতিযোগীগোত্র লইয়া চতুর্গোত্রা কন্যাকে বিবাহ করা যাইতে পারে ।

মাতৃনাম্নী কন্যা বিবাহ করিতে নাই । বাগ্‌দানান্তে মাতৃনাম্নী জানিলে কন্যার পিতার আজ্ঞা লইয়া ঐ কন্যার নামান্তর করিয়া লইয়া বিবাহ করা কর্তব্য ।

বিমাতার ভ্রাতৃকন্যা অবিবাহা, কিন্তু সেই ভ্রাতৃকন্যার কন্যাকে বিবাহ করা যায় ।

মন্ত্রদাতা গুরুর তনয়া, শিষ্যের তনয়া ও অধ্যাপকের কন্যাও অবিবাহা ।

উপাকর্ষ ।

বার্ষিককৃত্য । বেদপাঠ ও ত্রিসঙ্ক্যার দ্বারা যেমন দিনকৃত পাপের ক্ষয় হয় তেমনই সমস্ত বর্ষকৃত পাপ এক উপাকর্ষ দ্বারা ক্ষয় হয় । সেজন্য উপাকর্ষ ব্রাহ্মণ মাত্রেই একান্ত কর্তব্য । সামবেদী ভাদ্রমাসে হস্তানক্ষত্রে, বজ্রুর্বেদী শ্রাবণমাসে পূর্ণিমায়, ঋগ্বেদী শ্রাবণমাসে শ্রবণানক্ষত্রে অথবা ভাদ্রমাসে হস্তানক্ষত্র-যুক্ত পঞ্চমীতে উপাকর্ষ করিবেন । উপাকর্ষপদ্ধতি মৎপ্রকাশিতব্য “উপাকর্ষ” পুস্তকে দ্রষ্টব্য ।

ধর্ম্মানুষ্ঠানম্ ।

৬০১

গর্ভাধানের দ্রব্য ।

ষষ্ঠী পূজার শাড়ী ১, মার্কণ্ডেয় পূজার ষোড় ১, আসনাসুরী ২ প্রহ, মধুপর্কবাটী ২ টা, গব্য ঘৃত ১ দফা, মধু ১ দফা, দধি ১ দফা, চিনি ১ দফা, বড় নৈবদ্য ২ থানা, কুচানৈবদ্য ১ থানা, বটের ডাল ১ টা, ঘট ১ টা, জামাতার বস্ত্র ১ ষোড়া, কথার শাড়ী ১ থানা, বটপত্র ২১ টা, পিটুলির পুত্তলিকা ২১ টা, থৈ ১ দফা, কড়ি ১ দফা, পুস্পাদি, আভ্যুদয়িকের দ্রব্য, * কলার ডোঙ্গা অথবা কদলাপত্র ২০, গামছা ১৬ থানা, সূর্য্যার্য্যদ্রব্যাদি (জবাপুষ্প, করবীর পুষ্প, দুর্কা, শ্বেত সর্ষপ, রক্তচন্দন, শ্বেত চন্দন, কুশার অগ্র ১ টা, আতপ তণ্ডুল, বিহপত্র), সিন্দূর, দক্ষিণা ১ দফা, ব্রাহ্মণ ভোজন ১ দফা ।

আভ্যুদয়িকের দ্রব্য ।

বস্ত্র ৭, ষষ্ঠীপূজার শাড়ী ১, মার্কণ্ডেয় পূজার বস্ত্র ১ ষোড়, আসনাসুরী ২ প্রহ, মধুপর্ক ২, রস্তা ১৫ গণ্ডা, সুপারী ১৫ গণ্ডা, পান ১৫ গণ্ডা, আতপ চাউল ১৫ পোনের সের, ধূপ, দীপ, উপকরণ, ঘব ১ দফা, মটর কলার ৥ সের, চিনি ৮ আধ পোয়া, মধু/০ একছটাক, গব্য ঘৃত /০ এক ছটাক, পুষ্পতুলস্তাদি, সন্দেশ, বাতাসা, দক্ষিণা ।

অধিবাসদ্রব্য ।

গঙ্গামুক্তিকা, চন্দন, পাথরের লুড়ি ১ টা, ধাত্র, দুর্কা, পুষ্প, রস্তা ১ ছড়া, দধি, গব্য ঘৃত, স্বস্তিক, সিন্দূর সহ কোটা ১ টা,

গর্ভাধানে সামবেদীয়দিগের আভ্যুদয়িক ~~দ্রব্য~~ হই, কেবল ঋগ্বেদীয় ও যজুর্বেদীয়গণের আছে ।

শঙ্খ ১, কাজল সহ কাজললতা ১, হরিদ্রা, শ্বেত সর্ষপ, সোণা, রূপা, তামা, চামর ১, দর্পণ ১, প্রদীপ ১, সূতা ১, এই সমস্ত দ্রব্য একটি পাত্রে রাখিলেই তাহার নাম অধিবাসদ্রব্য ।

পুংসবন ও সীমন্তোন্নয়নের দ্রব্য ।

অধিবাসদ্রব্যাদি, বরণের কুলা ১, * শ্রী ১, ষষ্ঠীপূজার শাড়ী ১, মার্কণ্ডেয় পূজার বোড় ১, আসনাসুরী ২, মধুপর্কবাটী ২, গব্য ঘৃত, মধু, দধি, চিনি, বড় নৈবেদ্য ২, কুচা নৈবেদ্য ১, বটের ডাল ৭ টা, ঘট ১ টা, বটপত্র ২১ টা, পিটুলির পুত্তলিকা ২১ টা, থৈ, কড়ি ১ দফা, পুষ্পতুলস্তাদি, আভ্যাদয়িকের দ্রব্য, কলার ডোঙ্গা বা কদলীপত্র ২০, গামছা ৮ বোড়া, স্বর্ঘ্যার্ঘ্য-দ্রব্যাদি, সিন্দূর, হোমের বালি, হোমের কাঠ, সজ্জার কাঁটা ৩ টা, তীর ১ টা, সূত্রপূর্ণ টেকো ১ টা, যুগ্ম যজ্ঞডুমুর ২ টা, ঘূন্সী ১, ভেলা ১ টা, হোমের ঘি /১ এক পোয়া, চকুর মালসা ১, চকুর তুঙ্গ /১ সের, চিনি /১ এক পোয়া, কুলা ১, ধুচুনি ১, তিল, দক্ষিণা, ব্রাহ্মণভোজন ।

অন্নপ্রাশনের দ্রব্য ।

বালকের চেলির বোড় ১, টোপর ১, পুষ্পমালা, হোমের ঘি, বালি, হোমের কাঠ, ষষ্ঠী পূজার শাড়ী ১, মার্কণ্ডেয় পূজার বস্ত্র ১ বোড়, আসনাসুরী ২, মধুপর্কবাটী ২, গব্য ঘৃত, মধু, দধি,

* একখানি কুলার উপর ৪ টি মুঙ্গলি ভাঁড় রাখিয়া সেই ভাঁড় চারিটিতে হরিদ্রাক্ত চাউল, স্থপারী ও চারি গুণ্ডা কড়ি দিয়া একখানি বস্ত্র বস্ত্র দ্বারা সেই ভাঁড় আচ্ছাদিত করিবে । ইহারই নাম বরণের কুলা ।

ধর্ম্মানুষ্ঠানম্ ।

৬০৩

চিনি, বড় নৈবেদ্য ২, কুচা নৈবেদ্য ১, বটের ডাল, বটপত্র,
থৈ, কড়ি, আভ্যাদয়িকের দ্রব্যাদি, কদলীপত্র, স্বর্ঘ্যার্থ্যদ্রব্যাদি,
পুষ্পতুল্যাদি, ষট, দক্ষিণা, ব্রাহ্মণভোজন ।

চূড়াকরণের দ্রব্য ।

আভ্যাদয়িকের দ্রব্য, ক্ষুর ১, কাঁসার পাত্র ১, বালকের পরি-
ধেয় বস্ত্র ২, কর্ণবেধের গুঁজি ২, পুষ্পতুল্যাদি, দক্ষিণা, ব্রাহ্মণ-
ভোজন ।

কর্ণবেধের দ্রব্য ।

আভ্যাদয়িকের দ্রব্যাদি, কর্ণ বিন্ধিবার গুঁজি ২, পুষ্পতুল-
্যাদি, দক্ষিণা, ব্রাহ্মণভোজন ।

উপনয়নের দ্রব্য ।

শাড়ী ১, ধূতি ১, আসনাস্কুরী ২ প্রস্থ, মধুপর্কবাটী ২ প্রস্থ,
বড় নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, আভ্যাদয়িকের দ্রব্যাদি, বটের
ডাল ১, বালি, কেসে, যজ্ঞকাষ্ঠ, হোমের কাষ্ঠ, তিল, হরীতকী,
অধিবাসের দ্রব্যাদি, শ্রী বা আক্, সিন্দূর, ধূপ, দীপ, সমিধ ৫০,
বৃষগোময়, যব, মুগ, মাষকলায়, শ্বেত সর্ষপ, গুঁজি ২ টা,
কাংশুবাটী ১ টা, ক্ষুর ১, ঝুলির গামছা ১, গৈরিক বস্ত্র ১ যোড়,
পৈতা (গ্রহি দেওয়া) ২ প্রস্থ, মেথলা, ১, ব্রহ্মসারচন্দ্র ১, বিষ্ণু-
দণ্ড ১, বেউড় বংশের দণ্ড ১, সমাবর্তনের রক্তবস্ত্র ১, পুষ্পমালা,
অলঙ্কার, ছাতি ১, পাহুকা, টোপর ১, কুলা ১, ধুচুনি ১, চকর
মালগা ১, চকর তুফ /৥ আদমের, চিনি এক পোয়া, হোমের
গব্য ঘৃত /১ সের, দক্ষিণা ১ দফা, ব্রাহ্মণভোজন ১ দফা ।

বিবাহের দ্রব্য ।

আভ্যুদয়িকের দ্রব্যাদি, টোপর ১, সিন্ধি ময়ূর ১, শীবস্ক-
নারিকেল ১টা, চণ্ডীর পুথি ১, কোশাকুশি ১ ঘোড়া, কস্তা-
ছাদন গামছা ১, (এই গামছাতে ৫ টি হরীতকী, ৫ টি বয়ড়া,
৫ টি সুপারী, ৫ টি আমলকা, ৫ টি বড় এলাইচ, ৫ খণ্ড হরিদ্রা
ও ৫ গুণ্ডা কড়ি বান্ধা থাকে ।) মোনামুনি, হাই আমলা, ধুতু-
ফল, কুলা ১, আকন্দ তুলা, পুষ্প, চন্দন, বরণডালা, মধুপর্কবাটী
১, বরাভরণ, কস্তাভরণ, দানসামগ্রী, বরের দক্ষিণা ।

কুশাঙ্কিকার দ্রব্য ।

থৈ ৪ অঞ্জলি, কুলা ১, হোমের গব্য স্তব্ধ ৮ সের, শিল
নোড়া, এক কলসী জল ও একটা আত্মশাখা, সিন্দূর ১ বাণ্ডিল,
বেণার পাতা, সাঁই বাবলার পাতা, বর-কস্তার পরিধেয় বস্ত্র,
ঘট ১ টা, বালি, কাঠ, দক্ষিণা ।

অনন্তব্রতের দ্রব্য * ।

লক্ষ্মী পূজার শাড়ী ১, বিষ্ণু পূজার বস্ত্র ১ ঘোড়া, আসনাসুরী
২ প্রস্থ, মধুপর্কবাটী ২ টা, বড় নৈবেদ্য ১৪ থানা, ছোট নৈবেদ্য
১ থানা, জলপানি দ্রব্য ১ থানা, ১৪ খাই স্ত্রের ডোর ১,
১৪ টি ফল, পুষ্পতুল্যাদি, পায়স ও পিষ্টক, ভোজ্য ১ টা, দক্ষিণা ।

* ধর্মাস্থানমধ্যে অনন্তব্রতের পদ্ধতিটী সবিস্তার প্রকা-
শিত থাকায় তদ্ব্রতের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদিই লিখিত হইল ।
অগ্রান্ত ব্রতের দ্রব্যাদি মৎপ্রকাশিতব্য “ব্রত” নামক গ্রন্থে দ্রষ্টব্য ।



সম্পূর্ণ ।

